কূর্ম্ম-পুরাণম্।

শ্রীমন্মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্।

সংস্কৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ।

ভট্টপল্লী-নিবাসি-

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

সম্পাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৬, ভবানী দত্ত লেন, "বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন"-যন্ত্রে

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৩২ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনী।

শ্রীমন্মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে এই কূর্ম্মপুরাণ পঞ্চদশসংখ্যক। কূর্ম্মপুরাণ চারিখানি সংহিতায় বিভক্ত;—ব্রাহ্মী, ভাগবতী, সৌরী ও বৈষ্ণবী। ইহার শ্লোকসংখ্যা সপ্তদশ সহস্র। এই নশ্বর জগতে সকলই ক্ষণভঙ্গুর—কিছুই স্থায়ী নহে, তাই কালবশে বা আমাদের অদৃষ্টদোষে অন্য সংহিতাত্রয় লুপ্ত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় একণে এই ব্রাহ্মী সংহিতাই ভারতবর্ষে কূর্ম্মপুরাণ বলিয়া প্রচারিত। এই ব্রাহ্মী সংহিতায় ছয় হাজার শ্লোক আছে। অন্যান্য সংহিতা অপেক্ষা এই ব্রাহ্মী সংহিতা উৎকৃষ্ট বলিয়াই হউক, ইহাতে সকল আশ্রমীরই প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই হউক, অথবা ভগবানের লীলা দুরধিগম্য বলিয়াই হউক, এই ব্রাহ্মী সংহিতাখানিই সকলের কণ্ঠগত থাকিত, তাই এখনও তার অস্তিত্ব আছে।

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত, পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণই ব্রাহ্মী সংহিতায় সবিশেষ বর্ণিত আছে। তদ্ব্যতীত কাশী, প্রয়াগ, কপালমোচন, নর্ম্মদা প্রভৃতি বহুল তীর্থের মাহাত্ম্য এবং শ্রাদ্ধবিধি, অশৌচাদি ব্যবস্থা, ভক্ষ্যাভক্ষ্য-নির্ণয় ও অগ্নিহোত্রাদি যাবতীয় শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত নিয়ম সকল ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে এবং সাংখ্যযোগ উত্তমরূপে প্রকটিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহার অন্তর্গত শ্রীমদীশ্বরগীতা অতি বিচিত্র। মহাভারতের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আর এই কূর্ম্মপুরাণের ঈশ্বরগীতা তুল্যমূল্য; তবে ইহার ভাষ্যাদি পাওয়া যায় না, এইমাত্র প্রভেদ।

কূর্ম্মপুরাণের অনুবাদ এ পর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই,—আমাদের অনুবাদই সর্ব্বপ্রথম। যদিচ আমরা অত্যন্ত শ্রম ও সমধিক অধ্যবসায়ের সহিত ইহার অনুবাদ করিয়াছি এবং অন্যান্য গ্রন্থের বিরোধ-পরিহারে সাতিশয় যত্ন করিয়াছি, তথাপি এই প্রথম অনুবাদ যে, একেবারে ভ্রম-প্রমাদশূন্য হইয়াছে, এমন আশা করিতে পারি না। যাহা হউক ইহাতে কিয়ৎপরিমাণে কূর্ম্মপুরাণ-পাঠের ফল ও পণ্ডিতগণের সন্তোষ সংসাধিত হইলেই, আমাদের শ্রম সফল হইবে। কিমধিকমিতি।

১৮১৮ শকাব্দ বৈশাখ।	অনুবাদক

প্রকাশকের নিবেদন।

ইতি পূর্ব্বে সন ১৩১১ সালে, বঙ্গানুবাদসহ মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত কূর্ম্ম-পুরাণের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। পুরাণ-পীযূষ-পিপাসু পাঠকগণের কাছে কয়েক বৎসরেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। তাঁহাদের আগ্রহেই আমরা ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। ইতি—শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল

প্রকাশক

রোমহর্ষণ উবাচ।

নমস্কৃত্য জগদ্‌যোনিং কূর্ম্মরূপধরং হরিম্।
বক্ষ্যে পৌরাণিকীং দিব্যাং কথাং পাপ-
প্রণাশিনীম্॥ ৯
যাং শ্রুত্বা পাপকর্ম্মাপি গচ্ছেত পরমাং গতিম্
ন নাস্তিকে কথাং পুণ্যামিমাং ব্রূয়াৎকদাচন॥১০
শ্রদ্দধানায় শান্তায় ধার্ম্মিকায় দ্বিজাতয়ে।
ইমাং কথামনুব্রূয়াৎ সাক্ষান্নারায়ণেরিতাম্॥১১
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥ ১২
ব্রাহ্মং পুরাণং প্রথমং পাদ্মং বৈষ্ণবমেব চ।
শৈবং ভাগবতঞ্চৈব ভবিষ্যং নারদীয়কম্॥১৩
মার্কণ্ডেয়মথাগ্নেয়ং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ।
লৈঙ্গং তথা চ বারাহং স্কান্দং বামনমেব চ॥১৪
কৌর্ম্মং মাৎস্যং গারুড়ঞ্চ বায়বীয়মনুত্তমম্।
অষ্টাদশং সমুদ্দিষ্টং ব্রহ্মাণ্ডমিতি সংজ্ঞিতম্॥১৫
অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানি তু।
অষ্টাদশ পুরাণানি শ্রুত্বা সংক্ষেপতো
দ্বিজাঃ॥ ১৬
আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃ পরম্।
তৃতীয়ং স্কান্দমুদ্দিষ্টং কুমারেণ তু ভাষিতম্॥ ১৭
চতুর্থং শিবধর্ম্মাখ্যং সাক্ষান্নন্দীশভাষিতম্।
দুর্ব্বাসসোক্তমাশ্চর্য্যং নারদীয়মতঃ পরম্॥ ১৮
কাপিলং বামনঞ্চৈব তথৈবোশনসেরিতম্।
ব্রহ্মাণ্ডং বারুণঞ্চৈব কালিকাহ্বয়মেব চ॥ ১৯
মাহেশ্বরং তথা শাম্বং সৌরং সর্ব্বার্থসঞ্চয়ম্।
পরাশরোক্তং মারীচং তথৈব ভার্গবাহ্বয়ম্॥২০
ইদন্তু পঞ্চদশমং পুরাণং কৌর্ম্মমুত্তমম্।
চতুর্ধা সংস্থিতং পুণ্যং সংহিতানাং
প্রভেদতঃ॥ ২১
ব্রাহ্মী ভাগবতী সৌরী বৈষ্ণবী চ প্রকীর্ত্তিতাঃ

বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৮। রোমহর্ষণ কহিলেন,—জগদুৎপত্তির কারণ কূর্ম্মরূপধারী হরিকে নমস্কার করিয়া পাপবিনাশিনী দিব্য পৌরাণিকী কথা বলিব—যাহা শ্রবণ করিলে, পাপিষ্ঠও পরম গতি লাভ করে; নাস্তিকের নিকটে কদাচ এই পুণ্যকথা বর্ণন করিবে না। শ্রদ্ধাবান্ শান্ত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির নিকটে, নারায়ণকর্ত্তৃক কথিত এই পুরাণ-কথা অবিকল বলিবে। সৃষ্টি, মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস পুত্রগণকর্ত্তৃক সৃষ্টি, রাজবংশ, মন্বন্তর ও রাজবংশীয়দিগের চরিত্রবর্ণন এই পাঁচটী পুরাণের লক্ষণ। প্রথমে ব্রহ্মপুরাণ, অনন্তর পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামন-পুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বায়ুপুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ; এই অষ্টাদশ * পুরাণ কথিত হইয়াছে। হে দ্বিজগণ! মুনিরা এই অষ্টাদশপুরাণ শ্রবণ করিয়া সংক্ষেপে অন্যান্য উপপুরাণ লিখিয়াছেন। সনৎকুমারোক্ত আদিপুরাণ, তারপর নরসিংহপুরাণ, তৃতীয় স্কন্দপুরাণ, কুমার বলিয়াছেন। চতুর্থ শিবধর্ম্মপুরাণ সাক্ষাৎ নন্দীশ্বর কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। অতঃপর দুর্ব্বাসঃপ্রোক্ত আশ্চর্য্য পুরাণ পঞ্চম। নারদীয় পুরাণ ষষ্ঠ। পরে কপিল এবং বামনপুরাণ; উশনাকর্ত্তৃক নবম পুরাণ কথিত হইয়াছে; তারপর ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ, বরুণপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মহেশ্বর-পুরাণ, শাম্বপুরাণ, সর্ব্বার্থপ্রকাশক সৌরপুরাণ, পরাশরপুরাণ, মারীচপুরাণ, এবং ভার্গব-পুরাণ; উপপুরাণ এই অষ্টাদশসংখ্যক। ৯—২০। এই পঞ্চদশ পুরাণশ্রেষ্ঠ পবিত্র কূর্ম্ম-পুরাণ, সংহিতার প্রভেদ হেতু, চারিভাগে বিভক্ত। (ইহাতে) ব্রাহ্মী, ভাগবতী, সৌরী ও বৈষ্ণবী এই চারিটী ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ফলপ্রদ সংহিতা উক্ত হইয়াছে।

* গণনা করিলে, ঊনিশ খানি হয়, অথচ অষ্টাদশ পুরাণের কথা। সুতরাং বায়ুপুরাণ ও শিবপুরাণ উভয়ের মধ্যে অন্যতরের গ্রাহ্যতা।

কূর্ম্মপুরাণম্।

পূর্ব্বভাগঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

নমস্কৃত্যাপ্রমেয়ায় বিষ্ণবে কূর্ম্মরূপিণে।
পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং বিশ্বযোনিনা ॥ ১
সত্রান্তে সূতমনঘং নৈমিষেয়া মহর্ষয়ঃ।
পুরাণসংহিতাং পুণ্যাং পপ্রচ্ছু রোমহর্ষণম্ ॥২
ত্বয়া সূত মহাবুদ্ধে ভগবান্ ব্রহ্মবিত্তমঃ।
ইতিহাসপুরাণার্থং ব্যাসঃ সম্যগুপাসিতঃ ॥ ৩
তস্য তে সর্ব্বরোমাণি বচসা হৃষিতানি যৎ।
দ্বৈপায়নস্য তু ভবাংস্ততো বৈ রোমহর্ষণঃ ॥ ৪
ভবন্তমেব ভগবান্ ব্যাজহার স্বয়ং প্রভুঃ।
মুনীনাং সংহিতাং বক্তুং ব্যাসঃ পৌরাণিকীং পুরা ॥ ৫
ত্বং হি স্বায়ম্ভুবে যজ্ঞে সুত্যাহে বিততে সতি
সম্ভূতঃ সংহিতাং বক্তুং স্বাংশেন পুরুষোত্তমঃ ॥
তস্মাদ্ভবন্তং পৃচ্ছামঃ পুরাণং কৌর্ম্মমুত্তমম্।
বক্তুমর্হসি চাস্মাকং পুরাণার্থবিশারদ ॥ ৭
মুনীনাং বচনং শ্রুত্বা সূতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ।
প্রণম্য মনসা প্রাহ গুরুং সত্যবতীসুতম্ ॥ ৮

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার পুরঃসর জয় অর্থাৎ পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবে। আমি অপ্রমেয় কূর্ম্মরূপী বিষ্ণুকে প্রণিপাত করিয়া ব্রহ্মাকর্ত্তৃক কথিত পুরাণের বর্ণনা করিব। যজ্ঞান্তে নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণ, নিষ্পাপ রোমহর্ষণনামক সূতকে পবিত্র পুরাণসংহিতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাবুদ্ধে সূত! তুমি ইতিহাস ও পুরাণের জ্ঞানলাভার্থ, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্যাসকে সম্যক্ সেবা করিয়াছ। সেই দ্বৈপায়ন ঋষির বাক্য দ্বারা শরীরের সমুদয় রোম হৃষিত (প্রফুল্ল) হইয়াছিল, তজ্জন্য তোমাকে 'রোমহর্ষণ' বলিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে স্বয়ং প্রভু ভগবান্ ব্যাস তোমাকে, ঋষিদিগের নিকটে পুরাণসংহিতা বর্ণন করিবার নিমিত্ত, অনুমতি করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইলে, পুরাণ-সংহিতা-বর্ণনের নিমিত্ত তুমি স্বয়ং পুরুষোত্তমের অংশে উৎপন্ন হইয়াছ। অতএব আমরা তোমার নিকটে পুরাণোত্তম কূর্ম্মপুরাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি; হে পুরাণার্থবিশারদ! তুমি আমাদিগকে উহা বল। পৌরাণিকশ্রেষ্ঠ সূত মুনিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে সত্যবতীতনয় গুরু ব্যাসদেবকে প্রণিপাত করিয়া

উপরিভাগ।

সুচিপত্র সমাপ্ত।

চপত্র।

স্পৃষ্টমাত্রো ভগবতা বিষ্ণুনা মুনিপুঙ্গবঃ।
যথাবৎ পরমং তত্ত্বং জ্ঞাতবাংস্তৎপ্রসাদতঃ ॥ ৮১
ততঃ প্রহৃষ্টমনসা প্রণিপত্য জনার্দ্দনম্।
প্রোবাচোন্নিদ্রপদ্মাক্ষং পীতবাসসমচ্যুতম্ ॥ ৮২
ত্বৎপ্রসাদাদসন্দিগ্ধমুৎপন্নং পুরুষোত্তম।
জ্ঞানং ব্রহ্মৈকবিষয়ং পরমানন্দসিদ্ধিদম্ ॥ ৮৩
নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় বেধসে।
কিং করিষ্যামি যোগেশ তন্মে বদ জগন্ময় ॥ ৮৪
শ্রুত্বা নারায়ণো বাক্যমিন্দ্রদ্যুম্নস্য মাধবঃ।
উবাচ সস্মিতং বাক্যমশেষং জগতো হিতম্ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বর্ণাশ্রমাচারবতাং পুংসাং দেবো মহেশ্বরঃ।
জ্ঞানেন ভক্তিযোগেন পূজনীয়ো ন চান্যথা ॥৮৫
বিজ্ঞায় তৎ পরং তত্ত্বং বিভূতিং কার্য্যকারণম্
প্রবৃত্তিঞ্চাপি মে জ্ঞাত্বা মোক্ষার্থীশ্বরমর্চ্চয়েৎ ॥৮৭
সর্ব্বসঙ্গান্ পরিত্যজ্য জ্ঞাত্বা মায়াময়ং জগৎ।
অদ্বৈতং ভাবয়াত্মানং দ্রক্ষ্যসে পরমেশ্বরম্ ॥ ৮৮
ত্রিবিধাং ভাবনাং ব্রহ্মন্ প্রোচ্যমানাং নিবোধ মে
একা মদ্বিষয়া তত্র দ্বিতীয়া ব্যক্তসংশ্রয়া।
অন্যা চ ভাবনা ব্রাহ্মী বিজ্ঞেয়া সা গুণাতিগা
আসামন্যতমাঞ্চাথ ভাবনাং ভাবয়েদ্বুধঃ।
অশক্তঃ সংশ্রয়েদাদ্যামিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তন্নিষ্ঠস্তৎপরায়ণঃ।
সমারাধয় বিশ্বেশং ততো মোক্ষমবাপ্স্যসি ॥৯১

ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ।

কিং তৎ পরতরং তত্ত্বং কা বিভূতির্জনার্দ্দন।
কিং কার্য্যং কারণং কস্ত্বং প্রবৃত্তিশ্চাপি কা তব।

শ্রীভগবানুবাচ।

পরাৎ পরতরং তত্ত্বং পরং ব্রহ্মৈকমব্যয়ম্।
নিত্যানন্দময়ং জ্যোতিরক্ষরং তমসঃ পরম্ ॥ ৯৩
ঐশ্বর্য্যং তস্য যন্নিত্যং বিভূতিরিতি গীয়তে।

হাস্য করত এইরূপ স্তবকারী বিপ্রকে উভয় হস্তে স্পর্শ করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু-কর্ত্তৃক স্পৃষ্টমাত্র সেই মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবানের প্রসাদে পরমতত্ত্ব যথাবৎ পরিজ্ঞাত হইয়া-ছিলেন। ৭৪—৮১। অনন্তর তিনি প্রহৃষ্ট-মনে বিকশিত-পদ্মপলাশাক্ষ পীতবস্ত্রধারী অচ্যুত জনার্দ্দনকে প্রণিপাত করত বলিয়া-ছিলেন,—হে পুরুষোত্তম! তোমার প্রসাদে তোমার অনুগ্রহে আমার অসন্দিগ্ধ ব্রহ্মৈ-কনিষ্ঠ পরমানন্দ-সিদ্ধিপ্রদ জ্ঞান উৎপন্ন হই-য়াছে। হে ভগবন্ বাসুদেব বিধাতঃ! তোমাকে নমস্কার। হে যোগেশ জগন্ময়! এক্ষণে কি করিব, তাঁহার উপদেশ আমাকে প্রদান করুন। নারায়ণ মাধব, ইন্দ্রদ্যুম্নের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ-হাস্যসহকারে জগ-তের অশেষ হিতকর এই বাক্য বলিয়াছিলেন যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনকারী পুরুষেরা জ্ঞান-যোগ এবং ভক্তিযোগদ্বারা দেব মহেশ্বরকে পূজা করিবেন, ইহার অন্যথা না হয়। সেই পরমতত্ত্ব, বিভূতি, কার্য্যকারণ এবং আমার ইচ্ছা অবগত হইয়া মোক্ষার্থী ব্যক্তি ঈশ্বরের আরাধনা করিবেন। সর্ব্বসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক জগৎকে মায়াময় জানিয়া অদ্বৈত আত্মাকে ভাবনা কর, তাহা হইলেই পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবে। হে ব্রহ্মন্! ভাবনা ত্রিবিধা, আমি বলিতেছি, অবগত হও। একা মদ্বিষয়িণী, দ্বিতীয়া ব্যক্তসংশ্রয়া ও অন্য ভাবনা ব্রাহ্মী ভাবনা; উহাকে গুণাতীতা বলিয়া জানিবে। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদের অন্যতম ভাবনা অবলম্বন করিয়া ধ্যান করি-বেন। অনাসক্তচিত্তে আদ্যা ভাবনার শরণাগত হইবে, এইরূপ বৈদিকী শ্রুতি আছে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে তদ্বিষয়ে নিষ্ঠা-বান্ এবং তৎপরায়ণ হইয়া বিশ্বেশ্বরকে আরাধনা কর; তাহা হইলে মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে। ৮২—৯১। ইন্দ্রদ্যুম্ন বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! পরম তত্ত্ব কি? বিভূতিই বা কি? কার্য্য এবং কারণই বা কি প্রকার? তুমি কি এবং তোমার প্রবৃত্তিই বা কাদৃশী? শ্রীভগবান্ বলিলেন,—এক অব্যয় ব্রহ্মই পরমতত্ত্ব, নিত্যানন্দময় তমোতীত ও পরম জ্যোতিঃস্বরূপ। তাহার যে নিত্য ঐশ্বর্য্য,

কার্য্যং জগদথাব্যক্তং কারণং শুদ্ধমক্ষরম্ ॥ ৯৪
অহং হি সর্ব্বভূতানামন্তর্যামীশ্বরঃ পরঃ।
সর্গস্থিত্যন্তকর্তৃত্বং প্রবৃত্তির্মম গীয়তে ॥ ৯৫
এতদ্বিজ্ঞায় ভাবেন যথাবদখিলং দ্বিজ।
ততস্ত্বং কর্ম্মযোগেন শাশ্বতং সম্যগর্চ্চয় ॥ ৯৬
ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ।
কে তে বর্ণাশ্রমাচারা যৈঃ সমারাধ্যতে পরঃ।
জ্ঞানঞ্চ কীদৃশং দিব্যং ভাবনাত্রয়সংস্থিতম্ ॥ ৯৭
কথং সৃষ্টমিদং পূর্ব্বং কথং সংহ্রিয়তে পুনঃ।
কিয়ত্যঃ সৃষ্টয়ো লোকে বংশা মন্বন্তরাণি চ ॥ ৯৮
কানি তেষাং প্রমাণানি পাবনানি ব্রতানি চ।
তীর্থান্যর্কাদিসংস্থানং পৃথিব্যায়ামবিস্তরম্ ॥ ৯৯
কতি দ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ পর্ব্বতাশ্চ নদী-নদাঃ।
ব্রূহি মে পুণ্ডরীকাক্ষ যথাবদধুনা পুনঃ ॥ ১০০
কূর্ম্ম উবাচ।
এবমুক্তোঽথ তেনাহং ভক্তানুগ্রহকাম্যয়া।
যথাবদখিলং সম্যগবোচং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১০১
ব্যাখ্যায়াশেষমেবেদং যৎ পৃষ্টোঽহং দ্বিজেন তু
অনুগৃহ্য চ তং বিপ্রং তত্রৈবান্তর্হিতোঽভবম্ ॥
সোঽপি তেন বিধানেন মদুক্তেন দ্বিজোত্তমাঃ
আরাধয়ামাস পরং ভাবপূতঃ সমাহিতঃ ॥ ১০৩
ত্যক্ত্বা পুত্রাদিষু স্নেহং নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ।
সংন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণি পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ ॥ ১০৪
আত্মন্যাত্মানমবীক্ষ্য স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ।
সম্প্রাপ্য ভাবনামন্ত্যাং ব্রাহ্মীমক্ষরপূর্ব্বিকাম্ ॥
অবাপ পরমং যোগং যেনৈকং পরিপশ্যতি।
যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ কাঙ্ক্ষন্তে
মোক্ষকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১০৬
ততঃ কদাচিদ্‌যোগীন্দ্রো ব্রহ্মাণং দ্রষ্টুমব্যয়ম্।
জগামাদিত্যনির্দ্দেশান্মানসোত্তরপর্ব্বতম্ ॥ ১০৭

তাহাই বিভূতি নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; জগৎ তাঁহার কার্য্য এবং শুদ্ধ অক্ষর অব্যক্তই তাঁহার কারণ। আমি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী পরম ঈশ্বর, সৃষ্টি পালন এবং সংহারে কর্তৃত্বই আমার প্রবৃত্তিরূপে গীত হইয়াছে। হে দ্বিজ! চিন্তা দ্বারা এই সকল যথাবৎ পরিজ্ঞাত হইয়া কর্ম্মযোগদ্বারা শাশ্বত ব্রহ্মকে সম্যক্ অর্চ্চনা কর। ইন্দ্রদ্যুম্ন বলিলেন,—যে সকল আচার-দ্বারা পরমব্রহ্মকে আরাধনা করা যায়, সেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কি প্রকার? এবং ভাবনাত্রয়-যুক্ত জ্ঞানই বা কীদৃশ? পূর্ব্বকালে কি প্রকারে এই সৃষ্টি হইয়াছিল? কি প্রকারেই বা উহার পুনরায় সংহার হইয়া থাকে? লোকে সৃষ্টি কত প্রকার? বংশ কত? মন্বন্তরই বা কত? উহাদের পরিমাণ কত? পবিত্র ব্রত, তীর্থাদি, সূর্য্যাদি গ্রহের সংস্থান এবং পৃথিবীর দৈর্ঘ্য ও বিস্তারই বা কি পরিমাণ? দ্বীপ,সমুদ্র,পর্ব্বত এবং নদী-নদই বা কত? হে পুণ্ডরীকাক্ষ! এখন আবার এ সকলের যথা-যথ বিবরণ আমাকে বলুন।৯২—১০০। কূর্ম্ম বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তদ্দ্বারা আমি এইরূপে উক্ত হইয়া ভক্তদিগের অনুগ্রহ-কামনায় সমুদয় যথাযথ বর্ণন করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণকর্তৃক আমি জিজ্ঞাসিত হইয়া এই সমু-দয় ব্যাখ্যা দ্বারা ব্রাহ্মণকে অনুগ্রহ করত সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলাম। হে দ্বিজোত্তমগণ! তিনিও ভক্তিভাবে পূত এবং সমাহিতচিত্ত হইয়া মদুক্ত বিধানে পরমেশ্বরকে আরাধনা করিয়াছিলেন। পুত্রা-দিতে স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্দ্বন্দ্ব এবং পরিগ্রহশূন্য হইয়া সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসদ্বারা পরম বৈরাগ্য আশ্রয় করিলেন, আপনাতে আত্ম-দৃষ্টি এবং স্বকীয় আত্মাতে সমস্ত জগৎ অব-লোকন করত অক্ষরপূর্ব্বিকা ব্রহ্মসম্বন্ধিনী অন্ত্যভাবনা লাভ করিয়া সেই পরম যোগ প্রাপ্ত হইলেন—যে যোগদ্বারা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে অবলোকন করা যায়। আলস্য-শূন্য, কুম্ভক-পূরকাদিদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসজয়ী, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী যোগিগণ যাঁহাকে লাভ করি-বার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি সেই ব্রহ্মদর্শনে নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর একদা সেই যোগীন্দ্র, অব্যয় ব্রহ্মকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত, আদিত্যের নির্দ্দেশে মানস-সরোবরের উত্তর প্রদেশস্থ পর্ব্বতে গমন

আকাশেনৈব বিপ্রেন্দ্রো যোগৈশ্বর্য্যপ্রভাবতঃ
বিমানং সূর্য্যসঙ্কাশং প্রাদুর্ভূতমনুত্তমম্ ॥ ১০৮
অন্বগচ্ছন্ দেবগণা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ।
দৃষ্ট্বান্যে পথি যোগীন্দ্রং সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষয়ো যযুঃ ॥
ততঃ স গত্বানুগিরিং বিবেশ সুরবন্দিতম্।
স্থানং তদ্‌যোগিভির্জ্জুষ্টং যত্রাস্তে পরমঃ পুমান্
সম্প্রাপ্য পরমং স্থানং সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্।
বিবেশ চান্তর্ভবনং দেবানাঞ্চ দুরাসদম্ ॥ ১১১
বিচিন্তয়ামাস পরং শরণ্যং সর্ব্বদেহিনাম্।
অনাদিনিধনঞ্চৈব দেবদেবং পিতামহম্ ॥ ১১২
ততঃ প্রাদুরভূত্তস্মিন্ প্রকাশঃ পরমাদ্ভুতঃ।
তন্মধ্যে পুরুষং পূর্ব্বমপশ্যৎ পরমং পদম্ ॥ ১১৩
মহান্তং তেজসো রাশিমগম্যং ব্রহ্মবিদ্বিষাম্।
চতুর্ম্মুখমুদারাঙ্গমর্চ্চির্ভিরুপশোভিতম্ ॥ ১১৪
সোঽপি যোগিনমন্বীক্ষ্য প্রণমন্তমুপস্থিতম্।
প্রত্যুদ্গম্য স্বয়ং দেবো বিশ্বাত্মা পরিষস্বজে ॥
পরিষক্তস্য দেবেন দ্বিজেন্দ্রস্যাথ দেহতঃ।
নির্গত্য মহতী জ্যোৎস্না বিবেশাদিত্যমণ্ডলম্ ॥
ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞং তৎ পবিত্রমমলং পদম্।
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ যত্রাস্তে হব্যকব্যভুক্ ॥
দ্বারং তদ্‌যোগিনামাদ্যং বেদান্তেষু প্রতিষ্ঠিতম্
ব্রহ্মতেজোময়ং শ্রীমন্নিষ্ঠা চৈব মনীষিণাম্ ॥ ১১৮
দৃষ্টমাত্রো ভগবতা ব্রহ্মণার্চ্চির্ম্ময়ো মুনিঃ।
অপশ্যদৈশ্বরং তেজঃ শান্তং সর্ব্বত্রগং শিবম্ ॥
স্বাত্মানমক্ষরং ব্যোম যত্র বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
আনন্দমচলং ব্রহ্মস্থানং তৎ পারমেশ্বরম্ ॥ ১২০
সর্ব্বভূতাত্মভূতস্থঃ পরমৈশ্বর্য্যমাস্থিতঃ।
প্রাপ্তবানাত্মনো ধাম যত্তন্মোক্ষাখ্যমব্যয়ম্ ॥ ১২১
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বর্ণাশ্রমবিধৌ স্থিতঃ।
সমাশ্রিত্যান্তিমং ভাবং মায়াং লক্ষ্মীং তরেদ্‌বুধঃ

সূত উবাচ।

ব্যাহৃতা হরিণা ত্বেবং নারদাদ্যা মহর্ষয়ঃ।

করিলেন। সেই বিপ্রেন্দ্রের যোগৈশ্বর্য্য-প্রভাবে আকাশে অত্যুৎকৃষ্ট সূর্য্যপ্রভ এক বিমান প্রাদুর্ভূত হইল। দেব গন্ধর্ব্ব অপ্সরা সিদ্ধ এবং ব্রহ্মর্ষিসমূহ পথিমধ্যে সেই যোগীন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই যোগীন্দ্র পর্ব্বতমধ্যে গমন করত দেববন্দিত ও যোগিগণ-পরিষেবিত স্থানে প্রবেশ করিলেন—যেখানে পরম পুরুষ বিদ্যমান। অযুত সূর্য্যসমপ্রভ পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়া তিনি দেবদুর্লভ অন্তর্ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং সর্ব্বদেহীর পরম আশ্রয় অনাদিনিধন দেবদেব পিতামহকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১০১—১১২। তারপর সেখানে একটী পরম অদ্ভুত জ্যোতিঃ প্রাদুর্ভূত হইল, তাহার মধ্যে পুরাতন পরমপুরুষকে তিনি দর্শন করিলেন। সেই দেব মহাতেজোরাশিস্বরূপ, ব্রহ্মবিদ্বেষীদিগের অপ্রাপ্য, চতুর্ম্মুখ, সুন্দরদেহ; চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত শিখা দ্বারা প্রদীপ্ত। সেই বিশ্বাত্মা দেব প্রণত যোগীকে উপস্থিত দেখিয়া স্বয়ং প্রত্যুদ্গত হইয়া (আগু বাড়াইয়া) আলিঙ্গন করিলেন। দেবকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত দ্বিজেন্দ্রের দেহ হইতে মহৎ জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করিল। উক্ত জ্যোতিঃ ঋগ্-যজুঃসামসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল এবং উহা পবিত্র অমল পদস্বরূপ। যেখানে হব্যকব্য-ভোজী হিরণ্যগর্ভ ভগবান্ ব্রহ্মা বিদ্যমান, তাহাই যোগিগণের আদিদ্বাররূপে বেদান্তে প্রতিপন্ন হইয়াছে। উহা ব্রহ্মতেজোময়, শোভাবিশিষ্ট এবং মনীষীদিগের আশ্রয়স্থল। ভগবান্ ব্রহ্মার দৃষ্টিমাত্রে শান্ত, সর্ব্বত্রগামী, মঙ্গলময়, আত্মস্বরূপ, অক্ষয়, শূন্যময়, যেখানে বিষ্ণুর পরম পদ বিদ্যমান, আনন্দময়, অচল ও যাহা পরমেশ্বরব্রহ্মস্থান, সেই-ঐশ্বরিক তেজঃ তেজোময় মুনির অবলোকন হইল। ১১৬—১২০। তিনি সর্ব্বভূতের আত্মভূতেস্থ পরম ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট হইয়া আত্মার মোক্ষরূপ অব্যয় ধাম প্রাপ্ত হইলেন। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে বর্ণাশ্রমবিধিতে অবস্থিত হইয়া অন্তিম ভাব আশ্রয় করিলে, মায়া-লক্ষ্মীকে অতিক্রম করিতে পারিবেন। সূত বলিলেন,—ইন্দ্রের সহিত নারদাদি মহর্ষিগণ

শক্রেণ সহিতাঃ সর্ব্বে পপ্রচ্ছুর্গরুড়ধ্বজম্ ॥১২৩

ঋষয় উচুঃ।

দেবদেব হৃষীকেশ নাথ নারায়ণাব্যয়।
তদ্বদাশেষমস্মাকং যদুক্তং ভবতা পুরা ॥ ১২৪
ইন্দ্রদ্যুম্নায় বিপ্রায় জ্ঞানং ধর্ম্মাদিগোচরম্।
শুশ্রূষুশ্চাপ্যয়ং শক্রঃ সখা তব জগন্ময় ॥ ১২৫
ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুঃ কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দন।
রসাতলগতো দেবো নারদাদ্যৈর্মহর্ষিভিঃ ॥ ১২৬
পৃষ্টঃ প্রোবাচ সকলং পুরাণং কৌর্ম্মমুত্তমম্।
সন্নিধৌ দেবরাজস্য তদ্বক্ষ্যে ভবতামহম্ ॥ ১২৭
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং মোক্ষপ্রদং নৃণাম্।
পুরাণশ্রবণং বিপ্রাঃ পঠনঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১২৮
শ্রুত্বা চাধ্যায়মেবৈকং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
উপাখ্যানমথৈকং বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১২৯
ইদং পুরাণং পরমং কৌর্ম্মং কূর্ম্মস্বরূপিণা।
উক্তং দেবাধিদেবেন শ্রদ্ধাতব্যং দ্বিজাতিভিঃ ॥

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে
ইন্দ্রদ্যুম্নমোক্ষে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীহরিকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে দেবদেব হৃষীকেশ! হে নাথ! হে নারায়ণ অব্যয়! আপনি পূর্ব্বে ইন্দ্রদ্যুম্ন বিপ্রকে যে ধর্ম্মবিষয় জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সমুদয় আমাদিগকে বলুন। হে জগন্ময়! আপনার সখা এই ইন্দ্র উহা শ্রবণের নিমিত্ত অভিলাষী। অনন্তর রসাতলগত কূর্ম্মরূপী দেব জনার্দ্দন বিষ্ণু, নারদাদি মহর্ষিগণকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবরাজের সন্নিধানে সর্ব্বোত্তম যে কূর্ম্মপুরাণ বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহাই আমি আপনাদিগকে বলিব। হে বিপ্রগণ! পুরাণ শ্রবণ ও বিশেষতঃ পাঠ শ্লাঘাকর, কীর্ত্তিপ্রদ, আয়ুর্বৃদ্ধিকর, পুণ্যজনক ও মানবের মুক্তিদায়ক হইয়া থাকে। পুরাণের একটী অধ্যায় কিংবা একটি মাত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিলেও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত এবং ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকে। কূর্ম্মরূপী দেবাধিদেব কর্ত্তৃক উক্ত এই পরম কূর্ম্মপুরাণকে দ্বিজাতিগণ শ্রদ্ধা করিবেন। ১২১—১৩০।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে যৎ পৃষ্টোঽহং জগদ্ধিতম্।
বক্ষ্যমাণং ময়া সর্ব্বমিন্দ্রদ্যুম্নায় ভাষিতম্ ॥ ১
ভূতৈর্ভব্যৈর্ভবদ্ভিশ্চ চরিতৈরুপবৃংহিতম্।
পুরাণং পুণ্যদং নৃণাং মোক্ষধর্ম্মানুকীর্ত্তনম্ ॥ ২
অহং নারায়ণো দেবঃ পূর্ব্বমাসং ন মে পরম্।
উপাস্য বিপুলাং নিদ্রাং ভোগিশয্যাং
সমাশ্রিতঃ ॥
চিন্তয়ামি পুনঃ সৃষ্টিং নিশান্তে প্রতিবুধ্য তু ॥ ৩
ততো মে সহসোৎপন্নঃ প্রসাদো মুনিপুঙ্গবাঃ।
চতুর্মুখস্ততো জাতো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥৪
তদন্তরেঽভবৎ ক্রোধঃ কস্মাচ্চিৎ কারণাৎ তদা
আত্মনো মুনিশার্দ্দূলাস্তত্র দেবো মহেশ্বরঃ ॥৫
রুদ্রঃ ক্রোধাত্মকো জজ্ঞে শূলপাণিস্ত্রিলোচনঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কূর্ম্ম বলিলেন,—হে ঋষিগণ! আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। যাহা আমাকে আপনারা জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং যাহা আমি বর্ণন করিব, উহা জগতের হিতকর; ইন্দ্রদ্যুম্নকে ইহা বলা হইয়াছিল। অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ঘটনা-পরিবর্দ্ধিত এই পুরাণ মানবের পুণ্যপ্রদ, ইহাতে মোক্ষধর্ম্ম পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। আমি নারায়ণদেব, পূর্ব্বে বিপুল-নিদ্রা অবলম্বনপূর্ব্বক সর্পশয্যা আশ্রয় করিয়া ছিলাম; (তদানীং) আমা ব্যতীত অন্য কেহই ছিল না। আমি নিশাবসানে জাগরিত হইয়া, সৃষ্টির চিন্তা করিতেছিলাম, সহসা আমার প্রসাদ (আহ্লাদ) উৎপন্ন হইল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তাহাতেই লোক-পিতামহ ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর কোন

তেজসা সূর্য্যসঙ্কাশস্ত্রৈলোক্যং নির্দ্দহন্নিব । ৬
ততঃ শ্রীরভবদ্দেবী কমলায়তলোচনা ।
সুরূপা সৌম্যবদনা মোহিনী সর্ব্বদেহিনাম্ । ৭
শুচিস্মিতা সুপ্রসন্না মঙ্গলা মহিমাস্পদা ।
দিব্যকান্তিসমাযুক্তা দিব্যমাল্যোপশোভিতা ।৮
নারায়ণী মহামায়া মূলপ্রকৃতিরব্যয়া ।
স্বধাম্না পূরয়ন্তীদং মৎপার্শ্বং সমুপাবিশৎ । ৯
তাং দৃষ্ট্বা ভগবান্ ব্রহ্মা মামুবাচ জগৎপতিম্ ।
মোহায়াশেষভূতানাং নিযোজয় সুরূপিণীম্ ।১০
যেনেয়ং বিপুলা সৃষ্টির্বর্দ্ধতে মম মাধব ।
তথোক্তোহহং শ্রিয়ং দেবীমব্রবং প্রহসন্নিব । ১১
দেবীদমখিলং বিশ্বং সদেবাসুরমানুষম্ ।
মোহয়িত্বা মমাদেশাৎ সংসারে বিনিপাতয় ।১২
জ্ঞানযোগরতান্ দান্তান্ ব্রহ্মিষ্ঠান্ ব্রহ্মবাদিনঃ
অক্রোধনান্ সত্যপরান্ দূরতঃ পরিবর্জ্জয় ।১৩
ধ্যায়িনো নির্ম্মমাহ্বান্তান্ ধার্ম্মিকান্ বেদপারগান্
যাজিনস্তাপসান্ বিপ্রান্ দূরতঃ পরিবর্জ্জয় ।১৪
বেদবেদান্তবিজ্ঞান-সচ্ছিন্নাশেষসংশয়ান্ ।
মহাযজ্ঞপরান্ বিপ্রান্ দূরতঃ পরিবর্জ্জয় । ১৫
যে যজন্তি জপৈর্হোমৈর্দেবদেবং মহেশ্বরম্ ।
স্বাধ্যায়েনেজ্যয়া দূরাৎ তান্ প্রযত্নেন বর্জ্জয় ।১৬
ভক্তিযোগসমাযুক্তানীশ্বরার্পিতমানসান্ ।
প্রাণায়ামাদিষু রতান্ দূরাৎ পরিহরামলান্ ।১৭
প্রণবাসক্তমনসো রুদ্রজপ্যপরায়ণান্ ।
অথর্ব্বশিরসো বেত্তৃন্ ধর্ম্মজ্ঞান্ পরিবর্জ্জয় ।১৮
বহুনাত্র কিমুক্তেন স্বধর্ম্মপরিপালকান্ ।
ঈশ্বরারাধনরতান্ মন্নিয়োগান্ন মোহয় । ১৯
এবং ময়া মহামায়া প্রেরিতা হরিবল্লভা ।
যথাদেশং চকারাসৌ তস্মাল্লক্ষ্মীং সমর্চ্চয়েৎ ।
শ্রিয়ং দদাতি বিপুলাং পুষ্টিং মেধাং যশো বলম্
অর্চ্চিতা ভগবৎপত্নী তস্মাল্লক্ষ্মীং সমর্চ্চয়েৎ ।২১

কারণে সেই সময় আমার ক্রোধ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই দেব রুদ্র ক্রোধময় শূলপাণি ত্রিলোচন সূর্য্যসমপ্রভ মহেশ্বর ত্রৈলোক্য বিদগ্ধ করিয়াই যেন জন্ম গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কমলায়তনা সুরূপা সৌম্যবদনা সর্ব্বদেহীর মোহকারিণী শুদ্ধহাস্যা সুপ্রসন্না মঙ্গলা মহিমাস্পদা দিব্যকান্তিযুক্তা দিব্যমাল্যশোভিতা মহামায়া মূলপ্রকৃতি অব্যয়া নারায়ণী লক্ষ্মীদেবী, স্বকীয় প্রভা দ্বারা বিশ্ব উদ্ভাসিত করিয়া আমার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ১—৯। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া, জগৎপতি আমাকে বলিলেন,—সমুদয় ভূতের মোহের নিমিত্ত এই আত্মস্বরূপিণীকে নিয়োগ করুন; হে মাধব! ইঁহা দ্বারা আমার এই বিপুল সৃষ্টি পরিবর্দ্ধিত হয়। এই বিষয়ে উক্ত হইয়া, আমি ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক লক্ষ্মীদেবীকে বলিলাম,—হে দেবি! দেব অসুর মানুষসহ এই সমুদয় বিশ্বকে আমার আদেশে মোহিত করিয়া বিনিপাতিত কর। কিন্তু জ্ঞানযোগরত দান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ক্রোধশূন্য সত্যধর্ম্মা ব্রহ্মবাদীদিগকে দূরে ত্যাগ করিও; ধ্যানশীল, মায়াশূন্য, শান্ত, ধার্ম্মিক, বেদপারগ, যাগকারী ও তাপস ব্রাহ্মণদিগকে দূরে ত্যাগ করিবে। বেদ বেদান্ত ও বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাঁহাদের অশেষ সংশয় তিরোহিত হইয়াছে, মহাযজ্ঞই যাঁহাদের পরম আশ্রয়, সেই সকল ব্রাহ্মণদিগকে দূরে ত্যাগ করিবে, যাঁহারা জপ, হোম, বেদপাঠ ও পূজাদিদ্বারা দেবদেব মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগকে দূরে ত্যাগ করিবে। ভক্তিযোগযুক্ত ঈশ্বরে সমর্পিতহৃদয়, প্রাণায়ামাদিতে রত ও নিষ্পাপ ব্যক্তিদিগকে দূরে পরিত্যাগ করিবে এবং ওঙ্কারে সমাসক্ত, রুদ্রজপপরায়ণ, অথর্ব্বশাখাবিৎ ও ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিবে। এ বিষয়ে আর অধিক বলিব কি, আমার আদেশে স্বধর্ম্ম-পারপালক ও ঈশ্বরারাধনে রত ব্যক্তিদিগকে মোহিত করিও না। এই প্রকারে আমাকর্ত্তৃক প্রেরিতা হরিপ্রিয়া মহামায়া (লক্ষ্মী) আদেশানুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য লক্ষ্মীকে অর্চ্চনা করিবে। ১০—২০। ভগবৎপত্নী লক্ষ্মী অর্চ্চিতা হইয়া বিপুল সম্পদ্, ভোগ, মেধা, যশ ও বল প্রদান করেন; অতএব লক্ষ্মীকে

ততোঽসৃজৎ স ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
চরাচরাণি ভূতানি যথাপূর্ব্বং মমাজ্ঞয়া ॥ ২২
মরীচিভৃগ্বঙ্গিরসং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
দক্ষমত্রিং বসিষ্ঠঞ্চ সোঽসৃজদ্‌যোগবিদ্যয়া ॥২৩
নবৈতে ব্রহ্মণঃ পুত্রা ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণোত্তমাঃ।
ব্রহ্মবাদিন এবৈতে মরীচ্যাদ্যাস্তু সাধকাঃ ॥ ২৪
সসর্জ্জ ব্রাহ্মণান্ বক্ত্রাৎ ক্ষত্রিয়াংশ্চ ভুজ দ্বিভুঃ
বৈশ্যানূরুদ্বয়াদ্দেবঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রান্ পিতামহঃ॥২৫
যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে ব্রহ্মা শূদ্রবর্জ্জং সসর্জ্জ হ।
গুপ্তয়ে সর্ব্বদেবানাং তেভ্যো যজ্ঞো হি
নির্ব্বভৌ ॥ ২৬
ঋচো যজুংষি সামানি তথৈবাথর্ব্বণানি চ।
ব্রহ্মণঃ সহজং রূপং নিত্যৈষা শক্তিরব্যয়া ॥২৭
অনাদিনিধনা দিব্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী ভূতা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥ ২
অতোঽন্যানি হি শাস্ত্রাণি পৃথিব্যাং যানি
কানিচিৎ।
ন তেষু রমতে ধীরঃ পাষণ্ডী তেন জায়তে *
বেদার্থবিত্তমৈঃ কার্য্যং যৎ স্মৃতং মুনিভিঃ পুরা
স জ্ঞেয়ঃ পরমো ধর্ম্মো নান্যশাস্ত্রেষু সংস্থিতঃ ॥
যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ
স্মৃতাঃ ॥ ৩১
পূর্ব্বকল্পে প্রজা জাতাঃ সর্ব্ববাধাবিবর্জ্জিতাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণাঃ সর্ব্বাঃ স্বধর্ম্মপরিপালকাঃ ॥ ৩২
ততঃ কালবশাৎ তাসাং রাগদ্বেষাদিকোঽভবৎ
অধর্ম্মো মুনিশার্দ্দূলাঃ স্বধর্ম্মপ্রতিবন্ধকাঃ ॥ ৩৩
ততঃ সা সহজা সিদ্ধিস্তাসাং নাতীব জায়তে।
রজোমাত্রাত্মিকাস্তাসাং সিদ্ধয়োঽন্যাস্তদাভবন্॥
তাসু ক্ষীণাস্বশেষাসু কালযোগেন তাঃ পুনঃ।
বার্ত্তোপায়ং পুনশ্চক্রুর্হস্তসিদ্ধিঞ্চ কর্ম্মজাম্ ॥ ৩৫
ততস্তাসাং বিভুর্ব্রহ্মা কর্ম্মাজীবমকল্পয়ৎ।
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বং ধর্ম্মান্ প্রোবাচ সর্ব্বদৃক্ ॥

অর্চ্চনা করিবে। তাহার পর সেই লোকপিতামহ ব্রহ্মা মদীয় আজ্ঞাক্রমে পূর্ব্বের ন্যায় চরাচর ভূত সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি যোগবিদ্যায় মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠকে সৃষ্টি করিলেন। মরীচি-আদি ব্রহ্মবাদী সাধক এই নয়টী ব্রহ্মার পুত্রই ব্রাহ্মণোত্তম ব্রাহ্মণ। প্রভু পিতামহ মুখ হইতে ব্রাহ্মণদিগকে, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়দিগকে, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্যদিগকে এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্রদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা যজ্ঞসম্পাদনের নিমিত্ত ও সমুদয় দেবতাদিগের রক্ষার জন্য শূদ্রভিন্ন অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হইতেই যজ্ঞ নির্ব্বাহ হইল। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই সকল ব্রহ্মেরই সহজ রূপ। নিত্য অব্যয়শক্তি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা প্রথমে অনাদিনিধনা বেদময়ী দিব্যবাণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহা হইতেই যাবতীয় প্রবৃত্তির উদ্রেক হইল। ইহা ভিন্ন আর যে সকল বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র পৃথিবীতে আছে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাহাতে অনুরক্ত হয় না, তাহার অনুশীলনে পাষণ্ডী হইতে হয়। বেদার্থদর্শী ঋষিগণ পুরাকালে যাহার স্মরণ করিয়াছিলেন,তাহারই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, অন্য শাস্ত্রে অবস্থিত হইবে না। ২১—৩০। বেদবহির্ভূত যে সকল স্মৃতি আর যাহা যাহা কুতর্কপূর্ণ, সেই সমুদয়ই পরকালে নিষ্ফল; উহা তমঃপূর্ণ জানিবে। পূর্ব্বকালে সর্ব্ববাধাবিবর্জ্জিত, শুদ্ধান্তঃকরণ ও স্বধর্ম্মপরিপালক প্রজা সমুদয় জন্মিয়াছিল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর কালক্রমে তাহাদের স্বধর্ম্মের প্রতিবন্ধক রাগদ্বেষাদি অধর্ম্ম সকল উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য তাহাদের আর অতি সহজে সিদ্ধিলাভ হইল না। সেই সময়ে তাহাদের রজোময়ী অন্য সিদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর সেই সকল সিদ্ধি ক্ষীণদশা প্রাপ্ত হইলে, তাহারা পুনরায় কালক্রমে বার্ত্তোপায় ও কর্ম্মজনিত হস্তসিদ্ধির সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার পর বিভু ব্রহ্মা তাহাদের কর্ম্মাজীব

* রমতে বুধঃ ইতি কচিৎ পাঠঃ

সাক্ষাৎ প্রজাপতের্মূর্ত্তির্নিস্বষ্টা ব্রহ্মণো দ্বিজাঃ
ভৃগ্বাদয়স্তদ্বদনাচ্ছ্রুত্বা ধর্ম্মানথোচিরে ॥ ৩৭
যজনং যাজনং দানং ব্রাহ্মণস্য প্রতিগ্রহঃ।
অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং ষট্ কর্ম্মাণি দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩৮
দানমধ্যয়নং যজ্ঞো ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ।
দণ্ডো যুদ্ধং ক্ষত্রিয়স্য কৃষির্বৈশ্যস্য শস্যতে ॥ ৩৯
শুশ্রূষৈব দ্বিজাতীনাং শূদ্রাণাং ধর্ম্মসাধনম্।
কারুকর্ম্ম তথাজীবঃ পাকযজ্ঞাদি ধর্ম্মতঃ ॥ ৪০
ততঃ স্থিতেষু বর্ণেষু স্থাপয়ামাস চাশ্রমান্।
গৃহস্থঞ্চ বনস্থঞ্চ ভিক্ষুকং ব্রহ্মচারিণম্ ॥ ৪১
অগ্নয়োহতিথিশুশ্রূষা যজ্ঞো দানং সুরার্চ্চনম্।
গৃহস্থস্য সমাসেন ধর্ম্মোহয়ং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৪২
হোমো মূলফলাশিত্বং স্বাধ্যায়স্তপ এব চ।
সংবিভাগো যথান্যায়ং ধর্ম্মোহয়ং বনবাসিনাম্
ভৈক্ষাশনঞ্চ মৌনিত্বং তপো ধ্যানং বিশেষতঃ
সম্যগ্‌জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যং ধর্ম্মোহয়ং ভি
ক্ষুকে মতঃ ॥ ৪৪
ভিক্ষাচর্য্যা চ শুশ্রূষা গুরোঃ স্বাধ্যায় এব চ।
সন্ধ্যাকর্ম্মাগ্নিকার্য্যঞ্চ ধর্ম্মোহয়ং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥৪৫
ব্রহ্মচারিবনস্থানাং ভিক্ষুকাণাং দ্বিজোত্তমাঃ।
সাধারণং ব্রহ্মচর্য্যং প্রোবাচ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৪৬
ঋতুকালাভিগামিত্বং স্বদারেষু ন চান্যতঃ।
পর্ব্ববর্জ্জং গৃহস্থস্য ব্রহ্মচর্য্যমুদাহৃতম্ ॥ ৪৭
আ গর্ভধারণাদাজ্ঞা কার্য্যা তেনাপ্রমাদতঃ।
অকুর্ব্বাণস্তু বিপ্রেন্দ্রা ভ্রূণহা তূপজায়তে ॥ ৪৮
বেদাভ্যাসোহন্বহং শক্ত্যা শ্রাদ্ধঞ্চাতিথিপূজনম্
গৃহস্থস্য পরো ধর্ম্মো দেবতাভ্যর্চ্চনং তথা ॥৪৯
বৈবাহ্যমগ্নিমিন্ধীত সায়ং প্রাতর্যথাবিধি।
দেশান্তরগতে বাথ সুতঃ পত্ন্যৃত্বিগেব বা ॥ ৫০
ত্রয়াণামাশ্রমাণান্তু গৃহস্থো যোনিরুচ্যতে।
অন্যে তমুপজীবন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ান্ গৃহাশ্রমী ॥৫১

কল্পনা করিয়াছিলেন। প্রথমে সর্ব্বদর্শী স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্ম বর্ণনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, প্রজাপতির সাক্ষাৎ মূর্ত্তির স্বরূপ যে ব্রাহ্মণদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই ভৃগুপ্রভৃতি ঋষিগণ মনুর মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও অধ্যয়ন এই ষট্ কর্ম্ম ব্রাহ্মণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু দণ্ডধারণ ও যুদ্ধ, ক্ষত্রিয়ের এবং কৃষি বৈশ্যের পক্ষে প্রশস্ত। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের শুশ্রূষা, শূদ্রদিগের ধর্ম্মসাধনের উপায়স্বরূপ। এতদ্ভিন্ন কারুকর্ম্ম এবং পাকযজ্ঞাদি কার্য্যও তাহাদের পক্ষে প্রশস্ত। ৩৭—৪০। অনন্তর বর্ণ সকল প্রতিষ্ঠিত হইলে, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু ও ব্রহ্মচারীদিগের আশ্রম স্থাপন করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! অগ্নিরক্ষা, অতিথিসেবা, যজ্ঞ, দান, দেবপূজা—এই কয়টী গৃহস্থের সাধারণ ধর্ম্ম। হোম, ফলমূলাশন, বেদপাঠ, তপস্যা, যথাবিধি সংবিভাগ, এই সকল বানপ্রস্থদিগের ধর্ম্ম। ভৈক্ষাশন, মৌনিত্ব, তপস্যা, ধ্যান, সম্যক জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই সকল ভিক্ষুগণের ধর্ম্ম। ভিক্ষাচরণ, গুরুশুশ্রূষা, বেদপাঠ, সন্ধ্যাকর্ম্ম ও অগ্নিকার্য্য এই সমুদায় ব্রহ্মচারীদিগের ধর্ম্ম। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! কমলযোনি ব্রহ্মা বলিয়াছেন, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু এই সমুদয় আশ্রমীর সাধারণ ধর্ম্মই ব্রহ্মচর্য্য। অন্যস্ত্রীতে নহে, কেবল নিজ ভার্য্যাতে পর্ব্বদিন পরিত্যাগ করিয়া ঋতুকালে যে সহবাস, উহাও গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্যরূপ কথিত হইয়াছে। গর্ভধারণ না করা পর্য্যন্ত এইরূপ অনুমতি আছে; অতএব সাবধানে উহা সম্পাদন করিবে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! ইহা না করিলে ভ্রূণহত্যার পাপভাগী হইতে হয়। প্রতিদিন বেদাভ্যাস, শক্তি-অনুসারে শ্রাদ্ধ, অতিথিপূজা এবং দেবার্চ্চনা এই সকল গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম। প্রতিদিন সায়ং ও প্রাতঃকালে বৈবাহিক অগ্নিতে কাষ্ঠপ্রদান করিবে। দেশান্তরে গমন করিলে, গৃহস্থের পুত্র পত্নী অথবা ঋত্বিক্ এই কার্য্য সম্পাদন করিবেন। ৪১—৫০। তিনটি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই মূল; যেহেতু

একাশ্রম্যং গৃহস্থস্য চতুর্ণাং শ্রুতিদর্শনাৎ।
তস্মাদা গার্হস্থ্যমেবৈকং বিজ্ঞেয়ং ধর্ম্মসাধনম্ ॥৫২
পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্ম্মবর্জ্জিতৌ
সর্ব্বলোকবিরুদ্ধঞ্চ ধর্ম্মমপ্যাচরেন্ন তু ॥ ৫৩
ধর্ম্মাৎ সঞ্জায়তে হ্যর্থো ধর্ম্মাৎ কামোঽভিজায়তে।
ধর্ম্ম এবাপবর্গায় তস্মাদ্ধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৫৪
ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ ত্রিবর্গস্ত্রিগুণো মতঃ।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি তস্মাদ্ধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ ॥৫৫
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ৫৬
যস্মিন্ ধর্ম্মসমাযুক্তৌ হ্যর্থকামৌ ব্যবস্থিতৌ।
ইহ লোকে সুখী ভূত্বা প্রেত্যানন্ত্যায় কল্পতে ॥
ধর্ম্মাৎ সঞ্জায়তে মোক্ষো হ্যর্থাৎ কামোঽভিজায়তে।
এবং সাধনসাধ্যত্বং চাতুর্ব্বিধ্যে প্রদর্শিতম্ ॥ ৫৮
য এবং বেদ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষস্য মানবঃ।
মাহাত্ম্যঞ্চানুতিষ্ঠেত স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৫৯
তস্মাদর্থঞ্চ কামঞ্চ ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ।
ধর্ম্মাৎ সঞ্জায়তে সর্ব্বমিত্যাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৬০
ধর্ম্মেণ ধার্য্যতে সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
অনাদিনিধনা শক্তিঃ সৈষা ব্রাহ্মী দ্বিজোত্তমাঃ
কর্ম্মণা প্রাপ্যতে ধর্ম্মো জ্ঞানেন চ ন সংশয়ঃ।
তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং কর্ম্মযোগং সমাশ্রয়েৎ ॥
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্।
জ্ঞানপূর্ব্বং নিবৃত্তং স্যাৎ প্রবৃত্তং যদতোঽন্যথা ॥
নিবৃত্তং সেবমানস্তু যাতি তৎ পরমং পদম্।
তস্মান্নিবৃত্তং সংসেব্যমন্যথা সংসরেৎ পুনঃ ॥ ৬৪
ক্ষমা দমো দয়া দানমলোভস্ত্যাগ এব চ।
আর্জ্জবঞ্চানসূয়া চ তীর্থানুসরণং তথা ॥ ৬৫
সত্যং সন্তোষমাস্তিক্যং শ্রদ্ধা চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

অন্য আশ্রমীরা তাহাকেই উপজীব্যস্বরূপ মনে করে, অতএব গৃহাশ্রমী শ্রেষ্ঠ। শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, চারিটি আশ্রমের মধ্যে একমাত্র গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ; অতএব গৃহস্থাশ্রমকেই একমাত্র ধর্ম্মসাধনের উপায় জানিবে। ধর্ম্মহীন অর্থ-কাম পরিত্যাগ করিবে, সর্ব্বলোকবিরুদ্ধ ধর্ম্মও আচরণ করিবে না। ধর্ম্ম হইতে অর্থলাভ হয়, ধর্ম্ম হইতে অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ধর্ম্মই মোক্ষের কারণ; অতএব ধর্ম্মই আশ্রয় করিবে। ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গই সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনটি গুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, অতএব ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে। সত্ত্বগুণাবলম্বী পুরুষেরা ঊর্দ্ধে গমন করেন, রজোগুণাশ্রয়ী ব্যক্তিরা মধ্যে অবস্থান করেন আর তমোগুণাবলম্বীরা মূঢ়তানিবন্ধন নিম্নে নীত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তিতে ধর্ম্মযুক্ত অর্থকাম অবস্থিত হইয়াছে, তিনি ইহলোকে সুখী হইয়া পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ করেন। ধর্ম্ম হইতে মোক্ষ হয়, অর্থ হইতে কাম্য বস্তু লাভ হয়, চতুর্ব্বর্গবিষয়ে এই প্রকার সাধন-সাধ্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যে মানব ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের এই প্রকার মাহাত্ম্য অবগত আছেন এবং ইহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি অনন্ত সুখের ভাগী হন; অতএব অর্থ কাম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে;—ব্রহ্মবাদীরা বলেন, ধর্ম্ম হইতেই সমুদয় লাভ হয়। ৫১—৬০। ধর্ম্মদ্বারাই এই সকল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ ধৃত হইতেছে। হে ব্রাহ্মণগণ! ইহাই সেই অনাদিনিধনা ব্রাহ্মী শক্তি। জ্ঞানমূলক কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্ম লাভ করা যায়, এ বিষয়ে সংশয় নাই; অতএব জ্ঞানের সহিত কর্ম্মযোগ আশ্রয় করিবে। প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক দ্বিবিধ বৈদিক কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। জ্ঞানপূর্ব্বক যে কর্ম্ম, উহাকে নিবৃত্তিমূলক কর্ম্ম বলে; ইহার বিপরীত যাহা, ইহাই প্রবৃত্তিমূলক। নিবৃত্তিমূলক কর্ম্মের যিনি সেবা করেন, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন; অতএব নিবৃত্তিমূলক কর্ম্মই আশ্রয়ণীয়, অন্যথা করিলে, পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিতে হয়। ক্ষমা, দম,দয়া, দান, অলোভ, ত্যাগস্বীকার,সরলতা, অনসূয়া, তীর্থভ্রমণ, সত্য, সন্তোষ, আস্তিক্য,

দেবতাভ্যর্চ্চনং পূজা ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ॥৬৬
অহিংসা প্রিয়বাদিত্বমপৈশুন্যমকল্কতা।
সামাসিকমিমং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ ॥ ৬৭
প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং
ক্রিয়াবতাম্।
স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষ্বপলায়িনাম্ ॥৬৮
বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্মমনুবর্ত্ততাম্।
গান্ধর্ব্বং শূদ্রজাতীনাং পরিচারেণ বর্ত্ততাম্ ॥ ৬৯
অষ্টাশীতিসহস্রাণামৃষীণামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মৃতং তেষান্তু যৎ স্থানং তদেব গুরুবাসিনাম্
সপ্তর্ষীণান্তু যৎ স্থানং স্মৃতং তদ্বৈ বনৌকসাম্।
প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং স্থানমুক্তং স্বয়ম্ভুবা ॥ ৭১
যতীনাং জিতচিত্তানাং ন্যাসিনামূর্দ্ধরেতসাম্।
হৈরণ্যগর্ভং তৎ স্থানং যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ ॥৭২
যোগিনামমৃতং স্থানং ব্যোমাখ্যং পরমক্ষরম্।
আনন্দমৈশ্বরং ধাম সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ৭৩

ঋষয়ঃ ঊচুঃ।

ভগবন্ দেবতারিঘ্ন হিরণ্যাক্ষনিসূদন।
চত্বারো হ্যাশ্রমাঃ প্রোক্তা যোগিনামেক উচ্যতে

কূর্ম্ম উবাচ।

সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্য সমাধিমচলং শ্রিতঃ।
য আস্তে নিশ্চলো যোগী স সন্ন্যাসী চ পঞ্চমঃ
সর্ব্বেষামাশ্রমাণান্তু দ্বৈবিধ্যং শ্রুতিদর্শিতম্।
ব্রহ্মচার্য্যুপকুর্ব্বাণো নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মতৎপরঃ ॥ ৭৬
যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদান্ গৃহস্থাশ্রমমাব্রজেৎ।
উপকুর্ব্বাণকো জ্ঞেয়ো নৈষ্ঠিকো মরণান্তিকঃ ॥৭৭
উদাসীনঃ সাধকশ্চ গৃহস্থো দ্বিবিধো ভবেৎ।
কুটুম্বভরণায়ত্তঃ সাধকোঽসৌ গৃহী ভবেৎ ॥ ৭৮
ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য ত্যক্ত্বা ভার্য্যাধনাদিকম্।
একাকী যস্তু বিচরেদুদাসীনঃ স মৌক্ষিকঃ ॥৭৯
তপস্তপ্যতি যোঽরণ্যে যজেদ্দেবান্ জুহোতি চ
স্বাধ্যায়ে চৈব নিরতো বনস্থস্তাপসো মতঃ ॥ ৮০

শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দেবতার্চ্চন, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের অহিংসা, প্রিয়ভাষিতা, খলতা-হীনতা এবং অকল্কতা (নিষ্পাপতা) ভগবান্ মনু চতুর্বর্ণ সম্বন্ধে এই সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়াছেন। ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণদিগের প্রাজাপত্য স্থান উক্ত হইয়াছে,সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ ক্ষত্রিয়দিগের ঐন্দ্র স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী বৈশ্যদিগের মারুতস্থান নিরূপিত আছে এবং শুশ্রূষানিরত শূদ্রের গান্ধর্ব্ব স্থান অভিহিত হইয়াছে। অষ্টাশীতিসহস্র ঊর্দ্ধরেতাঃ ঋষিদিগের যে স্থান কথিত আছে, গুরুকুলবাসীদিগের সেইস্থান বিহিত হইয়াছে। ৬৯—৭০। স্বয়ম্ভু, বানপ্রস্থদিগের সপ্তর্ষিস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং গৃহস্থদিগের প্রাজাপত্য স্থান নিরূপণ করিয়াছেন। সংযতাত্মা সর্ব্বত্যাগী ঊর্দ্ধরেতাঃ যতিদিগের সেই স্থান লাভ হয়, যাহা হইতে আর পুনর্ব্বার সংসারে আগমন করিতে না হয়। যোগীদিগের অমৃতব্যোমনামক পরম অক্ষয় ঐশ্বরিক আনন্দময় ধাম লাভ হয়, তাহাই পরাকাষ্ঠা, তাহাই পরমগতি। ঋষিরা বলিলেন—হে ভগবন্ দৈত্যনিসূদন হিরণ্যাক্ষরিপো! আশ্রম চারিটীমাত্র উক্ত হইয়াছে,আর যোগীদিগের পৃথক্ একটী আশ্রম কথিত হইয়াছে; তবে সমুদয়ে চারিটী আশ্রম হয় কিরূপে? কূর্ম্ম বলিলেন,—যিনি সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া অচল সমাধি আশ্রয় করেন, তিনিই নিশ্চল যোগী পঞ্চমাশ্রমী সন্ন্যাসী। সকল আশ্রমই দ্বিবিধ, ইহা বেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারী দুইপ্রকার,—এক উপকুর্ব্বাণ, দ্বিতীয় ব্রহ্মতৎপর নৈষ্ঠিক। যিনি যথাবিধি বেদ অধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন তিনি উপকুর্ব্বাণ, আর যিনি মরণান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় থাকেন, তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলিয়া কথিত হন। গৃহস্থ—উদাসীন ও সাধক এই দুইপ্রকার। যিনি কুটুম্বভরণে নিযুক্ত, তিনি সাধক গৃহী; আর যিনি ঋণত্রয় হইতে বিমুক্ত হইয়া, ভার্য্যাধনাদি পরিহারপূর্ব্বক মোক্ষের নিমিত্ত একাকী বিচরণ করেন, তিনি উদাসীন গৃহী। যিনি অরণ্যে তপস্যা, দেবতা অর্চ্চনা ও হোম করেন এবং অধ্যয়নে নিরত, তিনি তাপস

তপসা কর্ষিতোঽত্যর্থং যস্তু ধ্যানপরো ভবেৎ
সাম্যাসিকঃ স বিজ্ঞেয়ো বানপ্রস্থাশ্রমে স্থিতঃ।
যোগাভ্যাসরতো নিত্যমারুরুক্ষুর্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানায় বর্ত্ততে ভিক্ষুঃ প্রোচ্যতে পারমেষ্ঠিকঃ॥
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যান্নিত্যতৃপ্তো মহামুনিঃ।
সম্যগ্ দর্শনসম্পন্নঃ স যোগী ভিক্ষুরুচ্যতে॥৮৩
জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কেচিদ্বেদসন্ন্যাসিনোঽপরে।
কর্ম্মসন্ন্যাসিনঃ কেচিৎ ত্রিবিধাঃ পারমেষ্ঠিকাঃ॥
যোগী চ ত্রিবিধো জ্ঞেয়ো ভৌতিকঃ সাংখ্য এব চ
তৃতীয়োঽত্যাশ্রমী প্রোক্তো যোগমুত্তমমাশ্রিতঃ
প্রথমা ভাবনা পূর্ব্বে সাংখ্যে অক্ষরভাবনা।
তৃতীয়ে চান্তিমা প্রোক্তা ভাবনা পারমেশ্বরী॥
তস্মাদেতদ্বিজানীধ্বমাশ্রমাণাং চতুষ্টয়ম্।
সর্ব্বেষু বেদশাস্ত্রেষু পঞ্চমো নোপপদ্যতে॥ ৮৭
এবং বর্ণাশ্রমান্ সৃষ্ট্বা দেবদেবো নিরঞ্জনঃ।
দক্ষাদীন্ প্রাহ বিশ্বাত্মা সৃজধ্বং বিবিধাঃ প্রজাঃ
ব্রহ্মণো বচনাৎ পুত্রা দক্ষাদ্যা মুনিসত্তমাঃ।
অসৃজন্ত প্রজাঃ সর্ব্বা দেবমানুষপূর্ব্বিকাঃ॥ ৮৯
ইত্যেবং ভগবান্ ব্রহ্মা স্রষ্টৃত্বে সংব্যবস্থিতঃ।
অহং বৈ পালয়ামীদং সংহরিষ্যতি শূলভৃৎ॥৯০
তিস্রস্তু মূর্ত্তয়ঃ প্রোক্তা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মিকাঃ।
রজঃসত্ত্বতমোযোগাৎ পরস্য পরমাত্মনঃ॥ ৯১
অন্যোন্যমনুরক্তাস্তে হ্যন্যোন্যমুপজীবিনঃ।
অন্যোন্যং প্রণতাশ্চৈব লীলয়া পরমেশ্বরাঃ॥৯২
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব তথৈবাক্ষরভাবনা।
তিস্রস্তু ভাবনা রুদ্রে বর্ত্তন্তে সততং দ্বিজাঃ॥৯৪
প্রবর্ত্ততে ময্যজস্রমাদ্যা অক্ষরভাবনা।
দ্বিতীয়া ব্রহ্মণঃ প্রোক্তা দেবস্যাক্ষরভাবনা॥ ৯৫
অহঞ্চৈব মহাদেবো ন ভিন্নৌ পরমার্থতঃ।
বিভজ্য স্বেচ্ছয়াত্মানং সোঽন্তর্যামীশ্বরঃ স্থিতঃ।
ত্রৈলোক্যমখিলং স্রষ্টুং সদেবাসুরমানুষম্।
পুরুষঃ পরতোঽব্যক্তাদ্ ব্রহ্মত্বং সমুপাগমৎ॥
তস্মাদ্ব্রহ্মা মহাদেবো বিষ্ণুর্বিশ্বেশ্বরঃ পরঃ।
একস্যৈব স্মৃতাস্তিস্রো মূর্ত্তীঃ কার্য্যবশাৎ প্রভোঃ

বানপ্রস্থ, আর যিনি অতিশয় তপস্যায় ক্ষীণ-দেহ হইয়া ধ্যান-পরায়ণ হন, তিনি সাম্যাসিক বানপ্রস্থ। ৭৯—৮১। যিনি যোগাভ্যাসে নিরত, নিত্য ধ্যানযোগে আরোহণেচ্ছু, জিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানমার্গে বর্ত্তমান, তিনি পারমেষ্ঠিক ভিক্ষু; আর যে মহামুনি আত্মাতেই সন্তুষ্ট, আত্মাতেই নিত্যতৃপ্ত এবং সম্যক্-দর্শন-সম্পন্ন, তিনি যোগী ভিক্ষু। কেহ জ্ঞান-সন্ন্যাসী, অপরে বেদ-সন্ন্যাসী, কেহ বা কর্ম্ম-সন্ন্যাসী; পারমেষ্ঠিক এই ত্রিবিধ। যোগী তিন প্রকার;—ভৌতিক, সাংখ্য (উত্তম যোগনিষ্ঠ) ও তৃতীয় অত্যাশ্রমী। প্রথমোক্তেরা ভাবনাশূন্য,সাংখ্যেরা অক্ষরচিন্তায় রত, তৃতীয় প্রকার যোগীরা পরমেশ্বরের ভাবনা করেন। অতএব সমুদয় বেদশাস্ত্রে আশ্রম এই চারি প্রকার, সকলে অবগত হইবে, পঞ্চম আশ্রম নাই। বিশ্বাত্মা দেবদেব নিরঞ্জন এই প্রকার বর্ণাশ্রম সৃষ্টি করিয়া দক্ষাদি ঋষিদিগকে বলিলেন,—তোমরা বিবিধ প্রকার প্রজা সৃষ্টি কর। ব্রহ্মার বাক্যে তাঁহার পুত্র দক্ষাদি মুনিসত্তমগণ, দেব মনুষ্য প্রভৃতি সমুদয় প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভগবান্ এই প্রকারে ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বলিলেন,—আমি ইহাদিগকে পালন করিব ও শঙ্কর সংহার করিবেন। ৮২—৯০। পর-ব্রহ্মের রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণের যোগপ্রযুক্ত ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক পরমেশ্বরের তিন মূর্ত্তি লীলাহেতু পরস্পরে অনুরক্ত, পরস্পরে আশ্রিত ও পরস্পর প্রণত। হে দ্বিজগণ! ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী ও অক্ষরা এই তিন প্রকার ভাবনা রুদ্রে বর্ত্তমান, আমাতে সর্ব্বদা অক্ষর ভাবনা বর্ত্তমান এবং দেব ব্রহ্মাতেও দ্বিতীয় অক্ষর-ভাবনা বর্ত্তমান। আমি মহাদেব পরমার্থতঃ আমরা ভিন্ন নহি, স্বেচ্ছাক্রমে আমি অন্ত-র্যামী পরমেশ্বর আত্মাকে বিভাগ করিয়া অবস্থান করিতেছি। দেব অসুর ও মানুষের সহিত এই সমুদয় সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত পরম-পুরুষ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব ব্রহ্মা, মহাদেব এবং বিশ্বেশ্বর, বিষ্ণু কার্য্য-বশতঃ এক প্রভু তিনমূর্ত্তিরূপে কথিত হইয়া-

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বন্দ্যাঃ পূজ্যা বিশেষতঃ।
যদীচ্ছেদচিরাৎ স্থানং যত্তন্মোক্ষাখ্যমব্যয়ম্ ॥৯৮
বর্ণাশ্রমপ্রযুক্তেন ধর্ম্মেণ প্রীতিসংযুতঃ
পূজয়েদ্ভাবযুক্তেন যাবজ্জীবং প্রতিজ্ঞয়া ॥ ৯৯
চতুর্ণামাশ্রমাণান্তু প্রোক্তোহয়ং বিধিবদ্দ্বিজাঃ।
আশ্রমো বৈষ্ণবো ব্রাহ্মো হরাশ্রম ইতি ত্রয়ঃ ॥
তল্লিঙ্গধারী সততং তদ্ভক্তজনবৎসলঃ।
ধ্যায়েদথার্চ্চয়েদেতান্ ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণঃ ॥ ১০১
সর্ব্বেষামেব ভক্তানাং শম্ভোর্লিঙ্গমনুত্তমম্।
সিতেন ভস্মনা কার্য্যং ললাটে তু ত্রিপুণ্ড্রকম্ ॥
যস্তু নারায়ণং দেবং প্রপন্নঃ পরমং পদম্।
ধারয়েৎ সর্ব্বদা শূলং ললাটে গন্ধবারিভিঃ ॥
প্রপন্না যে জগদ্বীজং ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
তেষাং ললাটে তিলকং ধারণীয়স্তু সর্ব্বদা ॥১০৪
যোহসাবনাদির্ভূতাদিঃ কালাত্মাসৌ ধৃতো ভবেৎ
উপর্য্যধোভাবযোগাৎ ত্রিপুণ্ড্রস্য তু ধারণা ॥১০৫
যত্তৎ প্রধানং ত্রিগুণং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্।
ধৃতং ত্রিশূলধরণাদ্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১০৬
ব্রহ্মতেজোময়ং শুক্লং যদেতন্মণ্ডলং রবেঃ।
ভবত্যেব ধৃতং স্থানমৈশ্বরং তিলকে কৃতে ॥১০৭
তস্মাৎ কার্য্যং ত্রিশূলাঙ্কং তথা চ তিলকং শুভম্।
আয়ুষ্যঞ্চাপি ভক্তানাং ত্রয়াণাং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১০৮
যজেত জুহুয়াদগ্নৌ জপেদ্দদ্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শান্তো দান্তো জিতক্রোধো বর্ণাশ্রমবিধানবিৎ ১০৯
এবং পরিচরেদ্দেবান্ যাবজ্জীবং সমাহিতঃ।
তেষাং স্বস্থানমচলং সোহচিরাদধিগচ্ছতি ॥১১০

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে বর্ণাশ্রমবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ছেন। অতএব যদি মোক্ষরূপ পরম স্থান লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রযত্নে ইহাদিগকে বন্দনা এবং পূজা করিবে। অতএব বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মে প্রীতিযুক্ত হইয়া, ভক্তিভাবে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক যাবজ্জীবন ইহাদিগকে পূজা করিবে। হে দ্বিজগণ! যথাবিধি উক্ত এই আশ্রমচতুষ্টয়ের বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম ও হরাশ্রম এই তিন প্রকার ভেদ কথিত হইয়াছে। ৯১-১০০। ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তি সেই সেই চিহ্ন ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বদা সেই সেই দেবতার ভক্তের প্রতি অনুরাগী হইয়া ধ্যান ও অর্চ্চনা করিবে। যিনি নারায়ণের পরমপদে শরণাগত, তিনি সদা ললাটে গন্ধবারি দ্বারা শূলচিহ্ন ধারণ করিবেন। সকল ভক্তেরাই শম্ভুর উৎকৃষ্ট চিহ্ন ত্রিপুণ্ড্রক শুভ্র ভস্ম দ্বারা ললাটে ধারণ করিবেন। যাঁহারা জগৎকারণ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার শরণাগত তাঁহাদের সর্ব্বদা ললাটে তিলক ধারণ কর্ত্তব্য; ইহাতে সেই অনাদি কালাত্মাই ধৃত হইয়া থাকেন। উপরি ও অধোভাবে যোগ থাকাই ত্রিপুণ্ড্রের চিহ্ন। ললাটে ত্রিশূল ধারণপ্রযুক্ত সেই ত্রিগুণ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবই ধৃত হইয়া থাকেন; এ বিষয়ে সংশয় নাই। তিলক ধারণ করিলে, সেই ব্রহ্মতেজোময় ঐশ্বরিক শুক্ল রবিমণ্ডলই ধৃত হইয়া থাকেন। অতএব (ললাটে) ত্রিশূলচিহ্ন করিবে। বিধিপূর্ব্বক শুভ তিলক ধারণ করায় আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বর্ণাশ্রমবিধানজ্ঞ ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, দান্ত এবং জিতক্রোধ হইয়া পূজা, হোম ও জপ করিবেন। যিনি যাবজ্জীবন সমাহিতচিত্তে দেবতাদিগকে অর্চ্চনা করেন, তিনি অচিরে তাঁহাদের অক্ষয়স্থান লাভ করিতে সমর্থ হন। ১০১—১১০।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

বর্ণা ভগবতোদ্দিষ্টাশ্চত্বারোঽপ্যাশ্রমাস্তথা ।
ইদানীং ক্রমমস্মাকমাশ্রমাণাং বদ প্রভো ॥ ১

কূর্ম্ম উবাচ ।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা ।
ক্রমেণৈবাশ্রমাঃ প্রোক্তাঃ কারুণ্যাদন্তথা নহি * ॥ ২

উৎপন্নজ্ঞানবিজ্ঞানো বৈরাগ্যং পরমং গতঃ ।
প্রব্রজেদ্ব্রহ্মচর্য্যাত্তু যদীচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥
দারানাহৃত্য বিধিবদন্যথা বিবিধৈর্ম্মখৈঃ ।
যজেদুৎপাদয়েৎ পুত্রান্ বিরক্তো যদি সন্ন্যসেৎ ॥ ৪

অনিষ্ট্বা বিধিবদ্যজ্ঞৈরনুৎপাদ্য তথাত্মজান্ ।
ন গার্হস্থ্যং গৃহীত্বা ন সন্ন্যসেদ্বুদ্ধিমান্ দ্বিজঃ ॥
অথ বৈরাগ্যবেগেন স্থাতুং নোৎসহতে গৃহে ।
তত্রৈব সন্ন্যসেদ্বিদ্বাননিষ্ট্বাপি দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৬
তথাপি বিবিধৈর্যজ্ঞৈরিষ্ট্বা বনমথাশ্রয়ন্ ।
তপস্তপ্ত্বা তপোযোগাদ্বিরক্তঃ সন্ন্যসেদ্যদি ॥ ৭
বানপ্রস্থাশ্রমং গত্বা ন গৃহং প্রবিশেৎ পুনঃ ।
ন সন্ন্যাসী বনঞ্চাথ ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ সাধকঃ ॥ ৮
প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিমাগ্নেয়ীমথবা দ্বিজঃ ।
প্রব্রজেৎ তু গৃহী বিদ্বান্ বনাদ্বা শ্রুতিচোদনাৎ ॥ ৯
প্রবর্ত্তুমসমর্থোঽপি জুহোতি যজাত ক্রিয়াঃ ।
অন্ধঃ পঙ্গুর্দরিদ্রো বা বিরক্তঃ সন্ন্যসেদ্দ্বিজঃ ॥১০
সর্ব্বেষামেব বৈরাগ্যং সন্ন্যাসে তু বিধীয়তে ।
পতত্যেবাবিরক্তো যঃ সন্ন্যাসং কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥ ১১
একস্মিন্নথবা সম্যক্ বর্ত্তেতামরণান্তিকম্ ।
শ্রদ্ধাবানাশ্রমে যুক্তঃ সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১২
ন্যায়াগতধনঃ শান্তো ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণঃ ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

ঋষিরা বলিলেন,—ভগবন্! চারি বর্ণ ও আশ্রমের বিষয় আপনি বলিয়াছেন। হে প্রভো! সম্প্রতি আশ্রমসমূহের ক্রমভেদ বলুন। কূর্ম্ম বলিলেন,—ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ যতি ক্রমে ক্রমে এই চারি আশ্রমের বিষয় করুণাপ্রযুক্ত বলিয়াছি, অন্যথা নহে। যাহার জ্ঞান বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি পরম বৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন; তিনি পরমগতি লাভের ইচ্ছায় ব্রহ্মচারী হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন। যথাবিধি দার পরিগ্রহ ও বিবিধ যজ্ঞ সম্পন্ন করত পুত্র উৎপাদন করিবেন; যদি বৈরাগ্য হয়, তবে সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন। যথাবিধি যজ্ঞ সম্পন্ন না করিয়া, পুত্রোৎপাদন না করিয়া ও গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় না করিয়া বুদ্ধিমান্ দ্বিজ সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন না। আর যদি কোন জ্ঞানী দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যের বেগে গৃহে অবস্থান করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি যজ্ঞাদি না করিয়াও তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন। তথাপি তিনি বন আশ্রয় করত বিবিধ যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট ও তপস্যাদ্বারা তপঃফল সঞ্চয় করিয়া বৈরাগ্য বশে বাহিরে সন্ন্যাস অবলমন করিবেন। সাধক সন্ন্যাসী বানপ্রস্থ বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিবেন না। জ্ঞানী গৃহস্থ দ্বিজ, বেদোপদেশ অনুসারে প্রাজাপত্য অথবা আগ্নেয় যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক বন আশ্রয় করত প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন। যদি অন্ধ পঙ্গু বা দরিদ্র দ্বিজ প্রব্রজ্যা অবলম্বনে অসমর্থ হয়, তবে হোম ও যাগ করিবে; কিংবা একান্ত সংসার-বিরাগী হইলে, সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। ১—১০। বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে সকলেরই সন্ন্যাস অবলম্বন করা উচিত। বৈরাগ্য ব্যতীত যিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তিনি পতিত হন। যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমরণ একমাত্র আশ্রমে সম্যক্ অবস্থিতি করেন, তিনি মুক্তি লাভ করেন। যিনি ন্যায়সঙ্গত উপায়ে ধনার্জ্জন করেন এবং শান্তিনিষ্ঠ ও

* কারণাদন্যথা ভবেদিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

স্বধর্ম্মপালকো নিত্যং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ১৩
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি নিঃসঙ্গঃ কামবর্জ্জিতঃ।
প্রসন্নেনৈব মনসা কুর্ব্বাণো যাতি তৎপদম্।১৪
ব্রহ্মণা দীয়তে দেয়ং ব্রহ্মণে সম্প্রদীয়তে।
ব্রহ্মৈব দীয়তে চেতি ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্।১৫
নাহং কর্ত্তা সর্ব্বমেতদ্‌ব্রহ্মৈব কুরুতে তথা।
এতদ্‌ব্রহ্মার্পণং প্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।১৬
প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্। ১৭
যদ্বা ফলানাং সন্ন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্।১৮
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং সঙ্গবর্জ্জিতম্।
ক্রিয়তে বিদুষা কর্ম্ম তদ্ভবেদপি মোক্ষদম্।১৯
অন্যথা যদি কর্ম্মাণি কুর্য্যান্নিত্যান্যপি দ্বিজঃ।
অকৃত্বা ফলসন্ন্যাসং বধ্যতে তৎফলেন তু।২০
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ত্যক্ত্বা কর্ম্মাশ্রিতং ফলম্।
অবিদ্বানপি কুর্ব্বীত কর্ম্মাপ্নোতি চিরাৎ
পদম্। ২১
কর্ম্মণা ক্ষীয়তে পাপমৈহিকং পৌর্ব্বিকং তথা।
মনঃ প্রসাদমন্বেতি ব্রহ্মবিজ্ঞায়তে নরঃ। ২২
কর্ম্মণা সহিতাজ্জ্ঞানাৎ সম্যগ্‌যোগো-
হভিজায়তে।
জ্ঞানঞ্চ কর্ম্মসহিতং জায়তে দোষবর্জ্জিতম্। ২৩
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ।
কর্ম্মাণীশ্বরতুষ্ট্যর্থং কুর্য্যান্নৈষ্কর্ম্ম্যমাপ্নুয়াৎ। ২৪
সম্প্রাপ্য পরমং জ্ঞানং নৈষ্কর্ম্ম্যং তৎপ্রসাদতঃ।
একাকী নির্ম্মমঃ শান্তো জীবন্নেব বিমুচ্যতে।২৫
বীক্ষতে পরমাত্মানং পরং ব্রহ্ম মহেশ্বরম্।
নিত্যানন্দী নিরাভাসস্তস্মিন্নেব লয়ং ব্রজেৎ।
তস্মাৎ সেবেত সততং কর্ম্মযোগং প্রসন্নধীঃ।
তৃপ্তয়ে পরমেশস্য তৎ পদং যাতি শাশ্বতম্।২৭
এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং চাতুরাশ্রম্যমুত্তমম্।
ন হ্যেতৎ সমতিক্রম্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।২৮

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে চাতুরা-
শ্রম্যকথনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। ৩।

ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ হইয়া নিত্য স্বধর্ম্ম প্রতি-পালন করেন, তিনি ব্রহ্মলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। ব্রহ্মে সমুদয় কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক নিঃসঙ্গ এবং কামবর্জ্জিত হইয়া যিনি প্রসন্ন-মনে কাল যাপন করেন, তিনি সেই (ব্রহ্ম) পদ লাভ করেন। ব্রহ্মকর্তৃক সমুদয় প্রদত্ত হইতেছে, ব্রহ্মেই সমস্ত প্রদত্ত হইতেছে এবং ব্রহ্মকেই দান করা হইতেছে; ইহাকেই (এই স্থির করাকেই) ব্রহ্মার্পণ বলা যায়। 'আমি কিছুই করি না, ব্রহ্মই সমুদয় করি-তেছেন' এই জ্ঞানকেই তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ ব্রহ্মা-র্পণ বলিয়াছেন। 'সেই নিত্য ভগবান্ ঈশ এই কর্ম্মদ্বারা প্রীতি লাভ করুন' এই বুদ্ধিতে সদা কর্ম্ম করাকেই পরম ব্রহ্মার্পণ বলে। কিংবা পরমেশ্বরে কর্ম্মফলের সন্ন্যাস করিবে। ইহা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মার্পণ বলিয়া কথিত আছে। জ্ঞানী ব্যক্তি 'ইহা করণীয়' এই জ্ঞানে সঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া যে কর্ম্ম করেন, তাহাও মুক্তি-প্রদ হইয়া থাকে। অন্যথা—যদি কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ না করিয়া কর্ম্ম করে, তাহা হইলে জীব সেই কর্ম্মফলদ্বারাই বদ্ধ হইয়া থাকে। ১১—২০। অতএব অজ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ম্মজনিত ফল পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করিবেন, তাহা হইলে অন্ততঃ বিলম্বেও ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারিবেন। কর্ম্মদ্বারা ইহজন্মকৃত ও পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ক্ষয় হয়। উহাতে মনঃপ্রসাদ লাভ ও মানব ব্রহ্মজ্ঞ হয়। জ্ঞানসহিত কর্ম্মদ্বারা সম্যক্ যোগ উৎপন্ন হয়। কর্ম্মসহিত জ্ঞানই দোষবর্জ্জিত বলিয়া জ্ঞাতব্য। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে যে কোন আশ্রমে অবস্থান করিয়া ঈশ্বরের সন্তোষের নিমিত্ত কর্ম্ম করিবে ও নিষ্কর্ম্মতা অবলম্বন করিবে। সেই পরমেশ্বরের প্রসাদে পরম জ্ঞান এবং নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করত একাকী নির্ম্মম ও শান্ত হইয়া জীবিত থাকিতেই (মানব) মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন। নিত্য আনন্দ-ময়, নিরাভাস এবং প্রসন্নবুদ্ধি হইয়া সর্ব্বদা পরমেশ্বরের তৃপ্তির নিমিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
শ্রুত্বাশ্রমবিধিং কৃৎস্নমৃষয়ো হৃষ্টচেতসঃ।
নমস্কৃত্য হৃষীকেশং পুনর্ব্বচনমব্রুবন্ ॥ ১
মুনয় উচুঃ।
ভাষিতং ভবতা সর্ব্বং চাতুরাশ্রম্যমুত্তমম্।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামো যথা সম্ভায়তে জগৎ ॥২
কুতঃ সর্ব্বমিদং জাতং কস্মিংশ্চ লয়মেষ্যতি।
নিয়ন্তা কশ্চ সর্ব্বেষাং বদস্ব পুরুষোত্তম ॥ ৩
শ্রুত্বা নারায়ণো বাক্যমৃষীণাং কূর্ম্মরূপধৃক্।
প্রাহ গম্ভীরয়া বাচা ভূতানাং প্রভবাপায়ৌ(ক)
কূর্ম্ম উবাচ।
মহেশ্বরঃ পরোঽব্যক্তশ্চতুর্ব্যূহঃ সনাতনঃ।
অনন্তশ্চাপ্রমেয়শ্চ নিয়ন্তা সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ৫
অব্যক্তং কারণং যত্তন্নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং প্রকৃতিশ্চেতি যমাহুস্তত্ত্বচিন্তকাঃ ॥ ৬
গন্ধ-বর্ণ-রসৈর্হীনং শব্দ-স্পর্শ-বিবর্জ্জিতম্।
অজরং ধ্রুবমক্ষয্যং নিত্যং স্বাত্মন্যবস্থিতম্ ॥ ৭
জগদ্‌যোনির্ম্মহাভূতং পরব্রহ্ম সনাতনম্।
বিগ্রহঃ সর্ব্বভূতানামাত্মনাধিষ্ঠিতং মহৎ ॥ ৮
অনাদ্যন্তমজং সূক্ষ্মং ত্রিগুণং প্রভবাব্যয়ম্।
অসাম্প্রতমবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত ॥ ৯
গুণসাম্যে তদা তস্মিন্ পুরুষে চাত্মনি স্থিতে।
প্রাকৃতঃ প্রলয়ো জ্ঞেয়ো যাবদ্বিশ্বসমুদ্ভবঃ ॥ ১০
ব্রাহ্মী রাত্রিরিয়ং প্রোক্তা অহঃ সৃষ্টিরুদাহৃতা।
অহর্ন বিদ্যতে তস্য ন রাত্রিহ্যুপচারতঃ। ১১
নিশান্তে প্রতিবুদ্ধোঽসৌ জগদাদিরনাদিমান্।
সর্ব্বভূতময়োঽব্যক্তো হ্যন্তর্যামীশ্বরঃ পরঃ ॥ ১২
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব প্রবিশ্যাশু মহেশ্বরঃ।

করিবে, তাহা হইলে পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া নিত্যপদ প্রাপ্ত হইবে। এই তোমাদিগকে চতুরাশ্রমের উত্তম ধর্ম্ম বলিলাম; ইহা উল্লঙ্ঘন করিলে, মানব সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ২১—২৮।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ঋষিগণ সমস্ত আশ্রমবিধি শ্রবণ করত সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া হৃষীকেশকে নমস্কারপূর্ব্বক পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন।—মুনিরা বলিলেন,—আপনি সমুদয় আশ্রমধর্ম্ম উত্তমরূপে বর্ণন করিয়াছেন। সম্প্রতি যেরূপে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, উহা শুনিতে বাঞ্ছা করি। হে পুরুষোত্তম! কাহা হইতে এই সমুদায় সৃষ্টি হইয়াছে এবং কোথায় বা লয় প্রাপ্ত হইবে, কেই বা সকলের নিয়ন্তা?—আপনি বলুন। কূর্ম্মরূপধারী নারায়ণ, ঋষিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া গম্ভীর বাক্যে ভূতগণের উৎপত্তি ও বিলয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। কূর্ম্ম বলিলেন,—পরম অব্যক্ত, চতুর্ব্যূহ সনাতন, অনন্ত, অপ্রমেয়, সর্ব্বশক্তিমান্ ও মহান্ ঈশ্বর সকলের নিয়ন্তা। তিনি সৎ ও অসৎ, তিনি নিত্য ও অব্যক্ত কারণ; তত্ত্বচিন্তকেরা তাঁহাকে প্রকৃতি ও পুরুষ বলেন। গন্ধ-বর্ণ-রস-হীন, শব্দস্পর্শ-বর্জ্জিত, অজর, ধ্রুব, অক্ষয়, নিত্য, আত্মাতে অবস্থিত, জগৎকারণ, মহাভূত, সনাতন, পরব্রহ্ম, সর্ব্বভূতের বিগ্রহ, আত্মাধিষ্ঠিত, মহৎ, আদি-অন্তহীন, অজ, সূক্ষ্ম, ত্রিগুণ, প্রভব, অব্যয়, অসাম্প্রত ও অবিজ্ঞেয় ব্রহ্মই প্রথমে ছিলেন। ১—৯। যখন সেই আত্মপুরুষে গুণসাম্য হইবে, তখন প্রাকৃত প্রলয় হইবে। সৃষ্টির প্রাক্কালপর্য্যন্ত ইহার স্থিতি। ইহাই ব্রাহ্মী রাত্রি; আর বিশ্বের উৎপত্তি-ই ব্রাহ্ম দিবস। বস্তুতঃ সেই ব্রহ্মের দিবা বা রাত্রি নাই, কেবল উপচারপ্রযুক্ত এরূপ কথা ব্যবহৃত হয়। জগতের আদি, অনাদি, সর্ব্বভূতময়, অব্যক্ত, অন্তর্যামী সেই পরমেশ্বর রাত্রিশেষে প্রতিবুদ্ধ হন। সেই মহেশ্বর পরম পরমেশ্বর প্রকৃতি এবং পুরুষে প্রবেশ করিয়া তাঁহা-

---

(ক) প্রভবোঽব্যয় ইতি পাঠান্তরম্।

ক্ষোভয়ামাস যোগেন পরেণ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৩
যথা মদো নবস্ত্রীণাং যথা বা মাধবোহনিলঃ।
অনুপ্রবিষ্টঃ ক্ষোভায় তথাসৌ যোগমূর্ত্তিমান্॥
স এব ক্ষোভকো বিপ্রাঃ ক্ষোভ্যশ্চ পরমেশ্বরঃ
স সঙ্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানত্বে ব্যবস্থিতঃ॥
প্রধানাৎ ক্ষোভ্যমাণাচ্চ তথা পুংসঃ পুরাতনাৎ
প্রাদুরাসীন্মহদ্বীজং প্রধানপুরুষাত্মকম্ ॥ ১৬
মহানাত্মা মতির্ব্রহ্মা প্রবুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।
প্রজ্ঞা ধৃতিঃ স্মৃতিঃ সংবিদেতস্মাদিতি
তৎ স্মৃতম্ ॥ ১৭
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ।
ত্রিবিধোহয়মহঙ্কারো মহতঃ সম্ভূব হ॥ ১৮
অহঙ্কারোহভিমানশ্চ কর্ত্তা মন্তা চ স স্মৃতঃ।
আত্মা চ মৎপরো জীবো যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ
পঞ্চভূতান্যহঙ্কারাৎ তন্মাত্রাণি চ জজ্ঞিরে।
ইন্দ্রিয়াণি তথা দেবাঃ সর্ব্বং তস্যাত্মজং জগৎ

মনস্ত্বব্যক্তজং প্রোক্তং বিকারঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ।
যেনাসৌ জায়তে কর্ত্তা ভূতাদীংশ্চানুপশ্যতি ॥
বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ সর্গো বৈকারিকোঽভবৎ।
তৈজসানীন্দ্রিয়াণি স্যুর্দেবা বৈকারিকা দশ ॥২২
একাদশং মনস্তত্র স্বগুণেনোভয়াত্মকম্।
ভূততন্মাত্রসর্গোঽয়ং ভূতাদেরভবদ্দ্বিজাঃ ॥২৩
ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দমাত্রং সসর্জ্জ হ।
আকাশং শুষিরং তস্মাদুৎপন্নং শব্দলক্ষণম্ ॥২৪
আকাশস্তু বিকুর্ব্বাণঃ স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জ হ।
বায়ুরুৎপদ্যতে তস্মাৎ তস্য স্পর্শং গুণং বিদুঃ
বায়ুশ্চাপি বিকুর্ব্বাণো রূপমাত্রং সসর্জ্জ হ।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে বায়োস্তদ্রূপগুণমুচ্যতে ॥২৬
জ্যোতিশ্চাপি বিকুর্ব্বাণং রসমাত্রং সসর্জ্জ হ।
সম্ভবন্তি ততোঽম্ভাংসি রসাধারাণি তানি চ॥
আপশ্চাপি বিকুর্ব্বাণা গন্ধমাত্রং সসর্জ্জিরে।
সঙ্ঘাতো জায়তে তস্মাৎ তস্য গন্ধো
গুণো মতঃ।

দিগকে বিচালিত করেন। যেমন নবীনা কামিনীতে কামমদ প্রবেশ করে, যে প্রকার বসন্তসমাগমে অনিল আগমন করে, সেই প্রকার সেই যোগমূর্ত্তি ব্রহ্ম, ক্ষুভিত করিবার জন্য প্রকৃতিপুরুষে অনুপ্রাবিষ্ট হইয়া থাকেন। হে ! সেই পরমেশ্বরই ক্ষোভক ও ক্ষোভ্য। সঙ্কোচ বিকাশ (লয়সৃষ্টি) দ্বারা তিনি প্রধানত্বে অবস্থিত থাকেন মাত্র। সেই প্রধান পুরাতন পুরুষ ক্ষুব্ধ হওয়ায় প্রধান-পুরুষরূপ মহাবীজ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁ হইতেই মহান্, আত্মা, মতি, ব্রহ্মা, প্রবুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, ধৃতি, স্মৃতি ও সংবিৎ উৎপন্ন হইয়াছে। মহৎ হইতে বৈকারিক তৈজস এবং তামস এই তিন প্রকার অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। তামস অহঙ্কারই সৃষ্টির কারণ। যে অহঙ্কার, সে-ই অভিমানকর্ত্তা, মননকর্ত্তা, পরমাত্মা ও জীবাত্মা। তাঁহা হইতে সমুদয় প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। ১০—১৯। অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয় সকল ও দেবগণ জন্ম লাভ করিয়াছেন। এই সমুদয় জগৎই মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অব্যক্ত হইতে মন জন্মে, তাহাই প্রথম বিকার। সুতরাং ঐ মনই সকলের কর্ত্তা ও ভূতসকলের পর্য্যবেক্ষণ করেন। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে বৈকারিক সৃষ্টি; তৈজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় সকল জন্মে। বৈকারক্‌ হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দশদেবতা উৎপন্ন হন। তন্মধ্যে স্বকীয় গুণে উভয়াত্মক একাদশ মন উৎপন্ন হয়। হে দ্বিজগণ! ভূতাদি হইতে ভূততন্মাত্রের সৃষ্টি হইয়াছে! ভূতাদি (তামস অহঙ্কার) বিকার প্রাপ্ত হইয়া শব্দমাত্রকে উৎপন্ন করিয়াছিল। তাহা হইতে শব্দের কারণ শূন্যময় আকাশের সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশ বিকার প্রাপ্ত হইয়া স্পর্শমাত্রকে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা হইতে বায়ু উৎপন্ন; তাহার গুণ স্পর্শ। বায়ু বিকার প্রাপ্ত হইয়া রূপতন্মাত্র সৃষ্টি করিয়াছে; তাহা হইতে জ্যোতিঃ উৎপন্ন হয়, তাহার গুণ রূপ। জ্যোতিঃ বিকার প্রাপ্ত হইয়া রসতন্মাত্রকে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা হইতে জল উৎপন্ন, উহাই রসের আধার। জল বিকারপ্রাপ্ত হইয়া

জায়তে পৃথিবী তস্মাৎ সর্ব্বাধারা সনাতনী ॥২৮
আকাশঃ শব্দমাত্রস্ত স্পর্শমাত্রং সমাবৃণোৎ।
দ্বিগুণস্ত ততো বায়ুঃ শব্দস্পর্শাত্মকোঽভবৎ ॥
রূপং তথৈবাবিশতঃ শব্দস্পর্শৌ গুণাবুভৌ।
ত্রিগুণঃ স্যাৎ ততো বহ্নিঃ স শব্দস্পর্শরূপবান্
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসমাত্রং সমাবিশৎ।
তস্মাচ্চতুর্গুণা আপো বিজ্ঞেয়াস্ত রসাত্মিকাঃ
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধং সমাবিশৎ।
তস্মাৎ পঞ্চগুণা ভূমিঃ স্থূলা ভূতেষু শব্দ্যতে ॥
শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢাশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ
পরস্পরানুপ্রবেশাদ্ধারয়ন্তি পরস্পরম্ ॥ ৩৩
এতে সপ্ত মহাত্মানো হ্যন্যোন্যস্য সমাশ্রয়াৎ।
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥ ৩৪
পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ অব্যক্তানুগ্রহেণ চ।
মহদাদয়ো বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে ॥৩৫
এককালসমুৎপন্নং জলবুদ্বুদবচ্চ তৎ।
বিশেষেভ্যোঽণ্ডমভবদ্বৃহৎ তদুদকেশয়ম্ ॥৩৬
তস্মিন্ কার্য্যস্য করণং সংসিদ্ধং পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রাকৃতেঽণ্ডে বিবৃদ্ধে তু ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ
স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত ॥ ৩৮
যমাহুঃ পুরুষং হংসং প্রধানাৎ পরতঃ স্থিতম্।
হিরণ্যগর্ভং কপিলং ছন্দোমূর্ত্তিং সনাতনম্ ॥ ৩৯
মেরুরুল্বমভূৎ তস্য জরায়ুশ্চাপি পর্ব্বতাঃ।
গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ তস্যাসন্ পরমাত্মনঃ ॥ ৪০
তস্মিন্নণ্ডেঽভবদ্বিশ্বং সদেবাসুরমানুষম্।
চন্দ্রাদিত্যৌ সনক্ষত্রৌ সগ্রহৌ সহ বায়ুনা ॥ ৪১
অদ্ভির্দশগুণাভিশ্চ বাহ্যতোঽণ্ডং সমাবৃতম্।
আপো দশগুণেনৈব তেজসা বাহ্যতো বৃতাঃ॥৪২
তেজো দশগুণেনৈব বাহ্যতো বায়ুনা বৃতম্।
আকাশেনাবৃতো বায়ুঃ খন্তু ভূতাদিনা বৃতম্।
ভূতাদির্মহতা তদ্বদব্যক্তেনাবৃতো মহান্ ॥ ৪৩
এতে লোকা মহাত্মানঃ সর্ব্বে তত্ত্বাভিমানিনঃ।
বসন্তি তত্র পুরুষাস্তদাত্মানো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৪

গন্ধতন্মাত্র সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা হইতে সকলের আধারভূতা গুণসত্তাত্মময়ী সনাতনী পৃথিবী উৎপন্না, গন্ধই উঁহার গুণ। শব্দমাত্র আকাশ স্পর্শমাত্রকে আবৃত করিয়া আছে, তাই শব্দ-স্পর্শাত্মক দ্বিগুণ বায়ু উঁহার সৃষ্ট। শব্দ স্পর্শ উভয় গুণই রূপে প্রবিষ্ট হয়, শব্দ-স্পর্শ-রূপ বিশিষ্ট বহ্নি তাহাতেই ত্রিগুণ। ২১—৩০। শব্দ-স্পর্শ রূপ রসমাত্রে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা হইতেই চতুর্গুণ রসাত্মক জল জানিবে। শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস গন্ধমাত্রে প্রবেশ করিয়াছে, ইহাতেই ভূমি পঞ্চগুণা, অতএব ভূতমধ্যে স্থূলা উক্ত হইয়া থাকে। ভূতসকল শান্ত, ঘোর, মূঢ ও বিশেষ নামে কথিত এবং পরস্পরে অনুপ্রবেশ করিয়া পরস্পরকে ধারণ করিয়া আছে। এই সপ্ত মহাত্মা সমবেত না হইয়া পরস্পরের আশ্রয়ে প্রজাধারণে সমর্থ নহেন। পুরুষের অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত অব্যক্তের অনুগ্রহে সেই মহদাদি বিশেষান্ত সকলে অণ্ড উৎপাদন করে। বিশেষ হইতে উৎপন্ন জলবুদ্বুদের সহিত এককালে জলে ভাসমান সেই বৃহৎ অণ্ড সৃষ্ট হইয়াছিল। প্রাকৃত অণ্ড বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, স্রষ্টার কার্য্যের সংসিদ্ধ করণ-স্বরূপ, ক্ষেত্রজ্ঞ 'ব্রহ্মা' এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনিই প্রথম পুরুষ বলিয়া কথিত; সেই ব্রহ্মাই অগ্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহাকে (ঋষিরা) পুরুষ, হংস, প্রধান হইতে পর, হিরণ্যগর্ভ, কপিল, ছন্দোমূর্ত্তি ও সনাতন বলেন। সুমেরু সেই পরমাত্ম-স্বরূপের উল্ব, পর্ব্বত সকল জরায়ু ও সমুদ্র সকল গর্ভোদক হইয়াছিল। ৩১—৪০। সেই অণ্ডে দেব, অসুর, মানুষ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ ও বায়ুর সহিত বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। দশগুণ জলদ্বারা সেই অণ্ডের বহির্দ্দেশ আবৃত, দশগুণ তেজ দ্বারা জলের বহির্দ্দেশ আবৃত, দশগুণ বায়ু দ্বারা তেজ আবৃত, ঐরূপ আকাশদ্বারা বায়ু আবৃত, আকাশ ভূতাদিদ্বারা আবৃত, ভূতাদি মহৎদ্বারা আবৃত এবং মহৎ অব্যক্ত-দ্বারা আবৃত। এই সকল লোক, সেখানে তদাত্মবান্ হইয়া মহাত্মা ও তত্ত্বাভিমানী পুরুষ-

ঐশ্বর্য্যা যোগধর্ম্মাণো যে চান্যে তত্ত্বচিন্তকাঃ ।
সর্ব্বজ্ঞাঃ শান্তরজসো নিত্যং মুদিতমানসাঃ ॥৪৫
এতৈরাবরণৈরণ্ডং প্রাকৃতৈঃ সপ্তভির্বৃতম্ ।
এতাবচ্ছক্যতে বক্তুং মায়ৈষা গহনা দ্বিজাঃ ॥৪৬
এতৎপ্রাধানিকং কার্য্যং যন্ময়া বীজমীরিতম্ ।
প্রজাপতেঃ পরা মূর্ত্তিরিতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ ।
ব্রহ্মাণ্ডমেতৎ সকলং সপ্তলোকবলান্বিতম্ ।
দ্বিতীয়ং তস্য দেবস্য শরীরং পরমেষ্ঠিনঃ । ৪৮
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ ব্রহ্মা বৈ কনকাণ্ডজঃ ।
তৃতীয়ং ভগবদ্রূপং প্রাহুর্বেদার্থবেদিনঃ । ৪৯
রজোগুণময়ঞ্চান্যদ্রূপং তস্যৈব ধীমতঃ ।
চতুর্মুখঃ স ভগবান্ জগৎসৃষ্টৌ প্রবর্ত্ততে ॥৫০
সৃষ্টঞ্চ পাতি সকলং বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ ।
সত্ত্বং গুণমুপাশ্রিত্য বিষ্ণুর্বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ম্ । ৫১
অন্তকালে স্বয়ং দেবঃ সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরঃ ।
তমোগুণং সমাশ্রিত্য রুদ্রঃ সংহরতে জগৎ । ৫২
একোঽপি সন্ মহাদেবস্ত্রিধাসৌ সমবস্থিতঃ ।

রূপে বাস করেন। তাঁহারা প্রভুত্বশালী, যোগপরায়ণ, তত্ত্বচিন্তক, রজোগুণ-বিহীন এবং নিত্য প্রমুদিতচিত্ত। এই সকল প্রাকৃত সাতটী আবরণে অণ্ড আবৃত। হে দ্বিজগণ! এই পর্য্যন্তই বর্ণন করিতে পারা যায়; কারণ ভগবানের মায়া অতি দুর্জ্ঞেয়। আমি এই আদি-কারণের বীজকথা বর্ণন করিলাম; ইহা প্রধানের কার্য্য, উহা প্রজাপতির পরমমূর্ত্তি; ইহাই বৈদিকশ্রুতিতে উল্লিখিত আছে। এই সপ্তলোকবলযুক্ত ব্রহ্মাণ্ড, সৃষ্টিকর্ত্তার দ্বিতীয় শরীর। সুবর্ণ-অণ্ড হইতে সমুৎপন্ন হিরণ্য-গর্ভ ভগবান্ ব্রহ্মা, ভগবানের তৃতীয় রূপ, ইহা বেদার্থবাদীরা বলিয়া থাকেন। সেই বিভুর রজোগুণময় অন্য চতুর্মুখরূপই সেই ভগবান্ ব্রহ্মা; তিনিই জগতের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত। ৪১—৫০। বিশ্বাত্মা বিশ্বমুখ বিশ্বেশ্বর স্বয়ং বিষ্ণু, সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট জগৎ সকল পালন করেন। অন্তকালে সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর রুদ্রদেব স্বয়ং তমোগুণ অবলম্বন করিয়া জগৎ সংহার করেন। নির্গুণ

সর্গ-রক্ষা-লয়গুণৈর্নির্গুণোঽপি নিরঞ্জনঃ ॥৫৩
একধা স দ্বিধা চৈব ত্রিধা চ বহুধা গুণৈঃ । ৫৪
যোগেশ্বরঃ শরীরাণি করোতি বিকরোতি চ ।
নানাকৃতিক্রিয়ারূপনামবন্তি স্বলীলয়া । ৫৫
হিতায় চৈব ভক্তানাং স এব গ্রসতে পুনঃ ।
ত্রিধা বিভজ্য চাত্মানং ত্রৈকাল্যে সম্প্রবর্ত্ততে
সৃজতে গ্রসতে চৈব রক্ষতে চ বিশেষতঃ । ৫৬
যস্মাৎ সৃষ্ট্বানুগৃহ্ণাতি গ্রসতে চ পুনঃ প্রজাঃ ।
গুণাত্মকত্বাৎ ত্রৈকাল্যে তস্মাদেকঃ স উচ্যতে
অগ্রে হিরণ্যগর্ভঃ স প্রাদুর্ভূতঃ সনাতনঃ ।
আদিত্বাদাদিদেবোঽসাবজাতত্বাদজঃ স্মৃতঃ॥৫৮
পাতি যস্মাৎপ্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাপতিরিতি স্মৃতঃ
দেবেষু চ মহাদেবো মহাদেব ইতি স্মৃতঃ॥৫৯
বৃহত্ত্বাচ্চ স্মৃতো ব্রহ্মা পরত্বাৎ পরমেশ্বরঃ ।
বশিত্বাদপ্যবশ্যত্বাদীশ্বরঃ পরিভাবিতঃ । ৬০

এবং নিরঞ্জন মহাদেব এক হইলেও সৃষ্টি-পালন-সংহার-গুণদ্বারা ত্রিমূর্ত্তিতে অবস্থিত; তিনি গুণভেদে একমূর্ত্তি দ্বিমূর্ত্তি ও ত্রিমূর্ত্তি-বিশিষ্ট। যোগেশ্বর সেই ভগবান্ স্বকীয় লীলাপ্রযুক্ত নানা আকৃতি, রূপ ও নামবিশিষ্ট শরীর কখন ধারণ করেন, কখন বা বিকৃত করেন; আবার ভক্তদিগের হিতের নিমিত্ত পুনরায় উহা গ্রাস করেন। আত্মাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ত্রিলোক-মধ্যে বিচরণ করেন, সৃষ্টি করেন, সংহার করেন ও বিশেষতঃ রক্ষা করেন। যেহেতু তিনি সৃষ্টি করিয়া প্রজাগণকে পুনরায় গ্রাস করেন, এই গুণগরিমাপ্রযুক্ত ত্রিলোকীমধ্যে তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিয়া থাকে। অগ্রে সেই হিরণ্যগর্ভ সনাতন ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইয়া-ছিলেন; সেই আদিমত্তা প্রযুক্ত তিনি আদি দেব, তাঁহার জন্ম নাই, তজ্জন্য তিনি অজ নামে বর্ণিত; যেহেতু তিনি সমুদয় প্রজা পালন করেন, তজ্জন্য প্রজাপতি নামে কথিত হন এবং দেবের মধ্যে মহান্ দেব বলিয়াই তাঁহাকে মহাদেব বলিয়া থাকে। তিনি বৃহত্ত্ব-প্রযুক্ত ব্রহ্মা, সকলের পর বলিয়াই পরমেশ্বর

ঋষিঃ সর্ব্বত্রগত্বেন হরিঃ সর্ব্বহরো যতঃ।
অনুৎপাদাচ্চ পূর্ব্বত্বাৎ স্বয়ম্ভূরিতি স স্মৃতঃ॥ ৬১
নারাণাময়নং যস্মাৎ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
হরঃ সংসারহরণাদ্বিভুত্বাদ্বিষ্ণুরুচ্যতে॥ ৬২
ভগবান্ সর্ব্ববিজ্ঞানাদবনাদোমিতি স্মৃতঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিজ্ঞানাৎ সর্ব্বঃ সর্ব্বময়ো যতঃ॥ ৬৩
শিবঃ স্যান্নির্ম্মলো যস্মাদ্বিভুঃ সর্ব্বগতো যতঃ।
তারণাৎ সর্ব্বদুঃখানাং তারকঃ পরিগীয়তে॥ ৬৪
বহুনাত্র কিমুক্তেন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
অনেকভেদভিন্নস্তু ক্রীড়তে পরমেশ্বরঃ॥ ৬৫
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সংক্ষেপাৎ কথিতো ময়া
অবুদ্ধিপূর্ব্বিকাং বিপ্রা ব্রাহ্মীং সৃষ্টিং নিবোধত॥

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে প্রাকৃত-সর্গো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

এবং বশিত্ব ও অবশ্যত্বহেতু তিনি ঈশ্বর নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ৫১—৬০। তিনি সর্ব্বত্র গমন করেন, তজ্জন্য ঋষি; সকল সংহার করেন বলিয়া হরি, তিনি উৎপন্ন নহেন এবং সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বয়ম্ভূ নামে আখ্যাত। তিনি নারগণের অয়ন (আশ্রয়) বলিয়াই নারায়ণ; সংহারের কর্ত্তা সুতরাং তিনি হর এবং তাঁহার বিভুত্বপ্রযুক্ত তিনি বিষ্ণু নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। সকলের বিজ্ঞাতা বলিয়া তিনি ভগবান্; সকলের অবন (রক্ষা) করেন বলিয়া ওঁ, সমুদয় বিশেষ প্রকারে জানেন বলিয়াই তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং তিনি সর্ব্বময় বলিয়াই সর্ব্ব নামে আখ্যাত হইয়াছেন। যেহেতু তিনি নির্ম্মল অতএব শিব; যেহেতু সর্ব্বভূতগামী অতএব বিভু এবং তিনি সকল দুঃখের পরিত্রাতা বলিয়াই তারক নামে পরিগীত হইয়া থাকেন। আর এ বিষয়ে বহুবাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? এই সমুদয় জগৎই ব্রহ্মময়। পরমেশ্বর অনেক মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন। হে বিপ্রগণ! এই প্রাকৃত সৃষ্টির বিষয় আমি সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। অবুদ্ধিপূর্ব্বিকা ব্রাহ্মী সৃষ্টির বিষয় এখন শ্রবণ কর। ৬১—৬৬।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

কূর্ম্ম উবাচ।

স্বয়ম্ভুবোঽপি বৃত্তস্য কালসংখ্যা দ্বিজোত্তমাঃ।
ন শক্যতে সমাখ্যাতুং বহুবর্ষৈরপি স্বয়ম্॥ ১
কালসংখ্যা সমাসেন পরার্দ্ধদ্বয়কল্পিতা।
স এব স্যাৎ পরঃ কালস্তদন্তে সৃজ্যতে পুনঃ॥ ২
নিজেন তস্য মানেন চায়ুর্ব্বর্ষশতং স্মৃতম্।
তৎপরার্দ্ধং তদর্দ্ধং বা পরার্দ্ধমভিধীয়তে॥ ৩
কাষ্ঠা পঞ্চদশ খ্যাতা নিমেষা দ্বিজসত্তমাঃ।
কাষ্ঠা ত্রিংশৎকলা ত্রিংশৎকলা মৌহূর্ত্তিকী গতিঃ
তাবৎসংখ্যৈরহোরাত্রং মুহূর্ত্তৈর্ম্মানুষং স্মৃতম্।
অহোরাত্রাণি তাবন্তি মাসঃ পক্ষদ্বয়াত্মকঃ॥ ৫
তৈঃ ষড়ভিরয়নং বর্ষং দ্বেঽয়নে দক্ষিণোত্তরে।
অয়নং দক্ষিণং রাত্রির্দেবানামুত্তরং দিনম্॥ ৬
দিব্যৈর্বর্ষসহস্রৈস্তু কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞিতম্।

পঞ্চম অধ্যায়।

কূর্ম্ম বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! বহুবর্ষেও স্বয়ং স্বায়ম্ভুব মনুর কাল বর্ণন করিতে সক্ষম হওয়া যায় না। সমগ্র কালসংখ্যা পরার্দ্ধদ্বয়ে প্রকল্পিত হইয়াছে, সেই পরকাল। তাহার অন্তে পুনরায় সৃষ্টি হইয়া থাকে। সেই স্বায়ম্ভুব মনুর নিজ পরিমাণে আয়ু শত বর্ষ, তাহার পর-অর্দ্ধ অর্থাৎ প্রথম অর্দ্ধ পরার্দ্ধ নামে কথিত হইয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তমগণ! পঞ্চদশ নিমিষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎকাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎকলায় এক মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে মানুষের এক অহোরাত্র, ত্রিংশৎ অহোরাত্রে দুই পক্ষবিশিষ্ট মাস এবং ছয় মাসে এক অয়ন হয়। অয়ন দুইটী—দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ; দক্ষিণায়ন দেবতাদিগে-

চতুর্যুগং দ্বাদশভিস্তদ্বিভাগং নিবোধত ॥ ৭
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং তৎ কৃতং যুগম্।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ কৃতস্য তু ॥ ৮
ত্রিশতী দ্বিশতী সন্ধ্যা তথা চৈকশতী ক্রমাৎ।
অংশকং ষট্শতং তস্মাৎ কৃতসন্ধ্যাংশকৈর্ব্বিনা ॥
ত্রিদ্ব্যেকদ্বা চ সাহস্রং বিনা সন্ধ্যাংশকেন তু।
ত্রেতা-দ্বাপর-তিষ্যাণাং কালজ্ঞানে প্রকীর্ত্তিতম্
এতদ্দ্বাদশসাহস্রং সাধিকং পরিকল্পিতম্।
তদেকসপ্ততিগুণং মনোরন্তরমুচ্যতে ॥ ১১
ব্রহ্মণো দিবসে বিপ্রা মনবশ্চ চতুর্দ্দশ।
স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ সর্ব্বে ততঃ সাবর্ণিকাদয়ঃ ॥ ১২
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপর্ব্বতা।
পূর্ণং যুগসহস্রং বৈ পরিপাল্যা নরেশ্বরৈঃ ॥১৩
মন্বন্তরেণ চৈকেন সর্ব্বাণ্যেবান্তরাণি বৈ।
ব্যাখ্যাতানি ন সন্দেহঃ কল্পে কল্পেহত্র চৈব হি ॥
ব্রাহ্মমেকমহঃ কল্পস্তাবতী রাত্রিরিষ্যতে।
চতুর্যুগসহস্রন্তু কল্পমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ১৫

ত্রীণি কল্পশতানি স্যুস্তথা ষষ্টির্দ্বিজোত্তমাঃ।
ব্রহ্মণো বৎসরস্তজ্ঞৈঃ কথিতো বৈ
দ্বিজোত্তমাঃ।
স চ কালঃ শতগুণঃ পরার্দ্ধঞ্চৈব তদ্বিদুঃ ॥ ১৭
তস্যান্তে সর্ব্বসত্ত্বানাং স্বহেতৌ প্রকৃতৌ লয়।
তেনায়ং প্রোচ্যতে সদ্ভিঃ প্রাকৃতঃ প্রতিসঞ্চরঃ
ব্রহ্মনারায়ণেশানাং ত্রয়াণাং প্রকৃতৌ লয়ঃ।
প্রোচ্যতে কালযোগেন পুনরেব চ সম্ভবঃ ॥ ১৮
এবং ব্রহ্মা চ ভূতানি বাসুদেবোঽপি শঙ্করঃ।
কালেনৈব তু সৃজ্যন্তে স এব গ্রসতে পুনঃ ॥১৯
অনাদিরেষ ভগবান্ কালোঽনন্তোঽজরোঽমরঃ
সর্ব্বগত্বাৎ স্বতন্ত্রত্বাৎ সর্ব্বাত্মত্বাম্মহেশ্বরঃ ॥ ২০
ব্রহ্মাণো বহবো রুদ্রা হ্যন্তে নারায়ণাদয়ঃ।
একো হি ভগবানীশঃ কালঃ কবিরিতি শ্রুতিঃ
একমত্র ব্যতীতন্তু পরার্দ্ধং ব্রহ্মণো দ্বিজাঃ।
সাম্প্রতং বর্ত্ততে স্বর্দ্ধং তস্য কল্পোঽয়মগ্রজঃ ॥২২

রাত্রি, উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন। দিব্য পরিমাণের দ্বাদশসহস্র বর্ষে সত্য ত্রেতা প্রভৃতি চারি যুগ হয়, উহার বিভাগ শ্রবণ কর। চারি সহস্র বর্ষে সত্যযুগ, চারিশত বর্ষে সত্যযুগের সন্ধ্যা ও চারিশত বর্ষ সন্ধ্যাংশ। ক্রমে ত্রেতাদির সন্ধ্যা ত্রিশত, দ্বিশত ও এক শতবর্ষ। সত্যযুগের সন্ধ্যাংশ ব্যতীত সন্ধ্যাংশ কাল ছয় শত। সন্ধ্যাংশ ভিন্ন তিন, দুই এবং এক সহস্র বর্ষ ত্রেতা দ্বাপর ও কলির কালজ্ঞানে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ১—১০। সমষ্টি পরিমাণে ইহা দ্বাদশসহস্র বর্ষ পরিকল্পিত; ইহার কিঞ্চিদধিক একসপ্ততিগুণে মন্বন্তর। হে দ্বিজগণ! ব্রহ্মার এক দিবসে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর হয়। স্বায়ম্ভুব আদি মনু, তদনন্তর সাবর্ণিকাদি। সেই সকল নরেশ্বরকর্ত্তৃক পর্ব্বতসহিতা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী পূর্ণসহস্র যুগ পর্য্যন্ত পরিচালিত হইবে। এক মন্বন্তরদ্বারা কল্পে কল্পে সমুদয় অন্তর ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এক কল্পে এক ব্রাহ্ম অহঃ ও এক কল্পে ব্রাহ্ম রাত্রি। মনীষিগণ সহস্র চতুর্যুগে এক কল্প বলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! তিনশত ষাট কল্পে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়, ইহা কল্পবিদ্ ব্যক্তিরা বলিয়াছেন। সেই পরিমাণকালের শতগুণকে পরার্দ্ধ বলা যায়। তাহার অন্তে সমুদয় জীবের স্বকীয় উৎপত্তির কারণ প্রকৃতিতে বিলয় হইবে, তজ্জন্য সাধুগণ ইহাকে প্রাকৃত প্রতিসঞ্চর বলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিনেরই প্রকৃতিতে লয় হয় এবং পুনর্ব্বার কাল উপস্থিত হইলে, উৎপত্তিও হইয়া থাকে। এই প্রকারে ব্রহ্মা,ভূত সকল, বাসুদেব ও শঙ্কর সকলেই কালক্রমে সৃষ্ট হন এবং সংহার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই ভগবান্ অনাদি অনন্ত অজর অমর কাল, সর্ব্বত্রগামী স্বাধীন এবং সকলের আত্মস্বরূপ; অতএব মহেশ্বর। এক ভগবান্ পরমেশ্বর কালই বহু ব্রহ্মা বহু রুদ্র ও বহু নারায়ণাদি রূপে বিরাজমান হন। এই প্রকার শ্রুতি আছে। হে দ্বিজগণ! ব্রহ্মার প্রথম পরার্দ্ধ অতীত হইয়াছে, সম্প্রতি তাঁহার দ্বিতীয় পরার্দ্ধ বর্ত্তমান; ইহা অগ্রিম কল্প। যাহা

যোঽতীতঃ সোঽভিমঃ কল্পঃ পাদ্ম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
বারাহো বর্ত্ততে কল্পস্তস্য বক্ষ্যামি বিস্তরম্ ॥২৩

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে কাল-সংখ্যাকথনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

কূর্ম্ম উবাচ।

আসীদেকার্ণবং ঘোরমবিভাগং তমোময়ম্।
শান্তবাতাদিকং সর্ব্বং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ১
একার্ণবে তদা তস্মিন্ নষ্টে স্থাবর-জঙ্গমে।
তদা সমভবদ্‌ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥ ২
সহস্রশীর্ষা পুরুষো রুক্মবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যস্তু সুষ্বাপ সলিলে তদা ॥ ৩
ইমঞ্চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি।
ব্রহ্মস্বরূপিণং দেবং জগতঃ প্রভবাব্যয়ম্ ॥ ৪
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তা যস্মাৎ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ ৫
তুল্যং যুগসহস্রস্য নৈশং কালমুপাস্য সঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রকুরুতে ব্রহ্মত্বং সর্গকারণাৎ ॥ ৬
ততস্তু সলিলে তস্মিন্ বিজ্ঞায়ান্তর্গতাং মহীম্।
অনুমানাৎ তদুদ্ধারং কর্ত্তুকামঃ প্রজাপতিঃ ॥৭
জলক্রীড়াসু রুচিরং বারাহং রূপমাস্থিতঃ।
অধৃষ্যং মনসাপ্যন্যৈর্বাঙ্ময়ং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ ৮
পৃথিব্যুদ্ধরণার্থায় প্রবিশ্য চ রসাতলম্।
দংষ্ট্রয়াভ্যুজ্জহারৈনামাত্মাধারো ধরাধরঃ ॥ ৯
দৃষ্ট্বা দংষ্ট্রাগ্রবিন্যস্তাং পৃথ্বীং প্রথিতপৌরুষম্।
অস্তুবন্ জনলোকস্থাঃ সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষয়ো হরিম্ ॥১০

ঋষয় ঊচুঃ।

নমস্তে দেবদেবায় ব্রহ্মণে পরমেষ্ঠিনে।
পুরুষায় পুরাণায় শাশ্বতায়াজয়ায় চ ॥ ১১
নমঃ স্বয়ম্ভুবে তুভ্যং স্রষ্ট্রে সর্ব্বার্থবেদিনে।
নমো হিরণ্যগর্ভায় বেধসে পরমাত্মনে ॥ ১২
নমস্তে বাসুদেবায় বিষ্ণবে বিশ্বযোনয়ে।

অতীত হইয়াছে, উহা পাদ্মকল্প, ইহা পণ্ডিতেরা বলেন; সম্প্রতি বারাহকল্প বর্ত্তমান, তাহার সবিস্তর বর্ণন করিব। ১১—২৩।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কূর্ম্ম বলিলেন,—এই সমুদয় একার্ণব ঘোর বিভাগশূন্য তমোময় ও বায়ুরহিত ছিল, কিছুই জানা যাইত না। সেই একার্ণবতা বিনষ্ট হইলে, সেই সময় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতে সহস্রনেত্র ও সহস্রপাদ্ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সুবর্ণবর্ণ সহস্রশীর্ষা অতীন্দ্রিয় পুরুষ নারায়ণাখ্য ব্রহ্মা সেই সময়ে সলিলে শয়ন করিয়াছিলেন। সেই জন্য জগতের সৃষ্টি ও বিলয়কারী ব্রহ্মস্বরূপী নারায়ণ-সম্বন্ধে এই শ্লোকটী কথিত হইয়া থাকে। অপ্ শব্দ নামে খ্যাত, অপ্ নরসূনু; সেই অপ্ (জল) তাঁহার অয়ন (আশ্রয়) বলিয়া তিনি নারায়ণ নামে খ্যাত। তিনি সহস্র যুগ পর্য্যন্ত নৈশকাল ভোগ করিয়া নিশাবসানে সৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। অনন্তর তিনি (অনুমানে) পৃথিবীকে সলিলমধ্যে নিমগ্না জানিয়া, তাহার উদ্ধারসাধনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। জলক্রীড়াকারী মনেরও অনাক্রম্য বাঙ্ময়-ব্রহ্মসংজ্ঞক বরাহের রূপ অবলম্বনপূর্ব্বক সেই আত্মাধার পৃথিবীর উদ্ধারের নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ করত এই ধাত্রীকে দন্তদ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার দন্তে পৃথিবীকে বিন্যস্তা দেখিয়া, জনলোকস্থ সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণ প্রথিতযশাঃ হরিকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।১—১০। ঋষিগণ বলিলেন,—হে দেবদেব, ব্রহ্মন্, পরমেষ্ঠিন্ পুরাণ পুরুষ, শাশ্বত, অজয়! তোমাকে নমস্কার। হে স্বয়ম্ভু, সৃষ্টিকারিন্, সর্ব্বার্থবেদিন্, হিরণ্যগর্ভ, বেধঃ, পরমাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। হে বাসুদেব, বিষ্ণো,

নারায়ণায় দেবায় দেবানাং হিতকারিণে ॥১৩
নমোঽস্তু তে চতুর্ব্বক্ত্র শার্ঙ্গচক্রাসিধারিণে।
সর্ব্বভূতাত্মভূতায় কূটস্থায় নমো নমঃ ॥১৪
নমো বেদরহস্যায় নমস্তে বেদযোনয়ে।
নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় নমস্তে জ্ঞানরূপিণে ॥ ১৫
নমোঽস্ত্বানন্দরূপায় সাক্ষিণে জগতাং নমঃ।
অনন্তায়াপ্রমেয়ায় কার্য্যায় কারণায় চ ॥ ১৬
নমস্তে পঞ্চভূতায় পঞ্চভূতাত্মনে নমঃ।
নমো মূলপ্রকৃতয়ে মায়ারূপায় তে নমঃ ॥ ১৭
নমোঽস্তু তে বরাহায় নমস্তে মৎস্যরূপিণে।
নমো যোগাধিগম্যায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় তে ॥১৮
নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং ত্রিধাম্নে দিব্যতেজসে।
নমঃ সিদ্ধায় পূজ্যায় গুণত্রয়বিভাগিনে ॥ ১৯
নমোঽস্ত্বাদিত্যরূপায় নমস্তে পদ্মযোনয়ে।
নমোঽমূর্ত্তায় মূর্ত্তায় মাধবায় নমো নমঃ ॥ ২০
ত্বয়ৈব সৃষ্টমখিলং ত্বয্যেব সকলং স্থিতম্ (ক)।
পালয়ৈতজ্জগৎ সর্ব্বং ত্রাতা ত্বং শরণং গতিঃ ॥২১
ইত্থং স ভগবান্ বিষ্ণুঃ সনকাদ্যৈরভিষ্টুতঃ।
প্রসাদমকরোৎ তেষাং বরাহবপুরীশ্বরঃ ॥ ২২
ততঃ স্বস্থানমানীয় পৃথিবীং পৃথিবীপতিঃ।
মুমোচ রূপং মনসা ধারয়িত্বা ধরাধরঃ ॥ ২৩
তস্যোপরি জলৌঘস্য মহতী নৌরিব স্থিতা।
বিততত্বাচ্চ দেহস্য ন মহী যাতি সংপ্লবম্ ॥২৪
পৃথিবীং স সমীকৃত্য পৃথিব্যাংসোঽচিনোদ্গিরীন্।
প্রাক্‌সর্গদগ্ধানখিলান্ ততঃ সর্গেঽদধন্মনঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে
পৃথিব্যুদ্ধারো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সৃষ্টিং চিন্তয়তস্তস্য কল্পাদিষু যথা পুরা।
অবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ সর্গঃ প্রাদুর্ভূতস্তমোময়ঃ ॥ ১
তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রশ্চান্ধসংজ্ঞিতঃ।
অবিদ্যা পঞ্চধা তস্য প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ ॥ ২

বিশ্বযোনে, নারায়ণ, দেবদেব, হিতকারিন্! তোমাকে নমস্কার। হে চতুর্ম্মুখ, শার্ঙ্গ-চক্র-অসিধারিন্, সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ; কূটস্থ! তোমাকে নমস্কার। হে বেদরহস্য, বেদ-যোনে, বুদ্ধ, শুদ্ধজ্ঞানরূপিন্! তোমাকে নমস্কার! হে আনন্দরূপ, জগৎসাক্ষিন্, অনন্ত, অপ্রমেয়, কার্য্যকারণ! তোমাকে নমস্কার! হে পঞ্চভূত, পঞ্চভূতাত্মন্, মূলপ্রকৃতে, মায়ারূপ! তোমাকে নমস্কার। হে বরাহ, মৎস্যরূপিন্, যোগাধিগম্য, সঙ্কর্ষণ। তোমাকে নমস্কার। হে ত্রিমূর্ত্তে, ত্রিধামন্, দিব্যতেজঃ, সিদ্ধপূজ্য, গুণ-ত্রয়বিভাগিন্! তোমাকে নমস্কার। হে আদিত্যরূপ, পদ্মযোনে, অমূর্ত্ত, মূর্ত্ত মাধব! তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকল সৃষ্টি করিয়াছ, তোমাতেই সমুদয় অবস্থিত, তুমি এই জগৎ পালন কর; তুমি রক্ষিতা, তুমি শরণ, তুমিই গতি। ১১—২১। সেই বরাহদেহধারী ঈশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু সনকাদি ঋষিকর্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর সেই ধরাধর পৃথিবীশ্বর পৃথিবীকে ধারণপূর্ব্বক স্বস্থানে আনয়ন করিয়া মনে মনে বরাহরূপ ত্যাগ করিলেন। জলৌঘের উপরিভাগে মহতী নৌকার ন্যায় অবস্থিতা মহী তদীয় দেহের বিস্তৃতি-প্রযুক্ত নিমগ্না হয় না। তিনি পৃথিবীকে সমভাবে স্থাপন করিয়া, পূর্ব্বসৃষ্টিকালে দগ্ধ অখিলপর্ব্বতকে পৃথিবীতে নিবেশিত করিলেন এবং তৎপরে সৃষ্টিতে মন সমর্পণ করিলেন। ২২—২৫।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

কূর্ম্ম বলিলেন,—তিনি পূর্ব্বকল্পের ন্যায় সৃষ্টিচিন্তা করিলে জ্ঞানাতীত এক তমোময় সৃষ্টি উপস্থিত হইল। সেই মহাত্মা হইতে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র

(ক) ত্বয্যেবান্তেতি পাঠঃ কাচিৎকঃ

পঞ্চধাবস্থিতঃ সর্গো ধ্যায়তঃ সোঽভিমানিনঃ।
সংবৃতস্তমসা চৈব বীজকুম্ভবদাবৃতঃ ॥ ৩
বহিরন্তশ্চাপ্রকাশঃ শুদ্ধো নিঃসঙ্গ এব চ।
মুখ্যা নগা ইতি প্রোক্তা মুখ্যসর্গস্তু স স্মৃতঃ ॥ ৪
তং দৃষ্ট্বাসাধকং সর্গমমন্যদপরং প্রভুঃ।
তস্যাভিধ্যায়তঃ সর্গং তির্য্যক্‌স্রোতোঽভ্যবর্ত্তত॥৫
যস্মাৎ তির্য্যক্ প্রবৃত্তঃ স তির্য্যক্‌স্রোতস্ততঃ স্মৃতঃ।
পশ্বাদয়স্তে বিখ্যাতা উৎপথগ্রাহিণো দ্বিজাঃ ॥৬
তমপ্যসাধকং জ্ঞাত্বা সর্গমন্তং সসর্জ্জ হ।
ঊর্দ্ধস্রোত ইতি প্রোক্তো দেবসর্গস্তু সাত্ত্বিকঃ ॥৭
তে সুখপ্রীতিবহুলা বহিরন্তস্ত্বনাবৃতাঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ স্বভাবাদ্দেবসংজ্ঞিতাঃ ॥ ৮
ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য সত্যাভিধ্যায়িনস্তদা।
প্রাদুরাসীৎ তদা ব্যক্তাদর্ব্বাক্‌স্রোতস্তু সাধকঃ
তত্র প্রকাশবহুলাস্তমোদ্রিক্তা রজোঽধিকাঃ।
দুঃখোৎকটাঃ সত্ত্বযুতা মনুষ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥১০
তং দৃষ্ট্বা চাপরং সর্গমমন্যদ্ভগবানজঃ।
তস্যাভিধ্যায়তঃ সর্গং সর্গো ভূতাদিকোঽভবৎ
তে পরিগ্রহিণঃ সর্ব্বে সংবিভাগরতাঃ পুনঃ।
খাদিনশ্চাপ্যশীলাশ্চ ভূতাদ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥১২
ইত্যেতে পঞ্চ কথিতাঃ সর্গা বৈ দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
প্রথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মণস্তু সঃ ॥ ১৩
তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়স্তু ভূতসর্গো হি স স্মৃতঃ।
বৈকারিকস্তৃতীয়স্তু সর্গ ঐন্দ্রিয়কঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সম্ভূতো বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ।
মুখ্যসর্গশ্চতুর্থস্তু মুখ্যা বৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ ॥১৫
তির্য্যক্‌স্রোতস্তু যঃ প্রোক্তস্তির্য্যগ্‌যোন্যঃ স পঞ্চমঃ।
তথোর্দ্ধস্রোতসাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ ॥ ১৬
ততোঽর্ব্বাক্‌স্রোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ
অষ্টমো ভৌতিকঃ সর্গো ভূতাদীনাং প্রকীর্ত্তিতঃ

এই পঞ্চধা অবিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইল। সেই অভিমানী ধ্যান করিলে, তমোবৃত বীজকুম্ভের ন্যায় আচ্ছাদিত সৃষ্টি পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। তাহা বহিঃ ও অভ্যন্তরে অপ্রকাশ, শুদ্ধ ও নিঃসঙ্গ। তাহাতে মুখ্য নগ * ইহাই মুখ্যসৃষ্টি নামে কথিত আছে। প্রভু সেই সর্গকে অসাধক দেখিয়া অপর সর্গচিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহাতেই তির্য্যক্‌স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। যেহেতু তাহা তির্য্যক্ (বক্র) ভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল, তজ্জন্য উহা তির্য্যক্‌স্রোত নামে কথিত হইয়াছে। হে দ্বিজগণ! ঐ সৃষ্টি উৎপথগ্রাহী ও পশু আদি নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। তাহাকেও অসাধক অবলোকন করিয়া তিনি অন্য সৃষ্টি সম্পাদন করিলেন, উহা ঊর্দ্ধস্রোত সাত্ত্বিক দেবসর্গ নামে কথিত। সুখময় এবং প্রীতিবহুল, বাহিরে ও অভ্যন্তরে অনাবৃত, স্বভাবতঃ বাহিরে ও অভ্যন্তরে অপ্রকাশিত সেই সর্গ দেবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই সত্যচিন্তক তদানীং ধ্যান করিলে অর্ব্বাক্‌স্রোতাঃ সাধক সর্গ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। তাহা প্রকাশবহুল, তম-উদ্রিক্ত, রজোধিক, দুঃখোৎকট ও সত্ত্বগুণযুক্ত মনুষ্য নামে কীর্ত্তিত। ১—১০। ভগবান্ অজ তাহা দেখিয়া অন্য সর্গ ধ্যান করিলে, ভূতাদি সর্গ হইয়াছিল। তাহারা পরিগ্রাহী, সংবিভাগে নিরত, খাদক এবং অশান্ত ভূতাদি নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই পঞ্চ সর্গ কথিত হইল; তন্মধ্যে প্রথম সর্গ মহতের, উহাই ব্রহ্মার বলিয়া জানিবে। তন্মাত্রের দ্বিতীয় সৃষ্টি ভূতসর্গ নামে খ্যাত। তৃতীয় সর্গ বৈকারিক ঐন্দ্রিয়ক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রাকৃত সর্গ এই অবুদ্ধিপূর্ব্বক সম্ভূত হইয়াছে। চতুর্থ মুখ্যসর্গ; উহা স্থাবর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যাহা তির্য্যক্‌স্রোত, তাহাই তির্য্যগ্‌যোনি পঞ্চম সর্গ। আর যাহা ঊর্দ্ধস্রোত, উহা ষষ্ঠ দেবসর্গ নামে কথিত। আর অর্ব্বাক্‌স্রোত যাহা, উহা সপ্তম মানুষ সর্গ এবং অষ্টম ভূতাদি ভৌতিক সর্গ পরি-

---

* নগ শব্দে পর্ব্বত ও গাছ। অর্থাৎ যাহাদের বৃদ্ধি আছে, কিন্তু গতি নাই।

নবমশ্চৈব কৌমারঃ প্রাকৃতা বৈকৃতাস্ত্বিমে।
প্রাকৃতাস্তু ত্রয়ঃ পূর্ব্বে সর্গাস্তে বুদ্ধিপূর্ব্বকাঃ॥ ১৮
বুদ্ধিপূর্ব্বং প্রবর্ত্তন্তে মুখ্যাদ্যা মুনিপুঙ্গবাঃ।
অগ্রে সসর্জ্জ বৈ ব্রহ্মা মানসানাত্মনঃ সমান্॥১৯
সনকং সনাতনঞ্চৈব তথৈব চ সনন্দনম্।
ক্রতুং সনৎকুমারঞ্চ পূর্ব্বমেব প্রজাপতিঃ॥ ২০
পঞ্চৈতে যোগিনো বিপ্রাঃ পরং
বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ।
ঈশ্বরাসক্তমনসো ন সৃষ্টৌ দধিরে মতিম্॥ ২১
তেষেবং নিরপেক্ষেষু লোকসৃষ্টৌ প্রজাপতিঃ
মুমোহ মায়য়া সদ্যো মায়িনঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ২২
সম্বোধয়ামাস চ তং জগন্ময়ো মহামুনিঃ।
নারায়ণো মহাযোগী যোগিচিত্তানুরঞ্জনঃ॥ ২৩
বোধিতস্তেন বিশ্বাত্মা ততাপ পরমং তপঃ।
স তপ্যমানো ভগবান্ ন কিঞ্চিৎ প্রত্যপদ্যত॥
ততো দীর্ঘেণ কালেন দুঃখাৎক্রোধোঽভ্যজায়ত

ক্রোধাবিষ্টস্য নেত্রাভ্যাং প্রাপতন্নশ্রুবিন্দবঃ॥
ভ্রুকুটীকুটিলাৎ তস্য ললাটাৎ পরমেষ্ঠিনঃ।
সমুৎপন্নো মহাদেবঃ শরণ্যো নীললোহিতঃ॥২৬
স এব ভগবানীশস্তেজোরাশিঃ সনাতনঃ।
যং প্রপশ্যন্তি বিদ্বাংসঃ স্বাত্মস্থং পরমেশ্বরম্॥ ২৭
ওঙ্কারং সমনুস্মৃত্য প্রণম্য চ কৃতাঞ্জলিঃ।
তমাহ ভগবান্ ব্রহ্মা সৃজেমা বিবিধাঃ প্রজাঃ
নিশম্য ভগবদ্বাক্যং শঙ্করো ধর্ম্মবাহনঃ।
আত্মনা সদৃশান্ রুদ্রান্ সসর্জ্জ মনসা শিবঃ।
কপর্দ্দিনো নিরাতঙ্কাংস্ত্রিনেত্রান্ নীললোহিতান্
তং প্রাহ ভগবান্ ব্রহ্মা জন্মমৃত্যুযুতাঃ প্রজাঃ॥
সৃজেতি সোঽব্রবীদীশো নাহং মৃত্যুজরান্বিতাঃ
প্রজাঃ স্রক্ষ্যে জগন্নাথ সৃজ ত্বমশুভাঃ প্রজাঃ।
নিবার্য্য চ তদা রুদ্রং সসর্জ্জ কমলোদ্ভবঃ।
স্থানাভিমানিনঃ সর্ব্বান্ গদতস্তান্ নিবোধত॥
আপোঽগ্নিরন্তরীক্ষঞ্চ দ্যৌর্বায়ুঃ পৃথিবী তথা।

কীর্ত্তিত হইয়াছে। নবম কৌমার সর্গ, উহা প্রাকৃত ও বৈকৃত। প্রথম তিনটী প্রাকৃত সর্গ অবুদ্ধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! মুখ্যাদি সৃষ্টিসমূহ বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত হইয়াছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা অগ্রে আত্মতুল্যপ্রভাবশালী সনক, সনাতন, সনন্দন, ক্রতু ও সনৎকুমারকে মনো দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১১—২০। হে বিপ্রগণ! ইঁহারা পাঁচ জনেই যোগী; পরম বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে চিত্ত নিবেশ করিলেন, সৃষ্টির প্রতি তাঁহারা মনোযোগ করিলেন না। তাঁহারা লোকসৃষ্টিবিষয়ে এইরূপ নিরপেক্ষ হইলে প্রজাপতি তখন পরমেষ্ঠীর মায়ায় মুগ্ধ হইলেন। পরে জগন্ময়, মহামুনি, মহাযোগী, লোকচিত্তানুরঞ্জন নারায়ণ তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে প্রবোধ দিয়াছিলেন। তাঁহাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা পরম তপস্যা অবলম্বন করিলেন; কিন্তু ভগবান্ তপশ্চরণ করিয়াও কিছু লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর দীর্ঘকাল পরে তাঁহার দুঃখহেতু ক্রোধ উৎপন্ন হইল।

তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইলে, নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইয়াছিল। সেই পরমেষ্ঠীর ভ্রুকুটীকুটিল ললাট হইতে শরণ্য নীললোহিত মহাদেব সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ভগবান্ তেজোরাশিস্বরূপ সনাতন ঈশ; জ্ঞানী ব্যক্তিরা যাঁহাকে স্বকীয় আত্মমধ্যে পরমেশ্বররূপে অবলোকন করেন। ওঙ্কার অনুস্মরণপূর্ব্বক প্রণিপাত করত কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—প্রজা সকল সৃষ্টি কর। ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মবাহন শঙ্কর শিব আত্মসদৃশ রুদ্র সকলকে মনে মনে সৃষ্টি করিলেন, তাঁহারা কপর্দ্দী, নিরাতঙ্ক, ত্রিনেত্র এবং নীললোহিত। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি জরামরণযুক্ত প্রজা সৃষ্টি কর। অনন্তর ভগবান্ ঈশ বলিলেন,—হে জগন্নাথ! আমি জরামরণযুক্ত অশুভ প্রজা সৃষ্টি করিব না। তদানীং রুদ্রকে নিষেধ করিয়া কমলযোনি ব্রহ্মা স্থানাভিমানী ও বাক্যকথনশীল যে সকলকে সৃষ্টি করিলেন, তাহা শুন। ২১—৩১। জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ

নদ্যঃ সমুদ্রাঃ শৈলাশ্চ বৃক্ষা বীরুধ এব চ ॥৩২
লবাঃ কাষ্ঠাঃ কলাশ্চৈব মুহূর্ত্তা দিবসাঃ ক্ষপাঃ।
অৰ্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ অয়নাব্দযুগাদয়ঃ।
স্থানাভিমানিনঃ সৃষ্ট্বা সাধকানসৃজৎ পুনঃ ॥৩৩
মরীচিভৃগ্বঙ্গিরসঃ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
দক্ষমত্রিং বসিষ্ঠঞ্চ ধর্ম্মং সঙ্কল্পমেব চ ॥ ৩৪
প্রাণাদ্‌ব্রহ্মাসৃজদ্দক্ষং চক্ষুর্ভ্যাঞ্চ মরীচিকম্।
শিরসোঽঙ্গিরসং দেবো হৃদয়াদ্‌ভৃগুমেব চ ॥ ৩৫
নেত্রাভ্যামত্রিনামানং ধর্ম্মঞ্চ ব্যবসায়তঃ।
সঙ্কল্পঞ্চৈব সঙ্কল্পাৎ সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥ ৩৬
পুলস্ত্যঞ্চ তথোদানাদ্‌ব্যানাচ্চ পুলহং মুনিম্।
অপানাৎ ক্রতুমব্যগ্রঃ সমানাচ্চ বসিষ্ঠকম্ ॥৩৭
ইত্যেতে ব্রহ্মণা সৃষ্টাঃ সাধকা গৃহমেধিনঃ।
আস্থায় মানবং রূপং ধর্ম্মস্তৈঃ সম্প্রবর্ত্তিতঃ ॥ ৩৮
ততো দেবাসুরপিতৃন্ মনুষ্যাংশ্চ চতুষ্টয়ম্।
সিসৃক্ষুর্ভগবানীশঃ স্বমাত্মানমযোজয়ৎ ॥ ৩৯
যুক্তাত্মনস্তমোমাত্রা হ্যুদ্রিক্তাভূৎ প্রজাপতেঃ।
ততোঽস্য জঘনাৎ পূর্ব্বমসুরা জজ্ঞিরে সুতাঃ ॥
উৎসসর্জ্জাসুরান্ সৃষ্ট্বা তাং তনুং পুরুষোত্তমঃ।
সা চোৎসৃষ্টা তনুস্তেন সদ্যো রাত্রিরজায়ত।
সা তমোবহুলা যস্মাৎ প্রজাস্তস্যাং স্বপন্ত্যতঃ ॥
সত্ত্বমাত্রাত্মিকাং দেবস্তনুমন্যাং গৃহীতবান্।
ততোঽস্য মুখতো দেবা দীব্যতঃ সম্প্রজজ্ঞিরে
ত্যক্তা সাপি তনুস্তেন সত্ত্বপ্রায়মভূদ্দিনম্।
তস্মাদহর্ধর্ম্মযুক্তা দেবতাঃ সমুপাসতে ॥ ৪৩
সত্ত্বমাত্রাত্মিকামেব ততোঽন্যাং জগৃহে তনুম্।
পিতৃবন্মন্যমানস্য পিতরঃ সম্প্রজজ্ঞিরে ॥ ৪৪
উৎসসর্জ্জ পিতৃন্ সৃষ্ট্বা ততস্তামপি বিশ্বদৃক্।
সাপবিদ্ধা তনুস্তেন সদ্যঃ সন্ধ্যা ব্যজায়ত ॥ ৪৫
তস্মাদহর্দেবতানাং রাত্রিঃ স্যাদ্দেববিদ্বিষাম্।
তয়োর্ম্মধ্যে পিতৃণাস্তু মূর্ত্তিঃ সন্ধ্যা গরীয়সী ॥৪৬
তস্মাদ্দেবাসুরাঃ সর্ব্বে মুনয়ো মানবাস্তথা।

স্বর্গ, বায়ু, পৃথিবী, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, লব, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিবস, রাত্রি, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ ও স্থানাভিমানী পদার্থ সকল সৃষ্টি করিয়া পুনরায় মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ধর্ম্ম ও সঙ্কল্প প্রভৃতি সাধকগণকে সৃষ্টি করিলেন। সেই সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রাণ হইতে দক্ষকে, নেত্রদ্বয় হইতে মরীচিকে, মস্তক হইতে অঙ্গিরাকে, হৃদয় হইতে ভৃগুকে, নেত্র হইতে অত্রিকে, ব্যবসায় হইতে ধর্ম্মকে, সঙ্কল্প হইতে সঙ্কল্পকে, উদান হইতে পুলস্ত্যকে, ব্যান হইতে পুলহমুনিকে, অপান হইতে ক্রতুকে এবং সমান হইতে বশিষ্ঠকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইঁহারা ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃষ্ট গৃহস্থ ও সাধক; ইঁহারা মানবরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। অনন্তর ভগবান্ ঈশ দেব, অসুর, পিতৃ, মনুষ্য এই চারিজাতীয় জীব সৃষ্টি করিতে বাঞ্ছা করিয়া তাহাতে আত্মা যোজিত করিলেন। তখন যুক্তাত্মা প্রজাপতির তমোমাত্রা উদ্রিক্ত হইয়াছিল, তাহাতে ইঁহার জঘন হইতে প্রথম অসুররূপ তনয়গণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; ৩২—৪০। পুরুষোত্তম অসুর সৃষ্টি করিয়া সে তনু পরিত্যাগ করিলেন, সেই পরিত্যক্ত তনু তৎক্ষণ রাত্রিরূপে পরিণত হইল। যেহেতু উহা তমোবহুল, তজ্জন্য প্রজারা ঐ সময়ে নিদ্রা যায়। দেব প্রজাপতি সত্ত্বমাত্রাত্মিকা অপর তনু গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তদীয় দীপ্তিশীল মুখ হইতে দেবগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সে তনুও পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে সত্ত্বপ্রায় দিন হইল, তাই দিবাতে ধর্ম্মযুক্ত দেবতারা উপাসিত হন। অনন্তর সত্ত্বমাত্রাত্মিকা অন্য তনু গ্রহণ করিলেন, তাহাতেই পিতৃবৎ মাননীয় পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। বিশ্বদর্শী পিতৃগণকে সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা সে তনু পরিত্যাগ করিলেন, সেই পরিত্যক্তা তনু তৎক্ষণাৎ সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল। তাহা দেবগণের দিবা, অসুরগণের রাত্রি, আর পিতৃগণের গরীয়সী মূর্ত্তি সন্ধ্যা হইয়াছে। তজ্জন্য দেব, অসুর, সমুদয় মুনি ও মানবগণ

উপাসতে সদা যুক্তা রাত্র্যহোর্মধ্যমাং তনুম্॥৪৭
রজোমাত্রাত্মিকাং ব্রহ্মা তনুমন্যাং ততোঽসৃজৎ
ততোঽস্য জজ্ঞিরে পুত্রা মনুষ্যা রজসাবৃতাঃ॥৪৮
তামথাশু স তত্যাজ তনুং সদ্যঃ প্রজাপতিঃ।
জ্যোৎস্না সা চাভবদ্বিপ্রাঃ প্রাক্‌সন্ধ্যা
যাভিধীয়তে ॥ ৪৯
ততঃ স ভগবান্ ব্রহ্মা সম্প্রাপ্য দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
মূর্ত্তিং তমোরজঃপ্রায়াং পুনরেবাভ্যপূজয়ৎ ॥ ৫০
অন্ধকারে ক্ষুধাবিষ্টা রাক্ষসাস্তস্য জজ্ঞিরে।
পুত্রাস্তমোরজঃপ্রায়া বলিনস্তে নিশাচরাঃ ॥৫১
সর্পা যক্ষাস্তথা ভূতা গন্ধর্ব্বাঃ সম্প্রজজ্ঞিরে।
রজস্তমোভ্যামাবিষ্টাংস্ততোঽন্যানসৃজৎ প্রভুঃ
বয়াংসি বয়সঃ সৃষ্ট্বা অবীন্ বৈ বক্ষসোঽসৃজৎ
মুখতোঽজান্ সসর্জ্জান্যানুদরাদ্গাশ্চ নির্ম্মমে ॥
পদ্ভ্যাঞ্চাশ্বান্ সমাতঙ্গান্ রাসভান্ গবয়ান্
মৃগান্।
উষ্ট্রানশ্বতরাংশ্চৈব ন্যঙ্কূনন্যাশ্চ জাতয়ঃ (১) ॥ ৫৪
ওষধ্যঃ ফলমূলানি রোমভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে।
গায়ত্রঞ্চর্চঃ পূর্ব্বস্মাৎ ত্রিবৃৎস্তোমং রথন্তরম্ ॥ ৫৫
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্মুখাৎ।
যজূংষি ত্রৈষ্টুভং ছন্দঃস্তোমং পঞ্চদশং তথা॥৫৬
বৃহৎসাম তথোক্‌থঞ্চ দক্ষিণাদসৃজন্মুখাৎ।
সামানি জগতীং ছন্দঃস্তোমং সপ্তদশং তথা॥৫৭
বৈরূপমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্মুখাৎ।
একবিংশমথর্ব্বাণমাপ্তোর্য্যামাণমেব চ ॥ ৫৮
অনুষ্টুভং সবৈরাজমুত্তরাদসৃজন্মুখাৎ।
উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে ॥৫৯
ব্রহ্মণো হি প্রজাসর্গং সৃজতস্তু প্রজাপতেঃ।
সৃষ্ট্বা চতুষ্টয়ং সর্গং দেবর্ষিপিতৃমানুষম্ ॥ ৬০
ততোঽসৃজচ্চ ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
যক্ষান্ পিশাচান্ গন্ধর্ব্বাংস্তথৈবাপ্সরসঃ শুভাঃ
নরকিন্নর-রক্ষাংসি বয়ঃপশুমৃগোরগান্।
অব্যয়ঞ্চ ব্যয়ঞ্চৈব দ্বয়ং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৬২

যোগযুক্ত হইয়া সেই রাত্রি ও দিবার মধ্যতনু সন্ধ্যায় উপাসনা করেন। অনন্তর ব্রহ্মা রজোমাত্রা অপর তনু সৃষ্টি করিলেন, তাহাতেই রজোগুণবিশিষ্ট মানবরূপী তনয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। অনন্তর সেই প্রজাপতি সত্বর সেই তনু ত্যাগ করিলেন, তৎক্ষণাৎ উহা জ্যোৎস্নারূপে পরিণত হইল। হে বিপ্রগণ! উহাকে প্রাতঃসন্ধ্যা বলিয়া থাকে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা তমোরজঃপ্রায় মূর্ত্তিকে পুনর্ব্বার পরিগ্রহ করিলেন। ৪১—৫০। তাহার পর অন্ধকারে ক্ষুধাবিষ্ট, তমঃ ও রজোগুণপ্রধান, বলীয়ান, নিশাচররূপ পুত্র সকল জন্ম গ্রহণ করিল। অনন্তর রজঃ ও তমোগুণে আবৃত সর্প, যক্ষ, ভূত ও গন্ধর্ব্ব সকল জন্ম গ্রহণ করিল। অনন্তর প্রভু আর সকল সৃষ্টি করিলেন। বয়ঃ হইতে বয়স (পক্ষী) সৃষ্টি করিয়া বক্ষঃপ্রদেশ হইতে অবি সৃষ্টি করিলেন। মুখ হইতে অজা সকলকে ও ও উদর হইতে গোসমূহ নির্ম্মাণ করিলেন। পাদদ্বয় হইতে অশ্ব, মাতঙ্গ, গর্দ্দভ, গবয়, মৃগ, উষ্ট্র, অশ্বতর, ন্যঙ্কু ও অন্যান্য মৃগ সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার রোম হইতে ওষধী ও ফলমূল উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী, ঋক্, ত্রিবৃৎস্তোম, রথন্তর যজ্ঞের মধ্যে অগ্নিষ্টোম ও যজুর সৃষ্টি হয়। ত্রিষ্টুভ-আদি পঞ্চদশ ছন্দঃস্তোম, বৃহৎসাম ও উক্‌থ সকল ব্রহ্মার দক্ষিণ মুখ হইতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার পশ্চিম মুখ হইতে সাম সকল, জগতীনামক সপ্তদশ ছন্দঃস্তোম, বৈরূপ, অতিরাত্র প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। একবিংশতি অর্থব্ব, আপ্তোর্য্যামন্, অনুষ্টুভ ছন্দঃ এবং বিরাট্‌ছন্দঃ উত্তর মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার গাত্র হইতে উচ্চনীচ পদার্থ সকল সৃষ্ট হইয়াছে।৫১—৫৯। প্রজাসৃষ্টির অভিলাষী প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে দেব-ঋষিপিতৃ-মানুষ-রূপ সৃষ্টিচতুষ্টয় সম্পন্ন করিয়া ভূত, যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, শুভ অপ্সরঃ, নর, কিন্নর, রাক্ষস,

(১) অরন্যেশ্চ প্রজাপতিরিতি কচিৎ পাঠঃ।

তেষাং যে যানি কর্ম্ম প্রাক্ সৃষ্টি
প্র [illegible] পেদিরে।
তান্যেব তে প্র[illegible] সৃজ্যমানাঃ পুনঃপুনঃ ॥
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃত[illegible] [illegible]৩।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তত্তস্য রোচতে ॥৬৪
মহাভূতেষু নানাত্বমিন্দ্রিয়ার্থেষু মূর্ত্তিষু।
বিনিয়োগঞ্চ ভূতানাং ধাতৈব ব্যদধাৎ স্বয়ম্॥৬৫
নামরূপঞ্চ ভূতানাং প্রাকৃতানাং প্রপঞ্চনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ ॥৬৬
আর্ষাণি চৈব নামানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবৈভ্যো দদাত্যজঃ
যাবন্তি প্রতিলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু ॥৬৮

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে
সর্গকথনে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

কূর্ম্ম উবাচ।

এবম্ভূতানি সৃষ্টানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
যদাস্য তাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা ন ব্যবর্দ্ধন্ত ধীমতঃ ॥১
তমোমাত্রাবৃতো ব্রহ্মা তদাশোচত দুঃখিতঃ।
ততঃ স বিদধে বুদ্ধিমর্থনিশ্চয়গামিনীম্ ॥ ২
অথাত্মনি সমদ্রাক্ষীৎ তমোমাত্রাং নিয়ামিকাম্
রজঃ সত্ত্বঞ্চ সংবৃত্য বর্ত্তমানাং স্বধর্ম্মতঃ ॥ ৩
তমস্তু ব্যনুদৎ পশ্চাদ্রজঃ সত্ত্বেন সংযুতঃ।
তৎ তমঃ প্রতিনুন্নং বৈ মিথুনং সমজায়ত ॥ ৪
অধর্ম্মাচরণো বিপ্রা হিংসা চাশুভলক্ষণা।
স্বাং তনুং স ততো ব্রহ্মা তামপোহত ভাস্বরম্॥
দ্বিধাকরোৎ পুনর্দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী পুরুষো বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ৬
নারীঞ্চ শতরূপাখ্যাং যোগিনীং সসৃজে শুভাম্
সা দিবং পৃথিবীঞ্চৈব মহিম্না ব্যাপ্য সংস্থিতা ॥

পক্ষী, পশু, মৃগ, সর্পাদি এবং অবাধ, ব্যয়, স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহাদের যে যেরূপ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা পুনঃপুনঃ সৃষ্ট হইয়াও তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তৎকর্ত্তৃক বিচিন্তিত হইয়া তাহারা হিংসা অহিংসা, মৃদুতা ক্রূরতা, ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও সত্য অসত্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাই তাহাদের রুচিকর। বিধাতাই স্বয়ং ইন্দ্রিয়ার্থপর মহাভূতরূপ বিবিধ মূর্ত্তিতে ভূতদিগের বিনিয়োগ বিধান করিয়াছেন। সেই মহেশ্বরই ভূতগণের নাম, রূপ, প্রাকৃত পদার্থের প্রকাশ প্রভৃতি প্রথমে বেদ সকল হইতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই অজ প্রজাপতিই শর্ব্বরীর অবসানে প্রসূত এই ভূত সকলকে বেদোক্ত যত আর্ষ নাম, যত চিহ্ন, পর্য্যায়ক্রমে নানারূপ, এতদ্ভিন্ন যুগে যুগে যাহা দেখা যায়, সমুদয়ই প্রদান করিয়া থাকেন। ৬০—৬৮।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

কূর্ম্ম বলিলেন,—এই প্রকারে স্থাবর ও জঙ্গম প্রজা সকল সৃষ্ট হইয়াছিল। যখন এই ধীমান্ প্রজা সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল না, তখন তমোগুণে আবৃত ব্রহ্মা দুঃখিত হইয়া শোক করিয়া অর্থনিশ্চয়গামিনী বুদ্ধি অবলম্বন করিলেন। অনন্তর স্বকীয় ধর্ম্মপ্রযুক্ত রজঃ এবং সত্ত্ব গুণকে আবৃত করিয়া বর্ত্তমানা নিয়ামিকা তমোমাত্রাকে আত্মায় অবলোকন করিলেন। রজঃ ও সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া তমকে পরিত্যাগ করিলেন। সেই তমঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, হে দ্বিজগণ! অধর্ম্মাচরণ ও অশুভ হিংসাতে একটী মিথুন (স্ত্রী-পুরুষ) উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই ব্রহ্মা সেই কান্তিময়ী তনুকে অন্তর্হিত করিলেন। প্রভু সেই বিরাট্পুরুষ পুনরায় স্বদেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিলে অর্দ্ধাংশে পুরুষ উৎপন্ন হইল ও অর্দ্ধাংশে নারী সৃষ্ট হইল। শতরূপানাম্নী সেই যোগিনী শুভা নারী সৃষ্টা হইয়া মহিমাদ্বারা স্বর্গ এবং আকাশ

যোগৈশ্বর্য্যবলোপেতা জ্ঞান-বিজ্ঞানসংযুতা।
যোঽভবৎ পুরুষাৎ পুত্রো বিরাড়ব্যক্তজন্মনঃ
স্বায়ম্ভুবো মনুর্দেব সোঽভবৎ পুরুষো মুনিঃ।
সা দেবী শতরূপাখ্যা তপঃ কৃত্বা সুদুশ্চরম্ ॥৯
ভর্ত্তারং দীপ্তযশসং মনুমেবাধ্যপদ্যত।
তস্মাচ্চ শতরূপা সা পুত্রদ্বয়মসূয়ত ॥ ১০
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ কন্যাদ্বয়মনুত্তমম্।
তয়োঃ প্রসূতিং দক্ষায় মনুঃ কন্যাং দদৌ পুনঃ
প্রজাপতিরথাকূতিং মানসো জগৃহে রুচিঃ।
আকূত্যাং মিথুনং জজ্ঞে মানসস্য রুচেঃ শুভম্ ॥
যজ্ঞশ্চ দক্ষিণা চৈব যাভ্যাং সংবর্দ্ধিতং জগৎ।
যজ্ঞস্য দক্ষিণায়াঞ্চ পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে ॥ ১৩
যামা ইতি সমাখ্যাতা দেবাঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
প্রসূত্যাঞ্চ তথা দক্ষশ্চতস্রো বিংশতিং তথা ॥
সসর্জ্জ কন্যা নামানি তাসাং সম্যঙ্‌নিবোধত
শ্রদ্ধা লক্ষ্মীর্ধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টির্মেধা ক্রিয়া তথা ॥১৫

বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিঃ সিদ্ধিঃ কীর্ত্তিস্ত্রয়োদশী।
পত্ন্যর্থং প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মো দাক্ষায়ণীঃ শুভাঃ ॥
তাভ্যঃ শিষ্টা যবীয়স্য একাদশ সুলোচনাঃ।
খ্যাতিঃ সত্যথ সম্ভূতিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিঃ ক্ষমা তথা
সন্নতিশ্চানসূয়া চ উর্জ্জা স্বাহা স্বধা তথা।
ভৃগুর্ভবো মরীচিশ্চ তথা চৈবাঙ্গিরা মুনিঃ ॥১৮
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব ক্রতুঃ পরমধর্ম্মবিৎ।
অত্রির্বশিষ্ঠো বহ্নিশ্চ পিতরশ্চ যথাক্রমম্ ॥১৯
খ্যাত্যাদ্যা জগৃহুঃ কন্যা মুনয়ো জ্ঞানসত্তমাঃ।
শ্রদ্ধায়া আত্মজঃ কামো দর্পো লক্ষ্মীসুতঃ স্মৃতঃ
ধৃত্যাস্তু নিয়মঃ পুত্রস্তুষ্ট্যা সন্তোষ উচ্যতে।
পুষ্ট্যা লাভঃ সুতশ্চাপি মেধাপুত্রঃ শমস্তথাঃ ॥
ক্রিয়ায়াশ্চাভবৎ পুত্রো দণ্ডশ্চ নয় এব চ।
বুদ্ধ্যা বোধঃ সুতস্তদ্বদপ্রমাদোঽপ্যজায়ত ॥২২
লজ্জায়া বিনয়ঃ পুত্রো বপুষো ব্যবসায়কঃ।
ক্ষেমঃ শান্তিসুতশ্চাপি সুখং সিদ্ধেরজায়ত ॥ ২৩
যশঃ কীর্ত্তিসুতস্তদ্বদিত্যেতে ধর্ম্মসূনবঃ।
কামস্য হর্ষঃ পুত্রোঽভূদ্দেবানন্দোঽপ্যজায়ত ॥

ব্যাপিয়া রহিলেন। সেই নারী যোগ ঐশ্বর্য্য বল প্রভৃতিযুক্তা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানশালিনী সেই অব্যক্তজন্মার যে বিরাট্ পুত্র জন্মিয়াছিল, সে-ই পুরাণ মুনি স্বায়ম্ভুব মনু। সেই শতরূপাখ্যা দেবী দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া প্রদীপ্তযশাঃ মনুকে ভর্ত্তৃরূপে লাভ করিলেন। সেই শতরূপা, স্বামী মনু হইতে দুইটী পুত্র প্রসব করিলেন। মনুর সেই পুত্রদ্বয়ের নাম প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ। আর যে দুইটী উৎকৃষ্টা কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রসূতিনাম্নী কন্যা দক্ষকে প্রদান করিলেন, ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি রুচি আকূতিকে গ্রহণ করিলেন। আকূতির গর্ভে রুচির সুন্দর পুত্র ও কন্যা জন্মিল ১—১২। একের নাম যজ্ঞ, অপরের নাম দক্ষিণা; যে দুই হইতে এই জগৎ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। দক্ষিণাতে যজ্ঞের দ্বাদশ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যামদেব নামে আখ্যাত হইয়াছেন। প্রসূতীর গর্ভে দক্ষের চতুর্বিংশতি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের নাম সম্যক্‌রূপে শ্রবণ

কর। শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্ত্তি—ধর্ম্ম দক্ষের এই ত্রয়োদশ কন্যাকে পত্নীরূপে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠা যে একাদশ সুন্দরী অবশিষ্ট রহিলেন, তাঁহাদের নাম—খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, উর্জ্জা, স্বাহা ও স্বধা। ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, পরমধার্ম্মিক ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বহ্নি ও পিতৃগণ এই একাদশ জ্ঞানসত্তম ঋষি যথাক্রমে খ্যাতিআদি একাদশ দক্ষকন্যাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধার পুত্র কাম এবং লক্ষ্মীর পুত্র দর্প বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ১১—২০। ধৃতির পুত্র নিয়ম, তুষ্টির সন্তোষ, পুষ্টির লাভ, মেধার শম, ক্রিয়ার দণ্ড ও নয় এবং বুদ্ধির বোধ ও অপ্রমোদ নামে পুত্র জন্মিয়াছিল। লজ্জার পুত্র বিনয়, বপুর ব্যবসায়, শান্তির ক্ষেম, সিদ্ধির সুখ, কীর্ত্তির যশঃ নামে পুত্র জন্মিয়াছিল। ইঁহারা সকলেই

ইত্যেষ বৈ সুখোদর্কঃ সর্গো ধর্ম্মস্য কীর্ত্তিতঃ।
জজ্ঞে হিংসা ত্বধর্ম্মাদ্বৈ নিকৃতিঞ্চানৃতং সুতম্॥
নিকৃত্যানৃতয়োর্জজ্ঞে ভয়ং নরকমেব চ।
মায়া চ বেদনা চৈব মিথুনত্বিদমেতয়োঃ॥ ২৬
ভয়াজ্জজ্ঞেঽথ বৈ মায়া মৃত্যুং ভূতাপহারিণম্।
বেদনা চ সুতঞ্চাপি দুঃখং জজ্ঞেঽথ রৌরবাৎ
মৃত্যোর্ব্যাধির্জরা-শোকৌ তৃষ্ণা ক্রোধশ্চ জজ্ঞিরে।
দুঃখোত্তরাঃ স্মৃতা হ্যেতে সর্ব্বে চাধর্ম্মলক্ষণাঃ॥
নৈষাং ভার্য্যাস্তি পুত্রো বা সর্ব্বে তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।
ইত্যেষ তামসঃ সর্গো জজ্ঞে ধর্ম্মনিয়ামকঃ।
সংক্ষেপেণ ময়া প্রোক্তা বিসৃষ্টির্মুনিপুঙ্গবাঃ॥২৯

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে মুখ্যাদি-সর্গকথনেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

ধর্ম্মের তনয়। হর্ষ ও দেবানন্দ নামে কামের পুত্র জন্মিয়াছিল, ধর্ম্মের এই সুখপরিণাম সৃষ্টি কীর্ত্তিত হইল। হিংসা অধর্ম্ম হইতে নিকৃতি ও অনৃত নামে সন্তান লাভ করে। নিকৃতি ও অনৃতের সংযোগে ভয় ও নরক নামক পুত্রদ্বয় এবং মায়া ও বেদনা নামে কন্যাদ্বয় উৎপন্ন হয়। ইহারা যথাক্রমে স্ত্রী-পুরুষ। ভয় হইতে মায়াতে ভূতনাশক মৃত্যু জন্মে। নরক হইতে বেদনাতে দুঃখ নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ইহাদের পরিণাম দুঃখ এবং সকলেই অধর্ম্মের লক্ষণাক্রান্ত। ইহাদের ভার্য্যা বা পুত্র নাই, সকলেই ঊর্দ্ধরেতাঃ। এই ধর্ম্মনিয়ামক তামসসৃষ্টি বর্ণিত হইল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি সংক্ষেপে এই সৃষ্টির বিষয় বলিলাম। ২১—২৯।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং নারদাদ্যা মহর্ষয়ঃ।
প্রণম্য বরদং বিষ্ণুং পপ্রচ্ছুঃ সংশয়ান্বিতাঃ॥ ১
ঋষয় উচুঃ।
কথিতো ভবতা সর্গো মুখ্যাদীনাং জনার্দ্দন।
ইদানীং সংশয়ঞ্চেমমস্মাকং ছেত্তুমর্হসি॥ ২
কথং স ভগবানীশঃ পূর্ব্বজোঽপি পিনাকধৃক্।
পুত্রত্বমগমচ্ছম্ভুর্ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥ ৩
কথঞ্চ ভগবান্ জজ্ঞে ব্রহ্মা কমলসম্ভবঃ।
অণ্ডজো জগতামীশস্তন্নো বক্তুমিহার্হসি॥ ৪
কূর্ম্ম উবাচ।
শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে শঙ্করস্যামিতৌজসঃ।
পুত্রত্বং ব্রহ্মণস্তস্য পদ্মযোনিত্বমেব চ॥ ৫
অতীতকল্পাবসানে তমোভূতং জগত্ত্রয়ম্।
আসীদেকার্ণবং ঘোরং ন দেবাদ্যা ন চর্ষয়ঃ॥৬
তত্র নারায়ণো দেবো নির্জ্জনে নিরুপপ্লবে।

নবম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—নারদাদি মহর্ষিগণ এই সকল কথা শ্রবণ করত সংশয়ান্বিত হইয়া বরদ বিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি মুখ্যাদির সর্গ বলিয়াছেন; হে জনার্দ্দন! এক্ষণে আমাদের এই সংশয় আপনার ছেদন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কি নিমিত্ত ভগবান্ পিনাকধারী মহাদেব পূর্ব্বজ হইয়াও অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? আর জগদীশ্বর ব্রহ্মা ত অণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, কিন্তু তিনি আবার পদ্ম হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমাদের নিকট আপনি বলুন। কূর্ম্ম বলিলেন,—হে ঋষিগণ! অমিততেজা শঙ্কর যেরূপে ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা যেরূপে পদ্মযোনি হইয়াছেন, তাহা আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। অতীত কল্পের অবসানে তমোভূত স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল অতি ভয়ানক একার্ণব-

অশ্রিত্য শেষশয়নং সুষ্বাপ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৭
সহস্রশীর্ষা ভূত্বা স সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সহস্রবাহুঃ সর্ব্বজ্ঞশ্চিন্ত্যমানো মনীষিভিঃ ॥৮
পীতবাসা বিশালাক্ষো নীলজীমূতসন্নিভঃ।
মহাবিভূতির্যোগাত্মা যোগিনাঞ্চ দয়াপরঃ ॥৯
কদাচিৎ তস্য সুপ্তস্য লীলার্থং দিব্যমদ্ভুতম্।
ত্রৈলোক্যসারং বিমলং নাভ্যাং পঙ্কজমুদ্বভৌ ॥
শতযোজনবিস্তীর্ণং তরুণাদিত্যসন্নিভম্।
দিব্যগন্ধময়ং পুণ্যং কর্ণিকা-কেসরান্বিতম্ ॥১১
তস্যৈবং সুচিরং কালং বর্ত্তমানস্য শার্ঙ্গিণঃ।
হিরণ্যগর্ভো ভগবাংস্তং দেশমুপচক্রমে ॥ ১২
স তং করেণ বিশ্বাত্মা সমুত্থাপ্য সনাতনম্।
প্রোবাচ মধুরং বাক্যং মায়য়া তস্য মোহিতঃ ॥
অস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে নির্জ্জনে তমসাবৃতে।
একাকী কো ভবাঞ্ছেতে ব্রূহি মে পুরুষর্ষভ ॥ ১৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিহস্য গরুড়ধ্বজঃ।
উবাচ দেবং ব্রহ্মাণং মেঘগম্ভীরনিস্বনঃ ॥ ১৫
ভো ভো নারায়ণং দেবং লোকানাং
প্রভবাব্যয়ম্।
মহাযোগীশ্বরং মাং বৈ জানীহি পুরুষোত্তমম্ ॥
ময়ি পশ্য জগৎ কৃৎস্নং ত্বাঞ্চ লোকপিতামহম্।
সপর্ব্বত-মহাদ্বীপং সমুদ্রৈঃ সপ্তভির্বৃতম্ ॥ ১৭
এবমাভাষ্য বিশ্বাত্মা প্রোবাচ পুরুষং হরিঃ।
জানন্নপি মহাযোগী কো ভবানিতি বেধসম্ ॥
ততঃ প্রহস্য ভগবান্ ব্রহ্মা বেদনিধিঃ প্রভুঃ।
প্রত্যুবাচাম্বুজাভাক্ষং সস্মিতং শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥১৯
অহং ধাতা বিধাতা চ স্বয়ম্ভুঃ প্রপিতামহঃ।
ময্যেব সংস্থিতং বিশ্বং ব্রহ্মাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥
শ্রুত্বা বাচং স ভগবান্ বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ।
অনুজ্ঞাপ্যাথ যোগেন প্রবিষ্টো ব্রহ্মণস্তনুম্ ॥২১
ত্রৈলোক্যমেতৎ সকলং সদেবাসুরমানুষম্।

প্রায় হইয়াছিল; তৎকালে দেবতা বা ঋষিগণ কেহই বিদ্যমান ছিলেন না। মনীষিগণ-কর্তৃক চিন্তামান, সর্ব্বজ্ঞ, পীতবাস, বিশালাক্ষ নবঘনসদৃশ, মহাবিভূতি, যোগাত্মা, যোগিগণের সম্বন্ধে দয়াশীল, পুরুষোত্তম, নারায়ণ দেব, সেই নির্জ্জন উপদ্রবশূন্য অর্ণব মধ্যে সহস্রশীর্ষা, সহস্রচক্ষুঃ, সহস্রচরণ ও সহস্রবাহু হইয়া অনন্তরূপ শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন। কোন সময়ে সুপ্ত ভগবান্ নারায়ণের নাভিতে লীলার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট আশ্চর্য্যময় ত্রৈলোক্যের সারভূত বিমল পঙ্কজ উদ্ভূত হইয়াছিল। ১—১। ঐ পদ্ম শতযোজন-বিস্তীর্ণ, তরুণার্কসদৃশ, অতি মনোহর গন্ধযুক্ত, অতি পবিত্র এবং কর্ণিকা ও কেশরযুক্ত। এইরূপে শেষ শয়নে দীর্ঘকাল অতিবাহিত-কারী নারায়ণের নিকট ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিশ্বাত্মা হিরণ্যগর্ভ হস্ত দ্বারা সনাতন নারায়ণকে উত্থাপিত করিয়া নারায়ণের মায়ায় মোহিত হইয়া মধুর স্বরে বলিয়াছিলেন, পুরুষপুঙ্গব! এই ভয়ানক একার্ণবময় অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জ্জন স্থানে একাকী শয়ন করিয়া রহিয়াছ, তুমি কে? আমার নিকট বল। হিরণ্যগর্ভের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গরুড়ধ্বজ ঈষদ্ধাস্য করিয়া মেঘগম্ভীরস্বরে ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে লোকস্রষ্টা! তুমি আমাকে পুরুষোত্তম, মহাযোগীশ্বর, সকলের উৎপত্তি-বিনাশহেতু, নারায়ণ দেব বলিয়া জানিবে। লোক-পিতামহ তুমি, অখিলজগৎ, সপ্তসমুদ্রসংবৃত পর্ব্বত ও মহাদ্বীপ ও তোমাকে পর্য্যন্ত সমস্তই মদীয় দেহে দর্শন কর। বিশ্বাত্মা হরি এই প্রকার বলিয়া উপস্থিত পুরুষকে বেধা বলিয়া জানিয়াও "মহাযোগী আপনি কে?" এই কথা বলিয়াছিলেন। তদনন্তর বেদনিধি প্রভু ভগবান্ ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া অতি মৃদুস্বরে কমললোচন নারায়ণকে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন,—আমি ধাতা এবং বিধাতা, আমি স্বয়ম্ভু, প্রপিতামহ, আমিই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা; এই ব্রহ্মাণ্ড আমাতেই সংস্থিত। ১১—২০। অনন্তর সত্যপরাক্রম ভগবান বিষ্ণু, ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অনুমতি লইয়া যোগ দ্বারা ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করিলেন। আদি

উদরে তস্য দেবস্য দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাগতঃ ॥ ২২
এতস্মিন্নন্তরে বক্ত্রান্নিষ্ক্রম্য পন্নগেন্দ্রনিকেতনঃ।
অজাতশত্রুর্ভগবান্ পিতামহমথাব্রবীৎ॥২৩
ভবানপ্যেবমেবাদ্য শাশ্বতং হি মমোদরম্।
প্রবিশ্য লোকান্ পশ্যৈতান্ বিচিত্রান্ পুরুষর্ষভ
ততঃ প্রহ্লাদিনীং বাণীং শ্রুত্বা তস্যাভিনন্দ্য চ
শ্রীপতেরুদরং ভূয়ঃ প্রবিবেশ কুশধ্বজঃ ॥ ২৫
তানেব লোকান্ গর্ভস্থানপশ্যৎ সত্যবিক্রমঃ।
পর্য্যটিত্বাথ দেবস্য দদৃশেঽন্তং ন বৈ হরেঃ ॥
ততো দ্বারাণি সর্ব্বাণি পিহিতানি মহাত্মনা।
জনার্দ্দনেন ব্রহ্মাসৌ নাভ্যাং দ্বারমবিন্দত ॥২৭
তত্র যোগবলেনাসৌ প্রবিশ্য কনকাণ্ডজঃ।
উজ্জহারাত্মনো রূপং পুষ্করাচ্চতুরাননঃ ॥ ২৮
বিররাজারবিন্দস্থঃ পদ্মগর্ভসমদ্যুতিঃ।
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ জগদ্যোনিঃ পিতামহঃ ॥২৯
স মন্যমানো বিশ্বেশমাত্মানং পরমং পদম্।

প্রোবাচ বিষ্ণুং পুরুষং মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥৩০
কৃতং কিং ভবতেদানীমাত্মনো জয়কাঙ্ক্ষয়া।
একোঽহং প্রবলো নান্যো মাং বৈ কোঽভি-
ভবিষ্যতি ॥ ৩১
শ্রুত্বা নারায়ণো বাক্যং ব্রহ্মণোক্তমতন্দ্রিতঃ।
সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বাক্যং বভাষে মধুরং হরিঃ ॥৩২
ভবান্ ধাতা বিধাতা চ স্বয়ম্ভুঃ প্রপিতামহঃ।
ন মাৎসর্য্যাভিযোগেন দ্বারাণি পিহিতানি মে॥
কিন্তু লীলার্থমেবৈতন্ন ত্বাং বাধিতুমিচ্ছয়া।
কো হি বাধিতুমন্বিচ্ছেদ্দেবদেবং পিতামহম্ ॥
ন তেঽন্যথাবগন্তব্যং মান্যো মে সর্ব্বথা ভবান্
সর্ব্বং ক্ষমস্ব কল্যাণ যন্ময়াপকৃতং তব ॥ ৩৫
অস্মাচ্চ কারণাদ্ব্রহ্মন্ পুত্রো ভবতু মে ভবান্
পদ্মযোনিরিতি খ্যাতো মৎপ্রিয়ার্থং জগন্ময় ॥
ততঃ স ভগবান্ দেবো বরং দত্ত্বা কিরীটিনে।

দেব নারায়ণ ব্রহ্মার উদর মধ্যে ত্রৈলোক্য, দেবতা, অসুর, মনুষ্য প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া অতীব বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। অনন্তর গরুড়ধ্বজ ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে পুরুষর্ষভ! এক্ষণে আপনিও আমার এই নিত্য উদরে প্রবেশ করত বিচিত্র লোক-সমূহ দর্শন করুন। তদনন্তর ব্রহ্মা এই আনন্দজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুকে অভিনন্দন করিয়া শ্রীপতির উদরে প্রবেশ করিলেন। সত্যবিক্রম ব্রহ্মা হরির উদরে প্রবেশ করিয়া পর্য্যটন করত গর্ভস্থ লোক-সমূহকে দর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার অন্ত পান নাই। অনন্তর মহাত্মা জনার্দ্দন দ্বার সকল অবরোধ করিলে ব্রহ্মা নাভিতেই দ্বার অবধারণ করিলেন। কন-কাণ্ডজ ব্রহ্মা যোগবল অবলম্বনে সেই স্থানে প্রবেশ করত পদ্মেই স্বীয় রূপ উদ্ধার করিয়াছিলেন। পদ্মগর্ভসমপ্রভ জগৎ কারণ পিতামহ ব্রহ্মা অরবিন্দস্থিত হইয়া বিরাজ-মান হইলেন এবং আপনাকে পরমপদ বিশ্বাত্মা বিবেচনা করত মেঘবৎ গম্ভীরবাক্যে বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন, আপনি স্বীয় জয়াভি-লাষী হইয়া কি করিবেন? আমিই একমাত্র প্রবল, অন্য আর কে আমাকে অভিভব করিতে পারিবে? ২১—৩১। নারায়ণ অন-লস হ'য়ে ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রিয়বাক্য দ্বারা প্রবোধ দিয়া এই মধুর বাক্য সকল বলিয়াছিলেন,—আপনি ধারণকর্ত্তা বিধাতা স্বয়ম্ভু প্রপিতামহ, আমি মাৎসর্য্যপূর্ব্বক দ্বার অবরোধ করি নাই; কেবলমাত্র ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়াছি, আপনাকে আবদ্ধ করিবার অভি-প্রায়ে করি নাই। দেবদেব পিতামহকে আবদ্ধ করিতে কোন্ ব্যক্তির ইচ্ছা হইতে পারে? ইহা আপনার অন্য প্রকার বিবে-চনা করা কর্ত্তব্য নহে। সকল প্রকারে আপনি আমার মান্য। হে কল্যাণময়! আমি যে অপকর্ম্ম করিয়াছি, সে সমস্ত আমার প্রতি ক্ষমা করুন। হে জগন্ময়! অতএব মৎপ্রীত্যর্থে আপনি পদ্মযোনি নামে বিখ্যাত হইয়া আমার পুত্র হউন। তদনন্তর সেই ভগবান্ ব্রহ্মা কিরীটীকে বর

প্রহর্ষমতুলং গত্বা পুনর্বিষ্ণুমভাষত ॥ ৩৭
ভবান্ সর্ব্বাত্মকোঽনন্তঃ সর্ব্বেষাং পরমেশ্বরঃ।
সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বৈ পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩৮
অহং বৈ সর্ব্বলোকানামাত্মা দেবো মহেশ্বরঃ।
মন্ময়ং সর্ব্বমেবেদং ব্রহ্মাহং পুরুষঃ পরঃ ॥ ৩৯
নাবাভ্যাং বিদ্যতে হ্যন্যো লোকানাং পরমেশ্বর
একা মূর্ত্তির্দ্বিধা ভিন্না নারায়ণপিতামহৌ ॥ ৪০
তেনৈবমুক্তো ব্রহ্মাণং বাসুদেবোঽব্রবীদিদম্।
ইয়ং প্রতিজ্ঞা ভবতো বিনাশায় ভবিষ্যতি॥৪১
কিং ন পশ্যসি যোগেন ব্রহ্মাধিপতিমব্যয়ম্।
প্রধানপুরুষেশানং বেদাহং পরমেশ্বরম্ ॥ ৪২
যং ন পশ্যন্তি যোগীন্দ্রাঃ সাঙ্খ্যা অপি মহেশ্বরম্
অনাদিনিধনং ব্রহ্ম তমেব শরণং ব্রজ ॥ ৪৩
ততঃ ক্রুদ্ধোঽম্বুজাভাক্ষং ব্রহ্মা প্রোবাচ কেশবম্।
ভগবন্ নূনমাত্মানং বেদ্মি তৎ পরমাক্ষরম্ ॥৪৪
ব্রহ্মাণং জগতামেকমাত্মানং পরমং পদম্।
নাবাভ্যাং বিদ্যতে হ্যন্যো লোকানাং পরমেশ্বর
সন্ত্যজ্য নিদ্রাং বিপুলাং স্বমাত্মানং বিলোকয়॥
তস্য তৎ ক্রোধজং বাক্যং শ্রুত্বা বিষ্ণুরভাষত
মা মৈবং বদ কল্যাণ-পরীবাদং মহাত্মনঃ।
ন মেঽস্ত্যবিদিতং ব্রহ্মন্ নান্যথাহং বদামি তে
কিন্তু মোহয়তে ব্রহ্মন্ ভবন্তং পারমেশ্বরী।
মায়াশেষবিশেষাণাং হেতুরাত্মসমুদ্ভবা ॥ ৪৮
এতাবদুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুস্তূষ্ণীং বভূব হ।
জ্ঞাত্বা তৎ পরমং তত্ত্বং স্বমাত্মানং সুরেশ্বরঃ॥৪৯
ততো হ্যপরিমেয়াত্মা ভূতানাং পরমেশ্বরঃ।
প্রসাদং ব্রহ্মণে কর্ত্তুং প্রাদুরাসীৎ ততো হরঃ ॥
ললাটনয়নো দেবো জটামণ্ডলমণ্ডিতঃ।
ত্রিশূলপাণির্ভগবাংস্তেজসাং পরমো নিধিঃ॥৫১
বিদ্যাবিলাসগ্রথিতাং গ্রহৈঃ সার্কেন্দুতারকৈঃ।
মালামত্যদ্ভুতাকারাং ধারয়ন্ পাদলম্বিনীম্ ॥৫২
তং দৃষ্ট্বা দেবমীশানং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।

প্রদান করত অসীম প্রহর্ষান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার বিষ্ণুকে বলিলেন,—আপনি সর্ব্বাত্মক, অনন্ত, সর্ব্বপ্রাণীর পরমেশ্বর, সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা ও পরব্রহ্মস্বরূপ সনাতন। আমি সর্ব্বলোকের আত্মা, মহেশ্বর, এই সমস্তই মন্ময়, আমিই ব্রহ্মা পরমপুরুষ। আপনি ও আমি ভিন্ন লোকদিগের অন্য পরমেশ্বর নাই। আমরা একমূর্ত্তি, নারায়ণ ও পিতামহ এই দুই প্রকারে ভিন্ন মাত্র। ৩২—৪০। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই প্রকারে উক্ত হইয়া বাসুদেব ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন,—'এই প্রতিজ্ঞাই আপনার বিনাশের হেতু হইবে। আপনি যোগদ্বারা কি প্রকৃতিপুরুষের ঈশ্বর অব্যয় অধিপতি ব্রহ্মকে দেখিতেছেন না? আমি পরমেশ্বরকে জানি। সাংখ্যশাস্ত্রজ্ঞ যোগিশ্রেষ্ঠগণও যে মহেশ্বরকে দর্শন করিতে পারেন না, আপনি সেই অনাদি-নিধন ব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবের শরণাপন্ন হউন। অনন্তর ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া পুণ্ডরীকাক্ষকে বলিলেন,—হে ভগবন্! নিশ্চয়ই পরমাক্ষর সেই আত্মাকে জগতের একমাত্র আত্মা ও পরমস্থান ব্রহ্ম বলিয়া জানি, কিন্তু তুমি ও আমি ভিন্ন লোকের অন্য পরমেশ্বর নাই। বিপুলা নিদ্রাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় আত্মাকে অবলোকন কর। ব্রহ্মার ক্রোধপরিপূরিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু বলিলেন,—হে মঙ্গলময়! মহাত্মার পরীবাদ-বিষয়ীভূত এই সকল বাক্য বলিবেন না; আমার অবিদিত কিছুই নাই, আপনার নিকট অন্যথা বলিতেছি না। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! আপনাকে পারমেশ্বরী মায়া মোহিত করিতেছে। আত্মসমুদ্ভব মায়াই অশেষবিশেষহেতু। সুরেশ্বর বিষ্ণু স্বীয় আত্মাকেও সেই পরমতত্ত্ব জানিয়া এইরূপ বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। তদনন্তর অপরিমেয়াত্মা সর্ব্বভূতের ঈশ্বর মহাদেব ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি ললাটনয়ন, জটামণ্ডলে-মণ্ডিত, ত্রিশূল-পাণি, তেজঃপদার্থের পরম নিধি এবং বিদ্যাবিলাস-গ্রথিতা চন্দ্র-সূর্য্য-তারকাদি-সমন্বিতা পাদলম্বিনী অদ্ভুতাকারা মালা ধারণ করিতেছেন। ৪১—৫২। লোক-পিতা-

মোহিতো মায়য়াত্যর্থং পীতবাসসমব্রবীৎ ॥৫৩
ক এষ পুরুষো নীলঃ শূলপাণিস্ত্রিলোচনঃ।
তেজোরাশিরমেয়াত্মা সমায়াতি জনার্দ্দন ॥ ৫৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিষ্ণুর্দানবমর্দ্দনঃ।
অপশ্যদীশ্বরং দেবং জ্বলন্তং বিমলেঽম্ভসি ॥ ৫৫
জ্ঞাত্বা তং পরমং ভাবমৈশ্বরং ব্রহ্মভাবনঃ।
প্রোবাচোত্থায় ভগবান্ দেবদেবং পিতামহম্
অয়ং দেবো মহাদেবঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ সনাতনঃ।
অনাদিনিধনোঽচিন্ত্যো লোকানামীশ্বরো মহান্
শঙ্করঃ শম্ভুরীশানঃ সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরঃ।
ভূতানামধিপো যোগী মহেশো বিমলঃ শিবঃ ॥৫৮
এষ ধাতা বিধাতা চ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।
যং প্রপশ্যন্তি যতয়ো ব্রহ্মভাবেন ভাবিতাঃ ॥৫৯
সৃজত্যেষ জগৎ কৃৎস্নং পাতি সংহরতে তথা।
কালো ভূত্বা মহাদেবঃ কেবলো নিষ্কলঃ শিবঃ
ব্রহ্মাণং বিদধে পূর্ব্বং ভবন্তং যঃ সনাতনঃ।
বেদাংশ্চ প্রদদৌ তুভ্যং সোঽয়মায়াতি শঙ্করঃ
অস্যৈব চাপরাং মূর্ত্তিং বিশ্বযোনিং সনাতনীম্।
বাসুদেবো ভবানং মামবেহি প্রপিতামহ ॥ ৬২
কিং ন পশ্যসি যোগেশং ব্রহ্মাধিপতিমব্যয়ম্।
দিব্যং ভবতু তে চক্ষুর্যেন দ্রক্ষ্যসি তৎপরম্ ॥ ৬৩
লব্ধ্বা চৈবং তদা চক্ষুর্বিষ্ণোর্লোকপিতামহঃ।
বুবুধে পরমেশানং পুরতঃ সমবস্থিতম্ ॥ ৬৪
স লব্ধ্বা পরমং জ্ঞানমৈশ্বরং প্রপিতামহঃ।
প্রপেদে শরণং দেবং তমেব পিতরং শিবম্ ॥
ওঙ্কারং সমনুস্মৃত্য সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
অথর্ব্বশিরসা দেবং তুষ্টাব চ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬৬
সংস্তুতস্তেন ভগবান্ ব্রহ্মণা পরমেশ্বরঃ।
অবাপ পরমং প্রীতিং ব্যাজহার স্ময়ন্নিব ॥৬৭
মৎসমস্তং ন সন্দেহো বৎস ভক্তশ্চ মে ভবান্
ময়ৈবোৎপাদিতঃ পূর্ব্বং লোকসৃষ্ট্যর্থমব্যয়ঃ ॥৬৮
ত্বমাত্মা হ্যাদিপুরুষো মম দেহসমুদ্ভবঃ

এই ব্রহ্মা ঈশানকে দর্শন করিয়া মায়াতে অত্যন্ত মোহিত হইয়া পীতবাসা বিষ্ণুকে বলিলেন—হে জনার্দ্দন! শূলপাণি ত্রিলোচন তেজোরাশি অমেয়াত্মা নীলবর্ণ এই পুরুষ কে আসিতেছেন? দানবমর্দ্দন বিষ্ণু ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিমলাকাশে দীপ্যমান দেব ঈশ্বরকে দর্শন করিলেন। ভগবান বিষ্ণু ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় পরমভাব জানিয়া উত্থিত হইয়া পিতামহকে বলিলেন, ইনিই দেবাদিদেব মহাদেব এবং স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, সনাতন, অনাদিনিধন, অচিন্ত্য, সর্ব্বপ্রাণীর ঈশ্বর, শঙ্কর, শম্ভু, ঈশান, সর্ব্বাত্মা, পরমেশ্বর, ভূতগণের অধিপতি, যোগী, মহেশ, বিমল, শিব। ইনিই ধাতা বিধাতা ও প্রকৃতিপুরুষের ঈশ্বর। যতিগণ ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া ইঁহাকেই দর্শন করেন। এই অদ্বিতীয় নিষ্কল (অর্থাৎ অংশশূন্য) মহাদেবই সমস্ত জগৎ সৃজন করিতেছেন, রক্ষা করিতেছেন এবং কালরূপে সংহার করিতেছেন। ৫৩—৬০। যে সনাতন পুরুষ পূর্ব্বে আপনাকে সৃজন করিয়াছেন এবং বেদ সকল আপনাকে দান করিয়াছেন, সেই শঙ্করই আসিতেছেন। হে পিতামহ! বাসুদেব নামে বিখ্যাত সনাতনী বিশ্বযোনি ইঁহারই অপরা মূর্ত্তি বলিয়া আমাকে জানুন। আপনি কি অব্যয় ব্রহ্মাধিপতি যোগেশকে দেখিতেছেন না? আপনার দিব্য চক্ষু হউক, যে চক্ষুদ্বারা সেই শ্রেষ্ঠ পদার্থকে দর্শন করিতে পারেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণু হইতে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া সম্মুখাবস্থিত পরমেশ্বরকে জানিতে পারিলেন। ব্রহ্মা, ঈশ্বরবিষয়ক পরম জ্ঞান লাভ করিয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর ওঁকার অনুস্মরণ করিয়া আত্মা দ্বারা আত্মাকে সংরুদ্ধ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের স্তব করিলেন। পরমেশ্বর মহাদেব ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—হে বৎস! তুমি আমার সমান, তাহাতে সন্দেহ নাই; তুমি আমার ভক্ত, লোকসৃষ্টির জন্য পূর্ব্বে অব্যয়রূপে আমাকর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছ। তুমি আত্মা-

বরং বরয় বিশ্বাত্মন্ বরদোঽহং তবানঘ ॥ ৬৯
স দেবদেববচনং নিশম্য কমলোদ্ভবঃ।
নিরীক্ষ্য বিষ্ণুং পুরুষং প্রণম্যোবাচ শঙ্করম্ ॥৭০
ভগবন্ ভূতভব্যেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
ত্বামেব পুত্রমিচ্ছামি ত্বয়া বা সদৃশং সুতম্ ॥৭১
মোহিতোঽস্মি মহাদেব মায়য়া সূক্ষ্ময়া ত্বয়া।
ন জানে পরমং ভাবং যাথার্থ্যেন তে শিব ॥
ত্বমেব দেব ভক্তানাং মাতা ভ্রাতা পিতা সুহৃৎ
প্রসীদ তব পাদাব্জং নমামি শরণাগতম্ ॥ ৭৩
স তস্য বচনং শ্রুত্বা জগন্নাথো বৃষধ্বজঃ।
ব্যাজহার তদা পুত্রং সমালোক্য জনার্দনম্ ॥৭৪
যদর্থিতং ভগবতা তৎ করিষ্যামি পুত্রক।
বিজ্ঞানমৈশ্বরং দিব্যমুৎপৎস্যতি তবানঘ ॥ ৭৫
ত্বমেব সর্ব্বভূতানামাদিকর্ত্তা নিয়োজিতঃ।
কুরুষ তেষু দেবেশ মায়াং লোকপিতামহ ॥৭৬
এষ নারায়ণোঽনন্তো মমৈব পরমা তনুঃ।

ভবিষ্যতি ভবেশান যোগক্ষেমবহো হরিঃ ॥ ৭৭
এবং ব্যাহৃত্য হস্তাভ্যাং প্রীতঃ স পরমেশ্বরঃ ।
সংস্পৃশ্য দেবং ব্রহ্মাণং হরিং বচনমব্রবীৎ ॥৭৮
তুষ্টোঽস্মি সর্ব্বথাহং তে ভক্তস্ত্বঞ্চ জগন্ময় ।
বরং বৃণীষ ন হ্যাবাং বিভিন্নৌ পরমার্থতঃ ॥৭৯
শ্রুত্বাথ দেববচনং বিষ্ণুর্বিশ্বজগন্ময়ঃ।
প্রাহ প্রসন্নয়া বাচা সমালোক্য চ তন্মুখম্ ॥৮০
এষ এব বরঃ শ্লাঘ্যো যদহং পরমেশ্বরম্।
পশ্যামি পরমাত্মানং ভক্তির্ভবতু মে ত্বয়ি ॥ ৮১
তথেত্যুক্ত্বা মহাদেবঃ পুনর্বিষ্ণুমভাষত।
ভবান্ সর্ব্বস্য কার্য্যস্য কর্ত্তাহমধিদৈবতম্ ॥ ৮২
ত্বন্ময়ং মন্ময়ঞ্চৈব সর্ব্বমেতন্ন সংশয়ঃ।
ভবান সোমস্ত্বহং সূর্য্যো ভবান্ রাত্রিরহং দিনম্
ভবান্ প্রকৃতিরব্যক্তমহং পুরুষ এব চ।
ভবান্ জ্ঞানমহং জ্ঞাতা ভবান্ মায়াহমীশ্বরঃ ॥
ভবান্ বিদ্যাত্মিকা শক্তিঃ শক্তিমানহমীশ্বরঃ ॥৮৪

আমার দেহসম্ভূত এবং আদিপুরুষ, হে বিশ্বাত্মন্! বর প্রার্থনা কর। ত্বৎসম্বন্ধে আমি বরদ। কমলোদ্ভব ব্রহ্মা, দেবদেব মহাদেববাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বিষ্ণুকে নিরীক্ষণ করত শঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে ভূতভব্যেশ ভগবন্ মহাদেব! আপনাকে পুত্ররূপে পাইবার ইচ্ছা করি, অথবা আপনার সদৃশ একটি পুত্র পাইতে ইচ্ছা করি। ৬৯—৭১। হে মহাদেব! আপনার সূক্ষ্ম মায়ায় আমি মোহিত হইয়াছি। আপনার সম্বন্ধে যথার্থরূপে পরম ভাব জানি না। হে দেব! আপনিই ভক্তদিগের মাতা ভ্রাতা পিতা ও সুহৃৎ। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি শরণাগত হইয়া আপনার পাদপদ্মকে নমস্কার করিতেছি। বৃষধ্বজ মহাদেব ব্রহ্মার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্র জনার্দ্দনকে অবলোকন করিয়া বলিলেন,—হে পুত্রক! তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা করিব। হে অনঘ! তোমার দিব্য ঐশ্বরজ্ঞান জন্মিবে। তুমিই সর্ব্বভূতের আদিকর্ত্তারূপে নিয়োজিত হইয়াছ। হে লোকপিতামহ! সেই সকল প্রাণীতে মায়া বিস্তার কর। এই নারায়ণ অনন্ত হরিকে আমার পরমা তনু বলিয়া জানিবে। হে ঐশ্বর্য্যশালিন্! তোমার সম্বন্ধে ইনি যোগক্ষেমাবহ হইবেন। প্রীত পরমেশ্বর এই প্রকার বলিয়া, হস্তদ্বারা ব্রহ্মাকে সংস্পর্শন করত হরিকে এই কথা বলিলেন,—তোমার সম্বন্ধে আমি সর্ব্বপ্রকারে পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে ভক্ত। হে জগন্ময়! বর প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তুমি ও আমি যথার্থরূপে বিভিন্ন নহি। অনন্তর বিশ্বজগন্ময় বিষ্ণু মহাদেববাক্য শ্রবণ করিয়া তন্মুখ নিরীক্ষণপূর্ব্বক প্রসন্নবাক্য দ্বারা বলিলেন,—এই বরই শ্লাঘ্য যে, আমি পরমাত্মা পরমেশ্বরকে দর্শন করিতে পারি এবং তোমাতে আমার ভক্তি থাকুক। ৭২—৮১। 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া, মহাদেব পুনর্ব্বার বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন,—তুমি সকল কার্য্যের কর্ত্তা, আমি অধিদেবতা। এই সমস্ত পদার্থ ত্বন্ময় ও মন্ময়; ইহাতে সংশয় নাই। তুমি চন্দ্র, আমি সূর্য্য। তুমি রাত্রি, আমি দিবা। তুমি অব্যক্তা প্রকৃতি, আমি পুরুষ। তুমি জ্ঞান, আমি জ্ঞাতা। তুমি মায়া,

সোঽহং স নিষ্কলো দেবঃ সোঽসি নারায়ণঃ প্রভুঃ
একীভাবেন পশ্যন্তি যোগিনো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৮৫
ত্বামনাশ্রিত্য বিশ্বাত্মন ন যোগী মামুপৈষ্যতি।
পালয়ৈতজ্জগৎ কৃৎস্নং সদেবাসুর-মানুষম্ ॥৮৬
ইতীদমুক্তা ভগবাননাদিঃ
স্বমায়য়া মোহিতভূতভেদঃ।
জগাম জন্মর্দ্ধিবিনাশহীনং
ধামৈকমব্যক্তমনন্তশক্তিঃ ॥ ৮৭

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে পদ্মোদ্ভবপ্রাদুর্ভাবে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

কূর্ম্ম উবাচ।

গতে মহেশ্বরে দেবে স্বয় এব পিতামহঃ।
তদেব সুমহৎ পদ্মং ভেজে নাভিসমুত্থিতম্ ॥১
অথ দীর্ঘেণ কালেন তত্রাপ্রতিমপৌরুষৌ।
মহাসুরৌ সমায়াতো ভ্রাতরৌ মধুকৈটভৌ ॥ ২
ক্রোধেন মহতাবিষ্টৌ মহাপর্ব্বতবিগ্রহৌ।
কর্ণান্তরসমুদ্ভূতৌ দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ ॥ ৩
তাবাগতৌ সমীক্ষ্যাহ নারায়ণমজো বিভুঃ।
ত্রৈলোক্যকণ্টকাবেতাবসুরৌ হন্তুমর্হাস ॥ ৪
তদস্য বচনং শ্রুত্বা হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
আজ্ঞাপয়ামাস তয়োর্বধার্থং পুরুষাবুভৌ ॥ ৫
তদাজ্ঞয়া মহদ্যুদ্ধং তয়োস্তাভ্যামভূদ্দ্বিজাঃ।
ব্যজয়ৎ কৈটভং জিষ্ণুর্বিষ্ণুশ্চ ব্যজয়ন্মধুম্ ॥৬
ততঃ পদ্মাসনাসীনং জগন্নাথঃ পিতামহম্।
বভাষে মধুরং বাক্যং স্নেহাবিষ্টমনা হরিঃ ॥ ৭
অস্মান্ময়োহ্যমানস্ত্বং পদ্মাদবতর প্রভো।
নাহং ভবন্তং শক্নোমি বোঢ়ুং তেজোময়ং গুরুম্
ততোঽবতীর্য্য বিশ্বাত্মা দেহমাবিশ্য চক্রিণঃ।
অবাপ বৈষ্ণবীং নিদ্রামেকীভূয়াথ বিষ্ণুনা ॥ ৯

আমি ঈশ্বর। তুমি বিদ্যাত্মিকা শক্তি, আমি শক্তিমান্ ঈশ্বর। যে আমি নিষ্কল মহাদেব, সেই তুমি প্রভু নারায়ণ। ব্রহ্মবাদী যোগিগণ একভাবেই দর্শন করেন। হে বিশ্বাত্মন্! যোগিগণ তোমাকে আশ্রয় না করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবেন না। এই সমস্ত জগৎ অসুর, মানুষ এই সকলকে পালন কর। স্বীয় মায়াদ্বারা মোহিত করিয়া ভূতভেদকারী অনন্তশক্তি ভগবান্ অনাদি এইপ্রকার বলিয়া জন্ম-বৃদ্ধিবিনাশবিহীন অব্যক্ত ধামে গমন করিয়াছিলেন। ৮২—৮৭।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

কূর্ম্ম বলিলেন,—মহেশ্বর দেব গমন করিলে পিতামহ ব্রহ্মা পুনর্ব্বার নাভিসমুত্থিত সুমহৎ পদ্মে অবস্থান করিলেন। অনন্তর দীর্ঘকাল পরে অতুল্য-পরাক্রম বৃহৎ পর্ব্বতাকার অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট কর্ণান্তরসমুদ্ভূত মধু কৈটভ নামে বিখ্যাত অসুরজাতীয় দুই ভ্রাতা সমুপস্থিত হইয়াছিল। জন্মরহিত ব্রহ্মা ত্রৈলোক্যের কণ্টকস্বরূপ অসুরদ্বয়কে আসিতে দেখিয়া নারায়ণকে বলিলেন,—এই অসুরদ্বয়কে বিনাশ করা তোমার কর্ত্তব্য। নারায়ণ ব্রহ্মার উক্ত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক জিষ্ণু ও বিষ্ণু নামে পুরুষদ্বয় সৃষ্টি করিয়া মধু-কৈটভের বধের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন। হে দ্বিজগণ! নারায়ণের আদেশানুসারে মধু-কৈটভের সহিত উক্ত পুরুষদ্বয়ের মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে জিষ্ণু কৈটভকে এবং বিষ্ণু মধুকে জয় করিয়াছিলেন। তদনন্তর জগন্নাথ হরি স্নেহাকুলিতমনা হইয়া পদ্মাসনোপবিষ্ট ব্রহ্মাকে মধুর বাক্যে বলিলেন,—আমি এ কালপর্য্যন্ত তোমাকে বহন করিলাম, এক্ষণে তুমি পদ্ম হইতে অবতীর্ণ হও। তুমি তেজোময় ও অতিগুরু, তোমাকে বহন করিতে পারিতেছি না। বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা পদ্ম হইতে অবতরণপূর্ব্বক বিষ্ণুর দেহে প্রবেশ করত বিষ্ণুর সহিত একভাবে বৈষ্ণবী নিদ্রা

সহ তেন তথাবিষ্ট শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যোঽসৌ সুষাপ সলিলে তদা ॥
সোঽনুভূয় চিরং কালমানন্দং পরমাত্মনঃ ।
অনাদ্যনন্তমদ্বৈতং স্বাত্মানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥১১
ততঃ প্রভাতে যোগাত্মা ভূত্বা দেবশ্চতুর্ম্মুখঃ ।
সসর্জ্জ সৃষ্টিং তদ্রূপাং বৈষ্ণবং ভাবমাশ্রিতঃ ।
পুরস্তাদসৃজদ্দেবঃ সনন্দং সনকং তথা ।
ঋভুং সনৎকুমারঞ্চ পূর্ব্বজং তং সনাতনম্ ॥ ১৩
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ পরং বৈরাগ্যমাস্থিতাঃ ।
বিদিত্বা পরমং ভাবং জ্ঞানে দধিরে মতিম্ ॥
তেষ্বেবং নিরপেক্ষেষু লোকসৃষ্টৌ পিতামহঃ ।
বভূব নষ্টচেতা বৈ মায়য়া পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১৫
ততঃ পুরাণপুরুষো জগন্মূর্ত্তিঃ সনাতনঃ ।
ব্যাজহারাত্মনঃ পুত্রং মোহনাশায় পদ্মজম্ ॥১৬

বিষ্ণুরুবাচ ।

কচ্চিন্ন বিস্মৃতো দেবঃ শূলপাণিঃ সনাতনঃ ।
যদুক্তো বৈ পুরা শম্ভুঃ পুত্রত্বে ভব শঙ্কর ॥ ১৭

অবাপ্য সংজ্ঞাং গোবিন্দাৎ পদ্মযোনিঃ পিতামহঃ
প্রজাঃ স্রষ্টুমনাস্তেপে তপঃ পরমদুস্তরম্ ॥১৮
তস্যৈবং তপ্যমানস্য ন কিঞ্চিৎ সমবর্ত্তত ।
ততো দীর্ঘেণ কালেন দুঃখাৎক্রোধোঽভ্যজায়ত
ক্রোধাবিষ্টস্য নেত্রাভ্যাং প্রাপতন্নশ্রুবিন্দবঃ ।
ততস্তেভ্যোঽশ্রুবিন্দুভ্যো ভূতাঃ প্রেতাস্তদাভবন্ ॥২০
সর্ব্বাংস্তানগ্রতো দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাত্মানমনিন্দত ।
জহৌ প্রাণাংশ্চ ভগবান্ ক্রোধাবিষ্টঃ প্রজাপতিঃ
তদা প্রাণময়ো রুদ্রঃ প্রাদুরাসীৎ প্রভোর্ম্মুখাৎ
সহস্রাদিত্যসঙ্কাশো যুগান্তদহনোপমঃ ॥ ২২
রুরোদ সুস্বরং ঘোরং দেবদেবঃ স্বয়ং শিবঃ ।
রোদমানং ততো ব্রহ্মা মা রোদীরিত্যভাষত ।
রোদনাদ্রুদ্র ইত্যেবং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যসি
অন্যানি সপ্ত নামানি পত্নীঃ পুত্রাংশ্চ শাশ্বতান্

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে শঙ্খ-চক্র গদাধর নারায়ণাখ্য বিষ্ণু ব্রহ্মার সহিত এই-রূপে বৈষ্ণবী নিদ্রায় আবিষ্ট হইয়া সলিলে শয়ন করিয়াছিলেন। ১—১০। সেই ব্রহ্মা অনাদি, অনন্ত,একমাত্র স্বীয় আত্মাস্বরূপ ব্রহ্ম-সংজ্ঞিত পরমাত্মার আনন্দ দীর্ঘকাল অনুভব করিয়া প্রভাত সময়ে যোগাত্মা চতুর্ম্মুখ হইয়া বৈষ্ণব ভাব আশ্রয় করত তদ্রূপ জগৎ সৃজন করিলেন। দেবপিতামহ ব্রহ্মা প্রথমে পূর্ব্বজ অর্থাৎ প্রবাহরূপে পূর্ব্বজাত সনন্দ সনক, ঋভু, সনৎকুমার ও সনাতনাদিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শীতোষ্ণাদি মোহ-নির্ম্মুক্ত পরমবৈরাগ্য ভাবাবস্থিত সনকাদি মুনিগণ পরমভাব জানিয়া জ্ঞানবিষয়ে বুদ্ধি করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা সনকাদিকে এই-রূপ নিরপেক্ষ দেখিয়া পরমেশ্বরের মায়া দ্বারা লোকসৃষ্টি বিষয়ে ভগ্নমনোরথ হইয়াছিলেন। তদনন্তর 'পুরাণপুরুষ সনাতন বিষ্ণু মোহ-নাশের নিমিত্ত স্বীয় পুত্র ব্রহ্মাকে বলিলেন,—তুমি কি শূলপাণি মহাদেবকে বিস্মৃত হই-য়াছ? পূর্ব্বে তুমি যে মহাদেবকে বলিয়াছিলে "হে শঙ্কর! তুমি আমার পুত্র হও। পদ্মযোনি ব্রহ্মা গোবিন্দের নিকট হইতে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছায় অতীব দুঃসাধ্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ দীর্ঘকাল তপস্যাকারী ব্রহ্মার কিছুই ফল না হওয়ায়, দুঃখ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছিল। ক্রোধাবিষ্ট ব্রহ্মার নেত্রদ্বয় হইতে বহুতর অশ্রুবিন্দু পতিত হইয়াছিল এবং সেই অশ্রুবিন্দু হইতে ভূত-প্রেতগণ উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মা এ সকল ভূত প্রেত-গণকে সম্মুখে দেখিয়া আপনাকে নিন্দা করিয়াছিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ব্রহ্মার মুখ হইতে সহস্রসূর্য্যতুল্য প্রলয়কালীন পাবকসদৃশ প্রাণময় রুদ্রগণ প্রাদুর্ভূত হই-লেন। দেবদেব স্বয়ং মহাদেব তখন উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, তাহাতে ব্রহ্মা রোদনকারী মহাদেবকে 'রোদন করিও না' এই কথা বলিলেন এবং বলিলেন, এই রোদনহেতু জগতে তুমি রুদ্র নামে খ্যাতি লাভ করিবে। পিতামহ ব্রহ্মা আর সাতটী

স্থানানি তেষামষ্টানাং দদৌ লোকপিতামহঃ।
ভবঃ সর্ব্বস্তথেশানঃ পশূনাং পতিরেব চ।
ভীমশ্চোগ্রো মহাদেবস্তানি নামানি সপ্ত বৈ॥
সূর্য্যো জলং মহী বহ্নির্বায়ুরাকাশমেব চ।
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণশ্চন্দ্র ইত্যেতা অষ্টমূর্ত্তয়ঃ॥ ২৬
স্থানেষেতেষু যে রুদ্রান্ ধ্যায়ন্তি প্রণমন্তি চ।
তেষামষ্টতনুর্দেবো দদাতি পরমং পদম্॥২৭
সুবর্চ্চলা তথৈবোমা বিকেশী চ শিবা তথা।
স্বাহা দিশশ্চ দীক্ষা চ রোহিণী চেতি পত্নয়ঃ॥২৮
শনৈশ্চরস্তথা শুক্রো লোহিতাঙ্গো মনোজবঃ।
স্কন্দঃ সর্গোঽথ সন্তানো বুধশ্চৈষাং সুতাঃ স্মৃতাঃ
এবম্প্রকারো ভগবান্ দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
প্রজা ধর্ম্মঞ্চ কামঞ্চ ত্যক্ত্বা বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ॥৩
আত্মন্যাধায় চাত্মানমৈশ্বরং ভাবমাস্থিতঃ।
পীত্বা তদক্ষরং ব্রহ্ম শাশ্বতং পরমামৃতম্॥৩১
প্রজাঃ সৃজেতি আদিষ্টো ব্রহ্মণা নীললোহিতঃ
স্বাত্মনা সদৃশান্ রুদ্রান্ সসর্জ্জ মনসা শিবঃ॥ ৩
কপর্দ্দিনো নিরাতঙ্কান্ নীলকণ্ঠান্ পিনাকিনঃ।
ত্রিশূলহস্তানুদ্রিক্তান্ সদানন্দাংস্ত্রিলোচনান্॥৩
জরামরণনির্ম্মুক্তান্ মহাবৃষভবাহনান্।
বীতরাগাংশ্চ সর্ব্বজ্ঞান্ কোটিকোটিশতান্ প্রভুঃ
তান্ দৃষ্ট্বা বিবিধান্ রুদ্রান্নির্ম্মলান্নীললোহিতান্
জরামরণনির্ম্মুক্তান্ ব্যাজহার হরং গুরুঃ॥ ৩৫
মা স্রাক্ষীরীদৃশীর্দেব প্রজা মৃত্যুবিবর্জ্জিতাঃ।
অন্যাঃ সৃজস্ব ভূতেশ জন্মমৃত্যুসমন্বিতাঃ॥ ৩৬
ততস্তমাহ ভগবান্ কপর্দ্দী কামশাসনঃ *।
নাস্তি মে তাদৃশঃ সর্গঃ সৃজ ত্বং বিবিধাঃ প্রজাঃ
ততঃপ্রভৃতিদেবোঽসৌ ন প্রসূতে শুভাঃপ্রজাঃ
স্বাত্মজৈরেব তৈরুদ্রৈর্নিবৃত্তাত্মা হ্যতিষ্ঠত॥৩৮
স্থাণুত্বং তেন তস্যাসীদ্দেবদেবস্য শূলিনঃ।
জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ
দ্রষ্টৃত্বমাত্মসম্বোধো হ্যধিষ্ঠাতৃত্বমেব চ।
অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে॥৪০
স এব শঙ্করঃ সাক্ষাৎ পিনাকী পরমেশ্বরঃ।

অষ্ট নাম, পত্নী ও অবিনাশী পুত্র এবং তাঁহাদিগকে আটটী স্থান দিয়াছিলেন। ভব, সর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব এই সাতটী নাম। সূর্য্য, জল, মহী, বহ্নি বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ এবং চন্দ্র এই আটটী মূর্ত্তি। যে সকল ব্যক্তি এই সকল স্থানে রুদ্রগণের ধ্যান ও প্রণাম করে, অষ্টমূর্ত্তি মহাদেব তাহাদিগকে পরম পদ দান করেন। সুবর্চ্চলা, উমা, বিকেশী, শিবা, স্বাহা, দিক্, দীক্ষা ও রোহিণী এই আটটী পত্নী। শনৈশ্চর, শুক্র, মঙ্গল, মনোজব, স্কন্দ, স্বর্গ, সন্তান ও বুধ এই আটটী পুত্র। ভগবান্ মহেশ্বর এই প্রকারে প্রজা, ধর্ম্ম, কাম, এই সকল পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন। ২১—৩০। আত্মাতে আত্মসংযোগপূর্ব্বক অক্ষর ব্রহ্মরূপ সেই পরমামৃত পান করিয়া ঈশ্বরভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা মহাদেবকে প্রজা সৃজন করিতে আদেশ করিলে, মহাদেব মনোদ্বারা আত্মসদৃশ, জটাজুট-বিশিষ্ট, ভয়রহিত, নীলকণ্ঠ, পিনাকধারী, ত্রিশূলহস্ত, উদ্যমশীল, সদানন্দ, ত্রিলোচন, জরামরণরহিত, নির্ম্মুক্ত, মহাবৃষভবাহন, বীতস্পৃহ ও সর্ব্বজ্ঞ কোটী কোটী শত রুদ্র সৃজন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা নীলকণ্ঠ জরামরণরহিত রুদ্রগণকে দর্শন করিয়া মহাদেবকে বলিলেন,—হে দেব। মৃত্যুরহিত এরূপ প্রজা সৃজন করিও না, হে ভূতাধিপতে! জন্ম মৃত্যুসমন্বিত অন্য প্রজা সৃজন কর। কামশাসন কপর্দ্দী মহাদেব ব্রহ্মাকে বলিলেন,—আমার সেরূপ সৃষ্টি নাই, তুমি সেইরূপ নানাবিধ প্রজা সৃজন কর। সেই অবধি মহাদেব এইরূপ প্রজা আর সৃজন না করিয়া, পুত্রগণের সহিত নিবৃত্তাত্মা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থানহেতু দেবদেব মহাদেবের স্থাণু নাম হইল। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, দ্রষ্টৃত্ব, আত্ম-সম্বোধ ও অধিষ্ঠাতৃত্ব এই দশটী মহাদেবে সর্ব্বদা অব্যয়ভাবে বিদ্যমান আছে।৩১—৪০

---

* সোমভূষণঃ ইতি পাঠান্তরম্।

ততঃ স ভগবান্ ব্রহ্মা বীক্ষ্য দেবং ত্রিলোচনম্
সহৈব মানসৈঃ পুত্রৈঃ প্রীতিবিস্ফারলোচনঃ।
জ্ঞাত্বা পরতরং ভাবমৈশ্বরং জ্ঞানচক্ষুষা।
তুষ্টাব জগতামীশং কৃত্বা শিরসি চাঞ্জলিম্ ॥৪২
ব্রহ্মোবাচ।
নমস্তেঽস্তু মহাদেব নমস্তে পরমেশ্বর।
নমঃ শিবায় দেবায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে ॥ ৪৩
নমোঽস্তু তে মহেশায় নমঃ শান্তায় হেতবে।
প্রধানপুরুষেশায় যোগাধিপতয়ে নমঃ ॥ ৪৪
নমঃ কালায় রুদ্রায় মহাগ্রাসায় শূলিনে।
নমঃ পিনাকহস্তায় ত্রিনেত্রায় নমো নমঃ ॥ ৪৫
নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং ব্রহ্মণে জনকায় তে।
ব্রহ্মবিদ্যাধিপতয়ে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনে ॥ ৪৬
নমো বেদরহস্যায় কালকালায় তে নমঃ।
বেদান্তসারসারায় নমো বেদাত্মমূর্ত্তয়ে ॥ ৪৭
নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় যোগিনাং গুরবে নমঃ।
প্রহীণশোক বিবিধৈর্ভূতৈঃ পরিবৃতায় তে ॥৪৮
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ব্রহ্মাধিপতয়ে নমঃ।
ত্র্যম্বকায়াদিদেবায় নমস্তে পরমেষ্ঠিনে ॥ ৪৯
নমো দিগ্বাসসে তুভ্যং নমো মুণ্ডায় দণ্ডিনে।
অনাদিমলহীনায় জ্ঞানগম্যায় তে নমঃ ॥ ৫০
নমস্তারায় তীর্থায় নমো যোগর্দ্ধিহেতবে।
নমো ধর্ম্মাধিগম্যায় যোগগম্যায় তে নমঃ ॥ ৫১
নমস্তে নিষ্প্রপঞ্চায় নিরাভাসায় তে নমঃ।
ব্রহ্মণে বিশ্বরূপায় নমস্তে পরমাত্মনে ॥ ৫২
ত্বয়ৈব সৃষ্টমখিলং ত্বয্যেব সকলং স্থিতম্।
ত্বয়া সংহ্রিয়তে বিশ্বং প্রধানাদ্যং জগন্ময় ॥ ৫৩
ত্বমীশ্বরো মহাদেবঃ পরং ব্রহ্ম মহেশ্বরঃ।
পরমেষ্ঠী শিবঃ শান্তঃ পুরুষো নিষ্কলো হরঃ ॥৫৪
ত্বমক্ষরং পরং জ্যোতিস্ত্বং কালঃ পরমেশ্বরঃ।
ত্বমেব পুরুষোঽনন্তঃ প্রধানং প্রকৃতিস্তথা ॥৫৫

সেই পিনাকী মহাদেবই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। তদনন্তর মানস পুত্র-সমন্বিত মহাদেবকে দর্শন করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মার লোচন আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় পরমভাব জানিয়া শিরোদেশে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক জগতের ঈশ্বর মহাদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাদেব! তোমাকে নমস্কার। তুমি পরমেশ্বর, তুমি মঙ্গলময়, তুমি দেব, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি মহেশ, তুমি শান্ত, তুমিই জগৎকারণ, তোমায় নমস্কার। তুমি প্রকৃতি পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ, তুমি দেবাধিপতি, তোমায় নমস্কার। তুমি কাল, রুদ্র, মহাগ্রাস, শূলধারী ও ত্রিনেত্র, তোমায় নমস্কার। তুমি পিনাকহস্ত, তুমি ত্রিমূর্ত্তি (অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর), ব্রহ্মস্বরূপ, তুমি জগদুৎপাদক, তুমি বেদবিদ্যার অধিপতি ও তুমি বেদ-বিদ্যাপ্রদায়ী, তোমাকে নমস্কার। তুমি বেদরহস্য (অর্থাৎ বেদমধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিত), তুমি কালনাশক, তুমি বেদান্তের স্থিরাংশ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং তুমি বেদান্তমূর্ত্তি (অর্থাৎ বেদস্বরূপ), তোমাকে নমস্কার। তুমি বুদ্ধ, শুদ্ধ যোগীদিগের গুরু, তুমি শোকরহিত বিবিধ ভূতগণকর্ত্তৃক পরিবৃত, তোমায় নমস্কার। তুমি ব্রহ্মাধিপতি, তুমি আদিদেব ও তুমিই পরমেষ্ঠী, তোমায় নমস্কার। তুমি দিগম্বর, তুমি মুণ্ড, তুমি দণ্ডধারী, তুমি অনাদি, তুমি অমল ও তুমি জ্ঞানমাত্রগম্য, তোমাকে নমস্কার। ৪১—৫০। তুমি ওঙ্কারস্বরূপ ও তীর্থস্বরূপ, তুমি যোগসিদ্ধির হেতু, তুমি ধর্ম্মাধিগম্য ও যোগগম্য, তোমায় নমস্কার। তুমি জগৎ হইতে ভিন্ন, তুমি দীপ্তিশূন্য, তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, তুমি বিশ্বরূপ তুমি পরমাত্মস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি এই বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছ ও তোমাতেই এই ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত এবং তুমিই এই ব্রহ্মাণ্ড মহাকালরূপে সংহার করিতেছ, তুমি প্রকৃতির আদি ভব। হে জগন্ময়! তোমাকে নমস্কার। তুমি ঈশ্বর, তুমি মহাদেব, তুমি পরমব্রহ্মস্বরূপ, তুমি মহেশ্বর, তুমি পরমেষ্ঠী, তুমি শিব ও শান্ত, তুমি পুরুষ, তুমি নিষ্কল (অর্থাৎ অবিনাশী) পরম জ্যোতিঃস্বরূপ,

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুর্ব্যোমাহঙ্কার এব চ।
যস্য রূপং নমস্যামি ভবন্তং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্॥ ৫৬
যস্য দ্যৌরভবন্মূর্দ্ধা পাদৌ পৃথ্বী দিশো ভুজাঃ।
আকাশমুদরং তস্মৈ বিরাজে প্রণমাম্যহম্॥৫৭
সন্তাপয়তি যো নিত্যং স্বভাভির্ভাসয়ন্ দিশঃ।
ব্রহ্মতেজোময়ং বিশ্বং তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ॥
হব্যং বহতি যো নিত্যং রৌদ্রী তেজোময়ী তনুঃ
কব্যং পিতৃগণানাঞ্চ তস্মৈ বহ্ন্যাত্মনে নমঃ॥৫৯
আপ্যায়য়তি যো নিত্যং স্বধাম্না সকলং জগৎ।
পীয়তে দেবতাসঙ্ঘৈস্তস্মৈ চন্দ্রাত্মনে নমঃ॥৬০
বিভর্ত্ত্যশেষভূতানি যাস্তশ্চরতি সর্ব্বদা।
শক্তির্মাহেশ্বরী তুভ্যং তস্মৈ বায়্বাত্মনে নমঃ
সৃজত্যশেষমেবেদং যঃ স্বকর্ম্মানুরূপতঃ।
আত্মন্যবস্থিতস্তস্মৈ চতুর্বক্ত্রাত্মনে নমঃ॥ ৬২

যঃ শেতে শেষশয়নে বিশ্বমাবৃত্য মায়য়া।
স্বাত্মানুভূতিযোগেন তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ॥
বিভর্ত্তি শিরসা নিত্যং দ্বিসপ্তভুবনাত্মকম্।
ব্রহ্মাণ্ডং যোঽখিলাধারস্তস্মৈ শেষাত্মনে নমঃ॥
যঃ পরান্তে পরানন্দং পীত্বা দেবৈকসাক্ষিকম্।
নৃত্যত্যনন্তমহিমা তস্মৈ রুদ্রাত্মনে নমঃ॥৬৫
যোঽন্তরা সর্ব্বভূতানাং নিয়ন্তা তিষ্ঠতীশ্বরঃ।
তং সর্ব্বসাক্ষিণং দেবং নমস্যে বিশ্বতস্তনুম্॥৬৬
যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সমদর্শিনঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ
যয়া সন্তরতে মায়াং যোগী সংক্ষীণকল্মষঃ।
অপারতরপর্য্যন্তাং তস্মৈ বিদ্যাত্মনে নমঃ॥ ৬৮
যস্য ভাসা বিভাতীদমদ্বয়ং তমসঃ পরম্।
প্রপদ্যে তৎ পরং তত্ত্বং তদ্রূপং পারমেশ্বরম্॥

তুমি কালস্বরূপ, তুমি পরমেশ্বর, তুমিই পুরুষ, তুমি অনন্ত, তুমিই প্রকৃতি ও প্রকৃতির পরিণাম। তুমি জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এবং অহঙ্কারস্বরূপ, অতএব ব্রহ্মসংজ্ঞিত তোমাকে নমস্কার করি। স্বর্গ যাঁহার মস্তক, পৃথিবী যাঁহার পাদদ্বয়, দিক্ সকল যাঁহার হস্ত, আকাশ যাঁহার উদর, সেই বিরাট পুরুষকে আমি প্রণাম করি। যিনি স্বীয় প্রভা দ্বারা দিক্ সকলকে আলোকময় করত এই ব্রহ্মতেজোময় বিশ্বকে সন্তাপিত করিতেছেন, সেই সূর্য্যমূর্ত্তি পুরুষকে প্রণাম করি। যে তেজোময় রৌদ্রী তনু, হব্য ও পিতৃগণের কব্য নিয়ত বহন করিতেছেন, সেই বহ্নিরূপী পুরুষকে নমস্কার করি। যিনি স্বীয় রশ্মিদ্বারা সমস্ত জগৎকে আলোকিত করিতেছেন এবং দেবতাসমূহ যাঁহার আলোক উপভোগ করিতেছেন, সেই চন্দ্ররূপী পুরুষকে প্রণাম। ৫১—৬০। যে মাহেশ্বরী শক্তি অন্তরেও বিচরণ করিয়া এই অশেষ ভূতসমূহকে ধারণ করিতেছেন, সেই বায়ুরূপী পুরুষকে নমস্কার। যিনি স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ এই অশেষ প্রাণিসহ সৃজন করিতেছেন, আত্মাতে অবস্থিত সেই চতুর্বক্ত্ররূপী পুরুষকে নমস্কার। যিনি স্বীয় আত্মার অনুভূতিযোগে মায়া দ্বারা বিশ্বকে আবৃত করিয়া শেষশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, সেই বিষ্ণুমূর্ত্তি পুরুষকে নমস্কার। যিনি সর্ব্বদা চতুর্দ্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডকে মস্তকদ্বারা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, অখিলব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ সেই শেষরূপী পুরুষকে নমস্কার। যিনি মহাপ্রলয়াবসানে পরমানন্দ পান করিয়া অনন্ত মহিমান্বিত ও দিব্য একমাত্র সাক্ষী হইয়া নৃত্য করিয়া থাকেন, সেই রুদ্ররূপী পুরুষকে নমস্কার। যিনি নিয়ন্তা ঈশ্বররূপে সর্ব্বভূতের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, সেই বিশ্বশরীর সর্ব্বসাক্ষী দেবকে নমস্কার। নিদ্রারহিত জিতশ্বাস সন্তুষ্ট সমদর্শী যোগিগণ যাঁহাকে জ্যোতিঃস্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন, সেই যোগস্বরূপ পুরুষকে নমস্কার। পাপবিরহিত যোগী যে বিদ্যা * দ্বারা অপার-তরপর্য্যন্ত মায়ারূপ সাগর সন্তীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই বিদ্যাময় তোমাকে নমস্কার। যাঁহার প্রভাদ্বারা এই তমোতীত অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠতম

* বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতির নাম বিদ্যা, মলিন সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতির নাম মায়া।

নিত্যানন্দং নিরাধারং নিষ্কলং পরমং শিবম্ ।
প্রপদ্যে পরমাত্মানং ভবন্তং পরমেশ্বরম্ ॥৭০
এবং স্তুত্বা মহাদেবং ব্রহ্মা তদ্ভাবভাবিতঃ ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতস্তস্থৌ গৃণন্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৭১
ততস্তস্মৈ মহাদেবো দিব্যং যোগমনুত্তমম্ ।
ঐশ্বরং ব্রহ্মসদ্ভাবং বৈরাগ্যঞ্চ দদৌ হরঃ ॥ ৭২
করাভ্যাং সুশুভাভ্যাঞ্চ সংস্পৃশ্য প্রণতার্ত্তিহা ।
ব্যাজহার স্বয়মেব সোঽনুগৃহ্য পিতামহম্ ॥ ৭৩
যৎ ত্বয়াভ্যর্থিতং ব্রহ্মন্ পুত্রত্বে ভবতা মম ।
কৃতং ময়া তৎ সকলং সৃজস্ব বিবিধং জগৎ ॥
ত্রিধা ভিন্নোঽস্ম্যহং ব্রহ্মন্ ব্রহ্ম-বিষ্ণুহরাখ্যয়া ।
সর্গরক্ষালয়গুণৈর্নিষ্কলঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৭৫
স ত্বং মমাগ্রজঃ পুত্রঃ সৃষ্টিহেতোর্বিনির্ম্মিতঃ ।
মমৈব দক্ষিণাদঙ্গাদ্বামাঙ্গাৎ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৬
তস্য দেবাধিদেবস্য শম্ভোর্হৃদয়দেশতঃ ।
সম্বভূবাথ রুদ্রো বা সোঽহং তস্য পরা তনুঃ ॥
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবা ব্রহ্মন্ সর্গস্থিত্যন্তহেতবঃ ।
বিভজ্যাত্মানমেকোঽপি স্বেচ্ছয়া শঙ্করঃ স্থিতঃ ॥
তথান্যানি চ রূপাণি মম মায়াকৃতানি চ ।
অরূপঃ কেবলঃ স্বচ্ছো মহাদেবঃ স্বভাবতঃ ॥
য একস্মাৎ পরতো দেবস্ত্রিমূর্ত্তিঃ পরমা তনুঃ ।
মাহেশ্বরী ত্রিনয়না যোগিনাং শান্তিদা সদা ॥ ৮
তস্যা এব পরাং মূর্ত্তিং মামবেহি পিতামহ ।
শাশ্বতৈশ্বর্য্যবিজ্ঞানতেজোযোগসমন্বিতাম্ ॥৮১
সোঽহং গ্রসামি সকলমধিষ্ঠায় তমোগুণম্ ।
কালো ভূত্বা ন মনসা মামন্যোঽভিভবিষ্যতি ॥
যদা যদা হি মাং নিত্যং বিচিন্তয়সি পদ্মজ ।
তদা তদা মে সান্নিধ্যং ভবিষ্যতি ভবানঘ ॥৮
এতাবদুক্‌ত্বা ব্রহ্মাণং সোঽভিনন্দ্য গুরুং হরঃ ।
সহৈব মানসৈঃ পুত্রৈঃ ক্ষণাদন্তরধীয়ত ॥ ৮৪

তব প্রকাশিত হইতেছে, সেই পরমতত্ত্বস্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই। নিত্যানন্দস্বরূপ আধারশূন্য অংশরহিত পরমাত্মস্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই। ৬১—৭০। ব্রহ্মা মহাদেবগতচেতা হইয়া সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবকে এই প্রকার স্তব করিয়া গান করিতে করিতে কৃতাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহাদেব ব্রহ্মাকে দিব্য অনুত্তম ঐশ্বর যোগ, ব্রহ্মসদ্ভাব ও বৈরাগ্য প্রদান করিয়াছিলেন। প্রণতজনের পীড়াবিনাশক মহাদেব সুন্দর করদ্বয়দ্বারা পিতামহ ব্রহ্মাকে ধারণপূর্ব্বক ঈষৎ প্রহসিত হইয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন্! তুমি আমাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য যে প্রার্থনা করিয়াছিলে, আমি তোমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছি; এক্ষণে তুমি বিবিধ জগৎ সৃজন কর। হে ব্রহ্মন্! আমি নিষ্কল পরমেশ্বর, কিন্তু সৃজন পালন ও সংহার গুণদ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর নামে তিন প্রকারে বিভিন্ন হইয়াছি। তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, সৃষ্টির নিমিত্ত আমার দক্ষিণাঙ্গ হইতে বিনির্ম্মিত হইয়াছ, বামাঙ্গ হইতে বিষ্ণু বিনির্ম্মিত হইয়াছেন। সেই দেবাদিদেব শম্ভুর হৃদয়দেশ হইতে রুদ্র সম্ভূত হইয়াছেন, অথবা তাঁহার শ্রেষ্ঠ তনু আমি। হে ব্রহ্মন্! শঙ্কর একমাত্র হইয়াও স্বেচ্ছাক্রমে সৃষ্টি, পালন ও বিনাশের হেতুভূত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে স্বীয় দেহ বিভাগ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। অন্যান্য মূর্ত্তি সকল আমার মায়াকৃত। আর যে মহাদেব এই সকল মূর্ত্তির পরবর্ত্তী অর্থাৎ নিয়ন্তা, তিনি স্বভাবতঃ অরূপ, অদ্বিতীয় ও আত্মস্থ। ঐ মহাদেবের পরমা তনু ত্রিমূর্ত্তি, ত্রিনয়না এবং যোগিগণের সর্ব্বদা শান্তিদায়িনী। হে পিতামহ! আমাকে সেই মাহেশ্বরী পরমা তনুর, নিত্য-ঐশ্বর্য্য বিজ্ঞান-তেজোযোগ সমন্বিত শ্রেষ্ঠমূর্ত্তি বলিয়া জানিবে। আমি তমোগুণ আশ্রয় করত কালরূপে এই বিস্তীর্ণ জগৎ সংহার করি, অন্য কেহ মনো দ্বারাও আমাকে পরাভূত করিতে পারে না। হে অনঘ! হে পদ্মজ! যে যে সময় আমাকে চিন্তা করিবে, সেই সেই সময়েই আমার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইবে। সেই মহাদেব পিতা ব্রহ্মাকে এই সকল কথা বলিয়া এবং অভিনন্দন করিয়া মানস-পুত্র-

সোঽপি যোগং সমাস্থায় সসর্জ্জ বিবিধং জগৎ
নারায়ণাখ্যো ভগবান্ যথাপূর্ব্বং প্রজাপতিঃ।
মরীচিভৃগ্বঙ্গিরসঃ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
দক্ষমত্রিং বশিষ্ঠঞ্চ সোঽসৃজদ্‌যোগবিদ্যয়া ॥ ৮
নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ।
সর্ব্বে তে ব্রহ্মণা তুল্যাঃ সাধকা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৮
সঙ্কল্পঞ্চৈব ধর্ম্মঞ্চ যুগধর্ম্মাংশ্চ শাশ্বতান্।
স্থানাভিমানিনঃ সর্ব্বান্ যথা তে কথিতং পুরা ॥

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে রুদ্র-
সৃষ্টির্নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ১০ ॥

গণের সহিত তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর নারায়ণাখ্য ভগবান্ প্রজাপতি যোগ আশ্রয় করত পূর্ব্বানুরূপ বিবিধ জগৎ সৃজন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা যোগ-বিদ্যাদ্বারা মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি এবং বশিষ্ঠকে সৃজন করিলেন। এই হেতু পুরাণে ইঁহারা নব ব্রহ্মা বলিয়া নিশ্চিত আছেন। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মার তুল্য সাধক ও ব্রহ্মবাদী। সঙ্কল্প, ধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম ও সকল স্থানাভি-মানিগণ তোমার নিকট যথাপূর্ব্ব কথিত হইয়াছে। ৭১—৮৮।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

কূর্ম্ম উবাচ।

এবং সৃষ্ট্বা মরীচ্যাদীন্ দেবদেবঃ পিতামহঃ।
সহৈব মানসৈঃ পুত্রৈস্তেপে পরমং তপঃ ॥ ১
তস্যৈবং তপতো বক্ত্রাদ্রুদ্রঃ কালাগ্নিসম্ভবঃ।
ত্রিশূলপাণিরীশানঃ প্রাদুরাসীৎ ত্রিলোচনঃ ॥২
অর্দ্ধনারীশ্বরবপুর্দুষ্প্রেক্ষ্যোঽতিভয়ঙ্করঃ।
বিভজাত্মানমিত্যুক্ত্বা ব্রহ্মা চান্তর্দধে ভয়াৎ ॥৩
তথোক্তোঽসৌ দ্বিধা স্ত্রীত্বং পুরুষত্বং
তথাকরোৎ।
বিভেদ পুরুষত্বঞ্চ দশধা চৈকধা পুনঃ ॥ ৪
একাদশৈতে কথিতা রুদ্রাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ।
কপালীশাদয়ো বিপ্রা দেবকার্য্যে নিয়োজিতাঃ
সৌম্যাসৌম্যৈস্তথা শান্তাশান্তৈঃস্ত্রীত্বঞ্চ সপ্রভুঃ
বিভেদ বহুধা দেবঃ স্বরূপৈরসিতৈঃ সিতৈঃ ॥ ৬
তা বৈ বিভূতয়ো বিপ্রা বিশ্রুতাঃ শক্তয়ো
ভুবি।
লক্ষ্ম্যাদয়ো যাভিরীশা বিশ্বংব্যাপ্নোতি শাঙ্করী
বিভজ্য পুনরীশানী স্বাত্মানং শঙ্করোদ্ভবাঃ।
মহাদেবনিয়োগেন পিতামহমুপস্থিতা ॥ ৮

একাদশ অধ্যায়।

কূর্ম্ম বলিলেন ;—দেবদেব পিতামহ ব্রহ্মা মরীচ্যাদি ঋষিগণকে এইরূপে সৃষ্টি করিয়া সেই সকল মানসপুত্রের সহিত পরম তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই প্রকার তপস্যা-কারী ব্রহ্মার মুখ হইতে কালাগ্নিসম্ভব ত্রিশূল-ধারী ত্রিলোচন অতি ভয়ঙ্করমূর্ত্তি দুর্দ্দর্শনীয় অর্দ্ধনারীশ্বররূপে রুদ্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। "আপনাকে বিভাগ কর" এই কথা বলিয়া ভয়াকুল চিত্তে ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। রুদ্র এই প্রকার উক্ত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষরূপে আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। সেই পুরুষ ভাগকে আবার একাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন। হে বিপ্রগণ! উক্ত একা-দশ পুরুষই কপালীশাদিনামক রুদ্র বলিয়া কথিত আছেন। তাঁহারা ত্রিভুবনেশ্বর ও দেবকার্য্যে নিয়োজিত। সেই প্রভু দেব স্বীয় সৌম্য অসৌম্য শান্ত অশান্ত এবং সিত, অসিত রূপের সহিত স্ত্রী-অংশকেও বহু প্রকারে বিভক্ত করিলেন। হে বিপ্রগণ! রুদ্রের অংশ সেই বিভূতি লক্ষ্ম্যাদি শক্তি নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত আছেন। ঈশ্বরী শঙ্করী এই সকল শক্তি দ্বারা বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ১—৭। ঈশানী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিভাগ করিয়া স্বীয় অংশ পৃথক্ করি-লেন এবং মহাদেবের নিয়োগানুসারে সেই

তামাহ ভগবান ব্রহ্মা দক্ষস্য দুহিতা ভব।
সাপি তস্য নিয়োগেন প্রাদুরাসীৎ প্রজাপতেঃ
নিয়োগাদ্ব্রহ্মণো দেবীং দদৌ রুদ্রায় তাং সতীম্।
দাক্ষীং রুদ্রোঽপি জগ্রাহ স্বকীয়ামেব শূলভৃৎ
প্রজাপতিবিনির্দ্দেশাৎ কালেন পরমেশ্বরী।
মেনায়ামভবৎ পুত্রী তদা হিমবতঃ সতী॥ ১১
স চাপি পর্ব্বতবরো দদৌ রুদ্রায় পার্ব্বতীম্।
হিতায় সর্ব্বদেবানাং ত্রৈলোক্যস্যাত্মনেঽপি চ
সৈষা মাহেশ্বরী দেবী শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী।
শিবা সতী হৈমবতী সুরাসুরনমস্কৃতা॥ ১৩
তস্যাঃ প্রভাবমতুলং সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
বদন্তি মুনয়ো বেত্তি শঙ্করো বা স্বয়ং হরিঃ॥ ১৪
এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রাঃ পুত্রত্বং পরমেষ্ঠিনঃ।
ব্রহ্মণঃ পদ্মযোনিত্বং শঙ্করস্যামিতৌজসঃ॥ ১৫

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে দেবাবতারে একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

মূর্ত্তিতে পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি দক্ষের দুহিতা হইয়া জন্ম গ্রহণ কর। তিনিও ব্রহ্মার আদেশে দক্ষ হইতে প্রাদুর্ভূতা হইলেন। দক্ষ ব্রহ্মার আদেশে সেই সতী দেবীকে রুদ্রোদ্দেশে দান করিলেন; শূলধারী রুদ্রও স্বকীয় শক্তি দাক্ষীকে গ্রহণ করিলেন। প্রজাপতির আদেশ হেতু কালক্রমে পরমেশ্বরী হিমালয়ের ঔরসে মেনার গর্ভে পুত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ছলেন। সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ও দেববর্গ, ত্রৈলোক্য এবং নিজের হিতের নিমিত্ত পার্ব্বতীকে রুদ্রোদ্দেশে দান করিয়াছেন। ইহাকেই সেই সুরাসুরনমস্কৃতা শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী মহেশ্বরী হৈমবতী জানিবে। ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মুনিগণ, তাঁহার অতুল প্রভাব কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং শঙ্কর ও স্বয়ং হরি দেবীর প্রভাব জানেন। হে বিপ্রগণ! যেরূপে ব্রহ্মা পদ্মযোনি এবং শিব যে প্রকারে ব্রহ্মার পুত্র হন, তাহা তোমাদিগের নিকটে এই কথিত হইল। ৮—১৫।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্যাথ মুনয়ঃ কূর্ম্মরূপেণ ভাষিতম্।
বিষ্ণুনা পুনরেবৈনং পপ্রচ্ছুঃ প্রণতা হরিম্॥ ১
ঋষয় ঊচুঃ।
কৈষা ভগবতী দেবী শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী।
শিবা সতী হৈমবতী যথা দক্ষহি পৃচ্ছতাম্॥ ২
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা মুনীনাং পুরুষোত্তমঃ।
প্রত্যুবাচ মহাযোগী ধ্যাত্বা স্বং পরমং পদম্॥ ৩
কূর্ম্ম উবাচ।
পুরা পিতামহেনোক্তং মেরুপৃষ্ঠে সুশোভনে।
রহস্যমেতদ্বিজ্ঞানং গোপনীয়ং বিশেষতঃ॥ ৪
সাংখ্যানাং পরমং সাংখ্যং ব্রহ্মবিজ্ঞানমুত্তমম্।
সংসারার্ণবমগ্নানাং জন্তূনামেকমোচনম্॥ ৫
যা সা মাহেশ্বরী শক্তির্জ্ঞানরূপাতিলালসা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অনন্তর মুনিগণ কূর্ম্মরূপী বিষ্ণুর ভাষিত এই সকল শ্রবণ করিয়া সেই হরিকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—যে শিবশক্তি প্রথমে দাক্ষায়ণী সতী হইয়া পরে হিমালয়-সুতারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ভগবতী শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী দেবী কে? আপনি যথাবৃত্তান্ত আমাদিগকে বলুন। মহাযোগী কূর্ম্মরূপী পুরুষোত্তম সেই মুনিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় পরমপদ ধ্যান করত বলিলেন,—পূর্ব্বকালে অতি সুন্দর মেরুপৃষ্ঠোপরি অতীব গোপনীয় এই রহস্য বিজ্ঞান পিতামহ-কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছিল। ইহা সাংখ্যশাস্ত্রাধ্যায়ীদিগের পরম সাংখ্য, অত্যুত্তম ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও সংসারার্ণবমগ্ন ব্যক্তিদিগের অদ্বিতীয় মোচকস্বরূপ। যিনি সেই জ্ঞানস্বরূপা অতি-

ব্যোমসংজ্ঞা পরা কাষ্ঠা সেয়ং হৈমবতী মতা ৮
শিবা সর্ব্বগতানন্তা গুণাতীতাতিনিষ্কলা।
একানেকবিভাগস্থা জ্ঞানরূপাতিলালসা ॥ ৭
অনন্তা নিষ্কলে তত্ত্বে সংস্থিতা তস্য তেজসা।
স্বাভাবিকী চ তন্মূলা প্রভা ভানোরিবামলা ॥
একা মাহেশ্বরী শক্তিরনেকোপাধিযোগতঃ।
পরাবরেণ রূপেণ ক্রীড়তে তস্য সন্নিধৌ ॥ ৯
সেয়ং করোতি সকলং তস্যাঃ কার্য্যমিদং জগৎ
ন কার্য্যং নাপি করণমীশ্বরস্যেতি সূরয়ঃ ॥ ১০
চতস্রঃ শক্তয়ো দেব্যাঃ স্বরূপত্বেন সংস্থিতাঃ।
অধিষ্ঠানবশাৎ তস্যাঃ শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥১১
শান্তির্বিদ্যা প্রতিষ্ঠা চনিবৃত্তিশ্চেতি তাঃস্মৃতাঃ
চতুর্ব্যূহস্ততো দেবঃ প্রোচ্যতে পরমেশ্বরঃ ॥১২
অনয়া পরয়া দেবঃ স্বাত্মানন্দং সমশ্নুতে।
চতুর্ষ্বপি চ বেদেষু চতুর্দ্ধা তির্মহেশ্বরঃ ॥ ১৩
অস্যাস্ত্বনাদিসংসিদ্ধমৈশ্বর্য্যমতুলং মহৎ।
তৎসম্বন্ধাদনন্তা সা রুদ্রেণ পরমাত্মনা ॥ ১৪
সৈষা সর্ব্বেশ্বরী দেবী সর্ব্বভূতপ্রবর্ত্তিকা।
প্রোচ্যতে ভগবান্ কালো হরিপ্রাণো মহেশ্বরঃ
তত্র সর্ব্বমিদং প্রোতমোতঞ্চৈবাখিলং জগৎ।
স কালাগ্নির্হরো দেবো গীয়তে বেদবাদিভিঃ ॥
কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
সর্ব্বে কালস্য বশগা ন কালঃ কস্যচিদ্বশঃ ॥ ১৭
প্রধানং পুরুষস্তত্ত্বং মহানাত্মা ত্বহঙ্কৃতিঃ।
কালেনান্যানি তত্ত্বানি সমাবিষ্টানি যোগিনা ॥
তস্য সর্ব্বজগন্মূর্ত্তিঃ শক্তির্মায়েতি বিশ্রুতা।
তয়েদং ভ্রাময়েদীশো মায়াবী পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৯
সৈষা মায়াত্মিকা শক্তিঃ সর্ব্বাকারা সনাতনী।
বিশ্বরূপং মহেশস্য সর্ব্বদা সম্প্রকাশয়েৎ ॥ ২০
অন্যাশ্চ শক্তয়ো মুখ্যাস্তস্য দেবস্য নির্ম্মিতাঃ।
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ প্রাণশক্তিরিতি ত্রয়ম্

লালসা ব্যোমসংজ্ঞা মাহেশ্বরী শক্তি, তাঁহা-কেই এই হৈমবতী বলিয়া জানিবে। তিনি শিবা, সর্ব্ব-পদার্থে সম্যকরূপে স্থিতিমতী, অন্তরহিতা গুণাতীতা, নিরবয়বা, একা অথচ অনেক বিভাগরূপে সংস্থিতা, জ্ঞানরূপা, অভিলালসা, অদ্বিতীয়া, ব্রহ্মতেজোরূপে পর-ব্রহ্মে সংস্থিতা, সূর্য্যের অমলপ্রভার ন্যায় তন্মূলা ও নিত্যা; সেই মাহেশ্বরী শক্তি একা হইয়াও উপাধিযোগে অনেকা। তিনি পরাবররূপে মহাদেবের সন্নিধানে ক্রীড়া করিতেছেন। সেই দেবীই এই সকল করি-তেছেন এই জগৎ তাঁহারই কার্য্য; পণ্ডিতেরা বলেন, ঈশ্বরের কার্য্য বা করণ নাই ।১—১০। হে মুনিপুঙ্গবগণ! আপনারা শ্রবণ করুন;— সেই দেবীর অধিষ্ঠানবশে স্বরূপস্বরূপে সংস্থিতা শান্তি, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ও নিবৃত্তি নামে চারিটী শক্তি আছে। সেই হেতু দেব পরমেশ্বর চতুর্ব্যূহ বলিয়া বিখ্যাত। পরমে-শ্বর এই প্রধানা দেবীর সহিতই স্বীয় আত্মানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। মহাদেব চারিবেদে চারিরূপে অবস্থিত। এই দেবীর যে মহৎ অতুল ঐশ্বর্য্য, তাহা অনাদি বলিয়া সংসিদ্ধ। সেই হেতু পর-মাত্মা রুদ্রের যোগে ইনি অনন্তা নামে অভিহিতা। সেই এই দেবীই সর্ব্বভূত-প্রবর্ত্তিকা ও সকলের ঈশ্বরী এবং ভগবান্ মহেশ্বরই কাল ও হরিপ্রাণ বলিয়া মুনিগণ-কর্ত্তৃক কথিত হন। সেই দেবেই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড ওত-প্রোতরূপে অবস্থিত। বেদ-বিৎ মুনিগণ বলেন, সেই দেব হরই কালাগ্নি। কালই প্রাণিসমূহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং কালই প্রাণিগণকে সংহার করিয়া থাকেন; অতএব সকলেই কালের বশীভূত, কিন্তু কাল কাহারও বশীভূত নহেন। সেই কালই প্রধান; তত্ত্ব, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, আত্মা ও অহঙ্কার; যোগী কালই অন্যান্য তত্ত্ব সকলে সমাবিষ্ট। তাঁহার মূর্ত্তিই সর্ব্ব জগৎ, তাঁহার শক্তিই মায়া নামে বিখ্যাত। সেই হেতু পুরুষোত্তম মায়াবী মহাদেব জগতের ভ্রম উৎপাদন করিতেছেন। সেই সনাতনী মায়াত্মিকা শক্তিই সর্ব্বদা মায়াবী মহেশের বিশ্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। ১১—২০। জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়া-শক্তি ও প্রাণশক্তি নামে সেই দেবের আরও

সর্ব্বাসামেব শক্তীনাং শক্তিমন্তো বিনির্ম্মিতাঃ
মায়য়াবাথ বিপ্রেন্দ্রাঃ সা চানাদিরনশ্বরা । ২২
সর্ব্বশক্ত্যাত্মিকা মায়া দুর্নিবারা দুরত্যয়া।
মায়াবী সর্ব্বশক্তীশঃ কালঃ কালকরঃ প্রভুঃ ।২
করোতি কালঃ সকলং সংহরেৎ কাল এব হি।
কালঃ স্থাপয়তে বিশ্বং কালাধীনমিদং জগৎ ।
লব্ধ্বা দেবাধিদেবস্য সন্নিধিং পরমেষ্ঠিনঃ ।
অনন্তস্যাখিলেশস্য শম্ভোঃ কালাত্মনঃ প্রভোঃ
প্রধানং পুরুষো মায়া মায়া চৈব প্রপদ্যতে ।
একা সর্ব্বগতানন্তা কেবলা নিষ্কলা শিবা ।২৬
একা শক্তিঃ শিবৈকোঽপি শক্তিমানুচ্যতে
শিবঃ ।
শক্তয়ঃ শক্তিমন্তোঽন্যে সর্ব্বশক্তিসমুদ্ভবাঃ ।২৭
শক্তিশক্তিমতোর্ভেদং বদন্তি পরমার্থতঃ ।
অভেদঞ্চানুপশ্যন্তি যোগিনস্তত্ত্বচিন্তকাঃ । ২৮
শক্তয়ো গিরিজা দেবী শক্তিমানথ শঙ্করঃ ।
বিশেষঃ কথ্যতে চায়ং পুরাণে ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
ভোগ্যা বিশ্বেশ্বরী দেবী মহেশ্বরপতিব্রতা ।
প্রোচ্যতে ভগবান্ ভোক্তা কপর্দ্দী নীল-
লোহিতঃ । ৩০
মন্তা বিশ্বেশ্বরো দেবঃ শঙ্করো মন্মথান্তকঃ ।
প্রোচ্যতে মতিরীশানী মন্তব্যা চ বিচারতঃ ।
ইত্যেতদখিলং বিপ্রাঃ শক্তিশক্তিমদুদ্ভবম্ ।
প্রোচ্যতে সর্ব্ববেদেষু মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ।৩২
এতৎ প্রদর্শিতং দিব্যং দেব্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
সর্ব্ববেদান্তবাদেষু নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ । ৩৩
একং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ।
যোগিনস্তৎ প্রপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্ ।
আনন্দমক্ষরং ব্রহ্ম কেবলং নিষ্কলং পরম্ ।
যোগিনস্তৎ প্রপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্ ।
পরাৎ পরতরং তত্ত্বং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্ ।
অনন্তপ্রকৃতৌ লীনং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্ ।৩

অন্য তিনটী মুখ্যশক্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। মায়াকর্তৃক সমস্ত শক্তিরই এক একটী শক্তিমান বিনির্ম্মিত হইয়াছে বটে, কিন্তু হে বিপ্রেন্দ্রগণ! স্বয়ং মায়া অনাদি ও অনশ্বরা। সেই সর্ব্বশক্ত্যাত্মিকা মায়া দুর্নিবারা ও অবিনাশিনী। প্রভু কাল সর্ব্বশক্তি, ঈশ্বর, মায়াবী ও কালকর। কাল সমস্ত সৃষ্টি করিতেছেন, কাল সমস্ত সংহার করিতেছেন, এবং কালই বিশ্বকে রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং এই জগৎ কালাধীন। সেই মায়াই অনন্ত অখিলেশ্বর কালস্বরূপ দেবাধিদেব পরমেষ্ঠী প্রভু শম্ভুর সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতি ও পুরুষ অথবা মায়া ও মায়াবী নামে প্রভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু সেই নিষ্কলা শিবা মায়াই অদ্বিতীয়া সর্ব্বগতা ও অনন্তা শিবাই শক্তি এবং শিবই শক্তিমান্ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, ইঁহাদের দ্বিতীয় নাই। অন্যান্য শক্তি ও শক্তিমান্ সকল শিব-শক্তি-সমুদ্ভূত, পণ্ডিতগণ শক্তি ও শক্তিমানের সাধারণতঃ এইরূপ ভেদ নিদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু তত্ত্বচিন্তক যোগিগণ শক্তি ও শক্তিমানের অভেদরূপই দর্শন করিয়া থাকেন। গিরিজা দেবী সর্ব্বশক্তিস্বরূপা এবং শঙ্কর শক্তিমান্, ইহার এই বিশেষ ব্রহ্মবাদিগণকর্তৃক পুরাণে কথিত হইয়া থাকে। মহেশ্বর-পতিব্রতা বিশ্বেশ্বরী দেবী ভোগ্যা ও নীললোহিত ভগবান্ কপর্দ্দী ভোক্তা বলিয়া কথিত আছে। ২১–৩০। মন্মথান্তক বিশ্বেশ্বর ভগবান্ শঙ্কর মন্তা ও ঈশানী মন্তব্যা বলিয়া সাধুগণকর্তৃক বিচারানুসারে কথিত হইয়াছে। হে বিপ্রগণ! সর্ব্ববেদে তত্ত্বদর্শী মুনিগণকর্তৃক এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে যে, সমস্তই শক্তি ও শক্তিমান্ হইতে উদ্ভূত। বেদান্তাদি সমস্ত দর্শনশাস্ত্রে ব্রহ্মবাদিমুনিগণকর্তৃক দেবীর এই অত্যুত্তম দিব্য মাহাত্ম্যই প্রদর্শিত হইয়াছে। যোগিগণ মহাদেবীর সেই অদ্বিতীয়, সর্ব্বগত, অতি সূক্ষ্ম, কূটস্থ, অচল, নিত্য পরমপদ দর্শন করিয়া থাকেন। যোগিগণ দেবীর সেই পরমপদকে আনন্দস্বরূপ, অক্ষর (অর্থাৎ পতন-সম্ভাবনারহিত), ব্রহ্মস্বরূপ, অদ্বিতীয় ও নিষ্কল দর্শন করেন। উহা পরাৎপরতর

শাশ্বতং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নির্গুণং দ্বৈতবর্জ্জিতম্।
আত্মোপলব্ধিবিষয়ং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্ ॥৩৭
সৈষা ধাত্রী বিধাত্রী চ পরমানন্দমিচ্ছতাম্।
সংসারতাপানখিলান্ নিহন্তীশ্বরসংশ্রয়াৎ ॥ ৩৮
তস্মাদ্বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ পার্ব্বতীং পরমেশ্বরীম্।
আশ্রয়েৎ সর্ব্বভূতানামাত্মভূতাং শিবাত্মিকাম্ ॥
লব্ধা চ পুত্রীং সর্ব্বাণীং তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্।
সভার্য্যঃ শরণং যাতঃ পার্ব্বতীং পরমেশ্বরীম্ ॥৪০
তাং দৃষ্ট্বা জায়মানাঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব বরাননাম্।
মেনা হিমবতঃ পত্নী প্রাহেদং পর্ব্বতেশ্বরম্ ॥ ৪১

মেনোবাচ।

পশ্য বালামিমাং রাজন্ রাজীবসদৃশাননাম্।
হিতায় সর্ব্বভূতানাং জাতা চ তপসাবয়োঃ ॥৪২
সোঽপি দৃষ্ট্বা ততো দেবীং তরুণাদিত্যসন্নিভাম্
কপর্দ্দিনীং চতুর্ব্বক্ত্রাং ত্রিনেত্রামতিলালসাম্ ॥৪৩
অষ্টহস্তাং বিশালাক্ষীং চন্দ্রাবয়বভূষণাম্।
নির্গুণাং সগুণাং সাক্ষাৎ সদসদ্ব্যক্তিবর্জ্জিতাম্

প্রণম্য শিরসা ভূমৌ তেজসা চাতিবিহ্বলঃ।
ভীতঃ কৃতাঞ্জলিস্তস্যাঃ প্রোবাচ পরমেশ্বরীম্ ॥

হিমবানুবাচ।

কা ত্বং দেবি বিশালাক্ষি শশাঙ্কাবয়বাঙ্কিতে।
ন জানে ত্বামহং বৎসে যথাবদ্‌ব্রূহি পৃচ্ছতে ॥
গিরীন্দ্রবচনং শ্রুত্বা ততঃ সা পরমেশ্বরী।
ব্যাজহার মহাশৈলং যোগিনামভয়প্রদা ॥ ৪৭

শ্রীদেব্যুবাচ।

মাং বিদ্ধি পরমাং শক্তিং মহেশ্বরসমাশ্রয়াম্।
অনন্যামব্যয়ামেকাং যাং পশ্যন্তি মুমুক্ষবঃ ॥ ৪৮
অহং হি সর্ব্বভাবানামাত্মা সর্ব্বান্তরা শিবা।
শাশ্বতৈশ্বর্য্যবিজ্ঞানমূর্ত্তিঃ সর্ব্বপ্রবর্ত্তিকা ॥ ৪৯
অনন্তানন্তমহিমা সংসারার্ণবতারিণী।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে রূপমৈশ্বরম্ ॥৫০
এতাবদুক্ত্বা বিজ্ঞানং দত্ত্বা হিমবতে স্বয়ম্।
স্বং রূপং দর্শয়ামাস দিব্যং তৎ পারমেশ্বরম্ ॥ ৫১

শুদ্ধ, নিত্য, মঙ্গলময়, অচ্যুত, অনন্ত, প্রকৃতি-লীন, শুভ, নিরঞ্জন, শুদ্ধ, নির্গুণ, অদ্বৈত ও আত্মজ্ঞানবিষয়। পরমানন্দেচ্ছু ব্যক্তিদিগের তিনি ধাত্রী ও বিধাত্রী এবং ঈশ্বরসংশ্রয়হেতু তিনি সমস্ত সংসারতাপ নষ্ট করিয়া থাকেন। অতএব যিনি বিমুক্ত ইচ্ছা করিবেন, তিনি যেন সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ শিবাত্মিকা পার্ব্বতীকে আশ্রয় করেন। অতি দুশ্চর তপস্যা করিয়া সর্ব্বাণীকে পুত্রীরূপে প্রাপ্ত হইয়াও মেনার সহিত হিমবান্, পরমেশ্বরী পার্ব্বতীর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ৩১—৪০। স্বীয় ইচ্ছায় জাতা বরাননা পার্ব্বতীকে দেখিয়া হিমবানের পত্নী মেনা হিমবান্‌কে বলিলেন, —হে রাজন! আমাদের তপস্যাহেতু সর্ব্বভূতের হিতের নিমিত্ত উৎপন্না পঙ্কজসদৃশাননা এই বালাকে দর্শন করুন। তদনন্তর সেই হিমবান্‌ও তরুণাদিত্যসন্নিভা, কপর্দ্দিনী, চতুর্ব্বক্ত্রা, ত্রিনয়না, অতিলালসা, অষ্টভুজা, বিশালাক্ষী, চন্দ্রাবয়বভূষণা এবং নির্গুণা অথচ সাক্ষাৎ সগুণারূপে প্রত্যক্ষীভূতা, সদ-সদ্ব্যক্তিবর্জ্জিতা সেই দেবীকে দর্শন করিয়া মস্তকদ্বারা ভূমিতে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার তেজে বিহ্বল ও ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পরমেশ্বরকে বলিলেন,—হে বিশালাক্ষি! হে অর্দ্ধেন্দুভূষিতে দেবি! তুমি কে? তোমাকে আমি জানি না হে বৎসে! তুমি যথার্থরূপে আত্মপরিচয় বল। অনন্তর যোগীদিগের অভয়প্রদাত্রী সেই পরমেশ্বরী হিমবানের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া পর্ব্বতরাজকে বলিলেন,—আমাকে মহেশ্বর-সমাশ্রয়া পরমা শক্তি বলিয়া জানিবে। অনন্যা অবিনাশিনী অদ্বিতীয়া আমাকেই মুমুক্ষুগণ দর্শন করিয়া থাকেন। আমি সকলের আত্ম-স্বরূপ, সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলময়ী, নিত্য-ঐশ্বরসম্ভার-বিজ্ঞানমূর্ত্তি ও সর্ব্বপ্রবর্ত্তিকা। আমি অন্তরহিতা, আমার মহিমার সীমা নাই। আমি প্রাণিগণকে সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ করিয়া থাকি। আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দান করিতেছি, তুমি আমার ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত রূপ দর্শন কর।৪১—৫০। এই প্রকার বলিয়া হিমবান্‌কে জ্ঞান দান করিয়া স্বয়ং দেবী স্বীয়

কোটীসূর্য্যপ্রতীকাশং তেজোবিম্বং নিরাকুলম্।
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং কালানলশতোপমম্॥ ৫২
দংষ্ট্রাকরালং দুর্দ্ধর্ষং জটামণ্ডলমণ্ডিতম্।
ত্রিশূলবরহস্তঞ্চ ঘোররূপং ভয়ানকম্॥ ৫৩
প্রশান্তং সৌম্যবদনমনন্তাশ্চর্য্যসংযুতম্।
চন্দ্রাবয়বলক্ষ্মাণং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্॥ ৫৪
কিরীটিনং গদাহস্তং নূপুরৈরুপশোভিতম্।
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্॥ ৫৫
শঙ্খচক্রধরং কাম্যং ত্রিনেত্রং কৃত্তিবাসসম্।
অণ্ডস্থঞ্চাণ্ডবাহ্যস্থং বাহ্যমাভ্যন্তরং পরম্॥ ৫৬
সর্ব্বশক্তিময়ং শুভ্রং সর্ব্বাকারং সনাতনম্।
ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রযোগীন্দ্রৈর্ব্বন্দ্যমানপদাম্বুজম্॥ ৫৭
সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠন্তীং দদর্শ পরমেশ্বরীম্॥ ৫৮
দৃষ্ট্বা তদীদৃশং রূপং দেব্যা মাহেশ্বরং পরম্।
ভয়েন চ সমাবিষ্টঃ স রাজা হৃষ্টমানসঃ॥ ৫৯
আত্মন্যাধায় চাত্মানমোঙ্কারং সমনুস্মরন্।
নাম্নামষ্টসহস্রেণ তুষ্টাব পরমেশ্বরীম্॥ ৬০

হিমবানুবাচ।

শিবোমা পরমা শক্তিরনন্তা নিষ্কলামলা।
শান্তা মাহেশ্বরী নিত্যা শাশ্বতী পরমাক্ষরা॥ ৬১
অচিন্ত্যা কেবলানন্তা শিবাত্মা পরমাত্মিকা।
অনাদিরব্যয়া শুদ্ধা দেবাত্মা সর্ব্বগাচলা॥ ৬২
একানেকবিভাগস্থা মায়াতীতা সুনির্ম্মলা।
মহামাহেশ্বরী সত্যা মহাদেবী নিরঞ্জনা॥ ৬৩
কাষ্ঠা সর্ব্বান্তরস্থা চ চিচ্ছক্তিরতিলালসা।
নন্দা সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যা জ্যোতীরূপামৃতাক্ষরা॥
শান্তিঃ প্রতিষ্ঠা সর্ব্বেষাং নিবৃত্তিরমৃতপ্রদা।
ব্যোমমূর্ত্তির্ব্যোমলয়া ব্যোমাধারাচ্যুতামরা॥ ৬৫
অনাদিনিধনামোঘা কারণাত্মা কলাকুলা।
স্বতঃপ্রথমজা নাভিরমৃতস্যাত্মসংশ্রয়া॥ ৬৬
প্রাণীশ্বরপ্রিয়া মাতা মহামহিষঘাতিনী।
প্রাণীশ্বরী প্রাণরূপা প্রধানপুরুষেশ্বরী॥ ৬৭
সর্ব্বশক্তিঃ কলাকারা জ্যোৎস্নেন্দোর্মহিমাস্পদা

পরমেশ্বর দিব্যরূপ দর্শন করাইলেন। সেই রূপ—কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশ, তেজোবিম্বস্বরূপ, নিরাকুল-অসংখ্যজ্বালাবলীযুক্ত, শতশতকালানলস্বরূপ, দংষ্ট্রাকরাল, দুর্দ্ধর্ষ, জটামণ্ডলমণ্ডিত, ত্রিশূলবরহস্ত, অতিভয়ানক অথচ প্রশান্ত, সুন্দরবদন, অনন্ত আশ্চর্য্য-সংযুক্ত, চন্দ্রশেখর, কোটিচন্দ্র প্রভাসদৃশ-প্রভাশালী, কিরীটধারী, গদাহস্ত, নূপুরদ্বারা উপশোভিত, দিব্যমালা ও দিব্যাম্বরধারী এবং দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত। উহা শঙ্খচক্রধারী, কমনীয়, ত্রিনেত্র, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধারী, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত অথচ ব্রহ্মাণ্ড-বহির্ভূত, সকলের বহিঃস্থ অথচ অভ্যন্তরস্থ, সর্ব্বশক্তিময়, শুভ্রবর্ণ, সর্ব্বাকার এবং সনাতন। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও যোগীন্দ্রগণ উহাঁর পাদপদ্মে সতত প্রণাম করিতেছেন। হিমবান্ দেবীর যে রূপ দর্শন করিলেন, তাহার সর্ব্বদিকেই হস্ত, সর্ব্বদিকেই পদ, সর্ব্বদিকেই চক্ষু এবং সর্ব্বদিকেই মস্তক ও মুখ। হিমবান্ আরও দেখিলেন যে, ঐরূপ রূপশালিনী দেবী পরমেশ্বরী, সমস্ত পদার্থ আবৃত করিয়া রহিয়াছেন। নগরাজ দেবীর ঈদৃশ মাহেশ্বর রূপ দর্শন করিয়া, ভীত ও হৃষ্টমনা হইয়া পরমাত্মাতে আত্মসংযোগ করত, ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক পরমেশ্বরীকে অষ্টোত্তরসহস্র নামে স্তব করিয়াছিলেন। ৫১—৬০। হিমবান্ বলিলেন,—শিবা, উমা, পরমশক্তি, অনন্তা, নিষ্কলা, অমলা, শান্তা, মাহেশ্বরী, নিত্যা, শাশ্বতী, পরমাক্ষরা, অচিন্ত্যা, কেবলা, অনন্তা, শিবাত্মা, পরমাত্মা, অনাদি, অব্যয়া, শুদ্ধা, দেবাত্মা, সর্ব্বগা, অচলা, একা, অনেক-বিভাগস্থা, মায়াতীতা, সুনির্ম্মলা, মহামাহেশ্বরী, সত্যা, মহাদেবী, নিরঞ্জনা, কাষ্ঠা, সর্ব্বান্তরস্থা, চিৎশক্তি, অতিলালসা, নন্দা, সর্ব্বাত্মিকা, বিদ্যা, জ্যোতীরূপা, অমৃতা, অক্ষরা শান্তি, সর্ব্বপ্রতিষ্ঠা, নিবৃত্তি, অমৃতপ্রদা, ব্যোমমূর্ত্তি, ব্যোমালয়া, ব্যোমাধারা, অচ্যুতা, অমরা, অনাদিনিধনা, অমোঘা, কারণাত্মা, কলাকুলা, স্বতঃপ্রথমজা, অমৃতনাভি, আত্মসংশ্রয়া, প্রাণেশ্বরপ্রিয়া, মাতা, মহামহিষঘাতিনী, প্রাণরূপা, প্রধানপুরুষেশ্বরী, সর্ব্বশক্তি, কলাকারা, চন্দ্রের

সর্ব্বকার্য্যনিয়ন্ত্রী চ সর্ব্বভূতেশ্বরেশ্বরী । ৬৮
সংসারযোনিঃ সকলা সর্ব্বশক্তিসমুদ্ভবা ।
সংসারপোতা দুর্ব্বারা দুর্নিরীক্ষ্যা দুরাসদা ॥ ৬৯
প্রাণশক্তিঃ প্রাণবিদ্যা যোগিনী পরমা কলা ।
মহাবিভূতির্দুর্দ্ধর্ষা মূলপ্রকৃতিসম্ভবা ॥ ৭০
অনাদ্যনন্তবিভবা পরমাদ্যাপকর্ষিণী ।
সর্গস্থিত্যন্তকরণী সুদুর্ব্বাচ্যা দুরত্যয়া ॥ ৭১
শব্দযোনিঃ শব্দময়ী নাদাখ্যা নাদবিগ্রহা ।
অনাদিরব্যক্তগুণা মহানন্দা সনাতনী ॥ ৭২
আকাশযোনির্যোগস্থা মহাযোগেশ্বরেশ্বরী ।
মহামায়া সুদুষ্পারা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৭৩
প্রধানপুরুষাতীতা প্রধানপুরুষাত্মিকা ।
পুরাণা চিন্ময়ী পুংসামাদিপুরুষরূপিণী ॥ ৭৪
ভূতান্তরস্থা কূটস্থা মহাপুরুষসংজ্ঞিতা ।
জন্ম-মৃত্যুজরাতীতা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা ॥ ৭৫
ব্যাপিনী চানবচ্ছিন্না প্রধানানুপ্রবেশিনী ।
ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিরব্যক্ত-লক্ষণা মলবর্জ্জিতা ॥ ৭৬
অনাদিমায়াসম্ভিন্না ত্রিতত্ত্বা প্রকৃতিগ্রহা ।
মহামায়াসমুৎপন্না তামসী পৌরুষী ধ্রুবা ॥ ৭৭

ব্যক্তাব্যক্তাত্মিকা কৃষ্ণা রক্তা শুক্লা প্রসূতিকা
অকার্য্যা কার্য্যজননী নিত্যং প্রসবধর্ম্মিণী ॥ ৭৮
সর্গপ্রলয়নির্ম্মুক্তা সৃষ্টিস্থিত্যন্তধর্ম্মিণী ।
ব্রহ্মগর্ভা চতুর্ব্বিংশা পদ্মনাভাচ্যুতাত্মিকা ॥ ৭৯
বৈদ্যুতী শাশ্বতী যোনির্জগন্মাতেশ্বরপ্রিয়া ।
সর্ব্বাধারা মহারূপা সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতা ॥ ৮০
বিশ্বরূপা মহাগর্ভা বিশ্বেশেচ্ছানুবর্ত্তিনী ।
মহীয়সী ব্রহ্মযোনির্মহালক্ষ্মীসমুদ্ভবা ॥ ৮১
মহাবিমানমধ্যস্থা মহানিদ্রাত্মহেতুকা ।
সর্ব্বসাধারণী সূক্ষ্মা হ্যবিদ্যা পারমার্থিকী ॥ ৮২
অনন্তরূপানন্তস্থা দেবী পুরুষমোহিনী ।
অনেকাকারসংস্থানা কালত্রয়বিবর্জ্জিতা ॥ ৮৩
ব্রহ্মজন্মা হরেমূর্ত্তির্ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা ।
ব্রহ্মেশবিষ্ণুজননী ব্রহ্মাখ্যা ব্রহ্মসংশ্রয়া ॥ ৮৪
ব্যক্তা প্রথমজা ব্রাহ্মী মহতী ব্রহ্মরূপিণী ।
বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মমূর্ত্তির্হৃদি স্থিতা ॥ ৮৫
অপাং যোনিঃ স্বয়ম্ভূতির্মানসী তত্ত্বসম্ভবা ।
ঈশ্বরাণী চ সর্ব্বাণী শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী ॥ ৮৬
ভবানী চৈব রুদ্রাণী মহালক্ষ্মীরথাম্বিকা ।

মহিমাস্পদা জ্যোৎস্না, সর্ব্বকার্য্যনিয়ন্ত্রী, সর্ব্বভূতেশ্বরী, সংসারযোনি, সকলা, সর্ব্বশক্তিসমুদ্ভবা, সংসারপোতা, দুর্ব্বারা, দুর্নিরীক্ষ্যা, দুরাসদা, প্রাণশক্তি, প্রাণবিদ্যা, যোগিনী, পরমা কলা, মহাবিভূতি, দুর্দ্ধর্ষা, মূলপ্রকৃতিসম্ভবা। ৬১—৭০। অনাদ্যনন্তবিভবা, পরমাদ্যাপকর্ষিণী, সর্গস্থিত্যন্তকরণী, সুদুর্ব্বাচ্যা, দুরত্যয়া, শব্দযোনি, শব্দময়ী, নাদাখ্যা, নাদবিগ্রহা, অনাদি, অব্যক্তগুণা, মহানন্দা, সনাতনী, আকাশযোনি, যোগস্থা, মহাযোগেশ্বরেশ্বরী, মহামায়া,সুদুষ্পারা, মূলপ্রকৃতি, ঈশ্বরী, প্রধানপুরুষাতীতা, প্রধানপুরুষাত্মিকা, পুরাণা, চিন্ময়ী, পুরুষগণের আদিপুরুষরূপিণী,ভূতান্তরস্থা, কূটস্থা, মহাপুরুষসংজ্ঞিতা, জন্মমৃত্যুজরাতীতা, সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা, ব্যাপিনী, অনবচ্ছিন্না, প্রধানানুপ্রবেশিনী, ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি, অব্যক্তলক্ষণা, মলবর্জ্জিতা, অনাদিমায়াসম্ভিন্না প্রকৃতিগ্রহা, মহামায়াসমুৎপন্না,তামসী,পৌরুষী, ধ্রুবা, ব্যক্তাত্মিকা, কৃষ্ণা, অব্যক্তাত্মিকা, রক্তা, শুক্লা, প্রসূতিকা, অকার্য্যা, কার্য্যজননী, নিত্যপ্রসবধর্ম্মিণী, সর্গপ্রলয়নির্ম্মুক্তা, সৃষ্টিস্থিত্যন্তধর্ম্মিণী, ব্রহ্মগর্ভা, চতুর্ব্বিংশা, পদ্মনাভা, অচ্যুতাত্মিকা, বৈদ্যুতী, শাশ্বতী, যোনি, জগন্মাতা, ঈশ্বরপ্রিয়া, সর্ব্বাধারা, মহারূপা, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতা, বিশ্বরূপা, মহাগর্ভা, বিশ্বেশেচ্ছানুবর্ত্তিনী, মহীয়সী, ব্রহ্মযোনি, মহালক্ষ্মীসমুদ্ভবা। ৭১—৮১। মহাবিমানমধ্যস্থা, মহানিদ্রা, আত্মহেতুকা, সর্ব্বসাধারণী, সূক্ষ্মা, অবিদ্যা, পারমার্থিকী, অনন্তরূপা, অনন্তস্থা, পুরুষমোহিনী, দেবী, অনেকাকারসংস্থানা, কালত্রয়বিবর্জ্জিতা, ব্রহ্মজন্মা, হরিমূর্ত্তি, ব্রহ্ম-বিষ্ণুশিবাত্মিকা, ব্রহ্মেশবিষ্ণুজননী, ব্রহ্মাখ্যা, ব্রহ্মসংশ্রয়া, ব্যক্তা, প্রথমজা, ব্রাহ্মী, মহতী, ব্রহ্মরূপিণী, বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যধর্ম্মাত্মা, ব্রহ্মমূর্ত্তি হৃদিস্থিতা, অপাংযোনি, স্বয়ম্ভূতি, মানসী, তত্ত্বসম্ভবা, ঈশ্বরাণী, সর্ব্বাণী, শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী,

মহেশ্বরসমুৎপন্না ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা ॥ ৮৭
সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্ববন্দ্যা নিত্যং মুদিতমানসা ।
ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রনমিতা শঙ্করেচ্ছানুবর্ত্তিনী ॥ ৮৮
ঈশ্বরার্দ্ধাসনগতা মহেশ্বরপতিব্রতা ।
সকৃদ্বিভাতা সর্ব্বার্ত্তি-সমুদ্রপরিশোষণী ॥ ৮৯
পার্ব্বতী হিমবৎপুত্রী পরমানন্দদায়িনী ।
গুণাঢ্যা যোগজা যোগ্যা জ্ঞানমূর্ত্তিবিকাশিনী ॥
সাবিত্রী কমলা লক্ষ্মীঃ শ্রীরনন্তোরসি স্থিতা ।
সরোজনিলয়া গঙ্গা যোগনিদ্রাঽসুরার্দ্দিনী ॥ ৯১
সরস্বতী সর্ব্ববিদ্যা জগজ্জ্যেষ্ঠা সুমঙ্গলা ।
বাগ্দেবী বরদাবাচ্যা কীর্ত্তিঃ সর্ব্বার্থসাধিকা ॥
যোগীশ্বরী ব্রহ্মবিদ্যা মহাবিদ্যা সুশোভনা
গুহ্যবিদ্যাত্মবিদ্যা চ ধর্ম্মবিদ্যাত্মভাবিতা ॥ ৯৩
স্বাহা বিশ্বম্ভরা সিদ্ধিঃ স্বধা মেধা ধৃতিঃ শ্রুতিঃ ।
নীতিঃ সুনীতিঃ সুকৃতির্মাধবী নরবাহিণী ॥ ৯৪
পূজ্যা বিভাবতী সৌম্যা ভোগিনী ভোগ-
শায়িনী ।
শোভা বংশকরী লোলা মালিনী পরমেষ্ঠিনী ॥৯৫
ত্রৈলোক্যসুন্দরী রম্যা সুন্দরী কামচারিণী ।
মহানুভাবা সত্ত্বস্থা মহামহিষমর্দ্দিনী ॥ ৯৬
পদ্মমালা পাপহরা বিচিত্রমুকুটাঙ্গদা ।
কান্তা চিত্রাম্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতা ॥ ৯৭
হংসাখ্যা ব্যোমনিলয়া জগৎসৃষ্টিবিবর্দ্ধিনী ।
নিয়ন্ত্রী যন্ত্রমধ্যস্থা নন্দিনী ভদ্রকালিকা ॥ ৯৮
আদিত্যবর্ণা কৌমারী ময়ূরবরবাহনা ।
বৃষাসনগতা গৌরী মহাকালী সুরার্চ্চিতা ॥ ৯৯
অদিতির্নিয়তা রৌদ্রী পদ্মগর্ভা বিবাহনা ।
বিরূপাক্ষী লেলিহানা মহাসুরবিনাশিনী ॥১০০
মহাফলানবদ্যাঙ্গী কামরূপা বিভাবরী ।
বিচিত্ররত্নমুকুটা প্রণতার্ত্তিপ্রভঞ্জনী ॥ ১০১
কৌশিকী কর্ষণী রাত্রিস্ত্রিদশার্ত্তিবিনাশিনী ।
বহুরূপা স্বরূপা চ বিরূপা রূপবর্জ্জিতা ॥ ১০২
ভক্তার্ত্তিশমনী ভব্যা ভবতাপবিনাশিনী ।
নির্গুণা নিত্যবিভবা নিঃসারা নিরপত্রপা ॥ ১০৩
তপস্বিনী সামগীতির্ভবাঙ্কনিলয়ালয়া ।
দীক্ষা বিদ্যাধরী দীপ্তা মহেন্দ্রারিনিপাতিনী ।
সর্ব্বাতিশায়িনী বিদ্যা সর্ব্বাসিদ্ধিপ্রদায়িনী ।

ভবানী, রুদ্রাণী, মহালক্ষ্মী, অম্বিকা, মহেশ্বর-সমুৎপন্না, ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা, সর্ব্বেশ্বরী, সর্ব্ববন্দ্যা, নিত্যমুদিতমানসা, ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রনমিতা, শঙ্করেচ্ছানুবর্ত্তিনী, ঈশ্বরার্দ্ধাসনগতা, মহেশ্বরপতিব্রতা, সকৃদ্বিভাতা, সর্ব্বার্ত্তি-সমুদ্রপরিশোষিণী, পার্ব্বতী, হিমবৎপুত্রী, পরমানন্দদায়িনী, গুণাঢ্যা, যোগজা, যোগ্যা, জ্ঞানমূর্ত্তি, বিকাশিনী । ৮২—৯০ । সাবিত্রী, কমলা, লক্ষ্মী, শ্রী, অনন্তবক্ষঃস্থলস্থিতা, সরোজনিলয়া, গঙ্গা, যোগনিদ্রা, অসুরার্দ্দিনী, সরস্বতী, সর্ব্ববিদ্যা, জগজ্জ্যেষ্ঠা, সুমঙ্গলা, বাগ্দেবী, বরদা, অবাচ্যা, কীর্ত্তি, সর্ব্বার্থ-সাধিকা, যোগীশ্বরী, ব্রহ্মবিদ্যা, মহাবিদ্যা, সুশোভনা, গুহ্যবিদ্যা, আত্মবিদ্যা, ধর্ম্মবিদ্যা, আত্মভাবিতা, স্বাহা, বিশ্বম্ভরা, সিদ্ধি, স্বধা, মেধা, ধৃতি, শ্রুতি, নীতি, সুনীতি, সুকৃতি, মাধবী, নরবাহিনী, পূজ্যা, বিভাবতী, সৌম্যা, ভোগিনী, ভোগশায়িনী, শোভা, বংশকরী, লোলা, মানিনী, পরমেষ্ঠিনী, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, রম্যা, সুন্দরী, কামচারিণী, মহানুভাবা, সত্ত্বস্থা মহামহিষমর্দ্দিনী, পদ্মমালা, পাপহরা, বিচিত্র-মুকুটাঙ্গদা, কান্তা, চিত্রাম্বরধরা, দিব্যাভরণ-ভূষিতা, হংসাখ্যা, ব্যোমনিলয়া, জগৎসৃষ্টি-বিবর্দ্ধিনী, নিয়ন্ত্রী, যন্ত্রমধ্যস্থা, নন্দিনী, ভদ্র-কালিকা, আদিত্যবর্ণা, কৌমারী, ময়ূরবর-বাহনা, বৃষাসনগতা, গৌরী, মহাকালী, সুর-র্চ্চিতা, অদিতি, নিয়তা, রৌদ্রী, পদ্মগর্ভা-বিবাহনা, বিরূপাক্ষী, লেলিহানা, মহাসুর-বিনাশিনী । ৯১—১০০ । মহাফলা, অনব-দ্যাঙ্গী কামরূপা, বিভাবরী, বিচিত্ররত্ন-মুকুটা, প্রণতার্ত্তি-প্রভঞ্জনী, কৌশিকী, কর্ষণী, রাত্রি, ত্রিদশার্ত্তিবিনাশিনী, বহুরূপা, বিরূপা, স্বরূপা, রূপবর্জ্জিতা, ভক্তার্ত্তিশমনী, ভব্যা, ভবতাপ-বিনাশিনী, নির্গুণা, নিত্যবিভবা, নিঃসারা, নিরপত্রপা, তপস্বিনী, সামগীতি, ভবাঙ্কনিলয়া-লয়া, দীক্ষা, বিদ্যাধরী, দীপ্তা, মহেন্দ্রারিনি-পাতিনী, সর্ব্বাতিশায়িনী, বিদ্যা, সর্ব্বসিদ্ধি-

সর্ব্বেশ্বরপ্রিয়া তার্ক্ষী সমুদ্রান্তরবাসিনী।
অকলঙ্কা নিরাধারা নিত্যসিদ্ধা নিরাময়া॥ ১০৫
কামধেনুর্বৃহদ্গর্ভা ধীমতী মোহনাশিনী।
নিঃসঙ্কল্পা নিরাতঙ্কা বিনয়া বিনয়প্রিয়া॥ ১০৬
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যা দেবদেবী মনোময়ী।
মহাভগবতী ভর্গা বাসুদেবসমুদ্ভবা॥ ১০৭
মহেন্দ্রোপেন্দ্রভগিনী ভক্তিগম্যা পরাবরা।
জ্ঞানজ্ঞেয়া জরাতীতা বেদান্তবিষয়া গতিঃ॥
দক্ষিণা দহনা দান্তা সর্ব্বভূতনমস্কৃতা।
যোগমায়া বিভাগজ্ঞা মহামোহা গরীয়সী॥ ১০৯
সন্ধ্যা সর্ব্বসমুদ্ভূতির্ব্রহ্মবিদ্যাশ্রয়াদিভিঃ।
বীজাঙ্কুরসমুদ্ভূতির্মহাশক্তির্মহামতিঃ॥ ১১০
ক্ষান্তিঃ প্রজ্ঞা চিতিঃ সংবিন্মহাভোগীন্দ্রশায়িনী
বিকৃতিঃ শাঙ্করী শান্তির্গণগন্ধর্ব্বসেবিতা॥১১১
বৈশ্বানরী মহাশালা দেবসেনা গুহপ্রিয়া।
মহারাত্রিঃ শিবানন্দা শচী দুঃস্বপ্ননাশিনী॥১১২
ইজ্যা পূজ্যা জগদ্ধাত্রী দুর্ব্বিজ্ঞেয়া স্বরূপিণী।
গুহাম্বিকা গুণোৎপত্তির্মহাপীঠা মরুৎসুতা॥১১৩
হব্যবাহান্তরাগাদির্হব্যবাহসমুদ্ভবা।
জগদ্যোনির্জগন্মাতা জন্মমৃত্যুজরাতিগা॥১১৪
বুদ্ধির্মহাবুদ্ধিমতী পুরুষান্তরবাসিনী।
তরস্বিনী সমাধিস্থা ত্রিনেত্রা দিবি সংস্থিতা॥১১৫
সর্ব্বেন্দ্রিয়মনোমাতা সর্ব্বভূতহৃদি স্থিতা।
সংসারতারিণী বিদ্যা ব্রহ্মবাদিমনোলয়া॥১১৬
ব্রহ্মাণী বৃহতী ব্রাহ্মী ব্রহ্মভূতা ভবারণী।
হিরণ্ময়ী মহারাত্রিঃ সংসারপরিবর্ত্তিকা॥ ১১৭
সুমালিনী সুরূপা চ ভাবিনী হারিণী প্রভা।
উন্মীলনী সর্ব্বসহা সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণী॥ ১১৮
সুসৌম্যা চন্দ্রবদনা তাণ্ডবাসক্তমানসা।
সত্ত্বশুদ্ধিকরী শুদ্ধির্মলত্রয়বিনাশিনী॥ ১১৯
জগৎপ্রিয়া জগন্মূর্ত্তিস্ত্রিমূর্ত্তিরমৃতাশ্রয়া।
নিরাশ্রয়া নিরাহারা নিরঙ্কুশপদোদ্ভবা॥ ১২০
চক্রহস্তা বিচিত্রাঙ্গী স্রগ্বিণী পদ্মধারিণী।
পরাবরবিধানজ্ঞা মহাপুরুষপূর্ব্বজা॥ ১২১
বিশ্বেশ্বরপ্রিয়া বিদ্যুদ্বিদ্যুজ্জিহ্বা জিতশ্রমা।
বিদ্যাময়ী সহস্রাক্ষী সহস্রবদনাত্মজা॥ ১২২
সহস্ররশ্মিঃ সত্ত্বস্থা মহেশ্বরপদাশ্রয়া।
ক্ষালিনী মৃন্ময়ী ব্যাপ্তা তৈজসী পদ্মবোধিকা॥

প্রদায়িনী, সর্ব্বেশ্বরপ্রিয়া, তার্ক্ষী, সমুদ্রান্তরবাসিনী, অকলঙ্কা, নিরাধারা, নিত্যসিদ্ধা, নিরাময়া, কামধেনু, বৃহদ্গর্ভা, ধীমতী, মোহনাশিনী, নিঃসঙ্কল্পা, নিরাতঙ্কা, বিনয়া, বিনয়প্রিয়া, জ্বালামালাসহস্রাঢ্যা, দেবদেবী, মনোময়ী, মহাভগবতী, ভর্গা, বাসুদেবসমুদ্ভবা, মহেন্দ্রোপেন্দ্রভগিনী, ভক্তিগম্যা, পরাবরা, জ্ঞানজ্ঞেয়া, জরাতীতা, বেদান্তবিষয়া, গতি, দক্ষিণা, দহনা দান্তা, সর্ব্বভূতনমস্কৃতা, যোগমায়া, বিভাগজ্ঞা, মহামোহা, গরীয়সী, সন্ধ্যা, ব্রহ্মবিদ্যাশ্রয়াদিদ্বারা সকলেরই উৎপত্তিকারণ, বীজাঙ্কুর-সমুদ্ভূতি, মহাশক্তি, মহামতি। ১০১—১১০। ক্ষান্তি, প্রজ্ঞা, চিতি, সংবিৎ, মহাভোগীন্দ্রশায়িনী, বিকৃতি, শাঙ্করী, শান্তি, গণগন্ধর্ব্বসেবিতা, বৈশ্বানরী, মহাশালা, দেবসেনা, গুহপ্রিয়া, মহারাত্রি, শিবানন্দা, শচী, দুঃস্বপ্ননাশিনী, ইজ্যা, পূজ্যা, জগদ্ধাত্রী, দুর্ব্বিজ্ঞেয়া, স্বরূপিণী, গুহাম্বিকা, গুণোৎপত্তি, মহাপীঠা, মরুৎসুতা, হব্যবাহান্তরাগাদি, হব্যবাহসমুদ্ভবা, জগদ্যোনি, জগন্মাতা, জন্মমৃত্যুজরাতিগা, বুদ্ধি, মহাবুদ্ধিমতী, পুরুষান্তরবাসিনী, তরস্বিনী, সমাধিস্থা, ত্রিনেত্রা, দিবিসংস্থিতা, সর্ব্বেন্দ্রিয়মনোমাতা, সর্ব্বভূতহৃদিস্থিতা, সংসারতারিণী, বিদ্যা, ব্রহ্মবাদিমনোলয়া, ব্রহ্মাণী, বৃহতী, ব্রাহ্মী, ব্রহ্মভূতা, ভবারণী, হিরণ্ময়ী, মহারাত্রি, সংসারপরিবর্ত্তিকা, সুমালিনী, সুরূপা, ভাবিনী, হারিণী, প্রভা, উন্মীলনী, সর্ব্বসহা, সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণী, সুসৌম্যা, চন্দ্রবদনা, তাণ্ডবাসক্তমানসা, সত্ত্বশুদ্ধিকরী, শুদ্ধি, মলত্রয়বিনাশিনী, জগৎপ্রিয়া, জগন্মূর্ত্তি, ত্রিমূর্ত্তি, অমৃতাশ্রয়া, নিরাশ্রয়া, নিরাহারা, নিরঙ্কুশপদোদ্ভবা। ১১১—১২০। চক্রহস্তা, বিচিত্রাঙ্গী, স্রগ্বিণী, পদ্মধারিণী, পরাবরবিধানজ্ঞা, মহাপুরুষপূর্ব্বজা, বিশ্বেশ্বরপ্রিয়া, বিদ্যুৎ, বিদ্যুজ্জিহ্বা, জিতশ্রমা, বিদ্যাময়ী, সহস্রাক্ষী, সহস্রবদনাত্মজা, সহস্ররশ্মি, সত্ত্বস্থা,

মহামায়াশ্রয়া মান্যা মহাদেবমনোরমা।
ব্যোমলক্ষ্মীঃ সিংহরথা চেকিতানামিতপ্রভা ॥ ১২৪
বীরেশ্বরী বিমানস্থা বিশোকা শোকনাশিনী।
অনাহতা কুণ্ডলিনী নলিনী পদ্মভাসিনী ॥ ১২৫
সদানন্দা সদাকীর্ত্তিঃ সর্ব্বভূতাশ্রয়স্থিতা।
বাগ্দেবতা ব্রহ্মকলা কলাতীতা কলারণী ॥১২৬
ব্রহ্মশ্রীর্ব্রহ্মহৃদয়া ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাপ্রজা।
ব্যোমশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিঃ পরা গতিঃ॥
ক্ষোভিকা বন্ধিকা ভেদ্যা ভেদাভেদবিবর্জ্জিতা॰
অভিন্না ভিন্নসংস্থানা বাশনা বংশকারিণী।
গুহশক্তির্গুণাতীতা সর্ব্বদা সর্ব্বতোমুখী ॥১২৮
ভাগিনী ভগবৎপত্নী সকলা কালকারিণী।
সর্ব্ববিৎ সর্ব্বতোভদ্রা গুহ্যাতীতা গুহারণী।
প্রক্রিয়া যোগমাতা চ গঙ্গা বিশ্বেশ্বরেশ্বরী ॥১২৯
কপিলা কাপিলা কান্তা কমলাভা কলান্তরা।
পুণ্যা পুষ্করিণী ভোক্ত্রী পুরন্দরপুরঃসরা ॥ ১৩০
পোষণী পরমৈশ্বর্য্য-ভূতিদা ভূতিভূষণা।
পঞ্চব্রহ্মসমুৎপত্তিঃ পরমার্থার্থবিগ্রহা ॥ ১৩১
ধর্ম্মোদয়া ভানুমতী যোগিজ্ঞেয়া মনোজবা।
মনোরমা মনোরস্কা তাপসী বেদরূপিণী ॥ ১৩২
বেদশক্তির্বেদমাতা বেদবিদ্যাপ্রকাশিনী।
যোগেশ্বরেশ্বরী মাতা মহাশক্তির্মনোময়ী ॥ ১৩৩
বিশ্বাবস্থা বিয়ন্মূর্ত্তির্বিদ্যুন্মালা বিহায়সী।
কিন্নরী সুরভী বিদ্যা নন্দিনী নন্দিবল্লভা ॥ ১৩৪
ভারতী পরমানন্দা পরাপরবিভেদিকা।
সর্ব্বপ্রহরণোপেতা কাম্যা কামেশ্বরেশ্বরী ॥ ১৩৫
অচিন্ত্যানন্দবিভবা ভূলেখা কনকপ্রভা।
কুষ্মাণ্ডী ধনরত্নাঢ্যা সুগন্ধা গন্ধদায়িনী ॥ ১৩৬
ত্রিবিক্রমপদোদ্ভূতা ধনুষ্পাণিঃ শিবোদয়া।
সুদুর্লভা ধনাধ্যক্ষা ধন্যা পিঙ্গললোচনা ॥ ১৩৭
শান্তিঃ প্রভাবতী দীপ্তিঃ পঙ্কজায়তলোচনা।
আদ্যা হৃৎকমলোদ্ভূতা গবাং মাতা রণপ্রিয়া ॥
সৎক্রিয়া গিরিশা শুদ্ধির্নিত্যপুষ্টা নিরন্তরা।
দুর্গা কাত্যায়নী চণ্ডী চর্চ্চিতাঙ্গা সুবিগ্রহা ॥১৩৯
হিরণ্যবর্ণা জগতী জগদ্‌যন্ত্রপ্রবর্ত্তিকা।
মন্দরাদ্রিনিবাসা চ সারদা স্বর্ণমালিনী ॥ ১৪০

মহেশ্বরপদাশ্রয়া, কালিনী, মৃন্ময়ী, ব্যাপ্তা, পদ্মবোধিকা, তৈজসী, মহামায়াশ্রয়া, মান্যা, মহাদেবমনোরমা, ব্যোমলক্ষ্মী, সিংহরথা, চেকিতানা, অমিতপ্রভা, বীরেশ্বরী, বিমানস্থা, বিশোকা, শোকনাশিনী, অনাহতা, কুণ্ডলিনী, নলিনী, পদ্মভাসিনী, সদানন্দা, সদাকীর্ত্তি, সর্ব্বভূতাশ্রয়স্থিতা, বাগ্দেবতা, ব্রহ্মকলা, কলাতীতা, কলারণী, ব্রহ্মশ্রী, ব্রহ্মহৃদয়া, ব্রহ্ম-বিষ্ণুশিবাগ্রজা, ব্যোমশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি, পরাগতি, ক্ষোভিকা, বন্ধিকা, ভেদ্যা, ভেদাভেদবিবর্জ্জিতা, অভিন্না, ভিন্ন-সংস্থানা, বাশনা, বংশকারিণী, গুহশক্তি, গুণাতীতা, সর্ব্বদা, সর্ব্বতোমুখী, ভাগিনী, ভগবৎ-পত্নী, সকলা, কালকারিণী, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বতো-ভদ্রা, গুহ্যাতীতা, গুহারণী, প্রক্রিয়া, যোগ-মাতা, গঙ্গা, বিশ্বেশ্বরেশ্বরী, কপিলা, অকাপিলা, কান্তা, কমলাভা, কলান্তরা, পুণ্যা, পুষ্করিণী, ভোক্ত্রী, পুরন্দরপুরঃসরা। ১২১—১৩০। পোষণী, পরমৈশ্বর্য্যভূতিদা, ভূতিভূষণা, পঞ্চ-ব্রহ্মসমুৎপত্তি, পরমার্থার্থবিগ্রহা, ধর্ম্মোদয়া, ভানুমতী, যোগিজ্ঞেয়া, মনোজবা, মনোরমা, মনোরস্কা, তাপসী, বেদরূপিণী, বেদশক্তি, বেদমাতা, বেদবিদ্যাপ্রকাশিনী, যোগেশ্বরে-শ্বরী, মাতা, মহাশক্তি, মনোময়ী, বিশ্বাবস্থা, বিয়ন্মূর্ত্তি, বিদ্যুন্মালা, বিহায়সী, কিন্নরী, সুরভী, বিদ্যা, নন্দিনী, নন্দিবল্লভা, ভারতী, পরমানন্দা, পরাপরবিভেদিকা, সর্ব্বপ্রহরণো-পেতা, কাম্যা, কামেশ্বরেশ্বরী, অচিন্ত্যা, অনন্তবিভবা, ভূলেখা, কনকপ্রভা, কুষ্মাণ্ডী, ধনরত্নাঢ্যা, সুগন্ধা, গন্ধদায়িনী, ত্রিবিক্রম-পদোদ্ভূতা, ধনুষ্পাণি, শিবোদয়া, সুদুর্লভা, ধনাধ্যক্ষা, ধন্যা, পিঙ্গললোচনা, শান্তি, প্রভা-বতী, দীপ্তি, পঙ্কজায়তলোচনা, আদ্যা, হৃৎ-কমলোদ্ভূতা, গোমাতা, রণপ্রিয়া, সৎক্রিয়া, গিরীশা, শুদ্ধি, নিত্যপুষ্টা, নিরন্তরা, দুর্গা, কাত্যায়নী, চণ্ডী, চর্চ্চিতাঙ্গা, সুবিগ্রহা, হিরণ্যবর্ণা, জগতী, জগদ্‌যন্ত্রপ্রবর্ত্তিকা, মন্দ-রাদ্রিনিবাসা, সারদা, স্বর্ণমালিনী।১৩১—১৪০।

রত্নমালা রত্নগর্ভা পুষ্টির্বিশ্বপ্রমাথিনী।
পদ্মাননা পদ্মনিভা নিত্যতুষ্টামৃতোদ্ভবা॥ ১৪১
ধুন্বতী দুষ্প্রকম্প্যা চ সূর্য্যমাতা দৃষদ্বতী।
মহেন্দ্রভগিনী সৌম্যা বরেণ্যা বরদায়িকা॥ ১৪২
কল্যাণী কমলাবাসা পঞ্চচূড়া বরপ্রদা।
বাচ্যামরেশ্বরী বন্দ্যা দুর্জ্জয়া দুরতিক্রমা॥ ১৪৩
কালরাত্রির্মহাবেগা বীরভদ্রপ্রিয়া হিতা।
ভদ্রকালী জগন্মাতা ভক্তানাং ভদ্রদায়িনী॥
করালা পিঙ্গলাকারা কামভেদা মহাম্বনা।
যশস্বিনী যশোদা চ ষড়ধ্বপরিবর্ত্তিকা॥১৪৪
শঙ্খিনী পদ্মিনী সাংখ্যা সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তিকা
চৈত্রা সংবৎসরারূঢ়া জগৎসম্পূরণীন্দ্রজা॥ ১৪৬
শুম্ভারিঃ খেচরী স্বস্থা কম্বুগ্রীবা কলিপ্রিয়া
খগধ্বজা খগারূঢ়া বারাহী পূগমালিনী॥ ১৪৭
ঐশ্বর্য্যপদ্মনিলয়া বিরক্তা গরুড়াসনা।
জয়ন্তী হৃদ্গুহাগম্যা শঙ্করেষ্টগণাগ্রণীঃ॥ ১৪৮
সঙ্কল্পসিদ্ধা সাম্যস্থা সর্ব্ববিজ্ঞানদায়িনী।
কলিঃ কল্কবিহন্ত্রী চ গুহ্যোপনিষদুত্তমা॥ ১৪৯
নিষ্ঠা দৃষ্টিঃ স্মৃতির্ব্যাপ্তিঃ পুষ্টিস্তুষ্টিঃ ক্রিয়াবতী।
বিশ্বামরেশ্বরেশানা ভুক্তির্মুক্তিঃ শিবামৃতা॥১৫০
লোহিতা সর্পমালা চ ভীষণী নরমালিনী।
অনন্তশয়নানন্তা নরনারায়ণোদ্ভবা॥ ১৫১
নৃসিংহী দৈত্যমথনী শঙ্খচক্রগদাধরা।
সঙ্কর্ষণসমুৎপত্তিরম্বিকা পাদসংশ্রয়া॥ ১৫২
মহাজ্বালা মহাভূতিঃ সুমূর্ত্তিঃ সর্ব্বকামধুক্।
সুপ্রভা সুস্তনী সৌরী ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদা॥১৫৩
ভ্রূমধ্যনিলয়া পূর্ব্বা পুরাণপুরুষারণিঃ।
মহাবিভূতিদা মধ্যা সরোজনয়না সমা॥ ১৫৪
অষ্টাদশভুজানাদ্যা নীলোৎপলদলপ্রভা।
সর্ব্বশক্ত্যাসনারূঢ়া ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জ্জিতা॥ ১৫৫
বৈরাগ্যজ্ঞাননিরতা নিরালোকা নিরিন্দ্রিয়া।
বিচিত্রগহনাধারা শাশ্বতস্থানবাসিনী॥ ১৫৬
স্থানেশ্বরী নিরানন্দা ত্রিশূলবরধারিণী।
অশেষদেবতামূর্ত্তির্দেবতাবরদেবতা॥ ১৫৭
গণাম্বিকা গিরেঃ পুত্রী নিশুম্ভবিনিপাতিনী।
অবর্ণা বর্ণরহিতা ত্রিবর্ণা জীবসম্ভবা॥১৫৮
অনন্তবর্ণানন্যস্থা শাঙ্করী শান্তমানসা।
অগোত্রা গোমতী গোপ্ত্রী গুহ্যরূপা গুণোত্তরা

রত্নমালা, রত্নগর্ভা, পুষ্টি, বিশ্বপ্রমাথিনী, পদ্মাননা, পদ্মনিভা, নিত্যতুষ্টা, অমৃতোদ্ভবা, ধুন্বতী, দুষ্প্রকম্প্যা, সূর্য্যমাতা, দৃষদ্বতী, মহেন্দ্রভগিনী, সৌম্যা, বরেণ্যা, বরদায়িকা, কল্যাণী, কমলাবাসা, পঞ্চচূড়া, বরপ্রদা, বাচ্যা, অমরেশ্বরী, বন্দ্যা, দুর্জ্জয়া, দুরতিক্রমা, কালরাত্রি, মহাবেগা, বীরভদ্রপ্রিয়া, হিতা, ভদ্রকালী, জগন্মাতা, ভক্তমঙ্গলদায়িনী, করালা, পিঙ্গলাকারা, কামভেদা, মহাম্বনা, যশস্বিনী, যশোদা, ষড়ধ্বপরিবর্ত্তিকা, শঙ্খিনী, পদ্মিনী, সাংখ্যা, সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তিকা, চৈত্রা, সংবৎসরারূঢ়া, জগৎসম্পূরণী, ইন্দ্রজা, শুম্ভারি, খেচরী, স্বস্থা, কম্বুগ্রীবা, কলিপ্রিয়া, খগধ্বজা, খগারূঢ়া, বারাহী, পূগমালিনী, ঐশ্বর্য্যপদ্মনিলয়া, বিরক্তা, গরুড়াসনা, জয়ন্তী, হৃদ্গুহাগম্যা, শঙ্করেষ্টগণাগ্রণী, সঙ্কল্পসিদ্ধা, সাম্যস্থা, সর্ব্ববিজ্ঞানদায়িনী, কলিকল্কবিহন্ত্রী, গুহ্যোপনিষদুত্তমা, নিষ্ঠা, দৃষ্টি, স্মৃতি, ব্যাপ্তি, পুষ্টি, তুষ্টি, ক্রিয়াবতী, বিশ্বামরেশ্বরেশানা, ভুক্তি, মুক্তি, শিবা, অমৃতা।১৪১-১৫০। লোহিতা, সর্পমালা, ভীষণী, নরমালিনী, অনন্তশয়না, অনন্তা, নরনারায়ণোদ্ভবা, নৃসিংহী, দৈত্যমথনী, শঙ্খচক্রগদাধরা, সঙ্কর্ষণ-সমুৎপত্তি, অম্বিকা, পাদসংশ্রয়া, মহাজ্বালা, মহাভূতি, সুমূর্ত্তি, সর্ব্বকামধুক্, সুপ্রভা, সুস্তনী, সৌরী, ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদা, ভ্রূমধ্যনিলয়া, পূর্ব্বা, পুরাণপুরুষারণি, মহাবিভূতিদা, মধ্যা, সরোজনয়না, সমা, অষ্টাদশভুজা, অনাদ্যা, নীলোৎপলদলপ্রভা, সর্ব্বশক্ত্যাসনারূঢ়া, ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জ্জিতা, বৈরাগ্যজ্ঞাননিরতা, নিরালোকা, নিরিন্দ্রিয়া, বিচিত্রগহনাধারা, শাশ্বতস্থানবাসিনী, স্থানেশ্বরী, নিরানন্দা, ত্রিশূলবরধারিণী, অশেষদেবতামূর্ত্তি, দেবতাবরদেবতা গণাম্বিকা, গিরিপুত্রী, নিশুম্ভবিনিপাতিনী, অবর্ণা, বর্ণরহিতা, ত্রিবর্ণা, জীবসম্ভবা, অনন্তবর্ণা, অনন্যস্থা, শাঙ্করী, শান্তমানসা; অগোত্রা, গোমতী, গোপ্ত্রী, গুহ্যরূপা, গুণোত্তরা, গো, গীঃ,

গোগীর্গব্যপ্রিয়া গৌণী গণেশ্বরনমস্কৃতা।
সত্যভামা সত্যসন্ধা ত্রিসন্ধ্যা সন্ধিবর্জ্জিতা ॥১৬০
সর্ব্ববাদাশ্রয়া সংখ্যা সাংখ্যযোগসমুদ্ভবা।
অসংখ্যেয়াপ্রমেয়াখ্যা শূন্যা শুদ্ধকুলোদ্ভবা ॥১৬১
বিন্দুনাদসমুৎপত্তিঃ শম্ভুবাসা শশিপ্রভা।
পিশঙ্গা ভেদরহিতা মনোজ্ঞা মধুসূদনী ॥ ১৬২
মহাশ্রীঃ শ্রীসমুৎপত্তিস্তমঃপারে প্রতিষ্ঠিতা।
ত্রিতত্ত্বমাতা ত্রিবিধা সুসূক্ষ্মপদসংশ্রয়া ॥ ১৬৩
শান্ত্যতীতা মলাতীতা নির্ব্বিকারা নিরাশ্রয়া।
শিবাখ্যা চিত্তনিলয়া শিবজ্ঞানস্বরূপিণী ॥১৬৪
দৈত্যদানবনির্ম্মথ্নী কাশ্যপী কালকর্ণিকা।
শাস্ত্রযোনিঃ ক্রিয়ামূর্ত্তিশ্চতুর্বর্গপ্রদর্শিকা ॥ ১৬৫
নারায়ণী নরোদ্ভূতিঃ কৌমুদী লিঙ্গধারিণী।
কামুকী কলিতাভাবা পরাবরবিভূতিদা ॥ ১৬৬
পরার্দ্ধজাতমহিমা বড়বা বামলোচনা।
সুভদ্রা দেবকী সীতা বেদবেদাঙ্গপারগা ॥১৬৭
মনস্বিনী মন্যুমাতা মহামন্যুসমুদ্ভবা।
অমৃত্যুরমৃতাস্বাদা পুরুহূতা পুরুষ্টুতা ॥ ১৬৮
অশোচ্যা ভিন্নবিষয়া হিরণ্যরজতপ্রিয়া।
হিরণ্যরজনী হৈমী হেমাভরণভূষিতা ॥ ১৬৯
বিভ্রাজমানা দুর্জ্ঞেয়া জ্যোতিষ্টোমফলপ্রদা।
মহানিদ্রাসমুদ্ভূতিরনিদ্রা সত্যদেবতা ॥ ১৭০
দীর্ঘা ককুদ্মিনী হৃদ্যা শান্তিদা শান্তিবর্দ্ধিনী।
লক্ষ্ম্যাদিশক্তিজননী শক্তিচক্রপ্রবর্ত্তিকা ॥ ১৭১
ত্রিশক্তিজননী জন্যা ষড়ূর্ম্মিপরিবর্জ্জিতা।
সুধামা কর্ম্মকরণী যুগান্তদহনাত্মিকা ॥ ১৭২
সঙ্কর্ষণী জগদ্ধাত্রী কামযোনিঃ কিরীটিনী।
ঐন্দ্রী ত্রৈলোক্যনমিতা বৈষ্ণবী পরমেশ্বরী ॥১৭৩
প্রদ্যুম্নদয়িতা দাত্রী যুগ্মদৃষ্টিস্ত্রিলোচনা।
মদোৎকটা হংসগতিঃ প্রচণ্ডা চণ্ডবিক্রমা ॥১৭৪
বৃষাবেশা বিয়ন্মাত্রা বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসিনী।
হিমবন্মেরুনিলয়া কৈলাসগিরিবাসিনী ॥ ১৭৫
চাণূরহন্তৃতনয়া নীতিজ্ঞা কামরূপিণী।
বেদবেদ্যা ব্রতস্নাতা ব্রহ্মশৈলনিবাসিনী ॥১৭৬
বীরভদ্রপ্রজা বীরা মহাকামসমুদ্ভবা।
বিদ্যাধরপ্রিয়া সিদ্ধা বিদ্যাধরনিরাকৃতিঃ ॥ ১৭৭
আপ্যায়নী হরন্তী চ পাবনী পোষণী কলা।
মাতৃকা মন্মথোদ্ভূতা বারিজা বাহনপ্রিয়া ॥১৭৮

গব্যপ্রিয়া, গৌণী, গণেশ্বরনমস্কৃতা, সত্যভামা, সত্যসন্ধা, ত্রিসন্ধ্যা, সন্ধিবর্জ্জিতা ।১৫১—১৬০। সর্ব্ববাদাশ্রয়া, সংখ্যা, সাংখ্যযোগসমুদ্ভবা, অসংখ্যেয়া, অপ্রমেয়াখ্যা, শূন্যা, শুদ্ধকুলোদ্ভবা, বিন্দুনাদসমুৎপত্তি, শম্ভুবাসা, শশিপ্রভা, পিশঙ্গা, ভেদরহিতা, মনোজ্ঞা, মধুসূদনী, মহাশ্রী, শ্রীসমুৎপত্তি, তমঃপারে প্রতিষ্ঠিতা, ত্রিতত্ত্বমাতা, ত্রিবিধা, সুসূক্ষ্মপদসংশ্রয়া, শান্ত্যতীতা, মলাতীতা, নির্ব্বিকারা, নিরাশ্রয়া, শিবাখ্যা, চিত্তনিলয়া, শিবজ্ঞানস্বরূপিণী, দৈত্যদানবনির্ম্মথ্নী, কাশ্যপী, কালকর্ণিকা, শাস্ত্রযোনি, ক্রিয়ামূর্ত্তি, চতুর্ব্বর্গপ্রদর্শিকা, নারায়ণী, নরোদ্ভূতি, কৌমুদী, লিঙ্গধারিণী, কামুকী, কলিতা, ভাবা, পরাবরবিভূতিদা, পরার্দ্ধজাতমহিমা, বড়বা, বামলোচনা, সুভদ্রা, দেবকী, সীতা, বেদবেদাঙ্গপারগা, মনস্বিনী, মন্যুমাতা, মহামন্যুসমুদ্ভবা, অমৃত্যু, অমৃতাস্বাদা, পুরুহূতা, পুরুষ্টুতা, অশোচ্যা, ভিন্নবিষয়া, হিরণ্যরজত-প্রিয়া, হিরণ্যরজনী, হৈমী, হেমাভরণভূষিতা, বিভ্রাজমানা, দুর্জ্ঞেয়া, জ্যোতিষ্টোমফলপ্রদা, মহানিদ্রাসমুদ্ভূতি, অনিদ্রা, সত্যদেবতা ।১৬১ – ১৭০। দীর্ঘা, ককুদ্মিনী, হৃদ্যা, শান্তিদা, শান্তিবর্দ্ধিনী, লক্ষ্ম্যাদিশক্তিজননী, শক্তিচক্রপ্রবর্ত্তিকা, ত্রিশক্তিজননী, জন্যা, ষড়ূর্ম্মিপরিবর্জ্জিতা, সুধামা, কর্ম্মকরণী, যুগান্তদহনাত্মিকা, সঙ্কর্ষণী, জগদ্ধাত্রী, কামযোনি, কিরীটিনী, ঐন্দ্রী, ত্রৈলোক্যনমিতা, বৈষ্ণবী, পরমেশ্বরী, প্রদ্যুম্নদয়িতা, দাত্রী, যুগ্মদৃষ্টি, ত্রিলোচনা, মদোৎকটা, হংসগতি, প্রচণ্ডা, চণ্ডবিক্রমা, বৃষাবেশা, বিয়ন্মাত্রা, বিন্ধ্যপর্ব্বত-বাসিনী, হিমবন্মেরুনিলয়া, কৈলাসগিরি-বাসিনী, চাণূরহন্তৃতনয়া, নীতিজ্ঞা, কামরূপিণী, বেদবেদ্যা, ব্রতস্নাতা, ব্রহ্মশৈলনিবাসিনী, বীরভদ্রপ্রজা, বীরা, মহাকামসমুদ্ভবা, বিদ্যাধর-প্রিয়া, সিদ্ধা, বিদ্যাধরনিরাকৃতি, আপ্যায়নী, হরন্তী, পাবনী পোষণী কলা, মাতৃকা, মন্মথো-

করীষিণী সুধা বাণী বীণাবাদনতৎপরা।
সেবিতা সেবিকা সেব্যা সিনীবালীগরুত্মতী।
অরুন্ধতী হিরণ্যাক্ষী মৃগাক্ষী মানদায়িনী।
বসুপ্রদা বসুমতী বসোর্দ্ধারা বসুন্ধরা। ১৮০
ধারাধারা বরারোহা চরাচরসহস্রদা।
শ্রীকরা শ্রীমতী শ্রীশা শ্রীনিবাসা শিবপ্রিয়া।
শ্রীধরা শ্রীকরী কল্যা শ্রীধরার্দ্ধশরীরিণী।
অনন্তদৃষ্টিরক্ষুদ্রা ধাত্রীশা ধনদপ্রিয়া। ১৮১
নিহন্ত্রী দৈত্যসঙ্ঘানাং সিংহিকা সিংহবাহনা।
সুবর্চ্চলা চ সুশ্রোণী সুকীর্ত্তিশ্ছিন্নসংশয়া। ১৮৩
রসজ্ঞা রসদা রামা লেলিহানামৃতস্রবা।
নিত্যোদিতা স্বয়ংজ্যোতিরুৎসুকা মৃতজীবনী।
বজ্রতুণ্ডা বজ্রজিহ্বা বৈদেহী বজ্রবিগ্রহা।
মঙ্গল্যা মঙ্গলা মালা নির্ম্মলা মলহারিণী। ১৮৫
গান্ধর্ব্বী গারুড়ী চান্দ্রী কম্বলাশ্বতরপ্রিয়া।
সৌদামিনী জনানন্দা ভ্রুকুটীকুটিলাননা। ১৮৬
কর্ণিকারকরা কক্ষ্যা কংসপ্রাণাপহারিণী।
যুগন্ধরা যুগাবর্ত্তা ত্রিসন্ধ্যা হর্ষবর্দ্ধনী। ১৮৭
প্রত্যক্ষদেবতা দিব্যা দিব্যগন্ধাধিবাসনা।
শক্রাসনগতা শাক্রী সাধ্যা চারুশরাসনা। ১৮৮
ইষ্টা বিশিষ্টা শিষ্টেষ্টা শিষ্টাশিষ্টপ্রপূজিতা।
শতরূপা শতাবর্ত্তা বিনতা সুরভিঃ সুরা। ১৮৯
সুরেন্দ্রমাতা সুদ্যুম্না সুষুম্না সূর্য্যসংস্থিতা।
সমীক্ষা সৎপ্রতিষ্ঠা চ নিবৃত্তিজ্ঞানপারগা। ১৯০
ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলা ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মবাহনা।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিনির্ম্মাত্রী ধার্ম্মিকাণাং শিবপ্রদা। ১৯১
ধর্ম্মশক্তির্ধর্ম্মময়ী বিধর্ম্মা বিশ্বধর্ম্মিণী।
ধর্ম্মান্তরা ধর্ম্মময়ী ধর্ম্মপূর্ব্বা ধনাবহা। ১৯২
ধর্ম্মোপদেষ্ট্রী ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মগম্যা ধরাধরা।
কপালীশা কলামূর্ত্তিঃ কালাকলিতবিগ্রহা। ১৯
সর্ব্বশক্তিবিনির্ম্মুক্তা সর্ব্বশক্ত্যাশ্রয়াশ্রয়া।
সর্ব্বা সর্ব্বেশ্বরী সূক্ষ্মা সূক্ষ্মজ্ঞানস্বরূপিণী। ১৯৪
প্রধানপুরুষেশেশা মহাদেবৈকসাক্ষিণী।
সদাশিবা বিয়ন্মূর্ত্তির্ব্বেদমূর্ত্তিরমূর্ত্তিকা। ১৯৫
এবং নাম্নাং সহস্রেণ স্তুত্বাসৌ হিমবান্ গিরিঃ।
ভূয়ঃ প্রণম্য ভীতাত্মা প্রোবাচেদং কৃতাঞ্জলিঃ।
যদেতদৈশ্বরং রূপং ঘোরং তে পরমেশ্বরি।

ভূতা, বারিজা বাহনপ্রিয়া, করীষিণী, সুধা, বাণী, বীণাবাদনতৎপরা, সেবিতা, সেবিকা, সেব্যা, সিনীবালী, গরুত্মতী, অরুন্ধতী, হিরণ্যাক্ষী, মৃগাক্ষী, মানদায়িনী, বসুপ্রদা, বসুমতী, বসুধারা, বসুন্ধরা। ১৭১—১৮০। ধারাধারা, বরারোহা, চরাচরসহস্রদা, শ্রীকলা, শ্রীমতী, শ্রীশা, শ্রীনিবাসা, শিবপ্রিয়া, শ্রীধরী, শ্রীকরী, কল্যা, শ্রীধরার্দ্ধশরীরিণী, অনন্তদৃষ্টি, অক্ষুদ্রা, ধাত্রীশা, ধনদপ্রিয়া, দৈত্যসমূহনিহন্ত্রী, সিংহিকা, সিংহবাহনা, সুবর্চ্চলা, সুশ্রোণী, সুকীর্ত্তি, ছিন্নসংশয়া, রসজ্ঞা, রসদা, রামা, লেলিহানা, অমৃতস্রবা, নিত্যোদিতা, স্বয়ং-জ্যোতিঃ, উৎসুকা, মৃতজীবনী, বজ্রতুণ্ডা, বজ্র-জিহ্বা, বৈদেহী, বজ্রবিগ্রহা, মঙ্গল্যা, মঙ্গলা, মালা, নির্ম্মলা, মলহারিণী, গান্ধর্ব্বী, গারুড়ী, চান্দ্রী, কম্বলাশ্বতরপ্রিয়া, সৌদামিনী, জনানন্দা, ভ্রুকুটীকুটিলাননা, কর্ণিকারকরা, কক্ষ্যা, কংসপ্রাণাপহারিণী, যুগন্ধরা, যুগাবর্ত্তা, ত্রিসন্ধ্যা, হর্ষবর্দ্ধনী, প্রত্যক্ষদেবতা, দিব্যা, দিব্যগন্ধাধি-বাসনা, শক্রাসনগতা, শাক্রী, সাধ্যা, চারু-শরাসনা, ইষ্টা, বিশিষ্টা, শিষ্টেষ্টা, শিষ্টাশিষ্ট-প্রপূজিতা, শতরূপা, শতাবর্ত্তা, বিনতা, সুরভি, সুরা, সুরেন্দ্রমাতা, সুদ্যুম্না, সুষুম্না, সূর্য্য-সংস্থিতা, সমীক্ষা, সৎপ্রতিষ্ঠা, নিবৃত্তি, জ্ঞান-পারগা, ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলা, ধর্ম্মজ্ঞা, ধর্ম্মবাহনা, ধর্ম্মাধর্ম্মবিনির্ম্মাত্রী, ধার্ম্মিকমঙ্গলপ্রদা, ধর্ম্মময়ী, ধর্ম্মশক্তি, বিধর্ম্মা, বিশ্বধর্ম্মিণী, ধর্ম্মান্তরা, ধর্ম্ম-ময়ী, ধর্ম্মপূর্ব্বা, ধনাবহা, ধর্ম্মোপদেষ্ট্রী, ধর্ম্মাত্মা, ধর্ম্মগম্যা, ধরাধরা, কপালীশা, কলামূর্ত্তি, কালাকলিতবিগ্রহা, সর্ব্বশক্তিবিনির্ম্মুক্তা, সর্ব্ব-শক্ত্যাশ্রয়াশ্রয়া, সর্ব্বা, সর্ব্বেশ্বরী, সূক্ষ্মা, সূক্ষ্ম-জ্ঞানস্বরূপিণী, প্রধানপুরুষেশেশা, মহাদেবৈক-সাক্ষিণী, সদাশিবা, বিয়ন্মূর্ত্তি, বেদমূর্ত্তি, এবং অমূর্ত্তিকা। ১৮১—১৯৫। ভীতাত্মা হিমবান্ এই প্রকারে সহস্র নামদ্বারা স্তব করত পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলি-লেন,—হে পরমেশ্বরি! তোমার এই ভয়া-

ভীতোঽস্মি সাম্প্রতং দৃষ্ট্বা রূপমন্তৎ প্রদর্শয় ॥
এবমুক্তাথ সা দেবী তেন শৈলেন পার্ব্বতী ।
সংহৃত্য দর্শয়ামাস স্বং রূপমপরং পুনঃ ॥ ১৯৮
নীলোৎপলদলপ্রখ্যং নীলোৎপলসুগন্ধি চ ।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং সৌম্যং নীলালকাবিভূষিতম্ ॥
রক্তপাদাম্বুজতলং সুরক্তকরপল্লবম্ ।
শ্রীমদ্বিলাসসদ্বৃত্তং ললাটতিলকোজ্জ্বলম্ ॥ ১৯৯
ভূষিতং চারুসর্ব্বাঙ্গং ভূষণৈরতিকোমলম্ ।
দধানমুরসা মালাং বিশালাং হেমনির্ম্মিতাম্ ॥
ঈষৎস্মিতং সুবিম্বোষ্ঠং নূপুরারাবসংযুতম্ ।
প্রসন্নবদনং দিব্যমনন্তমহিমাস্পদম্ ॥ ২০২
তদীদৃশং সমালোক্য স্বরূপং শৈলসত্তমঃ ।
ভীতিং সন্ত্যজ্য হৃষ্টাত্মা বভাষে পরমেশ্বরীম্ ॥
হিমবানুবাচ ।
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ ।
যন্মে সাক্ষাৎ ত্বমব্যক্তা প্রপন্না দৃষ্টিগোচরম্ ॥

ত্বয়া সৃষ্টং জগৎ সর্ব্বং প্রধানাদ্যং ত্বয়ি স্থিতম্
ত্বয্যেব লীয়তে দেবি ত্বমেব পরমা গতিঃ ॥২০৬
বদন্তি কেচিৎ ত্বামেব প্রকৃতিং প্রকৃতেঃ পরাম্
অপরে পরমার্থজ্ঞাঃ শিবেতি শিবসংশ্রয়াৎ ॥
ত্বয়ি প্রধানং পুরুষো মহান্ ব্রহ্মা তথেশ্বরঃ ।
অবিদ্যা নিয়তির্মায়া কলাদ্যাঃ শতশোঽভবন্ ।
ত্বং হি সা পরমা শক্তিরনন্তা পরমেষ্ঠিনী ।
সর্ব্বভেদবিনির্ম্মুক্তা সর্ব্বভেদাশ্রয়াশ্রয়া ॥ ২০৮
ত্বামধিষ্ঠায় যোগেশি মহাদেবো মহেশ্বরঃ ।
প্রধানাদ্যং জগৎ সর্ব্বং করোতি বিকরোতি চ
ত্বয়ৈব সঙ্গতো দেবঃ স্বাত্মানন্দং সমশ্নুতে ।
ত্বমেব পরমানন্দস্ত্বমেবানন্দদায়িনী ॥ ২১০
ত্বমক্ষরং পরং ব্যোম মহজ্জ্যোতির্নিরঞ্জনম্ ।
শিবং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥২১১
ত্বং শক্রঃ সর্ব্বদেবানাং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদামসি ।

নক ঐশ্বর-রূপ দর্শন করিয়া আমি ভীত হইয়াছি ; এক্ষণে অন্য রূপ দর্শন করাও। হিমবান্ দেবী পার্ব্বতীকে এইরূপ বলিলে, পার্ব্বতী স্বীয় সেই ভয়ানক রূপ সংহরণ করিয়া হিমবান্‌কে অন্যমূর্ত্তি দেখাইলেন। উহা নীলোৎপল-দলসদৃশ, নীলোৎপল-সুগন্ধি, দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ, সুন্দর এবং কৃষ্ণবর্ণ অলকাদামে বিভূষিত। উহার পাদপদ্মের অধোভাগ রক্তবর্ণ, হস্ত রক্তবর্ণ, শোভা বিলাসময়ী ও ললাট-তিলকদ্বারা উজ্জ্বল। বিবিধ ভূষণদ্বারা তাঁহার সেই অতি কোমল ও মনোহর সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত ; তিনি বক্ষঃস্থলে অতি বিশালা কনকমালা ধারণ করিতেছেন ; তাঁহার ঈষৎ হাস্যযুক্ত, সুন্দর-বিম্বফল-সদৃশ ওষ্ঠ এবং শ্রীপাদপদ্মে নূপুর শব্দায়মান। তিনি প্রসন্নবদন। তাঁহার সেই রূপ স্বর্গীয় ও অনন্ত মহিমার আস্পদ। শৈলরাজ তাঁহার এবম্বিধ রূপ দর্শন করিয়া ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক হৃষ্টাত্মা হইয়া পরমেশ্বরীকে বলিলেন,—অদ্য আমার জন্ম ও তপস্যা সফল হইল, যেহেতু তুমি অব্যক্তা হইয়াও সাক্ষাৎরূপে আমার দৃষ্টিগোচর হইলে। তুমি সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছ, প্রধানাদি (প্রকৃতি প্রভৃতি) তোমাতেই স্থিত, তোমাতেই সমস্ত জগৎ লীন হয় এবং হে দেবি ! তুমিই শ্রেষ্ঠগতি। কেহ কেহ তোমাকে প্রকৃতি বলিয়া থাকেন, কেহ বা তোমাকে প্রকৃতির পরিবর্ত্তিনী বলিয়া থাকেন এবং অপর পরমার্থজ্ঞগণ শিবসংশ্রয়-হেতু তোমাকে শিবা বলিয়া থাকেন। প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, ব্রহ্মা, ঈশ্বর, অবিদ্যা, নিয়তি, (অদৃষ্ট), মায়া ও কলা আদি শত শত পদার্থ তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তুমিই সেই পরমা শক্তি, অনন্তা পরমেষ্ঠিনী, সর্ব্বভেদরহিতা ও সর্ব্বভেদাশ্রয়ের আশ্রয়। যোগেশ মহাদেব তোমাতেই অধিষ্ঠান করিয়া এই সমস্ত জগৎ সৃজন ও সমস্ত জগতের নাশ করিতেছেন। তোমার সহিত যুক্ত হইয়াই মহাদেব স্বকীয় আত্মানন্দ অনুভব করিতেছেন, তুমিই পরম আনন্দস্বরূপা এবং আনন্দদায়িনী। ১৯৬—২১০। তুমি অক্ষর, মহাকাশ, মহাজ্যোতিঃস্বরূপ, নিরঞ্জন, মঙ্গলময়, সর্ব্বপদার্থে স্থিত, সূক্ষ্ম ও সনাতন পরম ব্রহ্মস্বরূপ। তুমিই দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র,

বায়ুর্বলবতাং দেবি যোগিনাং ত্বং কুমারকঃ ॥২১২
ঋষীণাঞ্চ বসিষ্ঠস্ত্বং ব্যাসো বেদবিদামসি।
সাংখ্যানাং কপিলো দেবো রুদ্রাণামসি শঙ্করঃ
আদিত্যানামুপেন্দ্রস্ত্বং বসূনাঞ্চৈব পাবকঃ।
বেদানাং সামবেদস্ত্বং গায়ত্রী ছন্দসামসি ॥২১৪
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং গতীনাং পরমা গতিঃ।
মায়া ত্বং সর্ব্বশক্তীনাং কালঃ কলয়তামসি॥ ২১৫
ওঙ্কারঃ সর্ব্বগুহ্যানাং বর্ণানাঞ্চ দ্বিজোত্তমঃ।
আশ্রমাণাং গৃহস্থত্বমীশ্বরাণাং মহেশ্বরঃ ॥ ২১৬
পুংসাং ত্বমেকঃ পুরুষঃ সর্ব্বভূতহৃদি স্থিতঃ।
সর্ব্বোপনিষদাং দেবি গুহ্যোপনিষদুচ্যসে ॥২১৭
ঈশানশ্চাসি কল্পানাং যুগানাং কৃতমেব চ।
আদিত্যঃ সর্ব্বমার্গাণাং বাচাং দেবী সরস্বতী।
ত্বং লক্ষ্মীশ্চারুরূপাণাং বিষ্ণুর্মায়াবিনামসি।
অরুন্ধতী সতীনাং ত্বং সুপর্ণঃ পততামসি ॥ ২১৯
সূক্তানাং পৌরুষং সূক্তং সাম জ্যেষ্ঠঞ্চ সামসু
সাবিত্রী চাসি জপ্যানাং যজুষাং শতরুদ্রিয়ম্ ॥
পর্ব্বতানাং মহামেরুরনন্তো ভোগিনামসি।
সর্ব্বেষাং ত্বং পরং ব্রহ্ম ত্বন্ময়ং সর্ব্বমেব হি ॥২২১

রূপং তবাশেষবিকারহীন-
মগোচরং নির্ম্মলমেকরূপম্।
অনাদিমধ্যান্তমনন্তমাদ্যং
নমামি সত্যং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ২২২
যদেব পশ্যন্তি জগৎপ্রসূতিং
বেদান্তবিজ্ঞানবিনিশ্চিতার্থাঃ।
আনন্দমাত্রং প্রণবাভিধানং
তদেব রূপং শরণং প্রপদ্যে ॥ ২২৩
অশেষভূতান্তরসন্নিবিষ্টং
প্রধানপুংযোগবিয়োগহেতুম্।
তেজোময়ং জন্মবিনাশহীনং
প্রাণাভিধানং প্রণতো হস্মি রূপম্ ॥২২৪
আদ্যন্তহীনং জগদাত্মরূপং
বিভিন্নসংস্থং প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ।
কূটস্থমব্যক্তবপুস্তথৈব
নমামি রূপং পুরুষাভিধানম্ ॥ ২২৫

ব্রহ্মবিদগণের ব্রহ্মা, বলবানের মধ্যে বায়ু, যোগিগণের মধ্যে কুমার (সনৎকুমার), ঋষিগণের মধ্যে বশিষ্ঠ, বেদবিদগণের মধ্যে বেদব্যাস, সাংখ্যবেত্তাদিগের মধ্যে কপিল, রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর, আদিত্যের মধ্যে উপেন্দ্র, বসুগণের মধ্যে অগ্নি, বেদের মধ্যে সামবেদ ও ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী। হে দেবি! তুমিই বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা, গতির মধ্যে মোক্ষ, সর্ব্বশক্তির মধ্যে মায়া, বিনাশকের মধ্যে কাল, সকল গুহ্যপদার্থের মধ্যে ওঙ্কার, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য ও ঈশ্বরের মধ্যে মহেশ্বর। তুমিই পুরুষের মধ্যে সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়স্থিত অদ্বিতীয় পুরুষ এবং সকল উপনিষদের মধ্যে গুহ্য উপনিষদ বলিয়া কথিত। কল্পের মধ্যে তুমি ঈশানকল্প, যুগের মধ্যে সত্যযুগ, যাবতীয় মার্গের মধ্যে আদিত্য ও বাক্যের মধ্যে সরস্বতী। সুন্দর রূপের মধ্যে তুমিই লক্ষ্মী, মায়াবীর মধ্যে বিষ্ণু, সতীর মধ্যে অরুন্ধতী, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, সূক্তের মধ্যে পুরুষসূক্ত ও সামের মধ্যে তুমি জ্যেষ্ঠ সাম। জপ্যের মধ্যে তুমি সাবিত্রী এবং যজুর মধ্যে শতরুদ্রিয়। হে দেবি! পর্ব্বতের মধ্যে তুমি মহামেরু, সর্পের মধ্যে অনন্ত এবং সকল পদার্থের মধ্যে তুমিই ব্রহ্মস্বরূপ; অতএব অধিক আর কি বলিব, সমস্ত পদার্থই ত্বন্ময়। ২১১—২২১।

যাহা নির্ব্বিকার অগোচর (দর্শনাদির অবিষয়) নির্ম্মল অদ্বিতীয়, বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্য-রহিত, অনন্ত, আদিভূত ও তমঃপরবর্ত্তী; এতাদৃশ ত্বদীয় রূপকে নমস্কার করি। বৈদান্তিকগণ যাঁহাকে জগৎপ্রসূতি বলিয়া জানেন, সেই আনন্দময়, প্রণবাভিধান রূপের শরণাপন্ন হই। সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যস্থিত, প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ-বিয়োগের জনক, তেজোময়, জন্ম-বিনাশ-রহিত ও প্রণবাত্মক রূপকে নমস্কার করি। আদি-অন্তরহিত, জগদাত্মস্বরূপ, ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংস্থিত, প্রকৃতির পরবর্ত্তী, কূটস্থ অব্যক্তশরীর ও পুরুষাভিধান রূপকে নমস্কার।

সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্বজগদ্বিধানং
সর্ব্বত্রগং জন্ম-বিনাশহেতুম্।
সূক্ষ্মং বিচিত্রং ত্রিগুণং প্রধানং
নতোঽস্মি তে রূপমরূপভেদম্॥ ২২৬
আদ্যং মহান্তং পুরুষাভিধানং
প্রকৃত্যবস্থং ত্রিগুণাত্মবীজম্।
ঐশ্বর্য্যবিজ্ঞানবিরাগধর্ম্মৈঃ
সমন্বিতং দেবি নতোঽস্মি রূপম্॥ ২২৭
দ্বিসপ্তলোকাত্মকমম্বুসংস্থং
বিচিত্রভেদং পুরুষৈকনাথম্।
অনেকভেদৈরধিবাসিতং তে
নতোঽস্মি রূপং জগদণ্ডসংজ্ঞম্॥ ২২৮
অশেষবেদাত্মকমেকমাদ্যং
স্বতেজসা পূরিতলোকভেদম্।
ত্রিকালহেতুং পরমেষ্ঠিসংজ্ঞং
নমামি রূপং রবিমণ্ডলস্থম্॥ ২২৯
সহস্রমূর্দ্ধানমনন্তশক্তিং
সহস্রবাহুং পুরুষং পুরাণম্।
শয়ানমন্তঃসলিলে তথৈব
নারায়ণাখ্যং প্রণতোঽস্মি রূপম্॥ ২৩০

দংষ্ট্রাকরালং ত্রিদশাভিবন্দ্যং
যুগান্তকালানলকল্পরূপম্।
অশেষভূতাণ্ডবিনাশহেতুং
নমামি রূপং তব কালসংজ্ঞম্॥ ২৩১
ফণাসহস্রেণ বিরাজমানং
ভোগীন্দ্রমুখ্যৈরপি পূজ্যমানম্।
জনার্দ্দনারূঢ়তনুং প্রসুপ্তং
নতোঽস্মি রূপং তব শেষসংজ্ঞম্॥ ২৩২
অব্যাহতৈশ্বর্য্যমযুগ্মনেত্রং
ব্রহ্মামৃতানন্দরসজ্ঞমেকম্।
যুগান্তশেষং দিবি নৃত্যমানং
নতোঽস্মি রূপং তব রুদ্রসংজ্ঞম্॥ ২৩৩
প্রহীণশোকং প্রবিহীনরূপং
সুরাসুরৈরর্চ্চিতপাদপদ্মম্।
সুকোমলং দেবি বিভাসি শুভ্রং
নমামি তে রূপমিদং ভবানি॥ ২৩৪
নমস্তেঽস্তু মহাদেবি নমস্তে পরমেশ্বরি।
নমো ভগবতীশানি শিবায়ৈ তে নমো নমঃ॥
ত্বন্ময়োঽহং ত্বদাধারস্ত্বমেব চ গতির্মম।

করি। যাহা সকলের আশ্রয়, সকল জগতের বিধায়ক, সর্ব্বত্রগামী, উৎপত্তি ও বিনাশের হেতু, সূক্ষ্ম, বিচিত্র, ত্রিগুণময় ও প্রধান; সেই রূপভেদবির্হিত ত্বদীয় রূপকে নমস্কার করি। যাহা আদিভূত, মহত্তত্ত্ব, পুরুষাভিধ, প্রকৃত্যবস্থ, সত্ত্বরজস্তমোগুণের কারণ এবং ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ধর্ম্মসমাযুক্ত; এতাদৃশ ত্বদীয় রূপকে নমস্কার করি। যে ত্বদীয় রূপ—চতুর্দ্দশভুবনাত্মক, প্রলয়বারিগত, বিচিত্রভেদ, পরমপুরুষযুক্ত ও অনেকভেদযুক্ত; ব্রহ্মাণ্ডনামক সেই রূপকে নমস্কার করি। অশেষবেদমূর্ত্তি, অদ্বিতীয়, আদিভূত, স্বীয়তেজদ্বারা পরিপূরিতলোকভেদ, ভূতভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের কারণ, রবিমণ্ডল-সংস্থিত ও পরমেষ্ঠিসংজ্ঞক সেই তোমার রূপকে নমস্কার করি। যাহা সহস্রমস্তক, অনন্তশক্তি, সহস্রবাহু, আদিপুরুষ ও সলিলমধ্যে শয়ান; এতাদৃশ নারায়ণাখ্য রূপকে নমস্কার করি। ২২২—২৩০। দেবতাগণকর্ত্তৃক পূজিত, দংষ্ট্রাকরাল, প্রলয়কালীন অনলস্বরূপ, অশেষব্রহ্মাণ্ড-বিনাশকারণ কালসংজ্ঞক তোমার রূপকে প্রণাম করি। যাহা সহস্র ফণাদ্বারা শোভমান, ভোগীন্দ্রশ্রেষ্ঠগণকর্ত্তৃক পূজ্যমান, জনার্দ্দনকর্ত্তৃক আরূঢ়তনু ও নিদ্রিত, সেই শেষনামক তোমার রূপকে নমস্কার করি। যাহা অপ্রতিহত-ঐশ্বর্য্য, ত্রিনেত্র, ব্রহ্মামৃতরূপ আনন্দরসের বেদিতা, যুগান্তস্থায়ী ও স্বর্গে নৃত্যমান; তোমার সেই রুদ্রসংজ্ঞক রূপকে নমস্কার করি। হে দেবি! ভবানি! শোকবিহীন, রূপহীন, সুর ও অসুরগণকর্ত্তৃক পূজিতপাদপদ্ম, সুকোমল ও শুভ্ররূপে দীপ্তিশালী ত্বদীয় এই রূপকে নমস্কার করি। হে মহাদেবি! তোমাকে নমস্কার। হে পরমেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার। হে ভগবতি ঈশানি! তোমাকে নমস্কার। হে শিবে!

ত্বামেব শরণং যাস্যে প্রসীদ পরমেশ্বরি ॥ ২৩৬
ত্বয়া নাস্তি সমো লোকো দেবো বা
দানবোঽপি বা।
জগন্মাতৈব মৎপুত্রী সম্ভূতা তপসা যতঃ ॥২৩৭
এষা ভবাম্বিকা দেবি কিলাভূৎ পিতৃকন্যকা।
মেনাশেষজগন্মাতুরহো মে পুণ্যগৌরবম্ ॥২৩৮
পাহি মামমরেশানি মেনয়া সহ সর্ব্বদা।
নমামি তব পাদাব্জং ব্রজামি শরণং শিবাম্ ॥
অহো মে সুমহদ্ভাগ্যং মহাদেবীসমাগমাৎ।
আজ্ঞাপয় মহাদেবি কিং করিষ্যামি শঙ্করি ॥ ৪
এতাবদুক্ত্বা বচনং তদা হিমগিরীশ্বরঃ।
সম্প্রেক্ষমাণো গিরিজাং প্রাঞ্জলিঃ
পার্শ্বগোঽভবৎ ॥ ২৪১
অথ সা তস্য বচনং নিশম্য জগদ্ভাহরণিঃ।
সস্মিতং প্রাহ পিতরং স্মৃত্বা পশুপতিং পতিম্ ॥
শ্রীদেব্যুবাচ।
শৃণুষ চৈতৎ প্রথমং গুহ্যমীশ্বরগোচরম্।
উপদেশং গিরিশ্রেষ্ঠ সেবিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥
যন্মে সাক্ষাৎ পরং রূপমৈশ্বরং দৃষ্টমদ্ভুতম্।
সর্ব্বশক্তিসমাযুক্তমনন্তং প্রেরকং পরম্ ॥২৪৪
শান্তঃ সমাহিতমনা মানাহঙ্কারবর্জ্জিতঃ।
তন্নিষ্ঠস্তৎপরো ভূত্বা তদেব শরণং ব্রজ ॥২৪৫
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া তাত মদ্ভাবং পরমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বযজ্ঞতপোদানৈস্তদেবার্চ্চয় সর্ব্বদা ॥ ২৪৬
তদেব মনসা পশ্য তদ্ধ্যায়স্ব যজস্ব তৎ।
মমোপদেশাৎ সংসারং নাশয়ামি তবানঘ ॥
অহং ত্বাং পরয়া ভক্ত্যা ঐশ্বরং যোগমাশ্রিতম্।
সংসারসাগরাদস্মাদুদ্ধরাম্যচিরেণ তু ॥ ২৪৮
ধ্যানেন কর্ম্মযোগেন ভক্ত্যা জ্ঞানেন চৈব হি
প্রাপ্যাহং তে গিরিশ্রেষ্ঠ নান্যথা কর্ম্মকোটিভিঃ
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যক্ কর্ম্ম বর্ণাশ্রমাত্মকম্।
অধ্যাত্মজ্ঞানসহিতং মুক্তয়ে সততং কুরু ॥২৫০

তোমাকে নমস্কার। আমি ত্বন্ময়, তুমি আমার আধার-স্বরূপ; তুমিই আমার গতি, আমি তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি; হে পরমেশ্বরি! তুমি প্রসন্ন হও। জগতে আমার সমান দেবতা ও দানব কেহ নাই। যেহেতু তুমি জগন্মাতা হইয়াও তপস্যার ফলে আমার পুত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে দেবি! পিতৃকন্যকা মেনা, অশেষজগন্মাতা তোমার মাতা হইলেন, ইহার অধিক আমার পুণ্যগৌরব আর কি হইতে পারে? হে অমরেশানি! মেনার সহিত আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। আমি তোমার পাদপদ্মে নমস্কার করিতেছি ও তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। অহো আমার কি মহাভাগ্য! যেহেতু মহাদেবীর আগমন হইয়াছে। হে মহাদেবি! এক্ষণে আজ্ঞা করুন আমি কি করিব? ২৩১—২৪০। হিমগিরীশ্বর এই সকল কথা বলিয়া, গিরিজাকে দর্শন করত প্রাঞ্জলিপূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বগত হইলেন। জগদরণির দাবাগ্নি-স্বরূপ সেই দেবী হিমবানের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া স্বীয় পতি পশুপতিকে স্মরণপূর্ব্বক ঈষৎ হাসিয়া পিতা হিমবান্‌কে বলিলেন,—হে গিরিশ্রেষ্ঠ! ঈশ্বরগোচরকারী ব্রহ্মবিদ্‌গণকর্ত্তৃক সেবিত অতি গোপনীয় ও আদিভূত এই উপদেশ শ্রবণ কর। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সর্ব্বশক্তিসমাযুক্ত অনন্ত শ্রেষ্ঠ প্রেরক স্বরূপ আমার যে অত্যদ্ভুত ও শ্রেষ্ঠ ঐরূপ রূপ দর্শন করিয়াছ, তুমি শান্ত ও সমাহিত-চিত্তে মান-অহঙ্কারবর্জ্জিত তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ হইয়া সেই রূপেরই শরণাপন্ন হও। হে তাত! অনন্যা ভক্তিতে আমার শ্রেষ্ঠ ভাব আশ্রয় করত সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ যজ্ঞ তপস্যা ও দান দ্বারা সেই মূর্ত্তির ধ্যান কর. সেই মূর্ত্তির পূজা কর; তাহা হইলে হে অনঘ! আমি তোমার সংসারবন্ধন নাশ করিব। পরমভক্তি দ্বারা ঐশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইলে, তোমাকে আমি অবিলম্বে সংসাররূপ সাগর হইতে উদ্ধার করিব। হে গিরিশ্রেষ্ঠ! ধ্যান, কর্ম্মযোগ, ভক্তি ও জ্ঞান দ্বারাই তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে; অন্য কোটি কোটি কর্ম্ম দ্বারাও প্রাপ্ত হইবে না। সর্ব্বদা মুক্তির নিমিত্ত শ্রুতি এবং স্মৃতিবিহিত

ধর্ম্মাৎ সঞ্জায়তে ভক্তির্ভক্ত্যা সম্প্রাপ্যতে পরম্
শ্রুতিস্মৃতিভ্যামুদিতো ধর্ম্মো যজ্ঞাদিকো মতঃ।
নান্যতো জায়তে ধর্ম্মো বেদাদ্ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ
তস্মান্মুমুক্ষুর্ধর্ম্মার্থী মদ্রূপং বেদমাশ্রয়েৎ॥ ২৫২
মমৈবৈষা পরা শক্তির্বেদসংজ্ঞা পুরাতনী।
ঋগ্‌যজুঃসামরূপেণ সর্গাদৌ সম্প্রবর্ত্ততে॥ ২৫৩
তেষামেব চ গুপ্ত্যর্থং বেদানাং ভগবানজঃ।
ব্রাহ্মণাদীন্ সসর্জ্জাথ স্বে স্বে কর্ম্মণ্যযোজয়ৎ॥
যে ন কুর্ব্বন্তি তদ্ধর্ম্মং তদর্থং ব্রহ্মনির্ম্মিতম্।
তেষামধস্তান্নরকাংস্তামিস্রাদীনকল্পয়ৎ॥ ২৫৫
ন চ বেদাদৃতে কিঞ্চিচ্ছাস্ত্রং ধর্ম্মাভিধায়কম্।
যোঽন্যত্র রমতে সোঽসৌ ন সম্ভাষ্যো
দ্বিজাতিভিঃ॥ ২৫৬
যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি তু
শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী॥
কাপালং ভৈরবঞ্চৈব যামলং বামমার্হতম্।
কাপিলং পাঞ্চরাত্রঞ্চ ডামরং মোহনাত্মকম্।
এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু।
যে কুশাস্ত্রাভিযোগেন মোহয়ন্তীহ মানবান্।
ময়া সৃষ্টানি শাস্ত্রাণি মোহায়ৈষাং ভবান্তরে॥
বেদার্থবিত্তমৈঃ কার্য্যং যৎ স্মৃতং কর্ম্ম বৈদিকম্
তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বন্তি মৎপ্রিয়াস্তে হি যে নরাঃ
বর্ণানামনুকম্পার্থং মন্নিয়োগাদ্বিরাট্ স্বয়ম্।
স্বায়ম্ভুবো মনুর্ধর্ম্মান্ মুনীনাং পূর্ব্বমুক্তবান্॥২৬১
শ্রুত্বা চান্যেঽপি মুনয়স্তন্মুখাদ্ধর্ম্মমুত্তমম্।
চক্রুর্ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার্থং ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি॥ ২৬২
তেষু চান্তর্হিতেষ্বেবং যুগান্তেষু মহর্ষয়ঃ।
ব্রহ্মণো বচনাৎ তানি করিষ্যন্তি যুগে যুগে॥
অষ্টাদশ পুরাণানি ব্যাসেন কথিতানি তু।
নিয়োগাদ্‌ব্রহ্মণো রাজংস্তেষু ধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥

বর্ণাশ্রমাত্মক অধ্যাত্মজ্ঞানযুক্ত কর্ম্মসকল সম্যক্ রূপে আচরণ কর। ধর্ম্ম হইতে ভক্তি উৎপন্ন হয় ও ভক্তি হইতে পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হয়। ২৪১—২৫০। শ্রুতি-স্মৃতিতে যজ্ঞাদি কর্ম্মই ধর্ম্মজনক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অন্য কিছুতেই ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। যেহেতু বেদ হইতেই ধর্ম্ম প্রকাশিত। সুতরাং মুমুক্ষু ও ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিগণ মদ্রূপ বেদকেই যেন আশ্রয় করে। আমার এই শ্রেষ্ঠা শক্তিই বেদসংজ্ঞা ও পুরাতনী। ইহাই সৃষ্টির আদিতে ঋক্ যজু ও সামরূপে সম্প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই সকল বেদের রক্ষণের নিমিত্তই জন্মরহিত ভগবান্ ব্রাহ্মণাদিকে সৃষ্টি করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি বেদবিহিত সেই সকল ধর্ম্ম আচরণ না করে, তাহাদিগের জন্যই অতি অপকৃষ্ট তামিস্র প্রভৃতি নরক সকল সৃষ্ট হইয়াছে। বেদ ভিন্ন ধর্ম্মাভিধায়ক অন্য কিছু শাস্ত্রই নাই; এই শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য শাস্ত্রে রত হয়, সে ব্যক্তি দ্বিজাতিগণের সম্ভাষ্য নহে। এই জগতে শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ যে সকল বিবিধ শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল শাস্ত্রের নিষ্ঠা তামসী। কাপাল, ভৈরব, যামাল, বাম, আর্হত, কাপিল, পাঞ্চরাত্র, ডামর শাস্ত্রও মোহনাত্মক; এই সকল শাস্ত্র ও এবংবিধ অন্যান্য শাস্ত্র (অস্মদাদিগের) মোহনের নিমিত্ত। এই জগতে যে সকল ব্যক্তি কুশাস্ত্র যোগে মানবগণকে মোহিত করিয়া থাকে, আমার সৃষ্ট শাস্ত্র সংসারমধ্যে তাহাদিগের মোহের নিমিত্ত। শ্রেষ্ঠ বেদার্থজ্ঞগণ কর্ত্তৃক করণীয় যে সকল বৈদিককর্ম্ম কথিত হইয়াছে, যে সকল মানব অতিযত্নে তাহার আচরণ করিবে, তাহারাই আমার প্রিয়। ২৫১—২৬০। বিরাট্‌পুরুষ স্বয়ং স্বায়ম্ভুব মনু পূর্ব্বে আমার আদেশক্রমেই সকলবর্ণের হিতকামনায় মুনিগণ-সমীপে ধর্ম্মসকল বলিয়াছিলেন। অন্য মুনিগণ মনুর নিকট হইতে উত্তম ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বহুবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রলয়কালে সেই শাস্ত্রসকল অন্তর্হিত হইলে, মহর্ষিগণ ব্রহ্মার আদেশক্রমে যুগে যুগে সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই পুনঃ প্রণয়ন করিবেন। হে রাজন্! ব্রহ্মার নিয়োগহেতু বেদব্যাস অষ্টা-

অন্তান্যুপপুরাণানি তচ্ছিষ্যৈঃ কথিতানি তু।
যুগে যুগেহত্র সর্ব্বেষাং কর্ত্তা বৈ ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ ॥
শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দ এব চ।
জ্যোতিঃশাস্ত্রং স্যায়বিদ্যা সর্ব্বেষামুপবৃংহণম্ ॥২৬৬
এবং চতুর্দ্দশৈতানি তথা হি দ্বিজসত্তমাঃ।
চতুর্ব্বেদঃ সহোক্তানি ধর্ম্মো নান্যত্র বিদ্যতে ॥
এবং পৈতামহং ধর্ম্মং মনুব্যাসাদয়ঃ পরম্।
স্থাপয়ন্তি মমাদেশাদ্যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ২৬৮
ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরংপদম্ ॥২৬৯
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ধর্ম্মার্থং বেদমাশ্রয়েৎ।
ধর্ম্মেণ সহিতং জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম প্রকাশয়েৎ ॥
যে তু সঙ্গান্ পরিত্যজ্য মামেব শরণং গতাঃ
উপাসতে সদা ভক্ত্যা যোগমৈশ্বরমাস্থিতাঃ ॥
সর্ব্বভূতদয়াবন্তঃ শান্তা দান্তা বিমৎসরাঃ।

অমানিনো বুদ্ধিমন্তস্তাপসাঃ শংসিতব্রতাঃ ॥২৭২
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা মজ্জ্ঞানকথনে রতাঃ।
সন্ন্যাসিনো গৃহস্থাশ্চ বনস্থা ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ২৭৩
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং মায়াতত্ত্বং সমুত্থিতম্
নাশয়ামি তমঃ কৃৎস্নং জ্ঞানদীপেন মা চিরাৎ ॥
তে সুনির্দ্ধূতমসো জ্ঞানেনৈকেন মন্ময়াঃ।
সদানন্দাস্ত সংসারে ন জায়ন্তে পুনঃপুনঃ ॥ ২৭৫
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রকারেণ মদ্ভক্তো মৎপরায়ণঃ।
মামেবার্চ্চয় সর্ব্বত্র মনসা শরণং গতঃ ॥ ২৭৬
অশক্তো যদি মে ধ্যাতুমৈশ্বরং রূপমব্যয়ম্।
ততো মে পরমং রূপং কালাখ্যং শরণং ব্রজ ॥
যদ্যৎ স্বরূপং মে তাত মনসো গোচরং তব।
তন্নিষ্ঠস্তৎপরো ভূত্বা তদর্চ্চনপরো ভব ॥ ২৭৮
যত্তু মে নিষ্কলং রূপং চিন্মাত্রং কেবলং শিবম্।
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তমনন্তমমৃতং পরম্ ॥ ২৭৯
জ্ঞানেনৈকেন তল্লভ্যং ক্লেশেন পরমং পদম্।

দশ পুরাণ রচনা করিয়াছেন। সেই সকল পুরাণে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেদব্যাসের শিষ্যগণ অন্যান্য উপপুরাণ রচনা করিয়াছেন। এইরূপ যুগে যুগে ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তারা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিবেন। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিঃশাস্ত্র, ন্যায়বিদ্যা, সকল শাস্ত্রের উপবৃংহণ (অর্থাৎ মীমাংসা), (পূর্ব্বোক্ত পুরাণশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র) এবং চতুর্ব্বেদ; হে দ্বিজগণ! এই চতুর্দ্দশ শাস্ত্র কথিত হইয়াছে। এই সকল শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোথাও ধর্ম্ম নিরূপিত নাই। আমার আদেশক্রমে, মনু, ব্যাস প্রভৃতি মুনিগণ, পিতামহোক্ত উত্তম ধর্ম্ম মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত সংস্থাপন করিবেন ব্রহ্মার পরমায়ু শেষে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে, [illegible] কারী মুনিগণ ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে লীন হইবেন। সেই হেতু সর্ব্ববিধ যত্নদ্বারা ধর্ম্মের নিমিত্ত বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ধর্ম্মের সহিত জ্ঞানই পরম ব্রহ্মকে প্রকাশ করিয়া দেয়। ২৬১—২৭০। যে সকল ব্যক্তি সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হয়, ঐশ্বরযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বদা আমাকে

সদা করে, সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াবান্, শান্ত, দান্ত, মাৎসর্য্য-রহিত, জ্ঞানবান্, তপস্বী, আচরিতব্রত, মদ্গতচেতাঃ, মদ্গতপ্রাণ ও আমার জ্ঞানকথনে রত হয় এবং সন্ন্যাস গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত আমার উপাসনা করে,সেই নিত্য কর্ম্মাভিযুক্ত ব্যক্তিগণের ঘোর অন্ধকারস্বরূপ সমুত্থিত মায়াতত্ত্ব আমি জ্ঞানদীপদ্বারা অচির কালমধ্যে নাশ করিয়া থাকি। জ্ঞান দ্বারা মন্ময়, সদানন্দ, তমোগুণরহিত সেই সকল ব্যক্তি সংসারে পুনঃপুন জন্ম গ্রহণ করে না। অতএব তুমি সর্ব্বপ্রকারে মদ্ভক্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া আমার অর্চ্চ[illegible] শরণ পন্ন ও [illegible] এশ্বর-রূপ ধ্যান করিতে যদি অশক্ত হও, তাহা হইলে কালাখ্য পরমরূপের শরণাপন্ন হও। হে তাত! সেই হেতু যেরূপ তোমার মনোগোচর হয়, তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ হইয়া সেই রূপেরই অর্চ্চনা কর। নিষ্কল, চিন্মাত্র, একমাত্র মঙ্গলময়, সর্ব্বপ্রকার উপাধিশূন্য, অনন্ত, শ্রেষ্ঠ, অমৃতস্বরূপ, অদ্বিতীয় জ্ঞানমাত্র, অব্যয়

জ্ঞানমেব প্রপশ্যন্তো মামেব প্রবিশন্তি তে ॥২৮০
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ ॥ ২৮১
মামনাশ্রিত্য পরমং নির্ব্বাণমমলং পদম্।
প্রাপ্যতে ন হি রাজেন্দ্র ততো মাং শরণং ব্রজ
একত্বেন পৃথক্ত্বেন তথা চোভয়থাপি বা।
মামুপাস্য মহীপাল ততো যাস্যসি তৎ পদম্॥
মামনাশ্রিত্য তৎ তত্ত্বং স্বভাববিমলং শিবম্।
জ্ঞায়তে ন হি রাজেন্দ্র ততো মাং শরণং ব্রজ।
তস্মাৎ ত্বমক্ষরং রূপং নিত্যং বা রূপমৈশ্বরম্।
আরাধয় প্রযত্নেন ততো বন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ২৮৫
কর্ম্মণা মনসা বাচা শিবং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
সমারাধয় ভাবেন ততো যাস্য স তৎপদম্॥
ন বৈ পশ্যন্তি তৎ তত্ত্বং মোহিতা মম মায়য়া।
অনাদ্যনন্তং পরমং মহেশ্বরমজং শিবম্ ॥ ২৮৭
সর্ব্বভূতাত্মভূতস্থং সর্ব্বাধারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যানন্দং নিরাভাসং নির্গুণং তমসঃ পরম্।
অদ্বৈতমচলং ব্রহ্ম নিষ্কলং নিষ্প্রপঞ্চকম্।
স্বসংবেদ্যমবেদ্যং তৎ পরে ব্যোম্নি ব্যবস্থিতম্
সূক্ষ্মেণ তমসা নিত্যং বেষ্টিতা মম মায়য়া।
সংসারসাগরে ঘোরে জায়ন্তে চ পুনঃপুনঃ ॥২৯০
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া রাজন্ সম্যগ্‌জ্ঞানেন চৈব হি।
অন্বেষ্টব্যং হি তদ্ব্রহ্ম জন্মবন্ধনিবৃত্তয়ে ॥ ২৯১
অহঙ্কারঞ্চ মাৎসর্য্যং কামং ক্রোধংপরিগ্রহম্।
অধর্ম্মাভিনিবেশঞ্চ ত্যক্ত্বা বৈরাগ্যমাস্থিতঃ ॥
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
অবেক্ষ্য চাত্মনাত্মানং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৯৩
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা সর্ব্বভূতাভয়প্রদঃ।
ঐশ্বরীং পরমাং ভক্তিং বিন্দেতানন্যভাবিনীম্
বীক্ষ্যতে তৎ পরং তত্ত্বমৈশ্বরং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
সর্ব্বসংসারনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে ॥২৯৫

শুদ্ধ, মদীয় যে রূপ আছে, পরমপদস্বরূপ সেই রূপ, কেবল ক্লেশকর জ্ঞানদ্বারাই লভ্য, অন্যথা নহে। আত্মজ্ঞানদর্শী ব্যক্তিগণই আমাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ২৭১-২৮০। যাহারা তদ্বুদ্ধি, তদাত্মা, তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ, তাহারাই জ্ঞানদ্বারা পাপশূন্য হইয়া পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হয় না। হে রাজেন্দ্র! আমাকে আশ্রয় না করিলে শ্রেষ্ঠ নির্ম্মল নির্ব্বাণপদলাভ হয় না, সেই হেতু আমার শরণাপন্ন হও। হে মহীপাল! একত্ব বা পৃথক্ত্ব অথবা উভয়-রূপে আমাকে উপাসনা করিলে, সেই পরম পদ লাভ করিতে পারিবে। হে রাজেন্দ্র! আমাকে আশ্রয় না করিলে, সেই স্বভাব-বিমল পরমতত্ত্ব জানিতে পারা যায় না, সেই নিমিত্ত আমার শরণাগত হও যত্ন-পূর্ব্বক ব্রহ্মরূপের অথবা ঐশ্বররূপের আরাধনা কর। তাহা হইলে বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে সর্ব্বতোভাবে শিবের আরাধনা কর; তাহা হইলে শিবপদ পাইতে পারিবে। অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বভূতের আত্ম-রূপে অবস্থিত, সর্ব্বপদার্থের আধারস্বরূপ, নিরঞ্জন (স্বপ্রকাশ), নিত্যানন্দ, নিরাভাস, নির্গুণ, তমোগুণাতীত, অদ্বিতীয়, অচল, নিষ্কল, ব্রহ্মস্বরূপ, নিষ্প্রপঞ্চক, আত্মসংবেদ্য ও অবেদ্য এবং পরমাকাশে অবস্থিত, জন্মরহিত মঙ্গলময় মহাদেবকে আমারই মায়ায় মোহিত হইয়া মানবগণ দর্শন করিতে পারে না। মনুষ্যগণ আমার সূক্ষ্ম তমোরূপ মায়াদ্বারা বেষ্টিত হইয়া এই ভয়ানক সংসারসাগরে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।২৮১—২৯০ হে রাজন্! জন্মবন্ধন-নিবৃত্তির নিমিত্ত অনন্য ভক্তি ও সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা সেই ব্রহ্মকে অন্বেষণ করিবে। অহংকার, মাৎসর্য্য, কাম, ক্রোধ, প্রতিগ্রহ ও অধর্ম্মে মনোনিবেশ পরি-ত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সর্ব্ব-প্রাণীকে আপনার ন্যায় বিবেচনা করত আপনাকে সর্ব্বপ্রাণিস্বরূপ বিবেচনা এবং আত্মাদ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করিলে, ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মভূত, প্রসন্নাত্মা, সর্ব্বভূতের অভয়প্রদ হইলে, অনন্যভাবিনী ঈশ্বরসম্বন্ধীয় পরমভক্তি লাভ করা যায়, ঈশ্বরসম্বন্ধীয় নিরবয়ব ব্রহ্মস্বরূপ পরমতত্ত্ব দর্শন হয় এবং

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠেয়ং পরস্ত পরমং শিবঃ।
অনন্তশ্চাব্যয়শ্চৈকশ্চাত্মাধারো মহেশ্বরঃ ॥ ২৯৬
জ্ঞানেন কর্ম্মযোগেন ভক্ত্যা যোগেন বা নৃপ।
সর্ব্বসংসারমুক্ত্যর্থমীশ্বরং শরণং ব্রজ ॥ ২৯৭
এষ গুহ্যোপদেশস্তে ময়া দত্তো গিরীশ্বর।
অবীক্ষ্য চৈতদখিলং যথেষ্টং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২৯৮
অহং বৈ যাচিতা দেবৈঃ সঞ্জাতা পরমেশ্বরাৎ।
বিনিন্দ্য দক্ষং পিতরং মহেশ্বরবিনিন্দকম্ ॥ ২৯৯
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় তবারাধনকারণাৎ।
মেনাদেহসমুৎপন্না ত্বামেব পিতরং শ্রিতা ॥ ৩০০
স ত্বং নিয়োগাদ্দেবস্ত ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
প্রদাস্যসে মাং রুদ্রায় স্বয়ংবরসমাগমে ॥ ৩০১
তৎসম্বন্ধান্তরে রাজন্ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
ত্বাং নমস্যন্তি বৈ তাত প্রসীদতি চ শঙ্করঃ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মাং বিদ্ধীশ্বরগোচরাম্।
সম্পূজ্য দেবমীশানং শরণ্যং শরণং ব্রজ ॥৩০৩

স এবমুক্তো হিমবান্ দেবদেব্যা গিরীশ্বরঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবীং প্রাঞ্জলিঃ পুনরব্রবীৎ ॥৩০৪
বিস্তরেণ মহেশানি যোগং মাহেশ্বরং পরম্।
জ্ঞানং বৈ চাত্মনো যোগং সাধনানি প্রচক্ষ্ব মে
তস্মৈতৎ পরমং জ্ঞানমাত্মনো যোগমুত্তমম্।
যথাবদ্ব্যাজহারেশা সাধনানি চ বিস্তরাৎ ॥৩০৬
নিশম্য বদনাম্ভোজাদ্গিরীন্দ্রো লোকপূজিতঃ।
লোকমাতুঃ পরং মানংযোগাসক্তোঽভবৎ পুনঃ
প্রদদৌ চ মহেশায় পার্ব্বতীং ভাগ্যগৌরবাৎ।
নিয়োগাদ্ব্রহ্মণঃ সাধ্বীং দেবানাঞ্চৈব সন্নিধৌ
য ইমং পঠতেঽধ্যায়ং দেব্যা মাহাত্ম্যকীর্ত্তনম্।
শিবস্য সন্নিধৌ ভক্ত্যা শুচিস্তদ্ভাবভাবিতঃ ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দিব্যযোগসমন্বিতঃ।
উল্লঙ্ঘ্য ব্রহ্মণো লোকং দেব্যাঃ স্থানমবাপ্নুয়াৎ
যশ্চৈতৎ পঠতে স্তোত্রং ব্রাহ্মণানাং সমীপতঃ।
সমাহিতমনাঃ সোঽপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

সর্ব্বসংসারবিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরমব্রহ্মে অবস্থান করা যায়। অনন্ত, অব্যয়, অদ্বিতীয়, আত্মাধারস্বরূপ পরম মঙ্গলময় মহেশ্বরই পরমব্রহ্মের চরম নিষ্পত্তি। হে নৃপ! সর্ব্বসংসার-বিমুক্তির নিমিত্ত জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ বা ভক্তি-যোগ দ্বারা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। হে গিরীশ্বর! এই অতি গোপনীয় উপদেশ তোমাকে দান করিলাম, ইহা অণুবীক্ষণ (জ্ঞাননেত্রে দর্শন) করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় কর। আমি দেবতাগণ কর্ত্তৃক যাচিতা হইয়া পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, মহেশ্বর-বিনিন্দক পিতা দক্ষকে নিন্দা করিয়া ধর্ম্মের সংস্থাপন-জন্য ও তোমার আরাধনায় মেনার দেহে উৎপন্ন হইয়া, তোমাকে পিতৃরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। ২৯১—৩০০। তুমি পরমাত্মা ব্রহ্মার নিয়োগহেতু স্বয়ম্বর-স্থলে আমাকে রুদ্রোদ্দেশে দান করিও। বিবাহ-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে, সেই ইন্দ্রের সহিত দেবগণ তোমাকে নমস্কার করিবেন এবং শঙ্কর তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। অতএব সর্ব্বপ্রকার যত্নদ্বারা আমাকে ঈশ্বরগোচরা জানিবে, শরণ্য দেব ঈশানকে পূজা করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও! দেবী এইরূপ বলিলে, হিমবান্ মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পুনর্ব্বার বলিলেন,—হে মহেশদয়িতে! বিস্তারপূর্ব্বক মহেশ্বরসম্বন্ধীয় পরম আত্ম-জ্ঞানযোগ ও তাহার উপায় সকল আমাকে বলুন। সূত কহিলেন,—ইহা শুনিয়া দেবী পরমেশ্বরী তখন তাহাকে সেই পরম জ্ঞানময় উত্তম আত্মযোগ ও তাহার উপায় সকল বিস্তারপূর্ব্বক যথাযথ বলিলেন। লোকপূজিত গিরীন্দ্র লোকমাতার বদনপঙ্কজ হইতে পরম জ্ঞান শ্রবণ করিয়া যোগাসক্ত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যহেতুক ব্রহ্মার আদেশক্রমে দেবতাদিগের সন্নিধানে সাধ্বী পার্ব্বতীকে মহেশোদ্দেশে দান করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি শুচি ও তদ্গতচিত্তে শিবসন্নিধানে ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তননামক এই অধ্যায় পাঠ করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ও দিব্যযোগসমন্বিত হইয়া ব্রহ্মলোক উল্লঙ্ঘন করত দেবীর পরম স্থান প্রাপ্ত হয়। ৩০১—৩১০। যে ব্যক্তি সদ্ব্রাহ্মণগণের

নাম্নামষ্টসহস্রন্তু দেব্যা যৎ সমুদীরিতম্ ।
জ্ঞাত্বার্কমণ্ডলগতামাবাহ্য পরমেশ্বরীম্ ॥ ৩১২
অভ্যর্চ্চ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ভক্তিযোগসমন্বিতঃ ।
সংস্মরন্ পরমং ভাবং দেব্যা মাহেশ্বরং পরম্ ॥
অনন্যমানসো নিত্যং জপেদামরণাদ্দ্বিজঃ ।
সোঽন্তকালে স্মৃতিং লব্ধ্বা পরংব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥
অথবা জায়তে বিপ্রো ব্রাহ্মণস্ত শুচৌ কুলে ।
পূর্ব্বসংস্কারমাহাত্ম্যাদ্ব্রহ্মবিদ্যামবাপ্নুয়াৎ ॥৩১৫
সম্প্রাপ্য যোগং পরমং দিব্যং তৎ পারমেশ্বরম্
শান্তঃ সুসংযতো ভূত্বা শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥
প্রত্যেকঞ্চাথ নামানি জুহুয়াৎ সবনত্রয়ম্ ।
মহামারিকৃতৈর্দোষৈর্গ্রহদোষৈশ্চ মুচ্যতে ॥ ৩১৭
জপেদ্বাহরহর্নিত্যং সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ ।
শ্রীকামঃ পার্ব্বতীং দেবীং পূজয়িত্বা বিধানতঃ ॥
সম্পূজ্য পার্শ্বতঃ শম্ভুং ত্রিনেত্রং ভক্তিসংযুতঃ ।
লভতে মহতীং লক্ষ্মীং মহাদেবপ্রসাদতঃ ॥ ৩১৯
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জপ্তব্যং হি দ্বিজাতিভিঃ ।
সর্ব্বপাপাপনোদার্থং দেব্যা নামসহস্রকম্ ॥ ৩২০

সূত উবাচ ।

প্রসঙ্গাৎ কথিতংবিপ্রা দেব্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
অতঃ পরং প্রজাসর্গং ভৃগ্বাদীনাং নিবোধত ॥২১

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে দেবী-
মাহাত্ম্যে দেব্যা নামসহস্রকথনং নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না লক্ষ্মীর্নারায়ণপ্রিয়া ।
দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ মেরোর্জামাতরৌ শুভৌ
আয়তির্নিয়তিশ্চৈব মেরোঃ কন্যে মহাত্মনঃ ।
ধাতাবিধাত্রোস্তেভার্য্যেতয়োর্জাতৌ সুতাবুভৌ
প্রাণশ্চৈব মৃকণ্ডুশ্চ মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডুতঃ ।

সমীপে সমাহিতমনে এই স্তোত্র পাঠ করে, সে ব্যক্তিও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। ভক্তিযোগসমন্বিত যে ব্রাহ্মণ, দেবীর এই অষ্টোত্তরসহস্র নাম জানিয়া সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যগতা দেবীকে আবাহনপূর্ব্বক গন্ধ-পুষ্পাদিদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে ও দেবীর সহিত মহেশ্বরের পরম ভাব স্মরণ করিয়া অনন্য-মনে মরণ পর্য্যন্ত প্রত্যহ জপ করিবে, সে ব্যক্তি অন্তকালে স্মৃতি লাভ করিয়া পরম-ব্রহ্মে গমন করিবে। অথবা সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের শুদ্ধকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বসংস্কারমাহাত্ম্যক্রমে বেদবিদ্যা লাভ করত পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় সেই দিব্য পরম যোগ প্রাপ্ত হইবে এবং শান্ত ও সংযত হইয়া পরে শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা ঐ প্রত্যেক নামদ্বারা হোম করিবে, সে মহামারীকৃত দোষ ও গ্রহদোষ হইতে বিমুক্ত হইবে। লক্ষ্মীলাভেচ্ছু ব্যক্তি বিধানানুসারে দেবী পার্ব্বতীকে পূজা করিবে; পূজা করত আলস্য-রহিত হইয়া সংবৎসর কাল, দিবারাত্র ইহা জপ করিবে। যে ব্যক্তি ভক্তিসংযুক্ত হইয়া দেবীর পার্শ্বে ত্রিলোচন শম্ভুকে পূজা করে, সে মহাদেবপ্রসাদে মহতী লক্ষ্মী লাভ করিতে পারে। অতএব দ্বিজাতিগণ সর্ব্বপ্রকার যত্নদ্বারা সর্ব্বপাপ-নাশের নিমিত্ত দেবীর সহস্রনাম জপ করিবে। সূত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! প্রসঙ্গক্রমে দেবীর অনুত্তম মাহাত্ম্য আপনাদিগের নিকটে বলিলাম; অতঃপর ভৃগু প্রভৃতির প্রজাসর্গ শ্রবণ করুন। ৩১১—৩২১।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ভৃগুর খ্যাতি নামে স্ত্রীতে নারায়ণপ্রিয়া লক্ষ্মী সমুৎপন্না হইলেন। মেরুর ধাতা ও বিধাতা নামে দুইটী জামাতা। মহাত্মা মেরুর আয়তি ও নিয়তিনাম্নী দুই কন্যা। আয়তি ও নিয়তি যথাক্রমে ধাতা ও বিধাতার ভার্য্যা। আয়তি ও নিয়তির দুইটী পুত্র হইয়াছিল। আয়তির পুত্র প্রাণ, নিয়তির

তথা বেদশিরা নাম প্রাণস্য দ্যুতিমান্ সুতঃ ॥৩
মরীচেরপি সম্ভূতিঃ পূর্ণমাসমসূয়ত ।
কন্যাচতুষ্টয়ঞ্চৈব সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৪
তুষ্টির্জ্যেষ্ঠা তথা বৃষ্টিঃ কৃষ্টিশ্চাপচিতিস্তথা ।
বিরজাঃ পর্ব্বতশ্চৈব পূর্ণমাসস্য তৌ সুতৌ ॥ ৫
ক্ষমা তু সুষুবে পুত্রান্ পুলহস্য প্রজাপতেঃ ।
কর্দ্দমঞ্চ বরীয়াংসং সহিষ্ণুং মুনিসত্তমম্ ॥ ৬
তথৈব চ কনীয়াংসং তপোনির্ধূতকল্মষান্ ।
অনসূয়া তথৈবাত্রের্জজ্ঞে পুত্রানকল্মষান ॥ ৭
সোমং দুর্ব্বাসসঞ্চৈব দত্তাত্রেয়ঞ্চ যোগিনম্ ।
স্মৃতিশ্চাঙ্গিরসঃ পুত্রী জজ্ঞে লক্ষণসংযুতা ॥ ৮
সিনীবালীং কুহূঞ্চৈব রাকামনুমতীমপি ।
প্রীত্যাংপুলস্ত্যোভগবান্ দত্তোলিমসৃজৎপ্রভুঃ
পূর্ব্বজন্মনি যোঽগস্ত্যঃ স্মৃতঃ স্বায়ম্ভুবোঽন্তরে ।
দেববাহুস্তথা কন্যা দ্বিতীয়া নাম নামতঃ ॥১০
পুত্রাণাং ষষ্টিসাহস্রং সন্নতিঃ সুষুবে ক্রতোঃ ।
তে চোর্দ্ধরেতসং সর্ব্বে বালখিল্যা ইতিস্মৃতাঃ১১
বশিষ্ঠশ্চ তথোর্জ্জায়াং সপ্ত পুত্রানজীজনৎ ।
কন্যাঞ্চ পুণ্ডরীকাক্ষাং সর্ব্বশোভাসমন্বিতাম্ ॥১২
রজোমাত্রোর্দ্ধবাহুশ্চ সবনশ্চানঘস্তথা ।
সুতপাঃ শুক্র ইত্যেতে সপ্ত পুত্রা মহৌজসঃ ॥
যোঽসৌ রুদ্রাত্মকো বহ্নির্ব্রহ্মণস্তনয়ো দ্বিজাঃ
স্বাহা তস্মাৎ সুতাংস্ত্রেভেত্রীনুদারান্ মহৌজসঃ
পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিরগ্নিশ্চ রূপতঃ ।
নির্ম্মথ্যঃ পবমানঃ স্যাদ্বৈদ্যুতঃ পাবকঃ স্মৃতঃ॥১৫
যশ্চাসৌ তপতে সূর্য্যে শুচিরগ্নিস্বসৌ স্মৃতঃ ।
তেষান্তু সন্ততাবন্যে চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ॥ ১৬
পবমানঃ পাবকশ্চ শুচিস্তেষাৎ পিতা চ যঃ ।
এতে চৈকোনপঞ্চাশদ্বহ্নয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥১৭
সর্ব্বে তপস্বিনঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বে যজ্ঞেষু ভাগিনঃ
রুদ্রাত্মকাঃ স্মৃতাঃ সর্ব্বে ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিতমস্তকাঃ১৮
অযজ্বানশ্চ যজ্বানিঃ পিতরো ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ।
অগ্নিষাত্তা বর্হিষদো দ্বিধা তেষাং ব্যবস্থিতিঃ ॥

পুত্র মৃকণ্ডু । মৃকণ্ডু হইতে মার্কণ্ডেয়ের জন্ম হইয়াছে। প্রাণের বেদশিরা নামে উজ্জ্বল-কান্তিবিশিষ্ট একটী পুত্র হইয়াছিল। মরীচি-পত্নীসম্ভূতি পূর্ণমাস নামে একটী পুত্র এবং তুষ্টি, বৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নামে সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তা চারিটী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তুষ্টি জ্যেষ্ঠা। বিরজা ও পর্ব্বত নামে পূর্ণ-মাসের দুই পুত্র। প্রজাপতি পুলহপত্নী ক্ষমা, কর্দ্দম বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু নামে তিনটী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সহিষ্ণু সর্ব্বকনিষ্ঠ। ঐ মুনিসত্তমগণ সকলেই তপস্যা-দ্বারা নিষ্পাপ। অত্রিপত্নী অনসূয়া সোম দুর্ব্বাসা ও দত্তাত্রেয়নামক নিষ্পাপ পুত্রগণকে প্রসব করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দত্তাত্রেয় যোগী। সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি নামে সর্ব্বলক্ষণ-সংযুক্তা কন্যাগণকে অঙ্গিরঃ-পত্নী স্মৃতি প্রসব করিয়াছিলেন। ভগবান্ পুলস্ত্য প্রীতিনাম্নী স্ত্রীতে দত্তোলিকে উৎ-পাদন করিয়াছিলেন। তিনিই স্বায়ম্ভুব মন্ব-ন্তরে পূর্ব্বজন্মে অগস্ত্য নামে খ্যাত ছিলেন। তৎপরে ঐ দম্পতীর দেববাহু নামে অপর বিখ্যাতা একটী কন্যাও জন্মিয়াছিল। ক্রতু-পত্নী সন্নতি ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রসব করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঊর্দ্ধরেতা ও বাল-খিল্য নামে প্রসিদ্ধ। বশিষ্ঠ ঊর্জ্জানাম্নী পত্নীতে সাতটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ও সর্ব্বশোভা-সমন্বিতা পুণ্ডরীকনয়না একটী কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন। ১—১২। রজ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, সবন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র এই সাতটী বশিষ্ঠের পুত্র; ইহাঁরা সকলেই অতীব তেজস্বী। হে দ্বিজগণ! ব্রহ্মার পুত্র যিনি রুদ্রাত্মক বহ্নি নামে বিখ্যাত, তাঁহার পত্নী স্বাহা পাবক, পবমান ও শুচি-নামক অগ্নিরূপধারী অতিমহান্ ও তেজস্বী তিনটী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। নির্ম্মথ্য অগ্নিকে পবমান কহে, বৈদ্যুত অগ্নিকে পাবক কহে এবং সূর্য্যউত্তাপে যে অগ্নি হয়, তাহাকে শুচি অগ্নি কহে। ইহাঁদেরও আবার পঁয়তাল্লিশটী পুত্র হইয়াছিল। পাবক, পবমান, শুচি অগ্নি ও ইহাঁদের পিতা রুদ্রাত্মক বহ্নি এবং পাবকাদির পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র; এই

তেভ্যঃস্বধা সুতাং জজ্ঞে মেনাং বৈধারিণীংতথা
তে উভে ব্রহ্মবাদিন্যৌ যোগিন্যৌ মুনিসত্তমাঃ॥
অসূত মেনা মৈনাকং ক্রৌঞ্চং তস্যানুজং তথা
গঙ্গা হিমবতো জজ্ঞে সর্ব্বলোকৈকপাবনী ॥২১
স্বযোগাগ্নিবলাদ্দেবীং পুত্রীং লেভে মহেশ্বরীম্
যথাবৎ কথিতং পূর্ব্বং দেব্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্(ক)
এষা দক্ষস্য কন্যানাং ময়াপত্যানুসন্ততিঃ।
ব্যাখ্যাতা ভবতাং সদ্যো মনোঃ সৃষ্টিং নিবোধত

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে ভৃগ্বাদি-
সর্গকথনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বশুদ্ধ একোনপঞ্চাশৎ; ইহাঁরা সকলেই বহ্নি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ইহাঁরা সকলেই তপস্বী ও সর্ব্বযজ্ঞভাগী বলিয়া কথিত, সকলেই রুদ্রাত্মক এবং সকলেই কপালে ত্রিপুণ্ড্রধারী। পিতৃগণ ব্রহ্মার পুত্র। ইহাঁরা অগ্নিষাত্ত ও বর্হিষদ এই দুই ভাগে বিভক্ত. তন্মধ্যে অগ্নিষাত্তগণ অযজ্বা ও বর্হিষদগণ যজ্বা; ইহাঁদের ঔরসে স্বধাগর্ভে মেনা ও ধারিণী নামে দুইটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুইটী কন্যা ব্রহ্মবাদিনী ও যোগিনী ছিলেন। মৈনাক ও তাহার কনিষ্ঠ ক্রৌঞ্চকে মেনা প্রসব করিয়াছিলেন। সর্ব্বলোকে অদ্বিতীয়া-পবিত্রকারিণী গঙ্গা হিমবান্ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হিমবান্ স্বীয় যোগাগ্নিবলে দেবী মহেশ্বরীকেও পুত্রীরূপে লাভ করিয়াছিলেন। এই অনুত্তম দেবী মাহাত্ম্য যথাপূর্ব্ব আপনাদের নিকটে বলিলাম। দক্ষকন্যাদিগের শক্তি ও সন্ততি আপনাদিগের নিকটে ব্যাখ্যা করিলাম। এক্ষণে মনুর সৃষ্টি শ্রবণ করুন। ১৩—২৩।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

(ক) ইতঃ পরং—
ধারিণী মেরুরাজস্য পত্নী পদ্মসমাননা।
দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ মেরোর্জ্জামাতরাবুভৌ
শ্লোকোঽয়মধিকঃ কৃচিৎ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু।
ধর্ম্মজ্ঞৌ তৌ মহাবীর্য্যৌ শতরূপা ব্যজীজনৎ॥১
ততস্তূত্তানপাদস্য ধ্রুবো নাম সুতোঽভবৎ।
ভক্ত্যা নারায়ণে দেবে প্রাপ্তবান্ স্থানমুত্তমম্॥
ধ্রুবাচ্ছিষ্টিশ্চ ভব্যশ্চ ভব্যাচ্ছম্ভুর্ব্যজায়ত।
শিষ্টেরাধত্ত সুচ্ছায়া পঞ্চ পুত্রানকল্মষান্ ॥ ৩
বসিষ্ঠবচনাদ্দেবী তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্।
আরাধ্য পুরুষং বিষ্ণুং শালগ্রামে জনার্দ্দনম্ ॥৪
রিপুং রিপুঞ্জয়ং বিপ্রং বৃকলং বৃকতেজসম্।
নারায়ণপরান্ শুদ্ধান্ স্বধর্ম্মপরিপালকান্ ॥ ৫
রিপোরাধত্ত মহিষী চক্ষুষং সর্ব্বতেজসম্।
সোঽজীজনৎ পুষ্করিণ্যাং সুরূপং চাক্ষুষং মনুম্
প্রজাপতেরাত্মজায়াং বীরণস্য মহাত্মনঃ।
মনোরজায়ন্ত দশ নড়বলায়াং মহৌজসঃ ॥ ৭

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—স্বায়ম্ভুব মনুর শতরূপানাম্নী ভার্য্যাতে অতীব বীর্য্যবান্ ধর্ম্মনিরত প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুইটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। উত্তানপাদের ধ্রুব নামে যে একটী পুত্র হয়, দেব নারায়ণে ভক্তিহেতু সেই ধ্রুব উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ধ্রুব হইতে শিষ্টি ও ভব্য নামে দুইটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ভব্য হইতে শম্ভু জন্মিয়াছিলেন। শিষ্টির সুচ্ছায়ানাম্নী পত্নী বশিষ্ঠোপদেশে অতীব দুশ্চর তপস্যা করিয়া, শালগ্রামে জনার্দ্দন বিষ্ণুর আরাধনা করত রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজা নামে পাপরহিত পাঁচটী পুত্র প্রসব করেন, ইহাঁরা সকলেই নারায়ণপরায়ণ, শুদ্ধ ও স্বধর্ম্ম-প্রতিপালক। রিপুর মহিষী সর্ব্বতেজোময় চক্ষুস্ নামে একটী পুত্র প্রসব করেন। সেই চক্ষুঃ বীরণপ্রজাপতির দুহিতা পুষ্করিণীনাম্নী স্বীয়-পত্নীর গর্ভে রূপবান্ চাক্ষুষ মনুকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা

কন্যায়াং সুমহাবীর্য্যা বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ।
উরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবাক্ শুচিঃ॥ ৮
অগ্নিষ্টুদতিরাত্রশ্চ সুদ্যুম্নশ্চাভিমন্যুকঃ।
উরোরজনয়ৎ পুত্রান্ ষড়াগ্নেয়ী মহাবলান্॥ ৯
অঙ্গং সুমনসং খ্যাতিং ক্রতুমাঙ্গিরসং শিবিম্।
অঙ্গাদ্বেণোঽভবৎ পশ্চাদ্বৈণ্যো বেণাদজায়ত॥
যোঽসৌ পৃথুরিতি খ্যাতঃ প্রজাপালো মহাবলঃ
যেন দুগ্ধা মহী পূর্ব্বং প্রজানাং হিতকাম্যয়া॥
নিয়োগাদ্ ব্রহ্মণঃ সার্দ্ধং দেবেন্দ্রেণ মহৌজসা॥
বেণপুত্রস্য বিততে পুরা পৈতামহে মখে।
সূতঃ পৌরাণিকোজজ্ঞে মায়ারূপঃ স্বয়ং হরিঃ॥
প্রবক্তা সর্ব্বশাস্ত্রাণাং ধর্ম্মজ্ঞো গুরুবৎসলঃ।
তং মাং বিত্ত মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পূর্ব্বোদ্ভূতং সনাতনম্
অস্মিন্ মন্বন্তরে ব্যাসঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্।
শ্রাবয়ামাস মাং প্রীত্যা পুরাণপুরুষো হরিঃ॥ ১৪
মদন্বয়ে তু যে সূতাঃ সম্ভূতা বেদবর্জ্জিতাঃ।
তেষাং পুরাণবক্তৃত্বং বৃত্তিরাসীদজাজ্ঞয়া॥ ১৫

স চ বৈণ্যঃ পৃথুর্ধীমান্ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ
সার্ব্বভৌমো মহাতেজাঃ স্বধর্ম্মপরিপালকঃ॥ ১৬
তস্য বাল্যাৎ প্রভৃত্যেব ভক্তির্নারায়ণেঽভবৎ
গোবর্দ্ধনগিরিং প্রাপ্তস্তপস্তেপে জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
তপসা ভগবান্ প্রীতঃ শঙ্খচক্র-গদাধরঃ।
আগত্য দেবো রাজানং প্রাহ দামোদরঃ স্বয়ম্
ধার্ম্মিকৌ রূপসম্পন্নৌ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরৌ।
মৎপ্রসাদাদসন্দিগ্ধং পুত্রৌ তব ভবিষ্যতঃ।
এবমুক্ত্বা হৃষীকেশঃ স্বকীয়াং প্রকৃতিং গতঃ॥ ১৯
সোঽপি কৃষ্ণে মহাতেজা নিশ্চলাং ভক্তিমুদ্বহন্
সোঽপালয়ৎ স্বকং রাজ্যং চিন্তয়ন্ মধুসূদনম্॥
অচিরাদেব তন্বঙ্গী ভার্য্যা তস্য শুচিস্মিতা।
শিখণ্ডিনং হবির্দ্ধানমন্তর্দ্ধানং ব্যজায়ত॥ ২১
শিখণ্ডিনোঽভবৎ পুত্রঃ সুশীল ইতি বিশ্রুতঃ।
ধার্ম্মিকো রূপসম্পন্নো বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥ ২২

নড় লার গর্ভে মহৌজা মনুর উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, শুচি, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যুক নামে সুমহাবীর্য্য দশটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। উরুর পত্নী আগ্নেয়ী অতীব বলবান্ অঙ্গ, সুমনাঃ, খ্যাতি, ক্রতু, আঙ্গিরস ও শিবি নামে ছয়টী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। অঙ্গ হইতে বেণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, অনন্তর বেণ হইতে বৈণ্য জন্মগ্রহণ করেন। ১—১০। তিনিই মহাবলপরাক্রান্ত প্রজাপ্রতিপালক পৃথু নামে বিখ্যাত এবং তিনিই দেবেন্দ্রের সহিত পূর্ব্বে প্রজাদিগের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মার আদেশে পৃথ্বীকে দোহন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে বেণপুত্রের অতি বিস্তৃত পৈতামহ যজ্ঞে মায়ারূপধারী স্বয়ং হরি পৌরাণিক সর্ব্বশাস্ত্রবক্তা ধর্ম্মজ্ঞ গুরুবৎসল সূতরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমিই সেই পূর্ব্বোদ্ভূত সনাতন সূত। এই মন্বন্তরে পুরাণ পুরুষ স্বয়ং হরি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে অধ্যাপন করিয়াছেন। আমার বংশে বেদবর্জ্জিত যে সকল সূত জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, পুরাণপুরুষ বিষ্ণুর আজ্ঞাক্রমে তাহাদের পুরাণবক্তৃত্ব বৃত্তি হইয়াছে। জিতেন্দ্রিয় সত্যনিষ্ঠ বুদ্ধিমান্ মহাবলশালী, সার্ব্বভৌম পৃথু অতীব স্বধর্ম্মনিরত ছিলেন। বাল্যকাল হইতে পৃথুর নারায়ণদেবে ভক্তি ছিল। জিতেন্দ্রিয় পৃথু গোবর্দ্ধন গিরিতে তপস্যা করিয়াছিলেন। শঙ্খ-চক্র-গদাধর ভগবান্ স্বয়ং দামোদর তপস্যায় প্রীত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিয়া রাজাকে বলিলেন—আমার প্রসাদে নিশ্চয়ই তোমার সমস্ত অস্ত্রধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপসম্পন্ন ধার্ম্মিক দুইটী পুত্র হইবে। এই বলিয়া হৃষীকেশ অন্তর্হিত হইলেন। মহাতেজা পৃথু কৃষ্ণে অচলা ভক্তি ধারণ করিয়া মধুসূদনকে চিন্তা করত স্বীয় রাজ্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ১১—২০। শুচিস্মিতা, কৃশাঙ্গী পৃথুভার্য্যা অল্পদিনের মধ্যে শিখণ্ডী, হবির্দ্ধান, অন্তর্দ্ধান-নামক পুত্রগণকে প্রসব করিলেন। বেদ ও বেদাঙ্গ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, রূপসম্পন্ন, ধার্ম্মিক সুশীল নামে শিখণ্ডীর একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। ধর্ম্মজ্ঞ সুশীল ধর্ম্মবুদ্ধিতে

সোঽধীত্য বিধিবদ্বেদান্ ধর্ম্মেণ তপসি স্থিতঃ।
মতিংচক্রে ভাগ্যযোগাৎ সন্ন্যাসং প্রতি ধর্ম্মবিৎ
স কৃত্বা তীর্থসংসেবাং স্বাধ্যায়ে তপসি স্থিতঃ।
জগাম হিমবৎপৃষ্ঠং কদাচিৎ সিদ্ধসেবিতম্ ॥ ২৪
তত্র ধর্ম্মপদং নাম ধর্ম্মসিদ্ধিপ্রদং বনম্।
অপশ্যদ্‌যোগিনাং গম্যমগম্যং ব্রহ্মবিদ্বিষাম্ ॥২৫
তত্র মন্দাকিনী নাম সুপুণ্যা বিমলা নদী।
পদ্মোৎপলবনোপেতা সিদ্ধাশ্রমবিভূষিতা ॥ ২৬
তস্যা দক্ষিণে তীরে মুনীন্দ্রৈর্যোগিভির্যুতম্
সুপুণ্যমাশ্রমং রম্যমপশ্যৎ প্রীতিসংযুতঃ ॥ ২৭
মন্দাকিনীজলে স্নাত্বা সন্তর্প্য পিতৃ-দেবতাঃ।
অর্চ্চয়িত্বা মহাদেবং পুষ্পৈঃ পদ্মোৎপলাদিভিঃ
ধ্যাত্বার্কসংস্থমীশানং শিরস্যাধায় চাঞ্জলিম্।
সম্প্রেক্ষমাণো ভাস্বন্তং তুষ্টাব পরমেশ্বরম্ ॥২৯
রুদ্রাধ্যায়েন গিরিশং রুদ্রস্য চরিতেন চ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ শাম্ভবৈর্বেদসম্ভবৈঃ
অথাস্মিন্নন্তরেঽপশ্যৎ সমায়ান্তং মহামুনিম্।

শ্বেতাশ্বতরনামানং মহাপাশুপতোত্তমম্ ॥ ৩১
ভস্মসন্দিগ্ধসর্ব্বাঙ্গং কৌপীনাচ্ছাদনান্বিতম্।
তপসা কর্শিতাত্মানং শুক্লযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥৩২
সমাপ্য সংস্তবং শম্ভোরানন্দাস্রাবিলেক্ষণঃ।
ববন্দে শিরসা পাদৌ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যন্মে সাক্ষান্মুনীশ্বরঃ
যোগীশ্বরোঽদ্য ভগবান্ দৃষ্টো যোগবিদাংবরঃ ॥
অহো মে সুমহদ্ভাগ্যং তপাংসি সফলানি মে।
কিং করিষ্যামি শিষ্যোঽহং তব মাং পালয়ানঘ
সোঽনুগৃহ্যাথ রাজানং সুশীলং শীলসংযুতম্।
শিষ্যত্বে প্রতিজগ্রাহ তপসা ক্ষীণকল্মষম্ ॥ ৩৬
সান্ন্যাসিকং বিধিং কৃৎস্নং কারয়িত্বা বিচক্ষণঃ।
দদৌ তদৈশ্বরং জ্ঞানং স্বশাখাবিহিতব্রতম্ ॥ ৩৭
অশেষং বেদসারং তৎ পশুপাশবিমোচনম্।
অন্ত্যাশ্রমমিতি খ্যাতং ব্রহ্মাদিভিরনুষ্ঠিতম্ ॥ ৩৮
উবাচ শিষ্যান্ সম্প্রেক্ষ্য যে তদাশ্রমবাসিনঃ।

বিবিধ বেদ অধ্যয়নপূর্ব্বক তপোনিরত হইয়া ভাগ্যগৌরবহেতু সন্ন্যাসের প্রতি বুদ্ধি করিয়াছিলেন। স্বাধ্যায়-তপোনিরত সুশীল তীর্থ সেবা করিয়া কোন সময়ে সিদ্ধগণকর্ত্তৃক সেবিত হিমালয়পৃষ্ঠে গমন করেন। তিনি ঐ হিমালয়পৃষ্ঠে যোগীদিগের গম্য ও ব্রহ্মবিদ্বেষীদিগের অগম্য ধর্ম্মপদনামক ধর্ম্মসিদ্ধিপ্রদ বন দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে সিদ্ধাশ্রমবিভূষিত, পদ্মোৎপলবনযুক্ত, অতিপুণ্যা মন্দাকিনী নামে বিমলা নদী আছে। সুশীল প্রীতিসংযুক্ত হইয়া মন্দাকিনীর দক্ষিণতীরে মুনিশ্রেষ্ঠ ও যোগিগণযুক্ত অতি রমণীয় আশ্রম দর্শন করিলেন। মন্দাকিনীজলে স্নান, পিতৃ ও দেবতাদিগের তর্পণ এবং পদ্মোৎপলাদি পুষ্পদ্বারা মহাদেবের অর্চ্চনা করিলেন এবং মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক অর্কসংস্থ ঈশানকে ধ্যান করিয়া অতি তেজোময় পরমেশ্বরকে দর্শন করত স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি রুদ্রাধ্যায়, রুদ্রচরিত ও অন্যান্য বিবিধ বেদসম্ভব শাম্ভব স্তোত্রদ্বারা গিরিশের স্তব করিলেন। ২১—৩০। এই সময়ে তিনি দেখিলেন যে, মহাপাশুপত, ভস্মাচ্ছাদিতকলেবর, কৌপীনধারী, তপস্যা দ্বারা কৃশতনু, শুক্ল-যজ্ঞোপবীতধারী শ্বেতাশ্বতরনামা মহামুনি আসিতেছেন। সুশীল শম্ভুর স্তব সমাপন করিয়া আনন্দাশ্রু-পরিপূরিত লোচনে মস্তকদ্বারা মহামুনির চরণযুগল বন্দনা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—অদ্য আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। যেহেতু যোগবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ যোগীশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম। অহো আমার কি পরম সৌভাগ্য। আমার তপস্যা সফল হইল। আমি আপনার শিষ্য, কি করিব, অনুমতি করুন। হে অনঘ! আমাকে রক্ষা করুন। অনন্তর শ্বেতাশ্বতর মুনি তপস্যা দ্বারা নিষ্পাপ ও সচ্চরিত্র রাজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। বিচক্ষণ মুনি সমস্ত সান্ন্যাসিক বিধির অনুষ্ঠান করাইয়া ঐশ্বর জ্ঞান ও স্বশাখাবিহিত ব্রত প্রদান করিলেন। ঐ জ্ঞান অসীম, বেদের সারভূত ও পশুপাশবিমোচক এবং ঐ ব্রত

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণাঃ ॥ ৩৯
ময়া প্রবর্ত্তিতাং শাখামধীত্যেবেহ যোগিনঃ।
সমাসতে মহাদেবং ধ্যায়ন্তো নিষ্কলং শিবম্ ॥
ইহ দেবো মহাদেবো রমমাণঃ সহোময়া।
অধ্যাস্তে ভগবানীশো ভক্তানামনুকম্পয়া ॥ ৪১
ইহাশেষজগদ্ধাতা পুরা নারায়ণঃ স্বয়ম্।
আরাধয়ন্ মহাদেবং লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥৪২
ইহ তং দেবমীশানং দেবানামপি দৈবতম্।
আরাধ্য মহতীং সিদ্ধিং লেভিরে দেব-দানবাঃ
ইহৈব মুনয়ঃ সর্ব্বে মরীচ্যাদ্যা মহেশ্বরম্।
দৃষ্ট্বা তপোবলাজ্‌জ্ঞানং লেভিরে সার্ব্বকালিকম্
তস্মাৎ ত্বমপি রাজেন্দ্র তপোযোগসমন্বিতঃ।
তিষ্ঠ নিত্যং ময়া সার্দ্ধং ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥
এবমাভাষ্য বিপ্রেন্দ্রো দেবং ধ্যাত্বা পিনাকিনম্
আচচক্ষে মহামন্ত্রং যথাবৎ সর্ব্বসিদ্ধয়ে ॥ ৪৬

সর্ব্বপাপোপশমনং বেদসারং বিশুদ্ধিদম্।
অগ্নিরিত্যাদিকং পুণ্যমৃষিভিঃ সম্প্রবর্ত্তিতম্ ॥ ৫
সোঽপি তদ্বচনাদ্রাজা সুশীলঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
সাক্ষাৎ পাশুপতো ভূত্বা বেদাভ্যাসরতোঽভবৎ
ভস্মোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গঃ কন্দ-মূলফলাশনঃ।
শান্তো দান্তো জিতক্রোধঃ সন্ন্যাসবিধিমাশ্রিতঃ
হবির্দ্ধানস্তথাগ্নেয্যাং জনয়ামাস বৈ সুতম্।
প্রাচীনবর্হিষং নাম্না ধনুর্ব্বেদস্য পারগম্ ॥ ৫০
প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাংবরঃ ॥
সমুদ্রতনয়ায়াং বৈ দশ পুত্রানজীজনৎ ॥ ৫১
প্রচেতসস্তে বিখ্যাতা রাজানঃ প্রথিতৌজ
অধীতবন্তঃ স্বং বেদং নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ৫২
দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতিঃ
দক্ষো জজ্ঞে মহাভাগো যঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মণঃ সুতঃ
স তু দক্ষো মহেশেন রুদ্রেণ সহ ধীমতা।
কৃত্বা বিবাদং রুদ্রেণ শপ্তঃ প্রাচেতসোঽভবৎ

ব্রহ্মবাদিগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অস্ত্যাশ্রম নামে বিখ্যাত। পরে তিনি তদাশ্রমবাসী ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতীয় শিষ্য-দিগের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিলেন,—যোগিগণ আমার প্রবর্ত্তিত শাখা অধ্যয়ন করিয়া নিষ্কল মহাদেব শিবের ধ্যান করত এই স্থানে সমাসীন আছেন। ৩৯—৪০। ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেব ভক্তগণের অনুকম্পা হেতু উমার সহিত ক্রীড়া করত এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। সমস্ত লোকের বিধাতা স্বয়ং নারায়ণ লোকসমূহের হিতকামনায় পূর্ব্বকালে এই স্থানে মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। দেবতাদিগেরও দেবতা দেব ঈশানকে এই স্থানেই আরাধনা করিয়া দেব-দানবগণ মহতী সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এই স্থানে মরীচ্যাদি মুনিগণ তপোবলপ্রভাবে মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া সার্ব্বকালিক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! সেইজন্য তুমি তপোযোগ-সমন্বিত হইয়া আমার সহিত এই স্থানে সর্ব্বদা অবস্থান কর; তাহা হইলে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। বিপ্রশ্রেষ্ঠ মুনি এইরূপ বলিয়া পিনাকী মহাদেবের ধ্যান করত সর্ব্বসিদ্ধির নিমিত্ত যথাবিধি সর্ব্ব-পাপনাশক, বেদসার, বিমুক্তিপ্রদ, ঋষিগণকর্ত্তৃক সংপ্রবর্ত্তিত, পুণ্যজনক, "অগ্নি" ইত্যাদি মহামন্ত্র উপদেশ করিলেন। রাজা সুশীলও মুনিবচনহেতু শ্রদ্ধাযুক্ত ও সাক্ষাৎ পাশুপত হইয়া বেদাভ্যাসে রত হইলেন। তিনি সন্ন্যাসবিধি অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ ভস্ম ভূষিত করিয়া কন্দ-মূল ফলাশী, শান্ত, দান্ত ও জিতক্রোধ হইয়াছিলেন। পৃথুনন্দন হবির্দ্ধান, আগ্নেয়ী-নাম্নী ভার্য্যাতে ধনুর্ব্বেদপারদর্শী প্রাচীনবর্হি নামে একটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ৪১—৫০। শস্ত্রধারিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ প্রাচীনবর্হি সমুদ্রতনয়াতে দশটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইঁহারা প্রাচেতস নামে বিখ্যাত প্রথিততেজা রাজা ছিলেন এবং নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া সকলেই স্বীয় বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই দশজন প্রচেতার ঔরসে মারিষার গর্ভে মহাভাগ দক্ষ প্রজাপতি জন্ম-গ্রহণ করিলেন। এই দক্ষই পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন। ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ ধীমান্ মহেশ্বর

সমায়াতং মহাদেবো দক্ষং দেব্যা গৃহং হরঃ।
দৃষ্ট্বা যথোচিতাং পূজাং দক্ষায় প্রদদৌ স্বয়ম্॥
তদা বৈ তমসাবিষ্টঃ সোঽধিকাং ব্রহ্মণঃ সুতঃ
পূজামনর্হামন্বিচ্ছন্ জগাম কুপিতো গৃহম্॥ ৫৬
কদাচিৎ স্বগৃহং প্রাপ্তাং সতীং দক্ষঃ সুদুর্ম্মনাঃ
ভর্ত্রা সহ বিনিন্দ্যৈনাং ভর্ৎসয়ামাস বৈ রুষা
অন্যে জামাতরঃ শ্রেষ্ঠা ভর্ত্তুস্তব পিনাকিনঃ।
ত্বমপ্যসৎসুতাস্মাকং গৃহাদ্গচ্ছ যথাগতম্॥৫৭
তস্য তদ্বাক্যমাকর্ণ্য সা দেবী শঙ্করপ্রিয়া।
বিনিন্দ্য পিতরং দক্ষং দদাহাত্মানমাত্মনা॥ ৫৮
প্রণম্য পশুভর্ত্তারং ভর্ত্তারং কৃত্তিবাসসম্।
হিমবদ্দুহিতা সাভূৎ তপসা তস্য তোষিতা॥৫৯
জ্ঞাত্বা তু ভগবান্ রুদ্রঃ প্রপন্নার্ত্তিহরো হরঃ।
শশাপ দক্ষং কুপিতঃ সমাগত্যাথ তদ্গৃহম্॥ ৬০
ত্যক্ত্বা দেহমিমং ব্রাহ্মং ক্ষত্রিয়াণাং কুলে ভব।
স্বস্যাং সুতায়াং মূঢ়াত্মা পুত্রমুৎপাদয়িষ্যসি॥ ৬০
এবমুক্ত্বা মহাদেবো যযৌ কৈলাসপর্ব্বতম্।
স্বায়ম্ভুবোঽপি কালেন দক্ষঃ প্রাচেতসোঽভবৎ
এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু।
নিসর্গং দক্ষপর্য্যন্তং শৃণ্বতাং পাপনাশনম্॥ ৬৩

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে
স্বায়ম্ভুবমনুসর্গকথনং নাম চতু-
র্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

রুদ্রের সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহার অভি-শাপে প্রচেতঃপুত্র হইয়া জন্মিয়াছিলেন। একদা ব্রহ্মনন্দন দক্ষকে গৃহে উপস্থিত হইতে দেখিয়া মহাদেবীর সহিত মহাদেব তাঁহাকে স্বয়ং যথোচিত পূজা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কালে ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ তামসাবিষ্ট হইয়া পূজা অধিক হইলেও অনুপযুক্ত বিবেচনা করত অত্যন্ত কুপিত হইয়া, স্বীয় গৃহে গমন করিয়াছিলেন। পরে কোন সময়ে সতী পিতৃ-গৃহে গমন করিলে, সুদুর্ম্মনা দক্ষ, মহাদেবের সহিত সতীকে নিন্দা করিয়া রোষবশতঃ এই রূপে অনেক ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন,—তোমার ভর্ত্তা পিনাকী অপেক্ষা আমার অন্যান্য জামাতা গুণে অনেক শ্রেষ্ঠ; তুমিও আমার অসৎ কন্যা, অতএব আমার গৃহ হইতে, যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছ, সেই স্থানেই গমন কর; শঙ্করপ্রিয়া দেবী দক্ষের এইরূপ বাক্যশ্রবণে পিতাকে নিন্দা করিয়া, পশুপতি কৃত্তিবাস পতিকে প্রণাম করত যোগবলে স্বীয় শরীর দগ্ধ করিয়াছিলেন। অনন্তর হিমবানের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া হিমবানের দুহিতারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রপ-ন্নার্ত্তিহর ভগবান্ হর এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দক্ষগৃহে গমনপূর্ব্বক কুপিত হইয়া দক্ষকে এই অভিসম্পাত করিলেন যে, তুই এই ব্রাহ্মদেহ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়-কুলে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক মূঢ়াত্মা হইয়া স্বীয় কন্যাতে পুত্র উৎপাদন করিবি। মহাদেব এইরূপ বলিয়া কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিয়া-ছিলেন। স্বায়ম্ভুব দক্ষও কালক্রমে প্রাচেতস হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি আপনাদিগের নিকটে স্বায়ম্ভুব মনুর দক্ষ পর্য্যন্ত নিসর্গ এই বলিলাম, ইহা শুনিলে পাপ নাশ হয়। ৫১—৬৪।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

নৈমিষেয়া উচুঃ।
দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
উৎপত্তিং বিস্তরাদ্ব্রূহি সূত বৈবস্বতেঽন্তরে॥
স শপ্তঃ শম্ভুনা পূর্ব্বং দক্ষঃ প্রাচেতসো নৃপঃ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, সর্প ও রাক্ষসদিগের উৎপত্তির বিবরণ বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। হে মহাবুদ্ধে! প্রচেতো-নন্দন দক্ষ পূর্ব্বে মহাদেবকর্ত্তৃক

কিমকার্ষীন্মহাবুদ্ধে শ্রোতুমিচ্ছাম সাম্প্রতম্ ॥ ২
সূত উবাচ।
বক্ষ্যে নারায়ণেনোক্তং পূর্ব্বকল্পানুষঙ্গিকম্।
ত্রিকালবদ্ধপাপঘ্নং প্রজাসর্গস্য বিস্তরম্ ॥ ৩
স শপ্তঃ শম্ভুনা পূর্ব্বং দক্ষঃ প্রাচেতসো নৃপঃ।
বিনিন্দ্য পূর্ব্ববৈরেণ গঙ্গাদ্বারেঽযজদ্ধরিম্ * ॥৪
দেবাশ্চ সর্ব্বে ভাগার্থমাহূতা বিষ্ণুনা সহ।
সহৈব মুনিভিঃ সর্ব্বৈরাগতা মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৫
দৃষ্ট্বা দেবকুলং কৃৎস্নং শঙ্করেণ বিনাগতম্।
দধীচো নাম বিপ্রর্ষিঃ প্রাচেতসমথাব্রবীৎ ॥ ৬
দধীচ উবাচ।
ব্রহ্মাদয়ঃ পিশাচান্তা যস্যাজ্ঞানুবিধায়িনঃ।
স দেবঃ সাম্প্রতং রুদ্রো বিধিনা কিং ন পূজ্যতে
দক্ষ উবাচ।
সর্ব্বেষ্বেব হি যজ্ঞেষু ন ভাগঃ পরিকল্পিতঃ।
ন মন্ত্রা ভার্য্যয়া সার্দ্ধং শঙ্করস্যেতি নেজ্যতে ॥৮
বিহস্য দক্ষং কুপিতো বচঃ প্রাহ মহামুনিঃ।
শৃণ্বতাং সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বজ্ঞানময়ঃ স্বয়ম্ ॥ ৯
দধীচ উবাচ।
যতঃ প্রবৃত্তির্বিশ্বাত্মা যশ্চাসৌ পরমেশ্বরঃ।
সম্পূজ্যতে সর্ব্বযজ্ঞৈর্বিদিত্বা কিং ন শঙ্করঃ॥১০
দক্ষ উবাচ।
ন হ্যয়ং শঙ্করো রুদ্রঃ সংহর্ত্তা তামসো হরঃ।
নগ্নঃ কপালী বিদিতো বিশ্বাত্মা নোপপদ্যতে ॥
ঈশ্বরো হি জগৎস্রষ্টা প্রভুর্নারায়ণো হরিঃ।
সত্ত্বাত্মকোঽসৌ ভগবানিজ্যতে সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ১২
দধীচ উবাচ।
কিং ত্বয়া ভগবানেষ সহস্রাংশুর্ন দৃশ্যতে।
সর্ব্বলোকৈকসংহর্ত্তা কালাত্মা পরমেশ্বরঃ ॥ ১৩
যং গৃণন্তীহ বিদ্বাংসো ধার্ম্মিকা ব্রহ্মবাদিনঃ।
সোঽয়ং সাক্ষী তীব্ররোচিঃ কালাত্মা শাঙ্করীতনুঃ ॥ ১৪

অভিশপ্ত হইয়া কি করিয়াছিলেন, তাহাই একণে আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। সূত কহিলেন,—নারায়ণ পূর্ব্বকল্পের প্রসঙ্গক্রমে প্রজাসৃষ্টির বিস্তার বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহাই বলিতেছি। উহা কালত্রয়সঞ্চিত পাপনাশক। সেই প্রচেতোনন্দন দক্ষ পূর্ব্বে মহাদেবকর্তৃক অভিশপ্ত হওয়ায়, পূর্ব্বের শত্রুতা-নিবন্ধন গঙ্গাদ্বারে হরির যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে বিষ্ণুর সহিত সমস্ত দেবগণ স্ব স্ব ভাগগ্রহণের জন্য আহূত হইয়াছিলেন এবং মুনিপুঙ্গবেরাও অন্যান্য মুনিগণের সহিত আসিয়াছিলেন। অনন্তর সেই যজ্ঞে মহাদেব ব্যতীত অন্য সমস্ত দেবতাকে উপস্থিত দেখিয়া দধীচ নামে বিপ্রর্ষি, প্রাচেতস দক্ষকে কহিলেন,—ব্রহ্মা হইতে পিশাচ পর্য্যন্ত সকলেই যাঁহার আজ্ঞাবর্ত্তী, সেই রুদ্রদেব কি একণে যথাবিধানে পূজিত হইবেন না? দক্ষ বলিলেন,—সর্ব্বযজ্ঞেই ভার্য্যার সহিত মহাদেবের ভাগ কল্পিত হয় নাই এবং তাহার জন্য মন্ত্র সকলও কল্পিত হয় নাই; এই কারণেই তাহার পূজা করি নাই। স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞানময় মহামুনি দধীচ কুপিত হইয়া উচ্চ হাস্য করিতে করিতে সকল দেবগণকে শুনাইয়া তাঁহাদিগকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক কহিলেন,—যাঁহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি বিশ্বের আত্মস্বরূপ এবং যিনি পরমেশ্বর, ইহা জানিয়াও কি সকলে সকল যজ্ঞে শঙ্করের পূজা করে না?১—১০। দক্ষ কহিলেন—এই রুদ্র, শঙ্কর (মঙ্গলকর্ত্তা) নহে, ইনি নগ্ন নরকপালধারী তমোগুণাবলম্বী সংহারকর্ত্তা হর বলিয়া পরিচিত,—ইহাকে বিশ্বের আত্মস্বরূপ বলিতে পারি না। প্রভু নারায়ণ হরিই ঈশ্বর ও জগতের স্রষ্টা; সত্ত্বগুণাবলম্বী সেই ভগবান্‌ই সকল কার্য্যে পূজিত হইয়া থাকেন। দধীচ কহিলেন,—আপনি কি সমস্ত লোকের এককালে সংহারকর্ত্তা ও কালস্বরূপ এই ভগবান্ সহস্ররশ্মি পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইতেছেন না? ব্রহ্মবাদী ধর্ম্মনিরত পণ্ডিতেরাও যাঁহার স্তব করিয়া থাকেন, সেই এই সর্ব্বলোকসাক্ষী

১। গঙ্গাদ্বারেঽযজন্তবমিতি ক্বচিৎ পাঠ।

এষ রুদ্রো মহাদেবঃ কপালী চ ঘৃণী হরঃ।
আদিত্যো ভগবান্ সূর্য্যো নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ ॥ ১৫
সংস্তূয়তে সহস্রাংশুঃ সামগাধ্বর্য্যুহোতৃভিঃ।
পশ্যৈনং বিশ্বকর্ম্মাণং রুদ্রমূর্ত্তিং ত্রয়ীময়ীম্ ॥১৬

দক্ষ উবাচ।

য এতে দ্বাদশাদিত্যা আগতা যজ্ঞভাগিনঃ।
সর্ব্বে সূর্য্যা ইতি খ্যাতা ন হ্যন্যো বিদ্যতে রবিঃ
এবমুক্তে তু মুনয়ঃ সমায়াতা দিদৃক্ষবঃ।
বাঢমিত্যব্রুবন্ দক্ষং তস্য সাহায্যকারিণঃ ॥ ১৮
তমসাবিষ্টমনসো ন পশ্যন্তো বৃষধ্বজম্।
সহস্রশোঽথ শতশো বহুশো ভূয় এব হি ॥১৯
নিন্দন্তো বৈদিকান্ মন্ত্রান্ সর্ব্বভূতপতিং হরম্
অপূজয়ন্ দক্ষবাক্যং মোহিতা বিষ্ণুমায়য়া ॥ ২০
দেবাশ্চ সর্ব্বে ভাগার্থমাগতা বাসবাদয়ঃ।
নাপশ্যন্ দেবমীশানমৃতে নারায়ণং হরিম্ ॥২১
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাংবরঃ।
পশ্যতামেব সর্ব্বেষাং ক্ষণাদন্তরধীয়ত ॥ ২২
অন্তর্হিতে ভগবতি দক্ষো নারায়ণং হরিম্।
রক্ষকং জগতাং দেবং জগাম শরণং স্বয়ম্ ॥ ২৩
প্রবর্ত্তয়ামাস চ তং যজ্ঞং দক্ষোঽথ নির্ভয়ঃ।
রক্ষকো ভগবান্ বিষ্ণুঃ শরণাগতরক্ষকঃ ॥২৪
পুনঃ প্রাহ চ তং দক্ষং দধীচো ভগবানৃষিঃ।
সম্প্রেক্ষ্যর্ষিগণান্ দেবান্ সর্ব্বান্ বৈ রুদ্রবিদ্বিষঃ ॥ ২৫
অপূজ্যপূজনে চৈব পূজ্যানাঞ্চাপ্যপূজনে।
নরঃ পাপমবাপ্নোতি মহদ্বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬
অসতাং প্রগ্রহো যত্র সতাঞ্চৈব বিমাননা।
দণ্ডো দৈবকৃতস্তত্র সদ্যঃ পততি দারুণঃ ॥ ২৭
এবমুক্ত্বাথ বিপ্রর্ষিঃ শশাপেশ্বরবিদ্বিষঃ।
সমাগতান্ ব্রাহ্মণাংস্তান্ দক্ষসাহায্যকারিণঃ ॥২৮
যস্মাদ্বহিষ্কৃতো বেদাস্তবদ্ভিঃ পরমেশ্বরঃ।

কালাত্মা তিগ্মরশ্মিও (সূর্য্য) মহাদেবেরই মূর্ত্তি। এই রুদ্রই মহাদেব, কপালী ও দয়ালু হর; ইনিই ভগবান অদিতি-নন্দন সূর্য্যদেব ও বিলোহিত নীলকণ্ঠ। সাম-বেদাধ্যায়ী অধ্বর্য্যু ও হোতৃগণও সহস্রাংশুর স্তব করিয়া থাকেন। আপনি এই বিশ্বকর্ম্মা ত্রয়ীময় রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করুন। দক্ষ কহিলেন,—দ্বাদশ আদিত্য যাঁহারা যজ্ঞভাগ গ্রহণের নিমিত্ত আসিয়াছেন, সকলেই সূর্য্য বলিয়া খ্যাত। ইহাঁরা ব্যতীত অপর সূর্য্য নাই। দক্ষ এই কথা বলিলে, যাঁহারা দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার সহায়তা করিবার নিমিত্ত "হাঁ, তাই বটে" এই কথা বলিলেন। তখন শত সহস্র মুনি সকলেই অজ্ঞানাবৃতচিত্ত থাকায়, কেহই মহা-দেবকে দেখিতে পাইলেন না, সকলেই বেদ-মন্ত্র ও মহাদেবের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া কেবল দক্ষ-বাক্যেরই অনুমোদন করিলেন। ১১—২০। যজ্ঞভাগ গ্রহণের নিমিত্ত আগত ইন্দ্রাদি দেব-গণও নারায়ণ হরি ব্যতীত দেব ঈশানকে দেখিতে পাইলেন না অর্থাৎ বিষ্ণুকেই তাঁহারা বিশ্বাত্মা বলিয়া বুঝিলেন, মহাদেবকে জানিতে পারিলেন না। ব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠ হিরণ্যগর্ভ ভগ-বান্ ব্রহ্মাও সকলের সমক্ষে ক্ষণকালের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে, দক্ষ স্বয়ং জগতের রক্ষাকর্ত্তা নারায়ণ হরির শরণাগত হইলেন। দক্ষ নির্ভয়ে সেই যজ্ঞ আরম্ভ করাইলেন এবং শরণাগতরক্ষক ভগ-বান বিষ্ণু তাহার রক্ষাকর্ত্তা হইলেন। ভগ-বান্ দধীচ ঋষি সমস্ত দেবতা ও ঋষিদিগকে রুদ্রদ্বেষী দেখিয়া, পুনরায় দক্ষকে বলিতে লাগিলেন,—অপূজ্যলোকের পূজা করিলে এবং পূজনীয় ব্যক্তির পূজা না করিলে লোকের গুরুতর পাপ হইয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যেখানে অসতের আদর ও সতের অবমাননা হয়, সেখানে সদ্যই দৈব-নির্দ্দিষ্ট ঘোর দণ্ড নিপতিত হয়। অনন্তর বিপ্রর্ষি এই কথা বলিয়া সমাগত দক্ষসাহায্য-কারী রুদ্রদ্বেষী সেই ব্রাহ্মণদিগকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, "তোমরা যখন পরমেশ্বর শিবকে বেদের বহির্ভূত করিলে এবং লোক-

বিনিন্দিতো মহাদেবঃ শঙ্করো লোকবন্দিতঃ ॥
ভবিষ্যন্তি ত্রয়ীবাহ্যাঃ সর্ব্বেহপীশ্বরবিদ্বিষঃ।
নিন্দন্তীহৈশ্বরং মার্গং কুশাস্ত্রাসক্তচেতসঃ ॥ ৩০
মিথ্যাধীতসমাচারা মিথ্যাজ্ঞানপ্রলাপিনঃ।
প্রাপ্য ঘোরং কলিযুগং কলিজৈঃ পরিপীড়িতাঃ
ত্যক্ত্বা তপোবলং কৃৎস্নং গচ্ছধ্বং নরকান্ পুনঃ
ভবিষ্যতি হৃষীকেশঃ স্বাশ্রিতোহপি পরাঙ্মুখঃ ॥
এবমুক্ত্বাথ বিপ্রর্ষির্বিররাম তপোনিধিঃ।
জগাম মনসা রুদ্রমশেষাঘবিনাশনম্ ॥ ৩৩
এতস্মিন্নন্তরে দেবী মহাদেবী মহেশ্বরী।
পতিং পশুপতিং দেবং জ্ঞাত্বৈতৎ প্রাহ সর্ব্বদৃক্

শ্রীদেব্যুবাচ।

দক্ষো যজ্ঞেন যজতে পিতা মে পূর্ব্বজন্মনি।
বিনিন্দ্য ভবতো ভাবমাত্মানঞ্চাপি শঙ্করঃ ॥৩৫
দেবা মহর্ষয়শ্চাসংস্তত্র সাহায্যকারিণঃ।
বিনাশয়াশু তং যজ্ঞং বরমেতং বৃণে মাহম্ ॥৩৬
এবং বিজ্ঞাপিতো দেব্যা দেবদেবঃ পরঃ প্রভুঃ।
সসর্জ্জ সহসা রুদ্রং দক্ষযজ্ঞজিঘাংসয়া ॥ ৩৭
সহস্রশীর্ষপাদঞ্চ স্রাক্ষং মহাভুজম্।
সহস্রপাণিং দুর্দ্ধর্ষং যুগান্তানলসন্নিভম্ ॥ ৩৮
দংষ্ট্রাকরালং দুষ্প্রেক্ষ্যং শঙ্খচক্রধরং প্রভুম্।
দণ্ডহস্তং মহানাদং শার্ঙ্গিণং ভূতিভূষণম্ ॥ ৩৯
বীরভদ্র ইতি খ্যাতং দেবদেবসমন্বিষম্।
স জাতমাত্রো দেবেশমুপতস্থে কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪০
তমাহ দক্ষস্য মখং বিনাশয় শিবোহস্ত্বিতি।
বিনিন্দ্য মাং স যজতে গঙ্গাদ্বারে গণেশ্বর ॥৪১
ততো বন্ধপ্রমুক্তেন সিংহেনেবেহ লীলয়া।
বীরভদ্রেণ দক্ষস্য বিনাশমগমৎ ক্রতুঃ ॥ ৪২
মন্যুনা চোময়া সৃষ্টা ভদ্রকালী মহেশ্বরী।
তয়া চ সার্দ্ধং বৃষভং সমারুহ্য যযৌ গণঃ ॥ ৪৩
অন্যে সহস্রশো রুদ্রা নিসৃষ্টাস্তেন ধীমতা।
রোমজা ইতি বিখ্যাতাস্তস্য সাহায্যকারিণঃ ॥৪৪

পূজিত শঙ্করের নিন্দা করিলে, তখন ঈশ্বর-দ্বেষী তোমরা সকলেই বেদবহিষ্কৃত হইবে; তোমাদের চিত্ত কু-শাস্ত্রে আকৃষ্ট বলিয়াই তোমরা শিবমার্গের নিন্দা করিতেছ। অতএব তোমাদের শাস্ত্রাধ্যয়ন মিথ্যা;—তোমরা কেবল মিথ্যাজ্ঞানাভিমানী। ঘোর কলিযুগে কলি-কালের পাপে প্রপীড়িত হইয়া, তপোবলপরি-হারপূর্ব্বক তোমরা নরকে গমন কর। তোমা-দের আশ্রিত হৃষীকেশও তোমাদের প্রতি পরাঙ্মুখ হইবেন।” অনন্তর তপোনিধি বিপ্রর্ষি এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন এবং সর্ব্বপাপহর রুদ্রকে আপন মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এই অবসরে সর্ব্বদর্শিনী ভগ-বতী মহেশ্বরী এই সমস্ত জানিতে পারিয়া, পতি পশুপতিকে বলিলেন,—হে শঙ্কর! আমার পূর্ব্বজন্মের পিতা দক্ষ, ত্বদীয় স্বরূপ ও বিভূতির নিন্দা করিয়া যজ্ঞ করিতেছেন। সে বিষয়ে দেবতা ও মহর্ষিরা তাঁহার সাহায্য-কারী হইয়াছেন; আপনি শীঘ্র সেই যজ্ঞ বিনাশ করুন, আমি এই বর প্রার্থনা করি-তেছি। পরমপুরুষ প্রভু দেবদেব, দেবী-কর্ত্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া, দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস মানসে সহসা বীরভদ্র নামে খ্যাত এক রুদ্রের সৃষ্টি করিলেন। এ রুদ্র সহস্রশীর্ষা, সহস্র-পাদ, সহস্রনেত্র, মহাভুজ, সহস্রপাণি, দুর্দ্ধর্ষ প্রলয়কালীন বহ্নিসদৃশ দংষ্ট্রাকরাল এবং দুষ্প্রেক্ষ্য। তিনি শঙ্খচক্রধারী, দণ্ডহস্ত, ভীষণনিনাদী, শার্ঙ্গী, বিভূতিভূষণ এবং দেব-দেবের সদৃশ কান্তিসম্পন্ন। তিনি জন্মিয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে মহেশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ২৮—৪০। মহেশ্বর তাঁহাকে বলি-লেন,—হে গণেশ্বর! দক্ষ আমার নিন্দা করিয়া গঙ্গাদ্বারে যজ্ঞ করিতেছে, তুমি তাহার যজ্ঞ বিনাশ কর; তোমার মঙ্গল হউক। তাহার পরে বীরভদ্র, বন্ধনমুক্ত সিংহের ন্যায় অবলীলাক্রমে গমন করিয়া, দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ করিয়াছিলেন। পার্ব্বতীও ক্রোধে ভদ্রকালী নামে এক মহেশ্বরীর সৃষ্টি করিলেন; বীরভদ্র তাঁহারই সহিত বৃষে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। সেই ধীমান্ বীরভদ্র, রোমজ নামে বিখ্যাত নিজের সাহায্যকারী অপর সহস্র সহস্র রুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

শূলশক্তিগদাহস্তা দণ্ডোপলকরাস্তথা ।
কালাগ্নিরুদ্রসঙ্কাশা নাদয়ন্তো দিশো দশ ॥ ৪৫
সর্ব্বে বৃষভমারূঢ়াঃ সভার্য্যাশ্চাতিভীষণঃ ।
সমাবৃত্য গণশ্রেষ্ঠং যযুর্দক্ষমখং প্রতি ॥ ৪৬
সর্ব্বে সম্প্রাপ্য তং দেশং গঙ্গাদ্বারমিতি শ্রুতম্
দদৃশুর্যজ্ঞদেশং বৈ দক্ষস্যামিততেজসঃ ॥ ৪৭
দেবাঙ্গনাসহস্রাঢ্যমপ্সরোগীতনাদিতম্ ।
বীণাবেণুনিনাদাঢ্যং বেদবাদাভিনাদিতম্ ॥ ৪৮
দৃষ্ট্বা সহর্ষিভির্দ্দেবৈঃ সমাসীনং প্রজাপতিম্ ।
উবাচ ভদ্রয়া রুদ্রৈর্বীরভদ্রঃ স্ময়ন্নিব ॥ ৪৯
বয়ং হ্যনুচরাঃ সর্ব্বে শর্ব্বস্যামিততেজসঃ ।
ভাগার্থংলিপ্সয়া প্রাপ্তা ভাগান্যচ্ছ স্বমীপ্সিতান্
অথ চেৎ কস্যচিদিয়মাজ্ঞা মুনিবরোত্তমাঃ ।
ভাগো ভবদ্ভ্যো দেয়স্তু নাস্মভ্যমিতি কথ্যতাম্
তং ব্রুতাজ্ঞাপয়তি যো বেৎস্যামো হি বয়ং তত
এবমুক্তা গণেশেন প্রজাপতিপুরঃসরাঃ ।
দেবা উচুর্যজ্ঞভাগে ন চ মন্ত্রা ইতি প্রভো(১) ॥
মন্ত্রা উচুঃ সুরা যূয়ং তমোপহতচেতসঃ ।
যে নাধ্বরস্য রাজানং পূজয়েয়ুর্মহেশ্বরম্ ॥ ৫৩
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বদেবতনুর্হরঃ ।
পূজ্যতে সর্ব্বযজ্ঞেষু সর্ব্বাভ্যুদয়সিদ্ধিদঃ ॥ ৫৪
এবমুক্তা মহেশানং মায়য়া নষ্টচেতসঃ ।
ন মেনিরে যযুর্মন্ত্রা দেবান্ মুক্তা স্বমালয়ম্ ॥ ৫৫
ততঃ স ভদ্রো ভগবান্ সভার্য্যঃ সগণেশ্বরঃ ।
স্পৃশন্ করাভ্যাং বিপ্রর্ষিং দধীচংপ্রাহ দেবতাঃ
মন্ত্রাঃ প্রমাণং ন কৃতা যুষ্মাভির্বলদর্পিতৈঃ ।
যস্মাৎ প্রসহ্য তস্মাদ্বো নাশয়াম্যদ্য গর্ব্বিতান্ ॥
ইত্যুক্তা যজ্ঞশালাং তাং দদাহ গণপুঙ্গবঃ ।

তাহারা কালাগ্নি রুদ্রসদৃশ অতি ভীষণ। তাহাদের সকলেরই হস্তে শূল, শক্তি, গদা, দণ্ড ও প্রস্তর ছিল। তাহারা সকলেই দশ দিক্ নিনাদিত করিয়া ভার্য্যার সহিত বৃষে আরোহণপূর্ব্বক গণশ্রেষ্ঠ বীরভদ্রকে বেষ্টন করিয়া দক্ষযজ্ঞে প্রস্থান করিল। তাহারা সকলে গঙ্গাদ্বারনামক সেই প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া সহস্র দেবাঙ্গনাদ্বারা পরিশোভিত, অপ্সরোগীতি-নিনাদিত, বীণা ও বেণুর রবে মনোরম এবং বেদের শব্দে অভিনাদিত, অমিততেজাঃ দক্ষের সেই যজ্ঞভূমি দেখিতে পাইল। বীরভদ্র দক্ষপ্রজাপতিকে দেবতা ও মহর্ষিগণের সহিত উপবিষ্ট দেখিয়া, ঈষৎ হাসিতে হাসিতে ভদ্রকালী ও রুদ্রগণের সহিত বলিতে লাগিলেন,—আমরা সকলে অমিততেজাঃ শিবের অনুচর, যজ্ঞের ভাগ লইবার জন্য আসিয়াছি, আমাদের অভীপ্সিত ভাগ প্রদান কর। ৪১—৫০। হে মুনিগণ! তোমরা বল, কে আমাদিগকে যজ্ঞভাগ দিতে, নিষেধ করিয়াছে? তোমরা বলিয়া দাও, আমরা তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করি। প্রজাপতিপ্রমুখ দেবগণ গণেশ্বরকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া বলিলেন,—"হে প্রভো! যাহাতে আপনাদের যজ্ঞভাগ কল্পিত হইতে পারে, এরূপ কোন মন্ত্রই নাই! তখন মন্ত্রগণ বলিলেন,—হে দেবগণ! আপনাদের চিত্ত অজ্ঞানাকৃষ্ট হইয়াছে, তাই আপনারা যজ্ঞের রাজা মহেশ্বরের পূজা করিলেন না। হরই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, সকল দেবতারা তাঁহারই শরীরস্বরূপ; তিনিই সকল প্রকার সম্পদ্ ও সিদ্ধি দান করেন এবং সকল যজ্ঞে তাঁহারই পূজা হইয়া থাকে। মন্ত্রগণ গণেশ্বরকে এইরূপ বলিয়া মায়াদ্বারা নষ্টচৈতন্য দেবতাদিগকে সম্মান করিলেন না এবং তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর ভার্য্যা ও গণেশ্বরগণের সহিত ভগবান্ বীরভদ্র বিপ্রর্ষি দধীচকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন,—তোমরা বলদৃপ্ত হইয়া মন্ত্রগণকে প্রমাণ করিতে পারিলে না, সুতরাং এখনই তোমাদিগকে বিনাশ করিব; তোমরা বড়ই গর্ব্বিত হইয়াছ। গণপুঙ্গব এই কথা বলিয়াই সেই

(১) অত্র "দেবা উচুঃ। প্রমাণং বো ন জানীমো ভাগে মন্ত্রা ইতি প্রভুম্ ইতি পাঠান্তরং কচিৎ।

গণেশ্বরাশ্চ সংক্রুদ্ধা যূপানুৎপাট্য চিক্ষিপুঃ ॥৫৮
প্রস্তোত্রা সহ হোত্রা চ অশ্বঞ্চৈব গণেশ্বরাঃ।
গৃহীত্বা ভীষণাঃ সর্ব্বে গঙ্গাস্রোতসি চিক্ষিপুঃ।
বীরভদ্রোঽপি দীপ্তাত্মা শক্রস্যৈবোদ্যতং করম্
ব্যষ্টম্ভয়দদীনাত্মা তথান্যেষাং দিবৌকসাম্ ॥ ৬০
ভগস্য নেত্রে চোৎপাট্য করজাগ্রেণ লীলয়া।
নিহত্য মুষ্টিনা দন্তান্ পূষ্ণশ্চৈবমপাতয়ৎ ॥ ৬১
তথা চন্দ্রমসং দেবং পাদাঙ্গুষ্ঠেন লীলয়া।
ধর্ষয়ামাস বলবান্ স্ময়মানো গণেশ্বরঃ ॥ ৬২
বহ্নের্হস্তদ্বয়ং ছিত্ত্বা জিহ্বামুৎপাট্য লীলয়া।
জঘান মূর্দ্ধ্নি পাদেন মুনীনপি মুনীশ্বরাঃ ॥ ৬৩
তথা বিষ্ণুং সগরুড়ং সমায়ান্তং মহাবলঃ।
বিব্যাধ নিশিতৈর্ব্বাণৈঃ স্তম্ভয়িত্বা সুদর্শনম্ ॥৬৪
সমালোক্য মহাবাহুরাগত্য গরুড়ো গণম্।
জঘান পক্ষৈঃ সহসা ননাদাম্বুনিধির্যথা ॥ ৬৫
ততঃ সহস্রশো ভদ্রঃ সসর্জ্জ গরুড়ান্ স্বয়ম্।
বৈনতেয়াদভ্যধিকান্ গরুড়ং তে প্রদুদ্রুবুঃ ॥৬৬
তান্ দৃষ্ট্বা গরুড়ো ধীমানপলায়নমহাজবঃ।
বিসৃজ্য মাধবং বেগাৎ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥৬৭
অন্তর্হিতে বৈনতেয়ে ভগবান্ পদ্মসম্ভবঃ।
আগত্য বারয়ামাস বীরভদ্রঞ্চ কেশবম্ ॥ ৬৮
প্রসাদয়ামাস চ তং গৌরবাৎ পরমেষ্ঠিনঃ।
সংস্তূয় ভগবানীশং শম্ভুস্তত্রাগমৎ স্বয়ম্ ॥ ৬৯
বীক্ষ্য দেবাধিদেবং তং সাম্বং সর্ব্বগুণৈর্যুতম্।
তুষ্টাব ভগবান্ ব্রহ্মা দক্ষঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ॥৭০
বিশেষাৎ পার্ব্বতীং দেবীমীশ্বরার্দ্ধশরীরিণীম্।
স্তোত্রৈর্নানাবিধৈর্দক্ষঃ প্রণম্য চ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৭১
ততো ভগবতী দেবী প্রহসন্তী মহেশ্বরম্।
প্রসন্নমনসা রুদ্রং বচঃ প্রাহ ঘৃণানিধিঃ ॥ ৭২
ত্বমেব জগতঃ স্রষ্টা শাসিতা চৈব রক্ষিতা।

যজ্ঞশালা দগ্ধ করিলেন, আর অন্যান্য গণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া যূপকাষ্ঠ উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। ভীষণদর্শন গণেরা স্তোতা ও হোতার সহিত যজ্ঞের অশ্বকে গঙ্গাস্রোতে নিক্ষেপ করিল। অদুঃখিতচিত্ত প্রদীপ্তাত্মা বীরভদ্র ও অন্যান্য দেবতা ও ইন্দ্রের (প্রহারার্থ) উদ্যত হস্তদ্বয় স্তব্ধ করিয়া দিলেন। ৫১—৬০। তিনি অবলীলাক্রমে অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা ভগদেবতার নেত্রদ্বয় উৎপাটন করিলেন ও মুষ্ট্যাঘাতে পূষার দন্ত সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। বলবান্ গণেশ্বর হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চন্দ্রকে পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা ধর্ষণ করিলেন। গণেরা অগ্নির হস্তদ্বয় ছিন্ন করিল ও অবলীলাক্রমে তাঁহার জিহ্বা উৎপাটন করিয়া ফেলিল এবং মুনিদিগের মস্তকে পদাঘাত করিতে লাগিল। আবার মহাবল বীরভদ্র গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুকে আসিতে দেখিয়া, তাঁহার সুদর্শন অস্ত্রের অবরোধ করিয়া, শাণিত বাণ সকলে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবাহু গরুড় বীরভদ্রকে দেখিয়া সহসা পক্ষ দ্বারা আহত করিলেন এবং সমুদ্র-গর্জ্জনের ন্যায় ভয়ানক গর্জ্জন করিলেন। তদনন্তর স্বয়ং বীরভদ্র বিনতানন্দন অপেক্ষাও বলশালী সহস্র সহস্র গরুড়ের সৃষ্টি করিলেন; তাঁহারা বিনতাপুত্র গরুড়কে বিদ্রাবিত করিল। বুদ্ধিমান্ গরুড় তাহা দেখিয়া মাধবকে পরিত্যাগ করিয়া মহাবেগে পলায়ন করিল; ইহা এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়া উঠিল। গরুড় অন্তর্হিত হইলে ভগবান্ পদ্মযোনি আগমনপূর্ব্বক বীরভদ্র ও কেশবকে নিবারণ করিলেন। ব্রহ্মা মহাদেবের গৌরবে বীরভদ্রকে প্রসাদিত করিলেন এবং মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন; তাহাতে মহাদেব স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা, দক্ষ ও দেবগণ সকলেই সর্ব্বগুণান্বিত মহাদেবকে দেবীর সহিত সমাগত দেখিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৬১—৭০। দক্ষ কৃতাঞ্জলি হইয়া ঈশ্বরার্দ্ধশরীরিণী ভগবতী পার্ব্বতীকে বিশেষরূপে নানাবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর দয়াশীলা পার্ব্বতী প্রসন্নচিত্তে হাসিতে হাসিতে মহেশ্বর রুদ্রকে বলিলেন, হে দেব! আপনিই সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষিতা ও শাসিতা;

অনুগ্রাহ্যো ভগবতা দক্ষশ্চাপি দিবৌকসঃ। ৩
ততঃ প্রহস্য ভগবান্ কপর্দ্দী নীললোহিতঃ।
উবাচ প্রণতান্ দেবান্ প্রাচেতসমথো হরঃ। ৭৪
গচ্ছধ্বং দেবতাঃ সর্ব্বাঃ প্রসন্নো ভবতামহম্।
সম্পূজ্যঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু ন নিন্দ্যোঽহং বিশেষতঃ।
ত্বঞ্চাপি শৃণু মে দক্ষ বচবং সর্ব্বরক্ষণম্।
ত্যক্ত্বা লোকৈষণামেতাং মদ্ভক্তো ভব যত্নতঃ।
ভবিষ্যসি গণেশানঃ কল্পান্তেঽনুগ্রহান্মম।
তাবৎ তিষ্ঠ মমাদেশাৎ স্বাধিকারেষু নির্বৃতঃ।
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ সপত্নীকঃ সহানুগঃ।
অদর্শনমনুপ্রাপ্তো দক্ষস্যামিততেজসঃ। ৭৮
অন্তর্হিতে মহাদেবে শঙ্করে পদ্মসম্ভবঃ।
ব্যাজহার স্বয়ং দক্ষমশেষজগতো হিতম্। ৭৯
ব্রহ্মোবাচ।
কিং তবাপগতো মোহঃ প্রসন্নে বৃষভধ্বজে।
যদাচষ্ট স্বয়ং দেবঃ পালয়ৈতদতন্দ্রিতঃ। ৮০
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং হৃদ্যেষ বসতীশ্বরঃ।
পশ্যন্তি যং ব্রহ্মভূতা বিদ্বাংসো বেদবাদিনঃ। ৮১
স চাত্মা সর্ব্বভূতানাং স বীজং পরমা গতিঃ।
স্তূয়তে বৈদিকৈর্ম্মন্ত্রৈর্দেবদেবো মহেশ্বরঃ। ৮২
তমর্চ্চয়ন্তি যে রুদ্রং স্বাত্মনা চ সনাতনম্।
চেতসা ভাবযুক্তেন তে যান্তি পরমং পদম্। ৮৩
তস্মাদনাদিমধ্যান্তং বিজ্ঞায় পরমেশ্বরম্।
কর্ম্মণা মনসা বাচা সমারাধয় যত্নতঃ। ৮৪
যত্নাৎ পরিহরেশস্য নিন্দাং স্বাত্মবিনাশনীম্।
ভবন্তি সর্ব্বদোষায় নিন্দকস্য ক্রিয়া হি তাঃ। ৮৫
যস্তবৈষ মহাযোগী রক্ষকো বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
স দেবো ভগবান্ রুদ্রো মহাদেবো ন সংশয়ঃ
মন্যন্তে যে জগদ্যোনিং বিভিন্নং বিষ্ণুমীশ্বরাৎ
মোহাদবেদনিষ্ঠত্বাৎ তে যান্তি নরকং নরাঃ। ৮৭
বেদানুবর্ত্তিনো রুদ্রং দেবং নারায়ণং তথা।
একীভাবেন পশ্যন্তি মুক্তিভাজো ভবন্তি তে।

দক্ষ ও দেবতারা সকলেই আপনার অনুগ্রহের পাত্র। তদনন্তর ভগবান্ কপর্দ্দী নীললোহিত হর হাসিতে হাসিতে প্রণত দেবগণ ও দক্ষরাজকে বলিলেন,—হে দেবগণ! আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমরা এখন প্রস্থান কর; আমি সকল যজ্ঞেই পূজনীয়, কোনরূপেই আমি নিন্দনীয় নহি। হে দক্ষ! তুমিও সকল কর্ম্মের রক্ষার নিদানস্বরূপ মদীয় বাক্য শ্রবণ কর; প্রাকৃত লোকের ন্যায় ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া যত্নপূর্ব্বক আমার ভক্ত হও। আমার অনুগ্রহে তুমি কল্পান্তে গণাধিপতি হইবে; এক্ষণে আমার আদেশে নিজের রাজ্যে সুখে বাস কর। ভগবান ইহা বলিয়াই পত্নী ও অনুচরবর্গের সহিত অমিততেজাঃ দক্ষের দর্শনের বহির্ভূত হইলেন। মহাদেব অন্তর্হিত হইলে, স্বয়ং পদ্মযোনি, দক্ষকে সমস্ত জগতের হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃষভধ্বজ প্রসন্ন হওয়ায় তোমার মোহ কি অপগত হইয়াছে? দেবদেব স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, আলস্য ত্যাগ করিয়া তাহাই কর। ৭১—৮০। এই ঈশ্বরই সমস্ত ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন; ব্রহ্মজ্ঞানী পণ্ডিতেরা ইহাঁকেই পরব্রহ্মস্বরূপ দেখিয়া থাকেন। তিনিই সর্ব্বভূতের আত্মা, সকলের বীজ ও একমাত্র অবলম্বন; সকলেই বৈদিক মন্ত্রদ্বারা সেই দেবদেবকেই স্তব করিয়া থাকে। যাহারা ভক্তিপূর্ণ চিত্তে ও নিবিষ্টমনে সেই সনাতন রুদ্রের উপাসনা করে, তাহারাই পরমপদ লাভ করে। সেই হেতু পরমেশ্বর মহেশ্বরকে অনাদিমধ্যান্ত জানিয়া যত্ন সহকারে ও কায়মনোবাক্যে তাঁহারই আরাধনা কর। যত্নপূর্ব্বক স্বীয় বিনাশকারিণী শিবনিন্দা পরিত্যাগ কর; যে তাঁহার নিন্দা করে, তাহার সকল কার্য্যই সর্ব্বদোষের আকর হয়। এই যে মহাযোগী অব্যয় বিষ্ণু তোমার রক্ষাকর্ত্তা; ইনিও সেই ভগবান্ মহাদেব রুদ্রস্বরূপ; তাহার আর সন্দেহ নাই। যাহারা জগদ্যোনি বিষ্ণুকে মহাদেব হইতে পৃথক্ মনে করে, তাহারা বেদের অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না এবং পরিশেষে নরকে যায়। যাহারা

যো বিষ্ণুঃ স স্বয়ং রুদ্রো যো রুদ্রঃ স জনার্দ্দনঃ*,
ইতি মত্বা ভজেদ্দেবং স যাতি পরমাং গতিম্॥
সৃজত্যেষ জগৎ সর্ব্বং বিষ্ণুস্তদ্রক্ষতীশ্বরঃ।
ইত্থং জগৎ সর্ব্বমিদং রুদ্রনারায়ণোদ্ভবম্॥ ৯০
তস্মাৎ ত্যক্ত্বা হরে নিন্দাং হরে চাপ সমাহিতঃ
সমাশ্রয় মহাদেবং শরণ্যং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ৯১
উপশ্রুত্যাথ বচনং বিরিঞ্চস্য প্রজাপতিঃ।
জগাম শরণং দেবং গোপতিং কৃত্তিবাসসম্॥৯২
যেঽন্যে শাপাগ্নিনির্দ্দগ্ধা দধীচস্য মহর্ষয়ঃ।
দ্বিষন্তো মোহিতা দেবং সম্বভুবুঃ কলিম্বথ॥ ৯৩
ত্যক্ত্বা তপোবলং কৃৎস্নং বিপ্রাণাং কুলসম্ভবাঃ
পূর্ব্বসংস্কারমাহাত্ম্যাদ্ ব্রহ্মণো বচনাদিহ। ৯৪
মুক্তশাপাস্ততঃ সর্ব্বে কল্পান্তে রৌরবাদিষু।
নিপাত্যমানাঃ কালেন সম্প্রাপ্যাদিত্যবর্চ্চসম্

বেদার্থ গ্রহণ করিতে পারে,তাহারা নারায়ণ ও রুদ্রকে একই দেখিতে পায় এবং তাহারাই মুক্তি লাভ করে। যিনি বিষ্ণু তিনিই রুদ্র, যিনি রুদ্র তিনিই জনার্দ্দন, ইহা বুঝিয়া যে পূজা করে, সে-ই পরম পদ লাভ করে। ইনিই সমস্ত জগতের সৃষ্টি করিতেছেন, আর বিষ্ণু তাহা পালন করিতেছেন; এই জন্য সমস্ত জগৎকে রুদ্রনারায়ণোদ্ভব বলিয়া থাকে। অতএব হরের নিন্দা পরিত্যাগ করিয়া, হরে সমাহিতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মবাদীদিগের শরণ্য হরেরই আশ্রয় গ্রহণ কর। ৮১—৯১। অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ বিরিঞ্চির বাক্য শুনিয়া, গোপতি ভগবান্ কৃত্তিবাসের শরণ লইলেন। আর যে সকল মহর্ষিরা দেবমায়ামোহভরে শিবের নিন্দা করত দধীচির শাপাগ্নিদগ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহারা সমস্ত তপোবল বিনষ্ট করিয়া কলিকালে বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণমাত্র করিলেন এবং কল্পান্তপর্য্যন্ত কালধর্ম্মবশে রৌরবাদি নরকে পুনঃপুন পাত্যমান হইতে থাকিবেন। পরে ব্রহ্মবাক্যে ও পূর্ব্বসংস্কারের মাহাত্ম্যে শাপমুক্ত হইয়া

* পিতামহ ইতি পাঠান্তরম্

ব্রহ্মাণং জগতামীশমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা।
সমারাধ্য তপোযোগাদীশানং ত্রিদশাধিপম্।
ভবিষ্যন্তি যথাপূর্ব্বং শঙ্করস্য প্রসাদতঃ॥ ৯৬
এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং দক্ষযজ্ঞনিষূদনম্।
শৃণুধ্বং দক্ষপুত্রীণাং সর্ব্বাসাঞ্চৈব সন্ততিম্॥৯৭

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
প্রজাঃ সৃজেতি সন্দিষ্টঃ পূর্ব্বং দক্ষঃ স্বয়ম্ভুবা।
সসর্জ্জ দেবান্ গন্ধর্ব্বানৃষীংশ্চৈবাসুরোরগান্॥ ১
যদাস্য সৃজতঃ পূর্ব্বং ন ব্যবর্দ্ধন্ত তাঃ প্রজাঃ।
তদা সসর্জ্জ ভূতানি মৈথুনেনৈব ধর্ম্মতঃ॥ ২
অসিক্ন্যাং জনয়ামাস বীরণস্য প্রজাপতেঃ।
সুতায়াং ধর্ম্মযুক্তায়াং পুত্রাণান্তু সহস্রকম্॥ ৩

সূর্য্যের সদৃশ কান্তি লাভ করত ব্রহ্মার অনুমতিক্রমে ত্রিদশাধিপতি জগতের অধীশ্বর-পরব্রহ্ম মহেশের আরাধনা করিয়া তাঁহারই প্রসাদে আপনাদের পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। আপনাদিগকে দক্ষযজ্ঞ-নাশের সমস্ত কথা এই বলিলাম, অতঃপর দক্ষতনয়াগণের সন্ততিবর্গের কথা শ্রবণ করুন। ৯২—৯৭।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ১৫

ষোড়শ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—দক্ষ পূর্ব্বে প্রজাসৃষ্টির জন্য ব্রহ্মাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, অসুর ও সর্পের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৃষ্টি করিতে করিতে যখন সেই সকল প্রজার আর বৃদ্ধি হইল না, তখন ধর্ম্মসঙ্গত মৈথুনক্রিয়া দ্বারাই প্রজার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তিনি বীরণনামক প্রজাপতির ধর্ম্মনিরতা অসিক্নীনাম্নী কন্যার গর্ভে একসহস্র পুত্র উৎ

তেষু পুত্রেষু নষ্টেষু মায়য়া নারদস্য তু।
ষষ্টিং দক্ষোঽসৃজৎ কন্যা বৈরিণ্যাং বৈ প্রজাপতিঃ ॥ ৪
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
বিংশৎসপ্ত চ সোমায় চতস্রঃ হ্যরিষ্টনেময়ে ॥ ৫
দ্বে চৈব বহুপুত্রায় দ্বে কৃশাশ্বায় ধীমতে।
দ্বে চৈবাঙ্গিরসে তদ্বৎ তাসাং বক্ষ্যেঽথ বিস্তরম্
মরুত্বতী বসুর্যামী লম্বা ভানুররুন্ধতী।
সঙ্কল্পা চ মুহূর্ত্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ ভামিনী ॥ ৭
ধর্ম্মপত্ন্যো দশ ত্বেতাস্তাসাং পুত্রান্ নিবোধত।
বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়াং সাধ্যা সাধ্যানজীজনৎ ॥ ৮
মরুত্বত্যাং মরুত্বন্তো বসবোঽষ্টৌ বসোঃ সুতাঃ।
ভানোস্তু ভানবশ্চৈব মুহূর্ত্তাস্তু মুহূর্ত্তজাঃ ॥ ৯
লম্বায়াশ্চাথ ঘোষো বৈ নাগবীথী তু যামিজা
পৃথিবীবিষয়ং সর্ব্বমরুন্ধত্যামজায়ত।
সঙ্কল্পায়াস্তু সঙ্কল্পো ধর্ম্মপুত্রা দশ স্মৃতাঃ ॥ ১০
যে ত্বনেকবসুপ্রাণা দেবা জ্যোতিঃপুরোগমাঃ
বসবোঽষ্টৌ সমাখ্যাতাস্তেষাং বক্ষ্যামি বিস্তরম্
আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
আপস্য পুত্রো বৈতণ্ড্যঃ শ্রমঃ শান্তো ধ্বনিস্তথা
ধ্রুবস্য পুত্রো ভগবান্ কালো লোকপ্রকালনঃ
সোমস্য ভগবান্ বর্চ্চা ধরস্য দ্রবিণঃ সুতঃ ॥ ১৪
মনোজবোঽনিলস্যাসীদবিজ্ঞাতগতিস্তথা।
কুমারো হ্যনলস্যাসীৎ সেনাপতিরিতি স্মৃতঃ ॥১৫
দেবলো ভগবান্ যোগী প্রত্যূষস্যাভবৎ সুতঃ।
বিশ্বকর্ম্মা প্রভাসস্য শিল্পকর্ত্তা প্রজাপতিঃ ॥ ১৬
অদিতির্দিতির্দনুস্তদ্বদরিষ্টা সুরসা খসা।
সুরভির্বিনতা চৈব তাম্রা ক্রোধবশা ইরা।
কদ্রুর্ম্মুনিশ্চ ধর্ম্মজ্ঞা তৎপুত্রান্ বৈ নিবোধত ॥১৭
অংশো ধাতা ভগস্ত্বষ্টা মিত্রোঽথ বরুণোঽর্য্যমা
বিবস্বান্ সবিতা পূষা হ্যংশুমান্ বিষ্ণুরেব চ ॥১৮
তুষিতা নাম তে পূর্ব্বং চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।

১—১০। ... পাদন করিয়াছিলেন। নারদের মায়ায় সেই সকল পুত্র বিনষ্ট (বিবেকী) হইলে, দক্ষ-প্রজাপতি বীরণতনয়ার গর্ভে ষষ্টিসংখ্যক কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, তেরটী কশ্যপকে, সাতাইশটী চন্দ্রকে, চারিটী অরিষ্টনেমিকে, দুইটী বহুপুত্রকে, দুইটী ধীমান্ কৃশাশ্বকে, আর দুইটী অঙ্গিরাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাদিগের বিস্তার বলিতেছি। মরুত্বতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, অরুন্ধতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা এবং ভামিনী বিশ্বা এই দশ দক্ষকন্যা ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন; তাঁহাদের পুত্রের নাম শ্রবণ করুন। বিশ্বার গর্ভে বিশ্বদেবগণ, সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণ, মরুত্বতীর গর্ভে মরুদ্গণ, বসুর গর্ভে অষ্টবসু, ভানুর গর্ভে ভানুগণ, মুহূর্ত্তার গর্ভে মুহূর্ত্তজগণ, লম্বার গর্ভে ঘোষ, যামীর গর্ভে নাগবীথী, অরুন্ধতীর গর্ভে পৃথিবীর সমস্ত বিষয় এবং সঙ্কল্পার গর্ভে সঙ্কল্প জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মপুত্র যে সকল দেবতারা অনেক বসু-প্রাণ এবং জ্যোতিঃপুরোগম অষ্টবসু বলিয়া বিখ্যাত তাঁহাদের বিবরণ কহিতেছি। আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ এবং প্রভাস এই আটজন অষ্টবসু বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৈতণ্ড্য, শ্রম, শান্ত, ও ধ্বনি আপের পুত্র; ভগবান্ লোকপ্রকাশন কাল, ধ্রুবের পুত্র; ভগবান্ বর্চ্চ সোমের পুত্র; ধরের পুত্র দ্রবিণ; মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি অনিলের পুত্র, সেনাপতি কুমার অনলের পুত্র; ভগবান্ যোগী দেবল প্রত্যূষের পুত্র এবং শিল্পকর্ত্তা প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা প্রভাসের পুত্র। অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, খসা, সুরভি, বিনতা তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু, এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা মুনি, (ইঁহারাই কশ্যপপত্নী দক্ষকন্যা); এক্ষণে ইঁহাদের পুত্রগণের নাম যথাক্রমে শ্রবণ করুন। অংশ, ধাতা, ভগ, ত্বষ্টা, মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, বিবস্বান্, সবিতা, পূষা, অংশুমান্ এবং বিষ্ণু—এই দ্বাদশ দেবতা পূর্ব্বকালে চাক্ষুষ মনুর অধিকার-সময়ে তুষিত দেবতা নামে বিখ্যাত ছিলেন।

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে আদিত্যাশ্চাদিতেঃ
সুতাঃ ॥ ১৯

দিতিঃ পুত্রদ্বয়ং লেভে কশ্যপাদ্বলগর্ব্বিতম্।
হিরণ্যকশিপুং জ্যেষ্ঠং হিরণ্যাক্ষং তথানুজম্ ॥২০

হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো মহাবলপরাক্রমঃ।
আরাধ্য তপসা দেবং ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
দৃষ্ট্বা লেভে বরান্ দিব্যান্ স্তুত্বাসৌ বিবিধৈঃ
স্তবৈঃ ॥ ২১

অথ তস্য বলাদ্দেবাঃ সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ।
বাধিতাস্তাড়িতা জগ্মুর্দেবদেবং পিতামহম্ ॥২২

শরণ্যং শরণং দেবং শম্ভুং সর্ব্বজগন্ময়ম্।
ব্রহ্মাণং লোককর্ত্তারং ত্রাতারং পুরুষং পরম্।
কূটস্থং জগতামেকং পুরাণং পুরুষোত্তমম্। ২৩

স যাচিতো দেববরৈর্ম্মুনিভিশ্চ মুনীশ্বরাঃ।
সর্ব্বদেবহিতার্থায় জগাম কমলাসনঃ। ২৪

সংস্তূয়মানঃ প্রণতৈর্ম্মুনীন্দ্রৈরমরৈরপি।
ক্ষীরোদস্যোত্তরং কূলং যত্রাস্তে হরীরীশ্বরঃ ॥২৫

দৃষ্ট্বা দেবং জগদ্‌যোনিং বিষ্ণুং বিশ্বগুরুং শিবম্
ববন্দে চরণৌ মূর্দ্ধ্না কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ২৬

ব্রহ্মোবাচ।

ত্বং গতিঃ সর্ব্বভূতানামনন্তোঽস্যখিলাত্মকঃ।
ব্যাপী সর্ব্বামরবপুর্মহাযোগী সনাতনঃ ॥ ২৭

ত্বমাত্মা সর্ব্বভূতানাং প্রধানং প্রকৃতিঃ পরা।
বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যনিরতো বাগতীতো নিরঞ্জনঃ ॥২৮

ত্বং কর্ত্তা চৈব ভর্ত্তা চ নিহন্তা চ সুরদ্বিষাম্।
ত্রাতুমর্হস্যনন্তেশ ত্রাতাসি পরমেশ্বরঃ ॥ ২৯

ইত্থং স বিষ্ণুর্ভগবান্ ব্রহ্মণা সম্প্রবোধিতঃ।
প্রোবাচোন্নিদ্রপদ্মাক্ষঃ পীতবাসাঃ সুরান্
দ্বিজাঃ ॥ ৩০

কিমর্থং সুমহাবীর্য্যাঃ সপ্রজাপতিকাঃ সুরাঃ।
ইমং দেশমনুপ্রাপ্তাঃ কিং বা কার্য্যং করোমি বঃ

দেবা ঊচুঃ।

হিরণ্যকশিপুর্নাম ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ।
বাধতে ভগবন্ দৈত্যো দেবান্ সর্ব্বান্
সহর্ষিভিঃ ॥ ৩২

পরে বৈবস্বত মনুর অধিকার কাল উপস্থিত হইলে, ইঁহারাই অদিতির পুত্র হইয়া এই দ্বাদশ আদিত্য নাম প্রাপ্ত হইলেন। কশ্যপের ঔরসে ও দিতির গর্ভে দুই বলগর্ব্বিত পুত্র জন্মিয়াছিল; জ্যেষ্ঠ হিরণ্যকশিপু ও কনিষ্ঠ হিরণ্যাক্ষ। ১১—২০। মহাবলপরাক্রম দৈত্য হিরণ্যকশিপু পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে তপস্যাদ্বারা আরাধনা করিয়া এবং বিবিধ প্রকারে তাঁহার স্তব করিয়া দিব্য বর লাভ করিয়াছিল। অনন্তর মহর্ষিগণ ও দেবগণ তাঁহার বলে পীড়িত ও তাড়িত হইয়া শরণ্য, রক্ষাকর্ত্তা, সর্ব্বজগন্ময়, লোককর্ত্তা, ত্রাতা, জগতের মধ্যে একমাত্র, কূটস্থ, পুরাণ পুরুষ, পুরুষোত্তম পিতামহের নিকটে গমন করিলেন। হে মুনীশ্বরগণ! কমলাসন ব্রহ্মা মুনিগণ ও দেবগণের প্রার্থিত হইয়া, সকল দেবতার হিতের জন্য ক্ষীরোদসমুদ্রের উত্তর তীরে যেখানে ভগবান্ হরি প্রণত মুনিগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া রহিয়াছেন, সেইখানে গমন করিলেন। ব্রহ্মা জগদ্‌যোনি বিশ্বগুরু বিষ্ণুকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া মস্তকদ্বারা তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আপনিই সমস্ত ভূতের গতি, সমস্ত দেবতাই আপনার দেহস্বরূপ, আপনি অনন্ত, অখিলাত্মক মহাযোগী, সর্ব্বব্যাপী এবং সনাতন। আপনি সর্ব্বভূতের আত্মা, প্রধানপুরুষ, পরা প্রকৃতি, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যে নিরত, বচনাতীত ও নিরঞ্জন। আপনিই জগতের কর্ত্তা, ভর্ত্তা ও দেবদ্বেষীদিগের নিধনকর্ত্তা। হে অনন্ত! হে ঈশ! আপনি পরমেশ্বর, আপনি রক্ষা করুন। ২১—২৯। হে দ্বিজগণ! ভগবান্ পীতাম্বর বিষ্ণু ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া কমললোচন উন্মীলন করিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন,—হে মহাবীর্য্য দেবগণ! তোমরা কি নিমিত্ত প্রজাপতিকে সঙ্গে লইয়া এ স্থানে আসিয়াছ? আমিই বা তোমাদের কি করিব? দেবতারা কহিলেন,—হে ভগবন্! দৈত্য হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিগণকে উৎ-

অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বামৃতে পুরুষোত্তমম্।
হন্তুমর্হসি সর্ব্বেষাং ত্রাতাসি ত্বং জগন্ময় ॥ ৩৩
শ্রুত্বা তু দৈবতৈরুক্তং স বিষ্ণুর্লোকভাবনঃ।
বধায় দৈত্যমুখ্যস্য সোঽসৃজৎ পুরুষং স্বয়ম্ ॥৩৪
মেরুপর্ব্বতবর্ষ্মাণং ঘোররূপং ভয়ানকম্।
শঙ্খচক্রগদাপাণিং তং প্রাহ গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৩৫
হত্বা তং দৈত্যরাজানং হিরণ্যকশিপুং পুনঃ।
ইমং দেশং সমাগন্তুং ক্ষিপ্রমর্হসি পৌরুষাৎ ॥৩৬
নিশম্য বৈষ্ণবং বাক্যং প্রণম্য পুরুষোত্তমম্।
মহাপুরুষমব্যক্তং যযৌ দৈত্যমহাপুরম্ ॥ ৩৭
বিমুঞ্চন্ ভৈরবং নাদং শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
আরুহ্য গরুড়ং দেবো মহামেরুরিবাপরঃ ॥ ৩৮
আকর্ণ্য দৈত্যপ্রবরা মহামেঘরবোপমম্।
সমক্ষ চক্রিরে নাদং তথা দৈত্যপতের্ভয়াৎ ॥ ৩৯

অসুরা উচুঃ।

কশ্চিদাগচ্ছতি মহান্ পুরুষো দেবনোদিতঃ।
বিমুঞ্চন্ ভৈরবং নাদং তং জানীমো জনার্দ্দনম্
ততঃ সহাসুরবরৈর্হিরণ্যকশিপুঃ স্বয়ম্।
সন্নদ্ধৈঃ সাযুধৈঃ পুত্রৈঃ প্রহ্লাদাদ্যৈস্তদা যযৌ ॥
দৃষ্ট্বা তং গরুড়ারূঢ়ং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্।
পুরুষং পর্ব্বতাকারং নারায়ণমিবাপরম্।
দুদ্রুবুঃ কেচিদন্যোন্যমূচুঃ সম্ভ্রান্তলোচনাঃ ॥ ৪২
অয়ং স দেবো দেবানাং গোপ্তা নারায়ণো রিপুঃ
অস্মাকমব্যয়ো নূনং তৎসুতো বা সমাগতঃ॥৪৩
ইত্যুক্ত্বা শস্ত্রবর্ষাণি সসৃজুঃ পুরুষায় তে।
স তানি চাক্ষতো দেবো নাশয়ামাস লীলয়া ॥৪৪
তদা হিরণ্যকশিপোশ্চত্বারঃ প্রথিতৌজসঃ।
পুত্রা নারায়ণোদ্ভূতং যুযুধুর্মেঘনিস্বনাঃ ॥৪৫
প্রহ্লাদশ্চানুহ্লাদশ্চ সংহ্লাদো হ্লাদ এব চ ॥ ৪৬
প্রহ্লাদঃ প্রাহিণোদ্ব্রাহ্মমনুহ্লাদোঽথ বৈষ্ণবম্।
সংহ্লাদশ্চাপি কৌমারমাগ্নেয়ং হ্লাদ এব চ ॥ ৪৭
তানি তং পুরুষং প্রাপ্য চত্বার্য্যস্ত্রাণি বৈষ্ণবম্।
ন শেকুশ্চালিতুং বিষ্ণুং বাসুদেবং যথাতথম্ ॥৪৮

পীড়িত করিতেছে। হে জগন্ময়! আপনি ব্যতীত সকলেরই সে অবধ্য; আপনি সকলের হিতের জন্ত তাহার বিনাশ সাধন করিয়া সকলের রক্ষা করুন। লোকভাবন ভগবান্ বিষ্ণু দেবতাদিগের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজের বধের জন্ত মেরুপর্ব্বত-তুল্যশরীর, শঙ্খচক্রগদাপাণি ঘোররূপ ভয়ঙ্কর এক পুরুষের সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—নিজের পৌরুষে সেই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া পুনরায় শীঘ্র এই স্থানে আসিও। শঙ্খচক্রগদাধারী সেই পুরুষ বিষ্ণুবাক্য শ্রবণ করিয়া অব্যক্ত মহাপুরুষ পুরুষোত্তমকে প্রণাম করিয়া ভৈরবনাদ ত্যাগ করিতে করিতে গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক দ্বিতীয় সুমেরুর স্থায় গমন করিতে লাগিলেন। দৈত্যপ্রবরেরা মহামেঘগর্জ্জনের স্থায় সেই শব্দ শ্রবণ করত দৈত্যরাজের ভয়ে সেইরূপ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। অসুরেরা কহিল,—দেবতারা কোন মহাপুরুষকে পাঠাইয়াছেন, সে ভৈরব নাদ করিতে করিতে আসিতেছে। আমাদের বোধ হয় সে জনার্দ্দন। ৩০—৪০। তদনন্তর হিরণ্যকশিপু বর্ম্ম-পরিহিত গৃহীতাস্ত্র প্রহ্লাদাদি পুত্রগণ ও দৈত্যশ্রেষ্ঠদিগের সহিত স্বয়ং গমন করিল। সেই গরুড়ারূঢ় কোটী সূর্য্যের স্থায় প্রদীপ্ত, দ্বিতীয় নারায়ণসদৃশ পর্ব্বতাকার পুরুষকে দর্শন করিয়া কেহ কেহ পলায়ন করিল; কেহ কেহ সসম্ভ্রমনেত্রে পরস্পর বলিতে লাগিল,—নিশ্চয় ইনি আমাদিগের শত্রু সেই দেবগণের রক্ষাকর্ত্তা অব্যক্ত নারায়ণ, না হয়, তাঁহারই পুত্র আগমন করিয়াছেন। দৈত্যগণ এই কথা বলিয়া সেই পুরুষের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনিও অবলীলাক্রমে ও অক্ষতশরীরে সেই সকল অস্ত্র বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাহার পর প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ ও হ্লাদ নামে হিরণ্যকশিপুর প্রথিত-তেজাঃ চারিপুত্র মেঘের স্থায় গর্জ্জন করিতে করিতে নারায়ণসমুৎপন্ন পুরুষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। প্রহ্লাদ ব্রহ্মাস্ত্র, অনুহ্লাদ বৈষ্ণবাস্ত্র, সংহ্লাদ কৌমারাস্ত্র এবং হ্লাদ আগ্নেয়াস্ত্র সকল ত্যাগ করিল। সেই

অথাসৌ চতুরঃ পুত্রান্ মহাবাহুর্মহাবলঃ।
প্রগৃহ্য পাদেষু করৈশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥ ৪৯
বিমুক্তেষ্বথ পুত্রেষু হিরণ্যকশিপুঃ স্বয়ম্।
পাদেন তাড়য়ামাস বেগেনোরসি তং বলী ॥ ৫০
স তেন পীড়িতোঽত্যর্থং গরুড়েন সহাণুগঃ।
অদৃষ্টঃ প্রযযৌ তূর্ণং যত্র নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৫১
গত্বা বিজ্ঞাপয়ামাস প্রবৃত্তমখিলং তদা।
সঞ্চিন্ত্য মনসা দেবঃ সর্ব্বজ্ঞানময়োঽমলঃ ॥ ৫২
নরস্যার্দ্ধতনুং কৃত্বা সিংহস্যার্দ্ধতনুং তদা।
নৃসিংহবপুরব্যগ্রো হিরণ্যকশিপোঃ পুরে ॥ ৫৩
আবির্বভূব সহসা মোহয়ন্ দৈত্যদানবান্।
দংষ্ট্রাকরালো যোগাত্মা যুগান্তদহনোপমঃ ॥ ৫৪
সমারুহ্যাত্মনঃ শক্তিং সর্ব্বসংহারকারিকাম্।
ভাতি নারায়ণোঽনন্তো যথা মধ্যন্দিনে রবিঃ ॥
দৃষ্ট্বা নৃসিংহং পুরুষং প্রহ্লাদং জ্যেষ্ঠপুত্রকম্।
বধায় প্রেরয়ামাস নরসিংহস্য সোঽসুরঃ ॥ ৫৬
ইমং নৃসিংহং পুরুষং পূর্ব্বস্মাদূনশক্তিকম্।
সহৈব তেঽনুগৈঃ সর্ব্বৈর্নাশয়াশু ময়েরিতঃ ॥ ৫৭
স তন্নিয়োগাদসুরঃ প্রহ্লাদো বিষ্ণুমব্যয়ম্।
যুযুধে সর্ব্বযত্নেন নরসিংহেন নির্জ্জিতঃ ॥ ৫৮
ততঃ সংক্ষোভিতো দৈত্যো হিরণ্যাক্ষস্তদাত্মজঃ
ধ্যাত্বা পশুপতেরস্ত্রং সসর্জ্জ চ ননাদ চ ॥ ৫৯
তস্য দেবাধিদেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
ন হানিমকরোদস্ত্রং যথা দেবস্য শূলিনঃ ॥ ৬০
দৃষ্ট্বা পরাহতস্ত্বস্ত্রং প্রহ্লাদো ভাগ্যগৌরবাৎ।
মেনে সর্ব্বাত্মকং দেবং বাসুদেবং সনাতনম্ ॥৬১
সন্ত্যজ্য সর্ব্বশস্ত্রাণি সত্ত্বযুক্তেন চেতসা।
ননাম শিরসা দেবং যোগিনাং হৃদয়েশয়ম্ ॥৬২
স্তুত্বা নারায়ণং স্তোত্রৈঋগ্‌যজুঃসামসম্ভবৈঃ।
নিবার্য্য পিতরং ভ্রাতৃন্ হিরণ্যাক্ষং তদাব্রবীৎ

চারি প্রকার অস্ত্র বিষ্ণুসমুদ্ভব বিষ্ণুতুল্য সেই পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়াও কোন প্রকারে বিচালিত করিতে পারিল না। অনন্তর ঐ মহাবাহু মহাবলী পুরুষ স্বহস্তে দৈত্যরাজের চারিপুত্রের পাদাকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর বলবান্ হিরণ্যকশিপু, নিজের পুত্রদিগকে দূরে ফেলিতে দেখিয়া, বেগে তাঁহার বক্ষে পদাঘাত করিল ৪৯—৫০। সেই পুরুষ দৈত্যরাজের প্রহারে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া, যেখানে প্রভু নারায়ণ আছেন,সেইখানে গরুড়ের সহিত অদৃশ্য হইয়া সত্বর গমন করিলেন। সেখানে গিয়া সমস্ত ঘটনা সর্ব্বজ্ঞানময় নারায়ণকে নিবেদন করিলে, অমল বিষ্ণু মনে মনে চিন্তা করিয়া মনুষ্যের অর্দ্ধশরীর ও সিংহের অর্দ্ধশরীর ধারণ করিয়া নৃসিংহমূর্ত্তিতে অব্যগ্রভাবে হিরণ্যকশিপুর সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। দিবসের মধ্যভাগে সর্ব্বসংহারকারিণী স্বীয় শক্তি প্রাপ্ত হইলে, সূর্য্য যে প্রকার হন, সেইরূপ সেই যোগাত্মা অনন্ত নারায়ণও প্রলয়কালান বাহ্নসদৃশ ও ভীষণদংষ্ট্র হইয়া দৈত্য এবং দানবদিগকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই অসুর হিরণ্যকশিপু নৃসিংহপুরুষকে দর্শন করিয়া, তাঁহার বধের জন্য জ্যেষ্ঠপুত্র প্রহ্লাদকে "এই নৃসিংহ পুরুষ পূর্ব্বব্যক্তি অপেক্ষা হীনবল, তুমি আমার বাক্যে তোমার অনুজগণের সহিত গমন করিয়া শীঘ্র ইহাকে বিনাশ কর" বলিয়া প্রেরণ করিল। অসুর প্রহ্লাদ তাহার আদেশে সর্ব্বপ্রযত্নে অব্যয় বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইল। তখন দৈত্যপতি নিজের অনুজ হিরণ্যাক্ষকে পাঠাইয়া দিল, সে ধ্যান করিয়া পাশুপত অস্ত্র ক্ষেপণ করিল ও বার বার সিংহনাদ করিতে লাগিল। সেই অস্ত্র যে প্রকার মহাদেবের হানি করে না, সেইরূপ দেবাদিদেব অমিততেজাঃ বিষ্ণুরও কোন হানি উৎপাদন করিতে পারিল না। ৫১—৬০। প্রহ্লাদ অস্ত্র সকল পরাহত হইতেছে দেখিয়া, নিজের ভাগ্যগৌরববশতঃ তাঁহাকে সর্ব্বাত্মক সনাতন বাসুদেব বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং অস্ত্রসকল পরিত্যাগ করিয়া, সাত্ত্বিকচিত্তে যোগীদিগের হৃদয়েশয় বিষ্ণুকে প্রণাম করিলেন। তখন ঋক্ যজুঃ ও সামবেদ-সম্ভূত স্তবদ্বারা

অয়ং নারায়ণোঽনন্তঃ শাশ্বতো ভগবানজঃ।
পুরাণঃ পুরুষো দেবো মহাযোগী জগন্ময়ঃ ॥৬৪
অয়ং ধাতা বিধাতা চ স্বয়ং জ্যোতির্নিরঞ্জনঃ।
প্রধানং পুরুষং তত্ত্বং মূলপ্রকৃতিরব্যয়া ॥ ৬৫
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানামন্তর্যামী গুণাতিগঃ।
গচ্ছধ্বমেনং শরণং বিষ্ণুমব্যক্তমচ্যুতম্ ॥ ৬৬
এবমুক্তে সুদুর্ব্বুদ্ধির্হিরণ্যকশিপুঃ স্বয়ম্।
প্রোবাচ পুত্রমত্যর্থং মোহিতো বিষ্ণুমায়য়া ॥৬৭
অয়ং সর্ব্বাত্মনা বধ্যো নৃসিংহোঽল্পপরাক্রমঃ।
সমাগতোঽস্মদ্ভবনমিদানীং কালচোদিতঃ ॥৬৮
বিহস্য পিতরং পুত্রো বচঃ প্রাহ মহামতিঃ।
মা নিন্দস্বৈনমীশানং ভূতানামেকমব্যয়ম্ ॥ ৬৯
কথং দেবো মহাদেবঃ শাশ্বতঃ কালবর্জ্জিতঃ।
কালেন হন্যতে বিষ্ণুঃকালাত্মা কালরূপধৃক্ ॥ ৭০
ততঃ সুবর্ণকশিপুর্দুরাত্মা কালচোদিতঃ।
নিবারিতোঽপি পুত্রেণ যুযুধে হরিমব্যয়ম্ ॥ ৭১

সংরক্তনয়নোঽনন্তো হিরণ্যনয়নাগ্রজম্।
নখৈর্বিদারয়ামাস প্রহ্লাদস্যৈব পশ্যতঃ ॥ ৭২
হতে হিরণ্যকশিপৌ হিরণ্যাক্ষো মহাবলঃ।
বিসৃজ্য পুত্রং প্রহ্লাদং দুদ্রুবে ভয়বিহ্বলঃ ॥ ৭৩
অনুহ্রাদাদয়ঃ পুত্রা অন্যে চ শতশোঽসুরাঃ।
নৃসিংহদেহসম্ভূতৈঃ সিংহৈর্নীতা যমক্ষয়ম্ ॥ ৭৪
ততঃ সংহৃত্য তদ্রূপং হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
স্বমেব পরমং রূপং যযৌ নারায়ণাহ্বয়ম্ ॥ ৭৫
গতে নারায়ণে দৈত্যঃ প্রহ্লাদোঽসুরসত্তমঃ।
অভিষেকেণ যুক্তেন হিরণ্যাক্ষমযোজয়ৎ ॥ ৭৬
স বাধয়ামাস সুরান রণে জিত্বা মুনীনপি।
লব্ধান্ধকং মহাপুত্রং তপসারাধ্য শঙ্করম্ ॥ ৭৭
দেবান্ জিত্বা সদেবেন্দ্রান্ বদ্ধা চ ধরণীমিমাম্।
নীত্বা রসাতলং চক্রে বেদান্ বৈ নিষ্প্রভাংস্তথা
ততঃ সব্রহ্মকা দেবাঃ পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ।

নারায়ণের স্তব করিয়া পিতা, ভ্রাতা ও হিরণ্যাক্ষকে নিবারণ করত বলিতে লাগিলেন,—ইনি সনাতন, অনন্ত, অজ, পুরাণ পুরুষ, মহাযোগী, জগন্ময়, ভগবান্ বিষ্ণু; ইনিই ধাতা, বিধাতা, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, নিরঞ্জন, প্রধান পুরুষ, জগতের মূলতত্ত্ব ও অব্যয় প্রকৃতি; ইনিই সমস্ত ভূতের ঈশ্বর ও অন্তর্যামী এবং গুণাতীত; আপনারা এই অব্যক্ত অচ্যুত বিষ্ণুর শরণাপন্ন হউন। প্রহ্লাদ এই কথা বলিলে, সুদুর্ব্বুদ্ধি হিরণকশিপু বিষ্ণুমায়ায় অতিশয় মুগ্ধ হইয়া, পুত্রকে বলিতে লাগিল,—এই অল্পপরাক্রম নৃসিংহকে সর্ব্বপ্রযত্নে বধ কর, এ কালপ্রেরিত হইয়াই আমাদের গৃহে আসিয়াছে। মহামতি পুত্র প্রহ্লাদ হাস্য করিতে করিতে পিতাকে বলিতে লাগিলেন,—ইহাঁকে নিন্দা করিবেন না, ইনি সর্ব্বভূতের একমাত্র অধীশ্বর ও অব্যয়। ইনি শাশ্বত, মহাদেব, কালবর্জ্জিত, কালাত্মা ও কালরূপধৃক্ বিষ্ণু; কাল কি ইহাঁকে বিনাশ করিতে পারে? ৬১—৭০। তাহার পর দুরাত্মা হিরণ্যকশিপু পুত্রকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও, কালের নিদেশবশতঃ অব্যয় হরির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ভগবান্ অনন্ত আরক্তনেত্র হইয়া, প্রহ্লাদের সমক্ষেই হিরণ্যকশিপুকে নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে, মহাবল হিরণ্যাক্ষ ভয়ে বিহ্বল হইয়া শিশু প্রহ্লাদকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অনুহ্রাদি পুত্রগণও শত শত অনুচরগণ নরসিংহের দেহনির্গত সিংহ দ্বারা যমালয়ে প্রেরিত হইল। তদনন্তর প্রভু নারায়ণ হরি সেই রূপ গোপন করিয়া নিজের নারায়ণনামক রূপ ধারণ করিলেন। নারায়ণ গমন করিলে, অসুরশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ শাস্ত্রযুক্ত অভিষেক-ক্রিয়াদ্বারা হিরণ্যাক্ষকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই হিরণ্যাক্ষও মুনিদিগকে জয় করত দেবতাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে পীড়ন করিতে লাগিল। সে মহাদেবকে তপস্যাদ্বারা আরাধনা করিয়া অন্ধক নামে এক মহাপুত্র লাভ করিয়াছিল। সে বাসবের সহিত সমস্ত দেবতাদিগকে জয় করিয়া ও পৃথিবীকে বন্ধন করিয়া রসাতলে লইয়া গেল এবং দেব সকলের প্রভা নষ্ট করিল। তদনন্তর পিতামহ-

গত্বা বিজ্ঞাপয়ামাসুর্বিষ্ণবে হরিমন্দিরম্‌॥ ৭৯
স চিন্তয়িত্বা বিশ্বাত্মা তদ্বধোপায়মব্যয়ঃ।
সর্ব্বদেবময়ং শুভ্রং বারাহং বপুরাদধে॥ ৮০
গত্বা হিরণ্যনয়নং হত্বা তং পুরুষোত্তমঃ।
দংষ্ট্রয়োদ্ধারয়ামাস কল্পাদৌ ধরণীমিমাম্‌॥ ৮১
ত্যক্ত্বা বারাহসংস্থানং সংস্থাপ্যৈবং সুরদ্বিষঃ।
স্বামেব প্রকৃতিং দিব্যাং যযৌ বিষ্ণুঃ পরং পদম্‌
তস্মিন হতেঽমররিপৌ প্রহ্লাদো বিষ্ণুতৎপরঃ।
অপালয়ৎ স্বকং রাজ্যং ভাবং ত্যক্ত্বা তদাসুরম্‌
ইয়াজ বিধিবদ্দেবান্‌ বিষ্ণোরারাধনে রতঃ।
নিঃসপত্নং সদা রাজ্যং তস্যাসীদ্বিষ্ণুবৈভবাৎ॥
ততঃ কদাচিদসুরো ব্রাহ্মণং গৃহমাগতম্‌।
তাপসং নার্চ্চয়ামাস দেবানাঞ্চৈব মায়য়া॥ ৮৫
স তেন তাপসোঽত্যর্থং মোহিতেনাবমানিতঃ।
শশাপাসুররাজং তং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ॥ ৮৬
যত্তদ্বলং সমাশ্রিত্য ব্রাহ্মণানবমন্যসে।
সা শক্তির্বৈষ্ণবী দিব্যা বিনাশং তে গমিষ্যতি
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ তূর্ণং প্রহ্লাদস্য গৃহাদ্দ্বিজঃ।
মুমোহ রাজ্যসংসক্তঃ সোঽপি শাপবলাত্ততঃ॥
বাধয়ামাস বিপ্রেন্দ্রান্‌ ন বিবেদ জনার্দ্দনম্‌।
পিতুর্বধমনুস্মৃত্য ক্রোধং চক্রে হরিং প্রতি॥ ৮৯
তয়োঃ সমভবদ্যুদ্ধং সুঘোরং রোমহর্ষণম্‌।
নারায়ণস্য দেবস্য প্রহ্লাদস্যামরদ্বিষঃ॥ ৯০
কৃত্বা স সুমহদ্যুদ্ধং বিষ্ণুনা তেন নির্জ্জিতঃ।
পূর্ব্বসংস্কারমাহাত্ম্যাৎ পরস্মিন্‌ পুরুষে হরৌ।
সঞ্জাতং তস্য বিজ্ঞানং শরণ্যং শরণং যযৌ॥৯১
ততঃপ্রভৃতি দৈত্যেন্দ্রো হ্যনন্তাং ভক্তিমুদ্বহন্‌।
নারায়ণে মহাযোগমবাপ পুরুষোত্তমে॥ ৯২
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রে যোগসংসক্তচেতসি।
অবাপ তন্মহদ্রাজ্যমন্ধকোঽসুরপুঙ্গবঃ॥ ৯৩
হিরণ্যনেত্রতনয়ঃ শম্ভোর্দেহসমুদ্ভবঃ।
মন্দরস্থামুমাং দেবীং চকমে পর্ব্বতাত্মজাম্‌॥ ৯৪

প্রমুখ দেবগণ শুষ্কমুখে বিষ্ণুধামে গমন করিয়া হরিকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। তখন অব্যয় বিশ্বাত্মা নারায়ণ তাহার বধোপায় চিন্তা করত সর্ব্বদেবময় শুভ্র বারাহ দেহ ধারণ করিলেন। পুরুষোত্তম বরাহরূপী বিষ্ণু গমন করিয়া হিরণ্যাক্ষকে নিধন করত কল্পের আরম্ভ সময়ে এই পৃথিবীকে নিজ দন্তে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ এইরূপে অসুরদিগকে বশে সংস্থাপন করিয়া, বারাহরূপ পরিত্যাগ করত স্বীয় দিব্য প্রকৃতি পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। সেই দেব-শত্রু হিরণ্যাক্ষ নিহত হইলে প্রহ্লাদ আসুর ভাব পরিত্যাগ করত বিষ্ণুতৎপর হইয়া নিজের রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। তিনি বিষ্ণুর আরাধনে নিরত হইয়া যথাবিধি দেবযজ্ঞ সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন; বিষ্ণুর প্রসাদে তাঁহার রাজ্য সর্ব্বথা অরাতিশূন্য হইয়া উঠিল। তদনন্তর কোন সময়ে অসুর প্রহ্লাদ দেবগণের মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া, গৃহাগত কোন তপস্বী ব্রাহ্মণের পূজা করেন নাই। তখন তাপস, মোহিত দৈত্যপতিকর্ত্তৃক এইরূপে অবমানিত হইয়া, ক্রোধারক্তনেত্র হইয়া উঠিলেন এবং এই বলিয়া শাপ দিলেন,—তুমি যাহার বলে ব্রাহ্মণদিগকে অবমাননা করিতেছ, তোমার সেই দিব্য বৈষ্ণবীশক্তি নষ্ট হইবে। দ্বিজ এই বলিয়া সত্বর প্রহ্লাদভবন হইতে বহির্গত হইলেন; তখন দৈত্যও শাপপ্রভাবে রাজ্যাসক্ত হইয়া মুগ্ধ হইলেন। প্রহ্লাদ নারায়ণের মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া, দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের অবমাননা করিতে লাগিলেন এবং পিতার বধের কথা স্মরণ করিয়া নারায়ণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। দেবদ্বেষী প্রহ্লাদ ও নারায়ণের ঘোরতর রোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। ৮১—৯০। প্রহ্লাদ ঘোরতর যুদ্ধের পর ভগবানের নিকটে পরাজিত হইয়া পূর্ব্বসংস্কার-মাহাত্ম্যে প্রধান পুরুষ নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন; দৈত্যপতি প্রহ্লাদ তাহার পর হইতে অনন্তভক্তি সহকারে নারায়ণের সেবা করিতে লাগিলেন এবং মহাযোগদ্বারা সেই পুরুষোত্তমকেই প্রাপ্ত হইলেন। হিরণ্যকশিপুর পুত্র যোগ অবলম্বন করিলে, শিবের দেহসমুদ্ভব হিরণ্যাক্ষতনয়

পুরা দারুবনে পুণ্যে মুনয়ো গৃহমেধিনঃ।
ঈশ্বরারাধনার্থায় তপশ্চেরুঃ সহস্রশঃ॥ ৯৫
ততঃ কদাচিন্মহতী কালযোগেন দুস্তরা।
অনাবৃষ্টিরভীবোগ্রা হ্যাসীদ্ভূতবিনাশিনী॥ ৯৬
সমেত্য সর্ব্বে মুনয়ো গৌতমং তপসাং নিধিম্।
অযাচন্ত ক্ষুধাবিষ্টা আহারং প্রাণধারণম্॥ ৯৭
স তেভ্যঃ প্রদদাবন্নং মৃষ্টং বহুতরং বুধঃ।
সর্ব্বে বুভুজিরে বিপ্রা নির্ব্বিশঙ্কেন চেতসা॥ ৯৮
গতে চ দ্বাদশে বর্ষে কল্পান্ত ইব শঙ্করী।
বভূব বৃষ্টির্মহতী যথাপূর্ব্বমভূজ্জগৎ॥ ৯৯
ততঃ সর্ব্বে মুনিবরাঃ সমামন্ত্র্য পরস্পরম্।
মহর্ষিং গৌতমং প্রোচুর্গচ্ছাম ইতি যোগতঃ॥
নিবারয়ামাস চ তান্ কঞ্চিৎ কালং যথাসুখম্।
উষিত্বা মদ্গৃহেঽবশ্যং গচ্ছধ্বমিতি পণ্ডিতাঃ॥

ততো মায়াময়ীং সৃষ্ট্বা কৃষ্ণাং গাং সর্ব্ব এব তে
সমীপং প্রাপয়ামাসুর্গৌতমস্য মহাত্মনঃ॥ ১০২
সোঽনুবীক্ষ্য কৃপাবিষ্টস্তস্যাঃ সংরক্ষণোৎসুকঃ।
গোষ্ঠে তাং বন্ধয়ামাস স্পৃষ্টমাত্রা মমার সা॥১০৩
স শোকেনাভিসন্তপ্তঃ কার্য্যাকার্য্যং মহামুনিঃ।
ন পশ্যতি স্ম সহসা তমূষিং মুনয়োঽব্রুবন্॥১০৪
গোবধ্যেয়ং দ্বিজশ্রেষ্ঠ যাবৎ তব শরীরগা।
তাবৎ তেঽন্নং ন ভোক্তব্যং গচ্ছামো বয়মেব হি
তেন তেঽনুমতাঃ সন্তো দেবদারুবনং শুভম্।
জগ্মুঃ পাপবশং নীতাস্তপশ্চর্তুং যদা পুরা॥ ১০৬
স তেষাং মায়য়া জাতাং গোবধ্যাং গৌতমো মুনিঃ।
কেনাপি হেতুনা জ্ঞাত্বা শশাপাতীব কোপতঃ॥
ভবিষ্যথ ত্রয়ীবাহ্যা মহাপাতকিভিঃ সমাঃ।
বভূবুস্তে তথা শাপাজ্জায়মানাঃ পুনঃপুনঃ॥১০৮

অসুরশ্রেষ্ঠ অন্ধক সেই মহৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে মন্দরপর্ব্বতস্থিতা ভগবতী পার্ব্বতী দেবীকে কামনা করিতে লাগিল। পূর্ব্বকালে সহস্র সহস্র গৃহমেধী মুনি, পবিত্র দেবদারুবনে মহাদেবের সন্তোষসাধন জন্য তপস্যা করিতেছিলেন। তদনন্তর কোন সময়ে, সময়ধর্ম্মক্রমে প্রচণ্ড, দুস্তর, প্রজানাশক অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। তখন মুনি সকল ক্ষুধায় কাতর হইয়া তপোনিধি গৌতমের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং প্রাণধারণোপযোগী আহারের জন্য প্রার্থনা করিলেন। গৌতম সেই সকল মুনিকে নানাপ্রকার পরিষ্কৃত অন্ন দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই নির্ভয়চিত্তে তাহা ভোজন করিয়াছিলেন। কল্লান্তের ন্যায় দ্বাদশ বৎসর গত হইলে, সকলের কল্যাণপ্রদ অতি মহৎ বৃষ্টি হইল এবং জগৎও পূর্ব্বের ন্যায় হইয়া উঠিল। তদনন্তর মুনিগণ পরস্পর সম্ভাষণ করিয়া মিলিত ভাবে যাইয়া মহর্ষি গৌতমকে বলিলেন,—আমরা এখন চলিয়া যাই। গৌতম তাঁহাদিগকে নিবারণ করত বলিতে লাগিলেন,—হে পণ্ডিতগণ! আপনারা আর কিছুকাল আমার গৃহে সুখে বাস করুন; পরে আপনারা অবশ্যই গমন করিবেন। তদনন্তর তাঁহারা সকলে একটী মায়াময়ী কৃষ্ণবর্ণা গাভীর সৃষ্টি করিয়া, মহাত্মা গৌতমের নিকটে প্রেরণ করিলেন। গৌতম গাভীটীকে দেখিয়া, কৃপাবিষ্ট হইয়া পালন করিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে গোষ্ঠে বন্ধন করিতে যাইলে, স্পর্শ করিবামাত্রই গাভী প্রাণ ত্যাগ করিল। মহামুনি সেই শোকে সন্তপ্ত হইয়া কার্য্যাকার্য্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মুনিরা সহসা তাঁহাকে বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই গোহত্যাপাপ যতদিন তোমার শরীরে থাকিবে, ততদিন তোমার অন্ন ভোজন করা উচিত নহে, অতএব আমরা চলিলাম। তখন সেই মুনিগণ এইরূপে ছলপূর্ব্বক গৌতমকে পাপী করিয়া তাঁহার অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় পবিত্র দেবদারুবনে তপস্যা করিতে গমন করিলেন। গৌতম মুনি সেই গোহত্যাজনিত পাপকে কোন কারণে তাহাদের মায়াসমূদ্ভব জানিতে পারিয়া অতিশয় ক্রোধভরে তাহাদিগকে শাপ দিলেন,—"রে পাপিষ্ঠগণ! তোরা মহাপাতকী, অতএব তোরা বেদবহিষ্কৃত হইবি;

সর্ব্বে সম্প্রাপ্য দেবেশং শঙ্করং বিষ্ণুমব্যয়ম্।
অস্তুবঁল্লৌকিকৈঃ স্তোত্রৈরুচ্ছিষ্টা ইব সর্ব্বগৌ॥
দেবদেবৌ মহাদেবৌ ভক্তানামার্ত্তিনাশনৌ।
কামবৃত্ত্যা মহাযোগৌ পাপান্নস্ত্রাতুমর্হথঃ॥১১০
তদা পার্শ্বস্থিতং বিষ্ণুং সম্প্রেক্ষ্য বৃষভধ্বজঃ।
কিমেতেষাং ভবেৎ কার্য্যং প্রাহ পুণ্যৈষিণামিতি
ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ।
গোপতিং প্রাহ বিপ্রেন্দ্রানালোক্য প্রণতান্ হরিঃ
ন বেদবাহ্যে পুরুষে পুণ্যলেশোঽপি শঙ্কর।
সংগচ্ছতে মহাদেব ধর্ম্মো বেদাদ্বিনির্ব্বভৌ॥
তথাপি ভক্তবাৎসল্যাদ্রক্ষিতব্যা মহেশ্বর।
অস্মাভিঃ সর্ব্ব এবৈতে গন্তারো নরকানপি॥
তস্মাদ্ধি বেদবাহ্যানাং রক্ষণার্থায় পাপিনাম্।
বিমোহনায় শাস্ত্রাণি করিষ্যামো বৃষধ্বজ॥১১৫
এবং সম্বোধিতো রুদ্রো মাধবেন মুরারিণা।
চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোঽপি শিবেরিতঃ॥
কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমম্।
পঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ॥১১৭
সৃষ্ট্বা তানাহ নির্ব্বেদাঃ কুর্ব্বাণাঃ শাস্ত্রচোদিতম্
পতন্তো নরকে ঘোরে বহূন্ কল্পান্ পুনঃপুনঃ।
জায়ন্তো মানুষে লোকে ক্ষীণপাপচয়াস্ততঃ।
ঈশ্বরারাধনবলাদ্গচ্ছধ্বং সুকৃতাং গতিম্॥১১৯
বর্ত্তধ্বং মৎপ্রসাদেন নান্যথা নিষ্কৃতির্হি বঃ।
এবমীশ্বর-বিষ্ণুভ্যাং চোদিতাস্তে মহর্ষয়ঃ।
আদেশং প্রত্যপদ্যন্ত শিবস্যাসুরবিদ্বিষঃ॥১২০
চক্রুস্তেঽন্যানি শাস্ত্রাণি তত্র তত্র রতাঃ পুনঃ।
শিষ্যানধ্যাপয়ামাসুর্দর্শয়িত্বা ফলানি চ॥১২১
মোহয়ন্ত ইমং লোকমবতীর্য্য মহীতলে।
চকার শঙ্করো ভিক্ষাং হিতায়ৈষাং দ্বিজৈঃ সহ

আমার শাপে তোদের বার বার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে।" তখন গোতমশাপগ্রস্ত, উচ্ছিষ্টের ন্যায় অপবিত্র মুনিগণ দেবাধিপতি শঙ্কর ও অব্যয় বিষ্ণুকে লৌকিক স্তোত্রদ্বারা স্তব করত বলিতে লাগিলেন,—আপনারা মহাযোগী, স্বেচ্ছাক্রমে সর্ব্বগামী এবং ভক্তজনের আর্ত্তিহর, আপনারা আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করুন। তখন মহাদেব পার্শ্বস্থ বিষ্ণুর প্রতি অবলোকন করিয়া বলিলেন,—ইহারা পুণ্যেচ্ছু, ইহাদের কি গতি হইবে বলুন। ১০১—১১১। তদনন্তর ভক্তবৎসল শরণ্য ভগবান্ বিষ্ণু, বিপ্রেন্দ্রদিগকে প্রণত দেখিয়া, গোপতি শঙ্করকে বলিলেন,—হে মহাদেব! যে সকল লোক বেদবহিষ্কৃত, তাহাদের কিছুমাত্র পুণ্য থাকে না; যেহেতু ধর্ম্ম বেদ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব ইহারা নিশ্চয়ই নরকে গমন করিবে। তথাপি হে মহাদেব! ভক্তের প্রতি বাৎসল্যবশতঃ ইহাদিগকে আমাদের রক্ষা করা উচিত। হে পাপাত্মাদিগের রক্ষণের জন্য ও ইহাদিগকে বিমোহিত করিবার জন্য শাস্ত্র সকল রচনা করিব। রুদ্র, মুরারি মাধবকর্ত্তৃক এইরূপে সম্বোধিত হইলেন এবং কেশবও শিবের প্ররোচনায় প্রণোদিত হইলেন; তাঁহারা উভয়েই কাপাল, নাকুল, বাম, ভৈরব, পূর্ব্বপশ্চিম, পঞ্চরাত্র ও পাশুপত এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র মোহশাস্ত্র সকল রচনা করিলেন। তাঁহারা ঐরূপ শাস্ত্র সকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—তোমাদের বেদ-বহিষ্কৃত ও অনেক কল্প ধরিয়া মনুষ্য জন্ম লাভ করত ঘোর নরকে পুনঃপুনঃ নিপতিত হইবার সম্ভাবনা, অতএব শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কার্য্য করত আপনাদের ঈশ্বরারাধনার বলে ক্ষীণপাপ হইয়া তোমরা সদ্গতি লাভ কর; তোমরা আমার আদেশ অনুসারে চল, নতুবা তোমাদের অপর কোন উপায়ে নিস্তার হইবে না। দেবতাপরায়ণ মহর্ষিগণ শিব ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন।১১২-১২০ তাঁহারা আবার সেই সকল শাস্ত্রনিরত থাকিয়া অপরাপর শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহার ফল দেখিয়া শিষ্যবর্গকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্কর দুষ্টনিগ্রহের জন্য ভৈরবকে নিযুক্ত করিয়া, স্বয়ং ধরণীতলে

কপালমালাভরণঃ প্রেতভস্মাবগুণ্ঠিতঃ।
বিমোহয়ন্ লোকমিমং জটামণ্ডলমণ্ডিতঃ॥ ১২৩
নিক্ষিপ্য পার্ব্বতীং দেবীং বিষ্ণাবমিততেজসি।
নিযোজ্য ভগবান্ রুদ্রো ভৈরবং দুষ্টনিগ্রহে॥
দত্বা নারায়ণে দেব্যা নন্দনং কুলনন্দনম্।
সংস্থাপ্য তত্র চ গণান্ দেবানিন্দ্রপুরোগমান॥
প্রস্থিতে চ মহাদেবে বিষ্ণুর্বিশ্বতনুঃ স্বয়ম্
স্ত্রীরূপধারী নিয়তং সেবতে স্ম মহেশ্বরীম্॥১২৬
ব্রহ্মা হুতাশনঃ শক্রো যমোঽন্যে সুরপুঙ্গবাঃ।
সিষেবিরে মহাদেবীং স্ত্রীরূপং শোভনং গতাঃ
নন্দীশ্বরশ্চ ভগবান্ শম্ভোরত্যন্তবল্লভঃ।
দ্বারদেশে গণাধ্যক্ষো যথাপূর্ব্বমতিষ্ঠত॥ ১২৮
এতস্মিন্নন্তরে দৈত্যো হ্যন্ধকো নাম দুর্ম্মতিঃ।
আহর্ত্তুকামো গিরিজামাজগামাথ মন্দরম্॥১২৯
সম্প্রাপ্তমন্ধকং দৃষ্ট্বা শঙ্করঃ কালভৈরবঃ।
ন্যষেধয়দমেয়াত্মা কালরূপধরো হরঃ॥ ১৩০
তয়োঃ সমভবদ্যুদ্ধং সুঘোরং রোমহর্ষণম্।
শূলেনোরসি তং দৈত্যমাজঘান বৃষধ্বজঃ॥১৩১
ততঃ সহস্রশো দৈত্যাঃ সসর্জ্জান্ধকসংজ্ঞিতান্।
নন্দীশ্বরাদয়ো দৈত্যৈরন্ধকৈরভিনির্জ্জিতাঃ॥১৩২
ঘণ্টাকর্ণো মেঘনাদশ্চণ্ডেশশ্চণ্ডতাপনঃ।
বিনায়কো মেঘবাহঃ সোমনন্দী চ বৈদ্যুতঃ॥১৩৩
সর্ব্বেঽন্ধকং দৈত্যবরং সম্প্রাপ্যাতিবলাবিতাঃ।
যুযুধুঃ শূলশক্ত্যৃষ্টিগিরিকূটপরশ্বধৈঃ॥ ১৩৪
ভ্রাময়িত্বা তু হস্তাভ্যাং গৃহীত্বা চরণদ্বয়ে।
দৈত্যেন্দ্রেণাতিবলিনা ক্ষিপ্তাস্তে শতযোজনম্
ততোঽন্ধকনিসৃষ্টা যে শতশোঽথ সহস্রশঃ।
কালসূর্য্যপ্রতীকাশা ভৈরবঞ্চাভিদুদ্রুবুঃ॥ ১৩৬
হা হেতি শব্দঃ সুমহান্ বভূবাতিভয়ঙ্করঃ।
যুযুধে ভৈরবো দেবঃ শূলমাদায় ভীষণম্॥ ১৩৭
দৃষ্ট্বান্ধকানাং সুবলং দুর্জ্জয়ং নির্জ্জিতো হরঃ।
জগাম শরণং দেবং বাসুদেবমজং বিভুম্॥১৩

অবতীর্ণ হইয়া, কপালমালাভরণ, জটামণ্ডল-মণ্ডিত ও প্রেতভস্মাবগুণ্ঠিত হইয়া অখিল ভুবনকে মোহিত করত ঐ বিপ্রদিগের হিতের জন্য দ্বিজগণের সহিত ভিক্ষা করিয়াছিলেন; তৎকালে দেবী পার্ব্বতী ও তাঁহার কুলনন্দন পুত্রকে অমিততেজাঃ বিষ্ণুর আশ্রয়ে সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে ও প্রমথাদিগণসমূহকেও সেইখানেই রাখিয়া গিয়াছিলেন। মহাদেব প্রস্থান করিলে পর, স্বয়ং বিষ্ণু, ব্রহ্মা, অগ্নি, যম, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ রমণীয় স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহাদেবী পার্ব্বতীর নিয়ত সেবা করিতে লাগিলেন। মহাদেবের অতিশয় প্রিয়পাত্র, গণাধ্যক্ষ নন্দীশ্বর, পূর্ব্বের ন্যায় দ্বারদেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দুর্ম্মতি অন্ধক-নামক দৈত্য গিরিজাকে হরণ করিবার মানসে মন্দর পর্ব্বতে আগমন করিল। অমেয়াত্মা কালরূপধারী শঙ্করমূর্ত্তি কালভৈরব, অন্ধককে সমাগত দেখিয়া প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। ১২১—১৩০। তদনন্তর উভয়ের ঘোরতর রোমহর্ষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। তখন কালভৈরব সেই দৈত্যের বক্ষঃস্থল শূলদ্বারা বিদীর্ণ করিলেন। তখন অন্ধক দৈত্য, অন্ধকনামক সহস্র দৈত্যের সৃষ্টি করিল; তাহারা নন্দীশ্বর প্রভৃতি দেবগণকে পরাজিত করিল। ঘণ্টাকর্ণ, মেঘনাদ, চণ্ডেশ, চণ্ডতাপন, বিনায়ক, মেঘবাহ, সোমনন্দী ও বৈদ্যুত নামে অতিবলশালী গণেরা শূল, শক্তি, পরশু ও দ্বি-ধার খড়্গ লইয়া দৈত্যপতি অন্ধকের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন অত্যন্ত বল-শালী দৈত্যপতি তাহাদিগকে পা ধরিয়া হস্ত-দ্বারা ঘুরাইতে ঘুরাইতে শতযোজন অন্তরে ফেলিয়া দিল। অনন্তর অন্ধককর্তৃক প্রলয়-কালীন সূর্য্যসমতেজস্বী যে শত-সহস্র অন্ধক দৈত্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারা ভৈরবের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে হা হা!! এইমাত্র শব্দ কেবল উচ্চারিত হইতে লাগিল। ভৈরব-দেব ভীষণশূল লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হরমূর্ত্তি ভৈরব অন্ধকাদিগের সৈন্য দুর্জ্জয় দেখিয়া স্বয়ং নির্জ্জিতপ্রায় হইয়া ভগবান্ বিভু অজ বাসুদেবের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর

সোঽসৃজদ্ভগবান্ বিষ্ণুর্দেবীনাং শতমুত্তমম্।
দেবীপার্শ্বস্থিতো দেবো বিনাশায় সুরদ্বিষাম্ ॥১৩৯
তদান্ধকসহস্রন্তু দেবীভির্যমসাদনম্।
নীতং কেশবমাহাত্ম্যাল্লীলয়ৈব রণাজিরে ॥১৪০
দৃষ্ট্বা পরাহতং সৈন্যমন্ধকোঽপি মহাসুরঃ।
পরাঙ্মুখো রণাত্তস্মাদপলায়নমহাজবঃ ॥ ১৪১
ততঃ ক্রীড়াং মহাদেবঃ কৃত্বা দ্বাদশবার্ষিকীম্।
হিতায় ভক্তলোকানামাজগামাথ মন্দরম্ ॥১৪২
সম্প্রাপ্তমীশ্বরং জ্ঞাত্বা সর্ব্ব এব গণেশ্বরাঃ।
সমাগম্যোপাতিষ্ঠন্ত ভানুমন্তমিব দ্বিজাঃ ॥ ১৪৩
প্রবিশ্য ভবনং পুণ্যমযুক্তানাং দুরাসদম্।
দদর্শ নন্দিনং দেবং ভৈরবং কেশবং শিবঃ ॥৪৪
প্রণামপ্রবণং দেবং সোঽনুগৃহ্যাথ নন্দিনম্।
প্রীত্যৈনং পূর্ব্বমীশানঃ কেশবং পরিষস্বজে ॥১৪৫
দৃষ্ট্বা দেবী মহাদেবং প্রীতিবিস্ফারিতেক্ষণা।
ননাম শিরসা তস্য পাদয়োরীশ্বরস্য চ ॥ ১৪৬
তবেদয়ং জয়ং তস্মৈ শঙ্করায়াথ শঙ্করঃ।
ভৈরবো বিষ্ণুমাহাত্ম্যং প্রতীতঃ পার্শ্বগোঽভবৎ
শ্রুত্বা তং বিজয়ং শম্ভুর্বিক্রমং কেশবস্য চ।
সমাস্তে ভগবানীশো দেব্যা সহ বরাসনে ॥১৪৮
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে মরীচিপ্রমুখা দ্বিজাঃ
আজগ্মুর্মন্দরং দ্রষ্টুং দেবদেবং ত্রিলোচনম্ ॥১৪৯
যেন তদ্বিজিতং পূর্ব্বং দেবীনাং শতমুত্তমম্।
সমাগতং দৈত্যসৈন্যমীশদর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ১৫০
দৃষ্ট্বা বরাসনাসীনং দেব্যা চন্দ্রবিভূষণম্।
প্রণেমুরাদরাদ্দেব্যো গায়ন্তি স্মাতিলালসাঃ ॥
প্রণেমুর্গিরিজাং দেবীং বামপার্শ্বে পিনাকিনঃ।
দেবাসনগতং দেবং নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ১৫২
দৃষ্ট্বা সিংহাসনাসীনং দেব্যা নারায়ণেন চ।
প্রণম্য দেবমীশানং পৃষ্টবত্যো বরাঙ্গনাঃ ॥ ১৫৩
কন্যা ঊচুঃ।
কস্ত্বং বিভ্রাজসে কান্ত্যা কেয়ং বালা রবিপ্রভা

দেবীপার্শ্বস্থিত ভগবান বিষ্ণু, অসুর-সংহারের নিমিত্ত একশত উত্তম দেবীর সৃষ্টি করিলেন। তখন বিষ্ণুর মাহাত্ম্যে ঐ সকল দেবী অবলীলাক্রমে সমরাঙ্গনে অন্ধকসহস্রকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ১৩১—১৪০। তখন মহাসুর অন্ধক নিজ সৈন্যকে পরাজিত হইতে দেখিয়া পরাঙ্মুখ হইয়া সেই সমরাঙ্গন হইতে বেগে প্রস্থান করিল। তদনন্তর মহাদেব ভক্তজনের হিতের জন্য বার বৎসর কাল ক্রীড়া করিয়া মন্দরপর্ব্বতে আগমন করিলেন; হে দ্বিজগণ! গণেশ্বরেরা সকলেই মহাদেব আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণগণ যেমন সূর্য্যের উপাসনা করেন, সেইরূপ তাঁহার উপাসনা করিতে আগমন করিলেন। মহাদেব যোগবিহীন ব্যক্তির দুষ্প্রাপ্য পবিত্র ভবনে প্রবেশ করিয়া ভৈরব নন্দী ও কেশবকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি প্রথমে প্রণামপ্রবণ নন্দীকে প্রণয়পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক নারায়ণকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রীতিবিস্ফারিতলোচনে পার্ব্বতী দেবী মহাদেবকে দেখিয়া তাঁহার চরণে নিজের মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন এবং শঙ্করকে জয়ের কথা নিবেদন করিলেন। তখন বিষ্ণুর মাহাত্ম্যে প্রীত শঙ্করের মূর্ত্ত্যন্তর ভৈরবও তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। মহাদেব নারায়ণের বিক্রম ও জয়ের কথা শ্রবণ করিয়া, দেবীর সহিত বরাসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সমস্ত দেবতারা ও মরীচিপ্রমুখ দ্বিজেরা দেবদেব ত্রিলোচনকে দেখিবার নিমিত্ত মন্দরপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। যে দেবসৈন্যরূপী একশত দেবী, পূর্ব্বে সেই দৈত্যসৈন্য পরাজয় করিয়াছিলেন, তাঁহারাও মহাদেবের দর্শনমানসে আগমন করিলেন। ১৪১—১৫০। চন্দ্রভূষণ মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত বরাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন দেখিয়া, দেবীগণ ভক্তিসহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ও আগ্রহসহকারে গান করিতে লাগিলেন। মহাদেবের বামপার্শ্বস্থিতা ভগবতী গিরিজা এবং দেবাসনোপবিষ্ট ভগবান নারায়ণকেও তাঁহারা প্রণাম করিলেন। বরাঙ্গনারা দেবী ও নারায়ণের সহিত মহাদেবকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কো স্বয়ং ভাতি বপুষা পঙ্কজায়তলোচনঃ ॥ ১৫
নিশম্য তাসাং বচনং বৃষেন্দ্রবরবাহনঃ।
ব্যাজহার মহাযোগী ভূতাধিপতিরব্যয়ঃ ॥ ১৫৫
অয়ং নারায়ণো গৌরী জগন্মাতা সনাতনঃ।
বিভজ্য সংস্থিতো দেবঃ স্বাত্মানং বহুধেশ্বরঃ ॥
ন মে বিদুঃ পরং তত্ত্বং দেব্যাশ্চ ন মহর্ষয়ঃ।
একোঽয়ং বেদ বিশ্বাত্মা ভবানী বিষ্ণুরেব চ ॥
অহং হি নিঃস্পৃহঃ শান্তঃ কেবলো নিষ্পরিগ্রহঃ
মামেব কেশবং প্রাহুর্লক্ষ্মীং দেবীমথাম্বিকাম্ ॥
এষ ধাতা বিধাতা চ কারণং কার্য্যমেব চ।
কর্ত্তা কারয়িতা বিষ্ণুর্ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥১৫৯
ভোক্তা পুমানপ্রমেয়ঃ সংহর্ত্তা কালরূপধৃক্।
স্রষ্টা পাতা বাসুদেবো বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ ॥
কূটস্থো হ্যক্ষরো ব্যাপী যোগী নারায়ণোঽব্যয়ঃ

আপনি কে? কাঁহার কান্তির এত শোভা? আর সূর্য্যসমপ্রভাশালিনী এই বালাই বা কে? এবং এই পদ্মায়তলোচন পুরুষই বা কে? যাহার শরীরের এত শোভা লক্ষিত হইতেছে? মহাযোগী, বৃষেন্দ্রবাহন, অব্যয়, ভূতপতি তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন—ইনি সনাতন নারায়ণ ও ইনি জগন্মাতা গৌরী। ঈশ্বর নিজের আত্মাকে অনেকরূপে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। মহর্ষিগণ আমার এবং দেবীর পরমতত্ত্ব জানিতে পারেন না; কিন্তু আমি তাহা জানি আর বিশ্বাত্মা বিষ্ণু ও দেবী ভবানী তাহা অবগত আছেন। আমি কেবল শান্ত, নিঃস্পৃহ ও নিষ্পরিগ্রহ; আর আমাকেই সকলে কেশব, লক্ষ্মী অথবা অম্বিকা বলিয়া থাকে। এই বিষ্ণুই ধাতা ও বিধাতা, কারণ এবং কার্য্য, কর্ত্তা এবং কারয়িতা; ইনিই ভোগ ও মুক্তি-ফল প্রদান করেন। এই অপ্রমেয় পুরুষই বিষয়ভোগ করিতেছেন, ইনিই কালরূপ ধারণ করিয়া সংহার করিতেছেন এবং এই বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখ বাসুদেবই জগতের স্রষ্টা ও পালনকর্ত্তা। ১৫১—১৬০। এই সর্ব্ব-ব্যাপী, মহাযোগী, অব্যয়নারায়ণই কূটস্থ ব্রহ্ম;

তারকঃ পুরুষো হ্যাত্মা কেবলং পরমং পরম্ ॥
সৈষা মাহেশ্বরী গৌরী মম শক্তির্নিরঞ্জনা।
শান্তা সত্যা সদানন্দা পরম্পদমিতি শ্রুতিঃ ॥
অস্যাং সর্ব্বমিদং জাতমত্রৈব লয়মেষ্যতি।
এষৈব সর্ব্বভূতানাং গতীনামুত্তমা গতিঃ ॥ ১৬৩
তয়াহং সঙ্গতো দেব্যা কেবলো নিষ্কলঃ পরঃ।
পশ্যাম্যশেষমেবাহং পরমাত্মানমব্যয়ম্ ॥ ১৬৪
তস্মাদনাদিমদ্বৈতং বিষ্ণুমাত্মানমীশ্বরম্।
একমেব বিজানীথ ততো যাস্যথ নির্ব্বৃতিম্ ॥
মন্যন্তে বিষ্ণুমব্যক্তমাত্মানং শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
যে ভিন্নদৃষ্ট্যা চেশানং পূজয়ন্তো ন মে প্রিয়াঃ
দ্বিষন্তি যে জগৎসূতিং মোহিতা রৌরবাদিষু।
পচ্যমানা ন মুচ্যন্তে কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১৬৭
তস্মাদশেষভূতানাং রক্ষকো বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
যথাবদিহ বিজ্ঞায় ধ্যেয়ঃ সর্ব্বাপদি প্রভুঃ ॥১৬৮
শ্রুত্বা ভগবতো বাক্যং দেবাঃ সর্ব্বে গণেশ্বরাঃ

এই পুরুষই আত্মা ও তারণকর্ত্তা এবং ইনিই কেবলমাত্র পরমপদ। এই শান্তা, সত্যা, সদানন্দা মহেশ্বরী গৌরীই আমার নিরঞ্জনা শক্তি; বেদে ইহাঁকেই পরমপদ বলে। ইহাঁ হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, আবার ইহাঁতেই সমস্ত বিলীন হইবে; ইনিই সকল প্রাণীর যাবতীয় অবলম্বন মধ্যে প্রধান অবলম্বন। আমি কলারহিত হইয়া সেই দেবীর সহিত সঙ্গত হইয়া, অনন্ত অব্যয় পরমেশ্বরকে দেখিতে পাই। অতএব অনাদি, অদ্বৈত, ঈশ্বর, আত্মস্বরূপ বিষ্ণুকে একমাত্র বলিয়াই জানিবে, তাহা হইলে তোমাদের নির্ব্বৃতি হইবে। যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত, তাহারা আমাকেই অব্যক্ত বিষ্ণু মনে করে; যাহারা ভিন্নদৃষ্টিতে মহাদেবের আরাধনা করে, তাহারা আমার প্রিয় হইতে পারে না। যাহারা মোহবশতঃ জগৎপ্রসূতি পার্ব্বতীর নিন্দা করে, তাহারা রৌরবাদি নরকে পচিতে থাকে, শতকোটী কল্পেও মুক্ত হয় না। অতএব অব্যয় বিষ্ণুকে অশেষভূতের রক্ষক জানিয়া, ইহলোকে সর্ব্ববিধ আপদকালে

নেমুর্নারায়ণং দেবং দেবীঞ্চ হিমশৈলজাম্ ॥১৬৯
প্রার্থয়ামাসুরীশানে ভক্তিং ভক্তজনপ্রিয়ে।
ভবানীপাদযুগলে নারায়ণপদাম্বুজে ॥ ১৭০
ততো নারায়ণং দেবং গণেশা মাতরোঽপি চ।
ন পশ্যন্তি জগৎসূতিং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১৭১
তদন্তরে মহাদৈত্যো হ্যন্ধকো মন্মথান্ধকঃ।
মোহিতো গিরিজাং দেবীমাহর্ত্তুং গিরিমাযযৌ
অথানন্তবপুঃ শ্রীমান্ যোগী নারায়ণোঽমলঃ।
তত্রৈবাবিরভূদ্দৈত্যৈর্যুদ্ধায় পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৭৩
কৃত্বাথ পার্শ্বে ভগবন্তমীশো
যুদ্ধায় বিষ্ণুং গণদেবমুখ্যৈঃ
শিলাদপুত্রেণ চ মাতৃকাভিঃ
সকালরুদ্রোঽপি জগাম দেবঃ ॥ ১৭৪
ত্রিশূলমাদায় কৃশানুকল্পং
স দেবদেবঃ প্রযযৌ পুরস্তাৎ।
তমন্বযুস্তে গণরাজবর্য্যা
জগাম দেবোঽপি সহস্রবাহুঃ ॥ ১৭৫
ররাজ মধ্যে ভগবান্ সুরাণাং
বিবাহনো বারিজপর্ণবর্ণঃ।
তদা সুমেরোঃ শিখরাধিরূঢ়-
স্ত্রিলোকদৃষ্টির্ভগবানিবার্কঃ ॥ ১৭৬
জয়ন্ননাদির্ভগবানমেয়ো
হরঃ সহস্রাকৃতিরাবিরাসীৎ।
ত্রিশূলপাণির্গগনে সুঘোষঃ
পপাত দেবোপরি পুষ্পবৃষ্টিঃ ॥ ১৭৭
সমাগতং বীক্ষ্য গণেশরাজং
সমাবৃতং দৈত্যরিপুং গণেশৈঃ।
যুযোধ শক্রেণ স মাতৃকাভি-
র্গণৈরশেষৈরমরপ্রধানৈঃ ॥ ১৭৮
বিজিত্য সর্ব্বানপি বাহুবীর্য্যাৎ
স সংযুগে শম্ভুরনন্তধামা।
সমাযযৌ যত্র স কালরুদ্রো
বিমানমারুহ্য বিহীনসত্ত্বঃ ॥ ১৭৯
দৃষ্ট্বান্ধকং সমায়ান্তং ভগবান গরুড়ধ্বজঃ।
ব্যাজহার মহাদেবং ভৈরবং ভূতিভূষণম্ ॥১৮০

সেই প্রভুকেই ধ্যান করিবে। দেবতারা ও গণেশ্বরেরা সকলেই এই ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেব, নারায়ণ ও ভগবতীকে প্রণাম করিলেন এবং সকলেই ভক্তজনপ্রিয় মহাদেবের ও ভবানীর চরণযুগলে এবং নারায়ণের পাদপদ্মে ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। ১৬১—১৭০। তদনন্তর মাতৃগণ ও গণদেবতাগণ, নারায়ণ ও জগৎপ্রসূতি ভবানীকে আর দেখিতে পাইলেন না; তখন সমস্ত অদ্ভুত বোধ হইতে লাগিল। এই অবসরে মদনান্ধ দৈত্যপতি অন্ধক মোহিত হইয়া গিরিজাদেবীকে হরণ করিতে সেই পর্ব্বতে আগমন করিল। অনন্তর অনন্তদেহ, শ্রীমান্, যোগী, নির্ম্মল, পুরুষোত্তম নারায়ণ, দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধার্থে সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। তখন ভগবান্ শঙ্কর, বিষ্ণুকে নিজের পার্শ্বে রাখিয়া, মুখ্য মুখ্য গণদেবতা, কালরুদ্র, মুখ্য শিলাদপুত্র ও মাতৃকাগণের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিলেন। দেবদেব কৃশানুসদৃশ ত্রিশূল লইয়া অগ্রে প্রস্থান করিলেন; সেই সকল গণরাজশ্রেষ্ঠেরা এবং সহস্রবাহু বিষ্ণুদেবও তাঁহার অনুগমন করিলেন। ভগবান্ ত্রিভুবননেত্র সূর্য্য, সুমেরুশিখরে আরোহণ করিলে, যেরূপ শোভা-বিস্তার করেন, বারিজপর্ণবর্ণ গরুড়বাহন ভগবান্ বিষ্ণুও দেবগণের মধ্যে থাকিয়া তদ্রূপ শোভায় শোভিত হইয়াছিলেন। জয়শীল, অনাদি, অমেয়, ত্রিশূলপাণি, ভগবান্ হর হুঙ্কার করিতে করিতে গগনমার্গে সহস্রাকৃতি ধারণ করিলেন, তখন তাঁহার উপরে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গণাধিপতিকে সমাগত এবং মধুরিপুকে গণশ্রেষ্ঠদ্বারা পরিবৃত দেখিয়া, অন্ধকদৈত্য ইন্দ্র, মাতৃকাগণ, প্রধান প্রধান দেবতা ও গণদেবতার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই অন্ধক সকলকে বাহুবলে বিজিত করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রের যে স্থানে অনন্তধামা শম্ভু দুর্দ্ধর্ষনায়মান হইয়া কালরুদ্রের সহিত বিমানবরে আরূঢ় আছেন, তথায় গমন করিল। ১৭১—১৭৯। ভগবান্ গরুড়ধ্বজ

হন্তুমর্হসি দৈত্যেশমন্ধকং লোককণ্টকম্।
ত্বামৃতে ভগবন্ শক্তো হন্তা নান্যোঽস্য বিদ্যতে
ত্বং হর্ত্তা সর্ব্বলোকানাং কালাত্মা হ্যৈশ্বরী তনুঃ।
স্তূয়তে বিবিধৈর্মন্ত্রৈর্বেদবিদ্ভির্বিচক্ষণৈঃ। ১৮২
স বাসুদেবস্য বচো নিশম্য ভগবান্ হরঃ।
নিরীক্ষ্য বিষ্ণুং হননে দৈত্যেন্দ্রস্য মতিং দধৌ।
জগাম দেবতানীকং গণানাং হর্ষবর্দ্ধনম্।
স্তুবন্তি ভৈরবং দেবমন্তরীক্ষচরা জনাঃ। ১৮৪
জয়ানন্ত মহাদেব কালমূর্ত্তে সনাতন।
ত্বমগ্নিঃ সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি সর্ব্বগঃ॥ ১৮৫
ত্বমন্তকো লোককর্ত্তা ত্বং ধাতা হরিরব্যয়ঃ
ত্বং ব্রহ্মা ত্বং মহাদেবস্ত্বং ধাম পরমং পদম্॥১৮৬
ওঙ্কারমূর্ত্তির্যোগাত্মা ত্রয়ীনেত্রস্ত্রিলোচনঃ।
মহাবিভূতির্বিশেশো জয়ানন্ত জগৎপতে॥ ১৮৭
ততঃ কালাগ্নিরুদ্রোঽসৌ গৃহীত্বান্ধকমীশ্বরঃ।

অন্ধককে আসিতে দেখিয়া ভগবান্ ভূতিভূষণ ভৈরব মহাদেবকে বলিলেন,—আপনি এই লোককণ্টক দৈত্যপতি অন্ধককে বিনাশ করুন, আপনি ভিন্ন অপর কেহই ইহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। আপনি সকল লোকের কর্ত্তা, কালাত্মা এবং পরমব্রহ্মময়-দেহ; বিচক্ষণ বেদবিদেরা বিবিধ মন্ত্রদ্বারা আপনারই স্তব করিয়া থাকে। ভগবান্ হর, বাসুদেবের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে দর্শন করত অন্ধকাসুরের বিনাশসাধনে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। গণদিগের হর্ষবর্দ্ধন দেবসৈন্য যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন তখন অন্তরীক্ষচরেরা ভৈরবরূপী মহাদেবকে এইরূপ স্তব করিতে লাগিল,—হে অনন্ত! মহাদেব! কালমূর্ত্তে! সনাতন! আপনি সর্ব্বগামী ও অগ্নিস্বরূপ হইয়া সকল ভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছেন, আপনার জয় হউক। আপনি নিধনকর্ত্তা, লোককর্ত্তা, ধাতা ও অব্যয় হরি; আপনি ব্রহ্মা, আপনি মহাদেব, আপনিই তেজঃস্বরূপ ও পরমপদ; আপনি ওঙ্কারমূর্ত্তি, যোগাত্মা, ত্রয়ীনেত্র, ত্রিলোচন, মহাবিভূতি ও বিশেশ; হে অনন্ত! হে জগৎপতে! আপনি

ত্রিশূলাগ্রেষু বিন্যস্য প্রননর্ত্ত সতাং গতিঃ॥১৮৮
দৃষ্ট্বান্ধকং দেবগণাঃ শূলপ্রোতং পিতামহঃ।
প্রণেমুরীশ্বরং দেবং ভৈরবং ভবমোচনম্। ১৮৯
অস্তুবন্ মুনয়ঃ সিদ্ধা জগুর্গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
অন্তরীক্ষেঽপ্সরঃসঙ্ঘা নৃত্যন্তি স্ম মনোহরাঃ।
সংস্থাপিতোঽথ শূলাগ্রে সোঽন্ধকো দগ্ধকিল্বিষঃ
উৎপন্নাখিলবিজ্ঞানস্তুষ্টাব পরমেশ্বরম্। ১৯১

অন্ধক উবাচ।

নমামি মূর্দ্ধ্না ভগবন্তমেকং
সমাহিতা যং বিদুরীশতত্ত্বম্।
পুরাতনং পুণ্যমনন্তরূপং
কালং কবিং যোগবিয়োগহেতুম্॥ ১৯২
দংষ্ট্রাকরালং দিবি নৃত্যমানং
হুতাশবক্ত্রং জ্বলনার্করূপম্।
সহস্রপাদাক্ষিশিরোঽভিযুক্তং
ভবন্তমেকং প্রণমামি রুদ্রম্। ১৯৩
জয়াদিদেবামরপূজিতাঙ্ঘ্রে
বিভাগহীনামলতত্ত্বরূপ।

জয়যুক্ত হউন। তদনন্তর সাধুদিগের শরণ্য ঈশ্বর কালাগ্নিরুদ্র অন্ধককে ত্রিশূলাগ্রে রাখিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। পিতামহ ও দেবগণ, অন্ধককে শূলবিদ্ধ দেখিয়া, ভবমোচন ঈশ্বর ভৈরবদেবকে প্রণাম করিলেন। মুনি ও সিদ্ধগণ স্তব করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরেরা গান করিতে লাগিলেন এবং গগনমার্গে মনোহর অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ১৮০—১৯০। সেই অন্ধক ভগবানের শূলাগ্রে সংস্থাপিত হওয়ায়, তাহার পাপ সকল নষ্ট হইয়া গেল এবং তাহার সমস্ত জ্ঞানের আবির্ভাব হওয়ায় সে পরমেশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করিল। অন্ধক কহিল,—সমাধিনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যাঁহাকে ঈশতত্ত্ব বলিয়া জানেন, আমি সেই পুরাতন, পুণ্যস্বরূপ, অনন্তরূপ, কালস্বরূপ, কবি ও যোগবিয়োগহেতু একমাত্র ভগবান্‌কে প্রণাম করিতেছি। দংষ্ট্রাকরাল, হুতাশবক্ত্র, জ্বলনার্কস্বরূপ, কবি ও সহস্রপাদাক্ষিশিরোযুক্ত, গগনে

ত্বমগ্নিরেকো বহুধাভিপূজ্যো
বায়্বাদিভেদৈরখিলাত্মরূপঃ ॥ ১৯৪
ত্বামেকমাহুঃ পুরুষং পুরাণ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
ত্বং পশ্যসীদং পরিপাস্যজস্রং
ত্বমন্তকো যোগিগণাভিজুষ্টঃ ॥ ১৯৫
একোঽন্তরাত্মা বহুধা নিবিষ্টো
দেহেষু দেহাদিবিশেষহীনঃ।
ত্বমাত্মতত্ত্বং পরমাত্মশব্দং
ভবন্তমাহুঃ শিবমেব কেচিৎ ॥ ১৯৬
ত্বমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পবিত্র-
মানন্দরূপং প্রণবাভিধানম্।
ত্বমীশ্বরো বেদবিদাং প্রসিদ্ধঃ
স্বায়ম্ভুবোঽশেষবিশেষহীনঃ ॥ ১৯৭
ত্বমিন্দ্ররূপো বরুণোঽগ্নিরূপো
হংসঃ প্রাণী মৃত্যুরন্তোঽসি যজ্ঞঃ।

নৃত্যপরায়ণ রুদ্ররূপ একমাত্র আপনাকে প্রণাম করিতেছি! হে অমরপূজিতাঙ্ঘ্রে, বিভাগহীন, অমলতত্ত্বরূপ, আদিদেব! আপনি জয়যুক্ত হউন; আপনিই এক অগ্নি-স্বরূপ হইলেও বহুপ্রকারে পূজনীয়। বায়ু-আদি ত্বদীয় মূর্ত্তির বৈলক্ষণ্য থাকিলেও আপনি অখিলাত্মস্বরূপ। পণ্ডিতেরা আপনাকেই একমাত্র পুরাণ পুরুষ বলিয়া থাকেন, আপনি আদিত্যবর্ণ ও তমোগুণাতীত; আপনিই এই অখিল সংসার দেখিতেছেন ও তাহার রক্ষা করিতেছেন এবং আপনিই তাহার সংহারকর্ত্তা ও যোগিগণের আরাধ্য। আপনিই একমাত্র অন্তরাত্মা, সকলের দেহে বহুপ্রকারে নিবিষ্ট রহিয়াছেন, অথচ আপনার নিজের কোন বিশেষ দেহাদি নাই; আপনিই আত্মতত্ত্ব ও পরমাত্মা এবং কেহ কেহ আপনাকে শিব বলিয়া থাকেন। আপনিই অক্ষর ও পরম পবিত্র ব্রহ্ম, আনন্দরূপ এবং প্রণবাভিধান, আপনি ঈশ্বর, বেদবিৎশ্রেষ্ঠ এবং অশেষবিশেষহীন স্বায়ম্ভুব। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, হংস, প্রাণ,

প্রজাপতির্ভগবানেকরূপো
নীলগ্রীবঃ স্তূয়সে বেদবিদ্ভিঃ ॥ ১৯৮
নারায়ণস্ত্বং জগতামনাদিঃ
পিতামহস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
বেদান্তগুহ্যোপনিষৎসু গীতঃ
সদাশিবস্ত্বং পরমেশ্বরোঽসি ॥ ১৯৯
নমঃ পরস্মৈ তমসঃ পরস্তাৎ
পরাত্মনে পঞ্চনবাত্মকায়।
ত্রিশক্ত্যতীতায় নিরঞ্জনায়
সহস্রশক্ত্যাসনসংস্থিতায় ॥ ২০০
ত্রিমূর্ত্তয়েঽনন্তপরাত্মমূর্ত্তে
জগন্নিবাসায় জগন্ময়ায়।
নমো জনানাং হৃদি সংস্থিতায়
ফণীন্দ্রহারায় নমোঽস্তু তুভ্যম্ ॥ ২০১
মুনীন্দ্রসিদ্ধার্চ্চিতপাদপদ্ম
ঐশ্বর্য্যধর্ম্মাসনসংস্থিতায়।
নমঃ পরান্তায় ভবোদ্ভবায়
সহস্রচন্দ্রার্ক সহস্রমূর্ত্তে ॥ ২০২
নমোঽস্তু সোমায় সুমধ্যমায়
নমোঽস্তু দেবায় হিরণ্যবাহো।

মৃত্যু, অন্ত, যজ্ঞ, প্রজাপতি, একরূপ, ভগবান্ নীলগ্রীব ইত্যাদি নামে আপনার স্তব করিয়া থাকেন। আপনি নারায়ণ, অনাদি, জগতের পিতামহ এবং প্রপিতামহ, বেদান্তগুহ্য ও উপনিষদ্ সকলে আপনিই গীত হন; আপনি সদাশিব এবং পরমেশ্বর। আপনি তমোগুণাতীত, পরমাত্মা, ত্রিশক্তির অতীত, নিরঞ্জন, চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ও সহস্রশক্ত্যাসন-সংস্থিত, আপনাকে প্রণাম! ১৯১—২০০। আপনি ত্রিমূর্ত্তি, অনন্ত, পরমাত্মমূর্ত্তি, জগন্নিবাস, জগন্ময় ও ফণীন্দ্রহার, আপনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন; আপনাকে প্রণাম। হে মুনীন্দ্রসিদ্ধার্চ্চিতপাদপদ্ম! হে সহস্রচন্দ্রার্ক! হে সহস্রমূর্ত্তে! আপনি পরান্ত, ভবোদ্ভব ও ঐশ্বর্য্যধর্ম্মাসনসংস্থিত; আপনাকে প্রণাম। আপনি সোম ও মধ্যম, আপনাকে নমস্কার। আপনি হিরণ্যবাহু,

নমোঽগ্নিচন্দ্রার্কবিলোচনায়
নমোঽম্বিকায়াঃ পতয়ে মৃড়ায় ॥ ২০৩
নমোঽস্তু গুহ্যায় গুহান্তরায়
বেদান্তবিজ্ঞানবিনিশ্চিতায়।
ত্রিকালহীনামলধামধাম্নে
নমো মহেশায় নমঃ শিবায় ॥ ২০৪
এবং স্তুতঃ স ভগবান্ শূলাগ্রাদবতার্য্য তম্।
তুষ্টঃ প্রোবাচ হস্তাভ্যাং স্পৃষ্ট্বা চ পরমেশ্বরঃ ॥
প্রীতোঽহং সর্ব্বথা দৈত্য স্তবেনানেন সাম্প্রতম্
সম্প্রাপ্য গাণপত্যং মে সন্নিধানে সদা বস।
অরোগশ্ছিন্নসন্দেহো দেবৈরপি সুপূজিতঃ।
নন্দীশ্বরস্যানুচরঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২০৭
এবং ব্যাহৃতমাত্রে তু দেবদেবেন দেবতাঃ।
গণেশ্বরং মহাদৈত্যমন্ধকং দেবসন্নিধৌ ॥ ২০৮
সহস্রসূর্য্যসঙ্কাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রচিহ্নিতম্।
নীলকণ্ঠং জটামৌলিং শূলাসক্তং মহাকরম্।
দৃষ্ট্বা তং তুষ্টুবুর্দৈত্যমাশ্চর্য্যং পরমং গতাঃ।
উবাচ ভগবান্ বিষ্ণুর্দেবদেবং স্ময়ন্নিব ॥ ২১০

স্থানে তব মহাদেব প্রভাবঃ পুরুষো মহান্।
নেক্ষতে জাতিজান্ দোষান্ গৃহ্ণাতি চ গুণানপি
ইতীরিতোঽথ ভৈরবো গণেশদেবপুঙ্গবঃ।
সকেশবঃ সহান্ধকো জগাম শঙ্করান্তিকম্ ॥ ২১২
নিরীক্ষ্য দেবমাগতং স শঙ্করঃ সহান্ধকম্।
সমাধবং সমাতৃকং জগাম নিত্যভিৎ হরঃ ॥ ২১৩
প্রগৃহ্য পাণিনেশ্বরো হিরণ্যলোচনাত্মজম্।
জগাম যত্র শৈলজা-বিমানমীশবল্লভা ॥ ২১৪
বিলোক্য সা সমাগতং পতিং ভবার্ত্তিহারিণম্।
উবাচ সান্ধকং সুখং প্রসাদমন্ধকং প্রতি ॥ ২১৫
অথান্ধকো মহেশ্বরীং দদর্শ দেবপার্শ্বগাম্।
পপাত দণ্ডবৎ ক্ষিতৌ ননাম পাদপদ্ময়োঃ ॥২১৬
নমামি দেববল্লভামনাদিমদ্রিজামিমাম্।
যতঃ প্রধানপুরুষৌ নিহন্তি যাখিলং জগৎ ॥২১৭

আপনাকে নমস্কার। আপনি চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি-নেত্র, অম্বিকাপতি মৃড়; আপনাকে প্রণাম। আপনি গুহ্য, গুহান্তর,বেদান্তবিজ্ঞানবিনিশ্চিত, আপনাকে প্রণাম করি। আপনি ত্রিকালহীন, অমলধাম, মহেশ ও শিব; আপনাকে প্রণাম। ভগবান্ অন্ধকের এইরূপ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে শূলের অগ্র হইতে নামাইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—হে দৈত্য! আমি এক্ষণে তোমার এই স্তবে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার গাণপত্য লাভ করিয়া সর্ব্বদা আমার নিকটে বাস কর। তুমি সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত, অরোগ ও ছিন্নসন্দেহ হইয়া নন্দীশ্বরের অনুচর হও এবং দেবগণের পূজিত হও। মহাদেব এই প্রকার বলিলে, মহাদৈত্য অন্ধক দেবতাগণের সমক্ষেই সহস্র-সূর্য্যসমপ্রভ, ত্রিনেত্র, চন্দ্রচিহ্নিত, নীলকণ্ঠ, জটামৌলি, শূলহস্ত, মহাভুজ গণেশ্বররূপে পরিণত হইল; তাহা দেখিয়া দেবতাগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন দেবদেব বিষ্ণু হাসিতে হাসিতে ভৈরবকে বলিলেন,—হে মহাদেব! এরূপ পুরুষোচিত প্রভূত মাহাত্ম্য যথার্থই আপনার উপযুক্ত; যেহেতু আপনি আত্মীয়লোকের দোষ গ্রহণ করেন না, কেবল গুণগ্রহণই করিয়া থাকেন। ২০১—১১১। গণদেবতাশ্রেষ্ঠ ভৈরব এইরূপ কথিত হইয়া, নারায়ণ, ও অন্ধকের সহিত মহাদেবের নিকটে গমন করিলেন। নারায়ণ, অন্ধক ও মাতৃকাগণের সহিত কালভৈরবকে আসিতে দেখিয়া মহাদেব সুস্থ হইয়াছিলেন। পরে মহাদেব হিরণ্যাক্ষ-তনয়ের হস্ত ধারণ করিয়া শৈলকন্যা পার্ব্বতী যে বিমানে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে তথায় লইয়া গেলেন। ভবদুঃখহারী স্বামীকে অন্ধকের সহিত সমাগত দেখিয়া ভগবতী অন্ধকের প্রতি অনুগ্রহের কথা বলিয়াছিলেন। অনন্তর অন্ধক, মহেশ্বরীকে মহাদেবের পার্শ্ব আশ্রয় করিতে দেখিয়া, তাঁহাদের পাদপদ্মসন্নিধানে ধরণীতলে এই বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিল,—যাহা হইতে প্রকৃতি ও পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছে এবং যিনি সমস্ত জগৎকে সংহার

বিভাতি যা শিবাসনে শিবেন সাকমব্যয়া।
হিরণ্ময়েঽতিনির্ম্মলে নমামি তাং হিমাদ্রিজাম্ ॥
যদন্তরাখিলং জগজ্জগন্তি যান্তি সঙ্ক্ষয়ম্।
নমামি যত্র তামুমামশেষভেদবর্জ্জিতাম্ ॥২১
ন জায়তে ন হীয়তে ন বর্দ্ধতে চ তামুমাম্।
নমামি তাং গুণাতিগাং গিরীশপুত্রিকামিমাম্ ॥
ক্ষমস্ব দেবি শৈলজে কৃতং ময়া বিমোহিতম্।
সুরাসুরৈর্নমস্কৃতং নমামি তে পদাম্বুজম্ ॥ ২২১
ইত্থং ভগবতী দেবী ভক্তিনম্রেণ পার্ব্বতী।
সংস্তুতা দৈত্যপতিনা পুত্রত্বে জগৃহেঽন্ধকম্ ॥
ততঃ স মাতৃভিঃ সার্দ্ধং ভৈরবো রুদ্রসম্ভবঃ।
জগামানুজ্ঞয়া শম্ভোঃ পাতালং পরমেশ্বরঃ ॥২২৩
যত্র সা তামসী বিষ্ণোর্মূর্ত্তিঃ সংহারকারিকা।
সমাস্তে হরিরব্যক্তো নৃসিংহাকৃতিরীশ্বরঃ ॥২২৪
ততোঽনন্তাকৃতিঃ শম্ভুঃ শেষেণাপি সুপূজিতঃ।
কালাগ্নিরুদ্রো ভগবান্ যুযোজাত্মানমাত্মনি ॥
যুক্তস্য দেবস্য সর্ব্বা এবাথ মাতরঃ।
বুভুক্ষিতা মহাদেবং প্রণম্যাহুস্ত্রিলোচনম্ ॥ ২২
মাতর ঊচুঃ।
বুভুক্ষিতা মহাদেব হ্যনুজ্ঞাতুমর্হসি।
ত্রৈলোক্যং ভক্ষয়িষ্যামো নান্যথা তৃপ্তিরস্তি নঃ
এতাবদুক্তা বচনং মাতরো বিষ্ণুসম্ভবাঃ।
ভক্ষয়াঞ্চক্রিরে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥
ততঃ স ভৈরবো দেবো নৃসিংহবপুষং হরিম্।
দধ্যৌ নারায়ণং দেবং প্রণম্য চ কৃতাঞ্জলিঃ ॥
উমেশচিন্তিতং জ্ঞাত্বা ক্ষণাৎ প্রাদুরভূদ্ধরিঃ।
বিজ্ঞাপয়ামাস চ তং ভক্ষয়ন্তীহ মাতরঃ।
নিবারয়াশু ত্রৈলোক্যং ত্বদীয়া ভগবন্নিতি ॥
সংস্মৃতা বিষ্ণুনা দেব্যো নৃসিংহবপুষা পুনঃ ॥
উপতস্থুর্মহাদেবং নরসিংহাকৃতিং ততঃ ॥ ২৩১
সম্প্রাপ্য সন্নিধিং বিষ্ণোঃ সর্ব্বাঃ সংহারকারিকাঃ

করিতেছেন, সেই অনাদি, অদ্রিকন্যা, শিববল্লভা পার্ব্বতীকে প্রণাম করি। অতি নির্ম্মল হিরণ্ময় শিবাসনে যিনি মহাদেবের সহিত শোভা বিস্তার করিতেছেন, সেই হিমালয়কন্যা পার্ব্বতীকে প্রণাম করি। যিনিই এই সমস্ত জগৎ এবং যাহা ব্যতিরেকে এই সমস্ত জগৎ সংক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, আমি সেই অশেষভেদবর্জ্জিতা পার্ব্বতী উমাকে প্রণাম করিতেছি। যাঁহার জন্ম ও হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, সেই গুণাতীতা গিরীশকন্যাকে প্রণাম করি। হে দেবি শৈলজে! আমি মোহিত হইয়া এরূপ আচরণ করিয়াছি, আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন; সুরাসুর-নমস্কৃত ভবদীয় পাদপদ্মে আমি প্রণাম করিতেছি। দৈত্যপতি ভক্তিনম্র হইয়া এইরূপে পার্ব্বতীর স্তব করিলে ভগবতী প্রসন্না হইয়া, তাহাকে নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। তখন কালরুদ্রসমুদ্ভব পরমেশ্বর ভৈরব মহাদেবের অনুমতিক্রমে মাতৃকাগণের সহিত পাতালে গমন করিলেন—যেখানে সেই সংহারকারিকা তামসী নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিষ্ণু অবস্থিত রহিয়াছেন। তদনন্তর অনন্তাকৃতি ভগবান্ কালাগ্নিরুদ্র, শেষদেব কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া নিজের আত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করিয়াছিলেন। ভৈরব যোগে লীন হইলে, সমস্ত মাতৃকাগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া ত্রিলোচন মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন। মাতৃকাগণ কহিলেন, হে মহাদেব! আমরা ক্ষুধায় কাতর, আপনি আজ্ঞা করুন, আমরা সমস্ত ত্রৈলোক্যকেই ভক্ষণ করি; নতুবা আমাদের পরিতৃপ্তি হইবে না। বিষ্ণুসমুদ্ভব মাতৃকাগণ এই বাক্য বলিয়া সমস্ত সচরাচর ত্রৈলোক্যকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ২১২—২২৮। তদনন্তর সেই ভৈরবদেব প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া নরসিংহাকৃতি নারায়ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন। হরি তাঁহার ধ্যান জানিতে পারিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁহার অগ্রে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন ভৈরব, হরিকে নিবেদন করিলেন যে, হে ভগবন্! ত্বদীয় দেহসম্ভূতা মাতৃকাগণ জগৎ ভক্ষণ করিতেছেন। তদনন্তর নরসিংহমূর্ত্তি নারায়ণ মাতৃকাগণকে স্মরণ করিলেন, তাঁহারাও তৎকালে নরসিংহমূর্ত্তি

প্রদদুঃ শঙ্করে শক্তিং ভৈরবায়ামিততেজসে ॥
অপশ্যংস্তা জগৎসূতিং নৃসিংহমতিভৈরবম্ ।
জগদেকত্বমাপন্নং শেষাহিঞ্চাপি মাতরঃ ॥২৩৩
[illegible]জহার হৃষীকেশো হে ভক্তাঃ শূলপাণয়ে ।
যে চ মাং সংস্মরন্তীহ পালনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥২৩৪
মমৈব মূর্ত্তিরতুলা সর্ব্বসংহারকারিকা ।
মহেশ্বরাঙ্গসম্ভূতা ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী ॥ ২৩৫
অনন্তো ভগবান্ কালো দ্বিধাবস্থা মমৈব তু ।
তামসী রাজসী মূর্ত্তির্দেবদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ২৩৬
সোঽহং দেবো দুরাধর্ষঃ কালো লোকপ্রকাশনঃ
ভক্ষয়িষ্যামি কল্পান্তে রৌদ্রেণ নিখিলং জগৎ॥
[illegible] সা বিমোহিনী মূর্ত্তির্মম নারায়ণাহ্বয়া ।
সত্ত্বোদ্রিক্তা জগৎ সর্ব্বং সংস্থাপয়তি নিত্যদা ॥
স বিষ্ণুঃ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মা পরা গতিঃ ।
মূলপ্রকৃতিরব্যক্তা সদানন্দেতি কথ্যতে ॥ ২৩৯

ইত্যেবং বোধিতা দেব্যো বিষ্ণুনা বিষ্ণুমাতরঃ
প্রপেদিরে মহাদেবং তমেব শরণং পরম্ ॥ ২৪০
এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং মযান্ধকনিষূদনম্ ।
মাহাত্ম্যং দেবদেবস্য ভৈরবস্যামিতৌজসঃ ॥২৪১

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে দক্ষ-
সুতাবংশকীর্ত্তনে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

[illegible]দেবের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সংহার-[illegible]রিণী মাতৃকাগণ বিষ্ণুর সন্নিধানে উপস্থিত [illegible]। অমিততেজাঃ ভৈরবকে আপনাদের [illegible] শক্তি প্রদান করিলেন। তখন মাতৃকা-[illegible] জগতের প্রসূতিকর্ত্তা অতিভীষণ নরসিংহ [illegible] সর্পরাজ অনন্তকে এক হইয়া যাইতে [illegible]খিলেন। তখন হৃষীকেশ শূলপাণিকে [illegible]লেন—যাহারা আমার ভক্ত এবং যাহারা [illegible]মাকে স্মরণ করে, তাহাদিগকে আমি [illegible]পূর্ব্বক রক্ষা করি। মহেশ্বরাঙ্গসম্ভূতা [illegible]সংহারকারিকা ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়িনী এই [illegible]তুলা মূর্ত্তি আমারই মূর্ত্তি। ভগবান্ অনন্ত কালভৈরব আমারই দুই প্রকার অবস্থা-[illegible]মাত্র, ইহা আমারই তামসী মূর্ত্তি, আর [illegible]দেব চতুর্ম্মুখ আমার আর এক মূর্ত্তি, [illegible] রজোগুণোৎপন্ন। সেই লোকপ্রকাশন [illegible]ধর্ষ কালস্বরূপ আমিই কল্পান্তে রৌদ্র-[illegible]তেজে সমস্ত জগৎকে ভক্ষণ করিব। সত্ত্বগুণোদ্রিক্তা লোকবিমোহিনী যে আমার [illegible]য়ণী মূর্ত্তি আছে, তাহাই প্রতিনিয়ত [illegible] জগৎকে পরিপালন করিতেছে। সেই [illegible]ই পরমব্রহ্ম পরমাত্মা, পরা গতি, মূলপ্রকৃতি অব্যক্ত ও সদানন্দ বলিয়া কথিত হন। বিষ্ণুসমুদ্ভূত মাতৃগণ বিষ্ণুকর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া, সেই মহাদেবেরই শরণ গ্রহণ করিলেন। আমি অন্ধকবিনাশের সমুদায় বিবরণ ও অমিততেজা ভৈরবের মাহাত্ম্যের কথা আপনাদের নিকটে সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন করিলাম। ২২৯– ২৪১।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অন্ধকে নিগৃহীতে বৈ প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ ।
বিরোচনো নাম বলী বভুব নৃপা[illegible]ঃ সুতঃ ॥ ১
দেবান্ জিত্বা সদেবেন্দ্রান বহূন [illegible] মহাসুরঃ ।
পালয়ামাস ধর্ম্মেণ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ২
তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য কদাচিদ্বিষ্ণুচোদিতঃ ।
সনৎকুমারো ভগবান্ পুরং প্রা[illegible] মহামুনিঃ ॥৩
দৃষ্ট্বা সিংহাসনগতো ব্রহ্মপুত্রং মহাসুরঃ ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন ;—অন্ধক নিগৃহীত হইলে, [illegible] মহাত্মা প্রহ্লাদের পুত্র, বলবান্ মহাসুর বিরোচন রাজা হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণকে জয় করিয়া স্বয়ং ধর্ম্মানুসারে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত এই সচরাচর ত্রিভুবন পালন করিয়াছিলেন। একদা কোন সময়ে মহামুনি সনৎকুমার বিষ্ণুর আদেশক্রমে ঐ অসুররাজের পুরে আগমন করিলেন।

প্রহ্লাদমসুরং বৃদ্ধং প্রণম্যাহ পিতামহম্ ॥ ২৯
বলিরুবাচ।
পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ জায়ন্তেঽস্মৎপুরেঽধুনা।
কিমুৎপাতা ভবেৎ কার্য্যমস্মাকং কিংনিমিত্তকাঃ॥
নিশম্য তস্য বচনং চিরং ধ্যাত্বা মহাসুরঃ।
নমস্কৃত্য হৃষীকেশমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩১
প্রহ্লাদ উবাচ।
যো যজ্ঞৈরিজ্যতে বিষ্ণুর্যস্য সর্ব্বমিদং জগৎ।
দধারাসুরনাশার্থং মাতা তং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥৩২
যস্মাদভিন্নং সকলং ভিদ্যতে যোঽখিলাদপি।
স বাসুদেবো দেবানাং মাতুর্দেহং সমাবিশৎ ॥
ন যস্য দেবা জানন্তি স্বরূপং পরমার্থতঃ।
স বিষ্ণুরদিতের্দেহং স্বেচ্ছয়াদ্য সমা[illegible]
যস্মাদ্ভবন্তি ভূতানি যত্র সং[illegible] ॥ ৩৪
সোঽবতীর্ণো মহাযোগী [illegible]ও সঙ্ক্ষয়ম্।
ন যত্র বিদ্যতে [illegible] পুরাণপুরুষো হরিঃ ॥৩৫
[illegible]নামজাত্যাদিপরিকল্পনা।

সত্তামাত্রাত্মরূপোঽসৌ বিষ্ণুরংশেন জায়তে ॥৩৬
যস্য সা জগতাং মাতা শক্তিস্তদ্ধর্ম্মধারিণী।
মায়া ভগবতী লক্ষ্মীঃ সোঽবতীর্ণো জনার্দ্দনঃ॥
যস্য সা তামসী মূর্ত্তিঃ শঙ্করো রাজসী তনুঃ।
ব্রহ্মা সঞ্জায়তে বিষ্ণুরংশেনৈকেন সত্ত্বধৃক্ ॥ ৩৮
ইতি সঞ্চিন্ত্য গোবিন্দং ভক্তিনম্রেণ চেতসা
তমেব গচ্ছ শরণং ততো যাস্যসি [illegible] ॥
ততঃ প্রহ্লাদবচনাদ্বলিরৈ[illegible]। নির্বৃ[illegible]তম্॥
জগাম শরণং বি[illegible]বরাচনিঃস্থিম্।
কালে [illegible] পালয়ামাস ধর্ম্মতঃ॥
[illegible]তে মহাবিষ্ণুং দেবানাং হর্ষবর্দ্ধনম্।
[illegible]সুত কশ্যপাচ্চৈনং দেবমাতাদিতিঃ স্বয়ম্ ॥৪১
চতুর্ভুজং বিশালাক্ষং শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্।
নীলমেঘপ্রতীকাশং ভ্রাজমানং শ্রিয়া বৃতম্ ॥ ৪২
উপতস্থুঃ সুরাঃ সর্ব্বে সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ চারণাঃ।
উপেন্দ্রমিন্দ্রপ্রমুখা ব্রহ্মা চর্ষিগণৈর্বৃতঃ ॥ ৪৩
কৃতোপনয়নো বেদানধ্যৈষ্ট ভগবান্ হরিঃ।

করত ভয়বিহ্বল হইয়া পিতামহ বৃদ্ধ অসুর প্রহ্লাদকে প্রণাম করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। বলি কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! এক্ষণে আমাদিগের পুরীতে কি নিমিত্ত ঘোর উৎপাত সকল উপস্থিত হইতেছে এবং সেই জন্য আমাদেরই বা কি করা উচিত? ২১—৩০। মহাসুর প্রহ্লাদ বলির বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বহুক্ষণ ধ্যান ও নারায়ণকে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিলেন,—যজ্ঞে যাঁহার পূজা করা হয় এবং এই সমস্ত জগৎ যাঁহার সৃষ্ট, সেই নারায়ণকে অসুরনিধনের জন্য দেবমাতা গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। যাহা হইতে সমস্ত অভিন্ন অথচ যিনি সমস্ত হইতে পৃথক্ সেই বাসুদেব দেবমাতার গর্ভ আশ্রয় করিয়াছেন। দেবতারাও পরমার্থতঃ যাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারেন না সেই বিষ্ণু স্ব-ইচ্ছায় সম্প্রতি অদিতির দেহে প্রবেশ করিয়াছেন। যাহা হইতে সমস্ত ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে, আবার সমস্ত ভূত যাঁহাতেই বিলীন হইবে, সেই মহাযোগী পুরাণপুরুষ হরি অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহাতে নাম বা জাত্যাদির পরিকল্পনা নাই, সেই সত্তামাত্র আত্মরূপী বিষ্ণু অংশরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তদ্ধর্ম্মবিশিষ্টা জগন্মাতা ভগবতী লক্ষ্মী যাঁহার মায়া বা শক্তি, সেই জনার্দ্দন অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহার তামসী মূর্ত্তি শঙ্কর এবং রাজসী মূর্ত্তি ব্রহ্মা, স্বয়ং সত্ত্বমূর্ত্তিধর সেই বিষ্ণুই এক অংশে জন্ম গ্রহণ করিতেছেন। ভক্তিনম্রচিত্তে নারায়ণকে এইরূপে ধ্যান করিয়া, তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর, তাঁহা হইতেই নির্বৃতি লাভ করিবে। তদনন্তর বৈরোচনি বলি প্রহ্লাদের বাক্যে হরির শরণ গ্রহণ করিলেন এবং ধর্ম্মানুসারে বিশ্বরাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ৩১—৪০। দেবমাতা অদিতি কশ্যপের ঔরসে গর্ভধারণ করিয়া, যথাসময়ে দেবতাদিগের হর্ষবিবর্দ্ধন, চতুর্ভুজ, বিশালাক্ষ, শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষাঃ, নীলমেঘসমপ্রভ, দীপ্তিমান্, শ্রীযুক্ত মহাবিষ্ণুকে প্রসব করিলেন। তখন ঋষিগণপরিবৃত ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং সিদ্ধ, সাধ্য ও চারণেরা, উপেন্দ্রসন্নিধানে আগমন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া-

সদাচারং ভরদ্বাজাৎ ত্রিলোকায় প্রদর্শয়ন্ ॥৪৪
এবঞ্চ লৌকিকং মার্গং প্রদর্শয়তি স প্রভুঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ৪৫
ততঃ কালেন মতিমান্ বলির্বৈরোচনিঃ স্বয়ম্।
যজ্ঞৈর্যজ্ঞেশ্বরং বিষ্ণুমর্চ্চয়ামাস সর্ব্বগম্ ॥ ৪৬
ব্রাহ্মণান্ পূজয়ামাস দত্বা বহুতরং ধনম্।
ব্রহ্মর্ষয়ঃ সমাজগ্মুর্যজ্ঞবাটং মহাত্মনঃ ॥ ৪৭
বিজ্ঞায় বিষ্ণুর্ভগবান্ ভরদ্বাজপ্রচোদিতঃ।
আস্থায় বামনং রূপং যজ্ঞদেশমথাগমৎ ॥ ৪৮
কৃষ্ণাজিনোপবীতাঙ্গ আষাঢ়েন বিরাজিতঃ।
ব্রাহ্মণো জটিলো বেদানুদ্গিরন্ সুমহাদ্যুতিঃ॥৪৯
সম্প্রাপ্যাসুররাজস্য সমীপং ভিক্ষুকো হরিঃ।
স্বপাদৈর্বিমিতং (ক) দেশমযাচত বলিং ত্রিভিঃ॥৫০
প্রক্ষাল্য চরণৌ বিষ্ণোর্বলির্ভাবসমন্বিতঃ।

আচাময়িত্বা ভৃঙ্গারমাদায় স্বর্ণনির্ম্মিতম্ ॥ ৫১
দাস্যে তথেদং ভবতে পদত্রয়ং
প্রীণাতু দেবো হরিরব্যয়াকৃতিঃ।
বিচিন্ত্য দেবস্য করাগ্রপল্লবে
নিপাতয়ামাস সুশীতলং জলম্ ॥ ৫২
বিচক্রমে পৃথিবীমেষ চৈতা-
মথান্তরীক্ষং দিবমাদিদেবঃ।
ব্যপেতরাগং দিতিজেশ্বরং তং
প্রকর্তুকামঃ শরণং প্রপন্নম্ ॥ ৫৩
আক্রম্য লোকত্রয়মীশপাদঃ
প্রাজাপত্যাদ্ব্রহ্মলোকং জগাম।
প্রণেমুরাদিত্যমুখাঃ সুরেন্দ্রা
যে তত্র লোকে নিবসন্তি সিদ্ধাঃ ॥ ৫৪
অথোপতস্থে ভগবাননাদিঃ
পিতামহস্তোষয়ামাস বিষ্ণুম্।
ভিত্বা তদণ্ডস্য কপালমূর্দ্ধং
জগাম বারাবরণানি (খ) ভূয়ঃ ॥ ৫৫

ছিলেন। তৎপরে ভগবান্ হরি, ত্রিভুবনের সকলকে সদাচার শিখাইবার জন্য, যথাকালে উপনীত হইয়া ভরদ্বাজ মুনির নিকটে বেদ সমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রভু এই-রূপেই সকলকে লৌকিক মার্গ সকল প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তিনি যাহা করেন তাহাই প্রমাণ এবং লোকে তাহারই অনুকরণ করে। তদনন্তর কোন সময়ে মতিমান্ বৈরোচনি বলি স্বয়ং যজ্ঞ করিয়া, সর্ব্বব্যাপী যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে বহুতর ধন দিয়া পূজা করিতে লাগিলেন, তাহাতে ব্রহ্মর্ষিগণ সকলেই মহাত্মা বলির যজ্ঞে আগমন করিয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু, ভরদ্বাজের আদেশে বামন-রূপ ধারণ করিয়া, বলির যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। তাঁহার অঙ্গে কৃষ্ণাজিনোপবীত এবং হস্তে পলাশদণ্ড শোভা পাইতে লাগিল। জটিল ও মহাদ্যুতিসম্পন্ন ভগবান হরি বেদমন্ত্র গান করিতে করিতে ভিক্ষুকবেশে অসুর-রাজের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং নিজের পাদত্রয়পরিমিত স্থানমাত্র ভিক্ষা করিলেন।

৪১—৫০। ভক্তিসমন্বিত বলি রাজা, স্বর্ণময় ভৃঙ্গার লইয়া বিষ্ণুর পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। পরে আচমনানন্তর "আমি আপ-নাকে এই ত্রিপাদপরিমিত প্রদেশ দান করিব' বলিয়া, 'অব্যয়াকৃতি ভগবান্ হরি প্রসন্ন হউন" এইরূপ চিন্তাপূর্ব্বক ভগবানের করাগ্র-পল্লবে সুশীতল জল প্রক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ আদিদেব, সেই শরণাগত দৈত্যরাজকে ভোগ্য বিষয়ের প্রতি ক্ষীণানু-রাগ করিবার মানসে, এই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকে পাদবিক্ষেপ করিলেন। ভগবানের চরণ লোকত্রয়কে আক্রমণ করত প্রজাপতি-লোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিল; আদিত্যপ্রমুখ দেবগণ ও সিদ্ধগণ, যাঁহারা সেখানে বাস করিতেন, সকলেই তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। অনন্তর ভগবান্ অনাদি পিতামহ উপাসনাপূর্ব্বক নারায়ণের সন্তোষবিধান করিতে লাগিলেন; তথাপি

(ক) ক্রমিতমিতি বা পাঠঃ

(খ) দিব্যাভরণোহথেতি ক্বচিৎ পাঠঃ

অথাণ্ডভেদান্নিপপাত শীতলং
মহাজলং তৎ পুণ্য কুষ্টিশ্চ জুষ্টম্।
প্রবর্ত্তিতা চাপি সরিদ্বরা সা
গঙ্গেত্যুক্তা ব্রহ্মণা ব্যোমসংস্থা ॥ ৫৬
গত্বা মহান্তং প্রকৃতিং ব্রহ্মযোনিং
ব্রহ্মাণমেকং পুরুষং বিশ্বযোনিম্।
অতিষ্ঠদীশস্য পদং তদব্যয়ং
দৃষ্ট্বা দেবাস্তত্র তত্র স্তবন্তু ॥ ৫৭
আলোক্য তং পুরুষং বিশ্বকায়ং
মহান্ বলির্ভক্তিযোগেন বিষ্ণুম্।
ননাম নারায়ণমেকমব্যয়ং
স্বচেতসা যং প্রণমন্তি বেদাঃ ॥ ৫৮
তমব্রবীদ্ভগবানাদিকর্ত্তা
ভূত্বা পুনর্বামনো বাসুদেবঃ।
মমৈব দৈত্যাধিপতেঽধুনেদ
লোকত্রয়ং ভবতা ভাবদত্তম্ ॥ ৫৯
প্রণম্য মূর্দ্ধ্না পুনরেব দৈত্যো
নিপাতয়ামাস জলং করাগ্রে।
দাস্যে ভবাত্মানমনন্তধাম্নে
ত্রিবিক্রমায়ামিতবিক্রমায় ॥ ৬০
প্রগৃহ্য সূনোরপি সম্প্রদত্তং
প্রহ্লাদসূনোরথ শঙ্খপাণিঃ।
জগাদ বক্তুং জগদন্তরাত্মা
পাতালমূলং প্রবিশেতি ভূয়ঃ ॥ ৬১
সমাস্যতাং ভবতা তত্র নিত্যং
ভুক্ত্বা ভোগান্ দেবতানামলভ্যান্।
ধ্যায়স্ব মাং সততং ভক্তিযোগাৎ
প্রবেক্ষ্যসে কল্পদাহে পুনর্মাম্ ॥ ৬২
উক্ত্বৈবং দৈত্যসিংহং তং বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ।
পুরন্দরায় ত্রৈলোক্যং দদৌ জিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥ ৬৩
সংস্তুবন্তি মহাযোগং সিদ্ধা দেবর্ষি কিন্নরাঃ।
ব্রহ্মা শক্রোঽথ ভগবান্ রুদ্রাদিত্যমরুদ্গণাঃ ॥
কৃত্বৈতদদ্ভুতং কর্ম্ম বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্।
পশ্যতামেব সর্ব্বেষাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৬৪

সেই অণ্ডের ঊর্দ্ধকপাল ভেদ করত উহা আবরণ-জলপর্য্যন্ত চলিয়া গেল। অনন্তর সেই অণ্ড ভিন্ন হওয়ায় পুণ্যজনজুষ্ট সেই সুশীতল মহাজল বিগলিত হইল এবং সেই জল ব্যোম-মার্গে প্রবাহিত হইলে, ব্রহ্মা তাহাকে সরিদ্বরা গঙ্গা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ভগবানের চরণ বিশ্বযোনি পুরুষাভিধেয় ব্রহ্মরূপী মহদাবরণ ও পরে ব্রহ্মযোনি প্রকৃত্যাবরণ পর্য্যন্ত যাইয়া অবস্থান করিল। সেই সেই স্থানস্থিত দেবতারা সেই অব্যয়পদ-দর্শনে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। বেদাবং পণ্ডিতেরা একাগ্রচিত্তে যে অদ্বিতীয় অব্যয় পুরুষ নারায়ণকে প্রণাম করিয়া থাকেন, মহান্ বলি সেই পুরুষকে বিশ্বকায় বিষ্ণুরূপে দর্শন করিয়া ভক্তিযোগসহকারে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ আদিকর্ত্তা বাসুদেব পুনরায় বামনরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে দৈত্যপতে! এই লোকত্রয় এক্ষণে আমারই, তুমি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ইহা দান করিয়াছ। দৈত্যপতি পুনরায় মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, আপনি অনন্তধামা, ত্রিবিক্রম ও অনন্তবিক্রম, আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিলাম, এই বলিতে বলিতে তাঁহার করাগ্রপল্লবে পুনর্ব্বার জল প্রদান করিলেন। ৫১—৬০। অনন্তর জগদন্তরাত্মা শঙ্খপাণি, প্রহ্লাদপৌত্রের দান গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আবার বলিলেন,—তুমি পাতালমূলে প্রবেশ কর। তুমি সেখানে দেবগণের অলভ্য ভোগ-সুখ অনুভব করত ভক্তিযোগ সহকারে সতত আমার ধ্যাননিরত হইয়া সর্ব্বদা বাস কর। পরে কল্পাবসানে আবার আমাতেই প্রবেশ লাভ করিবে। উরুক্রম, জয়শীল, সত্যপরাক্রম বিষ্ণু, দৈত্যসিংহকে এই কথা বলিয়া ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্য দান করিলেন। ভগবান ব্রহ্মা রুদ্র ও আদিত্যপ্রমুখ দেবগণ এবং দেবর্ষি, সিদ্ধ ও কিন্নরেরা মহাযোগী বাসুদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। বামনরূপধারী বিষ্ণু, এই অদ্ভুত কার্য্য করিয়া সকলের সমক্ষেই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন।

সোঽপি তত্রবরঃ শ্রীমান পাতালং প্রাপ
নোদিতঃ।
প্রহ্লাদেনাসুরবরৈর্বিষ্ণুভক্তস্তু তৎপরঃ ॥ ৬৬ ॥
অপৃচ্ছদ্বিষ্ণুমাহাত্ম্যং ভক্তিযোগমনুত্তমম্।
পূজাবিধানং প্রহ্লাদং তদাহাস্ম চকার সঃ ॥ ৬৭
অথ রথচরণাব্জশঙ্খপাণিং
সরসিজলোচনমীশমপ্রমেয়ম্।
শরণমুপযযৌ স ভাবযোগাৎ
প্রণয়গতিং প্রণিধায় কর্ম্মযোগম্ ॥ ৬৮
এষ বঃ কথিতো বিপ্রা বামনস্য পরাক্রমঃ।
স দেবকার্য্যাণি সদা করোতি পুরুষোত্তমঃ ॥৬৯

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে দক্ষ-
সুতাবংশানুকীর্ত্তনে ত্রিবিক্রমচরিতং নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

বিষ্ণুতৎপর দৈত্যপতি শ্রীমান্ বলি, প্রহ্লাদের অনুমতি লইয়া অসুরেন্দ্রগণের সহিত পাতালে গমন করিলেন। তৎকালে বলি রাজা প্রহ্লাদকে উত্তম ভক্তিযোগ, বিষ্ণুমাহাত্ম্য ও পূজাবিধান জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রহ্লাদ যেরূপ বলিলেন, তিনিও তদনুরূপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলি রাজা প্রণয়গতি কর্ম্মযোগ প্রণিধান করিয়া, ভক্তিসহকারে চক্রাব্জশঙ্খপাণি, পদ্মনেত্র, অপ্রমেয়, ভগবান্ বিষ্ণুরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হে বিপ্রগণ! আমি আপনাদের নিকটে বামনের পরাক্রম কীর্ত্তন করিলাম; সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ সর্ব্বদাই দেবকার্য্য সকল সমাধা করিতেছেন। ৬১—৬৯। N

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

বলেঃ পুত্রশতন্ত্বাসীন্মহাবলপরাক্রমম্।
তেষাং প্রধানো দ্যুতিমান্ বাণো নাম মহাবলঃ
সোঽতীব শঙ্করে ভক্তো রাজা রাজ্যমপালয়ৎ
ত্রৈলোক্যং বশমানীয় বাধয়ামাস বাসবম্ ॥ ২
ততঃ শক্রাদয়ো দেবা গত্বোচুঃ কৃত্তিবাসসম্।
ত্বদীয়ো বাধতে হস্মান্ বাণো নাম মহাসুরঃ ॥৩
ব্যাহৃতো দৈবতৈঃ সর্ব্বৈর্দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
দদাহ বাণস্য পুরং শরেণৈকেন লীলয়া। ৪
দহ্যমানে পুরে তস্মিন্ বাণো রুদ্রং ত্রিশূলিনম্
যযৌ শরণমীশানং গোপতিং নীললোহিতম্ ॥৫
মূর্দ্ধন্যাধায় তল্লিঙ্গং শাম্ভবং রাগবর্জ্জিতঃ।
নির্গত্য তু পুরাৎ তস্মাৎ তুষ্টাব পরমেশ্বরম্ ॥ ৬
সংস্তুতো ভগবানীশঃ শঙ্করো নীললোহিতঃ।
গাণপত্যেন বাণং তং যোজয়ামাস ভাবতঃ ॥ ৭

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—বলি রাজার মহাবলপরাক্রম একশত পুত্র ছিল, দ্যুতিমান্ মহাবল বাণই তাহাদের প্রধান। শঙ্করের অতিশয় ভক্ত, বাণ রাজা রাজ্যপালনকালে ত্রিভুবনকে স্ববশে আনয়ন করিয়া ইন্দ্রকেও পীড়ন করিয়াছিল। তদনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাদেবের নিকটে গমন করিয়া বলিলেন যে, আপনার ভক্ত মহাসুর বাণ আমাদিগকে অতিশয় পীড়ন করিতেছে। দেবদেব মহেশ্বর, দেবগণকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া, অবলীলাক্রমে একটী শরদ্বারা বাণের পুরী দগ্ধ করিয়া দিলেন। নিজের পুরী দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া বাণ রাজা, ত্রিশূলধারী গোপতি নীললোহিত ঈশানের শরণাপন্ন হইল এবং স্বয়ং রাগবর্জ্জিত হইয়া লিঙ্গ মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক সেই পুরীর বাহিরে গমন করিয়া, মহাদেবের স্তব করিতে লাগিল। ভগবান্ পরমেশ্বর নীললোহিত শঙ্কর, বাণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে স্নেহভরে নিজের গাণপত্য পদে

অথৈবঞ্চ দনোঃ পুত্রাস্তারাদ্যাশ্চাতিভীষণাঃ ।
তারস্তথা শম্বরশ্চ কপিলঃ শঙ্করস্তথা ।
স্বর্ভানুর্বৃষপর্ব্বা চ প্রাধান্যেন প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮
সুরসায়াঃ সহস্রন্তু সর্পাণামভবদ্দ্বিজাঃ ।
অনেকশিরসাং তদ্বৎ খেচরাণাং মহাত্মনাম্ ॥ ৯
অরিষ্টা জনয়ামাস গন্ধর্ব্বাণাং সহস্রকম্ ।
অনন্তাদ্যা মহানাগাঃ কাদ্রবেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
তাম্রা চ জনয়ামাস ষট্ কন্যা দ্বিজপুঙ্গবাঃ ।
শুকীং শ্যেনীঞ্চ ভাসীঞ্চ সুগ্রীবীং গৃধ্রিকাং শুচিম্
গাস্তথা জনযামাস সুরভির্মহিষীস্তথা ।
ইরা বৃক্ষলতাবল্লী-তৃণজাতাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ১২
খসা বৈ যক্ষ-রক্ষাংসি মুনিরপ্সরসস্তথা ।
রক্ষোগণং ক্রোধবশা জনয়ামাস সত্তমাঃ ॥ ১৩
বিনতায়াশ্চ পুত্রৌ দ্বৌ প্রখ্যাতৌ গরুড়ারুণৌ
তয়োশ্চ গরুড়ো ধীমান্ তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্ ॥
প্রসাদাচ্ছূলিনঃ প্রাপ্তো বাহনত্বং হরেঃ স্বয়ম্ ।
আরাধ্য তপসা দেবং মহাদেবং তথারুণঃ ।
সারথ্যে কল্পিতঃ পূর্ব্বং প্রীতেনার্কস্য শম্ভুনা ॥১৫
এতে কশ্যপদায়াদাঃ কীর্ত্তিতাঃ স্থাণুজঙ্গমাঃ ।
বৈবস্বতেঽন্তরে হ্যস্মিন্ শৃণ্বতাং পাপনাশনাঃ ॥
সপ্তবিংশসুতাঃ প্রোক্তাঃ সোমপত্ন্যশ্চ সুব্রতাঃ
অরিষ্টনেমিপত্নীনামপত্যানাং হ্যনেকশঃ ॥ ১৭
বহুপুত্রস্য বিদ্বশ্চত্বারো বৈদ্যুতাঃ স্মৃতাঃ ।
তদ্বদঙ্গিরসঃ পুত্রা ঋষয়ো ব্রহ্মসৎকৃতাঃ ॥ ১৮
কৃশাশ্বস্য তু দেবর্ষের্দেবঃ প্রহরণঃ সুতঃ ।
এতে যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে পুনরেব হি ।
মন্বন্তরেষু নিয়তং তুল্যকার্য্যৈঃ স্বনামভিঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে দক্ষ-সুতাবংশানুকীর্ত্তনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

সংযোজিত করিলেন। এইরূপ দনুর পুত্রগণ তারাদিও অত্যন্ত ভীষণ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে তার, শম্বর, কপিল, শঙ্কর, স্বর্ভানু এবং বৃষপর্ব্বাই প্রধান বলিয়া পরিগণিত। হে দ্বিজগণ! সুরসার গর্ভে মহাত্মা, অনেক-মস্তক খেচর সহস্র গন্ধর্ব্ব উৎপন্ন হইয়াছিল। অরিষ্টার গর্ভে সহস্র সর্প জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ অনন্তাদি মহানাগেরা কদ্রুর সন্তান। ১—১০। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, গৃধ্রিকা এবং শুচি নামে ছয়টী কন্যাকে তাম্রা প্রসব করিয়াছিলেন। গাভী ও মহিষীগণকে সুরভি প্রসব করিয়াছিলেন এবং বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও তৃণজাতি সমস্ত ইরা হইতে উৎপন্ন। হে সত্তম মুনিগণ! খসা যক্ষ-রক্ষোগণকে, মুনি অপ্সরাদিগকে এবং ক্রোধবশা রাক্ষসগণকে প্রসব করিয়াছিলেন। বিনতার গর্ভে গরুড় ও অরুণ নামে প্রখ্যাত দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহার মধ্যে ধীমান্ গরুড় সুদুশ্চর তপস্যা করিয়া মহাদেবের প্রসাদে নারায়ণের বাহন হইয়াছেন এবং অরুণও তপস্যাদ্বারা মহাদেবের আরাধনা করিলে, মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সূর্য্যের সারথ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। হে মুনিগণ! এই বৈবস্বত কল্পে এই সকল স্থাবর ও জঙ্গম কশ্যপ-দায়াদদিগের বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে পাপনাশ হয়। হে সুব্রত মুনিগণ! সপ্তবিংশতি চন্দ্র-পত্নীর সপ্তবিংশতি পুত্র এবং অরিষ্টনেমির চারি পত্নীর অনেকগুলি সন্তান। বিদ্বান্ বহুপুত্রের চারিটী পুত্র; তাঁহারা বৈদ্যুত নামে অভিহিত। ব্রহ্মসৎকৃত ঋষিগণ অঙ্গিরার পুত্র। দেবর্ষি কৃশাশ্বের প্রহরণনামক একটী পুত্র। যুগসহস্রান্তে মন্বন্তরকালে ইঁহারা সকলেই আপনাদের তুল্যকার্য্যানুসারে স্ব স্ব নাম ধারণপূর্ব্বক নিয়ত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ১১—১৯।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এতানুৎপাদ্য পুত্রাংস্তু প্রজাসন্তানকারণাৎ।
কশ্যপঃ পুত্রকামস্তু চচার সুমহৎ তপঃ॥ ১
তস্যৈবং তপতোঽত্যর্থং প্রাদুর্ভূতৌ সুতাবিমৌ
বৎসরশ্চাসিতশ্চৈব তাবুভৌ ব্রহ্মবাদিনৌ॥ ২
বৎসরান্নৈধ্রুবো জজ্ঞে রৈভ্যশ্চ সুমহাযশাঃ।
রৈভ্যস্য জজ্ঞিরে শুভ্রাঃ পুত্রা দ্যুতিমতাংবরাঃ॥
চ্যবনস্য সুতা ভার্য্যা নৈধ্রুবস্য মহাত্মনঃ।
সুমেধা জনয়ামাস পুত্রান্ বৈ কুণ্ডপায়িনঃ॥ ৪
অসিতস্যৈকপর্ণায়াং ব্রহ্মণ্যঃ সমপদ্যত।
নাম্না বৈ দেবলঃ পুত্রো যোগাচার্য্যো মহাতপাঃ
শাণ্ডিল্যোঽপ্যপরঃ শ্রীমান্ সর্ব্বতত্ত্বার্থবিচ্ছুচিঃ।
প্রসাদাৎ পার্ব্বতীশস্য যোগমুত্তমমাপ্তবান্॥ ৬
শাণ্ডিল্যো নৈধ্রুবো রৈভ্যস্ত্রয়ঃ পক্ষাস্তু কাশ্যপাঃ
নব প্রকৃতয়ো বিপ্রাঃ পুলস্ত্যস্য বদামি বঃ॥ ৭
তৃণবিন্দোঃ সুতা বিপ্রা নাম্না ত্বিলবিলা স্মৃতা
পুলস্ত্যায় তু রাজর্ষিস্তাং কন্যাং প্রত্যপাদয়ৎ॥ ৮
ঋষিরৈলবিলস্তস্যাং বিশ্রবাঃ সমপদ্যত।
তস্য পত্ন্যশ্চতস্রস্তু পৌলস্ত্যকুলবর্দ্ধিকাঃ॥ ৯
পুষ্পোৎকটা চ বাকা চ কৈকসী দেববর্ণিনী।
রূপলাবণ্যসম্পন্নাস্তাসাঞ্চ শৃণুত প্রজাঃ॥ ১০
জ্যেষ্ঠং বৈশ্রবণং তস্য সুষুবে দেববর্ণিনী।
কৈকস্যজনয়ৎ পুত্রং রাবণং রাক্ষসাধিপম্॥ ১১
কুম্ভকর্ণং শূর্পণখাং তথৈব চ বিভীষণম্।
পুষ্পোৎকটাপ্যজনয়ৎ পুত্রান্ বিশ্রবসঃ শুভান্॥
মহোদরং প্রহস্তঞ্চ মহাপার্শ্বং খরং তথা।
কুম্ভীনসীং তথা কন্যাং বাকায়াঃ সৃজতে প্রজাঃ
ত্রিশিরা দূষণশ্চৈব বিদ্যুজ্জিহ্বো মহাবলঃ।
ইত্যেতে ক্রূরকর্ম্মাণঃ পৌলস্ত্যা রাক্ষসা দশ॥১৪
সর্ব্বে তপোবলোৎকৃষ্টা রুদ্রভক্তাঃ সুভীষণাঃ।
পুলহস্য মৃগাঃ পুত্রাঃ সর্ব্বে ব্যালাশ্চ দংষ্ট্রিণঃ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—কশ্যপমুনি, প্রজাবিস্তৃতির জন্য এই সকল পুত্র উৎপাদন করিয়া, আবার পুত্রলাভেচ্ছায় ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপ ঘোর তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার বৎসর ও অসিত নামে দুই ব্রহ্মবাদী পুত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। বৎসর হইতে সুমহাযশাঃ রৈভ্য ও নৈধ্রুব জন্ম গ্রহণ করিলেন। রৈভ্যের দ্যুতিমৎশ্রেষ্ঠ শুভ্রনামক পুত্র সকল জন্মিয়াছিল। মহাত্মা নৈধ্রুবের ভার্য্যা চ্যবনকন্যা সুমেধা কুণ্ডপায়ী পুত্র সকল প্রসব করিয়াছিলেন। অসিতের পত্নী একপর্ণার গর্ভে মহাতপাঃ যোগাচার্য্য দেবল এবং সর্ব্বতত্ত্বার্থবিদ্ শুচি শ্রীমান্ শাণ্ডিল্য—এইদুই পুত্র জন্মিয়াছিল। শাণ্ডিল্য পার্ব্বতীপতির অনুগ্রহে উত্তম যোগ লাভ করিয়াছিলেন। শাণ্ডিল্য, নৈধ্রুব ও রৈভ্য এই তিনজন কশ্যপপক্ষীয়। একণে পুলস্ত্যের পক্ষীয় নয়জন প্রধান বিপ্রের কথা আপনাদের নিকটে বলিতেছি। হে বিপ্রগণ! তৃণবিন্দু ঋষির ইলবিলা নামে এক কন্যা ছিল, রাজর্ষি তাহাকে পুলস্ত্য মুনির হস্তে দান করেন। তাঁহার গর্ভে ঐলবিল বিশ্রবা ঋষি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ বিশ্রবার পুষ্পোৎকটা, বাকা, কৈকসী ও দেববর্ণিনী নামে রূপলাবণ্যবতী পৌলস্ত্যকুলবর্দ্ধিকা চারিটী পত্নী ছিল; একণে তাহাদের পুত্রের কথা শ্রবণ করুন। ১—১০। দেববর্ণিনী বৈশ্রবণ নামে একটী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। কৈকসী রাক্ষসাধিপতি রাবণকে প্রসব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে বিশ্রবামুনির কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামে আরও দুই পুত্র এবং শূর্পণখা নামে এক কন্যা হইয়াছিল। পুষ্পোৎকটার গর্ভে মহোদর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব এবং খর এই চারি পুত্র এবং কুম্ভীনসী নামে এক কন্যা হইয়াছিল। বাকার গর্ভে ত্রিশিরা দূষণ ও মহাবল বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে পুত্র জন্মিয়াছিল। রাবণাদি ঐ দশজনই পুলস্ত্যকুলসম্ভূত ক্রূরকর্ম্মনিরত রাক্ষস; উঁহারা

ভূতাঃ পিশাচা ঋক্ষাশ্চ শূকরা হস্তিনস্তথা।
অনপত্যঃ ক্রতুস্তস্মিন্ স্মৃতো বৈবস্বতেঽন্তরে।
মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রঃ স্বয়মেব প্রজাপতিঃ। ১৬
ভৃগোরখ্যাতবচ্ছুক্রো দৈত্যাচার্য্যো মহাতপাঃ।
স্বাধ্যায়যোগনিরতো হরভক্তো মহাদ্যুতিঃ॥১৭
অত্রেঃ পুত্রে হভবদ্বহ্নিঃ সোদর্য্যস্তস্য নৈঞ্রবঃ।
কৃশাশ্বস্য তু বিপ্রর্ষের্ঘৃতাচ্যামিতি নঃ শ্রুতম্॥১৮
স তস্যাং জনয়ামাস স্বস্ত্যাত্রেয়ান্ মহৌজসঃ।
বেদবেদাঙ্গনিরতাংস্তপসা হতকিল্বিষান্॥ ১৯
নারদস্তু বসিষ্ঠায় দদৌ দেবীমরুন্ধতীম্।
ঊর্দ্ধরেতাস্তু তত্রৈব শাপাদ্দক্ষস্য নারদঃ॥ ২০
হর্য্যশ্বেষু তু নষ্টেষু মায়য়া নারদস্য তু।
শশাপ নারদং দক্ষঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ॥ ২১
যস্মান্মম সুতাঃ সর্ব্বে ভবতা ময়য়া দ্বিজ।
ক্ষয়ং নীতাস্ত্বশেষেণ নিরপত্যো ভবিষ্যসি॥২২
অরুন্ধত্যাং বসিষ্ঠস্তু শক্ত্রিমুৎপাদয়ৎ সুতম্।

সকলেই সুভীষণ, রুদ্রভক্ত ও উৎকৃষ্ট তপোবলসম্পন্ন। মৃগ, ব্যাল, দংষ্ট্রী, ভূত, পিশাচ, ঋক্ষ, শূকর ও হস্তী, ইহারা সকলেই পুলহের পুত্র। সেই বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে ক্রতু অনপত্য ছিলেন। স্বয়ং প্রজাপতি কশ্যপই মরীচির পুত্র। মহাতপাঃ স্বাধ্যায়যোগনিরত হরভক্ত মহাদ্যুতি দৈত্যাচার্য্য শুক্র ভৃগুর পুত্র। আমরা শুনিয়াছি যে, অত্রির পুত্র বহ্নি এবং তাঁহার সহোদর কৃশাশ্বপুত্র নৈঞ্রব ঘৃতাচীর গর্ভে জন্মিয়াছেন। সেই অত্রিমুনি তাহার গর্ভে বেদবেদাঙ্গনিরত তপোদগ্ধকিল্বিষ মহাবলসম্পন্ন স্বস্ত্যাত্রেয়দিগকেও উৎপাদন করিয়াছিলেন। নারদ দক্ষের শাপে ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন, তিনি দেবী অরুন্ধতীকে বশিষ্ঠকে দান করিয়াছিলেন। নারদের মায়ায় হর্য্যশ্বনামক পুত্রগণ বিনষ্ট হইলে, দক্ষ ক্রোধসংরক্তনেত্র হইয়া নারদকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, হে দ্বিজ! যেমন তুমি নিজের মায়াবলে আমার পুত্রদিগকে বিনষ্ট করিলে, তেমনি তুমিও একেবারে নিরপত্য হইবে।

শক্তেঃ পরাশরঃ শ্রীমান্ সর্ব্বজ্ঞস্তপতাংবরঃ॥২৩
আরাধ্য দেবদেবেশমীশানং ত্রিপুরান্তকম্।
লেভে ত্বপ্রতিমং পুত্রং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং প্রভুম্॥২৪
দ্বৈপায়নাচ্ছুকো জজ্ঞে ভগবানেব শঙ্করঃ।
অংশাংশেনাবতীর্য্যোর্ব্ব্যাং স্বংপ্রাপ পরমং পদম্
শুকস্যাস্যাভবন্ পুত্রাঃ পঞ্চাত্যন্ততপস্বিনঃ।
ভূরিশ্রবাঃ প্রভুঃ শম্ভুঃ কৃষ্ণো গৌরশ্চ পঞ্চমঃ॥
কন্যা কীর্ত্তিমতী চৈব যোগমাতা ধৃতব্রতা।
এতেঽত্রিবংশাঃ কথিতা ব্রহ্মণা ব্রহ্মবাদিনাম্।
অত ঊর্দ্ধং নিবোধধ্বং কশ্যপাদ্দ্বিজসন্ততিম্॥২৭

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে ঋষিবংশকীর্ত্তনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥১৯॥

১১—২২। বশিষ্ঠ, অরুন্ধতীর গর্ভে শক্তি নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। শক্তির পুত্র শ্রীমান্ পরাশর সর্ব্বজ্ঞ ও তপস্বিশ্রেষ্ঠ। ইনি দেবদেব ত্রিপুরান্তক মহাদেবের আরাধনা করিয়া অপ্রতিম প্রভু কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান শঙ্করই দ্বৈপায়ন হইতে শুক নামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অংশাংশরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তিনি স্বীয় পরম পদ লাভ করিয়াছিলেন। শুকের ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে অতিশয় তপোনিরত পাঁচটী পুত্র এবং কীর্ত্তিমতী, যোগমাতা ও ধৃতব্রতা নামে তিনটী কন্যা হইয়াছিল। ব্রহ্মা ব্রহ্মবাদীদিগের নিকটে এই সকল অত্রিবংশীয়দিগের বিবরণ বলিয়াছিলেন। অতঃপর কশ্যপের ঔরসে ক্ষত্রিয়সন্তানগণের উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ করুন। ২১—২৭।

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অদিতিঃ সুষুবে পুত্রমাদিত্যং কশ্যপাৎ প্রভুম্ ।
তস্যাদিত্যস্য চৈবাসীদ্ভার্য্যাণাস্তু চতুষ্টয়ম্ ॥ ১
সংজ্ঞা রাজ্ঞী প্রভা চ্ছায়া পুত্রাংস্তাসাং নিবোধত
সংজ্ঞা ত্বাষ্ট্রী তু সুষুবে সূর্য্যান্মনুমনুত্তমম্ ॥ ২
যমঞ্চ যমুনাঞ্চৈব রাজ্ঞী রেবন্তমেব চ ।
প্রভা প্রভাতমাদিত্যাচ্ছায়া সাবর্ণিমাত্মজম্ ॥৩
শনিঞ্চ তপতীঞ্চৈব বিষ্টিঞ্চৈব যথাক্রমম্ ।
মনোস্তু প্রথমস্যাসন্ নব পুত্রাস্তু তৎসমাঃ ॥ ৪
ইক্ষ্বাকুশ্চৈব নাভাগো ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ ।
নরিষ্যন্তশ্চ নভগো হ্যরিষ্টঃ করুষস্তথা ॥ ৫
পৃষধ্রশ্চ মহাতেজা নবৈতে শক্রসন্নিভাঃ ।
ইলা জ্যেষ্ঠা বরিষ্ঠা চ সোমবংশং ব্যবর্দ্ধয়ৎ ॥ ৬
বুধস্য গত্বা ভবনং সোমপুত্রেণ সঙ্গতা ।
অসূত সোমজাদ্দেবী পুরূরবসমুত্তমম্ ॥ ৭
পিতৃণাং তৃপ্তিকর্ত্তারং বুধাদিতি হি নঃ শ্রুতম্ ।
প্রাপ্য পুত্রং সুবিমলং সুদ্যুম্ন ইতি বিশ্রুতঃ ।
ইলা পুত্রত্রয়ং লেভে পুনঃ স্ত্রীত্বমবিন্দত ।
উৎকলঞ্চ গয়ঞ্চৈব বিনতঞ্চ তথৈব চ ॥ ৯
সর্ব্বে তেঽপ্রতিমপ্রখ্যাঃ প্রপন্নাঃ কমলোদ্ভবম্ ।
ইক্ষ্বাকোশ্চাভবদ্বীরো বিকুক্ষির্নাম পার্থিবঃ ॥১০
জ্যেষ্ঠপুত্রঃ স তস্যাসীদ্দশ পঞ্চ চ তৎসুতাঃ ।
তেষাং জ্যেষ্ঠঃ ককুৎস্থোঽভূৎকাকুৎস্থস্তু
সুযোধনঃ ।
সুযোধনাৎ পৃথুঃ শ্রীমান বিশ্বকশ্চ পৃথোঃ সুতঃ
বিশ্বকাদার্দ্রকো ধীমান্ যুবনাশ্বশ্চ তৎসুতঃ ॥ ১২
স গোকর্ণমনুপ্রাপ্য যুবনাশ্বঃ প্রতাপবান্ ।
দৃষ্টাসৌ গৌতমং বিপ্রং তপন্তমনলপ্রভম্ ॥ ১৩
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ পুত্রকামো মহীপতিঃ ।
অপৃচ্ছৎ কর্ম্মণা কেন ধার্ম্মিকং প্রাপ্নুয়াৎ সুতম্

গৌতম উবাচ ।

আরাধ্য পুরুষং পূর্ব্বং নারায়ণমনাময়ম্ ।
অনাদিনিধনং দেবং ধার্ম্মিকং প্রাপ্নুয়াৎ সুতম্ ।

বিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—প্রভু আদিত্য অদিতির গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংজ্ঞা, রাজ্ঞী, প্রভা ও ছায়া নামে তাঁহার চারিটী ভার্য্যা ছিল, এক্ষণে তাঁহাদিগের পুত্রগণের নাম শ্রবণ করুন। ত্বষ্টৃকন্যা সংজ্ঞার গর্ভে সূর্য্যের সর্ব্বোত্তম পুত্র মনু (বৈবস্বত) জন্মিয়াছিলেন, রাজ্ঞীর গর্ভে যম, যমুনা ও রেবন্ত এবং ছায়ার গর্ভে যথাক্রমে সাবর্ণি, শনি, তপতী ও বিষ্টি এবং প্রভার গর্ভে একমাত্র প্রভাত জন্মিয়াছিলেন। প্রথম (বৈবস্বত) মনুর তদ্গুণোপেত ইন্দ্রপ্রতিম যে নয়টী পুত্র হয়, তাহাদের নাম ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত নভগ, অরিষ্ট, করূষ এবং মহাতেজা পৃষধ্র। মনুর কন্যা ইলা হইতে চন্দ্রবংশের বিস্তার হইয়াছিল; শুনিয়াছি, এই বরিষ্ঠা রমণী চন্দ্রপুত্র বুধের সহিত সঙ্গত হওয়ায় তাঁহার ঔরসে পিতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ পুরূরবা নামে,ইহার এক উত্তম পুত্র জন্মিয়াছিল। ইলা পুরূরবা নামে নির্ম্মল পুত্র লাভ করিয়া সুদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হন। তাঁহার তিন পুত্র হইয়াছিল। পরে আবার তিনি স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উৎকল, গয় ও বিনত নামে সুদ্যুম্নের তিন পুত্র হয়, ঐ সকল পুত্রই অপ্রতিম ও ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন। বীর পার্থিব বিকুক্ষ ইক্ষ্বাকুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাঁহার আবার পনরটী পুত্র, ককুৎস্থই তাহাদিগের জ্যেষ্ঠ। সুযোধন ককুৎস্থের পুত্র শ্রীমান পৃথু পৃথুর পুত্র বিশ্বক। বিশ্বকের পুত্র ধীমান্ আর্দ্রক আর্দ্রকের পুত্রের নাম যুবনাশ্ব। ১—১২। মহীপতি প্রতাপবান্ যুবনাশ্ব পুত্রাভিলাষী হইয়া গোকর্ণতীর্থে গমন করত অনলপ্রভ তপঃপরায়ণ বিপ্র গৌতমকে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষে ধরণীতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন্ কর্ম্মদ্বারা ধার্ম্মিক পুত্রলাভ করিতে পারা যায়? গৌতম কহিলেন,—অনাদিনিধন অনাময় আদিপুরুষ দেব নারায়ণের আরাধনা করিলে

যস্য পুত্রঃ স্বয়ং ব্রহ্মা পৌত্রঃ স্যান্নীললোহিতঃ।
তমাদিকৃষ্ণমীশানমারাধ্যাপ্নোতি সৎসুতম্ ॥১৬
ন যস্য ভগবান্ ব্রহ্মা প্রভাবং বেত্তি তত্ত্বতঃ।
তমারাধ্য হৃষীকেশং প্রাপ্নুয়াদ্ধার্ম্মিকং সুতম্॥১৭
স গৌতমবচঃ শ্রুত্বা যুবনাশ্বো মহীপতিঃ।
আরাধয়দ্ হৃষীকেশং বাসুদেবং সনাতনম্ ॥ ১৮
তস্য পুত্রোঽভবদ্বীরঃ শ্রাবস্তিরিতি বিশ্রুতঃ।
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তির্গৌড়দেশে মহাপুরী ॥ ১৯
তস্মাচ্চ বৃহদশ্বোঽভূৎ তস্মাৎ কুবলয়াশ্বকঃ।
ধুন্ধুনারঃ সমভবদ্ধুন্ধুং হত্বা মহাসুরম্ ॥ ২০
ধুন্ধুমারস্য তনয়াস্ত্রয়ঃ প্রোক্তা দ্বিজোত্তমাঃ।
দৃঢ়াশ্বশ্চৈব দণ্ডাশ্বঃ কপিলাশ্বস্তথৈব চ ॥ ২১
দৃঢ়াশ্বস্য প্রমোদস্তু হর্য্যশ্বস্তস্য চাত্মজঃ।
হর্য্যশ্বস্য নিকুম্ভস্তু নিকুম্ভাৎ সংহতাশ্বকঃ ॥ ২২
কৃশাশ্বোঽথাকৃণাশ্বশ্চ সংহতাশ্বস্য বৈ সুতৌ।
যুবনাশ্বোঽকৃণাশ্বস্য শক্রতুল্যবলো যুধি ॥২৩
কৃত্বা তু বারুণীমিষ্টিমৃষীণাং বৈ প্রসাদতঃ।
লেভে ত্বপ্রতিমং পুত্রং বিষ্ণুভক্তমনুত্তমম্ ॥২৪
মান্ধাতারং মহাপ্রাজ্ঞং সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরম্।
মান্ধাতুঃ পুরুকুৎসোঽভূদম্বরীষশ্চ বীর্য্যবান্ ॥২৫
মুচুকুন্দশ্চ পুণ্যাত্মা সর্ব্বে শক্রসমা যুধি।
অম্বরীষস্য দায়াদো যুবনাশ্বোঽপরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৬
হরিতো যুবনাশ্বস্য হারিতস্তৎসুতোঽভবৎ।
পুরুকুৎসস্য দায়াদস্ত্রসদস্যুর্মহাযশাঃ ॥ ২৭
নর্ম্মদায়াং সমুৎপন্নঃ সম্ভূতিস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ।
বিষ্ণুবৃদ্ধঃ সুতস্তস্য ত্বনরণ্যোঽভবত্ততঃ ॥ ২৮
বৃহদশ্বোঽনরণ্যস্য হর্য্যশ্বস্তৎসুতোঽভবৎ।
সোঽতীব ধার্ম্মিকো রাজা কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ।
প্রসাদাদ্ধার্ম্মিকং পুত্রং লেভে সূর্য্যপরায়ণম্ ॥ ২৯
স তু সূর্য্যং সমভ্যর্চ্চ্য রাজা বসুমনাঃ শুভম্।
লেভে ত্বপ্রতিমং পুত্রং ত্রিধন্বানমরিন্দমম্ ॥ ৩০

ধার্ম্মিক পুত্র লাভ করা যায়। স্বয়ং ব্রহ্মা যাঁহার পুত্র এবং নীললোহিত যাঁহার পৌত্র, সেই আদি কৃষ্ণ ঈশানের আরাধনা করিলে লোকে সৎপুত্র লাভ করে। ভগবান্ ব্রহ্মাও প্রকৃতরূপে যাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন না, সেই হৃষীকেশের আরাধনা করিলে, লোকে ধার্ম্মিক পুত্র লাভ করে। মহীপতি যুবনাশ্ব গৌতমের বাক্য শ্রবণ করত, সনাতন হৃষীকেশ বাসুদেবের আরাধনা করিয়া শ্রাবস্তি নামে বিখ্যাত এক বীর পুত্র লাভ করেন, তিনিই গৌড়দেশে শ্রাবস্তি নামে এক মহাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রাবস্তি হইতে বৃহদশ্বের উৎপত্তি হয় এবং বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব। তিনি ধুন্ধুনামা এক মহাসুরকে বধ করিয়া ধুন্ধুমার বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। ১৩—২ । হে দ্বিজোত্তম সকল! ধুন্ধুমারের তিন পুত্র ;—দৃঢ়াশ্ব দণ্ডাশ্ব ও কপিলাশ্ব। দৃঢ়াশ্বের পুত্র প্রমোদ, প্রমোদের পুত্র হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ, নিকুম্ভের পুত্র সংহতাশ্ব। সংহতাশ্বের কৃশাশ্ব ও অকৃণাশ্ব নামে দুই পুত্র; তাহার মধ্যে অকৃণাশ্বের যুবনাশ্ব নামে এক পুত্র হইয়াছিল, তিনি যুদ্ধে ইন্দ্রসম তেজস্বী ছিলেন। ঐ যুবনাশ্ব বারুণী যাগ করিয়া ঋষিদিগের প্রসাদে সর্ব্বগুণোত্তম অপ্রতিম বিষ্ণুভক্ত শস্ত্রভৃৎশ্রেষ্ঠ মহাপ্রাজ্ঞ মান্ধাতা নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। পুরুকুৎস অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে মান্ধাতার তিন পুত্র হইয়াছিল, ইঁহারা সকলেই যুদ্ধে ইন্দ্রের তুল্য তেজস্বী ছিলেন ; তাহার মধ্যে অম্বরীষের যুবনাশ্ব নামে এক পুত্র হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্বোক্ত যুবনাশ্ব নহেন। এই যুবনাশ্বের পুত্র হরিত, হরিতের পুত্র হারিত। নর্ম্মদার গর্ভে পুরুকুৎস রাজার ত্রসদস্যু নামে এক মহাযশা পুত্র জন্মিয়াছিল ; ঐ ত্রসদস্যুর সম্ভূতি নামে এক পুত্র হইয়াছিল। সম্ভূতির পুত্র বিষ্ণুবৃদ্ধ, বিষ্ণুবৃদ্ধের পুত্রের নাম অনরণ্য। অনরণ্যের পুত্রের নাম বৃহদশ্ব, বৃহদশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব। তিনি কর্দ্দমপ্রজাপতির অনুগ্রহে সূর্য্যপরায়ণ এক ধার্ম্মিক পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, তাহার নাম বসুমনা ; ঐ বসুমনা আবার সূর্য্যের আরাধনা করিয়া ত্রিধন্বা নামে এক শত্রুদমনকারী অপ্রতিম

অযজচ্চাশ্বমেধেন শক্রন্ জিত্বা দ্বিজোত্তমাঃ।
স্বাধ্যায়বান্ দানশীলাস্তিতিক্ষুর্ধর্ম্মতৎপরঃ॥ ৩১
ঋষয়স্ত সমাজগ্মুর্যজ্ঞবাটং মহাত্মনঃ।
বসিষ্ঠ-কশ্যপমুখা দেবাশ্চেন্দ্রপুরোগমাঃ॥ ৩২
তান্ প্রণম্য মহারাজঃ পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ।
সমাপ্য বিধিবদ্যজ্ঞং বসিষ্ঠাদীন্ দ্বিজোত্তমান্॥
বসুমনা উবাচ।
কিং হি শ্রেয়স্করতরং লোকেঽস্মিন্ ব্রাহ্মণর্ষভাঃ
যজ্ঞস্তপো বা সন্ন্যাসো ব্রূত মে সর্ব্ববেদিনঃ॥ ৩৪
বসিষ্ঠ উবাচ।
অধীত্য বেদান্ বিধিবৎসুতাংশ্চোৎপাদ্য যত্নতঃ
ইষ্ট্বা যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞৈর্গচ্ছেদ্বনমথ আত্মবান্॥ ৩৫
পুলস্ত্য উবাচ।
আরাধ্য তপসা দেবং যোগিনং পরমেশ্বরম্।
প্রব্রজেদ্বিধিবদ্যজ্ঞৈরিষ্ট্বা পূর্ব্বং সুরোত্তমান্॥৩৬
পুলহ উবাচ।
যমাহুরেকং পুরুষং পুরাণং পরমেশ্বরম্।
তমারাধ্য সহস্রাংশুং তপসা মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ৩৭
জমদগ্নিরুবাচ।
অজো বিশ্বস্য কর্ত্তা যো জগদ্বীজং সনাতনঃ।
অন্তর্যামী চ ভূতানাং স দেবস্তপসেজ্যতে॥৩৮
বিশ্বামিত্র উবাচ।
যোঽগ্নিঃ সর্ব্বাত্মকোঽনন্তঃ স্বয়ম্ভুর্বিশ্বতোমুখঃ।
স রুদ্রস্তপসোগ্রেণ পূজ্যতে নেতরৈর্মখৈঃ॥৩৯
ভরদ্বাজ উবাচ।
যো যজ্ঞৈরিজ্যতে দেবো বাসুদেবঃ সনাতনঃ
স সর্ব্বদৈবততনুঃ পূজ্যতে পরমেশ্বরঃ॥ ৪০
অত্রিরুবাচ।
যতঃ সর্ব্বমিদং জাতং যস্যাপত্যং প্রজাপতিঃ।
তপঃ সুমহদাস্থায় পূজ্যতে স মহেশ্বরঃ॥ ৪১
গৌতম উবাচ।
যতঃ প্রধানপুরুষৌ যস্য শক্তিরিদং জগৎ।
স দেবদেবস্তপসা পূজনীয়ঃ সনাতনঃ॥৪২

পুত্র লাভ করেন। ২১—৩০। হে দ্বিজোত্তম সকল! ধর্ম্মতৎপর তিতিক্ষু দানশীল স্বাধ্যায়বান্ রাজা বসুমনা শত্রুসকল জয় করত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ প্রভৃতি ঋষিগণ এবং ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সেই মহাত্মার যজ্ঞে আগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ তাঁহাদিগকে দেখিয়া সবিস্ময়ে প্রণাম করিলেন এবং যথাবিধি যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া বিনীতভাবে বশিষ্ঠাদি দ্বিজোত্তমদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিপ্রপুঙ্গবগণ! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ; আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহলোকে যজ্ঞ, তপস্যা ও সন্ন্যাসের মধ্যে কোনটী শ্রেয়ঃ? বশিষ্ঠ কহিলেন,—বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন ও যত্নসহকারে সৎপুত্রোৎপাদন করিয়া এবং যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা করিয়া সমাহিতচিত্তে বনগমন করাই শ্রেয়ঃ। পুলস্ত্য কহিলেন,—প্রথমে যজ্ঞদ্বারা দেবগণের আরাধনা করত মহাযোগী পরমেশ্বরকে তপস্যাদ্বারা আরাধনা করিয়া যথাবিধানে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। পুলহ কহিলেন,—যাহাকে একমাত্র পুরাণ পুরুষ ও পরমেশ্বর বলা যায়, তপস্যা দ্বারা সেই সহস্রাংশুর আরাধনা করিলেই মোক্ষ লাভ হয়। জমদগ্নি কহিলেন,—যিনি জগতের বীজ ও সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী এবং বিশ্বের কর্ত্তা, সেই অজ সনাতন বিষ্ণুকেই তপস্যাদ্বারা আরাধনা করা উচিত। বিশ্বামিত্র কহিলেন,—যিনি অগ্নিস্বরূপ, সর্ব্বাত্মক, অনন্ত বিশ্বতোমুখ ও স্বয়ম্ভু, সেই রুদ্রকে কেবল উগ্র তপস্যাদ্বারা আরাধনা করিবে, যজ্ঞাদির আবশ্যক কি? ভরদ্বাজ কহিলেন,—সকল যজ্ঞে যে সনাতন বাসুদেবের পূজা করা হয়, সেই সর্ব্বদেবৈকমূর্ত্তি পরমেশ্বরেরই পূজা করিবে। ৩১—৪০। অত্রি কহিলেন—যাঁহা হইতে এই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রজাপতি ব্রহ্মাও যাঁহার পুত্র, সেই মহেশ্বরেরই কেবল মাত্র ঘোরতর তপস্যা করিবে। গৌতম কহিলেন,—যাঁহা হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই সমস্ত জগৎ যাঁহার শক্তি, তপস্যাদ্বারা সেই সনাতন দেবদেবই

কশ্যপ উবাচ।
সহস্রনয়নো দেবঃ সাক্ষী শম্ভুঃ প্রজাপতিঃ।
প্রসীদতি মহাযোগী পূজিতস্তপসা পরঃ॥ ৪৩
ক্রতুরুবাচ।
প্রাপ্তাধ্যয়নযজ্ঞস্য লব্ধপুত্রস্য চৈব হি॥
নান্তরেণ তপঃ কশ্চিদ্ধর্ম্মঃ শাস্ত্রেষু দৃশ্যতে॥৪৪
ইত্যাকর্ণ্য স রাজর্ষিস্তান্ প্রণম্যাতিহৃষ্টধীঃ।
বিসর্জ্জয়িত্বা সম্পূজ্য ত্রিধন্বানমথাব্রবীৎ॥ ৪৫
আরাধয়িষ্যে তপসা দেবমেকাক্ষরাহ্বয়ম্।
প্রাণং বৃহন্তং পুরুষমাদিত্যান্তরসংস্থিতম্॥ ৪৬
ত্বন্তু ধর্ম্মরতো নিত্যং পালয়ৈতদতন্দ্রিতঃ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাযুক্তমশেষং ক্ষিতিমণ্ডলম্॥ ৪৬
এবমুক্ত্বা স তদ্রাজ্যং নিধায়াত্মভবে নৃপঃ।
জগামারণ্যমনঘস্তপস্তপ্তুমনুত্তমম্॥ ৪৮
হিমবচ্ছিখরে রম্যে দেবদারুবনাশ্রয়ে।
কন্দমূলফলাহারৈরুৎপন্নৈরযজৎ সুরান॥ ৪৯
সংবৎসরশতং সাগ্রং তপোনির্দ্ধূতকিল্বিষঃ।
জজাপ মনসা দেবীং সাবিত্রীং বেদমাতরম্॥৫০
তস্যৈবং জপতো দেবঃ স্বয়ম্ভূঃ পরমেশ্বরঃ।
হিরণ্যগর্ভো বিশ্বাত্মা তং দেশমগমৎ স্বয়ম্॥৫১
দৃষ্ট্বা দেবং সমায়ান্তং ব্রহ্মাণং বিশ্বতোমুখম্।
ননাম শিরসা তস্য পাদয়োর্নাম কীর্ত্তয়ন্॥ ৫২
নমো দেবাধিদেবায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
হিরণ্যমূর্ত্তয়ে তুভ্যং সহস্রাক্ষায় বেধসে॥ ৫৩
নমো ধাত্রে বিধাত্রে চ নমো দেবাত্মমূর্ত্তয়ে।
সাঙ্খ্যযোগাধিগম্যায় নমস্তে জ্ঞানমূর্ত্তয়ে॥ ৫৪
নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং স্রষ্ট্রে সর্ব্বার্থবেদিনে।
পুরুষায় পুরাণায় যোগিনাং গুরবে নমঃ॥৫৫
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ বিরিঞ্চো বিশ্বভাবনঃ।
বরং বরয় ভদ্রং তে বরদোঽস্মীত্যভাষত॥৫৬
রাজোবাচ।
জপেয়ং দেবদেবেশ গায়ত্রীং বেদমাতরম্।

পূজিত হইবেন। কশ্যপ কহিলেন,—যিনি পরদেবতা, সহস্রনেত্র, কর্ম্মসাক্ষী, মহাযোগী ও প্রজাপতি, সেই শম্ভুই তপস্যাদ্বারা পূজিত হইলে প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ক্রতু কহিলেন, অধীতবেদ, সমাপ্তযজ্ঞ ও লব্ধপুত্র ব্যক্তির পক্ষে তপশ্চরণ ভিন্ন অপর কোন ধর্ম্মই শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজর্ষি বসুমনা, এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং ঋষিগণের যথাবিধানে পূজা করিয়া, তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন, পরে পুত্র ত্রিধন্বাকে বলিতে লাগিলেন,—"আমি সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিত, জগতের প্রাণস্বরূপ, এক অক্ষর বৃহৎ পুরুষ দেবতাকে তপস্যাদ্বারা আরাধনা করিব। তুমি অনলস ও ধর্ম্মরত হইয়া চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাযুক্ত এই অশেষ ক্ষিতিমণ্ডলকে পালন কর। সেই অনঘ নৃপ এই কথা বলিয়া পুত্রকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া, অনুত্তম তপশ্চরণের নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিলেন। তিনি হিমালয়-শিখরস্থ রমণীয় দেবদারুবনে অবস্থান করিয়া তৎস্থানজাত কন্দ মূল ফল আহার করিয়া দেবতাদিগের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তপোদগ্ধ-কিল্বিষ রাজা বসুমনা এইরূপে মনে মনে বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমগ্র একশত সংবৎসর অতীত হইলে হিরণ্যগর্ভ বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা স্বয়ং সেই স্থানে আগমন করিলেন। ৪১—৫১। বিশ্বতোমুখ ব্রহ্মাকে আগমন করিতে দেখিয়া, রাজা বসুমনা স্বীয় নাম কীর্ত্তন করত ভূমির উপরে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন,—আপনি দেবাদিদেব, পরমাত্মা, হিরণ্যমূর্ত্তি, সহস্রাক্ষ, বেধা ও ব্রহ্মা, আপনাকে প্রণাম। হে দেব। আপনি জ্ঞানমূর্ত্তি, ধাতা, বিধাতা, সাঙ্খ্যযোগাভিগম্য এবং দেবাত্মমূর্ত্তি; আপনাকে প্রণাম। আপনি ত্রিমূর্ত্তি, স্রষ্টা, সর্ব্বার্থবেদী, পুরাণ-পুরুষ ও যোগীদিগের গুরু; আপনাকে প্রণাম। তদনন্তর ভগবান্ বিশ্ববিভাবন বিরিঞ্চি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—আমি তোমাকে বর দিব, তোমার মঙ্গলকারক বর প্রার্থনা কর। রাজা বলিলেন,—হে দেবদেবেশ। আমি আরও একশত সংবৎসর কাল

ভূয়ো বর্ষশতং সাগ্রং তাবদায়ুর্ভবেন্মম ॥ ৫৭
বাঢ়মিত্যাহ বিশ্বাত্মা সমালোক্য নরাধিপম্।
স্পৃষ্ট্বা করাভ্যাং সুপ্রীতস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৫৮
সোঽপি লব্ধবরঃ শ্রীমান্ জজাপাতিপ্রসন্নধীঃ।
শান্তস্ত্রিসবনস্নায়ী কন্দমূলফলাশনঃ ॥ ৫৯
তৎসম্পূর্ণে বর্ষশতে ভগবানুগ্রদীধিতিঃ।
প্রাদুরাসীন্মহাযোগী ভানোর্মণ্ডলমধ্যগঃ ॥ ৬০
তং দৃষ্ট্বা বেদবপুষং মণ্ডলস্থং সনাতনম্।
স্বয়ম্ভুবমনাদ্যন্তং ব্রহ্মাণং বিস্ময়ং গতঃ ॥ ৬১
তুষ্টাব বৈদিকৈর্মন্ত্রৈঃ সাবিত্র্যা চ বিশেষতঃ।
ক্ষণাদপশ্যৎ পুরুষং তমেব পরমেশ্বরম্ ॥ ৬২
চতুর্মুখং জটামৌলিমষ্টহস্তং ত্রিলোচনম্।
চন্দ্রাবয়বলক্ষ্মাণং নরনারীতনুং হরম্ ॥ ৬৩
ভাসয়ন্তং জগৎ কৃৎস্নং নীলকণ্ঠং স্বরশ্মিভিঃ।
রক্তাম্বরধরং রক্তং রক্তমাল্যানুলেপনম্ ॥ ৬৪
তদ্ভাবভাবিতো দৃষ্ট্বা সদ্ভাবেন পরেণ হি ॥
ননাম শিরসা রুদ্রং সাবিত্র্যানেন চৈব হি ॥ ৬৫
নমস্তে নীলকণ্ঠায় ভাস্বতে পরমেষ্ঠিনে।
ত্রয়ীময়ায় রুদ্রায় কালরূপায় হেতবে ॥ ৬৬
তদা প্রাহ মহাদেবো রাজানং প্রীতমানসঃ।
ইমানি মে রহস্যানি নামানি শৃণু চানঘ ॥ ৬৭
সর্ববেদেষু গীতানি সংসারশমনানি তু।
নমস্কুরুষ নৃপতে এভির্মাং সততং শুচিঃ ॥ ৬৮
অধ্যায়ং শতরুদ্রীয়ং যজুষাং সারমুদ্ধৃতম্।
জপস্বানন্যচেতস্কো ময্যাসক্তমনা নৃপ ॥ ৬৯
ব্রহ্মচারী মিতাহারো ভস্মনিষ্ঠঃ সমাহিতঃ।
জপেদামরণাদ্রুদ্রং স যাতি পরমং পদম্ ॥ ৭০
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ রুদ্রো ভক্তানুগ্রহকাম্যয়া।
পুনঃ সংবৎসরশতং রাজ্ঞে হ্যায়ুরকল্পয়ৎ ॥ ৭১
দত্ত্বাস্মৈ তৎ পরং জ্ঞানং বৈরাগ্যং পরমেশ্বরঃ
ক্ষণাদদৃশ্যে রুদ্রস্তু তত্রৈবান্তরধাৎ ॥ ৭২

বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিব; সে পর্য্যন্ত আমার যেন আয়ুষ্কাল বিদ্যমান থাকে। বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা রাজাকে দেখিয়া, সন্তুষ্টমনে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া 'তথাস্তু' বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। অতি প্রসন্নবুদ্ধি শ্রীমান্ বসুমনাও বর লাভ করিয়া, ত্রিসন্ধ্যাস্নায়ী ও কন্দ-মূল-ফলাহারী হইয়া শান্তমনে কেবল জপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই এক শত বৎসর গত হইলে, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যগত মহাযোগী ভগবান্ উগ্রদীধিতি তাঁহার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ৫২—৬০। রাজা, সেই সূর্য্যমণ্ডলস্থ, বেদবপুঃ সনাতন, আদ্যন্ত বিহীন, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং বৈদিক মন্ত্রসমূহ ও গায়ত্রীদ্বারা তাঁহার স্তব করিলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই সেই পরমেশ্বর পুরুষকে দেখিলেন যে, তিনি চতুর্মুখ, জটামৌলি, অষ্টহস্ত, ত্রিলোচন চন্দ্রাবয়বচিহ্ন, রক্তাম্বরধর, রক্তবর্ণ, রক্ত-মাল্যানুলেপন, নীলকণ্ঠ, নরনারীদেহ, মহা-দেবরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তিনিই নিজের দেহরশ্মিদ্বারা সমস্ত জগৎকে আলোকিত করিতেছেন। রাজা তখন তদ্ভাবাক্রান্তচিত্ত হইয়া প্রকৃষ্ট অনু-রাগভরে, গায়ত্রী উচ্চারণপূর্ব্বক রুদ্রদেবকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,—আপনি নীলকণ্ঠ, ভাস্বান্ পর-মেষ্ঠী, ত্রয়ীময়, কালরূপ, জগতের হেতু ও স্বয়ং রুদ্র; আপনাকে প্রণাম করি। তখন মহা-দেব রাজার প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন, —হে অনঘ নৃপতে! শ্রবণ কর। শুচি হইয়া সর্ব্ববেদপ্রণীত সংসারনাশক এই মদীয় রহস্য নাম সকল উচ্চারণ করিয়া সর্ব্বদা আমাকে প্রণিপাত করিবে। হে নৃপ! অনন্যমনাঃ ও মদর্পিতচিত্ত হইয়া যজুর্ব্বেদের সার শতরুদ্রীয় অধ্যায় উদ্ধার করিয়া সর্ব্বদা জপ কর। যে ব্যক্তি, ব্রহ্মচারী মিতাহারী ভস্মনিষ্ঠ ও সমাহিতচিত্ত হইয়া মরণকাল পর্য্যন্ত উহা জপ করে, সে পরমপদ লাভ করে। ভগবান্ রুদ্র এই কথা বলিয়া অনুগ্রহকামনায় পুনর্ব্বার রাজার একশত বৎসরকাল আয়ুঃকল্পনা করি-লেন। পরমেশ্বর রুদ্র ইঁহাকে সেই পরম জ্ঞান ও বৈরাগ্য দান করিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই

রাজাপি তপসা রুদ্রং জজাপানন্যমানসঃ।
ভস্মচ্ছন্নস্ত্রিষবনং স্নাত্বা শান্তঃ সমাহিতঃ ॥৭৩
জপতস্তস্য নৃপতেঃ পূর্ণে বর্ষশতে পুনঃ।
যোগপ্রবৃত্তিরভবৎ কালাৎ কালপরং পদম্ ॥৭৪
বিবেশৈতদ্বেদসারং স্থানং বৈ পরমেষ্ঠিনঃ।
ভানোঃ স মণ্ডলং শুভ্রং ততো যাতো মহেশ্বরম্
যঃ পঠে[illegible]ভুতম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৭৬

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে রাজ-
বংশকীর্ত্তনে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ত্রিধন্বা রাজপুত্রস্তু ধর্ম্মেণ পালয়ন্মহীম্ ॥
তস্য পুত্রোঽভবদ্বিদ্বাংস্ত্রয্যারুণ ইতি শ্রুতঃ ॥১
তস্য সত্যব্রতো নাম কুমারোঽভূন্মহাবলঃ।
ভার্য্যা সত্যধনা নাম হরিশ্চন্দ্রমজীজনৎ ॥ ২
হরিশ্চন্দ্রস্য পুত্রোঽভূদ্রোহিতো নাম বীর্য্যবান্
হরিতো রোহিতস্যাথ ধুন্ধুস্তস্য সুতোঽভবৎ ॥৩
বিজয়শ্চ সুদেবশ্চ ধুন্ধুপুত্রৌ বভূবতুঃ।
বিজয়স্যাভবৎ পুত্রঃ কারুকো নাম বীর্য্যবান্ ॥৪
কারুকস্য বৃকঃ পুত্রস্তস্মাদ্বাহুরজায়ত।
সগরস্তস্য পুত্রোঽভূদ্রাজা পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৫
দ্বে ভার্য্যে সগরস্যাপি প্রভা ভানুমতী তথা।
তাভ্যামারাধিতো বহ্নিঃ প্রদদৌ বরমুত্তমম্ ॥৬
একং ভানুমতী পুত্রমগৃহ্লাদসমঞ্জসম্।
প্রভা ষষ্টিসহস্রন্তু পুত্রাণাং জগৃহে শুভা। ৭
অসমঞ্জসপুত্রোঽভূদংশুমান নাম পার্থিবঃ।
তস্য পুত্রো দিলীপস্তু দিলীপাত্তু ভগীরথঃ ॥ ৮
যেন ভাগীরথী গঙ্গা তপঃ কৃত্বাবতারিতা।
প্রসাদাদ্দেবদেবস্য মহাদেবস্য ধীমতঃ ॥ ৮
ভগীরথস্য তপসা দেবঃ প্রীতমনা হরঃ।
বভার শিরসা গঙ্গাং সোমান্তে সোমভূষণঃ ॥১০

অন্তর্হিত হইলেন ; তখন ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাজাও ভস্মলিপ্তকলেবর, ত্রিসন্ধ্যাস্নায়ী, শান্ত, সমাহিতচিত্ত ও অনন্যমনা হইয়া, তপোনিরত থাকিয়া শতরুদ্রিয়ের জপ করিতে লাগিলেন। রাজার সেইরূপ জপ করিতে আবার একশত বৎসর পূর্ণ হইলে, তাঁহার আবারও যোগে প্রবৃত্তি হইতে লাগিল। তদনন্তর রাজা, পরমেষ্ঠী সূর্য্যের মণ্ডলমধ্যস্থ বেদসার শুভ্রবর্ণ কালপর পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন, পরে মহেশ্বরত্ব লাভ করিলেন। যে ব্যক্তি বসুমনা রাজার এই উত্তম চরিত পাঠ করেন, বা শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বপাপপ্রমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হন। ৬১—৭৬।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—রাজপুত্র ত্রিধন্বা ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার ত্রয্যারুণ নামে এক বিদ্বান্ পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার সত্যব্রত নামে এক মহাবলসম্পন্ন পুত্র হইয়াছিল, সত্যধনার গর্ভে সত্যব্রতের হরিশ্চন্দ্র নামে পুত্র হয়। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র বীর্য্যবান্ রোহিত, রোহিতের পুত্র হরিত; হরিতের পুত্র ধুন্ধু। ধুন্ধুর বিজয় ও বাসুদেব নামে দুই পুত্র হয়; বিজয়ের পুত্র বীর্য্যবান্ কারুক, কারুকের পুত্র বৃক, বৃকের পুত্র বাহু, বাহুর পুত্র পরমধার্ম্মিক রাজা সগর। সগর রাজার প্রভা ও ভানুমতী নামে দুই পত্নী ছিল; তাঁহারা উভয়েই অগ্নিদেবের আরাধনা করায়, অগ্নি প্রসন্ন হইয়া ভানুমতীকে অসমঞ্জা নামে এক পুত্র এবং প্রভাকে ষষ্টি সহস্র পুত্র হইবার বর প্রদান করেন। পার্থিব অংশুমান্ অসমঞ্জার পুত্র, তাঁহার পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, এই ভগীরথই তপস্যা করিয়া ধীমান্ দেবদেব মহাদেবের প্রসাদে গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন। চন্দ্রভূষণ হর, ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, গঙ্গাকে নিজের মস্তকস্থ চন্দ্রের

ভগীরথসুতশ্চাপি শ্রুতো নাম বভূব হ।
নাভাগস্তস্য দায়াদঃ সিন্ধুদ্বীপস্ততোঽভবৎ ॥১১
অযুতায়ুঃ সুতস্তস্য ঋতুপর্ণো মহাবলঃ।
ঋতুপর্ণস্য পুত্রোঽভূৎ সুদাসো নাম ধার্ম্মিকঃ ॥
সৌদাসস্তস্য তনয়ঃ খ্যাতঃ কল্মাষপাদকঃ।
বশিষ্ঠস্তু মহাতেজাঃ ক্ষেত্রে কল্মাষপাদকে ॥১৩
অশ্মকং জনয়ামাস তমিক্ষ্বাকুকুলধ্বজম্।
অশ্মকস্যোৎকলায়ান্তু নকুলো নাম পার্থিবঃ ॥১৪
স হি রামভয়াদ্রাজা বনং প্রাপ সুদুঃখিতঃ।
দধৎ স নারীকবচং তস্মাচ্ছতরথোঽভবৎ ॥১৫
তস্মাদিলিবিলিঃ শ্রীমান্ বৃদ্ধশর্ম্মা চ তৎসুতঃ।
তস্মাদ্বিশ্বসহস্তস্মাৎ খট্বাঙ্গ ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৬
দীর্ঘবাহুঃ সুতস্তস্মাদ্রঘুস্তস্মাদজায়ত।
রঘোরজঃ সমুৎপন্নো রাজা দশরথস্ততঃ ॥ ১৭

উপরিভাগে ধারণ করিয়াছিলেন।১-১০। ভগীরথের পুত্র শ্রুত, শ্রুতের পুত্র নাভাগ, তাঁহার পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধুদ্বীপের পুত্র অযুতায়ু; অযুতায়ুর পুত্র মহাবল ঋতুপর্ণ; এই ঋতুপর্ণের সুদাস নামে এক পরম ধার্ম্মিক পণ্ডিত পুত্র হইয়াছিল। সুদাসের পুত্র সৌদাস, ইনিই কল্মাষপাদ নামে প্রসিদ্ধ। মহাতেজা বশিষ্ঠ কল্মাষপাদ রাজার ক্ষেত্রে ইক্ষ্বাকুকুলধ্বজ অশ্মক নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, উৎকলার গর্ভে অশ্মকের নকুল নামে এক পুত্র হইয়াছিল। সেই রাজা পরশুরামের ভয়ে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া বনে গমন করিয়াছিলেন এবং নারীকবচ * ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শতরথ। শতরথের পুত্র শ্রীমান্ ইলিবিলি, তাঁহার পুত্র বৃদ্ধশর্ম্মা, বৃদ্ধশর্ম্মার পুত্র বিশ্বসহ, বিশ্বসহের পুত্র খট্বাঙ্গ, খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহুর

* নারীরূপ কবচ। "নিঃক্ষত্রেঽস্মিন্ ক্ষ্মাতলে ক্রিয়মাণে স্ত্রীভির্বিবস্ত্রাভিঃ পরিবার্য্য রক্ষিতঃ।" ততস্তং নারীকবচমুদাহরন্তি। (বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, ৪ অঃ) বিষ্ণুপুরাণে অশ্মকপুত্রের নাম মূলক।

রামো দাশরথির্বীরো ধর্ম্মজ্ঞো লোকবিশ্রুতঃ।
ভরতো লক্ষ্মণশ্চৈব শত্রুঘ্নশ্চ মহাবলঃ ॥ ১৮
সর্ব্বে শক্রসমা যুদ্ধে বিষ্ণুভক্তিসমন্বিতাঃ।
যজ্ঞে রাবণনাশার্থং বিষ্ণুরংশেন বিশ্বভুক্ ॥ ১৯
রামস্য ভার্য্যা সুভগা জনকস্যাত্মজা শুভা।
সীতা ত্রিলোকবিখ্যাতা শীলৌদার্য্যগুণান্বিতা ॥
তপসা তোষিতা দেবী জনকেন গিরীন্দ্রজা।
প্রাযচ্ছজ্জানকীং সীতাং রামমেবাশ্রিতাং পতিম্
প্রীতশ্চ ভগবানীশস্ত্রিশূলী নীললোহিতঃ।
প্রদদৌ শত্রুনাশার্থং জনকায়াদ্ভুতং ধনুঃ ॥ ২২
স রাজা জনকো ধীমান্ দাতুকামঃ সুতামিমাম্
অঘোষয়দমিত্রঘ্নো লোকেঽস্মিন্ দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥
ইদং ধনুঃ সমাদাতুং যঃ শক্নোতি জগত্রয়ে।
দেবো বা দানবো বাপি স সীতাং লব্ধুমর্হতি
বিজ্ঞায় রামো বলবান্ জনকস্য গৃহং প্রভুঃ।

পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র রাজা দশরথ। ভুবনবিখ্যাত ধার্ম্মিক বীর রামচন্দ্র ভরত লক্ষ্মণ ও মহাবল শত্রুঘ্ন এই চারিজন দশরথের পুত্র, ইঁহারা সকলেই যুদ্ধে ইন্দ্রসদৃশ এবং বিষ্ণুভক্তিসমন্বিত। বিশ্বভুক্ বিষ্ণুই রাবণবধের জন্য অংশ দ্বারা রামাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবতী পার্ব্বতী, জনকরাজার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক রূপলাবণ্যবতী শীলৌদার্য্যগুণান্বিতা ত্রিভুবনবিখ্যাতা কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন; ইনিই জনকাত্মজা জানকী সীতা, রামচন্দ্রকে ইনি পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন।১১—২১। ত্রিশূলী নীললোহিত ভগবান্ পার্ব্বতীপতি সন্তুষ্ট হইয়া জনকরাজাকে শত্রুনাশের নিমিত্ত এক অদ্ভুত ধনুক প্রদান করিয়াছিলেন। হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! অমিত্রঘ্ন ধীমান্ জনক রাজা এই কন্যা সম্প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে জগতে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, ত্রিজগতের মধ্যে কি দেবতা, কি দানব, যে কোন ব্যক্তি এই ধনু গুণযোজনাদি দ্বারা যথাযথ ব্যবহার করিতে পারিবে, সে-ই সীতাকে লাভ করিবে। বলবান্ প্রভু রাম ইহা

উদ্ভ্রামাস চাদায় গত্বাসৌ লীলয়ৈব হি। ২৫
উদ্বাহাথ তাং কন্যাং পার্ব্বতীমিব শঙ্করঃ।
রামঃ পরমধর্ম্মাত্মা সেনামিব চ ষণ্মুখঃ। ২৬
ততো বহুতিথে কালে রাজা দশরথঃ স্বয়ম্।
রামং জ্যেষ্ঠসুতং বীরং রাজানং কর্ত্তুমারভৎ। ২৭
তস্যাথ পত্নী সুভগা কৈকেয়ী চারুহাসিনী।
নিবারয়ামাস পতিং প্রাহ সম্ভ্রান্তমানসা। ২৮
মৎসুতং ভরতং বীরং রাজানং কর্ত্তুমর্হসি।
পূর্ব্বমেব বরো যস্মাদ্দত্তো মে ভবতানঘ। ২৯
স তস্যা বচনং শ্রুত্বা রাজা দুঃখিতমানসঃ।
বাঢ়মিত্যব্রবীদ্বাক্যং তথা রামোঽপি ধর্ম্মবিৎ।
প্রণম্যাথ পিতুঃ পাদৌ লক্ষ্মণেন সহাচ্যুতঃ।
যযৌ বনং সপত্নীকঃ কৃত্বা সময়মাত্মবান্। ৩১
সংবৎসরাণাং চত্বারি দশ চৈব মহাবলঃ।
উবাস তত্র ভগবান্ লক্ষ্মণেন সহ প্রভুঃ। ৩২

কদাচিদ্বসতোঽহরণ্যে রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
পরিব্রাজকবেশেন সীতাং হৃত্বা যযৌ পুরীম্। ৩৩
অদৃষ্ট্বা লক্ষ্মণো রামঃ সীতামাকুলতেন্দ্রিয়ৌ।
দুঃখশোকাভিসন্তপ্তৌ বভূবতুররিন্দমৌ। ৩৪
ততঃ কদাচিৎ কপিনা সুগ্রীবেণ দ্বিজোত্তমাঃ।
বানরৈরপ্যভূৎ সখ্যং রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ। ৩৫
সুগ্রীবস্যানুগো বীরো হনুমান্ নাম বানরঃ।
বায়ুপুত্রো মহাতেজা রামস্যাসীৎ প্রিয়ঃ সদা। ৩৬
স কৃত্বা পরমং ধৈর্য্যং রামায় কৃতনিশ্চয়ঃ।
আনয়িষ্যামি তাং সীতামিত্যুক্ত্বা বিচচার হ। ৩৭
মহীং সাগরপর্য্যন্তাং সীতাদর্শনতৎপরঃ।
জগাম রাবণপুরীং লঙ্কাং সাগরসংস্থিতাম্। ৩৮
তত্রাথ নির্জ্জনে দেশে বৃক্ষমূলে শুচিস্মিতাম্।
অপশ্যদমলাং সীতাং রাক্ষসীভিঃ সমাবৃতাম্। ৩৯
অশ্রুপূর্ণেক্ষণাং হৃদ্যাং সংস্মরন্তীমনিন্দিতাম্।

জানিতে পারিয়া জনকভবনে গমন করত অবলীলাক্রমে সেই ধনুক তুলিয়াই ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অনন্তর পরমধর্ম্মাত্মা রামের সহিত —শঙ্করের পার্ব্বতীর ন্যায় এবং ষড়াননের দেবসেনার ন্যায় সেই কন্যার পাণিগ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন হইল। তদনন্তর বহুদিবস গত হইলে রাজা দশরথ আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর রামচন্দ্রকে রাজা করিবার মানস করিলেন। তৎকালে দশরথের প্রিয়তমা পত্নী চারুহাসিনী কৈকেয়ী নিরতিশয় সম্ভ্রমের সহিত রাজাকে নিবারণ করত বলিতে লাগিলেন,—হে অনঘ! আপনি আমার পুত্র ভরতকে রাজা করুন, যেহেতু আপনি পূর্ব্বে আমাকে বর দিয়াছিলেন। রাজা দশরথ কৈকেয়ীর বাক্য শুনিয়া দুঃখিতচিত্তে "তাহাই হইবে" বলিলেন এবং ধর্ম্মাত্মা রামও তাহাই স্বীকার করিলেন। ২২—৩০। সংযতমনাঃ রামচন্দ্র, তৎকালে পিতার চরণ-বন্দনা করিয়া লক্ষ্মণ ও পত্নী সীতার সহিত সময়-বদ্ধ হইয়া বনে গমন করিলেন। মহাবলসম্পন্ন ভগবান্ রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতার সমভিব্যাহারে থাকিয়া অরণ্যবাসেই চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের বনবাসকালে এক দিবস রাক্ষস রাবণ ভিক্ষুকবেশে আগমন করিয়া, সীতাকে হরণপূর্ব্বক নিজের পুরীতে লইয়া গেল। শত্রুদমনকারী রাম এবং লক্ষ্মণ সীতাকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় ব্যাকুলিতেন্দ্রিয় ও দুঃখশোকাভিসন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর কোন সময়ে অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের কপি সুগ্রীব ও বানরগণের সহিত সখ্য জন্মিল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সুগ্রীবের অনুগত বায়ুপুত্র মহাতেজা হনুমান নামক বানর, সতত রামের নিরতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। সেই হনুমান রামচন্দ্রের নিকটে সীতার আনয়নে প্রতিশ্রুত হইয়া, নিরতিশয় ধৈর্য্যের সহিত সীতার দর্শনে তৎপর হইয়া সাগরান্তা মহী বিচরণ করিতে করিতে, সাগরমধ্যবর্ত্তী রাবণের পুরী লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, মনোরমা অমলা অনিন্দিতা শুচিস্মিতা সীতা এক নির্জ্জনপ্রদেশে বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিয়াছেন এবং ইন্দীবরশ্যাম রামকে ও জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণকে স্মরণ করিতে করিতে অবিশ্রান্ত

রামমিন্দীবরশ্যামং লক্ষ্মণক্ষাত্মসংস্থিতম্ ॥ ৪০
নিবেদয়িত্বা চাত্মানং সীতায়া রহসি প্রভুঃ।
অসংশয়ায় প্রদদৌ বস্তৈ রামাঙ্গুরীয়কম্ ॥ ৪১
দৃষ্ট্বাঙ্গুরীয়কং সীতা পত্যুঃ পরমশোভনম্।
মেনে সমাগতং রামং প্রীতিবিস্ফুরিতেক্ষণা ॥৪২
সমাশ্বাস্য তদা সীতাং দৃষ্ট্বা রামস্য চান্তিকম্।
নয়িষ্যে ত্বাং মহাবাহুমুক্ত্বা রামং যযৌ পুনঃ ॥৪৩
নিবেদয়িত্বা রামায় সীতাদর্শনমাত্মবান্।
তস্থৌ রামেণ পুরতো লক্ষ্মণেন চ পূজিতঃ॥৪৪
ততঃ স রামো বলবান্ সার্দ্ধং হনুমতা স্বয়ম্।
লক্ষ্মণেন চ যুদ্ধায় বুদ্ধিং চক্রে হি রক্ষসা ॥ ৪৫
কৃত্বাথ বানরশতৈর্লঙ্কামার্গে মহোদধেঃ।
সেতুং পরমধর্ম্মাত্মা রাবণং হতবান্ প্রভুঃ ॥ ৪৬
সপত্নীকং হি সসুতং সভ্রাতৃকমরিন্দমঃ।
আনয়ামাস তাং সীতাং বায়ুপুত্রসহায়বান ॥৪৭
সেতুমধ্যে মহাদেবমীশানং কৃত্তিবাসসম্।
স্থাপয়ামাস লিঙ্গস্থং পূজয়ামাস রাঘবঃ ॥ ৪৮
তস্য দেবো মহাদেবঃ পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ।
প্রত্যক্ষমেব ভগবান্ দত্তবান্ বরমুত্তমম্ ॥ ৪৯
যে ত্বয়া স্থাপিতং লিঙ্গং দ্রক্ষ্যন্তীহ দ্বিজাতয়ঃ
মহাপাতকসংযুক্তাস্তেষাং পাপং বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥
অন্যানি চৈব পাপানি স্নাতস্যাত্র মহোদধৌ।
দর্শনাদেব লিঙ্গস্য নাশং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥
যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ো যাবদেষা চ মেদিনী।
যাবৎ সেতুশ্চ তাবচ্চ স্থাস্যাম্যত্র তিরোহিতঃ ॥
স্নানং দানং তপঃ শ্রাদ্ধং সর্ব্বং ভবতু চাক্ষয়ম্।
স্মরণাদেব লিঙ্গস্য দিনপাপং প্রণশ্যতি ॥ ৫৩
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ শম্ভুঃ পরিষজ্য তু রাঘবম্।
সনন্দী সগণো রুদ্রস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৫৪

অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, আর রাক্ষসীগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। ৩১—৪০। প্রভু হনুমান্ নির্জ্জনে সীতার নিকটে আত্মপরিচয় দিয়া, সীতার মনে বিশ্বাসোৎপাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে রামচন্দ্রের একটী অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিলেন। পতির পরম রমণীয় অঙ্গুরীয়ক দর্শন করিয়া সীতার নয়ন-যুগল আনন্দ-বিস্ফারিত হইয়া উঠিল এবং মনে করিতে লাগিলেন যে, রামচন্দ্র অচিরে আগমন করিবেন। তখন হনুমান, "রামচন্দ্রের নিকটে গমন করিয়া স্বয়ং প্রভুকে এখানে আনয়ন করিব" সীতাকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া পুনরায় রামচন্দ্রের নিকটে গমন করিলেন। জিতেন্দ্রিয় হনুমান্ রামসমীপে গমন করিয়া সীতাদর্শনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন; রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বলবান্ রাম লক্ষ্মণ ও হনুমানকে সঙ্গে লইয়া রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। অনন্তর পরমধর্ম্মাত্মা শত্রুদমনকারী প্রভু রামচন্দ্র বায়ুপুত্রের সাহায্যে শত শত বানরদ্বারা লঙ্কামার্গে সমুদ্রোপরি সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন এবং পত্নীগণসহ অবস্থিত রাবণকে পুত্র ও ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত নিধন করত সীতাকে আনয়ন করিয়াছিলেন। রাম সেতু মধ্যে কৃত্তিবাস প্রভু ঈশানের এক লিঙ্গ স্থাপন করিয়া স্বয়ং তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। ভগবান্ মহাদেব শঙ্কর, পার্ব্বতীর সহিত তাঁহার সমক্ষে আগমন করিয়া এই উত্তম বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, "যে সকল দ্বিজাতি আপনার স্থাপিত এই লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহারা মহাপাতকসংযুক্ত হইলেও তাহাদের সেই পাপ বিনষ্ট হইবে, তদ্ভিন্ন এই সমুদ্রে স্নান করিয়া লিঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করিলে অন্যান্য সকল পাপই বিনষ্ট হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যে কাল পর্য্যন্ত গিরিসমূহ অবস্থান করিবে, যে পর্য্যন্ত পৃথিবী থাকিবে এবং যে পর্য্যন্ত এই সেতু বর্ত্তমান থাকিবে, আমিও তৎকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিব। এখানে স্নান, দান, তপস্যা, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সকল কার্য্যই অক্ষয় হইবে এবং এই লিঙ্গের স্মরণ করিলে, দিবসকৃত পাপ বিনষ্ট হইবে"। ৪১—৫৩। ভগবান্ রুদ্র এই কথা বলিয়া

রামোঽপি পালয়ামাস রাজ্যং ধর্ম্মপরায়ণঃ ।
অভিষিক্তো মহাতেজা ভরতেন মহাবলঃ ॥ ৫৫
বিশেষাদ্‌ব্রাহ্মণান্‌ সর্ব্বান্‌ পূজয়ামাস চেশ্বরম্‌ ।
যজ্ঞেন যজ্ঞহন্তারমশ্বমেধেন শঙ্করম্‌ ॥ ৫৬
রামস্য তনয়ো জজ্ঞে কুশ ইত্যভিবিশ্রুতঃ ।
লবশ্চ সুমহাভাগঃ সর্ব্বতত্ত্বার্থবিৎ সুধীঃ ॥ ৫৭
অতিথিস্তু কুশাজ্জজ্ঞে নিষধস্তৎসুতোঽভবৎ ।
নলশ্চ নিষধস্যাসীন্নভাস্তস্মাদজায়ত ॥ ৫৮
নভসঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ ক্ষেমধন্বা তু তৎসুতঃ ।
তস্য পুত্রোঽভবদ্বীরো দেবানীকঃ প্রতাপবান্‌
অহীনগুস্তস্য সুতো মহস্বাংস্তৎসুতোঽভবৎ ।
তস্মাচ্চন্দ্রাবলোকস্তু তারাপীড়শ্চ তৎসুতঃ ॥ ৬০
তারাপীড়াচ্চন্দ্রগিরির্ভানুচিত্তস্ততোঽভবৎ ।
শ্রুতায়ুরভবৎ তস্মাদেতে চেক্ষ্বাকুবংশজাঃ ॥ ৬১
সর্ব্বে প্রাধান্যতঃ প্রোক্তাঃ সমাসেন দ্বিজোত্তমাঃ ।
য ইমং শৃণুয়ান্নিত্যমিক্ষ্বাকোর্বংশমুত্তমম্‌ ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দেবলোকে মহীয়তে ॥ ৬২

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে
সূর্য্যবংশে ইক্ষ্বাকুবংশকথনং নামৈক-
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

রামচন্দ্রকে আলিঙ্গনকরত নন্দী ও সমস্ত দেবতা-দিগের সহিত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হই-লেন। মহাতেজা মহাবলসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ রাম, ভরতকর্ত্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। তিনি অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়া দক্ষযজ্ঞহন্তা ঈশ্বর শঙ্করের এবং বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিয়া-ছিলেন। রামচন্দ্রের সর্ব্বতত্ত্বার্থবিদ্‌, সুমহা-ভাগ ও পণ্ডিত লব এবং কুশ নামে দুই পুত্র হইয়াছিল। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল এবং নলের পুত্র নভা। নভার পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ, পুণ্ডরী-কাক্ষের পুত্র ক্ষেমধন্বা। বীর ও প্রতাপ-বান্‌ দেবানীক নামে ক্ষেমধন্বার এক পুত্র হইয়াছিল। দেবানীকের পুত্র অহীনগু, তাঁহার পুত্র মহস্বান, মহস্বানের পুত্র চন্দ্রাব-লোক,—চন্দ্রাবলোকের পুত্র তারাপীড়, তারা-পীড়ের পুত্র চন্দ্রগিরি, চন্দ্রগিরির পুত্র ভানু-চিত্ত এবং ভানুচিত্তের পুত্র শ্রুতায়ু; ইঁহারা সকলেই ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত। হে দ্বিজোত্তম-গণ! আমি সংক্ষেপে প্রধান প্রধান ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের নাম কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি এই উত্তম ইক্ষ্বাকুবংশ-বর্ণন করে, সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া দেবলোকে বাস করে। ৫৪—৬২।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ঐলঃ পুরূরবাশ্চাথ রাজা রাজ্যমপালয়ৎ ।
তস্য পুত্রা বভূবুর্হি ষড়িন্দ্রসমতেজসঃ ॥ ১
আয়ুর্মায়ুরমায়ুশ্চ বিশ্বায়ুশ্চৈব বীর্য্যবান্‌ ।
শতায়ুশ্চ শ্রুতায়ুশ্চ দিব্যাশ্চৈবোর্ব্বশীসুতাঃ ॥ ২
আয়ুষস্তনয়া বীরাঃ পঞ্চৈবাসন্‌ মহৌজসঃ ।
স্বর্ভানুতনয়ায়াং বৈ প্রভায়ামিতি নঃ শ্রুতম্‌ ॥ ৩
নহুষঃ প্রথমস্তেষাং ধর্ম্মজ্ঞো লোকবিশ্রুতঃ ।
নহুষস্য তু দায়াদাঃ পঞ্চেন্দ্রোপমতেজসঃ ।
উৎপন্নাঃ পিতৃকন্যায়াং বিরজায়াং মহাবলাঃ ॥ ৪

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—অনন্তর ইলার পুত্র পুরূ-রবা রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইন্দ্র-সম তেজস্বী ছয়টী দিব্য পুত্র উর্ব্বশীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহাদের নাম আয়ু, মায়ু, অমায়ু, বীর্য্যবান্‌ বিশ্বায়ু, শতায়ু এবং শ্রুতায়ু। মহৌজা আয়ুর রাহুকন্যা প্রভার গর্ভে পাঁচটী বীর পুত্র উৎপন্ন হইয়া-ছিল; শুনিয়াছি, লোকপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞ নহুষই তাহাদের জ্যেষ্ঠ। পিতৃকন্যা বিরজার গর্ভে নহুষের পাঁচটী ইন্দ্রসমতেজস্বী মহাবলসম্পন্ন পুত্র জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের নাম যতি,

যতির্যযাতিঃ সংযাতিরায়াতিঃ পঞ্চমোহশ্বকঃ।
তেষাং যযাতিঃ পঞ্চানাং মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৫
দেবযানীমুশনসঃ সুতাং ভার্য্যামবাপ সঃ।
শর্ম্মিষ্ঠামাসুরীঞ্চৈব তনয়াং বৃষপর্ব্বণঃ ॥ ৬
যদুঞ্চ তুর্ব্বসুঞ্চৈব দেবযানী ব্যজায়ত।
দ্রুহ্যুঞ্চানুঞ্চ পূরুঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠা চাপ্যজীজনৎ ॥ ৭
সোহভ্যষিঞ্চদতিক্রম্য জ্যেষ্ঠং যদুমনিন্দিতম্।
পূরুমেব কনীয়াংসং পিতুর্বচনপালকম্ ॥ ৮
দিশি দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং তুর্ব্বসুং পুত্রমাদিশৎ।
দক্ষিণাপরয়ো রাজা যদুং শ্রেষ্ঠং ন্যযোজয়ৎ ॥ ৯
প্রতীচ্যামুত্তরায়াঞ্চ দ্রুহ্যঞ্চানুমকল্পয়ৎ।
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা ধর্ম্মতঃ পরিপালিতা ॥ ১০
রাজাপি দারসহিতো বনং প্রাপ মহাযশাঃ।
যদোরপ্যভবন্ পুত্রাঃ পঞ্চ দেবসুতোপমাঃ ॥ ১১
সহস্রজিৎ তথা শ্রেষ্ঠঃ ক্রোষ্টুর্নীলো জিনো রঘুঃ
সহস্রজিৎ সুতস্তদ্বচ্ছতজিন্নাম পার্থিবঃ ॥ ১২

সুতাঃ শতজিতোহপ্যাসংস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
হৈহয়শ্চ হয়শ্চৈব রাজা বেণুহয়শ্চ যঃ ॥ ১৩
হৈহয়স্যাভবৎ পুত্রো ধর্ম্ম ইত্যভিবিশ্রুতঃ।
তস্য পুত্রোহভবদ্বিপ্রা ধর্ম্মনেত্রঃ প্রতাপবান্ ॥১৪
ধর্ম্মনেত্রস্য কীর্ত্তিস্তু সঞ্জিতস্তৎসুতোহভবৎ।
মহিষ্মান সঞ্জিতস্যাভূদ্ভদ্রশ্রেণ্যস্তদন্বয়ঃ ॥ ১৫
ভদ্রশ্রেণ্যস্য দায়াদো দুর্ম্মদো নাম পার্থিবঃ।
দুর্ম্মদস্য সুতো ধীমানন্ধকো নাম বীর্য্যবান্ ॥ ১৬
অন্ধকস্য তু দায়াদাশ্চত্বারো লোকসম্মতাঃ।
কৃতবীর্য্যঃ কৃতাগ্নিশ্চ কৃতবর্ম্মা তথৈব চ ॥ ১৭
কৃতৌজাশ্চ চতুর্থোহভূৎ কার্ত্তবীর্য্যস্তথার্জ্জুনঃ।
সহস্রবাহুর্দ্যুতিমান্ ধনুর্বেদবিদাংবরঃ ॥ ১৮
তস্য রামোহভবন্মৃত্যুর্জামদগ্ন্যো জনার্দ্দনঃ।
তস্য পুত্রশতান্যাসন্ পঞ্চ তত্র মহারথাঃ ॥ ১৯
কৃতাস্ত্রা বলিনঃ শূরা ধর্ম্মাত্মানো মনস্বিনঃ।
শূরশ্চ শূরসেনশ্চ কৃষ্ণো ধৃষ্ণস্তথৈব চ।
জয়ধ্বজশ্চ বলবান নারায়ণপরো নৃপঃ ॥ ২০

যযাতি সংযাতি, আযাতি এবং অশ্বক। তাহাদের মধ্যে যযাতিই মহাবলপরাক্রমসম্পন্ন ছিলেন। তিনি শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী ও বৃষপর্ব্বা অসুরের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, এই দুইজনকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসুর জন্ম হয় এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পূরুর জন্ম হয়। যযাতি, অনিন্দিত জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে অতিক্রম করিয়া পিতৃবাক্য-পালন-নিরত সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে সার্ব্বভৌম রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। রাজা যযাতি জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, তুর্ব্বসুকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে, দ্রুহ্যকে পশ্চিম দিকে এবং অনুকে উত্তরদিকে আধিপত্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক এই সমগ্র পৃথিবী ধর্ম্মানুসারে পরিপালিত হইয়াছিল। ১—১০। মহাযশা রাজা পুত্রগণকে এইরূপ রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া যথাকালে ভার্য্যার সহিত বনে গমন করিলেন। যদুর সহস্রজিৎ, শ্রেষ্ঠ, ক্রোষ্টু, নীল, জিন ও রঘু নামে দেবতনয় সদৃশ পাঁচটী পুত্র হইয়াছিল। সহস্রজিতের শতজিৎ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। রাজা শতজিতের হৈহয়, হয় ও বেণুহয় নামক পরম ধার্ম্মিক তিনটী পুত্র জন্মিয়াছিল। হে দ্বিজগণ! তাহাদের মধ্যে রাজা হৈহয়ের ধর্ম্ম নামে এক বিখ্যাত পুত্র হইয়াছিল এবং রাজা ধর্ম্মেরও ধর্ম্মনেত্র নামে প্রতাপবান্ এক পুত্র হইয়াছিল। ধর্ম্ম-নেত্রের পুত্র কীর্ত্তি, কীর্ত্তির পুত্র সঞ্জিত, সঞ্জিতের পুত্র মহিষ্মান, মহিষ্মানের পুত্র ভদ্রশ্রেণ্য, ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র রাজা দুর্ম্মদ, দুর্ম্মদের পুত্র ধীমান্ ও বীর্য্যবান্ অন্ধক। অন্ধকের কৃতবীর্য্য কৃতাগ্নি কৃতবর্ম্মা ও কৃতৌজা নামে চারি জন লোকপূজিত পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে রাজা কৃতবীর্য্যের কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামে দ্যুতিমান্ ধনুর্ব্বিৎশ্রেষ্ঠ ও সহস্র বাহুসম্পন্ন এক পুত্র জন্মিয়াছিল; ভগবান্ জামদগ্ন্য পরশুরামের হস্তে এই অর্জ্জুন নিহত হইয়াছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বহু শত পুত্র হইয়াছিল। তাহার মধ্যে শূর শূরসেন কৃষ্ণ ধৃষ্ণ ও জয়ধ্বজ নামে পাঁচ পুত্র মহারথ কৃতাস্ত্র বলবান্ শূর ধার্ম্মিক ও মনস্বী ছিলেন। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ বলবান্

শূরসেনাদয়ঃ পূর্ব্বে চত্বারঃ প্রথিতৌজসঃ।
রুদ্রভক্তা মহাত্মানঃ পূজয়ন্তি স্ম শঙ্করম্ ॥ ২১
জয়ধ্বজস্তু মতিমান্ দেবং নারায়ণং হরিম্।
জগাম শরণং বিষ্ণুং দৈবতং ধর্ম্মতৎপরঃ ॥ ২২
তমূচুরিতরে পুত্রা নায়ং ধর্ম্মস্তবানঘ।
ঈশ্বরারাধনরতঃ পিতাস্মাকমিতি শ্রুতিঃ ॥ ২৩
তানব্রবীন্মহাতেজা হ্যেষ ধর্ম্মঃ পরো মম।
বিষ্ণোরংশেন সম্ভূতা রাজানো যন্মহীতলে ॥২৪
রাজ্যং পালয়িতাবশ্যং ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
পূজনীয়ো যতো বিষ্ণুঃ পালকো জগতাং হরিঃ
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চ স্বয়ম্ভুবঃ।
তিস্রস্তু মূর্ত্তয়ঃ প্রোক্তাঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তহেতবঃ ॥২
সত্ত্বাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুঃ সংস্থাপয়তি সর্ব্বদা।
সৃজেদ্ ব্রহ্মা রজোমূর্ত্তিঃ সংহরেৎ তামসো হরঃ
তস্মান্মহীপতীনান্তু রাজ্যং পালয়তামিদম্।
আরাধ্যো ভগবান্ বিষ্ণুঃ কেশবঃ কেশিমর্দ্দনঃ।
নিশম্য তস্য বচনং ভ্রাতরোঽন্যে মনস্বিনঃ।
প্রোচুঃ সংহারকো রুদ্রঃ পূজনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ ॥২৯
অয়ং হি ভগবান্ রুদ্রঃ সর্ব্বং জগদিদং শিবঃ।
তমোগুণং সমাশ্রিত্য কল্পান্তে সংহরেৎ প্রভুঃ।
যা সা ঘোরতমা মূর্ত্তিরস্য তেজোময়ী পরা।
সংহরেদ্বিদ্যয়া পূর্ব্বং সংসারং শূলভৃৎ তয়া ॥ ৩১
ততস্তানব্রবীদ্রাজা বিচিন্ত্যাসৌ জয়ধ্বজঃ।
সত্ত্বেন মুচ্যতে জন্তুঃ সত্ত্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ ॥ ৩২
অমূচুর্ভ্রাতরো রুদ্রঃ সেবিতঃ সাত্ত্বিকৈর্জনৈঃ।
মোচয়েৎ সত্ত্বসংযুক্তঃ পূজয়েচ্চ ততো হরম্ ॥ ৩৩
অথাব্রবীদ্রাজপুত্রঃ প্রহসন্ বৈ জয়ধ্বজঃ।
স্বধর্ম্মো মুক্তয়ে পন্থা নান্যো মুনিভিরুচ্যতে ॥ ৩৪
তথা চ বৈষ্ণবীং শক্তিং নৃপাণাং দধতাং সদা।

জয়ধ্বজ নৃপতি নারায়ণপরায়ণ ছিলেন এবং শূর শূরসেন প্রভৃতি প্রথিততেজা মহাত্মা জ্যেষ্ঠ চারিজন রুদ্র ভক্তি-নিরত হইয়া মহাদেবের আরাধনা করিতেন। ১১—২১। মতিমান্ ধর্ম্মপরায়ণ জয়ধ্বজ ভগবান্ নারায়ণ হরির শরণাপন্ন হইলে একদা কার্ত্ত বীর্য্যার্জ্জুন-পুত্র শূরাদি চারি ভ্রাতা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—হে অনঘ! এরূপ ধর্ম্ম তোমার পক্ষে বিহিত নহে, কারণ আমরা শুনিয়াছি যে, আমাদের পিতা মহাদেবের আরাধনা করিতেন। মহাতেজা জয়ধ্বজ উত্তর করিলেন যে, ইহাই আমার পরমধর্ম্ম। যখন বিষ্ণুই জগতের পালনকর্ত্তা ও পৃথিবীর সকল রাজাই তাঁহার অংশসম্ভূত, তখন রাজ্যপালনকারী রাজার পক্ষে বিষ্ণুর পূজা করাই অবশ্য বিধেয়। জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের জন্য স্বয়ম্ভূ ভগবানের সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধ মূর্ত্তি হইয়াছে। তাহার মধ্যে সত্ত্বগুণাবলম্বী ভগবান্ বিষ্ণুই নিরন্তর জগতের পালন করেন, রজোগুণাবলম্বী ব্রহ্মা তাহার সৃষ্টি করেন এবং তমোগুণাবলম্বী মহাদেবই তাহার সংহার করেন। এই জন্য রাজ্যপালনে নিযুক্ত রাজন্যগণের পক্ষে ভগবান্ কেশিমর্দ্দন কেশব বিষ্ণুরই অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। তদীয় মনস্বী ভ্রাতৃগণ তাহার বাক্য শুনিয়া উত্তর করিলেন যে, মুক্তি-লাভেচ্ছু পুরুষের পক্ষে সংহারকারক রুদ্রের পূজা করাই উচিত; যেহেতু সমস্ত জগৎ শিবময় এবং সেই ভগবান্ রুদ্রই তমোগুণের প্রভাবে ঘোরতমা তেজোময়ী পরমা বিদ্যা-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কল্পান্তে প্রথমেই সমস্ত জগতের সংহার করিয়া থাকেন। ২২—৩১। তদনন্তর রাজা জয়ধ্বজ চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন যে, সত্ত্বগুণের প্রভাবেই জীবগণের মুক্তি হইয়া থাকে ও ভগবান্ হরিই সেই সত্ত্ব-গুণময়। তদীয় ভ্রাতৃগণ উত্তর করিলেন,—লোকে সাত্ত্বিকভাবে রুদ্রের পূজা করিলে, মহাদেব স্বয়ং সত্ত্বসংযুক্ত হইয়া তাহাদের মুক্তিদান করেন; অতএব তাঁহারই পূজা করা উচিত। অনন্তর রাজপুত্র জয়ধ্বজ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন যে, মনুষ্যের কেবল স্বধর্ম্মেই মুক্ত হইয়া থাকে এবং তাহা ভিন্ন মুক্তিলাভের আর কোন পথ নির্দ্দিষ্ট নাই, ইহাই মুনিরা বলিয়া থাকেন। আর রাজ-গণেও বৈষ্ণবীশক্তি নিহিত রহিয়াছে, তখন

আরাধনং পরো ধর্ম্মো মুরারেরমিতৌজসঃ ॥৩৫
তমব্রবীদ্রাজপুত্রঃ কৃষ্ণো মতিমতাংবরঃ।
যদর্জ্জুনোঽস্মজ্জনকঃ স ধর্ম্মং কৃতবানিতি ॥ ৩৬
এবং বিবাদে বিততে শূরসেনোঽব্রবীদ্বচঃ।
প্রমাণমৃষয়ো হ্যত্র ব্রূয়ুস্তে যৎ তথৈব তৎ ॥ ৩৭
ততস্তে রাজশার্দ্দূলাঃ পপ্রচ্ছুর্ব্রহ্মবাদিনঃ।
গত্বা সর্ব্বে সুসংরব্ধাঃ সপ্তর্ষীণাং তদাশ্রমম্ ॥৩৮
তানব্রুবংস্তে মুনয়ো বশিষ্ঠাদ্যা যথার্থকং।
যা যস্যাভিমতা পুংসঃ সা হি তস্যৈব দেবতা ॥ ৩৯
কিন্তু কার্য্যবিশেষেণ পূজিতা চেষ্টদা নৃণাম্।
বিশেষাৎ সর্ব্বদা নায়ং নিয়মো হ্যন্যথা নৃপাঃ ॥৪০
নৃপাণাং দৈবতং বিষ্ণুস্তথৈব চ পু
বিপ্রাণামগ্নিরাদিত্যো ব্রহ্মা চৈব পিনাকধৃক্ ॥৪১
দেবানাং দৈবতং বিষ্ণুর্দানবানাং ত্রিশূলভৃৎ।
গন্ধর্ব্বাণাং তথা সোমো যক্ষাণামপি কথ্যতে ॥
বিদ্যাধরাণাং বাগ্দেবী সিদ্ধানাং ভগবান্ হরিঃ
রক্ষসাং শঙ্করো রুদ্রঃ কিন্নরাণাঞ্চ পার্ব্বতী ॥৪৩
ঋষীণাং ভগবান্ ব্রহ্মা মহাদেবস্ত্রিশূলভৃৎ।
মাতা স্ত্রীণামুমা দেবী তথা বিষ্ণ্বীশভাস্করাঃ॥৪৪
গৃহস্থানাঞ্চ সর্ব্বে স্যুর্ব্রহ্মা বৈ ব্রহ্মচারিণাম্।
বৈখানসানামর্কঃ স্যাদ্‌যতীনাঞ্চ মহেশ্বরঃ ॥ ৪৫
ভূতানাং ভগবান্ রুদ্রঃ কুষ্মাণ্ডানাং বিনায়কঃ।
সর্ব্বেষাং ভগবান্ ব্রহ্মা দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ ॥
ইত্যেবং ভগবান ব্রহ্মা স্বয়ং দেবে হ্যভাষত
তস্মাজ্জনধ্বজো নূনং বিষ্ণ্বারাধনমর্হতি ॥ ৪৭
কিন্তু রুদ্রেণ তাদাত্ম্যবুদ্ধ্যা পূজ্যো হরির্নৃভিঃ।
অন্যথা নৃপতেঃ শত্রূন্ ন হরিঃ সংহরেদ্যতঃ॥৪৮
তান্ প্রণম্যাথ তে জগ্মুঃ পুরীং পরমশোভনাম্
পালয়াঞ্চক্রিরে পৃথ্বীং জিত্বা সর্ব্বান্ রিপূন্ রণে
ততঃ কদাচিদ্বিপ্রেন্দ্রা বিদেহো নাম দানবঃ।
ভীষণঃ সর্ব্বসত্ত্বানাং পুরীং তেষাং সমাযযৌ ॥৫০

অমিততেজা মুরারির আরাধনা করাই তাঁহাদের পরম ধর্ম্ম। তখন বুদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র কৃষ্ণ উত্তর করিলেন যে, আমাদের পিতা অর্জ্জুন যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদিগের স্বধর্ম্ম। এইরূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে, শূরসেন বলিলেন যে, ঋষিগণই এ বিষয়ে আমাদিগের প্রমাণ্য, তাঁহারা যাহা বলিবেন, তাহাই ঠিক। তদনন্তর সেই সকল ব্রহ্মবাদী রাজপুঙ্গবেরা অতিশয় উৎসাহিত হইয়া সপ্তর্ষিগণের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই বশিষ্ঠাদি মুনিগণ রাজাদিগকে এই যথার্থ কথা বলিতে লাগিলেন,—হে নৃপগণ! যে দেবতা যাহার অভিমত, সেই দেবতাই তাহার উপাস্য এবং কার্য্যবিশেষে তাঁহাদের পূজা করিলে তাঁহারা সকলকেই অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু কার্য্যবিশেষ ব্যতীত মনুষ্যের পক্ষে সকল সময়ে এ নিয়ম বিহিত নহে। ৩২—৪০। বিষ্ণু ও পুরন্দর রাজাদিগের দেবতা; অগ্নি আদিত্য, ব্রহ্মা ও রুদ্র ব্রাহ্মণদিগের উপাস্য এবং বিষ্ণু দেবগণের, মহাদেব দানবগণের, চন্দ্র, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণের উপাস্য দেবতা। সরস্বতী বিদ্যাধরদিগের, ভগবান্ হরি সিদ্ধগণের, ভগবান্ রুদ্র রক্ষোগণের ও পার্ব্বতী কিন্নরগণের দেবতা এবং ভগবান ব্রহ্মা ও ত্রিশূলধারী মহাদেব ঋষিগণের উপাস্য। উমাদেবী স্ত্রীজাতির মাতা। সেইরূপ বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ভাস্কর গৃহস্থদিগের, ব্রহ্ম ব্রহ্মচারিগণের, সূর্য্য বানপ্রস্থধর্ম্মীর, মহেশ্বর যতিদিগের, ভগবান্ রুদ্র ভূতগণের, বিনায়ক কুষ্মাণ্ডগণের এবং ভগবান্ দেবদেব প্রজাপতি সমস্ত লোকের মান্য ও আরাধ্য দেবতা; ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং এইরূপই বলিয়াছেন; অতএব জনধ্বজের পক্ষে নিশ্চয় বিষ্ণুর আরাধনা করাই কর্ত্তব্য। মনুষ্যের পক্ষে অভেদ-বুদ্ধিতে রুদ্রের সহিত হরির পূজা করা উচিত, তাহা না করিলে ভগবান্ হরি রাজাদিগের শত্রুনাশ করেন না। অনন্তর নরপতিগণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া, আপনাদিগের পরম রমণীয় পুরে গমন করিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসমূহ জয় করিয়া পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। ৪১—৪৯। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! অনন্তর কোন সময়ে সর্ব্ব-

দংষ্ট্রাকরালো দীপ্তাত্মা যুগান্তদহনোপমঃ ।
শূলমাদায় সূর্য্যাভং নাদয়ন্ বৈ দিশো দশ ॥৫১
তন্নাদশ্রবণান্মর্ত্ত্যাস্তত্র যে নিবসন্তি তে ।
তত্যজুর্জীবিতন্ত্বন্তে দুদ্রুবুর্ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ৫২
ততঃ সর্ব্বে সুসংযত্তাঃ কার্ত্তবীর্য্যাত্মজাস্তদা (ক)
শূরসেনাদয়ঃ পঞ্চ রাজানস্তু মহাবলাঃ ।
যুদ্ধায় কৃতসংরম্ভা বিদেহস্তু তমুদ্রুবুঃ ॥ ৫৩
শূরোঽস্ত্রং প্রাহিণোদ্রৌদ্রং শূরসেনস্তু বারুণম্
প্রাজাপত্যং তথা কৃষ্ণো বায়ব্যং ধৃষ্ট এব চ ॥৫৪
জয়ধ্বজশ্চ কৌবেরমৈন্দ্রমাগ্নেয়মেব চ ।
ভঞ্জয়ামাস শূলেন তান্যস্ত্রাণি স দানবঃ ॥ ৫৫
ততঃ কৃষ্ণো মহাবীর্য্যো গদামাদায় ভীষণাম্ ।
স্পৃষ্টমাত্রেণ তরসা চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥ ৫৬
সম্প্রাপ্য সা গদাস্যোরো বিদেহস্য শিলোপমম্
ন দানবং চালয়িতুং শশাকান্তকসন্নিভম্ ॥ ৫৭
দুদ্রুবুস্তে ভয়গ্রস্তা দৃষ্ট্বা তস্যাতিপৌরুষম্ ।
জয়ধ্বজস্তু মতিমান্ সস্মার জগতাং পতিম্ ॥৫৮
বিষ্ণুং জিষ্ণুং লোকাদিমপ্রমেয়মনাময়ম্ ।
ত্রাতারং পুরুষং পূর্ব্বং শ্রীপতিং পীতবাসসম্ ॥
ততঃ প্রাদুরভূচ্চক্রং সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্ ।
আদেশাদ্বাসুদেবস্য ভক্তানুগ্রহকারণাৎ ॥ ৬০
জগ্রাহ জগতাং যোনিং স্মৃত্বা নারায়ণং নৃপঃ ।
প্রাহিণোদ্বৈ বিদেহায় দানবেভ্যো যথা হরিঃ ॥
সম্প্রাপ্য তস্য ঘোরস্য স্কন্ধদেশং সুদর্শনম্ ।
পৃথিব্যাং পাতয়ামাস শিরোঽদ্রিশিখরাকৃতি ॥
তদ্ধি চক্রং পুরা বিষ্ণুস্তপসারাধ্য শঙ্করম্ ।
যস্মাদবাপ তৎ তস্মাৎ সুরাণাং বিনাশকম্ ॥ ৬৩

প্রাণিভয়ঙ্কর, ভীষণদংষ্ট্র, প্রদীপ্তদেহ এবং প্রলয়কালীন বহ্নিসদৃশ বিদেহ নামে এক দানব সূর্য্যসমপ্রভ শূল হস্তে করিয়া, বিকট-রবে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করত সেই রাজা-দিগের পুরীতে আগমন করিয়াছিল। তৎ-কালে সে স্থলে যে সকল লোক বাস করিত, তন্মধ্যে কতকগুলি সেই শব্দ শ্রবণে ভয়-বিহ্বল হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিল, আর কতকগুলি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অনন্তর অর্জ্জুনতনয় মহাবলসম্পন্ন শূরসেনাদি পঞ্চ ভূপাল যুদ্ধার্থে উদ্‌যোগী ও সজ্জিত হইয়া সেই বিদেহের অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। শূর রৌদ্রাস্ত্র, শূরসেন বারুণাস্ত্র, কৃষ্ণ প্রাজাপত্য অস্ত্র ও ধৃষ্ট বায়ব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন এবং জয়ধ্বজ কৌবের, ঐন্দ্র ও আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু সেই দানব ঐ সমুদায় অস্ত্র শূল দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর্য্য কৃষ্ণ ভীষণ গদা লইয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রবেগে তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই গদা বিদেহের শিলাসদৃশ বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়াও কালা-ন্তকসদৃশ সেই দানবকে বিচলিত করিতে পারিল না। তখন সকলেই তাহার অতি পৌরুষ দর্শন করিয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন; কিন্তু মতিমান্ জয়ধ্বজ জগৎপতি, জয়শীল, লোকাদি, অপ্রমেয়, অনাময়, ত্রাতা, পুরাণ-পুরুষ, পীতাম্বর, শ্রীপতি বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ৫০—৫৯। অনন্তর ভক্তবৎসল ভগবান্ বাসুদেবের আদেশে অযুত সূর্য্যসমপ্রভ চক্র রাজার সমক্ষে প্রাদু-র্ভূত হইল। রাজা জগদ্‌যোনি নারায়ণকে স্মরণ করিয়া সেই চক্র গ্রহণ করিলেন এবং নারায়ণ যেরূপ দানবগণের প্রতি নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ রাজাও বিদেহের প্রতি সেই চক্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই সুদর্শন-চক্র সেই ঘোরাকৃতি দানবের স্কন্ধলগ্ন হইয়াই তাহার পর্ব্বতশিখরাকৃতি মস্তককে ভূমিতলে পাতিত করিল। পূর্ব্বকালে বিষ্ণু মহাদেবকে তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিয়া অসুর-বিনাশের নিমিত্ত লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই চক্র

(ক) ইতঃ পরং—
ক্ষুব্ধুর্দানবং শক্তি-গিরিকূটাসি-মুদ্গরৈঃ ।
তান্ সর্ব্বান্ দানবো বিপ্রাঃ শূলেন প্রহসন্নিব ।
বারয়ামাস ঘোরাত্মা কল্পান্তে ভৈরবো যথা ॥
ইতি সার্দ্ধঃ শ্লোকোঽধিকো বহুষু দৃশ্যতে ।

তস্মিন্ হতে দেবরিপৌ শূরাদ্যা ভ্রাতরো নৃপাঃ
সমাযযুঃ পুরীং রম্যাং ভ্রাতরশ্চাপ্যপূজয়ন্ ॥ ৬৪
জগ্রাজগাম ভগবান্ জয়ধ্বজপরাক্রমম্।
কার্ত্তবীর্য্যসুতং দ্রষ্টুং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥ ৬৫
তমাগতমথো দৃষ্ট্বা রাজা সম্ভ্রান্তলোচনঃ।
সমাবেশ্যাসনে রম্যে পূজয়ামাস ভাবতঃ ॥ ৬৬
উবাচ ভগবন্ ঘোরঃ প্রসাদাত্তবতোঽসুরঃ।
নিপাতিতো ময়া সোঽথ বিদেহো দানবেশ্বরঃ ॥
ত্বদ্বাক্যাচ্ছিন্নসন্দেহো বিষ্ণুং সত্যপরাক্রমম্।
প্রপন্নঃ শরণং তেন প্রসাদো মে কৃতঃ শুভঃ ॥৬৮
যক্ষ্যামি পরমেশানং বিষ্ণুং পদ্মদলেক্ষণম্।
কথং কেন বিধানেন সম্পূজ্যো হরিরীশ্বরঃ ॥৬৯
কোঽয়ং নারায়ণো দেবঃ কিম্প্রভাবশ্চ সুব্রত।
সর্ব্বমেতন্মমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৭০
বিশ্বামিত্র উবাচ।
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যস্মিন্ সর্ব্বং যতো জগৎ।
স বিষ্ণুঃ সর্ব্বভূতাত্মা তমাশ্রিত্য বিমুচ্যতে ॥ ৭১
যমক্ষরাৎ পরতরাৎ পরং প্রাহুর্গুহাশ্রয়ম্।
আনন্দং পরমং ব্যোম স বৈ নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥৭২
নিত্যোদিতো নির্ব্বিকল্পো নিত্যানন্দো নিরঞ্জনঃ
চতুর্ব্যূহধরো বিষ্ণুরব্যূহঃ প্রোচ্যতে স্বয়ম্ ॥ ৭৩
পরমাত্মা পরং ধাম পরং ব্যোম পরং পদম্।
ত্রিপাদমক্ষরং ব্রহ্ম তমাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৭৪
স বাসুদেবো বিশ্বাত্মা যোগাত্মা পুরুষোত্তমঃ।
যস্যাংশসম্ভবো ব্রহ্মা রুদ্রোঽপি পরমেশ্বরঃ ॥৭৫
স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মেণ পুংসায়ং পুরুষোত্তমঃ।
রুদ্রস্যায়ং পরা মূর্ত্তিরিত্যারাধ্যো (ক) ন চান্যথা
এতাবদুক্তা ভগবান্ বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।

অসুরকুলবিনাশে অপ্রতিহত। সেই দেবরিপু নিহত হইলে শূরাদি ভ্রাতৃগণ সকলে আপনাদের পরম রমণীয় পুরীতে আগমন করিলেন এবং আপনাদের ভ্রাতা জয়ধ্বজ রাজাকে বিবিধরূপে সম্মানিত করিলেন। মহামুনি, বিশ্বামিত্র জয়ধ্বজ রাজার পরাক্রম শুনিয়া, সেই কার্ত্তবীর্য্যতনয়কে দেখিবার নিমিত্ত সেখানে আগমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে রমণীয় আসনে বসাইয়া ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিলেন এবং কহিলেন,—হে ভগবন্ আপনার প্রসাদেই আমি ভয়ঙ্কর অসুর বিদেহ নামক দানবেশ্বরকে নিহত করিয়াছি; আপনার বাক্যেই আমি অপগতসন্দেহ হইয়া সত্যপরাক্রম বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই জন্যই ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। হে সুব্রত। আমি পদ্মপলাশলোচন পরমেশ বিষ্ণুর, কিরূপে আরাধনা করিব এবং কিরূপ বিধানেই বা সেই হরির পূজা করিতে হয়? এই ভগবান নারায়ণের স্বরূপ কি এবং ইঁহার প্রভাবই বা কিরূপ? এই সমস্ত আমাকে বলুন। এ সকল শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। ৬০—৭০। বিশ্বামিত্র কহিলেন,—যাঁহা হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, সকল পদার্থই যাঁহাতে নিহিত রহিয়াছে ও জগন্মণ্ডল যাঁহা হইতেই হইয়াছে, তিনিই সর্ব্বভূতাত্মা বিষ্ণু; লোকে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই মুক্তি লাভ করে। যাঁহাকে তত্ত্ববিদ্‌গণ পরতর ব্রহ্ম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং গুহাশ্রয়, পরমানন্দময় ও ব্যোম-স্বরূপ বলিয়া থাকেন, তিনিই নারায়ণ। যিনি নিত্যোদিত, নির্ব্বিকল্প নিত্যানন্দ ও নিরঞ্জন এবং যিনি চতুর্ব্যূহধর হইয়াও স্বয়ং অব্যূহ,তিনিই বিষ্ণু। তিনিই পরমাত্মা পরমতেজঃস্বরূপ, পরমাকাশময় ও পরম পদ; ব্রহ্মবাদী ঋষিরা তাঁহাকে ত্রিপাদ অক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। তিনিই বিশ্বাত্মা যোগাত্মা পুরুষোত্তম বাসুদেব; স্বয়ং ব্রহ্মা ও পরমেশ্বর রুদ্র তাঁহারই অংশসম্ভূত। লোকে আপনাদের বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মানুসারে এই পুরুষোত্তমের পূজা করিয়া থাকে। রুদ্রের পরমমূর্ত্তি জানিয়াই তাঁহার পূজা করা উচিত, তাহার অন্যথা নাই। ভগ-

(ক) অকামাদত্র তদ্ভাবেন সমারাধ্য ইতি কচিৎ পাঠঃ।

শূরাদ্যৈঃ পূজিতো বিপ্রো জগামাথ স্বমাশ্রমম্॥
অথ শূরাদয়ো দেবমযজন্ত মহেশ্বরম্।
যজ্ঞেন যজ্ঞগম্যং তং নিষ্কামা রুদ্রমব্যয়ম্ ॥ ৭৮
তান্ বশিষ্ঠস্তু ভগবান্ যাজয়ামাস ধর্ম্মবিৎ।
গৌতমোঽগস্তিরত্রিশ্চ সর্ব্বে রুদ্রপরায়ণা ৭৯
বিশ্বামিত্রস্তু ভগবান্ জয়ধ্বজমরিন্দমম্।
যাজয়ামাস ভূতাদিমাদিদেবং জনার্দ্দনম্ ॥ ৮০
জয়ধ্বজোঽপি তং বিষ্ণুং রুদ্রস্য পরমাং তনুম্
ইত্যেবং স ‍ দা বুদ্ধা যত্নেনার্চ্চয়দচ্যুতম্ ॥ ৮১
তস্য যজ্ঞে মহাযোগী সাক্ষাদ্দেবঃ স্বয়ং হরিঃ।
আবিরাসীৎ স ভগবাংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৮২
য ইমং শৃণুয়ান্নিত্যং জয়ধ্বজপরাক্রমম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে সোমবংশানুকীর্ত্তনে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

বান্ মহাতপা বিশ্বামিত্র এই পর্য্যন্ত বলিয়া শূরাদি নরপতিগণের পূজাগ্রহণপূর্ব্বক নিজের আশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর শূরাদি নৃপতিগণ যজ্ঞ দ্বারা নিষ্কামভাবে অব্যয়, যজ্ঞগম্য, মহেশ্বর রুদ্রের আরাধনা করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ ভগবান্ বশিষ্ঠ এবং রুদ্রপরায়ণ গৌতম, অগস্তি ও অত্রিমুনি ইহাঁদের যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ভগবান বিশ্বামিত্রও অরিন্দম জয়ধ্বজ রাজাকে ভূতাদি আদিদেব জনার্দ্দনের যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। জয়ধ্বজ রাজাও অচ্যুত বিষ্ণুকে রুদ্রের পরম মূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে ভগবান্ মহাযোগী সাক্ষাৎ হরি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তখন যেন তাহা অদ্ভুত হইয়া উঠিল। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই জয়ধ্বজপরাক্রম শ্রবণ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় ও দেহান্তে তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। ৭১—৮৩।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

জয়ধ্বজস্য পুত্রোঽভূৎ তালজঙ্ঘ ইতি স্মৃতঃ।
শতং পুত্রাস্তু তস্যাসন্ তালজঙ্ঘা ইতি স্মৃতাঃ
তেষাং জ্যেষ্ঠো মহাবীর্য্যো
বীতিহোত্রোঽভবন্নৃপঃ
বৃষপ্রভৃতয়শ্চান্যে যাদবাঃ পুণ্যধার্ম্মণঃ ॥ ২
বৃষো বংশকরস্তেষাং তস্য পুত্রোঽভবন্মধুঃ।
মধোঃ পুত্রশতস্ত্বাসীদ্বৃষণস্তস্য বংশভাক্ ॥ ৩
বীতিহোত্রসুতশ্চাপি বিশ্রুতোঽনন্ত ইত্যতঃ।
দুর্জ্জয়স্তস্য পুত্রোঽভূৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৪
তস্য ভার্য্যা রূপবতী গুণৈঃ সর্ব্বৈরলঙ্কৃতা।
পতিব্রতাসীৎ পতিনা স্বধর্ম্মপরিপালিকা ॥ ৫
স কদাচিন্মহারাজঃ কালিন্দীতীরসংস্থিতাম্।
অপশ্যদুর্ব্বশীং দেবীং গায়ন্তীং মধুরস্বরাম্ ॥ ৬
ততঃ কামাহতমনাস্তৎসমীপমুপেত্য বৈ।
প্রোবাচ সুচিরং কালং দেবি রন্তুং ময়ার্হসি ॥ ৭

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—জয়ধ্বজ রাজার তালজঙ্ঘ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। তালজঙ্ঘের একশত পুত্র; তাহারাও সকলে তালজঙ্ঘ বলিয়া বিখ্যাত। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহাতেজাঃ বীতিহোত্র রাজা হইয়াছিলেন। বৃষ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মা অ [illegible] যে সকল যাদব ছিলেন, তাঁহাদের [illegible]ধ্যে বৃষই বংশরক্ষক। তাঁহার মধু [illegible] এক পুত্র হইয়াছিল। মধুর এক [illegible] পুত্র; তাহার মধ্যে বৃষণই মধুর বং[illegible]ক্ষক। বীতিহোত্রের পুত্র বিশ্রুত, বিশ্রুতের পুত্র অনন্ত, অনন্তের পুত্র সর্ব্বশা[illegible]বশারদ দুর্জ্জয়; তাঁহার ভার্য্যা অতিশয় রূপবতী, স্বধর্ম্মনিরতা, সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃতা এবং পতিব্রতা ছিলেন। একদা মহারাজ দুর্জ্জয় কালিন্দীতীরে দেবী উর্ব্বশীকে মধুরস্বরে গান করিতে দেখিয়া তাহার নিকটে গমন করিয়া বলিলেন,—"হে দেবি! আমার সহিত তোমাকে দীর্ঘকাল বিহার করিতে

সা দেবী নৃপতিং দৃষ্ট্বা রূপলাবণ্যসংযুতম্।
রেমে তেন চিরং কালং কামদেবমিবাপরম্॥ ৮
কালাৎ প্রবুদ্ধো রাজাসাবুর্ব্বশীং প্রাহ শোভনাম্
গমিষ্যামি পুরীং রম্যাং হসন্তী সাব্রবীদ্বচঃ॥ ৯
ন হ্যেতেনোপভোগেন ভবতো রাজসুন্দর।
প্রীতিঃ সঞ্জায়তে মহ্যং স্থাতব্যং বৎসরং পুনঃ
তামব্রবীৎ স মতিমান্ গত্বা শীঘ্রতরং পুরীম্।
আগমিষ্যামি ভূয়োঽত্র তন্মেঽনুজ্ঞাতুমর্হসি॥ ১১
তমব্রবীৎ সা সুভগা তথা কুরু বিশাম্পতে।
নান্যয়াপ্সরসা তাবদ্বস্তব্যং ভবতা পুনঃ॥ ১২
ওমিত্যুক্ত্বা যযৌ তূর্ণং পুরীং পরমশোভনাম্।
গত্বা পতিব্রতাং পত্নীং দৃষ্ট্বা ভীতোঽভবন্নৃপঃ॥
সম্প্রেক্ষ্য সা গুণবতী ভার্য্যা তস্য পতিব্রতা।
ভীতং প্রসন্নয়া প্রাহ বাচা পীনপয়োধরা॥ ১৪
স্বামিন্ কিমত্র ভবতো ভীতিরদ্য প্রবর্ত্ততে।
তদ্ব্রূহি মে যথাতত্ত্বং ন রাজ্ঞাং কীর্ত্তয়ে হিদম্
স তস্যা বাক্যমাকর্ণ্য লজ্জাবনতমানসঃ।
নোবাচ কিঞ্চিন্নৃপতির্জ্ঞানদৃষ্ট্যা বিবেদ সা॥ ১৬
ন ভেতব্যং ত্বয়া রাজন্ কার্য্যং পাপবিশোধনম্।
ভীতে ত্বয়ি মহারাজ রাষ্ট্রং তে নাশমেষ্যতি॥ ১৭
ততঃ স রাজা দ্যুতিমান্ নির্গত্য তু পুরাৎ ততঃ
গত্বা কণ্বাশ্রমং পুণ্যং দৃষ্ট্বা তত্র মহামুনিম্॥ ১৮
নিশম্য কণ্ববদনাৎ প্রায়শ্চিত্তবিধিং শুভম্।
জগাম হিমবৎপৃষ্ঠং সমুদ্দিশ্য মহাবলঃ॥ ১৯
সোঽপশ্যৎ পথি রাজেন্দ্রো গন্ধর্ব্ববরমুত্তমম্।
ভ্রাজমানং শ্রিয়া ব্যোম্নি ভূষিতং দিব্যমালয়া॥
বীক্ষ্য মালামমিত্রঘ্নঃ সস্মারাপ্সরসাং বরাম্।
উর্ব্বশীং তাং মনশ্চক্রে তস্যা এবেয়মর্হতি॥ ২১

হইবে। উর্ব্বশী রাজাকে রূপলাবণ্যসংযুক্ত ও দ্বিতীয় কন্দর্পের ন্যায় দেখিয়া দীর্ঘকাল রাজার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকালের পর রাজার চৈতন্যোদয় হইল, তখন পরম শোভনা উর্ব্বশীকে তিনি বলিলেন,—আমি নিজের রমণীয় পুরীতে গমন করিব। তখন উর্ব্বশী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল,—হে রাজসুন্দর! আপনার এই উপভোগে আমি পরিতৃপ্ত হই নাই, আর এক বৎসর আমার সহিত আপনার অবস্থান করিতে হইবে। ১—১০। তখন বুদ্ধিমান্ রাজা বলিলেন,—আমি নিজ পুরীতে গমন করিয়া আবার এখানে শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিব, অতএব আমাকে যাইতে অনুমতি কর। সুভগা উর্ব্বশী প্রত্যুত্তর করিল,—হে নৃপতে! তবে তাহাই করুন, কিন্তু আপনি অপর কোন অপ্সরার সহিত রমণ করিবেন না। রাজা তাহাই স্বীকার করিয়া পরমশোভন পুরীতে গমন করিলেন এবং তথায় যাইয়া নিজের পতিব্রতা পত্নীকে দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়া উঠিলেন। তদীয় পীনপয়োধরা গুণবতী পতিব্রতা ভার্য্যা, তাঁহাকে ভয়বিহ্বল দেখিয়া প্রসন্নবাক্যে কহিতে লাগিলেন,—হে স্বামিন্! আজ কিজন্য আপনার এরূপ ভয়ের উদ্রেক হইতেছে, তাহা আমাকে যথার্থরূপে বলুন। এরূপ ভয় রাজাদের পক্ষে যশস্কর নহে। রাজা তাঁহার বাক্য শুনিয়া লজ্জায় অবনত হইলেন, কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না; কিন্তু তদীয় পত্নী জ্ঞানচক্ষে সমস্তই দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে মহারাজ! আপনি ভয় করিবেন না, যাহাতে পাপধ্বংস হয়, এমত কার্য্য করুন; আপনি ভয়ে কাতর হইলে আপনার সমস্ত রাজ্য নষ্ট হইবে। অনন্তর সেই দ্যুতিমান্ মহাবলসম্পন্ন নরাধিপতি রাজপুরী হইতে নির্গত হইয়া, মহামুনি কণ্বের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন এবং তাঁহার মুখে শুভ প্রায়শ্চিত্তবিধি শ্রবণ করিয়া হিমালয়-শিখরোদ্দেশে গমন করিলেন। রাজা যাইতে যাইতে পথমধ্যে আকাশমার্গে দিব্য মালায় বিভূষিত ও পরমসৌন্দর্য্যশালী এক গন্ধর্ব্বরাজকে দেখিতে পাইলেন। ১১—২০। সেই মালা দর্শনে শত্রুবিজয়ী সেই রাজার অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা উর্ব্বশীকে স্মরণ হইল; "এই মালা উর্ব্বশীরই যথার্থ উপযুক্ত" তিনি ইহা মনে করিতে লাগিলেন। তদন-

সোঽতীব কামুকো রাজা গন্ধর্ব্বেণাথ তেন হি
চকার সুমহদ্‌যুদ্ধং মালামাদাতুমুদ্যতঃ ॥ ২২
বিজিত্য সমরে মালাং গৃহীত্বা দুর্জ্জয়ো দ্বিজাঃ
জগাম তামপ্সরসং কালিন্দীং দ্রষ্টুমাদরাৎ ॥২৩
অদৃষ্ট্বাপ্সরসং তত্র কামবাণাভিপীড়িতঃ ।
বভ্রাম সকলাং পৃথ্বীং সপ্তদ্বীপসমন্বিতাম্ ॥ ২৪
আক্রম্য হিমবৎপার্শ্বমুর্ব্বশীদর্শনোৎসুকঃ ।
জগাম শৈবপ্রবরং হেমকূটমিতি শ্রুতম্ ॥ ২৫
তত্র তত্রাপ্সরোবর্য্যা দৃষ্ট্বা তং সিংহবিক্রমম্ ।
কামং সন্দধিরে ঘোরং ভূষিতং চিত্রমালয়া ॥২৬
সংস্মরন্নুর্ব্বশীবাক্যং তস্যাং সংসক্তমানসঃ ।
ন পশ্যতি স্ম তাঃ সর্ব্বা গিরেঃ শৃঙ্গাণি
জগ্মিবান্ ॥ ২৭
তত্রাপ্যপ্সরসং বিদ্যামদৃষ্ট্বা কামপীড়িতঃ ।
দেবলোকং মহামেরুং যযৌ দেবপরাক্রমঃ ॥২৮

স তত্র মানসং নাম সরস্ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ।
ভেজে শৃঙ্গমতিক্রম্য স্ববাহুবলভাবিতঃ ॥ ২৯
স তস্য তীরে সুভগাং চরন্তীমতিলালসাম্ ।
দৃষ্টবাননবদ্যাঙ্গীং তস্যৈ মালাং দদৌ পুনঃ ॥৩০
স মালয়া তদা দেবীং ভূষিতাং প্রেক্ষ্য মোহিতঃ
রেমে কৃতার্থমাত্মানং জানানঃ সুচিরং তয়া ॥৩১
অথোর্ব্বশী রাজবর্য্যং রতান্তে বাক্যমব্রবীৎ ।
কিং কৃতং ভবতা বীর পুরীং গত্বা তদা নৃপ ॥৩২
স তস্যৈ সর্ব্বমাচষ্ট পত্ন্যা যৎ সমুদীরিতম্ ।
কণ্বস্য দর্শনঞ্চৈব মালাপহরণং তথা ॥ ৩৩
শ্রুত্বা তদ্‌ব্যাহৃতং তেন গচ্ছেত্যাহ হিতৈষিণী
শাপং দাস্যতি তে কণ্বো মমাপি ভবতঃ প্রিয়া
তয়াসকৃন্মহারাজঃ প্রোক্তোঽপি মদমোহিতঃ ।
ন তত্যাজাথ তৎপার্শ্বং তত্র স স্বস্থমানসঃ ॥ ৩৫
তদোর্ব্বশী কামরূপা রাজ্ঞে স্বং রূপমুৎকটম্ ।

তখন অতিশয় কামপরবশ রাজা সেই মালা গ্রহণ করিবার জন্য গন্ধর্ব্বের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হে দ্বিজগণ! রাজা দুর্জ্জয় সমরে গন্ধর্ব্বকে পরাজয় করিয়া মালা লইয়া উর্ব্বশীকে দর্শন করিবার জন্য ব্যগ্রভাবে কালিন্দীতীরে গমন করিলেন। কামশরাভিপীড়িত রাজা সেখানে উর্ব্বশীকে দেখিতে না পাইয়া সপ্তদ্বীপা সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; পরে উর্ব্বশী-দর্শনার্থ নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া হিমালয়ের পার্শ্ব দিয়া পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হেমকূটে গমন করিলেন। সেখানেও অপ্সরঃপ্রাধানারা, রমণীয় মালায় পরিশোভিত সিংহবিক্রম সেই রাজাকে দেখিয়া অতিশয় কামপরবশ হইয়াছিল। উর্ব্বশীসমর্পিতচিত্ত রাজা "অন্য কোন অপ্সরার সহিত রমণ করিবেন না" উর্ব্বশীর এই বাক্য স্মরণ করত সেই অপ্সরোগণকে দেখিলেন না এবং তথা হইতে তিনি পর্ব্বতশৃঙ্গ সকলে গমন করিলেন। দেবপরাক্রম রাজা সেখানেও উর্ব্বশীকে দেখিতে না পাইয়া কামপীড়িত হইয়া দেবতাদিগের নিবাসভূমি মহামেরুতে গমন করিলেন। স্ববাহুবলভাবিত রাজা সেই শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া ভুবনবিশ্রুত তত্রস্থ মানস নামক সরোবর প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই সরোবরতীরে পরমরমণীয়া অনবদ্যাঙ্গী সুভগা উর্ব্বশীকে বিচরণ করিতে দেখিয়া, তাহাকে সেই মালা প্রদান করিলেন। ২১—৩০। রাজা উর্ব্বশীকে মালায় শোভিত দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন এবং কামমোহিত হইয়া তাহার সহিত দীর্ঘকাল বিহার করিতে লাগিলেন। একদা উর্ব্বশী রতাবসানে নৃপতিবরকে কহিল, —হে বীর নৃপ! আপনি তৎকালে, নগরে গমন করিয়া কি করিয়াছিলেন? রাজা তাহাকে নিজ পত্নীর কথিত কথা, কণ্বমুনির দর্শন ও মালাহরণের বিবরণ সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন। হিতৈষিণী উর্ব্বশী রাজার এই বাক্য শুনিয়া বলিল,—হে রাজন্! আপনি শীঘ্র গমন করুন; তাহা না হইলে, কণ্বমুনি আপনাকে শাপ দিবেন এবং আপনার মহিষীও আমাকে শাপ প্রদান করিবেন। উর্ব্বশী রাজাকে অনেকবার নিষেধ করিলেও মহারাজ দুর্জ্জয় তদ্গতচিত্ত ও মদমোহিত হওয়ায় তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

সুরোমশং পিঙ্গলাক্ষং দর্শয়ামাস সর্ব্বদা ॥ ৩৬
তস্যাং বিরক্তচেতস্কঃ স্মৃত্বা কণ্বাভিভাষিতম্।
ধিঙ্মামিতি বিনিশ্চিত্য তপঃ কর্ত্তুং সমারভৎ ॥৩৭
সংবৎসরদ্বাদশকং কন্দমূলফলাশনঃ।
ভূয় এব দ্বাদশকং বায়ুভক্ষোঽভবন্নৃপঃ ॥ ৩৮
গত্বা কণ্বাশ্রমং ভীত্যা তস্মৈ সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ।
বাসমপ্সরসা ভূয়স্তপোযোগমনুত্তমম্ ॥ ৩৯
বীক্ষ্য তং রাজশার্দ্দূলং প্রসন্নো ভগবানৃষিঃ।
কর্ত্তুকামো হি নির্ব্বীজং তস্যাঘমিদমব্রবীৎ ॥৪০

কণ্ব উবাচ।

গচ্ছ বারাণসীং দিব্যামীশ্বরাধ্যুষিতাং পুরীম্।
আস্তে মোচয়িতুং লোকং তত্র দেবো মহেশ্বরঃ
স্নাত্বা সন্তর্প্য বিধিবদ্গঙ্গায়াং দেবতাঃ পিতৄন্।
দৃষ্ট্বা বিশ্বেশ্বরং লিঙ্গং কিল্বিষান্মোক্ষ্যসে ক্ষণাৎ
প্রণম্য শিরসা কণ্বমনুজ্ঞাপ্য চ ভূঞ্জয়ঃ।
বারাণস্যাং হরং দৃষ্ট্বা পাপমুক্তোঽভবৎ ততঃ ॥
জগাম স্বপুরীং শুভ্রাং পালয়ামাস মেদিনীম্।
যাজয়ামাস তং কণ্বো যাচিতো ঘৃণয়া মুনিঃ ॥৪৪
তস্য পুত্রোঽথ মতিমান্ সুপ্রতীক ইতি স্মৃতঃ।
বভূব জাতমাত্রং তং রাজানমুপতস্থিরে ॥ ৪৫
উর্ব্বশ্যাশ্চ মহাবীর্য্যাঃ সপ্ত দেবসুতোপমাঃ।
কন্যা জগৃহিরে সর্ব্বা গন্ধর্ব্ব্যো দয়িতা দ্বিজাঃ ॥৪৬
এষ বঃ কথিতঃ সম্যক্ সহস্রজিত উত্তমঃ।
বংশঃ পাপহরো নৃণাং ক্রোষ্টোরপি নিবোধত ॥

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে সোম-বংশানুকীর্ত্তনে সহস্রজিদ্বংশবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

তখন কামরূপা উর্ব্বশী রাজাকে আপনার সুরোমশ পিঙ্গলাক্ষ উৎকট রূপ নিরন্তর দেখাইতে আরম্ভ করিল। তদনন্তর রাজা উর্ব্বশীর উপরে বিরক্তচেতাঃ হইয়া, মহামুনি কণ্বের বাক্য স্মরণপূর্ব্বক আপনার কার্য্যে ধিক্কার প্রদান করত তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা দ্বাদশবর্ষ কন্দ-মূল-ফল ভক্ষণ করিয়া রহিলেন। পরে আর দ্বাদশ-বর্ষকাল কেবল বায়ুভক্ষণ করিয়া রহিলেন। তদনন্তর সভয়ে কণ্বমুনির আশ্রমে গমন করিয়া পুনরায় অপ্সরঃসংসর্গ ও উত্তম তপস্যার কথা সমস্তই মহামুনিকে নিবেদন করিলেন। ৩১—৩৯। ভগবান্ কণ্ব রাজশার্দ্দূলকে দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহার পাপের বীজ বিনষ্ট করিবার মানসে তাঁহাকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—তুমি মহাদেবের অধ্যু-ষিত রমণীয় পুরী বারাণসীতে গমন কর; সেখানে ভগবান্ মহেশ্বর সমস্ত লোকের পাপ মোচন করিবার জন্য অবস্থিত রহিয়াছেন। তুমি যথাবিধানে গঙ্গায় স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃলোকের তর্পণ করিবে, পরে বিশ্বেশ্বর-লিঙ্গ-দর্শন করিবে; তাহা হইলে সকল পাপ হইতে ক্ষণকালের মধ্যে মুক্ত হইতে পারিবে। তদনন্তর রাজা ভূঞ্জয় কণ্বকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক বারাণসী গমন করিলেন এবং তথায় মহাদেব-দর্শন করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। তৎপরে নিজের শুভ্রা পুরীতে গমন করিয়া পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রার্থ-নায় মহামুনি কণ্ব দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে যজ্ঞ করাইলেন। তাঁহার সুপ্রতীক নামে এক বুদ্ধিমান পুত্র হইয়াছিল, সেই সুপ্র-তীক জন্মিবামাত্রই প্রজাগণ রাজা বলিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়াছিল। হে দ্বিজগণ! উর্ব্বশীর গর্ভে রাজার দেবসদৃশ ও মহাবীর্য্য-সম্পন্ন সাত পুত্র হইয়াছিল, তাহারা সকলেই গন্ধর্ব্বকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। সহস্রজিৎ রাজার উত্তম বংশের বিবরণ আপনাদিগের সমক্ষে সম্যক্‌রূপে এই কীর্ত্তন করিলাম; ইহা শ্রবণ করিলে মনুষ্যের পাপ বিনষ্ট হয়। এক্ষণে ক্রোষ্টু রাজার বংশের বিবরণ শ্রবণ করুন। ৪০—৪৭।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ।

ক্রোষ্টোরেকোঽভবৎ পুত্রো বৃজিনীবানিতি শ্রুতঃ।
তস্য পুত্রোঽভবৎ খ্যাতিঃ কুশিকস্তৎসুতোঽভবৎ ॥১
কুশিকাদভবৎ পুত্রো নাম্না চিত্ররথো বলী।
অথ চৈত্ররথির্লোকে শশবিন্দুরিতি স্মৃতঃ ॥ ২
তস্য পুত্রঃ পৃথুযশা রাজাভূদ্ধর্ম্মতৎপরঃ।
পৃথুকর্ম্মা চ তৎপুত্রস্তস্মাৎ পৃথুজয়োঽভবৎ ॥ ৩
পৃথুকীর্ত্তিরভূৎ তস্মাৎ পৃথুদানস্ততোঽভবৎ।
পৃথুশ্রবাস্তস্য পুত্রস্তস্যাসীৎ পৃথুসত্তমঃ ॥ ৪
উশনা তস্য পুত্রোঽভূচ্ছিতেষুস্তৎসুতেঽভবৎ
তস্মাদ্বৈ রুক্মকবচঃ পরাবৃত্তশ্চ তৎসুতঃ ॥ ৫
পরাবৃত্তসুতো জজ্ঞে জ্যামঘো লোকবিশ্রুতঃ।
তস্মাদ্বিদর্ভঃ সঞ্জজ্ঞে বিদর্ভাৎ ক্রথকৌশিকৌ।
লোমপাদস্তৃতীয়স্তু বভ্রুস্তস্যাত্মজো নৃপঃ ॥ ৬
ধৃতিস্তস্যাভবৎ পুত্রঃ শ্বেতস্তস্যাপ্যভূৎ সুতঃ।
শ্বেতস্য পুত্রো বলবান্ নাম্না বিশ্বসহঃ স্মৃতঃ ॥
তস্য পুত্রো মহাবীর্য্যঃ প্রজাবান্ কৌশিকস্ততঃ
অভূৎ তস্য সুতো ধীমান্ সুমন্তশ্চ ততো নলঃ
কৌশিকস্য সুতশ্চেদিশ্চৈদ্যাস্তস্যাভবন্ সুতাঃ।
তেষাং প্রধানো দ্যুতিমান্ বপুষ্মাংস্তৎসুতোঽভবৎ ॥ ৯
বপুষ্মতো বৃহন্মেধাঃ শ্রীদেবস্তৎসুতোঽভবৎ।
তস্য বীতরথো বিপ্রা রুদ্রভক্তো মহাবলঃ ॥ ১০
ক্রথস্যাপ্যভবৎ কুন্তির্ধৃষ্টিস্তস্যাভবৎ সুতঃ।
ধৃষ্টের্নাধৃতিরুৎপন্নো দশার্হস্তৎসুতো দ্বিজাঃ ॥১১
দশার্হপুত্রো ব্যোমা স্যাজ্জীমূতস্তৎসুতোঽভবৎ
তস্য ভীমরথঃ পুত্রস্তস্মান্নবরথঃ স্মৃতঃ ॥ ১২
দানধর্ম্মরতো নিত্যং সত্যশীলপরায়ণঃ।
অথ নৈভমরথির্বীরো বিক্রান্তিঃ পরবীরহা ॥ ১৩
কদাচিন্মৃগয়াং যাতো দৃষ্ট্বা রাক্ষসমূর্জ্জিতম্।
দুদ্রাব মহতাবিষ্টো ভয়েন মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১৪
অন্বধাবত সংক্রুদ্ধো রাক্ষসস্তং মহাবলঃ।
দুর্য্যোধনোঽগ্নিসঙ্কাশঃ শূলাসক্তমহাকরঃ ॥ ১৫
রাজা নবরথো ভীতো নাতিদূরাদবস্থিতম্।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন ;—ক্রোষ্টু রাজার বৃজিনীবান্ নামে এক পুত্র হইয়াছিল, বৃজিনীবানের পুত্র খ্যাতি, খ্যাতির পুত্র কুশিক, কুশিকের পুত্র বলবান্ চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু, শশবিন্দুর পুত্র ধর্ম্মরত রাজা পৃথুযশাঃ, তাঁহার পুত্র পৃথুকর্ম্মা, পৃথুকর্ম্মার পুত্র পৃথুজয়। পৃথুজয়ের পুত্র পৃথুকীর্ত্তি, পৃথুকীর্ত্তির পুত্র পৃথুদান, পৃথুদানের পুত্র পৃথুশ্রবা, পৃথুশ্রবার পুত্র পৃথুসত্তম, পৃথুসত্তমের পুত্র উশনা, উশনার পুত্র শিতেষু, শিতেষুর পুত্র রুক্মকবচ, রুক্মকবচের পুত্র পরাবৃত্ত, পরাবৃত্তের পুত্র ভুবনবিখ্যাত জ্যামঘ। জ্যামঘের পুত্র বিদর্ভ, বিদর্ভের ক্রথ, কৌশিক ও লোমপাদ নামে তিন পুত্র, তাহাদের মধ্যে তৃতীয় লোমপাদের পুত্র বভ্রু, বভ্রুর পুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র শ্বেত, শ্বেতের পুত্র বলবান্ বিশ্বসহ, বিশ্বসহের পুত্র মহাবীর্য্য, মহাবীর্য্যের পুত্র প্রজাবান্ কৌশিক, কৌশিকের পুত্র ধীমান্ সুমন্ত, সুমন্তের পুত্র নল। (বিদর্ভতনয়) কৌশিকের পুত্রের নাম চেদি. তাঁহার চৈদ্য প্রভৃতি নামে অনেক পুত্র হইয়াছিল, দ্যুতিমানই তাহাদের মধ্যে প্রধান ; এই দ্যুতিমানের বপুষ্মান নামে এক পুত্র হইয়াছিল। বপুষ্মানের পুত্র বৃহন্মেধা, বৃহন্মেধার পুত্র শ্রীদেব, শ্রীদেবের পুত্র মহাবল রুদ্রভক্ত বীতরথ। ১—১০। হে দ্বিজগণ ! (বিদর্ভাত্মজ) ক্রথের পুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র ধৃষ্টি, ধৃষ্টির পুত্র নাধৃতি, নাধৃতির পুত্র দশার্হ, দশার্হের পুত্র ব্যোমা, ব্যোমার পুত্র জীমূত, জীমূতের পুত্র ভীমরথ, ভীমরথের পুত্র নবরথ। হে মুনিপুঙ্গবগণ! এই ভীমরথতনয় নিরন্তর দান-ধর্ম্মে রত, শীলবান্, সত্যনিষ্ঠ, বীর ও পরবীরহন্তা ছিলেন। তিনি একদা বিক্রান্ত অবস্থায় মৃগয়ায় গমনপূর্ব্বক এক রাক্ষস মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আতশয় ভয়বিমুগ্ধ হইয়া

অপশ্যৎ পরমং স্থানং সরস্বত্যাঃ সুগোপিতম্ ।
স তদ্বেগেন মহতা সম্প্রাপ্য মতিমান্ নৃপঃ ।
ববন্দে শিরসা দৃষ্ট্বা সাক্ষাদ্দেবীং সরস্বতীম্ ॥ ১৭
তুষ্টাব বাগ্‌ভিরিষ্টাভির্বদ্ধাঞ্জলিরমিত্রজিৎ ।
পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১৮
নমস্যামি মহাদেবীং সাক্ষাদ্দেবীং সরস্বতীম্ ।
বাগ্দেবতামনাদ্যন্তামীশ্বরীং ব্রহ্মচারিণীম্ ॥ ১৯
নমস্তে জগতাং যোনিং যোগিনীং পরমাং কলাম্ ।
হিরণ্যগর্ভসম্ভূতাং ত্রিনেত্রাং চন্দ্রশেখরাম্ ॥২০
নমস্তে পরমানন্দাং চিৎকলাং ব্রহ্মরূপিণীম্ ।
পাহি মাং পরমেশানি ভীতং শরণমাগতম্ ॥২১
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধো রাজানং রাক্ষসেশ্বরঃ ।
হন্তুং সমাগতঃ স্থানং যত্র দেবী সরস্বতী ॥ ২২
সমুদ্যম্য তথা শূলং প্রবিষ্টো বলগর্ব্বিতঃ ।
ত্রিলোকমাতুর্হি স্থানং শশাঙ্কাদিত্যসন্নিভম্ ॥২৩
তদন্তরে মহদ্ভূতং যুগান্তাদিত্যসন্নিভম্ ।
শূলেনোরসি নির্ভিদ্য পাতয়ামাস তং ভুবি ॥ ২৪
গচ্ছেত্যাহ মহারাজ ন স্থাতব্যং ত্বয়া পুনঃ ।
ইদানীং নির্ভয়স্তূর্ণং স্থানেঽস্মিন্ রাক্ষসো হতঃ
ততঃ প্রণম্য হৃষ্টাত্মা রাজা নবরথঃ পরাম্ ।
পুরীং জগাম বিপ্রেন্দ্রাঃ পুরন্দরপুরোপমাম্ ॥২৬
স্থাপয়ামাস দেবেশীং তত্র ভক্তিসমন্বিতঃ ।
ঈজে চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্হোমৈর্দেবীং সরস্বতীম্ ॥
তস্য চাসীদ্দশরথঃ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ ।
দেব্যা ভক্তো মহাতেজাঃ শকুনিস্তস্য চাত্মজঃ ॥
তস্মাৎ করম্ভঃ সম্ভূতো দেবরাতোঽভবৎ ততঃ
ঈজে স চাশ্বমেধেন দেবদত্তশ্চ তৎসুতঃ ॥ ২৯
মধুস্তস্য তু দায়াদস্তস্মাৎ কুরুরজায়ত ।

পলায়ন করিলেন ; পরন্তু সেই মহাবল অগ্নি-সদৃশ শূলাসক্তবাহু দুর্য্যোধন রাক্ষসও কুপিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিল। ভয়াকুলিত-চিত্ত রাজা নবরথ, অনতিদূরে অবস্থিত সুগোপিত এক পরমরমণীয় সরস্বতীনিকেতন দর্শন করিলেন। বুদ্ধিমান্ ও অমিত্রঘ্ন রাজা প্রচণ্ডবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ সরস্বতী দেবীকে দর্শন করিয়া, অবনীতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অভীষ্ট-বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—এক্ষণে আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। সাক্ষাৎ মহাদেবী, আদ্যন্ত বিহীনা, ব্রহ্মচারিণী, ঈশ্বরী, বাগ্দেবতা দেবী সরস্বতীকে আমি প্রণাম করিতেছি। যিনি জগতের যোনি, যোগিনী, পরমা কলাস্বরূপা হিরণ্যগর্ভতনয়া, ত্রিনেত্রা ও চন্দ্রশেখরা, সেই সরস্বতীকে প্রণাম করি। হে দেবি ! আপনি পরমানন্দা, চিৎকলা, ব্রহ্মরূপিণী, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি ; হে পরমেশানি ! আমি ভীত এবং আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ১১—২১। ইত্যবসরে সেই বলগর্ব্বিত রাক্ষসেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া যেখানে ত্রিলোকজননী সরস্বতী দেবী অবস্থান করিতেছিলেন, ত্রিলোকজননী দেবীর সেই শশাঙ্কাদিত্যসন্নিভ স্থানে রাজাকে বিনাশ করিবার জন্য শূল উত্তোলন করত প্রবেশ করিল। এমন সময়ে যুগান্তাদিত্য-সন্নিভ কোন মহৎ ভূত আসিয়া শূল দ্বারা সেই রাক্ষসের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিল এবং রাজাকে কহিতে লাগিল,—হে মহারাজ! আপনার শত্রু রাক্ষস এখানে হত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি নির্ভয়ে আপন আলয়ে সত্বর প্রস্থান করুন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ ! তদনন্তর রাজা নবরথ প্রহৃষ্টচিত্তে দেবীকে প্রণাম করিয়া পুরন্দরপুরোপমা স্বপুরীতে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে সরস্বতী দেবীকে স্থাপন করিয়া, প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে নানাবিধ যজ্ঞ ও হোমাদিদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। নবরথের পরমধার্ম্মিক মহাতেজা দশরথ নামে এক পুত্র ছিল, তিনিও সরস্বতী দেবীর অতিশয় ভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শকুনি। শকুনির পুত্র করম্ভ, করম্ভের পুত্র দেবরাত, ইনি স্বয়ং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; ইঁহার দেবদত্ত নামে

পুত্রমজনভূৎ তস্য সুত্রামা চান্থুরেব চ ॥ ৩০
অনোস্ত পুরুকুৎসোঽভূদংশুস্তস্য চ রিক্থভাক্
অথাংশোঃ সত্বতো নাম বিষ্ণুভক্তঃ প্রতাপবান্
মহাত্মা দাননিরতো ধনুর্ব্বেদবিদাংবরঃ।
স নারদস্য বচনাদ্বাসুদেবার্চ্চনে রতঃ। ৩২
শাস্ত্রং প্রবর্ত্তয়ামাস কুণ্ডগোলাদিভিঃ শ্রুতম্।
তস্য নাম্না তু বিখ্যাতং সাত্বতানাঞ্চ শোভনম্॥
প্রবর্ত্ততে মহচ্ছাস্ত্রং কুণ্ডাদীনাং হিতাবহম্।
সাত্বতস্তস্য পুত্রোঽভূৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ। ৩৪
পুণ্যশ্লোকো মহারাজস্তেন বৈ তৎ প্রবর্ত্তিতম্।
সাত্বতান্ সত্বসম্পন্নান্ কৌশল্যা সুষুবে সুতান্
অন্ধকং বৈ মহাভোজং বৃষ্ণিং দেবাবৃধং নৃপম্।
জ্যেষ্ঠঞ্চ ভজমানাখ্যং ধনুর্ব্বেদবিদাং বরম্॥ ৩৬
তেষাং দেবাবৃধো রাজা চচার পরমং তপঃ।
পুত্রঃ সর্ব্বগুণোপেতো মম ভূয়াদিতি প্রভুঃ॥ ৩৭

তস্য বভ্রুরিতি খ্যাতঃ পুণ্যশ্লোকোঽভবন্নৃপঃ
ধার্ম্মিকো রূপসম্পন্নস্তত্ত্বজ্ঞানরতঃ সদা॥ ৩৮
ভজমানাঃ শ্রিয়ং দিব্যাং ভজমানাদ্বিজজ্ঞিরে।
তেষাং প্রধানৌ বিখ্যাতৌ নিমিঃ কৃকণ এব চ
মহাভোজকুলে জাতা ভোজা বৈমাতৃকাস্তথা।
বৃষ্ণেঃ সুমিত্রো বলবাননমিত্রঃ শিনিস্তথা॥ ৪০
অনমিত্রাদভূন্নিম্নো নিম্নস্য দ্বৌ বভূবতুঃ।
প্রসেনশ্চ মহাভাগঃ সত্রাজিন্নাম চোত্তমঃ॥ ৪১
অনমিত্রাচ্ছিনের্জজ্ঞে কনিষ্ঠাদ্‌বৃষ্ণিনন্দনাৎ।
সত্যবাক্ সত্যসম্পন্নঃ সত্যকস্তৎসুতোঽভবৎ॥
সাত্যকির্যুযুধানস্তু তস্যাসঙ্গোঽভবৎ সুতঃ।
কুণিস্তস্য সুতো ধীমাংস্তস্য পুত্রো যুগন্ধরঃ॥৪৩
মাদ্র্যাং বৃষ্ণঃ সুতো জজ্ঞে বৃষ্ণের্বৈ যদুনন্দনঃ।
জজ্ঞাতে তনয়ৌ বৃষ্ণেঃ শ্বফল্কশ্চিত্রকস্তথা॥৪৪

এক পুত্র হইয়াছিল। দেবদত্তের মধু নামক একটী পুত্র, তাঁহার পুত্র কুরু, কুরুর সুত্রামা ও অনু নামে দুই পুত্র হইয়াছিল। ২২—৩০। অনুর পুত্র পুরুকুৎস, পুরুকুৎসের পুত্র অংশু, অংশুর বিষ্ণুভক্ত প্রতাপবান্ মহাত্মা দানশীল ধনুর্ব্বেদবিৎশ্রেষ্ঠ সত্বত নামে এক পুত্র হইয়াছিল। ইনি নারদের বাক্যানুসারে ভগবান্ বাসুদেবের অর্চ্চনায় রত হইয়াছিলেন এবং কুণ্ড গোলাদির * পাঠ্য এক শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতাবলম্বীদিগের কল্যাণকর ও কুণ্ড গোলাদির হিতাবহ স্বনাম প্রসিদ্ধ ঐ বৃহৎ শাস্ত্র তদবধি প্রচলিত হইতে লাগিল। তৎপুত্র সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পুণ্যশ্লোক মহারাজ সাত্বতও সেই শাস্ত্র প্রচলন করাইয়াছিলেন। কৌশল্যার গর্ভে সাত্বত রাজার ধনুর্ব্বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ভজমান, অন্ধক, মহাভোজ, বৃষ্ণি ও রাজা দেবাবৃধ এই পাঁচ পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে দেবাবৃধ রাজা সর্ব্বগুণসংযুক্ত পুত্র লাভের নিমিত্ত সুদুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার বভ্রু নামে পুণ্যশ্লোক, ধার্ম্মিক, রূপগুণসম্পন্ন এবং সর্ব্বদা তত্ত্বজ্ঞানে রত পুত্র হইয়াছিল। ভজমানের অনেকগুলি পরম-সৌন্দর্য্যসম্পন্ন পুত্র হইয়াছিল; নিমি এবং কৃকণই তাহাদের মধ্যে প্রধান। মহাভোজের বংশে মৃত্তিকাবৎ-পুরনিবাসী * ভোজগণ জন্মিয়াছিল। বৃষ্ণির বলবান সুমিত্র, অনমিত্র ও শিনি নামে তিন পুত্র হইয়াছিল। ৩১—৪০। অনমিত্রের পুত্র নিম্ন, নিম্নের প্রসেন এবং সত্রাজিৎ নামে দুই মহাভাগ ও উত্তম পুত্র হইয়াছিল। বৃষ্ণির পুত্র অনমিত্রের কনিষ্ঠ শিনির ঔরসে সত্য-পরায়ণ সত্যবাক্ সত্যক নামে এক পুত্র হইয়াছিল, সত্যকের পুত্র যুযুধান, ইনি সত্যকের পুত্র বলিয়া সাত্যকি নামেও কথিত হইয়া থাকেন। যুযুধানের পুত্র অসঙ্গ, অসঙ্গের পুত্র ধীমান্ কুণি, কুণির পুত্র যুগন্ধর। মাদ্রীর গর্ভে যাদবগণের বৃষ্ণি (পৃশ্নি) নামে বৃষ্ণির

* সধবা স্ত্রীর গর্ভজাত জারজ পুত্রের নাম কুণ্ড। বিধবার জারজ সন্তানের নাম গোলক।

* "বৈমাতৃকাস্তথা" স্থানীয় "বৈ মার্ত্তিকাবতা" পাঠের অনুবাদ। "মৃত্তিকাবতং নাম পুরং তত্র স্থিতা নৃপা মার্ত্তিকাবতাঃ" ইতি শ্রীধরস্বামী।

শ্বফল্কঃ কাশিরাজস্য সুতাং ভার্য্যামবিন্দত।
তস্যামজনয়ৎ পুত্রমক্রূরং নাম ধার্ম্মিকম্॥ ৪৫
উপমদ্গুং তথা মদ্গুমন্যে চ বহবঃ সুতাঃ।
অক্রূরস্য স্মৃতঃ পুত্রো দেববানিতি বিশ্রুতঃ॥৪৬
উপদেবশ্চ দেবাত্মা তয়োর্ব্বিশ্বপ্রমাথিনৌ।
চিত্রকস্যাভবৎ পুত্রঃ পৃথুর্বিপৃথুরেব চ॥ ৪৭
অশ্বগ্রীবঃ সুবাহুশ্চ সুপার্শ্বকগবেষণৌ।
অন্ধকাৎ কাশ্যদুহিতা লেভে চ চতুরঃ সুতান্॥
কুকুরং ভজমানঞ্চ শমীকং বলগর্ব্বিতম্।
কুকুরস্য সুতো বৃষ্ণির্বৃষ্ণেস্তু তনয়োঽভবৎ॥৪৯
কপোতরোমা বিখ্যাতস্তস্য পুত্রো বিলোমকঃ।
তস্যাসীৎ তুম্বুরুসখা বিদ্বান্ পুত্রস্তমঃ কিল॥৫০
তমস্যাপ্যভবৎ পুত্রস্তথৈবানকদুন্দুভিঃ॥ ৫০
স গোবর্দ্ধনমাসাদ্য তপ্তাপ বিপুলং তপঃ।
বরং তস্মৈ দদৌ দেবো ব্রহ্মালোকমহেশ্বরঃ॥৫১
বংশস্য চাক্ষয়াং কীর্ত্তিং জ্ঞানযোগং তথোত্তমম্
গুরোরপ্যধিকং বিপ্রাঃ কামরূপিত্বমেব চ॥ ৫২
স লব্ধা বরমব্যগ্রো বরেণ্যাদ্বৃষবাহনাৎ।
পূজয়ামাস গানেন স্থাণুং ত্রিদশপূজিতম্॥ ৫৩
তস্য গানরতস্যাথ ভগবানম্বিকাপতিঃ।
কন্যারত্নং দদৌ দেবো দুর্লভং ত্রিদশৈরপি॥ ৫৪
তথা স সঙ্গতো রাজা গানযোগমনুত্তমম্।
অশিক্ষয়দমিত্রঘ্নঃ প্রিয়াং তাং ভ্রান্তলোচনাম্॥৫৫
তস্যামুৎপাদয়ামাস সুভুজং নাম শোভনম্।
রূপলাবণ্যসম্পন্নাং হ্রীমতীমিতি কন্যকাম্॥ ৫৬
ততস্তং জননী পুত্রং বাল্যে বয়সি শোভনম্।
শিক্ষয়ামাস বিধিবদ্গানবিদ্যাঞ্চ কন্যকাম্॥৫৭
কৃতোপনয়নো বেদানধীত্য বিধিবদ্গুরোঃ।
উদ্বাহাত্মজাং কন্যাং গন্ধর্ব্বাণাস্তু মানসীম্॥৫৮
তস্যামুৎপাদয়ামাস পঞ্চ পুত্রাননুত্তমান্।
বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞান্ গানশাস্ত্রবিশারদান্॥ ৫৯
পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ সপত্নীকো রাজা গানবিশারদঃ॥

এক পুত্র হইয়াছিল, ঐ বৃষ্ণির (পৃশ্নির) পুত্র শ্বফল্ক এবং চিত্রক। শ্বফল্ক কাশিরাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে ধর্ম্মপরায়ণ অক্রূর, উপমদ্গু, মদ্গু, নামক পুত্র এবং অন্যান্য অনেক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। অক্রূরের দেববান্ এবং দেবস্বভাব উপদেব নামে প্রসিদ্ধ দুই পুত্র হইয়াছিল। তাহাদেরও বিশ্ব ও প্রমাথী নামে দুই পুত্র হইয়াছিল। চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, সুবাহু, সুপার্শ্বক এবং গবেষণ নামে ছয় পুত্র হইয়াছিল। কাশ্যপদুহিতার গর্ভে অন্ধকের কুকুর, ভজমান, শমীক এবং বলগর্ব্বিত নামে চারি পুত্র হইয়াছিল। কুকুরের পুত্র বৃষ্ণি (ধৃষ্ট), তাহার পুত্র বিখ্যাত কপোতরোমা, কপোতরোমার পুত্র বিলোমক; বিদ্বান্ তম বিলোমকের পুত্র, তিনি তুম্বুরুসখা। তমের পুত্র আনকদুন্দুভি (ইনি চন্দনোদকদুন্দুভি, নামেও প্রসিদ্ধ)। ৪১—৫০। হে বিপ্রগণ! সেই আনকদুন্দুভি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গমন করিয়া বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন এবং লোকমহেশ্বর ব্রহ্মা তাঁহাকে বংশের অক্ষয়া কীর্ত্তি, গুরু অপেক্ষাও সমধিক উত্তম জ্ঞানযোগ এবং কামরূপিতাপ্রাপ্তি এই কয়েকটী বর দিয়াছিলেন। অব্যগ্র রাজা এইরূপ বর লাভ করিয়া পুনর্ব্বার বরণীয় বৃষবাহনের নিকট বর লাভেচ্ছায় গান দ্বারা ত্রিদশপূজিত মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ অম্বিকাপতি গাননিরত সেই রাজাকে দেবগণেরও দুর্লভ এক কন্যারত্ন দান করিলেন। শত্রুদমনকারী সেই রাজা আনকদুন্দুভি সেই কন্যার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন এবং সেই ভ্রান্তলোচনা স্বীয় প্রিয়াকে উত্তম গানযোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে শোভন নামে এক সুভুজ পুত্র এবং হ্রীমতী নামে এক রূপলাবণ্যসম্পন্না কন্যা হইয়াছিল। তাঁহাদের জননী তাহাদিগকে বাল্যকালেই যথানিয়মে গানবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। উপনয়নের পর গুরুর নিকটে যথাবিধানে বেদাধ্যয়ন করিয়া সেই শোভন-রাজা গন্ধর্ব্বদিগের মানসী কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাহার গর্ভে পাঁচটী গানবিদ্যাবিশারদ ও বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞ উত্তম পুত্র উৎপাদন করেন।

পুজয়ামাস গানেন দেবং ত্রিপুরনাশনম্ ॥ ৬০
হ্রীমতীং চারুসর্ব্বাঙ্গীং শ্রীমিবায়তলোচনাম্ ।
সুবাহুনামা গন্ধর্ব্বস্তামাদায় যযৌ পুরীম্ ॥ ৬১
তস্যামপ্যভবন্ পুত্রা গন্ধর্ব্বস্য সুতেজসঃ ।
সুষেণ-বেণ-সুগ্রীব-সুভোজ-নরবাহনাঃ । ৬২
অথাসীদভিজিৎ পুত্রশ্চন্দনোদকদুন্দুভেঃ ।
পুনর্ব্বসুশ্চাভিজিতঃ সম্বভূবাহুকস্ততঃ ॥ ৬৩
আহুকস্যোগ্রসেনশ্চ দেবকশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।
দেবকস্য সুতা বীরা জজ্ঞিরে ত্রিদশোপমাঃ ।
দেববানুপদেবশ্চ সুদেবো দেবরক্ষিতঃ ॥ ৬৪
তেষাং স্বসারঃ সপ্তাসন্ বসুদেবায় তা দদৌ ।
ধৃতদেবোপদেবা চ তথান্যা দেবরক্ষিতা ॥ ৬৫
শ্রীদেবা শান্তিদেবা চ সহদেবা চ সুব্রতা ।
দেবকী চাপি তাসান্তু বরিষ্ঠাভূৎ সুমধ্যমা ॥ ৬৬
উগ্রসেনস্য পুত্রোঽভূন্ন্যগ্রোধঃ কংস এব চ ।
সুভূমী রাষ্ট্রপালশ্চ তুষ্টিমান্ শঙ্কুরেব চ ॥ ৬৭

ভজমানাদভূৎ পুত্রঃ প্রখ্যাতোঽহসৌ বিদূরথঃ ।
তস্য শূরঃ সমিস্তস্মাৎ প্রতিক্ষত্রশ্চ তৎসুতঃ ॥৬৮
স্বয়ম্ভোজস্ততস্তস্মাদ্ধৃদিকঃ শত্রুতাপনঃ ।
কৃতবর্ম্মাথ তৎপুত্রো দেবলস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ।
স শূরস্তৎসুতো ধীমান্ বসুদেবোঽথ তৎসুতঃ
বসুদেবান্মহাবাহুর্বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ ।
বভূব দেবকীপুত্রো দেবৈরভ্যর্থিতো হরিঃ ॥ ৭০
রোহিণী চ মহাভাগা বসুদেবস্য শোভনা ।
অসূত পত্নী সঙ্কর্ষং রামং জ্যেষ্ঠং হলায়ুধম্ ॥ ৭১
স এব পরমাত্মাসৌ বাসুদেবো জগন্ময়ঃ ।
হলায়ুধঃ স্বয়ং সাক্ষাচ্ছেষঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ ॥৭২
ভৃগুশাপচ্ছলেনৈব মানয়ন্ মানুষীং তনুম্ ।
বভূব তস্যাং দেবক্যাং রোহিণ্যামপি মাধবঃ॥৭৩
উমাদেহসমুদ্ভূতা যোগনিদ্রা চ কৌশিকী ।
নিয়োগাদ্বাসুদেবস্য যশোদাতনয়া হ্যভূৎ ॥৭৪
যে চ চান্যে বসুদেবস্য বাসুদেবাগ্রজাঃ সুতাঃ ।
প্রাগেব কংসস্তান্ সর্ব্বান্ জঘান মুনিসত্তমাঃ ॥

গানবিশারদ রাজা আনকদুন্দুভি স্ত্রী, পুত্র এবং পৌত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া কেবল গান দ্বারাই ত্রিপুরারির আরাধনা করিতে লাগিলেন। ৫১—৬০। একদা সুবাহু নামে এক গন্ধর্ব্ব, আয়তনেত্রা চারুসর্ব্বাঙ্গী সাক্ষাৎ পদ্মাসদৃশী কন্যা হ্রীমতীকে লইয়া নিজের পুরীতে প্রস্থান করিয়াছিল এবং তাহার গর্ভে ঐ সুতেজা গন্ধর্ব্বের সুষেণ, বেণ, সুগ্রীব, সুভোজ এবং নরবাহন নামে পাঁচ পুত্র হইয়াছিল। অনন্তর চন্দনোদক-দুন্দুভির অভিজিৎ নামে এক পুত্র হইয়াছিল অভিজিতের পুত্র পুনর্ব্বসু, পুনর্ব্বসুর পুত্র আহুক, আহুকের পুত্র উগ্রসেন এবং দেবক। দেববান্, উপদেব, সুদেব এবং দেবরক্ষিত এই কয়েকটী দেবসদৃশ বীরপুত্র দেবকের জন্মিয়াছিল। ইহাদিগের যে সাতটী ভগিনী ছিল, তাহাদের নাম—ধৃতদেবা উপদেবা দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবা, শান্তিদেবা, সহদেবা ও দেবকী। ইহাদিগের মধ্যে সুমধ্যমা দেবকীই সকলের বরিষ্ঠা ও সুব্রতা ছিলেন। বসুদেবের হস্তে ইহাদের সকলকেই সমর্পণ করা হইয়াছিল। ন্যগ্রোধ, কংস, সুভূমি, রাষ্ট্রপাল, তুষ্টিমান্ এবং শঙ্কু এই ছয় জন উগ্রসেনের পুত্র। (সম্বতনন্দন) ভজমানের পুত্র প্রখ্যাত বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র শূর, শূরের পুত্র সমি, সমির পুত্র প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের পুত্র স্বয়ম্ভোজ, স্বয়ম্ভোজের পুত্র শত্রুতাপন হৃদিক, হৃদিকের পুত্র কৃতবর্ম্মা, কৃতবর্ম্মার পুত্র দেবল, দেবলের পুত্র শূর এবং তৎপুত্র ধীমান্ বসুদেব। বসুদেবের পুত্র মহাবাহু জগদ্গুরু বাসুদেব। ইনি দেবগণের প্রার্থনায় দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, ইনিই স্বয়ং হরি। ৬১—৭০। হে মহাভাগ মুনিগণ! বসুদেবের পরমশোভনা রোহিণীনাম্নী পত্নী জ্যেষ্ঠ হলায়ুধ সঙ্কর্ষণ রামকে প্রসব করিয়াছিলেন। ইনিই পরমাত্মা বাসুদেব, জগন্ময়, হলায়ুধ সাক্ষাৎ স্বয়ং শেষ এবং প্রভু সঙ্কর্ষণ। স্বয়ং লক্ষ্মীপতি, ভৃগুমুনির শাপে মানুষ-দেহ ধারণ করত দেবকী এবং রোহিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাসুদেবের আদেশে উমা-দেহসমুদ্ভবা যোগনিদ্রা কৌশিকী যশোদার

সুষেণশ্চ তথোদাপির্ভদ্রসেনো মহাবলঃ।
ঋজুদাসো ভদ্রদাসঃ কীর্ত্তিমানপি পূজিতঃ ॥৭৬
হতেষ্বেতেষু সর্ব্বেষু রোহিণী বসুদেবতঃ।
অসূত রামং লোকেশং বলভদ্রং হলায়ুধম্ ॥ ৭৭
জাতেঽথ রামে দেবানামাদিমাত্মানমচ্যুতম্।
অসূত দেবকী কৃষ্ণং শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্ ॥ ৭৮
রেবতী নাম রামস্য ভার্য্যাসীৎ সুগুণান্বিতা।
তস্যামুৎপাদয়ামাস পুত্রৌ দ্বৌ নিশঠোল্মুকৌ ॥৭৯
ষোড়শ স্ত্রীসহস্রাণি কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
বভূবুশ্চাত্মজাস্তাসু শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৮০
চারুদেষ্ণঃ সুচারুশ্চ চারুবেশো যশোধরঃ।
চারুশ্রবাশ্চারুযশাঃ প্রদ্যুম্নঃ শম্ব এব চ ॥ ৮১
রুক্মিণ্যাং বাসুদেবস্য মহাবলপরাক্রমাঃ।
বিশিষ্টাঃ সর্ব্বপুত্রাণাং সম্বভূবুরিমে সুতাঃ ॥৮২
তান্ দৃষ্ট্বা তনয়ান্ বীরান্ রৌক্মিণেয়ান্ জনার্দ্দনাৎ।

গর্ভে জন্মিয়াছিলেন! হে মুনিসত্তমগণ! সুষেণ উদাপি, ভদ্রসেন, মহাবল, ঋজুদাস, ভদ্রদাস এবং পূজিত কীর্ত্তিমান্ নামে যে সকল বসুদেবতনয়গণ ভগবানের জন্মের পূর্ব্বে জন্মিয়াছিল, কংস তাহাদের সকলকেই বিনষ্ট করিয়াছিল। ইহারা বিনষ্ট হইলে রোহিণীর গর্ভে বসুদেবের পুত্র লোকাধিপতি হলায়ুধ রাম বলভদ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বলরাম জন্মিলে পর, দেবকী দেবগণের আত্মস্বরূপ, আদি, অচ্যুত, শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষাঃ শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করিয়াছিলেন। বলরামের সুগুণান্বিতা পত্নী রেবতীর গর্ভে নিশঠ এবং উল্মুক নামে দুই পুত্র হইয়াছিল। অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র স্ত্রী ছিল, ঐ সকল স্ত্রীর গর্ভে ভগবানের শত শত সহস্র সহস্র পুত্র হইয়াছিল। ৭১—৮০। চারুদেষ্ণ, সুচারু, চারুবেশ, যশোধর, চারুশ্রবা চারুযশা, প্রদ্যুম্ন এবং শম্ব নামে প্রসিদ্ধ এই কয়েকটী বিশিষ্ট এবং মহাবল-পরাক্রমসম্পন্ন পুত্র রুক্মিণীর গর্ভে জন্মিয়াছিল। এই কয়জনই বাসুদেবের যাবতীয় তনয়ের মধ্যে প্রধান

জাম্ববত্যব্রবীৎ কৃষ্ণং ভার্য্যা তস্য শুচিস্মিতা ॥
মম ত্বং পুণ্ডরীকাক্ষ বিশিষ্টগুণবত্তরম্।
সুরেশসম্মিতং পুত্রং দেহি দানবসূদন ॥ ৮৪
জাম্ববত্যা বচঃ শ্রুত্বা জগন্নাথঃ স্বয়ং হরিঃ।
সমারেভে তপঃ কর্ত্তুং তপোনিধিররিন্দমঃ ॥ ৮৫
তচ্ছৃণুধ্বং মুনিশ্রেষ্ঠা যথাসৌ দেবকীসুতঃ।
দৃষ্ট্বা লেভে সুতং রুদ্রং তপ্ত্বা তীব্রং মহৎ তপঃ

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে
সোমবংশে যদুবংশানুকীর্ত্তনে
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অথ দেবো হৃষীকেশো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ
ততাপ ঘোরং পুত্রার্থং নিধানং তপসস্তপঃ ॥ ১
স্বেচ্ছয়াপ্যবতীর্ণোঽসৌ কৃতকৃত্যোঽপি বিশ্বধৃ

ছিলেন। বাসুদেবের পত্নী শুচিস্মিতা জাম্ববতী, রুক্মিণীর গর্ভজাত সেই সকল পুত্রকে দেখিয়া ভগবান্‌কে বলিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ দানবসূদন হরি! আপনি বিশিষ্ট গুণসংযুত শিবতুল্য এক পুত্র আমাকে প্রদান করুন। তপোনিধি অরিন্দম স্বয়ং জগন্নাথ হরি, জাম্ববতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠগণ সেই দেবকীনন্দন মহৎ এবং তীব্র তপস্যা দ্বারা মহাদেবের দর্শন লাভ করিয়া যেরূপে মহাদেবকে পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন। ৮১—৮৬।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ পুরুষোত্তম বিশ্বধৃক্ তপোনিধি হৃষীকেশ, পুত্রলাভের নিমিত্ত ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

চচার স্বাত্মনো মূলং বোধয়ন্ পরমেশ্বরম্ ॥ ২
জগাম যোগিভির্জুষ্টং নানাপক্ষিসমাকুলম্।
আশ্রমন্তূপমন্যোর্বৈ মুনীন্দ্রস্য মহাত্মনঃ। ৩
পতত্রিরাজমারূঢ়ঃ সুপর্ণমতিতেজসম্।
শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ শ্রীবৎসকৃতলক্ষণঃ। ৪
নানাদ্রুমলতাকীর্ণং নানাপুষ্পোপশোভিতম্।
ঋষীণামাশ্রমৈর্জুষ্টং বেদঘোষনিনাদিতম্ ॥ ৫
সিংহর্ক্ষশরভাকীর্ণং শার্দ্দূলগজসংযুতম্।
বিমলস্বাদুপানীয়ৈঃ সরোভিরুপশোভিতম্ ॥ ৬
আরামৈর্ব্বিবিধৈর্জুষ্টং দেবতায়তনৈঃ শুভৈঃ।
ঋষিভির্ঋষিপুত্রৈশ্চ মহামুনিগণৈস্তথা ॥ ৭
বেদাধ্যয়নসম্পন্নৈঃ সেবিতঞ্চাগ্নিহোত্রিভিঃ।
যোগিভির্ধ্যাননিরতৈর্নাসাগ্রন্যস্তলোচনৈঃ ॥ ৮
উপেতং সর্ব্বতঃ পুণ্যং জ্ঞানিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
নদীভিরভিতো জুষ্টং জাপকৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৯

সেবিতং তাপসৈঃ পুণ্যৈরীশারাধনতৎপরৈঃ।
প্রশান্তৈঃ সত্যসঙ্কল্পৈর্নিঃশোকৈর্নিরুপদ্রবৈঃ ॥১০
ভস্মাবদাতসর্ব্বাঙ্গৈ রুদ্রজাপ্যপরায়ণৈঃ।
মুণ্ডিতৈর্জটিলৈঃ শুদ্ধৈস্তথান্যৈশ্চ শিখাজটৈঃ।
সেবিতং তাপসৈর্নিত্যং জ্ঞানিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥
তত্রাশ্রমবরে রম্যে সিদ্ধাশ্রমবিভূষিতে।
গঙ্গা ভগবতী নিত্যং বহত্যেবাঘনাশিনী ॥ ১২
স তত্র বীক্ষ্য বিশ্বাত্মা তাপসান্ বীতকল্মষান্।
প্রণামেনাথ বচসা পূজয়ামাস মাধবঃ ॥ ১৩
তং তে দৃষ্ট্বা জগদ্‌যোনিং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
প্রণেমুর্ভক্তিসংযুক্তা যোগিনাং পরমং গুরুম্॥১৪
স্তুবন্তি বৈদিকৈর্মন্ত্রৈঃ কৃত্বাহ হৃদি সনাতনম্!
প্রোচুরন্যোন্যমব্যক্তমাদিদেবং মহামুনিম্ ॥ ১৫
অয়ং স ভগবানেকঃ সাক্ষী নারায়ণঃ পরঃ।
আগচ্ছত্যধুনা দেবঃ প্রধানপুরুষঃ স্বয়ম্ ॥ ১৬

তিনি সর্ব্বদা কৃতকৃত্য হইলেও স্ব-ইচ্ছায় ভূম-গুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং নিজের আত্মার মূলস্বরূপ পরমেশ্বরকে খ্যাপন করিবার জন্যই তপস্যা করিয়াছিলেন। শঙ্খচক্রগদা-পাণি শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষাঃ ভগবান্ কৃষ্ণ, অতি-তেজস্বী পক্ষিরাজ গরুড়ের উপরে আরো-হণ করিয়া, মহাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ উপমন্যুর নানা পক্ষিসমাকীর্ণ যোগিজনসেবিত আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। মহামুনির সেই আশ্রম নানা-বিধ বৃক্ষলতায় আকীর্ণ এবং নানাজাতীয় পুষ্পে পরিশোভিত ছিল। তথায় বহুসংখ্যক মুনিদিগের আশ্রম বিদ্যমান ছিল; নিরন্তর বেদগানের প্রতিধ্বনি হইতেছিল, সর্ব্বদা সিংহ, ঋক্ষ, শরভ, শার্দ্দূল, গজ প্রভৃতি আরণ্য পশু সকল বিচরণ করিতেছিল; বিমল ও স্বাদু পানীয়যুক্ত সরোবর সকল শোভা পাইতেছিল; নানাবিধ আরাম ও বিবিধ পবিত্র দেবমন্দির সকল বিরাজিত ছিল; বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও অগ্নিহোত্রপরায়ণ অনেক ঋষি, ঋষিপুত্র ও মহামুনিগণ নাসাগ্রে দৃষ্টিবিন্যাসপূর্ব্বক পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন; চতুর্দ্দিকে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী ও ব্রহ্মবাদী জাপক সকল অবস্থান করিতেছিলেন; সেই পবিত্র আশ্রমের চতুর্দ্দিকে নদীসকল প্রবাহিত হইতেছিল; পবিত্র প্রশান্ত সত্যসঙ্কল্প শোক-রহিত নিরুপদ্রব শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানী ও ব্রহ্মবাদী তাপসেরা সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিয়া কেহ বা রুদ্রের জপে নিমগ্ন ছিলেন, কেহ বা মহাদেবের আরাধনা করিতেছিলেন; তাঁহা-দের মধ্যে কেহ বা মুণ্ডিতমস্তক, কাহারও বা মস্তকে জটা এবং কেহ বা কেবল শিখা-জট। ১—১১। সেই সিদ্ধাশ্রম-সমাকীর্ণ রমণীয় আশ্রমে পাপনাশিনী ভগবতী গঙ্গা সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছেন। অনন্তর বিশ্বাত্মা মাধব, তত্রস্থ নিষ্পাপ তাপসদিগকে দেখিয়া প্রণাম এবং বাক্যদ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহারাও সেই জগদ্‌যোনি শঙ্খচক্রগদাধারী, যোগিগণের পরম গুরু, নারায়ণকে দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন এবং অব্যক্ত মহামুনি আদিদেব হৃদিস্থ সনাতনকে বৈদিক মন্ত্রদ্বারা স্তব করিতে আরম্ভ করত পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—ইনিই সেই কর্ম্মসাক্ষী অদ্বি-

অয়মেবাব্যয়ঃ স্রষ্টা সংহর্ত্তা চৈব রক্ষকঃ।
অমূর্ত্তো মূর্ত্তিমান ভূত্বা মুনীন্ দ্রষ্টুমিহাগতঃ ॥১৭
এষ ধাতা বিধাতা চ সমাগচ্ছতি সর্ব্বগঃ।
অনাদিরক্ষয়োঽনন্তো মহাভূতো মহেশ্বরঃ ॥ ১৮
শ্রুত্বা বুদ্ধা হরিস্তেষাং বচাংসি বচনাতিগঃ।
যযৌ স তূর্ণং গোবিন্দঃ স্থানং তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৯
উপস্পৃশ্যাথ ভাবেন তীর্থে তীর্থে স যাদবঃ।
চকার দেবকীসূনুর্দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্ ॥ ২০
নদীনাং তীরসংস্থানি স্থাপিতানি মুনীশ্বরৈঃ।
লিঙ্গানি পূজয়ামাস শম্ভোরমিততেজসঃ ॥ ২১
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা সমায়ান্তং তত্র তত্র জনার্দ্দনম্।
পূজয়াঞ্চক্রিরে পুষ্পৈরক্ষতৈস্তন্নিবাসিনঃ ॥ ২২
সমীক্ষ্য বাসুদেবং তং শার্ঙ্গশঙ্খাসিধারিণম্।
তস্থিরে নিশ্চলাঃ সর্ব্বে শুভাঙ্গং তন্নিবাসিনঃ ॥
যানি তত্রারুরুক্ষূণাং মানসানি জনার্দ্দনম্।
দৃষ্ট্বা সমাহিতান্যাসন্ ন নিক্রামন্তি চাপ্যতঃ ॥ ২৩
অথাবগাহ্য গঙ্গায়াং কৃত্বা দেবর্ষিতর্পণম্।
আদায় পুষ্পবর্য্যাণি মুনীন্দ্রস্যাবিশদ্‌গৃহম্ ॥ ২৫
দৃষ্ট্বা তং যোগিনাং শ্রেষ্ঠং ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহম্।
জটাচীরধরং শান্তং ননাম শিরসা মুনিম্ ॥ ২৬
আলোক্য কৃষ্ণমায়ান্তং পূজয়ামাস তত্ত্ববিৎ।
আসনে বাসয়ামাস যোগিনাং প্রথমাতিথিম্ ॥
উবাচ বচসাং যোনিং জানীমঃ পরমং পদম্।
বিষ্ণুমব্যক্তসংস্থানং শিষ্যভাবেন সংস্থিতম্ ॥২৮
স্বাগতং তে হৃষীকেশ সফলানি তপাংসি নঃ।
যৎ সাক্ষাদেব বিশ্বাত্মা মদ্গেহং বিষ্ণুরাগতঃ ॥
ত্বাং ন পশ্যন্তি মুনয়ো যতন্তোঽপীহ যোগিনঃ।
তাদৃশস্যাত্র ভবতঃ কিমাগমনকারণম্ ॥ ৩০
শ্রুত্বোপমন্যোস্তদ্বাক্যং ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
ব্যাজহার মহাযোগী প্রসন্নং প্রণিপত্য তম্ ॥৩১

তীর স্বয়ং প্রধান পুরুষ পরমাত্মা নারায়ণ আগমন করিতেছেন; ইনিই জগতের স্রষ্টা, সংহর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তা ও অব্যয়; ইঁহার কোন মূর্ত্তি নাই, অথচ এক্ষণে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া মুনিদিগকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছেন; ইনিই ধাতা, বিধাতা, সর্ব্বগামী, অনাদি, অক্ষয়, অনন্ত, মহাভূত ও মহেশ্বর। বচনাতীত গোবিন্দ হরি, তাঁহাদের বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া এবং বুঝিতে পারিয়া সেই মহাত্মার স্থানে শীঘ্র গমন করিলেন। দেবকী-তনয় যাদব ভক্তিসহকারে, প্রত্যেক তীর্থেই আচমন করিয়া দেবতা ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছিলেন এবং নদী সকলের তীরে মুনীশ্বরগণের স্থাপিত অমিততেজাঃ মহাদেবের লিঙ্গসকলের পূজা করিয়াছিলেন। ১২—২১। জনার্দ্দন শিবলিঙ্গ সকল দর্শন করিতে করিতে আসিতেছেন দেখিয়া, তত্রস্থ সকলে অক্ষত ও পুষ্পদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং শার্ঙ্গ শঙ্খাসিধারী ও শুভাঙ্গ বাসুদেবকে দেখিয়া সকলেই নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। যাঁহাদের মন জনার্দ্দনে আরোহণ করিতে উদ্‌বুক্ত ছিল, তাঁহাদের সেই মন জনার্দ্দনকে দর্শন করিয়া কেবলমাত্র সমাধিস্থ হইয়া রহিল—দেহ হইতে আর নিক্রান্ত হইল না। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গায় অবগাহনপূর্ব্বক দেবতা ও ঋষিগণের তর্পণ সমাধা করিয়া উত্তম উত্তম পুষ্প লইয়া মুনীন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সেই ভস্মোদ্ধূলিত-কলেবর জটাধারী শান্ত যোগি-শ্রেষ্ঠ উপমন্যু মুনিকে দর্শন করিয়া মস্তক অবনত করত প্রণাম করিলেন। তত্ত্ববিৎ মুনি উপমন্যু, কৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার পূজা করিলেন এবং যোগিগণের প্রথমাতিথি সেই হরিকে আসনে উপবেশন করাইলেন; পরে শিষ্যভাবে উপস্থিত, বাক্যের উৎপত্তি-নিদান, অব্যক্তসংস্থান বিষ্ণুকে বলিতে লাগিলেন,—হে হৃষীকেশ! আপনার স্বাগত? আমরা আপনাকে পরম পদ বলিয়া জানিয়াছি; আজ আমাদের সমুদায় তপস্যা সফল হইল, যেহেতু সাক্ষাৎ বিশ্বাত্মা বিষ্ণু আমাদের গৃহে আগমন করিয়াছেন। অতি যত্নেও মুনিগণ আপনাকে ইহলোকে দেখিতে পায় না; এবংবিধ আপনার এখানে আসিবার কারণ কি? । ২২—৩০। মহাযোগী দেবকী-

।চ।

ভগবন্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি গিরীশং কৃত্তিবাসসম্।
সম্প্রাপ্তো ভবতঃ স্থানং ভগবদ্দর্শনোৎসুকঃ॥
কথং স ভগবানীশো দৃশ্যো যোগবিদাং বরঃ।
অচিরেণ কুত্রাহং দ্রক্ষ্যামি তমুমাপতিম্॥ ৩৩
প্রত্যাহ ভগবান্ভক্ত্যো দৃশ্যতে পরমেশ্বরঃ।
ভক্ত্যোবোগ্রেণ তপসা তৎ কুরুষ্বেহ সংযতঃ॥
ইহেশ্বরং দেবদেবং মুনীন্দ্রা ব্রহ্মবাদিনঃ।
ধ্যায়ন্ত্যারাধয়ন্ত্যেনং যোগিনস্তাপসাশ্চ যে॥ ৩৫
ইহ দেবঃ সপত্নীকো ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ।
ক্রীড়তে বিবিধৈর্ভূতৈর্যোগিভিঃ পরিবারিতঃ॥
ইহাশ্রমে পুরা রুদ্রং তপস্তপ্ত্বা সুদারুণম্।
লেভে মহেশ্বরাদ্‌যোগং বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ॥
ইহৈব ভগবান্ ব্যাসঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্।
দৃষ্ট্বা তং পরমেশানং লব্ধবান্ জ্ঞানমৈশ্বরম্॥ ৩৮
ইহাশ্রমপদে রম্যে তপস্তপ্ত্বা কপর্দিনঃ।
অবিন্দন্ পুত্রকান্ রুদ্রাৎ সুরম্যো ভক্তিসংযুতাঃ
ইহৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ কালাদ্ভীত্যা মহেশ্বরম্।
দৃষ্টবত্যো হরং শ্রীমন্ নির্ভয়া নির্বৃতিং যযুঃ॥৪০
ইহারাধ্য মহাদেবং সাবর্ণিস্তপতাং বরঃ।
লব্ধবান্ পরমং যোগং গ্রন্থকারত্বমুত্তমম্॥ ৪১
প্রবর্ত্তয়ামাস শুভাং কৃত্বা বৈ সংহিতাং দ্বিজাঃ।
পৌরাণিকীং সুপুণ্যার্থাং সচ্ছিষ্যেষু দ্বিজোত্তমাঃ
ইহৈব সংহিতাং দৃষ্ট্বা কাপেয়ঃ শাংশপায়নঃ।
মহাদেবং চকারেমাং পৌরাণীং তন্নিয়োগতঃ॥৪৩
দ্বাদশৈব সহস্রাণি শ্লোকানাং পুরুষোত্তম।
ইহ প্রবর্ত্তিতা পুণ্যা অষ্টসাহস্রিকোত্তরা॥ ৪৪
বায়বীয়োত্তরং নাম পুরাণং বেদসম্মিতম্।
ইহৈব খ্যাপিতং শিষ্যৈঃ শাংশপায়নভাষিতম্॥
যাজ্ঞবল্ক্যো মহাযোগী দৃষ্ট্বাত্র তপসা হরম্।

নন্দন ভগবান্ উপমন্যুর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণাম করত সেই প্রসন্ন মুনিবরকে কহিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্! আমি কৃত্তিবাসা মহাদেবকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি, তাঁহার দর্শনের জন্য উৎসুক হইয়া আপনার নিকটে আসিয়াছি। হে যোগবিচ্ছ্রেষ্ঠ! কিরূপে সেই ভগবান্ মহেশ্বরের দর্শন হইবে এবং আমি কোথায় সেই উমাপতির শীঘ্র দর্শন লাভ করিব? ভগবান্ উপমন্যু এইরূপ কথিত হইয়া বলিলেন,—ভক্তি এবং উগ্র তপস্যা দ্বারাই মহেশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব এখানে সংযত হইয়া তপস্যা কর। এইখানেই ব্রহ্মবাদী মুনীন্দ্রগণ এবং যোগী ও প্রশান্ত তাপসেরা দেবদেব মহাদেবের ধ্যান ও আরাধনা করিতেছেন। ভগবান্ বৃষধ্বজ বিবিধ ভূত ও যোগিগণে পরিবৃত হইয়া এইখানেই পত্নীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। ভগবান্ বশিষ্ঠঋষি পূর্ব্বে এই আশ্রমেই অতীব সুদারুণ তপস্যা করিয়া মহেশ্বরের নিকট যোগ লাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভগবান্ ব্যাস এইখানেই স্বয়ং মহাদেবের দর্শন লাভ করিয়া পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তি-সংযুক্ত পণ্ডিতেরা এই রমণীয় আশ্রমেই অবস্থানপূর্ব্বক মহাদেবের তপস্যা করিয়া কপর্দ্দীর প্রসাদে পুত্র সকল লাভ করিয়াছিলেন। হে শ্রীমন্! দেবতাসকল কালভয়ে ভীত হইয়া এইখানেই মহাদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং নির্ভয়চিত্ত হইয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। ৩১—৪০। হে দ্বিজোত্তমগণ! তপস্বিশ্রেষ্ঠ সাবর্ণি এইখানেই মহাদেবের আরাধনা করিয়া পরমযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও সর্ব্বোত্তম গ্রন্থকর্ত্তা হইয়াছিলেন এবং সুপুণ্যের নিমিত্ত পবিত্র পৌরাণিক সংহিতা-শাস্ত্র রচনা করিয়া সচ্ছিষ্য মধ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন। কাপেয় শাংশপায়ন এইখানেই মহাদেবের আরাধনাপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার আদেশে পবিত্র পৌরাণী সংহিতা প্রচার করিয়াছিলেন। হে পুরুষোত্তম! তাহার পূর্ব্বভাগে দ্বাদশ সহস্রশ্লোক ও উত্তরভাগে অষ্টসহস্র শ্লোক আছে এবং তদীয় শিষ্যগণ সেই শাংশপায়ন-ভাষিত বেদসম্মিত বায়বীয়োত্তর নামক পুরাণ প্রচার করিয়াছিলেন। এইখানেই মহাযোগী যাজ্ঞবল্ক্য তপস্যা দ্বারা

চকার তন্নিয়োগেন যোগশাস্ত্রমনুত্তমম্ ॥ ৪৬
ইহৈব ভৃগুণা পূর্ব্বং তপ্ত্বা পূর্ব্বং মহাতপঃ।
শুক্রো মহেশ্বরাৎ পুত্রো লব্ধো যোগবিদাংবরঃ॥
তস্মাদিহৈব দেবেশ তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্।
দ্রষ্টুমর্হসি বিশ্বেশমুগ্রং ভীমং কপর্দ্দিনম্ ॥ ৪৮
এবমুক্ত্বা দদৌ জ্ঞানমুপমন্যুর্মহামুনিঃ।
ব্রতং পাশুপতং যোগং কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকর্ম্মণে ॥ ৪৯
স তেন মুনিবর্য্যেণ ব্যাহৃতো মধুসূদনঃ।
তত্রৈব তপসা দেবং রুদ্রমারাধয়ৎ প্রভুঃ ॥ ৫০
ভস্মোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গো মুণ্ডো বল্কলসংবৃতঃ।
জজাপ রুদ্রমনিশং শিবৈকাহিতমানসঃ ॥ ৫১
ততো বহুতিথে কালে সোমং সোমার্দ্ধভূষণঃ।
অদৃশ্যত মহাদেবো ব্যোম্নি দেব্যা মহেশ্বরঃ ॥৫২
কিরীটিনং গদিনং চিত্রমালং
পিনাকিনং শূলিনং দেবদেবম্।
শার্দ্দূলচর্ম্মাম্বরসংবৃতাঙ্গং
দেব্যা মহাদেবমসৌ দদর্শ ॥ ৫৩
প্রভুং পুরাণং পুরুষং পুরস্তাৎ
সনাতনং যোগিনমীশিতারম্।
অণোরণীয়াংসমনন্তশক্তিং
প্রাণেশ্বরং শম্ভুমসৌ দদর্শ ॥ ৫৪
পরশ্বধাসক্তকরং ত্রিনেত্রং
নৃসিংহচর্ম্মাবৃতভস্মগাত্রম্।
সমুদ্গিরন্তং প্রণবং বৃহন্তং
সহস্রসূর্য্যপ্রতিমং দদর্শ ॥ ৫৫
ন যস্য দেবা ন পিতামহোঽপি
নেন্দ্রো-ন চাগ্নির্বরুণো ন মৃত্যুঃ।
প্রভাবমদ্যাপি বদন্তি রুদ্রং
তমাদিদেবং পুরতো দদর্শ ॥ ৫৬
তদাথ পশ্চাদ্গিরিশস্য বামে
স্বাত্মানমব্যক্তমনন্তরূপম্।
স্তুবন্তমীশং বহুভির্ব্বচোভিঃ
শঙ্খাসিচক্রান্বিতহস্তমাদ্যম্ ॥ ৫৭

মহাদেবের দর্শন লাভ করত তদীয় আদেশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ভৃগুমুনি এইখানেই অপূর্ব্ব প্রচণ্ড তপস্যা করিয়া, মহাদেবের প্রসাদে যোগবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য্যকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। অতএব হে দেবেশ! এইখানেই সুদুশ্চর তপস্যা করিয়া বিশ্বনাথ উগ্র ভীম কপর্দ্দীর দর্শন করিতে পারিবেন। মহামুনি উপমন্যু এই কথা বলিয়া অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণকে পাশুপত ব্রত এবং যোগ দান করিলেন। প্রভু মধুসূদন মুনিশ্রেষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া সেখানেই মহাদেবের তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ভস্মলিপ্তকলেবর, মুণ্ডী ও বল্কলধারী হইয়া দিবানিশি শিবার্পিত-চিত্তে কেবল রুদ্রকে জপ করিতে লাগিলেন। ৪১—৫১। তদনন্তর দীর্ঘকাল গত হইলে, একদা সোমার্দ্ধভূষণ ভগবতীর সহিত ভগবান্ মহেশ্বর আকাশপথে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। তখন নারায়ণ পার্ব্বতীর সমভিব্যাহারে এবংবিধরূপধারী দেবদেব মহাদেবকে দর্শন করিলেন,—তাঁহার মস্তকে কিরীট, কণ্ঠে বিচিত্র মালা, হস্তে গদা ত্রিশূল ও পিনাক শোভা পাইতেছে এবং তাঁহার অঙ্গ ব্যাঘ্রচর্ম্মদ্বারা আবৃত রহিয়াছে। সেই পুরাণপুরুষ, যোগিগণের ঈশ্বর, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, প্রাণেশ্বর, সনাতন, প্রভু মহেশ্বরকে শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখেই দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন যে, ত্রিলোচনের হস্তে পরশ্বধ বিরাজ করিতেছে এবং তাঁহার ভস্মলিপ্ত গাত্র নৃসিংহচর্ম্মদ্বারা আবৃত রহিয়াছে, স্বয়ং মহান্ প্রণব উচ্চারণ করিতেছেন ও তাঁহার দেহ হইতে সহস্রসূর্য্যের জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। কি দেবগণ, কি পিতামহ, কি ইন্দ্র, কি অগ্নি, কি বরুণ, কি যম, আজ পর্য্যন্ত যাঁহার মাহাত্ম্য বলিতে পারেন নাই, সেই দেবদেব রুদ্রকে তিনি আপনার সমক্ষে দেখিতে পাইলেন। তখনই আবার মহাদেবের বামপার্শ্বে আপনার বৈষ্ণবী মূর্ত্তি দর্শন করিলেন; সেই অব্যক্ত অনন্তরূপ আদি পুরুষ বিষ্ণুর মূর্ত্তি নানাবিধ বাক্যদ্বারা মহাদেবের স্তব করিতেছেন এবং

কৃতাঞ্জলিং দক্ষিণতঃ সুরেশং
হংসাধিরূঢ়ং পুরুষং দদর্শ।
ভবানমীশস্থ পরং প্রভাবং
পিতামহং লোকগুরুং দিবিষ্ঠম্ ॥ ৫৮
গণেশ্বরানর্কসহস্রকল্পান্
নন্দীশ্বরাদীনমিতপ্রভাবান্।
ত্রিলোকভর্ত্তুঃ পুরুতোঽন্বপশ্যৎ
কুমারমগ্নিপ্রতিমং বিশাখম্ ॥ ৫৯
মরীচিমত্রিং পুলহং পুলস্ত্যং
প্রাচেতসং দক্ষমথাপি কণ্বম্।
পরাশরং তৎপুরতো বশিষ্ঠং
স্বায়ম্ভুবঞ্চাপি মনুং দদর্শ ॥ ৬০
তুষ্টাব মন্ত্রৈরমরপ্রধানং
বদ্ধাঞ্জলির্বিষ্ণুরুদারবুদ্ধিঃ।
প্রণম্য দেব্যা গিরিশং স্বশক্ত্যা
স্বাত্মন্যথাত্মানমসৌ বিচিন্ত্য ॥ ৬১ ॥
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
নমোঽস্তু তে শাশ্বত সর্ব্বযোনে
ব্রহ্মাধিপং ত্বামৃষয়ো বদন্তি।
তপশ্চ সত্ত্বঞ্চ রজস্তমশ্চ
ত্বামেব সর্ব্বং প্রবদন্তি সন্তঃ ॥ ৬২
ত্বং ব্রহ্মা হরিরথ বিশ্বযোনিরগ্নিঃ
সংহর্ত্তা দিনকরমণ্ডলাধিবাসঃ।
প্রাণস্ত্বং হুতবহবাসবাদিভেদ-
স্ত্বামেকং শরণমুপৈমি দেবমীশম্ ॥ ৬৩
সাংখ্যাস্ত্বাং ত্রিগুণমথাহুরেকরূপং
যোগাস্ত্বাং সততমুপাসতে হৃদিস্থম্।
বেদাস্ত্বামভিদধতীহ রুদ্রমীড্যং
ত্বামেকং শরণমুপৈমি দেবমীশম্ ॥ ৬৪
ত্বৎপাদে কুসুমমথাপি পত্রমেকং
দত্ত্বাসৌ ভবতি বিমুক্তবিশ্ববন্ধঃ।
সর্ব্বাঘং প্রণুদতি সিদ্ধযোগিজুষ্টং
স্মৃত্বা তে পদযুগলং ভবৎপ্রসাদাৎ ॥ ৬৫
যস্যাশেষবিভাগহীনমমলং হৃদ্যান্তরাবস্থিতং,
তত্ত্বং জ্যোতিরনন্তমেকমচলং সত্যং পরংসর্ব্বগম্

তাঁহার হস্তে শঙ্খ, অসি ও সুদর্শনচক্র শোভা পাইতেছে। মহেশ্বরের দক্ষিণপার্শ্বে অন্য এক পুরুষকে দেখিতে পাইলেন, তিনি স্বয়ং লোকগুরু, দিবিষ্ঠ, সুরেশ্বর, পিতামহ; তিনিও হংসে আরোহণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের পরম প্রভাব স্তব করিতেছেন। দেখিলেন যে, ত্রিলোকগুরু মহাদেবের সম্মুখে সহস্রসূর্য্যসমপ্রভ অমিতপ্রভাব নন্দীশ্বরাদি প্রমথদেবতাগণ এবং অগ্নিসদৃশ বিশাখ কুমার কার্ত্তিকেয় অবস্থান করিতেছেন। আরও দেখিলেন যে, মহাদেবের সমক্ষে মরীচি,অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, প্রাচেতস দক্ষ, কণ্ব, পরাশর, বশিষ্ঠ ও স্বায়ম্ভুবমনু, সকলেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। তখন উদারবুদ্ধি বাসুদেব কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই অমর-প্রধানের স্তব করিলেন এবং গিরিশ ও গৌরীকে প্রণাম করিয়া আপনার শক্ত্যনুসারে নিজ মনে পরমাত্মার-চিন্তা করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫১—৬১। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে শাশ্বত সর্ব্বযোনে! আপনাকে প্রণাম করি, ঋষিগণ বলেন, আপনিই ব্রহ্মাধিপতি এবং সাধুগণ আপনাকেই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও তপঃ বলিয়া বর্ণনা করেন। আপনিই ব্রহ্মা, আপনিই বিশ্বযোনি হরি,আপনিই অগ্নি, আপনিই সংহারকর্ত্তা এবং আপনিই সূর্য্য-মণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করেন। হে প্রভো! আপনিই প্রাণ, আপনিই অগ্নি ও ইন্দ্রাদি-ভেদে লোকপাল এবং আপনিই ঈশ, আমি একমাত্র আপনারই শরণগ্রহণ করিতেছি। সাংখ্যেরা আপনাকে একরূপ এবং ত্রিগুণ বলিয়া থাকেন। যোগিগণ সতত আপনাকে হৃদয়ে রাখিয়া ধ্যান করেন এবং বেদসকল আপনাকে পূজনীয় রুদ্র বলিয়া উল্লেখ করেন, আমি একমাত্র আপনারই শরণাপন্ন হইলাম। যে আপনার চরণে একটী পুষ্প অথবা পত্র দেয়, সে-ই ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়; সিদ্ধ ও যোগিগণের সেবিত আপনার চরণযুগল স্মরণ করিলে আপনার প্রসাদেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। যাঁহারা একমাত্র

স্থানং প্রাহুরনাদিমধ্যনিধনং যস্মাদিদং জায়তে
নিত্যংত্বাহমুপৈমিসত্যবিভবং বিশ্বেশ্বরংতং শিবম্‌।
ওঁ নমো নীলকণ্ঠায় ত্রিনেত্রায় চ রংহসে।
মহাদেবায় তে নিত্যমীশানায় নমো নমঃ॥ ৬৭
নমঃ পিনাকিনে তুভ্যং নমো মুণ্ডায় দণ্ডিনে।
নমস্তে বজ্রহস্তায় দিগ্বস্ত্রায় কপর্দ্দিনে॥ ৬৮
নমো ভৈরবনাদায় কালরূপায় দংষ্ট্রিনে।
নাগযজ্ঞোপবীতায় নমস্তে বহ্নিরেতসে॥ ৬৯
নমোহস্তু তে গিরীশায় স্বাহাকারায় তে নমঃ।
নমো মুক্তাট্টহাসায় ভীমায় চ নমো নমঃ॥ ৭০
নমস্তে কামনাশায় নমঃ কালপ্রমাথিনে।
নমো ভৈরববেশায় হরায় চ নিষঙ্গিণে॥ ৭১
নমোহস্তু তে ত্র্যম্বকায় নমস্তে কৃত্তিবাসসে।
নমোহম্বিকাধিপতয়ে পশূনাং পতয়ে নমঃ॥ ৭২
নমস্তে ব্যোমরূপায় ব্যোমাধিপতয়ে নমঃ।
নরনারীশরীরায় সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তিনে॥ ৭৩
নমো ভৈরবনাথায় দেবানুগতলিঙ্গিনে।
কুমারগুরবে তুভ্যং দেবদেবায় তে নমঃ॥ ৭৪
নমো যজ্ঞাধিপতয়ে নমস্তে ব্রহ্মচারিণে।
মৃগব্যাধায় মহতে ব্রহ্মাধিপতয়ে নমঃ॥ ৭৫
নমো হংসায় বিশ্বায় মোহনায় নমো নমঃ।
যোগিনে যোগগম্যায় যোগমায়ায় তে নমঃ॥ ৭৬
নমস্তে প্রাণপালায় ঘণ্টানাদপ্রিয়ায় চ।
কপালিনে নমস্তুভ্যং জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ॥
নমো নমো নমস্তুভ্যং ভূয় এব নমো নমঃ।
মহ্যং সর্ব্বাত্মনা কামান্‌ প্রযচ্ছ পরমেশ্বর॥ ৭৮
সূত উবাচ।
এবং হি ভক্ত্যা দেবেশমভিষ্টুয় স মাধবঃ।
পপাত পাদয়োর্বিপ্রা দেবদেব্যোঃ স দণ্ডবৎ॥৭৯
উত্থাপ্য ভগবান্‌ সোমঃ কৃষ্ণং কেশিনিসূদনম্‌।
বভাষে মধুরং বাক্যং মেঘগম্ভীরনিস্বনঃ॥ ৮০
কিমর্থং পুণ্ডরীকাক্ষ তপ্যতে ভবতা তপঃ।
ত্বমেব দাতা সর্ব্বেষাং কামানাং কামিনামিহ॥

জ্যোতিঃ; যিনি অশেষ বিভাগরহিত, নির্ম্মল, হৃদয়ের অন্তরাবস্থিত, তত্ত্বপ্রকাশক, অচল, সত্য, সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বগামী; যিনি অনাদি-মধ্য-নিধন স্থানরূপ এবং সমস্ত জগৎ যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; আমি সেই সত্য-বিভব বিশ্বেশ্বর শিবকে প্রতিনিয়ত আশ্রয় করি। হে দেব! আপনি নীলকণ্ঠ, ত্রিনেত্র, রংহঃ, ঈশান ও মহাদেব; আপনাকে বার বার প্রণাম করিতেছি। আপনি পিনাকী, মুণ্ডী, দণ্ডী, বজ্রহস্ত, দিগ্বস্ত্র ও কপর্দ্দী; আপনাকে নমস্কার। আপনি ভৈরবনাদ, কালরূপ, দংষ্ট্রী, নাগযজ্ঞোপবীতধারী ও বহ্নি-রেতাঃ, আপনাকে নমস্কার। আপনি গিরিশ, স্বাহাকার, মুক্তাট্টহাস এবং ভীম, আপনাকে প্রণাম করি। আপনি কামনাশক, কাল-প্রমাথী, ভৈরববেশ ও নিষঙ্গী হর; আপ-নাকে নমস্কার। আপনি ত্রিলোচন, কৃত্তিবাসা, অম্বিকাপতি ও পশুপতি; আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্যোমরূপ, ব্যোমাধিপতি, নরনারীদেহ এবং সাংখ্যযোগের প্রবর্ত্তয়িতা; আপনাকে আমি প্রণাম করি॥ ৬২—৭৩।

আপনি ভৈরবনাথ,দেবানুগতলিঙ্গী, কুমারগুরু ও দেবদেব; আপনাকে নমস্কার। আপনি যজ্ঞাধিপতি, ব্রহ্মচারী, মহান্‌ মৃগব্যাধ ও ব্রহ্মাধিপতি; আপনাকে প্রণাম। আপনি হংস, বিশ্বমোহন, যোগী, যোগগম্য ও যোগময়; আপনাকে প্রণাম। আপনি প্রাণপাল, ঘণ্টা-নাদপ্রিয়, কপালী ও জ্যোতিষ্পতি; আপ-নাকে প্রণাম। হে পরমেশ্বর! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি; আমি বার বার আপনাকে প্রণাম করিতেছি; আপনি সর্ব্বপ্রযত্নে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। সূত কহিতে লাগিলেন,—হে বিপ্রগণ! ভগবান্‌ মাধব এইরূপ ভক্তিসহকারে দেবদেবের স্তব করিয়া দেবদেবীর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তখন ভগবান্‌ শিব, কেশিহন্তা নারায়ণকে তুলিয়া মেঘ-গম্ভীরস্বরে এবং মধুরবাক্যে বলিতে লাগি-লেন,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনি কি জন্য তপস্যা করিতেছেন? ইহলোকে আপনিই

ত্বং হি সা পরমা মূর্ত্তির্মম নারায়ণাহ্বয়া।
ত্বয়া বিনা ত্বাং জগৎ সর্ব্বং বিদ্যতে পুরুষোত্তম।
বেত্থ নারায়ণানন্তমাত্মানং পরমেশ্বরম্।
মহাদেবং মহাযোগং স্বেন যোগেন কেশব ॥৮৩
শ্রুত্বা তদ্বচনং কৃষ্ণঃ প্রহসন্ বৈ বৃষধ্বজম্।
উবাচাবীক্ষ্য বিশ্বেশং দেবীঞ্চ হিমশৈলজাম্॥
জ্ঞাতং হি ভবতা সর্ব্বং স্বেন যোগেন শঙ্কর।
ইচ্ছাম্যাত্মসমং পুত্রং ত্বদ্ভক্তং দেহি শঙ্কর ॥৮৫
তথাস্ত্বিত্যাহ বিশ্বাত্মা প্রহৃষ্টমনসা হরঃ।
দেবীমালোক্য গিরিজাং কেশবং পরিষস্বজে॥
ততঃ সা জগতাং মাতা শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী।
ব্যাজহার হৃষীকেশং দেবী হিমগিরীন্দ্রজা ॥৮৭
অহং জানে তবানন্ত নিশ্চলাং সর্ব্বদাচ্যুত।
অনন্যামীশ্বরে ভক্তিমাত্মন্যপি চ কেশব॥ ৮৮
ত্বং হি নারায়ণঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বাত্মা পুরুষোত্তমঃ।
প্রার্থিতো দৈবতৈঃ পূর্ব্বং সঞ্জাতো দেবকীসুতঃ
পশ্য ত্বমাত্মনাত্মানমাত্মানং মম সম্প্রতি।
নাবয়োর্ব্বিদ্যতে ভেদ একং পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥ ৯০
ইমানিহ বরানিষ্টান্ মত্তো গৃহ্লীষ্ব কেশব।
সর্ব্বজ্ঞত্বং তথৈশ্বর্য্যং জ্ঞানং তৎ পারমেশ্বরম্।
ঈশ্বরে নিশ্চলাং ভক্তিমাত্মন্যপি পরং বলম্॥ ৯১
এবমুক্তস্তয়া কৃষ্ণো মহাদেব্যা জনার্দ্দনঃ।
আশিষঃ শিরসাগৃহ্নাদ্দেবোঽপ্যাহ মহেশ্বরঃ॥
প্রগৃহ্য কৃষ্ণং ভগবানথেশঃ
করেণ দেব্যা সহ দেবদেবঃ।
সম্পূজ্যমানো মুনিভিঃ সুরেশৈ-
র্জগাম কৈলাসগিরিং গিরীশঃ॥ ৯৩

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে সোমবংশে যদুবংশানুকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণতপশ্চরণং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫॥

সকলকামিগণের প্রার্থনা সিদ্ধি করেন। হে পুরুষোত্তম! আপনিই আমার নারায়ণনাম্নী পরমা মূর্ত্তি, আপনা ব্যতিরেকে সমস্ত বিশ্ব প্রনষ্ট হইয়া যায়; হে নারায়ণ কেশব! আপনি স্বীয় যোগে আপনাকেই অনন্ত পরমেশ্বর মহাযোগ মহাদেব বলিয়া জানিতেছেন। ৭৪—৮৩। কৃষ্ণ তাঁহার বাক্য শুনিয়া দেবী হিমশৈলজা এবং বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়া সহাস্যমুখে বৃষধ্বজকে বলিতে লাগিলেন,—হে শঙ্কর! আপনি আত্মযোগবলে সমস্ত জানিতে পারিয়াছেন; হে শঙ্কর! আমি আপনার তুল্য ও আপনার ভক্ত একটী পুত্র কামনা করিতেছি। তখন বিশ্বাত্মা হর "তথাস্তু" এই কথা কহিলেন এবং প্রহৃষ্টমনে গিরিজাদেবীকে দেখিয়া কেশবকে আলিঙ্গন করিলেন। তদনন্তর জগন্মাতা শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী দেবী হিমালয়-তনয়া হৃষীকেশকে বলিতে লাগিলেন,—হে অনন্ত অচ্যুত কেশব! পরমাত্মার প্রতি এবং মহেশ্বরের প্রতি আপনার যে অচলা এবং অনন্যপরায়ণা ভক্তি রহিয়াছে তাহা আমি জানি; আপনিই সাক্ষাৎ সর্ব্বাত্মা পুরুষোত্তম নারায়ণ, পূর্ব্বে দেবগণের প্রার্থনায় কেবল দেবকীর পুত্র হইয়াছেন মাত্র। এক্ষণে আপনি আপনার আত্মা ও আমার আত্মাকে দেখুন, আমাদের উভয়ের কোন ভেদ নাই; পণ্ডিতেরা আমাদের উভয়কে একই দেখিয়া থাকেন। হে কেশব! আপনি এক্ষণে আমার নিকট হইতে সর্ব্বজ্ঞত্ব, ঐশ্বর্য্য, পারমেশ্বর জ্ঞান, ঈশ্বরে নিশ্চলা ভক্তি এবং আপনার সর্ব্বোত্তম বল, এই কয়েকটী ইষ্ট বর গ্রহণ করুন ৮৪—৯০। জনার্দ্দন কৃষ্ণ মহাদেবীকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া আপনার মস্তকে আশীর্ব্বাদসকল গ্রহণ করিলেন এবং মহেশ্বরও আশীর্ব্বাক্য বলিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ ঈশ্বর দেবদেব গিরিশ, দেবগণ ও মুনিগণকর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া এবং হস্তধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করত (সঙ্গে লইয়া) দেবীর সহিত কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিলেন। ৯১—৯৩।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৫॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

প্রবিশ্য মেরুশিখরং কৈলাসং কনকপ্রভম্।
ররাম ভগবান্ সোমঃ কেশবেন মহেশ্বরঃ॥ ১
অপশ্যংস্তে মহাত্মানং কৈলাসগিরিবাসিনঃ।
পূজয়াঞ্চক্রিরে কৃষ্ণং দেবং নারায়ণং প্রভুম্॥২
চতুর্ব্বাহুমুদারাঙ্গং কালমেঘসমপ্রভম্।
কিরীটিনং শার্ঙ্গপাণিং শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্॥ ৩
দীর্ঘবাহুং বিশালাক্ষং পীতবাসসমচ্যুতম্।
দধানমুরসা মালাং বৈজয়ন্তীমনুত্তমাম্॥ ৪
ভ্রাজমানং শ্রিয়া দেব্যা যুবানমতিকোমলম্।
পদ্মাঙ্ঘ্রিং পদ্মনয়নং সস্মিতং সদ্গতিপ্রদম্॥ ৫
কদাচিৎ তত্র লীলার্থং দেবকীনন্দবর্দ্ধনঃ।
ভ্রাজমানঃ শ্রিয়া কৃষ্ণশ্চচার গিরিকন্দরে॥ ৬
গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং মুখ্যা নাগকন্যাশ্চ কৃৎস্নশঃ।
সিদ্ধা যক্ষাশ্চ গন্ধর্ব্বা দেবাস্তত্র জগন্ময়ম্॥ ৭
দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যং পরং গত্বা হর্ষাদুৎফুল্ললোচনাঃ।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি তস্য মূর্দ্ধ্নি মহাত্মনঃ॥ ৮
গন্ধর্ব্বকন্যকা দিব্যাস্তদ্বদপ্সরসো বরাঃ।
দৃষ্ট্বা চকমিরে কৃষ্ণং স্রস্তবস্ত্রবিভূষণাঃ॥ ৯
কাশ্চিদ্গায়ন্তি বিবিধং গানং গীতবিশারদাঃ।
সম্প্রেক্ষ্য দেবকীসূনুং সুন্দরং কামমোহিতাঃ॥
কাশ্চিদ্ভূষণবর্য্যাণি স্বাঙ্গাদাদায় সাদরম্।
ভূষয়াঞ্চক্রিরে কৃষ্ণং কামিন্যো লোকভূষণম্॥
কাশ্চিদ্ভূষণবর্য্যাণি সমাদায় তদঙ্গতঃ।
স্বাত্মানং ভূষয়ামাসুঃ স্বাত্মকৈরপি মাধবম্॥ ১৩
কাচিদাগত্য কৃষ্ণস্য সমীপং কামমোহিতা।
চুচুম্ব বদনাম্ভোজং হরের্মুগ্ধমৃগেক্ষণা॥ ১৪
প্রগৃহ্য কাচিদ্গোবিন্দং করেণ ভবনং স্বকম্।
প্রাপয়ামাস লোকাদিং মায়য়া তস্য মোহিতা॥

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন ;—ভগবান্ মহেশ্বর কনকপ্রভ মেরুশিখর কৈলাসে প্রবেশ করিয়া দেবী ভগবতী ও কেশবের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কৈলাসপর্ব্বতবাসিগণ চতুর্ব্বাহু উদারাঙ্গ, কালমেঘসমপ্রভ কিরীটী শার্ঙ্গপাণি শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষাঃ দীর্ঘবাহু বিশালনেত্র পীতবাসাঃ অচ্যুত, বক্ষঃস্থলে অনুত্তম বৈজয়ন্তী-মালাধারী, রমণীয় শোভায় সুশোভিত, অতিকোমল, যুবা, পদ্মাঙ্ঘ্রি, পদ্মনয়ন, সস্মিত, সদ্গতিপ্রিয়, প্রভু নারায়ণ মহাত্মা কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যে সুশোভিত দেবকীনন্দবর্দ্ধন ভগবান্ কৃষ্ণ একদিন তথায় লীলা করিবার নিমিত্ত গিরিকন্দরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব দেবগণ এবং নাগকন্যা ও প্রধান প্রধান অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণের কন্যা—সকলেই জগন্ময়কে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ললোচন হইল এবং নিরতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভগবানের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। স্বর্গীয় গন্ধর্ব্বকন্যারা এবং উত্তম উত্তম অপ্সরারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বিগলিত-বস্ত্র ও বিগলিত-ভূষণ হইয়া গেল এবং সকলেই মনে মনে তাঁহাকে কামনা করিতে লাগিল। কোন কোন গীতচতুরা কামিনী সুন্দর দেবকীনন্দনকে দেখিয়া কামমোহিত হইয়া বিবিধপ্রকার গান করিতে লাগিল। ১—১০। বিলাসবহুলা কোন রমণী তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ তাঁহার সস্মিত বদন দর্শন করিয়া তাঁহার বদনসুধা পান করিল। কোন কোন কামিনী নিজের অঙ্গ হইতে ভাল ভাল ভূষণ উন্মোচন করিয়া লোকভূষণ কৃষ্ণকে সাদরে ভূষিত করিতে লাগিল। অপর কোন কোন রমণী তাঁহার অঙ্গ হইতে ভাল ভাল অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া আপনাদের অঙ্গসকল অলঙ্কৃত করিতে লাগিল এবং আপনাদের ভূষণদ্বারা মাধবকে অলঙ্কৃত করিতে লাগিল। মুগ্ধমৃগনেত্রা অপর কোন কামিনী কামমোহিত হইয়া কৃষ্ণের নিকটে আসিয়া হরির মুখপদ্মে চুম্বন করিতে লাগিল। কোন কামিনী তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া লোকাদি গোবিন্দের হস্ত

তাসাং স ভগবান্ কৃষ্ণঃ কামান্ কমললোচনঃ।
বহুনি কৃত্বা রূপাণি পূরয়ামাস লীলয়া ॥ ১৬
এবং বৈ সুচিরং কালং দেবদেবপুরে হরিঃ।
রেমে নারায়ণঃ শ্রীমান্ মায়য়া মোহয়ন্ জগৎ ॥
গতে বহুতিথে কালে দ্বারবত্যা নিবাসিনঃ।
বভূবুর্বিকলা ভীতা গোবিন্দবিরহে জনাঃ ॥ ১৮
ততঃ সুপর্ণো বলবান্ পূর্ব্বমেব বিসর্জ্জিতঃ।
স কৃষ্ণং মার্গমাণস্তু হিমবন্তং যযৌ গিরিম্ ॥ ১৯
অদৃষ্ট্বা তত্র গোবিন্দং প্রণম্য শিরসা মুনিম্।
আজগামোপমন্যুং তং পুরীং দ্বারবতীং পুনঃ২০
তদন্তরে মহাদৈত্যা রাক্ষসাশ্চাতিভীষণাঃ।
আজগ্মুর্দ্বারকাং শুভ্রাং ভীষয়ন্তঃ সহস্রশঃ ॥ ২১
স তান্ সুপর্ণো বলবান্ কৃষ্ণতুল্যপরাক্রমঃ।
হত্বা যুদ্ধেন মহতা রক্ষতি স্ম পুরীং শুভাম্ ॥২২
এতস্মিন্নেব কালে তু নারদো ভগবানৃষিঃ।
দৃষ্ট্বা কৈলাসশিখরে কৃষ্ণং দ্বারবতীং গতঃ ॥ ২
তে দৃষ্ট্বা নারদমৃষিং সর্ব্বে তত্র নিবাসিনঃ।
প্রোচুর্নারায়ণো নাথঃ কুত্রাস্তে ভগবান্ হরিঃ ॥
স তানুবাচ ভগবান্ কৈলাসশিখরে হরিঃ।
রমতেঽদ্য মহাযোগী তং দৃষ্ট্বাহমিহাগতঃ ॥ ২৫
তস্যোপশ্রুত্য বচনং সুপর্ণঃ পততাং বরঃ।
জগামাকাশগো বিপ্রাঃ কৈলাসং গিরিমুত্তমম্॥
দদর্শ দেবকীসূনং ভবনে রত্নমণ্ডিতে।
বরাসনস্থং গোবিন্দং দেবদেবান্তিকে হরিম্॥২৭
উপাস্যমানমমরৈর্দিব্যস্ত্রীভিঃ সমন্ততঃ।
মহাদেবগণৈঃ সিদ্ধৈর্যোগিভিঃ পরিবারিতম্ ॥২৮
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ সুপর্ণঃ শঙ্করং শিবম্।
নিবেদয়ামাস হরিং প্রবৃত্তং দ্বারকাপুরে ॥ ২৯
ততঃ প্রণম্য শিরসা শঙ্করং নীললোহিতম্।
আজগাম পুরীং কৃষ্ণঃ সোঽনুজ্ঞাতো হরেণ তু

ধারণ করিয়া আপনার ভবনে লইয়া গেল। ভগবান্ কমললোচন কৃষ্ণ বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়া সেই কামিনীগণের কামনা অবলীলাক্রমে পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমান্ নারায়ণ হরি মহাদেবের পুরে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়া নিজের মায়াবলে সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করত এইরূপ আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বহুকাল গত হইলে দ্বারকানিবাসিগণ সকলেই গোবিন্দের বিরহে অতিমাত্র ভীত ও বিকলচিত্ত হইয়া উঠিল। বলবান্ গরুড় ইতিপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে প্রেরিত হইয়াছিলেন; তিনি তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া মহামুনি উপমন্যুকে প্রণাম করিয়া পুনরায় দ্বারকায় আগমন করিলেন। ১১—২০। এই অবসরে সহস্র সহস্র অতিভীষণ রাক্ষস ও মহাদৈত্যগণ ভয় দেখাইবার জন্য শুভ্রা দ্বারকায় আগমন করিতে লাগিল। কৃষ্ণতুল্যপরাক্রম বলবান্ সুপর্ণ তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পবিত্র দ্বারকাপুরী রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ নারদ ঋষি এই সময়ে কৈলাসশিখরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। দ্বারকাবাসী সকলেই নারদ ঋষিকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, প্রভু ভগবান্ নারায়ণ হরি এক্ষণে কোথায় আছেন? ভগবান নারদ তাহাদিগকে বলিলেন,—মহাযোগী হরি এখন কৈলাসশিখরে ক্রীড়া করিতেছেন, আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া এখানে আগমন করিয়াছি। হে বিপ্রগণ! পতত্রিরাজ সুপর্ণ তাঁহার বাক্য শুনিয়া আকাশপথে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে গমন করিলে এবং সেখানে দেখিতে পাইলেন যে, রত্নমণ্ডিত ভবনে দেবদেব মহাদেবের পার্শ্বে দিব্য আসনের উপরে ভগবান্ দেবকীনন্দন গোবিন্দ বসিয়া রহিয়াছেন, আর চতুর্দ্দিকে সিদ্ধ, যোগী, গণদেবতা, দেববৃন্দ ও দিব্যস্ত্রীগণ তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। অনন্তর সুপর্ণ শঙ্কর শিবকে দণ্ডবৎ ভূমিতলে প্রণাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকার বিবরণ নিবেদন করিলেন। তদনন্তর কৃষ্ণ নীললোহিত শঙ্করকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার আজ্ঞা লইয়া আপনার পুরীতে গমন

আরুহ্য কশ্যপসুতং স্ত্রীগণৈরভিপূজিতঃ।
বচোভিরমৃতাস্বাদৈর্ম্মানিতো মধুসূদনঃ ॥ ৩১
বীক্ষ্য যান্তমমিত্রঘ্নং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং বরাঃ।
অন্বগচ্ছন্ মহাযোগং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৩২
বিসর্জ্জয়িত্বা বিশ্বাত্মা সর্ব্বা এবাঙ্গনা হরিঃ।
যযৌ স তূর্ণং গোবিন্দো দিব্যাংদ্বারাবতীংপুরীম্
গতে দেবেঽসুররিপৌ ন কামিন্যো মুনীশ্বরাঃ।
নিশেব চন্দ্ররহিতা বিনা তেন চকাশিরে ॥৩৪
শ্রুত্বা পৌরজনাস্তূর্ণং কৃষ্ণাগমনমুত্তমম্।
মণ্ডয়াঞ্চক্রিরে দিব্যাং পুরীং দ্বারবতীং শুভাম্।
পতাকাভির্বিশালাভির্ধ্বজৈরন্তর্ব্বহিস্কৃতৈঃ।
মালাদিভিঃ পুরীং রম্যাং ভূষয়াঞ্চক্রিরে জনাঃ
অবাদয়ন্ত বিবিধান্ বাদিত্রান্ মধুরস্বনান্।
শঙ্খান্ সহস্রশো দধ্মু বীণাবাদান্ বিতেনিরে ॥

প্রবিষ্টমাত্রে গোবিন্দে পুরীং দ্বারবতীং শুভাম্
অগায়ন্ মধুরং গানং স্ত্রিয়ো যৌবনশোভিতাঃ
দৃষ্ট্বা ননৃতুরীশানং স্থিতাঃ প্রসাদমূর্দ্ধসু।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি বসুদেবসুতোপরি ॥ ৩৯
প্রবিশ্য ভবনং কৃষ্ণস্ত্বাশীর্ব্বাদাভিবর্দ্ধিতঃ।
বরাসনে মহাযোগী ভাতি দেবীভিরন্বিতঃ ॥৪০
সুরম্যে মণ্ডপে শুভ্রে শঙ্খাদ্যৈঃ পরিবারিতঃ।
আত্মজৈরভিতো মুখ্যৈঃ স্ত্রীসহস্রৈশ্চ সংবৃতঃ ॥
তত্রাসনবরে রম্যে জাম্ববত্যা সহাচ্যুতঃ।
ভ্রাজতে চোময়া দেবো যথা দেব্যা সমন্বিতঃ ॥
আজগ্মুর্দেবগন্ধর্ব্বা দ্রষ্টুং লোকাদিমব্যয়ম্।
মহর্ষয়ঃ পূর্ব্বজাতা মার্কণ্ডেয়াদয়ো দ্বিজাঃ ॥ ৪৩
ততঃ স ভগবান্ কৃষ্ণো মার্কণ্ডেয়ং সমাগতম্।
ননামোত্থায় শিরসা স্বাসনঞ্চ দদৌ হরিঃ ॥৪৪

করিলেন। ১১—৩০। মধুসূদন গরুড়ের উপর আরোহণ করিলে পর কামিনীগণ, তাঁহার পূজা করিতে লাগিল এবং অমৃতায়মান বাক্যদ্বারা তাঁহার সম্মান করিতে লাগিল। অমিত্রঘ্ন মহাযোগী শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ভগবান্ চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া উত্তম উত্তম অপ্সরা-কন্যারা ও গন্ধর্ব্ব-কন্যারা তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। বিশ্বাত্মা গোবিন্দ হরি সেই সমস্ত কামিনী-দিগকে বিদায় দিয়া সত্বর দিব্যপুরী দ্বারকায় গমন করিলেন। হে মুনীশ্বরগণ! চন্দ্র অস্তমিত হইলে যেরূপ নিশার শোভা বিনষ্ট হইয়া থাকে, মুরারি গমন করিলে তাঁহার বিরহে তত্রত্য কামিনীগণও তদ্রূপ ম্লানভাবাপন্ন হইয়াছিল। পুরবাসী লোকেরা শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আপনাদের পবিত্র ও দিব্য পুরী দ্বারবতীকে সুশোভিত করিতে লাগিল। তত্রত্য লোকেরা পুরীর অভ্যন্তরে ও বাহিরে ধ্বজা ও পতাকাসকল বিন্যস্ত করিতে লাগিল, পুষ্পমালাদ্বারা সেই রমণীয় দ্বারকাকে অলঙ্কৃত করিতে লাগিল; নগরমধ্যে মধুরধ্বনি বিবিধ বাদ্যসকল বাজাইতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র শঙ্খ ও বীণার ধ্বনি করিতে লাগিল। ভগবান্ গোবিন্দ পবিত্র পুরী দ্বারকায় প্রবেশ করিলে পর, যৌবন-শোভিতা রমণীগণ মধুরস্বরে গান করিতে লাগিল। প্রাসাদ-শৃঙ্গস্থ কামিনীগণ ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল এবং তাঁহার মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। মহাযোগী কৃষ্ণ সকলের আশীর্ব্বাদে অভিবর্দ্ধিত হইয়া ভবনে প্রবেশ করত শঙ্খাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া সুরম্য শুভ্র মণ্ডপে বরাসনে দেবী সকলের সহিত বসিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রধান প্রধান শঙ্খাদি পুত্রগণ ও উত্তম উত্তম সহস্র সহস্র রমণী তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া রহিলেন। ৩১—৪১। দেবী উমার সহিত উপবেশন করিলে মহাদেবের যেরূপ শোভা হইয়া থাকে, সেই রমণীয় আসনে জাম্ববতীর সহিত উপবেশন করাতে নারায়ণেরও তদ্রূপ শোভা হইয়াছিল। হে দ্বিজগণ! দেব, গন্ধর্ব্ব ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়াদি ঋষিগণ অব্যয় লোকাদি হরিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ হরি মার্কণ্ডেয়কে সমাগত দেখিয়া আপনার

সম্পাজ্য তানৃষিগণান্ প্রণামেন সহানুগঃ।
বিসর্জয়ামাস হরির্দত্ত্বা তদভবাঞ্ছিতান্ ॥ ৪৫
তদা-মধ্যাহ্নসময়ে দেবদেবঃ স্বয়ং হরিঃ।
স্নাতঃ শুক্লাম্বরো ভানুমুপতিষ্ঠন্ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৪৬
জজাপ জাপ্যং বিধিবৎ প্রেক্ষমাণো দিবাকরম্
তর্পয়ামাস দেবেশো দেবান্ পিতৃগণান মুনীন
প্রবিশ্য দেবভবনং মার্কণ্ডেয়েন চৈব হি।
পূজয়ামাস লিঙ্গস্থং ভূতেশং ভূতিভূষণম্ ॥ ৪৮
সমাপ্য নিয়মং সর্ব্বং নিয়ন্তা স স্বয়ং নৃণাম্।
ভোজয়িত্বা মুনিবরং ব্রাহ্মণানভিপূজ্য চ ॥ ৯
কৃত্বাত্মযোগং বিপ্রেন্দ্রা মার্কণ্ডেয়েন চাচ্যুতঃ।
কথাং পৌরাণিকীং পুণ্যাং চক্রে পুত্রাদিভির্বৃতঃ
অথ তৎ সর্ব্বমখিলং দৃষ্ট্বা কর্ম্ম মহাত্মনঃ।
মার্কণ্ডেয়ো হসন্ কৃষ্ণং বভাষে মধুরং বচঃ ॥৫১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
কঃ সমারাধ্যতে দেবো ভবতা কর্ম্মভিঃ শুভৈঃ
ব্রূহি ত্বং কর্ম্মভিঃ পূজ্যো যোগিনাং ধ্যেয় এব চ।
ত্বং হি তৎ পরমং ব্রহ্ম নির্ব্বাণমমলং পদম্।
ভারাবতরণার্থায় জাতো বৃষ্ণিকুলে প্রভুঃ ॥ ৫৩
তমব্রবীন্মহাবাহুঃ কৃষ্ণো ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
শৃণ্বতামেব পুত্রাণাং সর্ব্বেষাং প্রহসন্নিব ॥ ৫৪
শ্রীভগবানুবাচ।
ভবতা কথিতং সর্ব্বং তথ্যমেব ন সংশয়ঃ।
তথাপি দেবমীশানং পূজয়ামি সনাতনম্ ॥৫৫
ন মে বিপ্রাস্তি কর্ত্তব্যং নানবাপ্তং কথঞ্চন।
পূজয়ামি তথাপীশং জানন্ বৈ পরমং শিবম্ ॥৫৬
ন বৈ পশ্যন্তি তং দেবং মায়য়া মোহিতা জনাঃ
ততশ্চৈবাত্মনো মূলং জ্ঞাপয়ন্ পূজয়ামি তম্ ॥৭
ন চ লিঙ্গার্চ্চনাৎ পুণ্যং লোকে দুর্গতিনাশনম্

মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন এবং মহর্ষিকে আপনার আসন প্রদান করিলেন। ভগবান্ হরি আপনার অনুচরগণের সহিত সেই সকল ঋষিদিগের পূজা করিয়া তাঁহাদের বাঞ্ছিত বস্তু প্রদানপূর্ব্বক আপন আপন আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন। তদনন্তর নারায়ণ মধ্যাহ্নসময়ে স্নান করিয়া শুক্লাম্বর পরিধানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া ভানুর উপস্থান করিতে লাগিলেন; দেবেশ নারায়ণ, সূর্য্য দর্শন করিতে করিতে যথাবিধানে জপ সমাপ্ত করিলেন। তৎপরে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ সমাধান করিলেন এবং মার্কণ্ডেয়ের সহিত দেবভবনে প্রবেশ করিয়া লিঙ্গস্থ ভূতিভূষণ ভূতনাথের পূজা করিলেন। হে বিপ্রেন্দ্রসকল! অনন্তর সকল মনুষ্যের নিয়ন্তা সেই হরি আপনার সমস্ত নিয়ম সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিলেন এবং মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে ভোজন করাইয়া, আত্মযোগ সমাপনপূর্ব্বক পুত্রাদিদ্বারা পরিবৃত হইয়া, মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের সহিত পৌরাণিকী পবিত্র কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহামুনি মার্কণ্ডেয় এই সমস্ত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে মধুর বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪২—৫১। মার্কণ্ডেয় কহিলেন—যাবতীয় লোকে কর্ম্মদ্বারা আপনারই পূজা করিয়া থাকে এবং যোগিগণ আপনারই ধ্যান করে, কিন্তু আপনি পুণ্যকর্ম্মদ্বারা কোন্ দেবতার আরাধনা করিতেছেন, তাহা আমাকে বলুন। আপনিই সেই পরমব্রহ্ম ও নির্ব্বাণস্বরূপ অমলপদ, আপনিই ভারাবতরণের নিমিত্ত বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্বর মহাবাহু কৃষ্ণ শ্রবণসমুৎসুক পুত্রগণের সমক্ষেই হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—আপনি যাহা যাহা বলিলেন, সে সমস্তই সত্য, সন্দেহ নাই; তথাপি আমি সনাতন মহেশ্বরের পূজা করিতেছি। হে বিপ্র! আমার কিছুই কর্ত্তব্য নাই, এবং আমার প্রার্থয়িতব্যও কিছুই নাই, তথাপি সমস্ত জানিয়াও আমি পরম শিব মহেশ্বরেরই পূজা করিতেছি। লোকে কামমোহিত হইয়া মোহবশতঃ সেই দেবাদিদেবকে দেখিতে পায় না, সেই হেতু মহাদেবই আত্মার মূল, ইহা জানাইবার নিমিত্তই আমি তাঁহার পূজা করিতেছি। শিবলিঙ্গ পূজা করা অপেক্ষা লোকমধ্যে আর পুণ্যকর

তথা লিঙ্গে হিতায়ৈষাং লোকানাং পূজয়েচ্ছিবম্
যোঽহং তল্লিঙ্গমিত্যাহুর্বেদবাদাবিদো জনাঃ।
ততোঽহমাত্মনীশানং পূজয়াম্যাত্মনৈব তু ॥৫৯
তস্যৈব পরমা মূর্ত্তিস্তন্ময়োঽহং ন সংশয়ঃ।
নাবয়োর্বিদ্যতে ভেদো বেদেষ্বেবং বিনিশ্চয়ঃ ॥
এষ দেবো মহাদেবঃ সদা সংসারভীরুভিঃ।
ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ বন্দ্যশ্চ জ্ঞেয়ো লিঙ্গে মহেশ্বরঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কিং তল্লিঙ্গং সুরশ্রেষ্ঠ লিঙ্গে সম্পূজ্যতে চ কঃ
ব্রূহি কৃষ্ণ বিশালাক্ষ গহনং হ্যেতদুত্তমম্ ॥৬২

শ্রীভগবানুবাচ।

অব্যক্তং লিঙ্গমিত্যাহুরানন্দং জ্যোতিরক্ষরম্।
বেদা মহেশ্বরং দেবমাহুর্লিঙ্গিনমব্যয়ম্ ॥৬৩
পুরা চৈকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
প্রবোধার্থং ব্রহ্মণো মে প্রাদুর্ভূতো মহাশিবঃ ॥
তস্মাৎ কালাৎ সমারভ্য ব্রহ্মা চাহং সদৈব হি
পূজয়াবো মহাদেবং লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কথং লিঙ্গমভূৎ পূর্ব্বমৈশ্বরং পরমং পদম্।
প্রবোধার্থং স্বয়ং কৃষ্ণ বক্তুমর্হসি সাম্প্রতম্ ॥ ৬৬

শ্রীভগবানুবাচ।

আসীদেকার্ণবং ঘোরমবিভাগং তমোময়ম্।
মধ্যে চৈকার্ণবে তস্মিন্ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৬৭
সহস্রশীর্ষা ভূত্বাহং সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সহস্রবাহুঃ পুরুষঃ শয়িতোঽহং সনাতনঃ ॥৬৮
এতস্মিন্নন্তরে দূরে পশ্যামি হ্যমিতপ্রভম্।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং ভ্রাজমানং শ্রিয়াবৃতম্ ॥৬৯
চতুর্ব্বক্ত্রং মহাযোগং পুরুষং কারণং প্রভুম্।
কৃষ্ণাজিনধরং দেবমৃগ্‌যজুঃসামভিঃ স্তুতম্ ॥ ৭০
নিমেষমাত্রেণ স মাং প্রাপ্তো যোগবিদাংবরঃ
ব্যাজহার স্বয়ং ব্রহ্মা স্ময়মানো মহাদ্যুতিঃ ॥৭১
কস্ত্বং কুতো বা কিঞ্চেহ তিষ্ঠসে বদ মে প্রভো

নাই এবং দুর্গতি-খণ্ডনেরও অপর কোন উপায় নাই; অতএব এই সমস্ত লোকের হিতের জন্য লিঙ্গে শিবের পূজা করিবে। বেদতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা আমাকেই সেই শিবলিঙ্গ বলিয়া থাকেন, অতএব আমিই স্বয়ং আপনাতে মহাদেবের পূজা করিতেছি। আমিই সেই শিবের পরমা মূর্ত্তি এবং আমিই শিবময়, আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, বেদে ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে। অতএব সংসারভীরু লোকেরা সর্ব্বদাই লিঙ্গে সেই দেবদেব মহেশ্বরের ধ্যান, পূজা ও বন্দনা করিবে। ৫২—৬১। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ বিশালাক্ষ কৃষ্ণ! সেই লিঙ্গ কি পদার্থ এবং লিঙ্গে কাহারই বা পূজা করিতে হয়? এই গম্ভীর ও উৎকৃষ্ট বিষয়টী আমাকে বলিয়া দিন। ভগবান্ কহিলেন,—লিঙ্গ, অব্যক্ত আনন্দস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় এবং অক্ষর; বেদে মহেশ্বরই অব্যয় ও লিঙ্গরূপী দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে ঘোর একার্ণব সময়ে স্থাবর-জঙ্গম বিলুপ্ত হইলে পর, ব্রহ্মার এবং আমার প্রবোধের নিমিত্ত মহাশিব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সেই অবধি ব্রহ্মা এবং আমি সমস্ত লোকের হিতের নিমিত্ত সর্ব্বদাই মহাদেবের পূজা করিয়া থাকি। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! পূর্ব্বে আপনাদের প্রবোধের জন্য কি প্রকারে পরমপদ ঐশ্বর লিঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে বলুন। ভগবান্ কহিলেন,—পূর্ব্বে যখন ঘোর অবিভক্ত তমোময় একার্ণব ছিল, তখন আমি সেই একার্ণবের মধ্যে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রবাহু, সনাতন পুরুষ হইয়া শয়ন করিয়া ছিলাম। এমন সময়ে দূরে অমিততেজাঃ কোটিসূর্য্যপ্রতিকাশ, সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন, দীপ্তিবিশিষ্ট, চতুর্ব্বক্ত্র, মহাযোগী, জগতের কারণ, কৃষ্ণাজিনধর, ঋক্ যজুঃ সাম মন্ত্র দ্বারা অভিষ্টুত ও বিভু আদিপুরুষকে দেখিতে পাইলাম। ৬২—৭০। সেই যোগবিদ্বর মহাদ্যুতি স্বয়ং ব্রহ্মা নিমেষমাত্রের মধ্যে আমার নিকটে আগমন করিলেন এবং বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে প্রভো! আপনি কে? কোথা হইতে আসিয়া-

অহং কর্ত্তা হি লোকানাং স্বয়ম্ভূঃ প্রপিতামহঃ।
এবমুক্তস্তদা তেন ব্রহ্মণাহমুবাচ হ।
অহং কর্ত্তাস্মি লোকানাং সংহর্ত্তা চ পুনঃপুনঃ
এবং বিবাদে বিততে মায়য়া পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রবোধার্থং পরং লিঙ্গং প্রাদুর্ভূতং শিবাত্মকম্।
কালানলসমপ্রখ্যং জ্বালামালাসমাকুলম্।
ক্ষয়বৃদ্ধিবিনির্মুক্তমাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্॥ ৭৫
ততো মামাহ ভগবানধো গচ্ছ ত্বমাশু বৈ।
অন্তমস্য বিজানীব ঊর্দ্ধং গচ্ছেম ইত্যজঃ॥ ৭৬
তদাশু সময়ং কৃত্বা গতাবূর্দ্ধমধশ্চ তৌ।
পিতামহোঽপ্যহং নান্তংজ্ঞাতবন্তৌ সমেত্য তৌ
ততো বিস্ময়মাপন্নৌ ভীতৌ দেবস্য শূলিনঃ।
মায়য়া মোহিতৌ তস্য ধ্যায়ন্তৌ বিশ্বমীশ্বরম্॥৭৮
শ্রুতবন্তৌ মহানাদমোঙ্কারং পরমং পদম্।
তং প্রাঞ্জলিপুটৌ ভূত্বা শম্ভুং তুষ্টুবতুঃ পরম্॥৭৯

অনাদিমূলসংসাররোগবৈদ্যায় শম্ভবে।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে॥ ৮০
প্রলয়ার্ণবসংস্থায় প্রলয়োদ্ভূতিহেতবে।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে॥ ৮১
জ্বালামালাবৃতাঙ্গায় জ্বলনস্তম্ভরূপিণে।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে॥ ৮২
আদিমধ্যান্তহীনায় স্বভাবামলদীপ্তয়ে।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে॥ ৮৩
মহাদেবায় মহতে জ্যোতিষেঽনন্ততেজসে।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে॥ ৮৪
প্রধানপুরুষেশায় ব্যোমরূপায় বেধসে।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে॥ ৮৫
নির্ব্বিকারায় সত্যায় নিত্যায় তুলতেজসে।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে॥ ৮৬
বেদান্তসাররূপায় কালরূপায় ধীমতে।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে॥ ৮৭
এবং সংস্তূয়মানস্তু ব্যক্তো ভূত্বা মহেশ্বরঃ।

ছেন? এবং এখানেই বা কি নিমিত্ত রহিয়াছেন? আমি জগতের কর্ত্তা স্বয়ম্ভূ প্রপিতামহ। তখন আমি সেই ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলাম যে, আমিই এই জগৎকে পুনঃপুনঃ সৃজন করিতেছি। পরমেষ্ঠীর মায়ায় আমাদের এই প্রকার বিবাদ আরম্ভ হইলে, আমাদের প্রবোধের জন্য এক কালানলসমপ্রভ, জ্বালামালা-সমাকুল, ক্ষয়-বৃদ্ধি-রহিত আদি-মধ্যান্ত-বর্জ্জিত, শিবাত্মক পরলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ অজ ব্রহ্মা আমাকে বলিলেন,—আপনি শীঘ্র ইহার নিম্নপ্রদেশে গমন করুন এবং আমি ইহার ঊর্দ্ধদেশে যাই, আমরা দুইজনে ইহার অন্ত জানিব। অনন্তর পিতামহ এবং আমি নিয়ম করিয়া সেই লিঙ্গের ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে গমন করিলাম, কিন্তু কেহই তাঁহার অন্ত জানিতে পারিলাম না। অনন্তর শূলধারী মহাদেবের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মবিষ্ণুরূপী আমরা ভীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম এবং সমন্তই ঈশ্বরময়-ধ্যান করিতে করিতে পরমপদ মহানাদ ওঙ্কার শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলাম; পরে কৃতাঞ্জলিপুটে সেই পরম শম্ভু মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলাম। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু বলিলেন,—অনাদি-মূল সংসাররোগবৈদ্য শান্ত লিঙ্গমূর্ত্তি ব্রহ্মা শম্ভু মহেশ্বরকে নমস্কার। ৭৯—৮০। এই প্রলয়ার্ণবসংস্থিত প্রলয়োদ্ভবহেতু লিঙ্গমূর্ত্তি ব্রহ্ম শান্ত শিবকে নমস্কার। এই জ্বালামালা-বৃতাঙ্গ জ্বলনস্তম্ভরূপী লিঙ্গমূর্ত্তি ব্রহ্মময় শান্ত শিবকে নমস্কার। যিনি আদিমধ্যান্তহীন স্বভাবতঃ অমলদীপ্তি ও লিঙ্গমূর্ত্তি সেই ব্রহ্মময় শান্ত শিবকে নমস্কার। যিনি মহৎ জ্যোতির্ম্ময় মহাতেজাঃ মহাদেব ও লিঙ্গমূর্ত্তি, সেই ব্রহ্মময় শান্ত শিবকে নমস্কার করি। প্রধান-পুরুষেশ্বর ব্যোমরূপ বিধাতা যাঁহার লিঙ্গ-মূর্ত্তি, সেই ব্রহ্মময় শান্ত শিবকে নমস্কার। যিনি নির্ব্বিকার সত্য নিত্য ও অতুলতেজাঃ, সেই লিঙ্গমূর্ত্তি ব্রহ্মময় শিবকে প্রণাম। যিনি বেদান্ত-সাররূপ, কালরূপ ও ধীমান্, সেই ব্রহ্মময় শান্ত লিঙ্গমূর্ত্তি মহেশ্বরকে প্রণাম। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু [illegible] মহাদেবের স্তব

ভাতি দেবো মহাযোগী সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ ॥৮৮
বক্ত্রকোটিসহস্রেণ গ্রসমান ইবাম্বরম্।
সহস্রহস্তচরণঃ সূর্য্যসোমাগ্নিলোচনঃ ॥ ৮৯
পিনাকপাণির্ভগবান্ কৃত্তিবাসাস্ত্রিশূলধৃক্।
ব্যালযজ্ঞোপবীতশ্চ মেঘদুন্দুভিনিস্বনঃ ॥ ৯০
অথোবাচ মহাদেবঃ প্রীতোঽহং সুরসত্তমৌ।
পশ্যতং মাং মহাদেবং ভয়ং সর্ব্বং প্রমুচ্যতাম্॥
যুবাং প্রসূতৌ গাত্রেভ্যো মম পূর্ব্বং সনাতনৌ
অয়ং মে দক্ষিণে পার্শ্বে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
বামপার্শ্বে চ মে বিষ্ণুঃ পালকো হৃদয়ে হরঃ।
প্রীতোঽহং যুবয়োঃ সম্যগ্বরং দদ্মি যথেপ্সিতম্॥
এবমুক্ত্বাথ মাং দেবো মহাদেবঃ স্বয়ং শিবঃ।
আলিঙ্গ্য দেবং ব্রহ্মাণং প্রসাদাভিমুখোঽভবৎ

করিলে পর, মহাদেব তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। তখন সেই মহাযোগী কোটী সূর্য্যের প্রভা ধারণ করিলেন এবং সহস্রকোটী মুখদ্বারা যেন আকাশমণ্ডলকে গ্রাস করিতেই উদ্যত হইলেন। তাঁহার সহস্র হস্ত, সহস্র চরণ, চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিই তাঁহার নেত্রত্রিতয়, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, হস্তে ত্রিশূল ও পিনাক ধনুঃ, গলদেশে ব্যালযজ্ঞোপবীত এবং তাঁহার স্বর মেঘনির্ঘোষ অথবা দুন্দুভিধ্বনির ন্যায় গম্ভীর। ৮১—৯০। অনন্তর মহাদেব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে বলিলেন,—হে সুরসত্তমেরা! আমি তোমাদের উপরে প্রসন্ন হইয়াছি, তোমরা আর ভয় করিও না, দেখ আমি মহাদেব। পূর্ব্বে তোমরা আমারই দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তোমরা সনাতন; এই লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার দক্ষিণপার্শ্বে রহিয়াছেন এবং আমার বামপার্শ্বে পালনকর্ত্তা বিষ্ণু অবস্থান করিতেছেন, আর আমার হৃদয়মধ্যে হর বিরাজ করিতেছেন; আমি তোমাদের প্রতি সম্যক্ প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে তোমাদের যথাভিলষিত বর প্রদান করিব। মহাদেব স্বয়ং এইরূপ বলিয়া বিষ্ণুরূপী আমাকে এবং ব্রহ্মাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং আমাদের উভয়কে

ততঃ প্রহৃষ্টমনসৌ প্রণিপত্য মহেশ্বরম্
উচতুঃ প্রেক্ষ্য তদ্বক্ত্রং নারায়ণপিতামহৌ ॥ ৯৫
যদি প্রীতিঃ সমুৎপন্না যদি দেয়ো বরশ্চ নৌ।
ভক্তির্ভবতু নৌ নিত্যং ত্বয়ি দেব মহেশ্বরে ॥৯৬
ততঃ স ভগবানীশঃ প্রহসন্ পরমেশ্বরঃ।
উবাচ মাং মহাদেবঃ প্রীতঃ প্রীতেন চেতসা ॥৯৭
দেবদেব উবাচ।
প্রলয়স্থিতিসর্গাণাং কর্ত্তা ত্বং ধরণীপতে।
বৎস বৎস হরে বিশ্বং পালয়ৈতচ্চরাচরম্ ॥ ৯৮
ত্রিধা ভিন্নোঽস্ম্যহং বিষ্ণো ব্রহ্মবিষ্ণুহরাখ্যয়া।
সর্গরক্ষালয়গুণৈর্নির্গুণোঽপি নিরঞ্জনঃ ॥৯৯
সম্মোহং ত্যজ ভো বিষ্ণো পালয়ৈনং পিতামহম্
ভবিষ্যত্যেব ভগবাংস্তব পুত্রঃ সনাতনঃ ॥১০০
অহঞ্চ ভবতো বক্ত্রাৎ কল্পান্তে ঘোররূপধৃক্।
শূলপাণির্ভবিষ্যামি ক্রোধজস্তব পুত্রকঃ ॥ ১০১
এবমুক্ত্বা মহাদেবো ব্রহ্মাণং মুনিসত্তম।

বর দিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর নারায়ণরূপী আমি ও পিতামহ সন্তুষ্টচিত্তে মহাদেবকে প্রণিপাত করিয়া কহিলাম, হে দেব! যদি আমাদের প্রতি আপনার প্রীতি জন্মিয়া থাকে এবং আমাদিগকে বর দেওয়া যদি আপনার অভিমত হয়, তবে আমাদিগকে এই বর দিন, যেন আপনার প্রতি আমাদের চিরকাল ভক্তি থাকে। অনন্তর ভগবান্ মহেশ্বর আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, হাসিতে হাসিতে প্রসন্নমনে বলিতে লাগিলেন,—হে বৎস ধরণীপতে হরে! তুমিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা, তুমিই এই চরাচর বিশ্ব পালন করিয়া থাক। হে বিষ্ণো! আমি নিরঞ্জন ও নির্গুণ, তথাপি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নামে ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছি। হে বিষ্ণো! তুমি নিজের মোহ পরিত্যাগ কর এই পিতামহ ব্রহ্মাকে পালন কর; এই সনাতন ভগবান্ই তোমার পুত্র হইবেন। ৯০—১০০। আমিও তোমার ক্রোধজ পুত্ররূপে কল্পান্তে ঘোররূপধারী ও পিনাকপাণি হইয়া তোমার মুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত

অনুগৃহ্য চ মাং দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১০২
ততঃ প্রভৃতি লোকেষু লিঙ্গার্চ্চা সুপ্রতিষ্ঠিতা
লিঙ্গং তল্লয়নাদ্ ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমং বপুঃ ॥ ১০৩
এতল্লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং ভাষিতং তে ময়ানঘ।
এতদ্ বুধ্যন্তি যোগজ্ঞা ন দেবা ন চ দানবাঃ ॥
এতদ্ধি পরমং জ্ঞানমব্যক্তং শিবসংজ্ঞিতম্।
যেন সূক্ষ্মমচিন্ত্যং তৎ পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০৫
তস্মৈ ভগবতে নিত্যং নমস্কারং প্রকুর্ম্মহে।
মহাদেবায় দেবায় দেবদেবায় শূলিনে ॥ ১০৬
নমো বেদরহস্যায় নীলকণ্ঠায় বৈ নমঃ।
বিভীষণায় শান্তায় স্থাণবে যোগিনে নমঃ ॥
ব্রহ্মণে বামদেবায় ত্রিনেত্রায় মহীয়সে।
শঙ্করায় মহেশায় গিরীশায় শিবায় চ ॥ ১০৮
নমস্কুরুধ্ব সততং ধ্যায়ধ্ব চ মহেশ্বরম্।
সংসারসাগরাদস্মাদচিরাদুদ্ধরিষ্যতি ॥ ১০৯

এবং স বাসুদেবেন ব্যাহৃতো মুনিপুঙ্গবঃ।
জগাম মনসা দেবমীশানং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১০
প্রণম্য শিরসা কৃষ্ণমনুজ্ঞাতো মহামুনিঃ।
জগাম চেপ্সিতং দেশং দেবদেবস্য শূলিনঃ ॥১১১
য ইদং শ্রাবয়েন্নিত্যং লিঙ্গাধ্যায়মনুত্তমম্।
শৃণুয়াদ্বা পঠেদ্বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১১২
শ্রুত্বা সকৃদপি হ্যেতৎ তপশ্চরণমুত্তমম্।
বাসুদেবস্য বিপ্রেন্দ্রাঃ পাপং মুঞ্চতি মানবঃ ॥
জপেদ্বাহরহর্নিত্যং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
এবমাহ মহাযোগী কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ ॥ ১১৪

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে সোমবংশে যদুবংশানুকীর্ত্তনে কৃষ্ণতপস্যায়াং লিঙ্গাবির্ভাবো নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬॥

হইব। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে মুনিসত্তম মার্কণ্ডেয়! এইরূপ কহিয়াই মহেশ্বর, ব্রহ্মা ও আমার প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন। হে ব্রহ্মন্! সেই অবধিই লোকে শিবলিঙ্গের আরাধনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; প্রলয়ের কারণ বলিয়াই লোকে মহাদেবকে 'লিঙ্গ' বলে, সেই লিঙ্গই ব্রহ্মের পরম শরীর। হে অনঘ! শিবলিঙ্গের যেরূপ মাহাত্ম্য, তাহা আমি আপনাকে বলিলাম; যাঁহারা যোগজ্ঞ, তাঁহারাই ইহা বুঝিতে পারিবেন, অপর দেবতা কি দানব কেহই ইহা বুঝিতে সক্ষম হইবে না। ইহাই শিবনামক অব্যক্ত পরমজ্ঞান, এই জ্ঞান-শিক্ষা করিলেই লোকে জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা চিন্তার অগোচর সূক্ষ্ম পদার্থসকল দেখিতে পায়। আমি এই জন্য সেই ভগবান মহেশ্বরকে প্রতিদিন নমস্কার করি। তিনিই মহাদেব দেব-দেব শূলী; তিনিই বেদের রহস্য, নীলকণ্ঠ, বিভীষণ, শান্ত, স্থাণু এবং যোগী; তাঁহাকে নমস্কার। তিনিই ব্রহ্মা, বামদেব, ত্রিনেত্র, মহীয়ান্, শঙ্কর, মহেশ, গিরীশ এবং শিব, তাঁহাকে নমস্কার। সতত সেই মহেশ্বরকে নমস্কার করুন, তাঁহারই ধ্যান করুন; তাহা হইলে অচিরেই এই সংসারসাগর হইতে উদ্ধার লাভ করিবেন। সেই মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়, বাসুদেবকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া বিশ্বতোমুখ মহাদেবের প্রতিই আপনার চিত্ত সমর্পণ করিলেন। তখন মহামুনি, কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ-করত দেবদেবের অভীষ্ট স্থানে গমন করিলেন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই অনুত্তম লিঙ্গাধ্যায় অপরকে শ্রবণ করায় কিম্বা নিজে শ্রবণ করে অথবা পাঠ করে, সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! মহাযোগী প্রভু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিয়াছেন যে, বাসুদেবের এই উত্তম তপশ্চরণ-বৃত্তান্ত যে একবারমাত্র শ্রবণ করে, তাহার সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং যে ব্যক্তি প্রতিদিন ইহা জপ করে সে ব্রহ্মলোকে বাস করে।১০১—১১৪।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততো লব্ধবরঃ কৃষ্ণো জাম্ববত্যাং মহেশ্বরাৎ।
অজীজনন্মহাত্মানং শাম্বমাত্মজমুত্তমম্॥ ১
প্রদ্যুম্নস্য হ্যভূৎ পুত্রো হ্যনিরুদ্ধো মহাবলঃ।
তাবুভৌ গুণসম্পন্নৌ কৃষ্ণস্যৈবাপরে তনূ॥ ২
হত্বা চ কংসং নরকমন্যাংশ্চ শতশোঽসুরান্।
বিজিত্য লীলয়া শক্রং জিত্বা বাণং মহাসুরম্
স্থাপয়িত্বা জগৎ কৃৎস্নং লোকে ধর্ম্মাংশ্চ শাশ্বতান্।
চক্রে নারায়ণো গন্তুং স্বস্থানং বুদ্ধিমুত্তমম্॥ ৪
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রা ভৃগ্বাদ্যাঃ কৃষ্ণমীশ্বরম্।
আজগ্মুর্দ্বারকাং দ্রষ্টুং কৃতকার্য্যং সনাতনম্॥৫
স তানুবাচ বিশ্বাত্মা প্রণিপত্যাভিপূজ্য চ।
আসনেষূপবিষ্টান্ বৈ সহ রামেণ ধীমতা॥ ৬
গমিষ্যামি পরং স্থানং স্বকীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞিতম্।
কৃতানি সর্ব্বকার্য্যাণি প্রসীদধ্বং মুনীশ্বরাঃ॥ ৭
ইদং কলিযুগং ঘোরং সম্প্রাপ্তমধুনা শুভম্।
ভবিষ্যন্তি জনাঃ সর্ব্বে হ্যস্মিন্ পাপানুবর্ত্তিনঃ॥
প্রবর্ত্তয়ধ্বং বিজ্ঞানমজ্ঞানাঞ্চ হিতাবহম্।
যেনেমে কলিজৈঃ পাপৈর্মুচ্যন্তে হি দ্বিজোত্তমাঃ
যে মাং জনাঃ সংস্মরন্তি কলৌ সকৃদপি প্রভুম্
তেষাং নশ্যতি তৎ পাপং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে॥ ১০
যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি মাং ভক্ত্যা নিত্যং কলিযুগে দ্বিজাঃ।
বিধিনা বেদদৃষ্টেন তে গমিষ্যন্তি তৎপদম্॥ ১১
যে ব্রাহ্মণা বংশজাতা যুষ্মাকং বৈ সহস্রশঃ।
তেষাং নারায়ণে ভক্তির্ভবিষ্যতি কলৌ যুগে
পরাৎপরতরং যান্তি নারায়ণপরা জনাঃ।
ন তে তত্র গমিষ্যন্তি যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরম্॥১৩

সপ্তবিংশ অধ্যায়

সূত কহিলেন,—তদনন্তর কৃষ্ণ মহেশ্বরের বরে জাম্ববতীর গর্ভে শাম্ব নামে এক মহাত্মা ও উত্তম পুত্র উৎপাদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-তনয় প্রদ্যুম্নের অনিরুদ্ধ নামে এক মহাবল পুত্র হইয়াছিল। শাম্ব ও অনিরুদ্ধ উভয়েই গুণসম্পন্ন এবং উভয়েই যেন কৃষ্ণের অপর এক এক মূর্ত্তি। নারায়ণ হরি কংস নরক ও অন্যান্য শত শত অসুরের সংহার সাধন-পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে শক্র ও মহাসুর বাণকে জয় করিয়া, সমস্ত জগতের উদ্ধার সাধন করত সংসারে সনাতনধর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন; পরে আপনার স্বস্থানে যাইবার জন্য মানস করিলেন। হে বিপ্রগণ! ভগবান্ কৃষ্ণ আপনার কার্য্যসমস্ত পরিসমাপ্ত করিয়াছেন, এমন সময়ে ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ সেই সনাতনকে দর্শন করিবার নিমিত্ত দ্বারকায় আগমন করিলেন। ধীমান্ বলরামের সহিত ঋষিগণ আপনাদের আসনে উপবেশন করিলে, বিশ্বাত্মা নারায়ণ তাঁহাদিগকে প্রণিপাত ও পূজা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে মুনীশ্বরগণ! এক্ষণে আমি আপনার বিষ্ণু নামক পরমস্থানে গমন করিব, আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সমস্তই শেষ করিয়াছি; আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এক্ষণে ঘোর অশুভ কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে; এ সময়ে সকলেই পাপে নিরত হইবে; হে দ্বিজোত্তম-সকল! যাহাতে সকলে কলির পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়, সেজন্য আপনারা অজ্ঞ-লোকের হিতাবহ বিজ্ঞানদায়ক শাস্ত্রসকল প্রচার করুন। হে দ্বিজগণ! কলিকালে যে ব্যক্তি আমাকে একবারমাত্র প্রভু বলিয়া স্মরণ করে, সেই ভক্তের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং কলিযুগে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গমন করিয়া বেদোক্ত-বিধানে যে আমার পূজা করিবে, সেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ১—১১। আপনাদের বংশে যে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবেন, কলিকালে তাঁহাদের নারায়ণে ভক্তি হইবে। নারায়ণপরায়ণ লোকেরাই পরাৎ-পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, যাহারা মহেশ্বরের

ধ্যানং যোগস্তপস্তপ্তং জ্ঞানং যজ্ঞাদিকো বিধিঃ
তেষাং বিনশ্যতি ক্ষিপ্রং যে নিন্দন্তি মহেশ্বরম্
যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তং ভাবমাশ্রিতঃ।
বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকাযুতম্ ॥ ১৫
তস্মাৎ সম্পরিহর্ত্তব্যা নিন্দা পশুপতেৰ্দ্বিজাঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা মদ্ভক্তেষপি যত্নতঃ ॥ ১৬
যে চ দক্ষাধ্বরে শপ্তা দধীচেন দ্বিজোত্তমাঃ।
ভবিষ্যন্তি কলৌ ভক্তৈঃ পরিহার্য্যাঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৭
দ্বিষন্তো দেবমীশানং যুষ্মাকং বংশসম্ভবাঃ।
শপ্তাশ্চ গৌতমেনোর্ব্ব্যাং ন সম্ভাষ্যা
দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ১৮
এবমুক্তাশ্চ কৃষ্ণেন সর্ব্বে তে বৈ মহর্ষয়ঃ।
ওমিত্যুক্ত্বা যযুস্তূর্ণং স্বানি স্থানানি সত্তমাঃ ॥ ১৯
ততো নারায়ণঃ কৃষ্ণো লীলয়ৈব জগন্ময়ঃ।
সংহৃত্য স্বকুলং সর্ব্বং যযৌ তৎ পরমং পদম্ ॥
ইত্যেষ বঃ সমাসেন রাজ্ঞাং বংশঃ সুকীর্ত্তিতঃ
ন শক্যো বিস্তরাদ্বক্তুং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছথ
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি বংশানাং কথনং শুভম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২২

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে রাজ-
বংশানুকীর্ত্তনং নাম সপ্তবিংশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্।
এষাং প্রভাবং সূতাদ্য কথয়স্ব সমাসতঃ ॥ ১
সূত উবাচ।
গতে নারায়ণে কৃষ্ণে স্বমেব পরমং পদম্।
পার্থঃ পরমধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবঃ শত্রুতাপনঃ ॥ ২
কৃত্বা চৈবোত্তরবিধিং শোকেন মহতাবৃতঃ।
অপশ্যৎ পথি গচ্ছন্তং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং মুনিম্ ॥ ৩

নিন্দা করে, তাহারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। যাঁহারা মহেশ্বরের নিন্দা করে, তাহাদের ধ্যান যোগ, তপস্যা, জ্ঞান ও যজ্ঞাদি সমস্তই আশু বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি একান্ত ভক্তিসহকারে প্রতিদিন আমার পূজা করে, অথচ মহেশ্বরের নিন্দা করে, তাহাকে অনেক প্রকার নরকে গমন করিতে হয়। হে দ্বিজগণ! অতএব সযত্নে কায়মনোবাক্যে আমার ভক্তগণের ও পশুপতির নিন্দা পরিত্যাগ করিবে। দক্ষযজ্ঞকালে শিবের নিন্দা করায়, দধীচ মুনির শাপে যে সকল ব্রাহ্মণ কলিকালে আপনাদের বংশে সমুৎপন্ন হইবে, আর গৌতম মুনির শাপেও যাহারা অবনীতে জন্মগ্রহণ করিবে, ভক্ত ব্রাহ্মণোত্তমেরা তাহাদের সকলকেই যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিবেন; তাহারা ব্রাহ্মণের সম্ভাষ্য নহে। হে সত্তমগণ! কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, সেই মহর্ষিগণ "যে আজ্ঞা" এই মাত্র বলিয়া শীঘ্র আপনাদের আলয়ে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর জগন্ময় নারায়ণ কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে আপনার সমস্ত-কুল সংহার করিয়া সেই পরমপদ হইলেন। আমি সংক্ষেপে আপনাদের নিকটে এই রাজবংশ কীর্ত্তন করিলাম, আমি আর বিস্তৃতরূপে বলিতে পারিব না; আপনারা আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? যিনি এই পবিত্র বংশকথন পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন তাঁহার সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং তিনি স্বর্গে বাস করেন। ১২—২২।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিতে লাগিলেন;—হে সূত! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটী যুগ; অধুনা এই চারি যুগের মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন,—নারায়ণ কৃষ্ণ আপনার পরমপদ প্রাপ্ত হইলে, শত্রুতাপন পরমধর্ম্মাত্মা পার্থ অর্জ্জুন, তাঁহার উত্তরবিধি সমাপন করিলেন এবং তাঁহার শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। একদিন ব্রহ্মবাদী

শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈরন্বিতঃ সংবৃতং ব্রহ্মবাদিনম্।
পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ ত্যক্ত্বা শোকং তদার্জ্জুনঃ॥ ৪
উবাচ পরমপ্রীত্যা কস্মাদ্দেশান্মহামতে।
ইদানীং গচ্ছসি ক্ষিপ্রং কংবা দেশং প্রতি প্রভো॥৫
ত্বদ্দর্শনাদেব ভবতঃ শোকো মে বিপুলো গতঃ
ইদানীং মম যৎ কার্য্যং ব্রূহি পদ্মদলেক্ষণ॥ ৬
তমুবাচ মহাযোগী কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্।
উপবিশ্য নদীতীরে শিষ্যৈঃ পরিবৃতো মুনিঃ॥৭

ব্যাস উবাচ।

ইদং কলিযুগং ঘোরং সম্প্রাপ্তং পাণ্ডুনন্দন।
ততো গচ্ছামি দেবস্য পুরীং বারাণসীং শুভাম্
অস্মিন্ কলিযুগে ঘোরে লোকাঃ পাপানুবর্ত্তিনঃ
ভবিষ্যন্তি মহাবাহো বর্ণাশ্রমবিবর্জ্জিতাঃ॥ ৯
নান্যৎ পশ্যামি জন্তূনাং মুক্ত্বা বারাণসীং পুরীম্
সর্ব্বপাপোপশমনং প্রায়শ্চিত্তং কলৌ যুগে॥১০
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ সর্ব্বেষেতেষু তে নরাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো ধার্ম্মিকা সত্যবাদিনঃ॥১১
ত্বং হি লোকেষু বিখ্যাতো ধৃতিমান্ জনবৎসলঃ
পালয়াদ্য পরং ধর্ম্মং স্বকীয়ং মুচ্যসে ভয়াৎ॥১২
এবমুক্তো ভগবতা পার্থঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
পৃষ্টবান্ প্রণিপত্যাসৌ যুগধর্ম্মান্ দ্বিজোত্তমাঃ॥
তস্মৈ প্রোবাচ সকলং মুনিঃ সত্যবতীসুতঃ।
প্রণম্য দেবমীশানং যুগধর্ম্মান্ সনাতনান্॥ ১৪

ব্যাস উবাচ।

বক্ষ্যামি তে সমাসেন যুগধর্ম্মান্ নরেশ্বর।
ন শক্যতে ময়া রাজন্ বিস্তরেণাভি ভাষিতুম্॥১৫
আদ্যং কৃতযুগং প্রোক্তং ততস্ত্রেতাযুগং বুধৈঃ
তৃতীয়ং দ্বাপরং পার্থ চতুর্থং কলিরুচ্যতে॥ ১৬
ধ্যানং তপঃ কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥ ১৭
ব্রহ্মা কৃতযুগে দেবস্ত্রেতায়াং ভগবান্ রবিঃ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনিকে শিষ্য-প্রশিষ্য-সংবৃত হইয়া পথিমধ্যে গমন করিতে দেখিয়া অর্জ্জুন শোক-সংবরণপূর্ব্বক দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইলেন এবং অত্যন্ত প্রীতির সহিত তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—হে প্রভো মহামুনে! আপনি কোন্ দেশ হইতে আগমন করিলেন এবং এক্ষণে কোথায় বা গমন করিতেছেন? হে পদ্মদলেক্ষণ! আপনাকে দর্শন করিয়া আমার বিপুল শোকের অপগম হইয়াছে, এক্ষণে আমার কি করা উচিত, তাহাই আমাকে বলুন। মহাযোগী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি শিষ্যসমূহে পরিবৃত হইয়া নদীতীরে উপবেশন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে বলিতে লাগিলেন,—হে পাণ্ডুনন্দন! এক্ষণে ঘোর কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে, এজন্য আমি মহাদেবের পবিত্রপুরী বারাণসীধামে গমন করিতেছি। হে মহাবাহো! এই ঘোর কলিযুগে লোকে পাপানুবর্ত্তী ও বর্ণাশ্রমবিহীন হইবে। কলিযুগে দেহীদিগের পক্ষে বারাণসী ভিন্ন অপর কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখিতে পাই না—যাহাতে তাহাদের সকল পাপ বিনষ্ট হয়। (কলিকালে যাহারা বারাণসীতে বাস করিবে,) সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে সেই সকল মনুষ্যই মহাত্মা, ধার্ম্মিক এবং সত্যবাদী হইবে। তুমি পৃথিবীর মধ্যে ধৈর্য্যশীল ও লোকপ্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ; এ সময়ে তুমি নিজের পরম ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, তাহা হইলেই সংসারের ভয় হইতে মুক্তি লাভ করিবে। ১—১২। হে দ্বিজোত্তমসকল। ভগবান্ ব্যাসদেব এইরূপ বলিলে, পরপুরঞ্জয় অর্জ্জুন তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া যুগধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যবতীনন্দন দেবদেব ঈশানকে প্রণাম করিয়া অর্জ্জুনের সমক্ষে সনাতন যুগধর্ম্মসকল কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ব্যাস কহিলেন,—হে নরেশ্বর। তোমাকে যুগধর্ম্মের কথা অতি সংক্ষেপে বলিব, হে রাজন্! আমি সবিস্তার সমুদায় বলিতে পারিব না। পণ্ডিতেরা বলেন, প্রথমে সত্যযুগ, তাহার পর ত্রেতাযুগ, তৃতীয় দ্বাপর ও চতুর্থ কলিযুগ। সত্যযুগে ধ্যান এবং তপস্যা, ত্রেতাযুগে কেবল জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিযুগে একমাত্র দানই মোক্ষের কারণ। সত্যযুগের দেবতা

দ্বাপরে দৈবতং বিষ্ণুঃ কলৌ দেবো মহেশ্বরঃ
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা সূর্য্যঃ সর্ব্ব এব কলাবপি ।
পূজ্যন্তে ভগবান্ রুদ্রশ্চতুর্ষ্বপি পিনাকধৃক্ ॥ ১৯
আদ্যো কৃতযুগে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
ত্রেতাযুগে ত্রিপাদঃ স্যাদ্বিপাদো দ্বাপরে স্থিতঃ
ত্রিপাদহীনস্তিষ্যে তু সত্তামাত্রেণ তিষ্ঠতি ॥ ২০
কৃতে তু মিথুনোৎপত্তির্বৃত্তিঃ সাক্ষাদলোলুপা ।
প্রজাস্তৃপ্তাঃ সদা সর্ব্বাঃ সদানন্দাশ্চ ভোগিনঃ ॥
অধমোত্তমতা নাসাং নির্ব্বিশেষাঃ পুরঞ্জয় ।
তুল্যমায়ুঃ সুখং রূপং তাসাং তস্মিন্ কৃতে যুগে
বিশোকাঃ সত্ত্ববহুলা একান্তবহুলাস্তথা ।
ধ্যাননিষ্ঠাস্তপোনিষ্ঠা মহাদেবপরায়ণাঃ ॥ ২৩
তা বৈ নিষ্কামচারিণ্যো নিত্যং মুদিতমানসাঃ ।
পর্ব্বতোদধিবাসিন্যো হ্যনিকেতাঃ পরন্তপ ॥ ২৪

রসোল্লাসঃ কালযোগাৎ ত্রেতাখ্যে নশ্যতি দ্বিজাঃ ।
তস্যাং সিদ্ধৌ প্রনষ্টায়ামন্যা সিদ্ধিরবর্ত্তত ॥ ২৫
অপাং সৌক্ষ্যে প্রতিহতে তদা মেঘাত্মনা তু বৈ
মেঘেভ্যঃ স্তনয়িত্নুভ্যঃ প্রবৃত্তং বৃষ্টিসর্জ্জনম্ ॥ ২৬
সকৃদেব তয়া বৃষ্ট্যা সংযুক্তে পৃথিবীতলে ।
প্রাদুরাসংস্তথা তাসাং বৃক্ষা বৈ গৃহসংজ্ঞিতাঃ ॥
সর্ব্বঃ প্রত্যুপযোগস্তু তাসাং তেভ্যঃ প্রজায়তে
বর্ত্তয়ন্তি স্ম তেভ্যস্তাস্ত্রেতাযুগমুখে প্রজাঃ ॥২৮
ততঃ কালেন মহতা তাসামেব বিপর্য্যয়াৎ ।
রাগলোভাত্মকো ভাবস্তদা হ্যাকস্মিকোঽভবৎ
বিপর্য্যয়েণ তাসান্তু তেন তৎকালভাবিতাঃ ।
প্রণশ্যন্তি ততঃ সর্ব্বে বৃক্ষাস্তে গৃহসংজ্ঞিতাঃ ॥৩০
ততস্তেষু প্রনষ্টেষু বিভ্রান্তা মৈথুনোদ্ভবাঃ ।
অভিধ্যায়ন্তি তাং সিদ্ধিং সত্যাভিধ্যায়িনস্তদা

ব্রহ্মা, ত্রেতাযুগের দেবতা ভগবান্ রবি, দ্বাপরযুগের দেবতা বিষ্ণু এবং কলিযুগের দেবতা মহেশ্বর ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও সূর্য্য ইহাঁরাও কলিকালের উপাস্য, কিন্তু পিনাক-পাণি ভগবান্ রুদ্র চারিযুগেই পূজিত হইতেছেন। আদ্য সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, দ্বাপরযুগে দ্বিপাদ এবং কলিযুগে ত্রিপাদবিহীন কেবল সত্তামাত্রা-বশিষ্ট। ১১—২০। হে পুরঞ্জয় অর্জ্জুন! সত্যযুগে সকলেরই উৎপত্তি মিথুন (স্ত্রী পুরুষ একত্র) হইত ; লোকে কেহ কাহারও আচরণ দেখিয়া লোভের বশীভূত হইত না ; সকল প্রজাই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও সানন্দচিত্তে সুখ-ভোগ করিত। সে সময়ে কেহ উত্তম, কেহ অধম, এরূপ পার্থক্য ছিল না, সকলেই তুল্য-রূপ সুখভোগ করিত; আয়ুঃ ও রূপ সকলেরই সমান ছিল। হে পরন্তপ! সত্যকালে সকলেই শোকরহিত, সত্ত্ববহুল ও নির্জ্জনপ্রিয় ছিল ; সেই কালে সকলেই ধ্যানে ও তপস্যায় মগ্ন থাকিত এবং সকলেই মহাদেবের আরাধনা করিত ; সে সময়ে কাহারও বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল না, সকলেই পর্ব্বতে বা সমুদ্রতীরে বাস করিত ; সকলেই নিষ্কাম আচরণ করিত এবং সর্ব্বদা সন্তুষ্টমনে কাল-যাপন করিত! হে দ্বিজগণ! পরে ত্রেতাযুগে কালধর্ম্মানুসারে পূর্ব্বের রসোল্লাস সমস্তই বিনষ্ট হইল। সে সকল সুখভোগ বিলুপ্ত হইলে পর, লোকে অন্তবিধ সুখভোগের অধিকারী হইয়াছিল। সে সময়ে অনায়াসে জলপ্রাপ্তির ব্যাঘাত হওয়ায় সশব্দ মেঘ হইতে বৃষ্টিধারাপাতের প্রথম সৃষ্টি হইল। সেই বৃষ্টিধারা ধরণীতলে একবার মাত্র পতিত হওয়ায় প্রজাদিগের গৃহস্বরূপ বৃক্ষ সকল আবির্ভূত হইতে লাগিল ; ত্রেতাযুগের আরম্ভ সময়ে সেই সকল বৃক্ষই প্রজাদিগের সর্ব্ব প্রকার উপযোগিতা নির্ব্বাহ করিত, এমন কি, প্রজাগণ তাহাদের বলে আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অনন্তর দীর্ঘকাল গত হইলে পর প্রজাদিগের ব্যতিক্রম দোষে অকস্মাৎ তাহাদিগের মধ্যে রাগ ও লোভের আবির্ভাব হইতে লাগিল। প্রজাদিগের সেই ব্যতিক্রম দোষে তৎকালে গৃহ নামক সমস্ত বৃক্ষই বিনষ্ট হইয়া গেল। ২১—৩০। তদনন্তর সেই বৃক্ষ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, মৈথুনোদ্ভব প্রজারা সত্যযুগের কথা স্মরণ

প্রাদুর্ব্বভূবুস্তাসাস্তু বৃক্ষাস্তে গৃহসংস্থিতাঃ।
বস্ত্রাণি তে প্রসূয়স্তে ফলান্যাভরণানি চ॥ ৩২
তেষ্বেব জায়তে তাসাং গন্ধ-বর্ণ-রসান্বিতম্।
অমাক্ষিকং মহাবীর্য্যং পুটকে পুটকে মধু॥৩৩
তেন তা বর্ত্তয়ন্তি স্ম ত্রেতাযুগমুখে প্রজাঃ।
হৃষ্টাঃ পুষ্টাস্তথা সিদ্ধাঃ সর্ব্বা বৈ বিগতজ্বরাঃ॥৩৪
পুনঃ কালান্তরেণৈব ততো লোভাবৃতাস্তদা।
বৃক্ষাংস্তান্ পর্য্যগৃহ্নন্ত মধু চামাক্ষিকং বলাৎ॥৩৫
তাসাং তেনাপচারেণ পুনর্লোভকৃতেন বৈ।
প্রনষ্টা মধুনা সার্দ্ধং কল্পবৃক্ষাঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥৩৬
শীতবর্ষাতপৈস্তীব্রৈস্তাস্ততো দুঃখিতা ভৃশম্।
দ্বন্দ্বৈঃ সম্পীড্যমানাস্তু চক্রুরাবরণানি চ॥৩৭
কৃত্বা দ্বন্দ্বপ্রতিঘাতান্ বার্ত্তোপায়মচিন্তয়ন্।
নষ্টেষু মধুনা সার্দ্ধং কল্পবৃক্ষেষু বৈ তদা॥ ৩৮
ততঃ প্রাদুরভূৎ তাসাং সিদ্ধিস্ত্রেতাযুগে পুনঃ।
বার্ত্তায়াঃ সাধকাস্তন্যা বৃষ্টিস্তাসাং নিকামতঃ॥৩৯
তাসাং বৃষ্ট্যুদকানীহ যানি নিম্নগতানি তু।
অভবন্ বৃষ্টিসন্তত্যা স্রোতঃস্থানানি নিম্নগাঃ॥৪০
যে পুনস্তদপাং স্তোকা আপন্নাঃ পৃথিবীতলে।
অপাং ভূমেশ্চ সংযোগাদোষধ্যস্তাস্তদাভবন্॥
অকালকৃষ্টাশ্চানুপ্তা গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ।
ঋতুপুষ্পফলৈশ্চৈব বৃক্ষগুল্মাশ্চ জজ্ঞিরে॥ ৪২
ততঃ প্রাদুরভূৎ তাসাং রাগো লোভশ্চ সর্ব্বশঃ
অবশ্যম্ভাবিতার্থেন ত্রেতাযুগবশেন বৈ॥ ৪৩
ততস্তাঃ পর্য্যগৃহ্নন্ত নদীক্ষেত্রাণি পর্ব্বতান্।
বৃক্ষগুল্মৌষধীশ্চৈব প্রসহ্য তু যথাবলম্॥ ৪৪
বপর্য্যয়েণ তাসাং তা ঔষধ্যো বিবিশুর্মহীম্।

করিতে লাগিল এবং আপনাদের পূর্ব্বকালীন সুখভোগসকল চিন্তা করিতে লাগিল। তাহারা এইরূপ চিন্তা করিলে, প্রজাদিগের মঙ্গলের জন্য আবার সেই সকল গৃহ নামক বৃক্ষ প্রাদুর্ভূত হইল, তাহারা এক্ষণে আবার ফল, আভরণ ও বস্ত্রসকল প্রসব করিতে লাগিল। সেই সকল বৃক্ষ হইতে সুন্দর, সুগন্ধ, সুমিষ্ট ও বলকারক অমাক্ষিক মধু প্রজাদিগের জন্য পুটকে পুটকে সঞ্চিত হইতে লাগিল। ত্রেতাযুগের আরম্ভ সময়ে প্রজারা সেই মধু খাইয়াই প্রাণধারণ করিত এবং সেইরূপ সুখভোগের বলেই তাহারা হৃষ্ট-পুষ্ট ও বিগতজ্বর হইয়াছিল। অনন্তর কালান্তরে প্রজারা আবার লোভের বশীভূত হইয়া পড়িল এবং সেই সকল বৃক্ষ হইতে বলপূর্ব্বক অমাক্ষিক মধু আহরণ করিতে লাগিল। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পুনরায় এরূপ অহিতাচরণ করায়, কোন কোন স্থলে কল্পবৃক্ষসকল মধুর সহিত বিলুপ্ত হইয়া গেল। তদনন্তর দারুণ শীত, বর্ষা ও আতপদ্বারা প্রজাগণ নিতান্ত উত্তেজিত হইয়াছিল এবং শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব দ্বারা সাতিশয় পীড়িত হইয়া আপনাদের রক্ষার নিমিত্ত আবরণ (গৃহাদি) নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। সেই সময়ে মধুর সহিত কল্পবৃক্ষ সকল নষ্ট হইল দেখিয়া, তাহারা শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বপ্রতিঘাতক গৃহাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক কৃষি ও গোরক্ষণাদিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর সেই ত্রেতাযুগে প্রজাদের আবার সুখভোগের প্রাদুর্ভাব হইল, তখন কৃষিকার্য্য সাধনের উপযোগী পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি হইতে লাগিল; যে বৃষ্টিজল পৃথিবীর নিম্নভূমি অধিকার করিয়াছিল, তাহাই (উত্তরোত্তর) বৃষ্টিপাতে স্রোতের আধার নদীরূপে পরিণত হইল। ৩১—৪০। পৃথিবীতলে যে সকল জলবিন্দু সঞ্চিত হইয়াছিল, মৃত্তিকার সহিত সংযোগ হওয়াতে এক্ষণে তাহারাই সুপ্রসিদ্ধ ওষধি হইয়া উঠিল। বপনক্রিয়া বা লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ না করিলেও চতুর্দ্দশটি গ্রাম্য ও আরণ্য বৃক্ষ এবং গুল্ম জন্মিয়াছিল। সেগুলি আপন আপন (নির্দ্দিষ্ট) ঋতুতে ফল ও পুষ্পে সুশোভিত হইত। অনন্তর ত্রেতাযুগের বশে অবশ্যম্ভাবী ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের আবার সর্ব্বতোভাবে রাগ ও লোভের আবির্ভাব হইতে লাগিল। পরে তাহারা নিজের সামর্থ্যানুসারে পর্ব্বত, নদী, ক্ষেত্র, বৃক্ষ, গুল্ম ও ওষধি সকল বলপূর্ব্বক গ্রহণ

পিতামহনিয়োগেন দুদোহ পৃথিবীং পৃথুঃ । ৪৫
ততস্তা জগৃহঃ সর্ব্বা হৃৎস্রান্তং ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ
আপ্তদারধনাদ্যান্ত বলাৎ কালগলেন চ (ক)
মর্য্যাদায়াঃ প্রতিষ্ঠার্থং জ্ঞাত্বৈতদ্ভগবানজঃ ।
সসর্জ্জ ক্ষত্রিয়ান্ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণানাং হিতায় বৈ
বর্ণাশ্রমব্যবস্থাশ্চ ত্রেতায়াং কৃতবান্ প্রভুঃ ।
মন্ত্রপ্রবর্ত্তনঞ্চৈব পশুহিংসাবিবর্জ্জিতম্ । ৪৮
দ্বাপরেহপ্যথ বিদ্যন্তে মতিভেদাৎ সদা নৃণাম্ ।
রাগো লোভস্তথা যুদ্ধং তত্ত্বানামবিনিশ্চয়ঃ ।৪৯
একো বেদশ্চতুষ্পাদস্ত্রিধা ত্বিহ বিভাব্যতে ।
বেদব্যাসশ্চতুর্দ্ধা চ ব্যস্যতে দ্বাপরাদিষু । ৫
ঋষিপুত্রৈঃ পুনর্ব্বেদা ভিদ্যন্তে দৃষ্টিবিভ্রমৈঃ ।
মন্ত্রব্রাহ্মণবিন্যাসৈঃ স্বরবর্ণবিপর্য্যয়ৈঃ । ৫১
সংহিতা ঋগ্‌যজুঃসাম্নাং সংহন্যন্তে শ্রুতর্ষিভিঃ ।
সামান্যোদ্ভাবনা চৈব দৃষ্টিভেদৈঃ কচিৎ কচিৎ ।
ব্রাহ্মণং কল্পসূত্রাণি ব্রহ্মপ্রবচনানি চ ।
ইতিহাসপুরাণানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সুব্রত । ৫৩
অবৃষ্টির্ম্মরণঞ্চৈব তথৈব ব্যাধ্যুপদ্রবাঃ ।
বাঙ্মনঃকায়জৈ দুঃখৈর্নির্ব্বেদো জায়তে নৃণাম্ ।
নির্ব্বেদাজ্জায়তে তেষাং দুঃখমোক্ষবিচারণা ।
বিচারণাচ্চ বৈরাগ্যং বৈরাগ্যাদ্দোষদর্শনম্ ।৫৫
দোষাণাং দর্শনাচ্চৈব দ্বাপরে জ্ঞানসম্ভবঃ ।
এষা রজস্তমোযুক্তা বৃত্তির্ব্বৈ দ্বাপরে দ্বিজাঃ । ৫৬
আদ্যে কৃতে তু ধর্ম্মোঽস্তি স ত্রেতায়াং
প্রবর্ত্ততে ।
দ্বাপরে ব্যাকুলীভূয় প্রণশ্যতি কলৌ যুগে ।৫৭

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে যুগ-
ধর্ম্মানুকীর্ত্তনেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ । ২৮ ।

করিতে লাগিল। তাহাদিগের এইরূপ বিপরীত আচরণে ওসধি সকল পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তৎপরে পৃথু ব্রহ্মার আদেশে পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রজাগণ আপনাদের পত্নী ও ধনাদি প্রাপ্ত হইল এবং সকলেই ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া কালমাহাত্ম্যে পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল। ভগবান্ ব্রহ্মা এই সমস্ত জানিতে পারিয়া সকলের মর্য্যাদারক্ষা ও ব্রাহ্মণগণের মঙ্গলসাধন করিবার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়গণের সৃষ্টি করিলেন আর ভগবান্ ত্রেতাযুগে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা এবং পশু-হিংসাবিহীন যাগাদি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দ্বাপরযুগে মানবগণের বুদ্ধিভেদ-বশতঃ (মনুষ্য-সমাজে) সর্ব্বদা রাগ, লোভ, যুদ্ধ ও স্বরূপার্থের অনিশ্চয় এই সকল হয়। এই কালে চতুষ্পাদ বেদ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, পরে দ্বাপর যুগে বেদব্যাস তাহাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ৪৯—৫০। সূক্ষ্মদর্শী ঋষিপুত্রেরা আবার বেদকে মন্ত্র-ব্রাহ্মণাদির বিন্যাস এবং স্বর ও বর্ণের ব্যতিক্রমদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ অংশে বিভিন্ন করিতে লাগিলেন। পরে শাস্ত্রজ্ঞানবান্ ঋষিগণ আপনাদের জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য অনুসারে কোন কোন স্থলে সামান্য অংশ রচনা করিয়া ঋক্, যজুঃ ও সামের সংহিতা সকল সঙ্কলন করিলেন। হে সুব্রত! পরে ঋষিগণ ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র, ব্রহ্ম, প্রবচন, ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকল রচনা করিয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! এই সময়ে দ্বাপরযুগে অবৃষ্টি, মরণ এবং রোগের উপদ্রব ঘটিতে আরম্ভ হইল; তখন লোকের শারীরিক, মানসিক এবং বাচনিক দুঃখে অতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হইল। এইরূপ অনুতাপ হওয়াতে, তাহারা কি উপায়ে আপনাদের দুঃখ দূর হইবে, তাহাই বিচার করিতে লাগিল; এইরূপ বিচার করাতেই তাহাদের বিবেক জন্মিল; বিবেকের উদয় হওয়াতে তাহারা আপনাদের দোষ দেখিতে পাইল এবং এইরূপ দোষ দর্শনেই দ্বাপরে জ্ঞানের উদয় হইল, ইহাই দ্বাপরযুগের রজস্তমোময়ী বৃত্তি। আদ্য সত্যযুগে যে ধর্ম্ম ছিল তাহাই ত্রেতায় বর্ত্তমান ছিল। দ্বাপরে সেই

(ক) অসূয়া দানবাদ্যাস্ত বলাৎকারবলেন স্থিতি কচিৎ পাঠঃ।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তিষ্যে মায়ামসূয়াঞ্চ বধঞ্চৈব তপস্বিনাম্।
সাধয়ন্তি নরা নিত্যং তমসা ব্যাকুলীকৃতাঃ॥ ১
কলৌ প্রমারকো রোগঃ সততং ক্ষুদ্ভয়ং তথা।
অনাবৃষ্টিভয়ং ঘোরং দেশানাঞ্চ বিপর্য্যয়ঃ॥ ২
অধার্ম্মিকা নিরাহারা মহাকোপাল্পতেজসঃ।
অনৃতং ব্রুবতে লুব্ধাস্তিষ্যে জাতাঃ সুদুষ্প্রজাঃ
দুরিষ্টৈর্দুরধীতৈশ্চ দুরাচারৈর্দুরাগমৈঃ।
বিপ্রাণাং কর্ম্মদোষৈশ্চ প্রজানাং জায়তে ভয়ম্
নাধীয়তে তদা বেদান্ ন যজন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
যজন্তি যজ্ঞান্ বেদাংশ্চ পঠন্তে চাল্পবুদ্ধয়ঃ॥ ৫
শূদ্রাণাং মন্ত্রযোগৈশ্চ সম্বন্ধো ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
ভবিষ্যতি কলৌ তস্মিন্ শয়নাসনভোজনৈঃ॥ ৬
রাজানঃ শূদ্রভূয়িষ্ঠা ব্রাহ্মণান্ বাধয়ন্তি চ।
ভ্রূণহত্যা বীরহত্যা প্রজায়েত নরেশ্বরে॥ ৭
স্নানং হোমং জপং দানং দেবতানাং তথার্চ্চনম্
তথান্যানি চ কর্ম্মাণি ন কুর্ব্বন্তি দ্বিজাতয়ঃ॥ ৮
বিনিন্দন্তি মহাদেবং ব্রাহ্মণান্ পুরুষোত্তমম্।
আম্নায়ধর্ম্মশাস্ত্রাণি পুরাণানি কলৌ যুগে॥ ৯
কুর্ব্বন্ত্যবেদদৃষ্টানি কর্ম্মাণি বিবিধানি চ।
স্বধর্ম্মে তু রুচির্নৈব ব্রাহ্মণানাং প্রজায়তে॥১০
কুশীলচর্য্যাঃ পাষণ্ডৈর্বৃথারূপৈঃ সমাবৃতাঃ।
বহুযাচনকা লোকা ভবিষ্যন্তি পরস্পরম্॥ ১১
অট্টশূলা জনপদাঃ শিবশূলাশ্চতুষ্পথাঃ।
প্রমদাঃ কেশশূলাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥ ১২
শুক্লদন্তাজিতাক্ষাশ্চ মুণ্ডাঃ কাষায়বাসসঃ।
শূদ্রা ধর্ম্মং চরিষ্যন্তি যুগান্তে সমুপস্থিতে॥ ১৩
শস্যচৌরা ভবিষ্যন্তি তথা চেলাভিমর্ষিণঃ।
চৌরচৌরাশ্চ হর্ত্তারো হর্ত্তুর্হর্ত্তা তথাপরঃ॥ ১৪

ধর্ম্ম ব্যাকুলিত হইয়া কলিযুগে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। ৫১—৫৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥২৮॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন,—কলিকালে মনুষ্য সকল তমোগুণে আবৃত থাকে। তাহারা নিরন্তর কপটতা, অসূয়া ও তপস্বিবধ করিয়া থাকে। কলিকালে মারাত্মক রোগের সঞ্চার হয় এবং সর্ব্বদা ক্ষুদ্ভয়, ঘোর-অনাবৃষ্টি-ভয় ও দেশবিপ্লব এই সকল ঘটিয়া থাকে। এ কালে সকলেই অধার্ম্মিক, খাদ্যাখাদ্য-বিচারহীন, মহাক্রোধী, অল্পতেজাঃ, মিথ্যাবাদী, লুব্ধ ও দুষ্প্রজাঃ হয় এবং ব্রাহ্মণদিগের দুরভীষ্ট, দুরধ্যয়ন, দুরাচারিতা ও দুরুপদেশ প্রভৃতি কর্ম্মদোষে কেবল লোকের ভয় হইয়া থাকে। এ সময় কোন দ্বিজাতিই যজ্ঞ বা বেদাধ্যয়ন করে না, যাহারা অল্পবুদ্ধি তাহারাই যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়। কলিকালে ব্রাহ্মণদিগের, শূদ্রের সহিত একত্র শয়ন, উপবেশন, ভোজন ও মন্ত্রসংযোগ দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধ জন্মিয়া থাকে। রাজারা শূদ্রভূয়িষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণের পীড়াদায়ক হয়। রাজাদিগের মধ্যে ভ্রূণহত্যা ও বীরহত্যা ঘটিয়া থাকে। কলিযুগে দ্বিজাতিগণ তীর্থস্নান, হোম, জপ, দান, দেবারাধনা এবং অন্যান্য (কর্ত্তব্য) কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না এবং বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, ব্রাহ্মণ ও পুরুষোত্তম মহাদেবের নিন্দা করে। তাহারা নানাবিধ বেদবিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগের প্রায়শঃ স্বধর্ম্মে অনুরাগ থাকে না।—১—১০। লোকে দুরাচার, পাষণ্ডগণের সহিত সমবেত হইয়া অসদাচরণের অনুষ্ঠান করে এবং সকলে পরস্পর বহু লোকের নিকট প্রার্থনা করে। কলিযুগে জনপদে প্রাসাদোপরি গৃহে শূল বিদ্ধ থাকিবে, চতুষ্পথে শিবশূল থাকিবে এবং রমণীগণের কেশে শূল অর্থাৎ লৌহশলাকাসকল বিদ্ধ থাকিবে। কলিকাল উপস্থিত হইলে শুক্লদন্ত, অজিতনেত্র, মুণ্ড ও কাষায়বস্ত্রধারী শূদ্রেরাই ধর্ম্মাচরণ করিবে। অনেকে শস্যচোর ও বস্ত্রাপহারী হইবে এবং এক চৌরের

দুঃখপ্রচুরতাল্পায়ুর্দ্দেহোৎসাদঃ সরোগতা।
অধর্ম্মাভিনিবেশিত্বং তমোবৃত্তং কলৌ স্মৃতম্॥
কাষায়িণোঽথ নির্গ্রন্থাস্তথা কাপালিকাশ্চ যে।
বেদবিক্রয়িণশ্চান্যে তীর্থবিক্রয়িণঃ পরে॥ ১৬
আসনস্থান্ দ্বিজান্ দৃষ্ট্বা চালয়ন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ।
তাড়য়ন্তি দ্বিজেন্দ্রাংশ্চ শূদ্রা রাজোপজীবিনঃ॥
উচ্চাসনস্থাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজমধ্যে পরন্তপ।
দ্বিজামানকরো রাজা কলৌ কালবলেন তু॥ ১৮
পুষ্পৈশ্চ ভূষণৈশ্চৈব তথান্যৈর্মঙ্গলৈর্দ্বিজাঃ।
শূদ্রান্ পরিচরন্ত্যল্প-শ্রুতভাগ্যবলান্বিতাঃ॥ ১৯
ন প্রেক্ষন্তেঽর্চ্চিতাশ্চাপি শূদ্রা দ্বিজবরান্ নৃপ।
সেবাবসরমালোক্য দ্বারে তিষ্ঠন্তি চ দ্বিজাঃ॥২০
বাহনস্থান্ সমাবৃত্য শূদ্রান্ শূদ্রোপজীবিনঃ।

নিকট হইতে অপর চৌর অপহরণ করিবে; সেই অপহরণকারীকে অপর চৌর আসিয়া প্রহার করিবে। দুঃখবাহুল্য, অল্পায়ুঃ, দেহাবসাদ, রোগভোগ, অধর্ম্মাভিনিবেশ ও পাপানুষ্ঠান এই সকল কলিকালে ঘটিতে থাকে। এ সময়ে কেহ শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিয়াই কাষায়বস্ত্র পরিধান করে, কেহ বা (কাপালিক হয় বা) নরকপাল হস্তে করিয়া বিচরণ করে, কেহ বা বেদবিক্রয় করে, কেহ বা তীর্থবিক্রয় করিয়া থাকে। অল্পবুদ্ধি লোকেরা ব্রাহ্মণদিগকে উৎকৃষ্ট আসনোপবিষ্ট দেখিলে চালনা করিয়া থাকে এবং শূদ্র রাজকর্ম্মচারীরাও দ্বিজেন্দ্রগণকে তাড়না করে। হে পরন্তপ অর্জ্জুন! কলিকালে শূদ্রেরাই দ্বিজের মধ্যে উচ্চাসন অধিকার করিয়া থাকে এবং কালধর্ম্মানুসারে রাজারাও ব্রাহ্মণের মান রক্ষা করে না। অল্পশ্রুত, অল্পভাগ্য ও অল্পবলান্বিত দ্বিজগণ পুষ্প, ভূষণ ও অন্যান্য মঙ্গল-দ্রব্যদ্বারা শূদ্রের পরিচর্য্যা করে। হে নৃপ! পূজা করিলেও শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করে না, তথাপি ব্রাহ্মণেরা আপনাদের সেবাবসর দেখিবার নিমিত্ত শূদ্রের দ্বারে দণ্ডায়মান থাকে। ১১—২০। কলিকালে শূদ্রোপজীবী ব্রাহ্মণেরা, বাহনারূঢ়

সেবন্তে ব্রাহ্মণাস্তাংস্তু স্তবন্তি স্তুতিভিঃ কলৌ
অধ্যাপয়ন্তি বৈ বেদান্ শূদ্রান্ শূদ্রোপজীবিনঃ
এবং নির্ব্বেদকানর্থান্ নাস্তিক্যং ঘোরমাশ্রিতাঃ
তপোযজ্ঞফলানাঞ্চ বিক্রেতারো দ্বিজোত্তমাঃ।
যতয়শ্চ ভবিষ্যন্তি শতশোঽথ-সহস্রশঃ॥ ২৩
নাশয়ন্তঃ স্বকং ধর্ম্মং নাধিগচ্ছন্তি তৎপদম্।
গায়ন্তি লৌকিকৈর্গানৈর্দ্দৈবতানি নরাধিপ॥২৪
বামাঃ পাশুপতাচারাস্তথা বৈ পাঞ্চরাত্রিকাঃ।
ভবিষ্যন্তি কলৌ তস্মিন্ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা
জ্ঞানে কর্ম্মণ্যপগতে লোকে নিষ্ক্রিয়তাং গতে
কীট-মূষিক-সর্পাশ্চ ধর্ষয়িষ্যন্তি মানবান্॥ ২৬
কুর্ব্বন্তি চাবতারাণি ব্রাহ্মণানাং কুলেষু বৈ।
দধীচশাপনির্দ্দগ্ধাঃ পুরা দক্ষাধ্বরে দ্বিজাঃ॥ ২৭
নিন্দন্তি চ মহাদেবং তমসাবিষ্টচেতসঃ।
বৃথা ধর্ম্মং চরিষ্যন্তি কলৌ তস্মিন্ যুগান্তিমে॥
যে চান্যে শাপনির্দ্দগ্ধা গৌতমস্য মহাত্মনঃ।

শূদ্রের চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া স্তুতি পাঠ করে এবং তাহাদের সেবা করিতে থাকে। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ বেদবহির্ভূত আচরণ করিয়া ঘোর নাস্তিক্যভাব অবলম্বন করে এবং কোন কোন ব্রাহ্মণ শূদ্র-দ্রজীবী হইয়া শূদ্রকে বেদ অধ্যয়ন করায়। দ্বিজোত্তমেরা আপনাদের তপস্যা ও যজ্ঞের ফল অপরকে বিক্রয় করে। হে নরাধিপ! শত সহস্র লোকে আপনাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া যতিব্রত অবলম্বন করে, কিন্তু ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে না; সকলেই লৌকিক গান গাহিয়া দেবতার স্তব করে। কালকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সকলেই বামাচারী, পাশুপতাচারী ও পাঞ্চরাত্রিক হইবে। জ্ঞান ও যজ্ঞাদি কর্ম্ম বিনষ্ট হইলে এবং সকল মনুষ্য ক্রিয়াশূন্য হইলে কীট, মূষিক এবং সর্পেরাও মনুষ্যকে আক্রমণ করিবে। হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞকালে দধীচ মুনি যে সকল ব্রাহ্মণকে শাপ দিয়াছিলেন, তাহারাও অন্তিম-কলিযুগে ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইবে এবং অজ্ঞানাবৃতচিত্ত থাকিয়া মহাদেবের নিন্দা করিবে ও বৃথা ধর্ম্মের

সর্ব্বে তেহবতারিষ্যন্তি ব্রাহ্মণানাম্ভু যোনিষু ॥২৯
বিনিন্দন্তি হৃষীকেশং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ।
বেদবাহ্যব্রতাচারা দুরাচারা বৃথাশ্রমাঃ॥ ৩০
মোহয়ন্তি জনান্ সর্ব্বান্ দর্শয়িত্বা ফলানি চ।
তমসাবিষ্টমনসো বৈড়ালব্রতিকাধমাঃ॥ ৩১
কলৌ রুদ্রো মহাদেবো লোকানামীশ্বরঃ পরঃ।
তদেব সাধয়েন্নৃণাং (১) দেবতানাঞ্চ দৈবতম্
করিষ্যত্যবতারাণি শঙ্করো নীললোহিতঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তপ্রতিষ্ঠার্থং ভক্তানাং হিতকাম্যয়া ॥৩৩
উপদেক্ষ্যতি তজ্জ্ঞানং শিষ্যাণাং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্
সর্ব্ববেদান্তসারং হি ধর্ম্মান্ বেদনিদর্শিতান্॥ ৩৪

যে তং প্রীতা নিষেবন্তে যেন কেনোপচারতঃ।
বিজিত্য কলিজান্ দোষান্ যান্তি তে পরমং
পদম্॥ ৩৫
অনায়াসেন সুমহৎ পুণ্যমাপ্নোতি মানবঃ।
অনেকদোষদুষ্টস্য কলেরেকো মহান্ গুণঃ॥৩৬
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রাপ্য মাহেশ্বরং যুগম্।
বিশেষাদ্‌ব্রাহ্মণো রুদ্রমীশানং শরণং ব্রজেৎ॥
যে নমন্তি বিরূপাক্ষমীশানং কৃত্তিবাসসম্।
প্রসন্নচেতসো রুদ্রং তে যান্তি পরমং পদম্॥৩৮
যথা রুদ্রনমস্কারঃ সর্ব্বকামফলো ধ্রুবঃ।
অন্যদেবনমস্কারান্ন তৎ ফলমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩৯
এবংবিধে কলিযুগে দোষাণামেব শোধনম্।
মহাদেবনমস্কারো ধ্যানং দানমিতি শ্রুতিঃ॥৪০
তস্মাদনীশ্বরানন্যাংস্ত্যক্ত্বা দেবং মহেশ্বরম্।
সমাশ্রয়েদ্বিরূপাক্ষং যদীচ্ছেৎ পরমং পদম্॥৪১
নার্চ্চয়ন্তীহ যে রুদ্রং শিবং ত্রিদশবন্দিতম্।

অনুষ্ঠান করিবে। মহাত্মা গৌতম যে সকল ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণদিগকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারাও দুরাচার ও আশ্রমবিহীন হইয়া আপনাদের ব্রাহ্মণ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করত নারায়ণের নিন্দা করিবে এবং বৈড়াল-ব্রত* ধারণ করিয়া তমোপহতচিত্তে বহির্ভূত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে ও সে কার্য্যে আপনাদের সফলতা দেখাইয়া সমস্ত লোককে মুগ্ধ করিবে। ২৯—৩১। কলিকালে মহাদেব রুদ্র মনুষ্যের প্রধান (উপাস্য) দেবতা; অতএব কলিতে দেবতা ও মনুষ্যের আরাধ্য, সেই দেবতারই সাধনা করিবে। নীললোহিত শঙ্কর ভক্তের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হইবেন এবং শ্রৌত ও স্মার্ত্ত-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য শিষ্যদিগকে সকল বেদান্তের সার ব্রহ্মজ্ঞান ও বেদনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম সকল উপদেশ দিবেন। যাহারা প্রসন্নচিত্তে যে কোন উপচার দ্বারা তাঁহার সেবা করে, তাহারা কলির পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। অনেক দোষযুক্ত কলির এই একটি প্রধান গুণ যে, মনুষ্য মহাদেবের পূজা করিয়াই প্রচুর পুণ্য লাভ করিতে পারে। অতএব সকলেই বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা মাহেশ্বর যুগে অর্থাৎ কলিকালে সর্ব্বপ্রযত্নে মহাদেবেরই শরণ গ্রহণ করিবে। যাহারা প্রসন্নচিত্তে বিরূপাক্ষ ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত ঈশান রুদ্রের নমস্কার করে, তাহারা পরম পদ লাভ করে। রুদ্রদেবকে নমস্কার করিলে যেমন সকল মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয়, অপর দেবতাকে নমস্কার করিলে সেরূপ ফল লাভ হয় না। এইরূপ কলিকালে সকল দোষ প্রক্ষালন করিবার এই একমাত্র উপায় যে, মহাদেবের নমস্কার, দান ও ধ্যান ইহাই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। ৩২—৪০। অতএব লোকে যদি পরমপদ লাভ করিতে ইচ্ছা করে তবে অন্যান্য দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া যেন কেবল বিরূপাক্ষ মহেশ্বরকে আশ্রয়

(১) ন দেবতা ভবেন্নৃণামিতি পাঠান্তরং চৎ।

* ফল কথা,—বিড়াল যেমন মূষিকাদি হিংসা করিবার জন্য ধ্যাননিষ্ঠ হয় ও বিনীত-ভাবে অবস্থান করে, বৈড়ালব্রতিকেরও ধর্ম্ম-কর্ম্ম তদ্রূপ।

ধর্ম্মধ্বজী সদা লুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ।
বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধকঃ
ইতি মনুঃ।

তেষাং দানং তপো যজ্ঞো বৃথা জীবিতমেব চ ॥
নমো রুদ্রায় মহতে দেবদেবায় শূলিনে।
ত্র্যম্বকায় ত্রিনেত্রায় যোগিনাং গুরবে নমঃ ॥ ৪৩
নমোঽস্তু দেবদেবায় মহাদেবায় বেধসে।
শম্ভবে স্থাণবে নিত্যং শিবায় পরমেষ্ঠিনে ॥ ৪৪
নমঃ সোমায় রুদ্রায় মহাগ্রাসায় হেতবে।
প্রপদ্যেঽহং বিরূপাক্ষং শরণ্যং ব্রহ্মচারিণম্ ॥ ৪৫
মহাদেবং মহাযোগমীশানঞ্চাম্বিকাপতিম্।
যোগিনাং যোগদাতারং যোগমায়াসমাবৃতম্ ॥৪৬
যোগিনাং গুরুমাচার্য্যং যোগগম্যং পিনাকিনম্
সংসারনাশকং রুদ্রং ব্রহ্মাণং ব্রহ্মণোঽধিপম্ ॥
শাশ্বতং সর্ব্বগং শান্তং ব্রহ্মণ্যং ব্রাহ্মণপ্রিয়ম্।
কপর্দ্দিনং কলামূর্ত্তিমমূর্ত্তিমমরেশ্বরম্ ॥ ৪৮
একমূর্ত্তিং মহামূর্ত্তিং বেদবেদ্যং দিবস্পতিম্।
নীলকণ্ঠং বিশ্বমূর্ত্তিং ব্যাপিনং বিশ্বরেতসম্ ॥ ৪
কালাগ্নিং কালদহনং কামদং কামনাশনম্।
নমস্যে গিরিশং দেবং চন্দ্রাবয়বভূষণম্ ॥ ৫০
বিলোহিতং লেলিহানমাদিত্যং পরমেষ্ঠিনম্।
উগ্রং পশুপতিং ভীমং ভাস্করং তমসঃ পরম্ ॥৫
ইত্যেতল্লক্ষণং প্রোক্তং যুগানাং বৈ সমাসতঃ।
অতীতানাগতানাং বৈ যাবন্মন্বন্তরক্ষয়ম্ ॥ ৫২
মন্বন্তরেণ চৈকেন সর্ব্বাণ্যেবান্তরাণি বৈ।
ব্যাখ্যাতানি ন সন্দেহঃ কল্পঃ কল্পেন চৈব হি ॥৫
মন্বন্তরেষু চৈতেষু অতীতানাগতেষু বৈ।
তুল্যাভিমানিনঃ সর্ব্বে নামরূপৈর্ভবন্ত্যত ॥ ৫৪
এবমুক্তো ভগবতা কিরীটী শ্বেতবাহনঃ।
বভার পরমাং ভক্তিমীশানেঽব্যভিচারিণীম্ ॥৫৫
নমশ্চকার তমৃষিং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং প্রভুম্।

করে। যাহারা ইহলোকে ত্রিদশপূজিত মহাদেবের আরাধনা করে না, তাহাদের দান তপস্যা, যজ্ঞ ও জীবন সমস্তই বৃথা। হে দেবদেব! তুমি রুদ্র, তুমি শূলী, তুমি ত্র্যম্বক, তুমি ত্রিনেত্র ও তুমি যোগিগণের গুরু; তোমাকে নমস্কার। হে দেবদেব! তুমি মহাদেব, তুমি মেধা, তুমি শম্ভু, তুমি স্থাণু, তুমি পরমেষ্ঠী ও তুমি সদাশিব; তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি চন্দ্র, তুমি রুদ্র, তুমি মহাগ্রাসী, তুমি জগতের হেতু, তুমি বিরূপাক্ষ, জগতের শরণ্য ও ব্রহ্মচারী; আমি তোমাকেই আশ্রয় করিতেছি। হে ঈশান, মহেশ্বর! তুমি মহাযোগী, তুমি অম্বিকাপতি, তুমি যোগীদিগকে যোগদান করিয়া থাক; আবার স্বয়ং যোগমায়ায় সমাবৃত থাক; হে রুদ্র! তুমিই যোগীদিগের গুরু ও আচার্য্য, তুমি যোগগম্য ও পিনাকী, তুমিই সংসারনাশক রুদ্র, আবার ব্রহ্মার অধিপতি, হে ব্রহ্মন্! তোমাকে নমস্কার করি। হে দেব! তুমি শাশ্বত, শান্ত, ব্রহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণপ্রিয়; হে নাথ! তুমি সর্ব্বত্র গমন করিতে পার, তোমার নাম কপর্দ্দী, তুমি কলামূর্ত্তি, তুমি অমূর্ত্তি, তুমি অমরপতি; তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি একমূর্ত্তি, তুমি মহামূর্ত্তি, তুমি বেদবেদ্য, তুমি স্বর্গের অধিপতি, তুমি নীলকণ্ঠ ও বিশ্বমূর্ত্তি, তুমি সর্ব্বব্যাপী ও বিশ্বরেতা, তোমাকে নমস্কার। আমি সেই প্রলয়াগ্নিস্বরূপ, কালদহন, কামনাশক, কামদ, চন্দ্রাবয়বভূষণ মহাদেব গিরিশকে নমস্কার করিতেছি। হে দেব! তুমি ভাস্কর, ভীম, উগ্র ও পশুপতি, হে তমোগুণাতীত! আমি তোমাকে নমস্কার করি; আমি সেই বিলোহিত, লেলিহান, পরমেষ্ঠী, আদিত্য মহেশ্বরকে আবার নমস্কার করি। হে অর্জ্জুন! যে পর্য্যন্ত মন্বন্তর কালের ক্ষয় না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত অতীত ও অনাগত সকল যুগেরই লক্ষণ সংক্ষেপে বলিলাম। এক মন্বন্তর কথন দ্বারা অন্যান্য সকল মন্বন্তরের কথাই বলা হইল এবং এক কল্পদ্বারা অন্যান্য কল্পের কথাও বলা হইল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে অর্জ্জুন! অতীত এবং অনাগত সকল মন্বন্তরেই সকলে আপনাদের তুল্যরূপ নাম ধারণ করিয়া আবার তুল্যরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবে। শ্বেতবাহন কিরীটী ভগবান্ বেদব্যাস কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া মহাদেবের প্রতি অস্খলিত ভক্তিভার

সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বকর্ত্তারং সাক্ষাদ্বিষ্ণুং ব্যবস্থিতম্ ॥৫৫
তমুবাচ পুনর্ব্ব্যাসঃ পার্থং পরপুরঞ্জয়ম্।
করাভ্যাং সুশুভাভ্যাঞ্চ সংস্পৃশ্য প্রণতং মুনিঃ।
ধন্যোঽস্যনুগৃহীতোঽসি ত্বাদৃশোঽন্যো ন বিদ্যতে।
ত্রৈলোক্যে শঙ্করে নূনং ভক্তঃ পরপুরঞ্জয় ॥৫৮
দৃষ্টবানসি তং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বতোমুখম্।
প্রত্যক্ষমেব সর্ব্বেষাং রুদ্রং সর্ব্বজগন্ময়ম্ ॥ ৫৯
জ্ঞানং তদৈশ্বরং দিব্যং যথাবদ্বিদিতং ত্বয়া।
স্বয়মেব হৃষীকেশঃ প্রীত্যোবাচ সনাতনঃ ॥ ৬০
গচ্ছ গচ্ছ স্বকং স্থানং ন শোকং কর্ত্তুমর্হসি।
ব্রজস্ব পরয়া ভক্ত্যা শরণ্যশরণং শিবম্ ॥ ৬১
এবমুক্ত্বা স ভগবাননুগৃহ্যার্জ্জুনং প্রভুঃ।
জগাম শঙ্করপুরং সমারাধয়িতুং ভবম্ ॥ ৬২
পাণ্ডবেয়োঽপি তদ্বাক্যাৎ সম্প্রাপ্য শরণং শিবম্
সন্ত্যজ্য সর্ব্বকর্ম্মাণি তদ্ভক্ত্যা তৎপরমোঽভবৎ ॥৬৩
নার্জ্জুনেন সমঃ শম্ভোর্ভক্ত্যা ভূতো ভবিষ্যতি।
মুক্ত্বা সত্যবতীসূনুং কৃষ্ণং বা দেবকীসুতম্ ॥৬
তস্মৈ ভগবতে নিত্যং নমঃ শান্তায় ধীমতে।
পারাশর্য্যায় মুনয়ে ব্যাসায়ামিততেজসে। ৬৫
কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণুরেব সনাতনঃ।
কো হ্যন্যস্তত্ত্বতো রুদ্রং বেত্তি তং পরমেশ্বরম্।
নমস্কুরুধ্বং তমৃষিং কৃষ্ণং সত্যবতীসুতম্।
পারাশর্য্যং মহাত্মানং যোগিনং বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥ ৬৭
এবমুক্তাস্তু মুনয়ঃ সর্ব্ব এব সমাহিতাঃ।
প্রণেমুস্তং মহাত্মানং ব্যাসং সত্যবতীসুতম্ ॥৬৮

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে ব্যাসার্জ্জুনসংবাদে যুগধর্ম্মে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

অবলম্বন করিলেন এবং সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা ও সাক্ষাৎ বিষ্ণুর ন্যায় অবস্থিত, সেই প্রভু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষিকে প্রণাম করিলেন। বেদব্যাস মুনি, প্রণত পরপুরঞ্জয় অর্জ্জুনের গাত্রে আপনার পবিত্র হস্ত বুলাইয়া আবার বলিলেন,—হে পরপুরঞ্জয়! এক্ষণে আমি তোমাকে ধন্য ও অনুগৃহীত বোধ করিতেছি; ত্রিভুবনের মধ্যে অপর কেহই তোমার ন্যায় মহাদেবের ভক্ত নাই। তুমি সেই বিশ্বাক্ষ বিশ্বতোমুখ সর্ব্বজগন্ময় মহাদেবকে সকলের সমক্ষে দর্শন করিয়াছ; তুমি তাঁহার দিব্য ঐশ-জ্ঞান সম্যক্‌রূপে জানিয়াছ—যাহা সনাতন হৃষীকেশ স্বয়ং প্রীতিপূর্ব্বক তোমাকে বলিয়াছিলেন। হে অর্জ্জুন! তুমি আপনার আবাসে গমন কর, আর শোক করিও না; এক্ষণে প্রগাঢ়-ভক্তি সহকারে সকলের শরণ্য শিবের শরণ গ্রহণ কর। সেই ভগবান্ প্রভু বেদব্যাস, এই কথা বলিয়া এবং অর্জ্জুনের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া শিবের আরাধনা করিবার নিমিত্ত বারাণসীধামে গমন করিলেন। অর্জ্জুনও তাঁহার উপদেশে মহাদেবকে সমাশ্রয় করিয়া অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ করত কেবল তদ্গত হইয়া রহিলেন। পৃথিবীর মধ্যে সত্যবতীনন্দন এবং দেবকী-নন্দন ভিন্ন অপর কেহই অর্জ্জুনের ন্যায় ভক্ত হইতে পারে নাই এবং আর পরেও হইবে না। সূত বলিলেন,—শান্ত ধীমান্ অমিত-তেজাঃ পরাশরতনয়, ভগবান্ বেদব্যাস মুনিকে নিয়ত প্রণাম করি। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু, তিনি ভিন্ন অপর কোন্ ব্যক্তি পরমেশ্বর রুদ্রের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছে? হে মুনিগণ! আপনারা সেই পরাশরতনয়, মহাত্মা, যোগী, অব্যয় বিষ্ণু, সত্যবতীপুত্র ঋষি কৃষ্ণকে প্রণাম করুন। তখন সেই মুনিগণ সূতকর্ত্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়া, সমাহিতচিত্তে মহাত্মা সত্যবতীপুত্র বেদব্যাসকে প্রণাম করিলেন ॥৫২—৬৮।

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৯॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

প্রাপ্য বারাণসীং দিব্যাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
কিমকার্ষীন্মহাবুদ্ধিঃ শ্রোতুং কৌতূহলং হি নঃ ॥১

সূত উবাচ।

প্রাপ্য বারাণসীং দিব্যামুপস্পৃশ্য মহামুনিঃ।
পূজয়ামাস জাহ্নব্যাং দেবং বিশ্বেশ্বরং শিবম্ ॥ ২
তমাগতং মুনিং দৃষ্ট্বা তত্র যে নিবসন্তি বৈ।
পূজয়াঞ্চক্রিরে ব্যাসং মুনয়ো মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৩
পপ্রচ্ছুঃ প্রণতাঃ সর্ব্বে কথাং পাপপ্রণাশিনীম্।
মহাদেবাশ্রয়াং পুণ্যাং মোক্ষধর্ম্মান্ সনাতনান্ ॥
স চাপি কথয়ামাস সর্ব্বজ্ঞো ভগবানৃষিঃ।
মাহাত্ম্যং দেবদেবস্য ধর্ম্মান্ বেদনিদর্শিতান্ ॥৫
তেষাং মধ্যে মুনীন্দ্রাণাং ব্যাসশিষ্যো মহামুনিঃ
পৃষ্টবান্ জৈমিনির্ব্যাসং গূঢ়মর্থং সনাতনম্ ॥ ৬

জৈমিনিরুবাচ।

ভগবন্ সংশয়ঞ্চৈকং ছেত্তুমর্হসি সর্ব্ববিৎ।
ন বিদ্যতে হ্যবিদিতং ভবতা পরমর্ষিণা ॥ ৭
কেচিদ্ধ্যানং প্রশংসন্তি ধর্ম্মমেবাপরে জনাঃ।
অন্যে সাংখ্যং তথা যোগং তপশ্চান্যে মহর্ষয়ঃ ॥৮
ব্রহ্মচর্য্যমথো মৌনমন্যে প্রাহুর্মহর্ষয়ঃ।
অহিংসাং সত্যমপ্যন্যে সন্ন্যাসমপরে বিদুঃ ॥৯
কেচিদ্দয়াং প্রশংসন্তি দানমধ্যয়নং তথা।
তীর্থযাত্রাং তথা কেচিদন্যে চেন্দ্রিয়নিগ্রহম্ ॥ ১০
কিমেষাঞ্চ ভবেজ্জ্যায়ঃ প্রব্রূহি মুনিপুঙ্গব।
যদি বা বিদ্যতেঽপ্যন্যদ্গুহ্যং তদ্বক্তুমর্হসি ॥ ১১
শ্রুত্বা স জৈমিনের্বাক্যং কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
প্রাহ গম্ভীরয়া বাচা প্রণম্য বৃষকেতনম্ ॥ ১২

ব্যাস উবাচ।

সাধু সাধু মহাভাগ যৎ পৃষ্টং ভবতা মুনে।
বক্ষ্যে গুহ্যতমাদ্গুহ্যং শৃণ্বন্ত্বন্যে মহর্ষয়ঃ ॥ ১৩
ঈশ্বরেণ পুরা প্রোক্তং জ্ঞানমেতৎ সনাতনম্।

ত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—মহাবুদ্ধি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি দিব্য বারাণসীতে গমন করিয়া কি করিলেন, তাহাই শুনিতে আমাদের কৌতূহল হইতেছে। সূত কহিলেন,—মহামুনি বারাণসীতে গমন করিয়া গঙ্গাজলে আচমন করিয়া বিশ্বেশ্বর মহাদেবের পূজা করিলেন। সেখানে যে সকল মুনিগণ বাস করিতেন, সকলেই মুনিপুঙ্গব বেদব্যাসকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন এবং সকলেই প্রণত হইয়া পবিত্র পাপনাশক শিব-কথা—সনাতন মোক্ষ-ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ঋষিও দেবদেবের মাহাত্ম্য এবং বেদ-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মসকল বলিলেন। সেই সকল মুনীন্দ্রগণের মধ্যে ব্যাসশিষ্য মহামুনি জৈমিনি ব্যাসদেবকে ধর্ম্মের সনাতন ও গূঢ় অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। জৈমিনি কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি পরমর্ষি ও সর্ব্বজ্ঞ, আপনার কিছুই অজ্ঞাত নাই; আপনি একটী সন্দেহ দূর করিয়া দিউন। হে মুনিপুঙ্গব! কোন কোন মহর্ষি কেবল ধ্যানেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন, কেহ বা ধর্ম্মের প্রশংসা করেন, কেহ বা সাংখ্য ও যোগের প্রশংসা করেন, আবার কোন মহর্ষি কেবল তপস্যারই প্রশংসা করেন। কেহ বলেন, ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেয়ঃ; কেহ বলেন, মৌনই শ্রেয়ঃ; কেহ বলেন, অহিংসাই শ্রেয়ঃ; আবার কেহ বলেন, সন্ন্যাসই শ্রেয়ঃ। কেহ দয়ার প্রশংসা করেন, কেহ বা দান ও অধ্যয়নের প্রশংসা করেন; কেহ বলেন, তীর্থযাত্রাই শ্রেয়ঃ এবং কেহ বা বলেন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই শ্রেয়ঃ। ইহার মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়ঃ, তাহা বলুন; আর যদি অন্য কিছু গুহ্য কথা বক্তব্য থাকে, তবে তাহাও বলুন। ১—১১। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি, জৈমিনির বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃষকেতন মহাদেবকে প্রণাম করত গম্ভীর বাক্যে বলিলেন,—হে মহাভাগ মুনে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বড়ই সুন্দর বিষয়; আমি সেই গুহ্যতম অপেক্ষাও গুহ্য বিষয় বলিতেছি, অন্যান্য মহর্ষিগণও শ্রবণ করুন

গূঢ়মপ্রাজ্ঞবিদ্বিষ্টং সেবিতং সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ১৪
নাশ্রদ্দধানে দাতব্যং নাভক্তে পরমেষ্ঠিনঃ।
নাবেদবিদুষে দেয়ং জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ॥১৫
মেরুশৃঙ্গে পুরা দেবমীশানং ত্রিপুরদ্বিষম্।
দেবাসনগতা দেবী মহাদেবমপৃচ্ছত ॥ ১৬
শ্রীদেব্যুবাচ।
দেবদেব মহাদেব ভক্তানামার্ত্তিনাশন।
কথং ত্বাং পুরুষো দেবমচিরাদেব পশ্যতি ॥১৭
সাংখ্যযোগস্তপো ধ্যানং কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ।
আয়াসবহুলান্যাহুর্যানি চান্যানি শঙ্কর ॥ ১৮
যেন বিভ্রান্তচিত্তানাং বিজ্ঞানাং যোগিনামপি।
দৃশ্যো হি ভগবান্ সূক্ষ্মঃ সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্ ?।
এতদ্গুহ্যতমং জ্ঞানং গূঢ়ং ব্রহ্মাদিসেবিতম্।
হিতায় সর্বভক্তানাং ব্রূহি কামাঙ্গনাশন ॥ ২০
ঈশ্বর উবাচ।
অবাচ্যমেতদ্গূঢ়ার্থং জ্ঞানমজ্ঞৈর্বহিষ্কৃতম্।
বক্ষ্যে তব যথাতত্ত্বং যদুক্তং পরমর্ষিভিঃ ॥২১
পরং গুহ্যতমং ক্ষেত্রং মম বারাণসী পুরী।
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং সংসারার্ণবতারিণী ॥২২
তস্মিন্ ভক্তা মহাদেবি মদীয়ং ব্রতমাশ্রিতাঃ।
নিবসন্তি মহাত্মানঃ পরং নিশ্চয়মাশ্রিতাঃ ॥ ২৩
উত্তমং সর্ব্বতীর্থানাং স্থানানামুত্তমঞ্চ যৎ।
জ্ঞানানামুত্তমং জ্ঞানমবিমুক্তং পরং মম ॥ ২৪
স্থানান্তরে পবিত্রাণি তীর্থান্যায়তনানি চ।
শ্মশানে সংস্থিতান্যেব দিবি ভূমিগতানি চ ॥ ২৫
ভূর্লোকে নৈব সংলগ্নমন্তরীক্ষে মমালয়ম্।
অবিমুক্তা ন পশ্যন্তি মুক্তা পশ্যন্তি চেতসা ॥২৬
শ্মশানমেতদ্বিখ্যাতমবিমুক্তমিতি স্মৃতম্।
কালো ভূত্বা জগদিদং সংহরাম্যত্র সুন্দরি ॥ ২৭

পূর্ব্বকালে মহেশ্বরই এই সনাতন জ্ঞান ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারাই এই জ্ঞানের সেবা করিয়া থাকেন, আর যাহারা মূর্খ, তাহারাই ইহার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে। যাহারা পরমেশ্বরের ভক্ত নহেন, যাহারা শ্রদ্ধাবিহীন এবং যাহারা বেদার্থ বুঝিতে অক্ষম, সেই সকল মনুষ্যকে এই জ্ঞানোত্তর জ্ঞান দেওয়া বিহিত নহে। পূর্ব্বকালে সুমেরু-পর্ব্বতের শিখরে পার্ব্বতী, মহাদেবের সহিত একাসনে বসিয়া ত্রিপুরারিকে এই জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীদেবী কহিলেন,—হে দেবদেব মহাদেব! আপনি ভক্তদিগকে দুঃখ মোচন করিয়া থাকেন,লোকে অচিরে কি উপায়ে আপনাকে দেখিতে পায়? হে শঙ্কর! সাংখ্যযোগ,তপস্যা, ধ্যান, বৈদিক কর্ম্মযোগ এবং অন্যান্য সকল কার্য্য বহু আয়াসসাধ্য; বিজ্ঞ-যোগজ্ঞেরাও এই সকলের অনুষ্ঠান করিয়া বিভ্রান্তচিত্তে আপনার দর্শন লাভ করে, আপনিও সকল জীবের অতীন্দ্রিয়; হে কামাঙ্গনাশন! ব্রহ্মাদি-সেবিত এই গূঢ় ও গুহ্যতম জ্ঞান, একণে সকল ভক্তের হিতের জন্য বলিয়া দিউন। ১২—২০। ঈশ্বর কহিলেন,—এই গূঢ়ত্ব-সংযুক্ত জ্ঞান অজ্ঞলোকের বুদ্ধিগম্য নহে এবং ইহা সকলের নিকটেও বলিবার নহে; তবে পরমর্ষিগণ যেরূপ বলিয়াছেন, আমিও ঠিক সেইরূপ তোমার নিকটে বলিতেছি। আমার পুরী বারাণসী অতিশয় গুহ্যতম ক্ষেত্র, ইহা সকল প্রাণীকেই সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করে। হে মহাদেবি! মহাত্মা ভক্তগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সহকারে মদীয় ব্রত অবলম্বন করিয়া সেইখানে বাস করিতেছে। আমার কাশী সকল তীর্থের মধ্যে উত্তম, সকল স্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সকল জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞানস্বরূপ; কি স্থানান্তরে, কি শ্মশানে, কি স্বর্গে, কি ভূমিতলে যে সকল পবিত্র ও প্রশস্ত তীর্থ বিদ্যমান আছে, সে সমস্তই এখানে আছে। আমার নিকেতন বারাণসী ক্ষিতির সহিত সংলগ্ন নহে, অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতেছে; যাহারা মুক্ত হইয়াছে, তাহারাই ঐরূপ দেখিতে পায়, আর যাহারা মুক্ত হয় নাই, তাহারা ঐরূপ দেখিতে পায় না। হে সুন্দরি! এই কাশী 'শ্মশান' বলিয়া বিখ্যাত, আমি কালরূপ ধারণ করিয়া এইখানে থাকিয়াই

দেবীদং সর্ব্বগুহ্যানাং স্থানং প্রিয়তমং মম।
মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি মামেব প্রবিশন্তি তে ॥২৮
দত্তং জপ্তং হুতঞ্চেষ্টং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
ধ্যানমধ্যয়নং জ্ঞানং সর্ব্বং তত্রাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ২
জন্মান্তরসহস্রেষু যৎ পাপং পূর্ব্বসঞ্চিতম্।
অবিমুক্তে প্রবিষ্টস্য তৎ পূর্ব্বং ব্রজতি ক্ষয়ম্॥৩
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা যে বর্ণসঙ্করাঃ।
স্ত্রিয়ো ম্লেচ্ছাশ্চ যে চান্যে সঙ্কীর্ণাঃ পাপযোনয়ঃ
কীটাঃ পিপীলিকাশ্চৈব যে চান্যে মৃগপক্ষিণঃ।
কালেন নিধনং প্রাপ্তা অবিমুক্তে বরাননে ॥৩১
চন্দ্রার্দ্ধমৌলয়স্ত্র্যক্ষা মহাবৃষভবাহনাঃ।
শিবে মম পুরে দেবি জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥৩২
নাবিমুক্তে মৃতঃ কশ্চিন্নরকং যাতি কিল্বিষী।
ঈশ্বরানুগৃহীতা হি সর্ব্বে যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩৪
মোক্ষং সুদুর্লভং জ্ঞাত্বা সংসারঞ্চাতিভীষণম্।

সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া থাকি। হে দেবি! সকল গোপনীয় স্থানের মধ্যে আমার এই স্থানই আমার প্রিয়তম; কিন্তু আমার ভক্তেরা যেখানে থাকুক না কেন, সেইখানেই আমাকে প্রাপ্ত হয়। দান, জপ, হোম, যজ্ঞ, তপস্যা, ধ্যান, অধ্যয়ন, জ্ঞান এবং অন্যান্য কার্য্য যাহা এখানে করা যায়, সে সমস্তই অক্ষয় হয়। ২১—২৯। পূর্ব্বে সহস্র সহস্র জন্মে যে পাপ সঞ্চিত হইয়াছে, অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে প্রবেশ করার পূর্ব্বেই সে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। হে দেবি বরাননে! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণ-সঙ্কর, স্ত্রী, ম্লেচ্ছ, পাপসম্ভূত সঙ্কীর্ণজাতি, কীট, পিপীলিকা, মৃগ, পক্ষী এবং অন্যান্য সকল জন্তু, যাহারা কালবশে কাশীতে নিধন-প্রাপ্ত হয়, তাহারা সকলেই চন্দ্রার্দ্ধমৌলি, ত্রিনেত্র ও মহাবৃষভবাহন হইয়া আমার শিব-পুরীতে অবস্থান করে। কাশীতে মৃত্যু হইলে কোন পাতকীকেই নরকে যাইতে হয় না; সকলেই মহাদেবের অনুগ্রহে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকে। সংসার অতিশয় ভীষণ এবং মোক্ষও বড় দুর্লভ জানিয়া প্রস্তর দ্বারা আপনার চরণদ্বয় ভগ্ন করিয়া কাশীতেই অবস্থান করিবে। হে পরমেশ্বরি! যে ব্যক্তি তপস্যাদ্বারা পবিত্র হইয়াছে, কিন্তু অন্য স্থানে মৃত্যু হইলে তাহার পক্ষেও সংসার হইতে মুক্তিলাভ করা দুর্লভ হইয়া উঠে। হে শৈলেন্দ্রনন্দিনি! এখানে আমার প্রসাদেই পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়, মূর্খেরা আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া তাহা দেখিতে পায় না। যাহারা মূঢ় ও অজ্ঞানে আবৃত, তাহারা কাশী দর্শন করিতে পারে না, সুতরাং বিষ্ঠা-মূত্র-শুক্রের মধ্যে বার বার প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। হে দেবি! যে ব্যক্তি শত-শত বিঘ্ন দ্বারা উদ্বেজিত হইয়াও একবার বারাণসীতে প্রবেশ করে, সে পরম ধামে গমন করে; সেখানে গিয়া আর তাহাকে শোক ভোগ করিতে হয় না। সে সেই জন্ম-মৃত্যু-জরারহিত পবিত্র শিব-লোকে গমন করে—যেখানে গমন করিলে আর কখনও মরিতে হয় না; তাহাই মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণের একমাত্র গতি। পণ্ডিতেরা ইহা প্রাপ্ত হইলে, আপনাদিগকে কৃতকৃত্য মনে করিয়া থাকেন। ৩০—৪০। কাশীতে যেরূপ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারা যায়—দান, তপস্যা, যজ্ঞ ও ব্রহ্মবিদ্যা

প্রাপ্যতে গতিরুৎকৃষ্টা যাবিমুক্তে তু লভ্যতে
নানাবর্ণা বিবর্ণাশ্চ চণ্ডালাদ্যা জুগুপ্সিতাঃ ॥৪২
কিল্বিষৈঃ পূর্ণদেহা যে প্রকৃষ্টৈস্তাপকৈস্তথা।
ভেষজং পরমং তেষামবিমুক্তং বিদুর্বুধাঃ ॥৪৩
অবিমুক্তং পরং জ্ঞানমবিমুক্তং পরং পদম্।
অবিমুক্তং পরং তত্ত্বমবিমুক্তং পরং শিবম্ ॥৪৪
কৃত্বা বৈ নৈষ্ঠিকীং দীক্ষামবিমুক্তে বসন্তি যে।
তেষাং তৎ পরমং জ্ঞানং দদাম্যন্তে পরং পদম্
প্রয়াগং নৈমিষং পুণ্যং শ্রীশৈলোঽথ হিমালয়ঃ।
কেদারং ভদ্রকর্ণঞ্চ গয়া পুষ্করমেব চ ॥ ৪৬
কুরুক্ষেত্রং রুদ্রকোটির্নর্ম্মদা হাটকেশ্বরম্।
শালগ্রামঞ্চ কুব্জাম্রং কোকামুখমনুত্তমম্ ॥ ৪৭
প্রভাসং বিজয়েশানং গোকর্ণং শঙ্কুকর্ণকম্।
এতানি পুণ্যস্থানানি ত্রৈলোক্যে বিশ্রুতানি চ
ন যান্তি পরং মোক্ষং বারাণস্যাং যথা মৃতাঃ।
বারাণস্যাং বিশেষেণ গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।
প্রবিষ্টা নাশয়েৎ পাপং জন্মান্তরশতৈঃ কৃতম্ ॥

অন্যত্র সুলভা গঙ্গা শ্রাদ্ধং দানং তথা জপঃ।
ব্রতানি সর্ব্বমেবৈতদ্বারাণস্যাং সুদুর্লভম্ ॥৫০
যজেৎ তু জুহুয়ান্নিত্যং দদাত্যর্চ্চয়তেঽমরান্।
বায়ুভক্ষশ্চ সততং বারাণস্যাং স্থিতো নরঃ ॥ ৫১
যদি পাপো যদি শঠো যদি চাধার্ম্মিকো নরঃ।
বারাণসীং সমাসাদ্য পুনাতি স কুলত্রয়ম্ ॥ ৫২
বারাণস্যাং মহাদেবং যে স্তবন্ত্যর্চ্চয়ন্তি চ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাস্তে বিজ্ঞেয়া গণেশ্বরাঃ ॥৫৩
অন্যত্র যোগাজ্‌জ্ঞানাদ্বা সন্ন্যাসাদথবান্যতঃ।
প্রাপ্যতে তৎ পরং স্থানং সহস্রেণৈব জন্মনা ॥
যে ভক্তা দেবদেবেশে বারাণস্যাং বসন্তি বৈ
তে বিন্দন্তি পরং মোক্ষমেকেনৈব তু জন্মনা ॥৫৫
যত্র যোগস্তথা জ্ঞানং মুক্তিরেকেন জন্মনা।
অবিমুক্তং সমাসাদ্য নান্যদ্গচ্ছেৎ তপোবনম্ ॥

———————

যাবাও সেরূপ গতি লাভ করিতে পারা যায় না। নানাবর্ণের মনুষ্য এবং বর্ণবিহীন ঘৃণিত চণ্ডালাদি, যাহাদিগের দেহ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখে এবং নানাবিধ পাপে পূর্ণ হইয়াছে, পণ্ডিতেরা বলেন, কাশীই তাহাদিগের পক্ষে পরম ঔষধ-স্বরূপ। কাশীই পরম জ্ঞান, কাশীই পরমপদ, কাশীই পরম তত্ত্ব, কাশীই পরম শিবস্বরূপ। যাহারা নৈষ্ঠিকী দীক্ষা সমাধা করিয়া কাশীতে বাস করে, আমি তাহাদিগকে পরম জ্ঞান এবং অন্তে পরম পদ দান করি। কাশীতে মরিলে যেরূপ পরম মোক্ষ লাভ করে, প্রয়াগ, পবিত্র নৈমিষারণ্য, শ্রীশৈল, হিমালয়, কেদার, ভদ্রকর্ণ, গয়া, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, রুদ্রকোটি, নর্ম্মদা, হাটকেশ্বর, শালগ্রাম, কুব্জাম্র, অনুত্তম কোকামুখ, প্রভাস, বিজয়েশান, গোকর্ণ বা শঙ্কুকর্ণ এই সকল ত্রিভুবনবিখ্যাত পুণ্যস্থানেও সেরূপ হয় না। বিশেষতঃ ত্রিপথগামিনী গঙ্গা বারাণসীতে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি মনুষ্যের শত জন্মের পাপ বিনিষ্ট করেন। অন্যান্য তীর্থে গঙ্গা দুর্লভ এবং শ্রাদ্ধ, দান, জপ ও ব্রত সুলভ; কিন্তু এইব্রতাদি সমস্তই কাশীতে সুদুর্লভ অর্থাৎ বহুভাগ্য ব্যতীত কাশীতে গঙ্গাস্নানাদি পুণ্যকর্ম্ম ঘটিয়া উঠে না। ৪১—৫০। কাশীতে প্রতিদিন যাগ করিবে, প্রতিদিন হোম করিবে ও প্রতিদিন দেবতার অর্চ্চনা করিবে এবং সতত বায়ুভক্ষ হইয়া কাশীতে অবস্থান করিবে। মনুষ্য যদি পাপী, শঠ ও অধার্ম্মিক হয়, তাহা হইলেও সে বারাণসী আগমন করিলে আপনার তিনকুল পবিত্র করে। যাহারা কাশীতে মহাদেবের স্তব করেন এবং তাঁহার অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন এবং গণেশ্বর হইয়া থাকেন জানিবে। অন্যত্র যোগ, জ্ঞান, সন্ন্যাস অথবা অন্য উপায় করিলে সহস্র সহস্র জন্মে যে পরম পদবী লাভ করিতে সমর্থ হয়, বারাণসীতে যাঁহারা দেবদেবেশের ভক্ত হইয়া বাস করেন তাঁহারা এক জন্মেই সেই পরমমোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। যেখানে এক জন্মেই যোগ, জ্ঞান এবং মুক্তি এ সমস্তই হইয়া থাকে, সেই বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া কাহারও

যতো ময়া ন মুক্তং তদবিমুক্তমিতি স্মৃতম্।
তদেব গুহ্যং গুহ্যানামেতদ্বিজ্ঞায় মুচ্যতে ॥ ৫৭
জ্ঞানধ্যাননিবিষ্টানাং পরমানন্দমিচ্ছতাম্।
যা গতির্বিহিতা সুভ্রু সাবিমুক্তে মৃতস্য তু ॥ ৫৮
যানি চাপ্যবিমুক্তানি দেবৈরুক্তানি নিত্যশঃ।
পুরী বারাণসী তেভ্যঃ স্থানেভ্যোঽপ্যধিকা শুভা ॥ ৫৯
যত্র সাক্ষান্মহাদেবো দেহান্তে স্বয়মীশ্বরঃ।
ব্যাচষ্টে তারকং ব্রহ্ম তথৈব হ্যবিমুক্তকম্ ॥ ৬০
যৎ তৎ পরতরং তত্ত্বমবিমুক্তমিতি স্মৃতম্।
একেন জন্মনা দেবি বারাণস্যাং তদাপ্যতে
ভ্রূমধ্যে নাভিমধ্যে চ হৃদয়েঽপি চ মূর্দ্ধনি।
যথাবিমুক্তমাদিত্যে বারাণস্যাং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৬২
বরণায়াস্তথা চাস্যা মধ্যে বারাণসী পুরী।
তত্রৈব সংস্থিতং তত্ত্বং নিত্যমেবাবিমুক্তকম্ ॥

বারাণস্যাঃ পরং স্থানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
যথা নারায়ণাদ্দেবো মহাদেবাদিবেশ্বরঃ ॥ ৬৪
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সযক্ষোরগরাক্ষসাঃ।
উপাসতে মাং সততং দেবদেবঃ পিতামহঃ ॥৬৫
মহাপাতকিনো যে চ যে তেভ্যঃ পাপকৃত্তমাঃ।
বারাণসীং সমাসাদ্য তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥
তস্মান্মুমুক্ষুর্নিয়তো বসেচ্চামরণান্তিকম্।
বারাণস্যাং মহাদেবি জ্ঞানং লব্ধ্বা বিমুচ্যতে ॥
কিন্তু বিঘ্না ভবিষ্যন্তি পাপোপহতচেতসাম্।
ততো নৈব চরেৎ পাপং কায়েন মনসা গিরা ॥

ব্যাস উবাচ।

এতদ্রহস্যং বেদানাং পুরাণানাং দ্বিজোত্তমাঃ।
অবিমুক্তাশ্রয়ং জ্ঞানং ন কিঞ্চিদ্বেদ্মি তৎপরম্ ॥
দেবতানামৃষীণাঞ্চ শৃণ্বতাং পরমেষ্ঠিনাম্।
দেব্যৈ দেবেন কথিতং সর্বপাপবিনাশনম্ ॥ ৭১

অন্য তপোবনে যাওয়া কর্তব্য নহে। কাশী ধাম আমাকর্তৃক পরিত্যক্ত হয় না বলিয়াই ইহার নাম অবিমুক্ত হইয়াছে। ইহাই গোপনীয় পদার্থের মধ্যে অতি গোপনীয়; যে ইহা বুঝিতে পারে, সে-ই মুক্তিলাভ করিতে পারে। হে সুভ্রু! যাঁহারা জ্ঞান ও তপস্যায় নিষ্ঠাবান্ হইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে যে গতি বিহিত হইয়াছে, অবিমুক্তক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পক্ষেও তাহাই বিহিত হইয়াছে। সর্ব্ব সময়ে দেবগণের অপরিত্যক্ত যে সকল স্থান কথিত হইয়াছে; বারাণসী পুরী তাহাদের সকলের অপেক্ষা সমধিক মঙ্গলদাত্রী। এখানে স্বয়ং ঈশ্বর সাক্ষাৎ মহাদেব দেহাবসানসময়ে তারক-ব্রহ্ম নাম ও অবিমুক্তক মন্ত্র শ্রবণ করান। হে দেবি! অবিমুক্ত নামে যে পরতত্ত্ব কথিত হইয়াছে, তাহাই এই বারাণসীতে এক জন্মে পাওয়া যায়। ভ্রূমধ্যে, নাভিমধ্যে হৃদয়ে, মস্তকে এবং আদিত্যলোকে যেরূপ অবিমুক্ত অবস্থান করিতেছেন, কাশীতে, সেইরূপ অবিমুক্ত অবস্থান করিতেছেন। বরণা এবং অসি এই দুই নদীর মধ্যে বারাণসীপুরী অবস্থান করিতেছে এবং সেই বারাণসীতে অবিমুক্তক নামক তত্ত্ব নিয়ত অবস্থান করিতেছেন। ৫১—৬৩। যেমন নারায়ণ অপেক্ষা প্রধান দেবতা এবং মহাদেব মহেশ্বর অপেক্ষা ঈশ্বর আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই সেইরূপ বারাণসী অপেক্ষা আর প্রধান স্থান নাই এবং পরেও আর হইবে না। সেখানে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, উরগ ও দেবদেব পিতামহ সর্ব্বদা আমার উপাসনা করেন। যাহারা মহাপাতকী এবং যাহারা তাহাদের অপেক্ষাও অধিক পাপাচারী, তাহারাও বারাণসীতে গমন করিয়া পরম গতি লাভ করে। হে মহাদেবি! অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি মরণ কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদা বারাণসীতে বাস করিবে, তাহা হইলেই সে জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইবে। কাশীতে থাকিয়া যাহার মন পাপদ্বারা উপহত হইবে,তাহার অনেক বিঘ্ন হইবে; অতএব সেখানে কায়মনোবাক্যে পাপানুষ্ঠান করিবে না। ব্যাস কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! ইহাই বেদ পুরাণ সকলের রহস্যজ্ঞান; বারাণসী-আশ্রিত জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আর কিছুই

যথা নারায়ণঃ শ্রেষ্ঠো দেবানাং পুরুষোত্তমঃ।
যথেশ্বরাণাং গিরিশঃ স্থানানামেতদুত্তমম্॥ ৭১
যৈঃ সমারাধিতো রুদ্রঃ পূর্ব্বস্মিন্নেব জন্মনি।
তে বিন্দন্তি পরং ক্ষেত্রমবিমুক্তং শিবালয়ম্॥ ৭২
কলিকল্মষসম্ভূতা যেষামুপহতা মতিঃ।
ন তেষাং বীক্ষিতুং শক্যং স্থানং তৎ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ৭৩
যে স্মরন্তি সদা কালং বিন্দন্তি চ পুরীমিমাম্।
তেষাং বিনশ্যতি ক্ষিপ্রমিহামুত্র চ পাতকম্॥৭৪
যানি চেহ প্রকুর্ব্বন্তি পাতকানি কৃতালয়াঃ।
নাশয়েৎ তানি সর্ব্বাণি দেবঃ কালতনুঃ শিবঃ॥৭৫
আগচ্ছতামিদং স্থানং সেবিতুং মোক্ষ-
কাঙ্ক্ষিণাম্।
মৃতানাং বৈ পুনর্জন্ম ন ভূয়ো ভবসাগরে॥৭৬
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বারাণস্যাং বসেন্নরঃ।
যোগী বাপ্যথবাযোগী পাপী বা পুণ্যকৃত্তমঃ॥৭৭

জানি না। পরমেষ্ঠী ঋষিগণ এবং দেবগণের সমক্ষে মহাদেব পার্ব্বতীকে এই সর্ব্বপাপবিনাশক কথা বলিয়াছিলেন।৬৪ ৭০। যেমন পুরুষোত্তম নারায়ণ সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রুদ্রগণের মধ্যে যেমন মহেশ্বর শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ বারাণসী সকল স্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে পূর্ব্বজন্মে রুদ্রের আরাধনা করিয়াছে, সে-ই পবিত্র শিবালয়, অবিমুক্ত নামক ক্ষেত্র লাভ করিয়া থাকে। যাহাদের মতি কলিকল্মষ দ্বারা উপহত হইয়াছে, তাহারা সেই পরমেষ্ঠীর স্থান দেখিতে সক্ষম হয় না। যাহারা এই পুরীপ্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বদা মহাকালকে স্মরণ করে, তাহাদের ইহলোকের ও পরলোকের সমস্ত পাপ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। যাহারা এখানে বাস করিয়া (অজ্ঞান-বশতঃ) যে কোন প্রকার পাপ করে, মহাকাল মহেশ্বর তাহাদের সে সমস্ত পাপ বিনাশ করেন। যাহারা সংসারে বার বার আগমন করিতেছে অথচ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, তাহাদেরই এই স্থানের সেবা করা উচিত; এখানে মৃত্যু হইলে ভবসাগরে আর কখনও মগ্ন হইবে না।

ন লোকবচনাৎ পিত্রোর্ন চৈব গুরুবাদতঃ।
মতিমুৎক্রমণীয়া স্যাদবিমুক্তগতিং প্রতি॥ ৭৮

সূত উবাচ।

এবমুক্ত্বাথ ভগবান্ ব্যাসো বেদবিদাং বরঃ।
সহৈব শিষ্যপ্রবরৈর্বারাণস্যাং চচার হ॥ ৭৯

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে বারাণসীমাহাত্ম্যে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

স শিষ্যৈঃ সংবৃতো ধীমান্ গুরুর্দ্বৈপায়নো মুনিঃ।
জগাম বিপুলং লিঙ্গমোঙ্কারং মুক্তিদায়কম্॥ ১
তত্রাভ্যর্চ্য মহাদেবং শিষ্যৈঃ সহ মহামুনিঃ।
প্রোবাচ তস্য মাহাত্ম্যং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্॥ ২
ইদং তদ্বিমলং লিঙ্গমোঙ্কারং নাম শোভনম্

অতএব কি পাপী, কি পুণ্যশীল, কি যোগী কি অযোগী, সকলেই সর্ব্বপ্রযত্নে বারাণসীতে বাস করিবে। লোকের বাক্যে, পিতামাতার বাক্যে, অথবা গুরুর বাক্যে, কখনই বারাণসী-গমনের ইচ্ছার ব্যতিক্রম করিবে না। সূত কহিলেন,—বেদবিদ্বর ভগবান্ ব্যাসদেব এই কথা বলিয়া প্রধান প্রধান শিষ্যের সমভিব্যাহারে বারাণসীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৭১—৭৯।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন—ধীমান্ গুরু দ্বৈপায়ন মুনি শিষ্যসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া মুক্তিদায়ক ওঙ্কারনামক বৃহৎ শিবলিঙ্গের নিকটে গমন করিলেন। মহামুনি ব্যাস শিষ্যগণের সহিত সমবেত হইয়া তথায় মহাদেবের পূজা করিলেন এবং ভাবিতাত্মা মুনিদিগের সমক্ষে

অস্য স্মরণমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ। ৫
এতৎ তৎ পরমং জ্ঞানং পঞ্চায়তনমুত্তমম্।
অর্চ্চিতং মুনিভির্নিত্যং বারাণস্যাং বিমোক্ষদম্।
অত্র সাক্ষান্মহাদেবঃ পঞ্চায়তনবিগ্রহঃ।
রমতে ভগবান্ রুদ্রো জন্তূনামপবর্গদঃ। ৫
যত্তৎ পাশুপতং জ্ঞানং পঞ্চার্থমিতি কথ্যতে
তদেতদ্বিমলং লিঙ্গমোঙ্কারে সমবস্থিতম্। ৬
শান্ত্যতীতা পরা শান্তির্বিদ্যা চৈব যথাক্রমম্
প্রতিষ্ঠা চ নিবৃত্তিশ্চ পঞ্চার্থং লিঙ্গমৈশ্বরম্।
পঞ্চানামপি দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং যদাশ্রয়ম্।
ওঙ্কারবোধিতং লিঙ্গং পঞ্চায়তনমুচ্যতে। ৮
সংস্মরেদৈশ্বরং লিঙ্গং পঞ্চায়তনমব্যয়ম্।
দেহান্তে তৎ পরং জ্যোতিরানন্দং বিশতে
পরম্। ৯

অত্র দেবর্ষয়ঃ পূর্ব্বং সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষয়স্তথা।
উপাস্য দেবমীশানং প্রাপ্তবন্তঃ পরং পদম্। ১০
মৎস্যোদর্য্যাস্তটে পুণ্যং স্থানং গুহ্যতমং শুভম্
গোচর্ম্মমাত্রং বিপ্রেন্দ্রা ওঙ্কারেশ্বরমুত্তমম্। ১১
কৃত্তিবাসেশ্বরং লিঙ্গং মধ্যমেশ্বরমুত্তমম্।
বিশ্বেশ্বরং তথোঙ্কারং কপর্দ্দীশ্বরমুত্তমম্। ১২
এতানি গুহ্যলিঙ্গানি বারাণস্যাং দ্বিজোত্তমাঃ।
ন কশ্চিদিহ জানাতি বিনা শম্ভোরনুগ্রহাৎ। ১৩
এবমুক্ত্বা যযৌ কৃষ্ণঃ পারাশর্য্যো মহামুনিঃ।
কৃত্তিবাসেশ্বরং লিঙ্গং দ্রষ্টুং দেবস্য শূলিনঃ। ১৪
সমভ্যর্চ্চ্য তথা শিষ্যৈর্মাহাত্ম্যং কৃত্তিবাসসঃ।
কথয়ামাস বিপ্রেভ্যো ভগবান্ ব্রহ্মবিত্তমঃ। ১৫
অস্মিন্ স্থানে পুরা দৈত্যো হস্তী ভূত্বা
ভবান্তিকম্।
ব্রাহ্মণান্ হন্তুমায়াতো যেঽত্র নিত্যমুপাসতে।
তেষাং লিঙ্গান্মহাদেবঃ প্রাদুরাসীৎ ত্রিলোচনঃ

সেই শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য বলিতে লাগিলেন যে, ইহাই সেই পবিত্র ওঙ্কার নামক শ্রেষ্ঠতম লিঙ্গ, ইহারই স্মরণ করিলে লোক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। ইনিই সেই পরম জ্ঞানস্বরূপ উত্তম পঞ্চায়তন লিঙ্গ, মুনিগণ প্রতিদিন বারাণসীতে ইঁহারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন এবং ইনিই মুক্তি দান করিয়া থাকেন। এখানেই সাক্ষাৎ ভগবান্ মহাদেব রুদ্র, পঞ্চায়তন বিগ্রহ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন এবং জন্তুদিগকে মুক্তি দান করিতেছেন। পাশুপত জ্ঞানস্বরূপ পঞ্চার্থময় যে লিঙ্গ কথিত হইয়াছে, ইনিই সেই বিমল লিঙ্গ, এই ওঙ্কারলিঙ্গেই সেই পঞ্চার্থ পাশুপত জ্ঞান নিহিত। শান্ত্যতীতা, পরা শান্তি, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা এবং নিবৃত্তি এই পঞ্চশক্তি যথাক্রমে এই লিঙ্গে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা পঞ্চায়তন নামে প্রসিদ্ধ। আর ব্রহ্মাদি পঞ্চদেবতার আশ্রয় বলিয়াও এই ওঙ্কারবোধিত লিঙ্গ পঞ্চায়তন নামে কথিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি অব্যয় পঞ্চায়তন নামক ঐশ্বর লিঙ্গকে স্মরণ করেন, তিনি দেহান্তে আনন্দময় পরম জ্যোতিতে প্রবেশ লাভ করেন। পূর্ব্বে দেবর্ষিগণ, সিদ্ধগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ এইখানে মহাদেবের পূজা করিয়া পরমপদ লাভ করিয়াছিলেন। ১—১০। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! মৎস্যোদরীর তটে পবিত্র, গুহ্যতম, মঙ্গলময়, উত্তম, গোচর্ম্মমাত্র ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গ। হে দ্বিজোত্তমগণ! কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ, মধ্যমেশ্বর উত্তম লিঙ্গ, বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ, ওঙ্কার লিঙ্গ ও উত্তম কপর্দ্দীশ্বর লিঙ্গ, এই গুলিই বারাণসীর মধ্যে গুহ্যলিঙ্গ; মহাদেবের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কেহ এ সমস্ত জানিতে পারে না। সূত কহিলেন,—পরাশর-তনয় মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই কথা বলিয়া মহাদেবের কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিতে প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মবিত্তম ভগবান্ বেদব্যাস শিষ্যগণের সহিত সমবেত হইয়া সেই লিঙ্গের পূজা করত ব্রাহ্মণদিগকে কৃত্তিবাসেশ্বরের মাহাত্ম্যের কথা বলিতে লাগিলেন,—পূর্ব্বে এই স্থানে যে সকল ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন শিবের আরাধনা করিতেন, তাঁহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত হস্তীর আকারধারী এক দৈত্য এই শিবলিঙ্গের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন।

রক্ষণার্থং দ্বিজশ্রেষ্ঠা ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ ॥১৭
হত্বা গজাকৃতিং দৈত্যং শূলেনাবজ্ঞয়া হরঃ।
বাসস্তস্যাকরোৎ কৃত্তিং কৃত্তিবাসেশ্বরস্ততঃ ॥ ১৮
অত্র সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তা মুনয়ো মুনিপুঙ্গবাঃ।
তেনৈব চ শরীরেণ প্রাপ্তাস্তৎ পরমং পদম্ ॥১৯
বিদ্যা বিদ্যেশ্বরা রুদ্রাঃ শিবা যে চ প্রকী-
র্ত্তিতাঃ।
কৃত্তিবাসেশ্বরং লিঙ্গং নিত্যমাবৃত্য সংস্থিতাঃ ॥
জ্ঞাত্বা কলিযুগং ঘোরমধর্ম্মবহুলং জনাঃ।
কৃত্তিবাসং ন মুঞ্চন্তি কৃতার্থাস্তে ন সংশয়ঃ ॥ ২১
জন্মান্তরসহস্রেণ মোক্ষোঽন্যত্রাপ্যতে ন বা।
একেন জন্মনা মোক্ষঃ কৃত্তিবাসে তু লভ্যতে ॥
আলয়ঃ সর্ব্বসিদ্ধীনামেতৎ স্থানং বদন্তি হি।
গোপিতং দেবদেবেন মহাদেবেন শম্ভুনা ॥ ২৩

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তখন ভক্তবৎসল ত্রিনেত্র মহাদেব সেই সমস্ত ভক্তদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই শিবলিঙ্গ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মহাদেব সেই গজাকৃতি দৈত্যকে অবজ্ঞা সহকারে শূল দ্বারা আহত করিয়া, তাহার চর্ম্মকে আপনার বস্ত্র করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম কৃত্তিবাসেশ্বর হইয়াছে। হে মুনিগণ! এইখানে মুনিপুঙ্গবেরা পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহারা এই ভৌতিক দেহ দ্বারাই সেই পরম পদ লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যা, বিদ্যেশ্বর রুদ্র এবং শিব বলিয়া যাঁহারা কথিত হইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা এই কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন ।১১-২০। এই অধর্ম্মবহুল ঘোর কলিযুগ উপস্থিত জানিয়া যাহারা কৃত্তিবাসেশ্বরকে পরিত্যাগ করে না, তাহারা যে সিদ্ধমনোরথ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অন্য স্থানে লোকে সহস্র জন্মেও মুক্তি লাভ করিতে পারে কি না সন্দেহ; কিন্তু এই কৃত্তিবাসেশ্বরের স্থানে এক জন্মেই মুক্তি লাভ করিতে পারে। পণ্ডিতেরা বলেন, এই স্থানই সর্ব্বসিদ্ধির আলয়, দেবদেব

যুগে যুগে হ্যত্র দান্তা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
উপাসতে মহাদেবং জপন্তি শতরুদ্রিয়ম্ ॥ ২৪
স্তবৈস্তু সততং দেবং মহাদেবং ত্রিয়ম্বকম্।
ধ্যায়ন্তো হৃদয়ে নিত্যং স্থাণুং সর্ব্বোত্তমং শিবম্ ॥
গায়ন্তি সিদ্ধাঃ কিল গীতকানি
বারাণসীং যে নিবসন্তি বিপ্রাঃ।
তেষামথৈকেন ভবেন মুক্তি-
র্যে কৃত্তিবাসং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ ২৬
সম্প্রাপ্য লোকে জগতামভীষ্টং
সুদুর্লভং বিপ্রকুলেষু জন্ম।
ধ্যানং সমাধায় জপন্তি রুদ্রং
ধ্যায়ন্তি চিত্তে যতয়ো মহেশম্ ॥ ২৭
আরাধয়ন্তি প্রভুমীশিতারং
বারাণসীমধ্যগতা মুনীন্দ্রাঃ।
যজন্তি যজ্ঞৈরভিসন্ধিহীনাঃ
স্তবন্তি রুদ্রং প্রণমন্তি শম্ভুম্ ॥ ২৮
নমো ভবায়ামলভাবধাম্নে
স্থাণুং প্রপদ্যে গিরিশং পুরাণম্।

মহাদেব ইহা সকলের সমক্ষে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন জিতেন্দ্রিয় বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা সকল যুগেই এখানে মহাদেবের উপাসনা করে ও শতরুদ্রিয় মন্ত্র জপ করে এবং সর্ব্বোত্তম স্থাণু শিবকে প্রত্যহ আপনাদের হৃদয়ের মধ্যে ধ্যান করিয়া সেই ত্রিনেত্র দেবদেব মহাদেবের স্তব করে। হে দ্বিজগণ! সিদ্ধলোকেরা এই বলিয়া গান করিয়া থাকে যে, যে সকল লোক বারাণসীতে বাস করে এবং যাহারা কৃত্তিবাসেশ্বরের শরণ গ্রহণ করে, তাহাদের এক জন্মেই মুক্তি লাভ হয়। পৃথিবীর মধ্যে ত্রিভুবনবাঞ্ছিত সুদুর্লভ বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, যতিরা এখানে চিত্তের একাগ্রতা সমাধান করত রুদ্রমন্ত্র জপ করেন এবং হৃদয়ের মধ্যে মহাদেবের ধ্যান করেন। বারাণসী-মধ্যগত মুনীন্দ্রেরা প্রভু ঈশ্বরেরই আরাধনা করেন, সেই শম্ভু রুদ্রকেই স্তব করেন এবং তাঁহাকেই প্রণাম করেন। আমি সেই অমলধামা ভবকে প্রণাম করিতেছি

স্মরামি রুদ্রং হৃদয়ে নিবিষ্টং
জানে মহাদেবমনেকরূপম্ ॥ ২৯
ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে বারাণসীমাহাত্ম্যে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
সমাভাষ্য মুনীন্ ধীমান্ দেবদেবস্য শূলিনঃ।
জগাম লিঙ্গং তদ্রষ্টুং কপর্দ্দীশ্বরমব্যয়ম্ ॥১
স্নাত্বা তত্র বিধানেন তর্পয়িত্বা পিতৃন্ দ্বিজাঃ
পিশাচমোচনে তীর্থে পূজয়ামাস শূলিনম্ ॥ ২
তত্রাশ্চর্য্যমপশ্যংস্তে মুনয়ো গুরুণা সহ।
মেনিরে ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং প্রণেমুর্গিরিশং হরম্ ॥ ৩
কশ্চিদভ্যাগমৎ তূর্ণং শার্দ্দূলো ঘোররূপধৃক্।
মৃগীমেকাং ভক্ষয়িতুং কপর্দ্দীশ্বরসত্তমম্ ॥ ৪
তত্র সা ভীতহৃদয়া কৃত্বা কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
ধাবমানা সুসম্ভ্রান্তা ব্যাঘ্রস্য বশমাগতা ॥ ৫
তাং বিদার্য্য নখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ শার্দ্দূলঃ সুমহাবলঃ।
জগাম চান্যদ্বিজনং স দৃষ্ট্বা তান্ মুনীশ্বরান্ ॥৬
মৃতমাত্রা চ সা বালা কপর্দ্দীশাগ্রতো মৃগী।
অদৃশ্যত মহাজ্বালা ব্যোম্নি সূর্য্যসমপ্রভা ॥ ৭
ত্রিনেত্রা নীলকণ্ঠা চ শশাঙ্কাঙ্কিতশেখরা।
বৃষাধিরূঢ়া পুরুষৈস্তাদৃশৈরেব সংবৃতা ॥ ৮
পুষ্পবৃষ্টিং বিমুঞ্চন্তি খেচরাস্তস্য মূর্দ্ধনি।
গণেশ্বরঃ স্বয়ং ভূত্বা ন দৃষ্টস্তৎক্ষণাৎ ততঃ ॥ ৯
দৃষ্ট্বৈতদাশ্চর্য্যবরং জৈমিনিপ্রমুখাস্তদা।
কপর্দ্দীশ্বরমাহাত্ম্যং পপ্রচ্ছুর্গুরুমচ্যুতম্ ॥ ১০
তেষাং প্রোবাচ ভগবান্ দেবাগ্রে চোপবিশ্য সঃ।
কপর্দ্দীশস্য মাহাত্ম্যং প্রণম্য বৃষভধ্বজম্ ॥ ১১

এবং সেই পুরাণপুরুষ স্থাণু গিরিশকে আশ্রয় করিয়াছি, আর সেই হৃদয়নির্বিষ্ট রুদ্রকে স্মরণ করিতেছি; আমি জানি যে, তিনি মহাদেব ও অনেকরূপধারী। ২১—২৯।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩১

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন;—ধীমান্ বেদব্যাস মুনিগণকে এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া দেবদেব শূলীর অব্যয় কপর্দ্দীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিতে গমন করিলেন! হে দ্বিজগণ! সেখানে পিশাচমোচন তীর্থে স্নান করিয়া যথাবিধানে পিতৃলোকের তর্পণ সমাধা করিয়া মহাদেবের পূজা করিলেন। হে দ্বিজগণ! গুরুর সহিত অবস্থিত মুনিগণ, সেখানে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিলেন এবং তাহা স্থানের মাহাত্ম্য, ইহা বুঝিতে পারিয়া গিরিশ হরকে প্রণাম করিলেন। সেই উত্তম কপর্দ্দীশ্বরের নিকটে এক ভীষণ শার্দ্দূল একটী মৃগীকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত অতিসত্বর বেগে আগমন করিল। তখন ভীতহৃদয়া মৃগী অতিশয় ব্যগ্রতা সহ ইতস্ততঃ দৌড়িতে দৌড়িতে মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, কিন্তু শেষে ব্যাঘ্রের হস্তেই পতিত হইল। মহাবল শার্দ্দূল তীক্ষ্ণ নখদ্বারা মৃগীকে বিদীর্ণ করিয়া মুনিদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া অন্য বনে গমন করিল। সেই বালা হরিণী কপর্দ্দীশ্বরের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিয়াই, আকাশমার্গে বৃষাধিরূঢ় শশাঙ্কাঙ্কিতমস্তকা, নীলকণ্ঠা ও ত্রিনেত্রারূপে পরিণত হইল। তখন সে মহাতেজস্বিনী ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা হইয়া উঠিল এবং তাদৃশরূপধারী পুরুষেরা তাহার সহিত সমবেত হইতে লাগিল। তাহার পর সেই মুহূর্ত্তেই সে স্বয়ং গণেশ্বর হইয়া উঠিল। গগনবিহারী পুরুষেরা তাহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল; পরে আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন জৈমিনিপ্রমুখ মুনিগণ এই পরম আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া গুরু বেদব্যাসকে কপর্দ্দীশ্বরের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলেন। ১—১০। ভগবান্ বেদব্যাস কপর্দ্দীশ্বরের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া

ইদং দেবস্য তল্লিঙ্গং কপর্দ্দীশ্বরমুত্তমম্।
স্মৃত্বৈবাশেষপাপৌঘং ক্ষিপ্রমস্য বিনশ্যতি ॥১২
কামক্রোধাদয়ো দোষা বারাণস্যাং নিবাসিনঃ
বিপ্রাঃ সর্ব্বে বিনশ্যন্তি কপর্দ্দীশ্বরপূজনাৎ ॥১৩
তস্মাৎ সদৈব দ্রষ্টব্যং কপর্দ্দীশ্বরমুত্তমম্।
পূজিতব্যং প্রযত্নেন স্তোতব্যং বৈদিকৈঃ স্তবৈঃ
ধ্যায়তামত্র নিয়তং যোগিনাং শান্তচেতসাম্।
জায়তে যোগসিদ্ধিশ্চ ষণ্মাসেন ন সংশয়ঃ ॥১৫
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি বিনশ্যন্ত্যস্য পূজনাৎ।
পিশাচমোচনে কুণ্ডে স্নাতস্যাত্র সমীপতঃ ॥ ১৬
অস্মিন্ ক্ষেত্রে পুরা বিপ্রাস্তপস্বী শংসিতব্রতঃ
শঙ্কুকর্ণ ইতি খ্যাতঃ পূজয়ামাস শূলিনম্ ॥ ১৭
জজাপ রুদ্রমনিশং প্রণবং রুদ্ররূপিণম্।
পুষ্পধূপাদিভিঃ স্তোত্রৈর্নমস্কারৈঃ প্রদক্ষিণৈঃ ॥
উবাস তত্র যোগাত্মা কৃত্বা দীক্ষান্তু নৈষ্ঠিকীম্।
কদাচিদাগতং প্রেতং পশ্যতি স্ম ক্ষুধান্বিতম্।
অস্থিচর্ম্মপিনদ্ধাঙ্গং নিশ্বসন্তং মুহুর্মুহুঃ।
তং দৃষ্ট্বা স মুনিশ্রেষ্ঠঃ কৃপয়া পরয়া যুতঃ ॥ ২০
প্রোবাচ কো ভবান্ কস্মাদ্দেশাদ্দেশমিমং গতঃ
তস্মৈ পিশাচঃ ক্ষুধয়া পীড়্যমানোঽব্রবীদ্বচঃ ॥২১
পূর্ব্বজন্মন্যহং বিপ্রো ধন-ধান্যসমন্বিতঃ।
পুত্র-পৌত্রাদিভির্যুক্তঃ কুটুম্বভরণোৎসুকঃ ॥২২
ন পূজিতা ময়া দেবা গাবোঽপ্যতিথয়স্তথা।
ন কদাচিৎ কৃতং পুণ্যমল্পং বানল্পমেব বা ॥ ২৩
একদা ভগবান্ রুদ্রো গোবৃষেশ্বরবাহনঃ।
বিশ্বেশ্বরো বারাণস্যাং দৃষ্টঃ স্পৃষ্টো নমস্কৃতঃ ॥২৪
তদা চিরেণ কালেন পঞ্চত্বমহমাগতঃ।
ন দৃষ্টং তন্ময়া ঘোরং যমস্য বদনং মুনে ॥ ২৫
ঈদৃশীং যোনিমাপন্নঃ পৈশাচীং ক্ষুধয়ার্দ্দিতঃ।

বৃষভধ্বজকে প্রণাম করিয়া মুনিগণের সমক্ষে তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন,—ইহাই দেবদেব মহাদেবের উত্তম কপর্দ্দীশ্বর লিঙ্গ; যে ইঁহাকে স্মরণ করে, তাহার সমস্ত পাপরাশি শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। হে বিপ্রগণ! বারাণসীতে বাস করিয়া কপর্দ্দীশ্বরের পূজা করিলে মনুষ্যের কাম-ক্রোধাদি সমস্ত দোষ তিরোহিত হয়। অতএব সর্ব্বদা উত্তম কপর্দ্দীশ্বরকে দর্শন করিবে, যত্নপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিবে ও বৈদিক স্তোত্রদ্বারা তাঁহার স্তব করিবে। যে সকল যোগী শান্তচিত্তে প্রতিনিয়ত ইঁহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকে, ছয় মাসেই তাহাদিগের যোগসিদ্ধি হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইঁহার সমীপবর্ত্তী পিশাচমোচন কুণ্ডে স্নান করিলে এবং ইঁহার পূজা করিলে ব্রহ্মহত্যাদি যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! পূর্ব্বে এই ক্ষেত্রে শঙ্কুকর্ণ নামে এক শংসিতব্রত তপস্বী মহাদেবের পূজা করিতেন। সেই যোগাত্মা, নৈষ্ঠিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া এইখানেই বাস করিতেন; স্তোত্র, নমস্কার, প্রদক্ষিণ ও পুষ্পধূপাদিদ্বারা তাঁহার আরাধনা করিতেন, এবং দিবারাত্রি রুদ্রের প্রণবময় জপ করিতেন। একদিন তিনি দেখিতে পাইলেন, এক প্রেত ক্ষুধায় কাতর হইয়া বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে আগমন করিতেছে, তাঁহার দুই চক্ষু অস্থি ও চর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সেই মুনিশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় কৃপাপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—তুমি কে? কোন্ স্থান হইতে এখানে আসিয়াছ? ১১—২০। সেই পিশাচ ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—আমি পূর্ব্বজন্মে ধন-ধান্যযুক্ত ও পুত্র-পৌত্রাদি-সমন্বিত এক ব্রাহ্মণ ছিলাম এবং সর্ব্বদা কুটুম্ববর্গের ভরণপোষণে সমুৎসুক থাকিতাম; আমি দেবতা, ধেনু ও অতিথির পূজা করি নাই, আর কখনও সামান্য বা অধিক পুণ্যকার্য্যও করিতে পারি নাই। একদা আমি বারাণসীতে বৃষভবাহন ভগবান্ বিশ্বেশ্বর রুদ্রকে দেখিয়াছিলাম, তাঁহাকে দেখিয়া আমি নমস্কার করিলাম এবং তাঁহাকে স্পর্শও করিলাম। হে মুনে! তাহার অনেক দিন পরে আমার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু আমি যমের ভয়ঙ্কর মুখ দর্শন করি নাই। এক্ষণে এই পৈশাচী যোনি

পিপাসয়া পরিক্রান্তো ন জানামি হিতাহিতম্ ॥
যদি কশ্চিৎ সমুদ্ধর্ত্তুমুপায়ং পশ্যসি প্রভো।
কুরুষ তং নমস্তভ্যং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ২৭
ইত্যুক্তঃ শঙ্কুকর্ণোঽথ পিশাচমিদমব্রবীৎ।
ত্বাদৃশো ন হি লোকে কশ্চিন্ বিদ্যতে
পুণ্যকৃত্তমঃ ॥ ২৮
যৎ ত্বয়া ভগবান্ পূর্ব্বং দৃষ্টো বিশ্বেশ্বরঃ শিবঃ।
সংস্পৃষ্টো বন্দিতো ভূয়ঃ কোঽন্যস্তৎসদৃশো
ভুবি।
তেন কর্ম্মবিপাকেন দেশমেতং সমাগতঃ ॥ ২৯
স্নানং কুরুষ শীঘ্রং ত্বমস্মিন্ কুণ্ডে সমাহিতঃ।
যেনেমাং কুৎসিতাং যোনিং ক্ষিপ্রমেব প্রহাস্যসি।
স এবমুক্তো মুনিনা পিশাচো
দয়াবতা দেববরং ত্রিনেত্রম্।
স্মৃত্বা কপর্দ্দীশ্বরমীশিতারং
চক্রে সমাধায় মনোঽবগাহম্ ॥ ৩০

তদাবগাহান্মুনিসন্নিধানে
মমার দিব্যাভরণোপপন্নঃ।
অদৃশ্যতার্কপ্রতিমে বিমানে
শশাঙ্কচিহ্নাঙ্কিতচারুমৌলিঃ ॥ ৩২
বিভাতি রুদ্রৈরভিতো দিবিষ্ঠৈঃ
সমাবৃতো যোগিভিরপ্রমেয়ৈঃ।
স্বালখিল্যাদিভিরেষ দেবো
যথোদয়ে ভানুরশেষদেবঃ ॥ ৩৩
স্তুবন্তি সিদ্ধা দিবি দেবসঙ্ঘা
নৃত্যন্তি দিব্যাপ্সরসোঽভিরামাঃ।
মুঞ্চন্তি বৃষ্টিং কুসুমাম্বুমিশ্রাং
গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-কিন্নরাদ্যাঃ ॥ ৩৪
সংস্তূয়মানোঽথ মুনীন্দ্রসঙ্ঘৈ-
রবাপ্য বোধং ভগবৎপ্রসাদাৎ।
সমাবিশন্মণ্ডলমেবমগ্র্যং
ত্রয়ীময়ং যত্র বিভাতি রুদ্রঃ ॥ ৩৫
দৃষ্ট্বাবিমুক্তং স পিশাচভূতং
মুনিঃ প্রহৃষ্টো মনসা মহেশম্।

প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ক্ষুধায় পীড়িত ও পিপাসায় ক্লান্ত হইতেছি, আর হিতাহিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হে প্রভো! আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আমি আপনারই শরণাপন্ন হইলাম; যদি কোন উপায় থাকে, তবে আমাকে উদ্ধার করুন। অনন্তর শঙ্কুকর্ণ এই প্রকার কথিত হইয়া পিশাচকে বলিলেন,—ইহলোকে তোমা অপেক্ষা পুণ্যশীল আর কেহই নাই, যেহেতু তুমি ভগবান্ বিশ্বেশ্বর শিবকে পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছ, তাঁহার বন্দনা করিয়াছ, তাঁহাকে স্পর্শও করিয়াছ,—জগতে তোমার তুল্য আর কেহই নাই। সেই কর্ম্মের ফলেই তুমি এস্থানে আগমন করিয়াছ। এক্ষণে সমাহিতচিত্তে শীঘ্র এই কুণ্ডে স্নান কর, তাহা হইলেই তুমি এই কুৎসিত যোনি শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে পারিবে। ২১—৩০। সেই পিশাচ, দয়ালু মুনিকর্ত্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়া ত্রিনেত্র দেবদেব ঈশিতা কপর্দ্দীশ্বরকে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি মনোনিবেশপূর্ব্বক স্নান করিল।

অবগাহনের পর সেই পিশাচ মুনিসন্নিধানেই প্রাণ ত্যাগ করিলে তখনই তাহাকে সূর্য্যপ্রতিম বিমানে দিব্যাভরণশোভিত ও চন্দ্ররেখাঙ্কিত-মৌলিরূপে দেখা যাইতে লাগিল। উদয়কালে অশেষদেব সূর্য্য, বালখিল্য মুনিগণদ্বারা পরিবৃত হইলে যেরূপ শোভা পান, স্বর্গস্থিত রুদ্রগণ ও অপ্রমেয় যোগিগণদ্বারা পরিবৃত হওয়াতে সেই পিশাচেরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল। স্বর্গে দেববৃন্দ ও সিদ্ধগণ তাহার স্তব করিতে লাগিল, মনোরম দিব্য অপ্সরারা নৃত্য করিতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও কিন্নরেরা তাহার উপরে ভ্রমরসংমিশ্র পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। অনন্তর মুনীন্দ্রগণ এইরূপে স্তব করিলে, সেই পিশাচ ভগবানের প্রসাদে পরমাত্মবোধ লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রধান ত্রয়ীময় মণ্ডলে প্রবেশ করিল—যেখানে ভগবান রুদ্র বিরাজ করিতেছেন। সেই মুনি, ভূতযোনি পিশাচকে মুক্ত হইতে দেখিয়া পুলকিত হইয়া

বিচিন্ত্য রুদ্রং কবিমেবমগ্র্যং
প্রণম্য তুষ্টাব কপর্দ্দিনং তম্। ৩৬
শঙ্কুকর্ণ উবাচ।
নমামি নিত্যং পরতঃ পরস্তাদ্-
গোপ্তারমেকং পুরুষং পুরাণম্।
ব্রজামি যোগেশ্বরমীশিতার-
মাদিত্যমগ্নিং কপিলাধিরূঢ়ম্ ৩৭
ত্বাং ব্রহ্মপারং হৃদি সন্নিবিষ্টং
হিরণ্ময়ং যোগিনমাদিহীনম্।
ব্রজামি রুদ্রং শরণং দিবিষ্ঠং
মহামুনিং ব্রহ্মময়ং পবিত্রম্॥ ৩৮
সহস্রপাদাক্ষিশিরোঽভিযুক্তং
সহস্রবাহুং তমসঃ পরস্তাৎ।
ত্বাং ব্রহ্মপারং প্রণমামি শম্ভুং
হিরণ্যগর্ভাধিপতিং ত্রিনেত্রম্॥ ৩৯
যতঃ প্রসূতির্জগতো বিনাশো
যেনাহৃতং সর্ব্বমিদং শিবেন।
তং ব্রহ্মপারং ভগবন্তমীশং
প্রণম্য নিত্যং শরণং প্রপদ্যে॥ ৪০
অলিঙ্গমালোকবিহীনরূপং
স্বয়ম্প্রভুং চিৎপ্রতিমৈকরূপম্।
তং ব্রহ্মপারং পরমেশ্বরং ত্বাং
নমস্করিষ্যে ন যতোঽন্যদস্তি॥ ৪১
যং যোগিনস্ত্যক্তসবীজযোগা
লব্ধ্বা সমাধিং পরমার্থভূতাঃ।
পশ্যন্তি দেবং প্রণতোঽস্মি নিত্যং
তদ্ব্রহ্মপারং ভবতঃ স্বরূপম্॥ ৪২
ন যত্র নামানি বিশেষক্লৃপ্ত-
র্ন তাদৃশে তিষ্ঠতি যৎস্বরূপম্।
তং ব্রহ্মপারং প্রণতোঽস্মি নিত্যং
স্বয়ম্ভুবং ত্বাং শরণং প্রপদ্যে॥ ৪৩
যদ্বেদ বেদান্তবিদো বিদেহং
সব্রহ্মবিজ্ঞানমভেদমেকম্।

মনে মনে অগ্র্য কবি রুদ্র মহেশকে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং সেই কপর্দ্দীশ্বরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। শঙ্কুকর্ণ কহিলেন,—যিনি প্রধান হইতেও প্রধানতম ও একমাত্র গোপ্তা, সেই পুরাণ-পুরুষকে নিয়ত প্রণাম করি; আমি সেই ঈশিতা যোগেশ্বরকেই আশ্রয় করিতেছি; তিনি আদিত্য অগ্নি ও কপিলাধিরূঢ়। হে দেব! তুমি ব্রহ্মপার ও সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছ; তুমি হিরণ্ময়, যোগী ও আদি-রহিত; আমি তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। হে রুদ্র! তুমি সকলের শরণ্য ও স্বর্গস্থ মহামুনি; তুমি ব্রহ্মময় ও পবিত্র; আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। হে দেব! তোমার সহস্র চরণ, সহস্র নেত্র, সহস্র মস্তক এবং সহস্র বাহু, তুমি তমোগুণের অতীত, ব্রহ্মপার, হিরণ্যগর্ভাধিপতি ও ত্রিনেত্র; হে শম্ভো! আমি তোমাকে নমস্কার করি যাঁহা হইতে এই জগৎ প্রসূত হইয়াছে, যাঁহা হইতে এই জগৎ ধ্বংস হইয়াছে এবং যে শিব এই সমস্ত পদার্থ একত্র সঞ্চিত করিয়াছেন, আমি সেই ব্রহ্মপার ভগবান্ মহেশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি; তিনিই জগতের শরণ্য এবং নিত্য। ৩৬—৪০। হে রুদ্র! তুমি অলিঙ্গ, আলোক-বিহীনরূপ স্বয়ংপ্রভু, চিৎপ্রতিম ও একমাত্র রুদ্র, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি; যেহেতু তোমার পর আর কিছুই নাই, তুমি ব্রহ্মপার ও পরমেশ্বর। যোগিগণ চিত্তের একাগ্রতা সমাধানপূর্ব্বক সবীজযোগ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাকে দর্শন করেন এবং তৎকালে পরমাত্মতুল্য হইয়া উঠেন, হে দেব! আমি আপনার সেই ব্রহ্মপারস্বরূপকে নিয়ত প্রণাম করি। যাঁহার নাম নাই, যাঁহার বিশেষ ভোগসুখ নাই এবং যাঁহার স্বরূপও নাই, তাদৃশ ব্রহ্মপার শিবকে আমি নিত্য প্রণাম করি এবং সেই শরণ্য স্বয়ম্ভু মহেশ্বরের শরণ গ্রহণ করি। যাঁহারা বেদজ্ঞানান্বিত, তাঁহারা আপনাকে দেহবিহীন, অভেদরূপ, একমাত্র ও ব্রহ্মবিজ্ঞানযুক্ত দেখিতে পান এবং আপ-

পশ্যন্ত্যনেকং ভবতঃ স্বরূপং
তদ্‌ব্রহ্মপারং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্ ॥ ৪৪
যতঃ প্রধানং পুরুষঃ পুরাণো
বিবর্ত্ততে যং প্রণমন্তি দেবাঃ।
নমামি তং জ্যোতিষি সন্নিবিষ্টং
কালং বৃহন্তং ভবতঃ স্বরূপম্ ॥ ৪৫
ব্রজামি নিত্যং শরণং মহেশং
স্থাণুং প্রপদ্যে গিরিশং পুরাণম্।
শিবং প্রপদ্যে হরমিন্দুমৌলিং
পিনাকিনং ত্বাং শরণং ব্রজামি ॥ ৪৬
স্তুত্বৈবং শঙ্কুকর্ণোঽসৌ ভগবন্তং কপর্দ্দিনম্।
পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ প্রোচ্চরন্ প্রণবং শিবম্ ॥ ৪৭
তৎক্ষণাৎ পরমং লিঙ্গং প্রাদুর্ভূতং শিবাত্মকম্
জ্ঞানমানন্দমদ্বৈতং কোটিকালাগ্নিসন্নিভম্ ॥ ৪৮
শঙ্কুকর্ণোঽথ মুক্তাত্মা ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বগোঽমলঃ।
নিলিল্যে বিমলে লিঙ্গে তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৪৯
এতদ্রহস্যমাখ্যাতং মাহাত্ম্যং কপর্দ্দিনঃ।
ন কশ্চিদ্বেত্তি তমসা বিদ্বানপ্যত্র মুহ্যতি ॥ ৫০
য ইমাং শৃণুয়ান্নিত্যং কথাং পাপপ্রণাশিনীম্।
ত্যক্তঃ পাপবিমুক্তাত্মা রুদ্রসামীপ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫১
পঠেচ্চ সততং শুদ্ধো ব্রহ্মপারং মহাস্তবম্।
প্রাতর্মধ্যাহ্নসময়ে স যোগং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ৫২
ইহৈব নিত্যং বৎস্যামো দেবদেবং কপর্দ্দিনম্।
দ্রক্ষ্যামঃ সততং দেবং পূজয়ামস্ত্রিলোচনম্ ॥ ৫৩
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ ব্যাসঃ শিষ্যৈঃ সহ মহাদ্যুতিঃ
উবাস তত্র যুক্তাত্মা পূজয়ন্ বৈ কপর্দ্দিনম্ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে বারাণসীমাহাত্ম্যে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

নার নানাবিধ স্বরূপেরও উপলব্ধি করিতে পারেন; হে দেব! আপনি ব্রহ্মপার, আপনাকে নিত্য প্রণাম করিতেছি। যাঁহা হইতে প্রকৃতি ও পুরাণপুরুষ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং দেবতারা যাঁহাকে প্রণাম করেন, সেই জ্যোতির্নিবিষ্ট, বৃহৎ ও কালাত্মক আপনার স্বরূপকে নমস্কার করি। হে দেব! আপনি নিত্য, শরণ্য, মহেশ, স্থাণু পুরাণ ও গিরিশ; আমি আপনাকে আশ্রয় করিতেছি। হে দেব! আপনি হর, শিব ও পিনাকী; আপনার মস্তকে চন্দ্রকলা বিরাজ করিতেছে; আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। সেই শঙ্কুকর্ণ, ভগবান্ কপর্দ্দীশ্বরকে এইরূপে স্তব করিতে করিতে এবং শিবপ্রণব উচ্চারণ করিতে করিতে ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ এক অদ্বৈত জ্ঞানময়, আনন্দস্বরূপ, কোটিকালাগ্নিসদৃশ শিবাত্মক পরম লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল; তখন ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বগামী, অমল শঙ্কুকর্ণ প্রাণত্যাগ করিয়া সেই বিমল লিঙ্গে লীন হইলেন, সে সমস্তই এক অদ্ভুত ব্যাপার হইয়া উঠিল। কপর্দ্দীশ্বরের এই গোপনীয় মাহাত্ম্য বলিলাম; তমোগুণের বলে কেহই ইহা বুঝিতে পারে না, এমন কি ইহা বুঝিতে যাইয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিরও মোহ উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই পাপনাশিনী কথা শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া মহাদেবের সামীপ্য লাভ করেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নসময়ে পবিত্র হইয়া প্রতিদিন এই ব্রহ্মপার মহাস্তব পাঠ করেন, তিনি যোগ লাভ করিয়া থাকেন। 'এইখানেই দেবদেব কপর্দ্দীশ্বরের নিকটে সর্ব্বদা অবস্থান করিব এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে দর্শন করিব, আর সর্ব্বদা তাঁহারই পূজা করিব।' যুক্তাত্মা মহাদ্যুতি ভগবান্ বেদব্যাস এই কথা বলিয়া শিষ্যগণের সহিত সেইখানে অবস্থান করিলেন এবং কপর্দ্দীশ্বরের পূজা করিতে লাগিলেন। ৪১—৫৪।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

উষিত্বা তত্র ভগবান্ কপর্দ্দীশান্তিকে পুনঃ।
যযৌ দ্রষ্টুং মধ্যমেশং বহুবর্ষগণান্ প্রভুঃ॥ ১
তত্র মন্দাকিনীং পুণ্যামৃষিসঙ্ঘনিষেবিতাম্।
নদীং বিমলপানীয়াং দৃষ্ট্বা হৃষ্টোঽভবন্মুনিঃ॥২
স তামথাব্য মুনিভিঃ সহ দ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
চকার ভাবপূতাত্মা স্নানং স্নানবিধানবিৎ॥ ৩
সন্তর্প্য বিধিবদ্দেবানৃষীন্ পিতৃগণাংস্তথা।
পূজয়ামাস লোকাদিং পুষ্পৈর্নানাবিধৈর্ভবম্॥৪
প্রবিশ্য শিষ্যপ্রবরৈঃ সার্দ্ধং সত্যবতীসুতঃ।
মধ্যমেশ্বরমীশানমর্চ্চয়ামাস শূলিনম্॥ ৫
ততঃ পাশুপতাঃ শান্তা ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহাঃ।
দ্রষ্টুং সমাগতা রুদ্রং মধ্যমেশ্বরমীশ্বরম্॥ ৬
ওঙ্কারাসক্তমনসো বেদাধ্যয়নতৎপরাঃ।
জটিলা মুণ্ডিতাশ্চাপি শুদ্ধযজ্ঞোপবীতিনঃ॥ ৭
কৌপীনবসনাঃ কেচিদপরে চাপ্যবাসসঃ।
ব্রহ্মচর্য্যরতাঃ শান্তা দান্তা বৈ জ্ঞানতৎপরাঃ॥৮
দৃষ্ট্বা দ্বৈপায়নং বিপ্রাঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃতং মুনিম্।
পূজয়িত্বা যথান্যায়মিদং বচনমব্রুবন্॥ ৯
কো ভবান্ কুত আয়াতঃ সহ শিষ্যৈর্মহামুনে।
প্রোচুঃ পৈলাদয়ঃ শিষ্যাস্তানৃষীন্ ব্রহ্মভাবিতান্
অয়ং সত্যবতীসূনুঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
ব্যাসঃ স্বয়ং হৃষীকেশো যেন বেদাঃ পৃথক্কৃতাঃ
যস্য দেবো মহাদেবঃ সাক্ষাদেব পিনাকধৃক্।
অংশাংশেনাভবৎ পুত্রো নাম্না শুক ইতি প্রভুঃ
যো বৈ সাক্ষান্মহাদেবং সর্ব্বভাবেন শঙ্করম্।
প্রপন্নঃ পরয়া ভক্ত্যা যস্য তজ্জ্ঞানমৈশ্বরম্॥ ১০
ততঃ পাশুপতাঃ সর্ব্বে তে চ হৃষ্টতনূরুহাঃ।
উচুরব্যগ্রমনসো ব্যাসং সত্যবতীসুতম্॥ ১৪
ভগবন্ ভবতা জ্ঞাতং বিজ্ঞানং পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রসাদাদ্দেবদেবস্য যত্তন্মাহেশ্বরং পরম্॥ ১৫

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ভগবান্ প্রভু বেদব্যাস কপর্দ্দীশ্বরের নিকটে অনেক দিন বসবাস করিয়া মধ্যমেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিতে গমন করিলেন। সেখানে সেই মহামুনি নির্ম্মল-সলিলা, ঋষিগণসেবিতা,পবিত্রা, মন্দাকিনীকে দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। ভাবপূতাত্মা স্নানবিধানজ্ঞ দ্বৈপায়ন মুনি মন্দাকিনী দর্শন করত ঋষিগণের সহিত সমবেত হইয়া সেখানে স্নান করিলেন। যথাবিধানে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ সমাধা করিয়া নানাবিধ পুষ্পদ্বারা লোকাদি মহেশ্বরের পূজা করিলেন। সত্যবতীনন্দন শিষ্যসমূহে সমবেত হইয়া মধ্যমেশ্বর দেবের মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক শূলী মহেশ্বরের পূজা করিলেন। তদনন্তর শান্ত ভস্মলিপ্ত-কলেবর পাশুপতেরা ভগবান্ মধ্যমেশ্বর দেবকে দর্শন করিতে আগমন করিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ জটাধারী, কেহ মুণ্ডিতমস্তক; কেহ কৌপীন-পরিহিত কেহ দিগম্বর; কিন্তু সকলেই ওঙ্কারাসক্তচিত্ত, বেদাধ্যয়ননিরত, শুদ্ধ-যজ্ঞোপবীতধারী, ব্রহ্মচর্য্যনিরত, শান্ত, দান্ত এবং জ্ঞাননিষ্ঠ। হে বিপ্রগণ! তাঁহারা শিষ্য-সমূহে পরিবৃত দ্বৈপায়ন মুনিকে দেখিয়া যথা-বিধানে তাঁহার পূজা করিলেন এবং এই কথা বলিতে লাগিলেন,—হে মহামুনে! আপনি কে? কোথা হইতে শিষ্যগণের সহিত আগমন করিলেন? তখন পৈলাদি শিষ্যগণ সেই সকল ব্রহ্মভাবিত ঋষিদিগকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—যিনি চারিবেদ পৃথক্ করিয়াছেন, সাক্ষাৎ দেবদেব পিনাকপাণি মহেশ্বর শুক নাম ধারণ করিয়া অংশস্বরূপে যাঁহার পুত্র হইয়া জন্মিয়াছেন, যিনি প্রকৃষ্ট ভক্তিসহকারে, সর্ব্বানুরাগের সহিত স্বয়ং মহাদেব শঙ্করকে আশ্রয় করিয়াছেন এবং যাঁহার সেই ঐশ্বরজ্ঞান রহিয়াছে, ইনিই সেই সত্যবতীনন্দন স্বয়ং হৃষীকেশ প্রভু কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। ১—১৩। অনন্তর সেই সকল পাশুপতেরা আনন্দে পুলকিত হইয়া অব্যগ্রচিত্ত সত্যবতীতনয় ব্যাসদেবকে বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি পরমেষ্ঠী দেবের

তদদ্যাস্মাকমব্যগ্রং রহস্যং গুহ্যমুত্তমম্ ।
ক্ষিপ্রং পশ্যেম তং দেবং শ্রুত্বা ভগবতো মুখাৎ
বিসর্জ্জয়িত্বা তাঞ্শিষ্যান্ সুমন্তুপ্রমুখাংস্তদা ।
প্রোবাচ তৎপরং জ্ঞানং যোগিভ্যো যোগবিত্তমঃ ॥ ১৭
তৎক্ষণাদেব বিমলং সম্ভূতং জ্যোতিরুত্তমম্ ।
লীনাস্তত্রৈব তে বিপ্রা ক্ষণাদন্তরধীয়ত ॥ ১৮
ততঃ শিষ্যান্ সমাহূয় ভগবান্ ব্রহ্মবিত্তমঃ ।
প্রোবাচ মধ্যমেশস্য মাহাত্ম্যং পৈলপূর্ব্বকান্ ॥ ১৯
অস্মিন্ স্থানে স্বয়ং দেবো দেব্যা সহ মহেশ্বরঃ
রমতে ভগবান্ নিত্যং রুদ্রৈশ্চ পরিবারিতঃ ॥
অত্র পূর্ব্বং হৃষীকেশো বিশ্বাত্মা দেবকীসুতঃ ।
উবাস বৎসরং কৃষ্ণঃ সদা পাশুপতৈর্বৃতঃ ॥ ২১
ভস্মোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গো রুদ্র রাধন-তৎপরঃ (ক) ।
আরাধয়ন্ হরিঃ শম্ভুং কৃত্বা পাশুপতং ব্রতম্ ॥ ২২
তস্য তে বহবঃ শিষ্যা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণাঃ ।
লব্ধা তদ্বচনাজ্জ্ঞানং দৃষ্টবন্তো মহেশ্বরম্ ॥ ২৩
তস্য দেবো মহাদেবঃ প্রত্যক্ষং নীললোহিতঃ
দদৌ কৃষ্ণস্য ভগবান্ বরদো বরমুত্তমম্ ॥ ২৪
যেহর্চ্চয়িষ্যন্তি গোবিন্দ মদ্ভক্তা বিধিপূর্ব্বকম্ ।
তেষাং তদৈশ্বরং জ্ঞানমুৎপৎস্যতি জগন্ময় ॥ ২৫
ত্বমীশোহর্চ্চয়িতব্যশ্চ ধ্যাতব্যো মৎপরৈর্জ্জনৈঃ ।
ভবিষ্যসি ন সন্দেহো মৎপ্রসাদাদ্ দ্বিজাতিভিঃ
যে চ দ্রক্ষ্যন্তি দেবেশং স্নাত্বা দেবং পিনাকিনম্
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং তেষামাশু বিনশ্যতি ॥ ২৭
প্রাণাংস্ত্যজন্তি যে বিপ্রাঃ পাপকর্ম্মরতা অপি ।
তে যান্তি পরমং স্থানং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৮
ধন্যাস্তু খলু যে বিপ্রা মন্দাকিন্যাং কৃতোদকাঃ
অর্চ্চয়ন্তি মহাদেবং মধ্যমেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ২৯
স্নানং দানং তপঃ শ্রাদ্ধং পিণ্ডনির্ব্বপণন্ত্বিহ ।

দেবের প্রসাদে যে পরম মাহেশ্বর বিজ্ঞান জানিতে পারিয়াছেন, সেই অব্যগ্র গুহ্যতম উত্তম রহস্য আমাদিগকে বলুন; আপনার মুখে শ্রবণ করিলে, আমরা শীঘ্র সেই দেবদেবকে দর্শন করিতে পারিব। তখন যোগবিত্তম বেদব্যাস, সুমন্তুপ্রমুখ শিষ্যদিগকে বিদায় দিয়া সেই সকল যোগিগণের নিকটে সেই পরমজ্ঞান কীর্ত্তন করিলেন। তৎক্ষণাৎ এক উত্তম বিমলজ্যোতিঃ সমুৎপন্ন হইল এবং সেই সকল ব্রাহ্মণগণ তাহাতেই লীন হইয়া গেলেন; পরে ক্ষণকালের মধ্যেই সেই জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইল। তদনন্তর ব্রহ্মবিত্তম বেদব্যাস পৈলপ্রমুখ শিষ্যদিগেকে আহ্বান করিয়া মধ্যমেশ্বরের মাহাত্ম্য বলিতে লাগিলেন,—স্বয়ং মহাদেব রুদ্র পার্ব্বতী ও গণদেবতাদিগের সহিত সমবেত হইয়া প্রতি দিন এই স্থানে ক্রীড়া করেন। ১৪—২০। পূর্ব্বে দেবকীতনয় বিশ্বাত্মা হৃষীকেশ কৃষ্ণ, পাশুপতব্রত অবলম্বন করিয়া, ভস্মলিপ্ত-কলেবর ও রুদ্রারাধনতৎপর থাকিয়া পাশুপতদিগের সহিত সমবেত হইয়া মহাদেবের পূজা করিবার জন্য এই স্থানে একবৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্যনিরত তদীয় অনেক শিষ্য, তাঁহার বাক্যে জ্ঞান লাভ করিয়া মহেশ্বরকে দর্শন করিয়াছিল। ভগবান্ নীললোহিত বরদ মহাদেব প্রত্যক্ষ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই উত্তম বর প্রদান করিয়াছিলেন,—হে জগন্ময় গোবিন্দ! আমার যে সকল ভক্ত বিধিপূর্ব্বক আরাধনা করিবে, তাহাদিগের সেই ঐশ্বর-জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। আপনিই ঈশ্বর, আমার ভক্ত দ্বিজাতিগণ যে আমার প্রসাদে অবশ্য আপনার পূজা করিবে ও আপনার ধ্যান করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাঁহারা স্নান করিয়া পিনাকপাণি মহেশ্বরকে দর্শন করেন, তাঁহাদিগের ব্রহ্মহত্যাদি পাপ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। হে বিপ্রগণ! পাপকর্ম্মনিরত ব্যক্তিগণ যদি এখানে প্রাণ ত্যাগ করে, তবে তাহারাও পরম স্থান লাভ করিয়া থাকে, তাহার জন্য কোন বিচার করিবার আবশ্যক নাই। হে বিপ্রগণ! যাঁহারা মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া উত্তম মধ্যমেশ্বরের পূজা করেন,

(ক) রুদ্র রাধনতৎপর ইতি পাঠান্তরম্।

একৈকশঃ কৃতং বিপ্রাঃ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্।
সন্নিহত্যামুপস্পৃশ্য রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
যৎ ফলং লভতে মর্ত্যস্তস্মাদ্দশগুণং ত্বিহ॥ ৩১
এবমুক্তা মহাযোগী মধ্যমেশান্তিকে প্রভুঃ।
উবাস সুচিরং কালং পূজয়ন্ বৈ মহেশ্বরম্॥৩২
ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে বারাণসীমাহাত্ম্যে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৩

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
ততঃ সর্ব্বাণি গুহ্যানি তীর্থান্যায়তনানি চ।
জগাম ভগবান্ ব্যাসো জৈমিনিপ্রমুখৈর্বৃতঃ॥
প্রয়াগং পরমং তীর্থং প্রয়াগাদধিকং শুভম্।
বিশ্বরূপং তথা তীর্থং কালতীর্থমনুত্তমম্॥ ২
আকাশাখ্যং মহাতীর্থং তীর্থঞ্চৈবার্ষভং পরম্।

তাঁহারাই ধন্য। হে বিপ্রগণ! এখানে স্নান, দান, তপস্যা, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি, ইহাদের মধ্যে যে কোনটীর আচরণ করে, তাহাতেই সপ্তমকুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়। সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইলে সন্নিহতীতে স্নান করিলে যে ফল হয়, এখানে স্নান করিয়া লোক তাহার দশগুণ ফল লাভ করে। মহাযোগী ব্যাসদেব এই কথা বলিয়া মধ্যমেশ্বরের পূজা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নিকটে দীর্ঘকাল অবস্থান করিলেন। ২১—৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৫॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

তদনন্তর ভগবান্ বেদব্যাস, জৈমিনিপ্রমুখ শিষ্যগণের সহিত সমবেত হইয়া গুহ্য ও প্রশস্ত সমস্ত তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! তিনি যে সকল তীর্থে গমন করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম যথা,—পরম তীর্থ প্রয়াগ, প্রয়াগ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও শুভ বিশ্ব-

স্বর্লীনঞ্চ মহাতীর্থং গৌরীতীর্থমনুত্তমম্॥ ৩
প্রাজাপত্যং তথা তীর্থং স্বর্গদ্বারং তথৈব চ।
জম্বুকেশ্বরমিত্যুক্তং চর্ম্মাখ্যং তীর্থমুত্তমম্॥ ৪
গয়াতীর্থং মহাতীর্থং তীর্থঞ্চৈব মহানদী।
নারায়ণং পরং তীর্থং বায়ুতীর্থমনুত্তমম্॥ ৫
জ্ঞানতীর্থং পরং গুহ্যং বারাহং তীর্থমুত্তমম্।
যমতীর্থং মহাপুণ্যং তীর্থং সংবর্ত্তকং পরম্॥৬
অগ্নিতীর্থং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কালকেশ্বরমুত্তমম্।
নাগতীর্থং সোমতীর্থং সূর্য্যতীর্থং তথৈব চ॥ ৭
পর্ব্বতাখ্যং মহাপুণ্যং মণিকর্ণমনুত্তমম্।
ঘটোৎকচং তীর্থবরং শ্রীতীর্থঞ্চ পিতামহম্॥ ৮
গঙ্গাতীর্থন্তু দেবীশং যযাতেস্তীর্থমুত্তমম্।
কাপিলঞ্চৈব সোমেশং ব্রহ্মতীর্থমনুত্তমম্॥ ৯
যত্র লিঙ্গং পুরানীয় স্নাতুং ব্রহ্মা যদা গতঃ।
তদানীং স্থাপয়ামাস বিষ্ণুস্তল্লিঙ্গমৈশ্বরম্॥ ১০
ততঃ স্নাত্বা সমাগত্য ব্রহ্মা প্রোবাচ তং হরিম্
ময়ানীতমিদং লিঙ্গং কস্মাৎ স্থাপিতবানসি॥ ১১
তমাহ বিষ্ণুস্ত্বত্তোঽপি রুদ্রে ভক্তির্দৃঢ়া মম।

রূপতীর্থ, অনুত্তম কালতীর্থ, আকাশাখ্য মহাতীর্থ, প্রধান ঋষভতীর্থ, স্বর্লীন মহাতীর্থ, অনুত্তম গৌরীতীর্থ, প্রাজাপত্য তীর্থ, স্বর্গদ্বার তীর্থ, জম্বুকেশ্বর, চর্ম্মাখ্য উত্তম তীর্থ, গয়াতীর্থ, মহাতীর্থ, মহানদীতীর্থ, প্রধান নারায়ণতীর্থ, অনুত্তম বায়ুতীর্থ, জ্ঞানতীর্থ, অতিশয় গোপনীয় ও শ্রেষ্ঠ বারাহতীর্থ, মহাপুণ্য যমতীর্থ, পরম তীর্থ সংবর্ত্তক, অগ্নিতীর্থ, উত্তম কালকেশ্বর তীর্থ, নাগতীর্থ, সোমতীর্থ, সূর্য্যতীর্থ, মহাপুণ্য পর্ব্বত তীর্থ, উত্তম মণিকর্ণ তীর্থ, তীর্থবর ঘটোৎকচতীর্থ, শ্রীতীর্থ, পিতামহতীর্থ, গঙ্গাতীর্থ, দেবীশতীর্থ, উত্তম যযাতিতীর্থ, কাপিলতীর্থ, সোমেশতীর্থ এবং ব্রহ্মতীর্থ। এই ব্রহ্মতীর্থে পূর্ব্বে ব্রহ্মা শিবলিঙ্গ আনয়ন করিয়া স্নান করিতে গমন করিলে, বিষ্ণু সেই শিবলিঙ্গের স্থাপনা করিয়াছিলেন; স্নানের পর আগমন করিয়া ব্রহ্মা হরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লিঙ্গ আমি আনয়ন করিয়াছি, তুমি কিজন্য স্থাপন করিলে? বিষ্ণু কহিলেন,

তস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং নাম্না তব ভবিষ্যতি
ভূতেশ্বরং তথা তীর্থং তীর্থং ধর্ম্মসমুদ্ভবম্।
গন্ধর্ব্বতীর্থং সুশুভং বাহ্নেয়ং তীর্থমুত্তমম্॥ ১৩
দৌর্ব্বাসিকং সোমতীর্থং চন্দ্রতীর্থং দ্বিজোত্তমাঃ।
চিত্রাঙ্গদেশ্বরং পুণ্যং পুণ্যং বিদ্যাধরেশ্বরম্॥১৪
কেদারতীর্থমুগ্রাখ্যং কালঞ্জরমনুত্তমম্।
সারস্বতং প্রভাসঞ্চ ভদ্রকর্ণং তথা শুভম্॥ ১৫
লৌকিকাখ্যং মহাতীর্থং তীর্থঞ্চৈব হিমালয়ম্।
হিরণ্যগর্ভং গোপ্রখ্যং তীর্থঞ্চৈব বৃষধ্বজম্॥১৬
উপশান্তং শিবঞ্চৈব ব্যাঘ্রেশ্বরমনুত্তমম্
ত্রিলোচনং মহাতীর্থং লোলার্কঞ্চোত্তরাহ্বয়ম্॥
কপালমোচনং তীর্থং ব্রহ্মহত্যাবিনাশনম্।
শক্রেশ্বরং মহাপুণ্যমানন্দপুরমুত্তমম্॥ ১৮
এবমাদীনি তীর্থানি প্রাধান্যাৎ কথিতানি তু।
ন শক্যা বিস্তরাদ্বক্তুং তীর্থসংখ্যা দ্বিজোত্তমাঃ॥
তেষু সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্য কপর্দ্দিনম্।
উপোষ্য তত্র তত্রাসৌ পারাশর্য্যো মহামুনিঃ॥

তর্পয়িত্বা পিতৃন্ দেবান্ কৃত্বা পিণ্ডপ্রদানকম্।
জগাম পুনরেবাপি যত্র বিশ্বেশ্বরঃ শিবঃ॥ ২১
স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্য মহালিঙ্গং শিষ্যৈঃ সহ মহামুনিঃ।
উবাচ শিষ্যান্ ধর্ম্মাত্মা যথেষ্টং গন্তুমর্হথ॥ ২২
তে প্রণম্য মহাত্মানং জগ্মুঃ পৈলাদয়ো দ্বিজাঃ।
বাসঞ্চ তত্র নিয়তো বারাণস্যাং চকার সঃ॥ ২৩
শান্তো দান্তস্ত্রিষবণং স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্য পিনাকিনম্।
ভৈক্ষাহারো বিশুদ্ধাত্মা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণঃ॥ ২৪
কদাচিৎ তত্র বসতা ব্যাসেনামিততেজসা।
ভ্রমমাণেন ভিক্ষা বৈ নৈব লব্ধা দ্বিজোত্তমাঃ॥
ততঃ ক্রোধাবৃতত্মুর্নরাণামিহ বাসিনাম্।
বিঘ্নং সৃজামি সর্ব্বেষাং যেন সিদ্ধির্হি হীয়তে॥
তৎক্ষণাৎ সা মহাদেবী শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী।
প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং প্রীত্যা বেশং কৃত্বা তু মানুষম্
ভো ভো ব্যাস মহাবুদ্ধে শপ্তব্যা ন ত্বয়া পুরী
গৃহাণ ভিক্ষাং মত্তস্ত্বমুক্তৈবং প্রদদৌ শিবা॥ ২৮
উবাচ চ মহাদেবী ক্রোধনস্ত্বং যতো মুনে।

রুদ্রের প্রতি আপনার অপেক্ষায় আমার ভক্তি প্রগাঢ় বলিয়া আমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তথাপি এই লিঙ্গ আপনার নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।১—১২। তৎপরে ভূতেশ্বরতীর্থ, ধর্ম্মসমুদ্ভবতীর্থ, গন্ধর্ব্বতীর্থ, সুশুভতীর্থ, উত্তম বাহ্নেয় তীর্থ, দৌর্ব্বাসিক সোমতীর্থ, চন্দ্রতীর্থ, পুণ্য চিত্রাঙ্গদেশ্বর তীর্থ পুণ্যদায়ক বিদ্যাধরেশ্বরতীর্থ, কেদারতীর্থ, উগ্রতীর্থ, অনুত্তম কালঞ্জর, সারস্বত, প্রভাস, ভদ্রকর্ণ, লৌকিকাখ্য মহাতীর্থ, হিমালয় তীর্থ, হিরণ্যগর্ভ, গোপ্রখ্য, বৃষধ্বজ, উপশান্ত, শিব, অনুত্তম ব্যাঘ্রেশ্বর, মহাতীর্থ ত্রিলোচন, লোলার্ক, উত্তরাহ্বয়, কপালমোচননামক ব্রহ্মহত্যাবিনাশক তীর্থ মহাপুণ্য শক্রেশ্বর, উত্তম আনন্দপুর এবং অন্যান্য তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। হে দ্বিজোত্তম সকল! সকল তীর্থের সংখ্যা সবিস্তরে বলিতে সক্ষম নহি, এজন্য প্রধানতঃ এই সকল তীর্থের নাম উল্লেখ করিলাম। পরাশর তনয় মহামুনি বেদব্যাস উপবাস করিয়া সেই সকল তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন ও মহাদেবের পূজা করিয়াছিলেন এবং দেবগণ ও পিতৃলোকের তর্পণ ও পিণ্ডদানাদি করিয়া যেখানে বিশ্বেশ্বর শিব অবস্থান করিয়াছেন, সেই স্থানেই পুনরায় গমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা মহামুনি ব্যাস শিষ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া স্নান ও সেই মহালিঙ্গের পূজা করিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন,—তোমরা এক্ষণে আপন আপন ইচ্ছানুসারে গমন করিতে পার। ১৩—২২। পৈলাদি ব্রাহ্মণগণ সেই মহাত্মা বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া গমন করিলেন এবং ভগবান্ বেদব্যাস, বারাণসীতেই নিয়ত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধাত্মা ও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ থাকিয়া ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিতেন ও মহাদেবের আরাধনা করিতেন এবং স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া আহার করিতেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! অমিততেজাঃ বেদব্যাস কাশীতে অবস্থান-কালে একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে ভিক্ষা পাইলেন না, তখন ক্রোধপূর্ণ দেহে কহিতে লাগিলেন,—যাহাতে

ইহ ক্ষেত্রে ন বক্তব্যং কৃতঘ্নোঽসি যতঃ সদা
এবমুক্তঃ স ভগবান্ ধ্যানে জ্ঞাত্বা পরাং শিবাম্
উবাচ প্রণতো ভূত্বা স্তুত্বা চ প্রবরৈঃ স্তবৈঃ ॥৩০
চতুর্দ্দশ্যামথাষ্টম্যাং প্রবেশং দেহি শঙ্করি।
এবমস্ত্বিত্যনুজ্ঞায় দেবী চান্তরধীয়ত ॥ ৩১
এবং স ভগবান্ ব্যাসো মহাযোগী পুরাতনঃ।
জ্ঞাত্বা ক্ষেত্রগুণান্ সর্ব্বান্ স্থিতস্তস্যাথ পার্শ্বতঃ
এবং ব্যাসং স্থিতং জ্ঞাত্বা ক্ষেত্রং সেবন্তি পণ্ডিতাঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বারাণস্যাং বসেন্নরঃ ॥ ৩৩

সূত উবাচ।

যঃ পঠেদবিমুক্তস্য মাহাত্ম্যং শৃণুয়াদথ।
শ্রাবয়েদ্বা দ্বিজান্ শান্তান্ স যাতি পরমাং গতিম্।
শ্রাদ্ধে বা দৈবিকে কার্য্যে রাত্রাবহনি বা দ্বিজাঃ।
নদীনাঞ্চৈব তীরেষু দেবতায়তনেষু চ ॥ ৩৫
স্নাত্বা সমাহিতমনাঃ কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ।
জপেদীশং নমস্কৃত্য স যাতি পরমাং গতিম্ ॥৩৬

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে বারাণসী-মাহাত্ম্যং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

মাহাত্ম্যমবিমুক্তস্য যথাবৎ সমুদীরিতম্।
ইদানীঞ্চ প্রয়াগস্য মাহাত্ম্যং ব্রূহি সুব্রত ॥ ১
যানি তীর্থানি তত্রৈব বিশ্রুতানি মহান্তি বৈ।
ইদানীং কথয়াস্মাকং সূত সর্ব্বার্থবিদ্ভবান্ ॥ ২

এখানকার সমস্ত অধিবাসী মানবের বিঘ্ন হয় ও তাহাদের সিদ্ধির হানি হয়, তাহাই আমি করিব। তখনই শঙ্করের অর্দ্ধশরীরিণী মহাদেবী মনুষ্যবেশে প্রাদুর্ভূতা হইয়া, প্রীতিপূর্ব্বক বলিলেন,—হে মহাবুদ্ধে ব্যাস! তুমি এই পুরীকে শাপ প্রদান করিও না, তুমি আমার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ কর। ভগবতী এই কথা বলিয়া তাঁহাকে ভিক্ষা দান করিলেন এবং কহিলেন,—হে মুনে! তুমি বড় কোপন-স্বভাব, তুমি এই বারাণসীক্ষেত্রে বাস করিও না, কারণ তুমি সর্ব্বদা কৃতঘ্ন। ভগবান্ বেদ-ব্যাস এইরূপ কথিত হইয়া ধ্যানদ্বারা তাঁহাকে পরমা মহেশ্বরী জানিয়া প্রণত হইয়া প্রকৃষ্টরূপে তাঁহার স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে শঙ্করি! চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী তিথিতে আমাকে বারাণসী-প্রবেশের অনুমতি প্রদান করুন। ভগবতীও "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিতা হই-লেন। মহাযোগী পুরাতন পুরুষ ভগবান্ বেদব্যাস, কাশীক্ষেত্রের সমস্ত গুণ অবগত হইয়া, তাহার একপার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ব্যাস বারাণসীতে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়াই, পণ্ডিতেরা কাশী-ক্ষেত্রের সেবা করিয়া থাকেন; অতএব মনুষ্যমাত্রেই সর্ব্বপ্রযত্নে বারাণসীতে অবস্থান করিবে। সূত কহিলেন,—যে ব্যক্তি কাশীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করে অথবা স্বয়ং পাঠ করে, কিংবা শান্ত ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করায়, সে পরম গতি লাভ করে। হে দ্বিজগণ! স্নানান্তে সমাহিতচিত্ত ও কাম ক্রোধবিবর্জ্জিত হইয়া শ্রাদ্ধকালে, দৈবকার্য্যে, রাত্রিকালে, দিনে, নদীতীরে বা দেবমন্দিরে বসিয়া, মহেশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক যে ব্যক্তি কাশী মাহাত্ম্য পাঠ করে সে প্রকৃষ্ট গতি লাভ করে। ২৩—৩৬।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিতে লাগিলেন—হে সুব্রত সূত! তুমি কাশীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য যথাযথ-রূপে কহিয়াছ, একণে প্রয়াগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর। হে সূত! তুমি সর্ব্বার্থবিদ্, অতএব প্রয়াগে যে সকল বিখ্যাত মহাতীর্থ বিদ্যমান আছে, তাহাদিগের কথা আমাদের

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে বিস্তরেণ ব্রবীমি বঃ।
প্রয়াগস্য চ মাহাত্ম্যং যত্র দেবঃ পিতামহঃ॥ ৩
মার্কণ্ডেয়েন কথিতং কৌন্তেয়ায় মহাত্মনে।
যথা যুধিষ্ঠিরায়ৈতৎ তদ্বক্ষ্যে ভবতামহম্॥ ৪
নিহত্য কৌরবান্ সর্ব্বান্ ভ্রাতৃভিঃ সহ পার্থিবঃ
শোকেন মহতাবিষ্টো মুমোহ স যুধিষ্ঠিরঃ॥ ৫
অচিরেণাথ কালেন মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
সম্প্রাপ্তো হাস্তিনপুরং রাজদ্বারে স তিষ্ঠতি॥ ৬
দ্বারপালোঽপি তং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞঃ কথিতবান্ দ্রুতম্।
মার্কণ্ডেয়ো দ্রষ্টুমিচ্ছুস্ত্বামাস্তে দ্বার্যসৌ মুনিঃ॥ ৭
ত্বরিতো ধর্ম্মপুত্রস্তু দ্বারমভ্যেত্য সত্বরম্।
দ্বারমভ্যাগতস্য স্বাগতং তে মহামুনে॥ ৮
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে তারিতং কুলম্
অদ্য মে পিতরস্তুষ্টাস্ত্বয়ি তুষ্টে সদা মুনে॥ ৯
সিংহাসনমুপস্থাপ্য পাদশৌচার্চ্চনাদিভিঃ।
যুধিষ্ঠিরো মহাত্মেতি পূজয়ামাস তং মুনিম্॥ ১০
মার্কণ্ডেয়স্তু সংপৃষ্টঃ প্রোবাচ স যুধিষ্ঠিরম্।
কিমর্থং মুহ্যসে বিদ্বন্ সর্ব্বং জ্ঞাত্বাহমাগতঃ॥ ১১
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা প্রণম্য শিরসাব্রবীৎ।
কথয়স্ব সমাসেন যেন মুচ্যে চ কিল্বিষৈঃ॥ ১২
নিহতা বহবো যুদ্ধে পুংসো নিরপরাধিনঃ।
অস্মাভিঃ কৌরবৈঃ সার্দ্ধং প্রসঙ্গান্মুনিসত্তম॥
যেন হিংসাসমুদ্ভূতাজ্জন্মান্তরকৃতাদপি।
মুচ্যেম পাতকাদদ্য তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি॥ ১৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ মহাভাগ যন্মাং পৃচ্ছসি ভারত।
প্রয়াগগমনং শ্রেষ্ঠং নরাণাং পাপনাশনম্॥ ১৫
তত্র দেবো মহাদেবো রুদ্রো বিশ্বামরেশ্বরঃ।

সমক্ষে কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন,—যেখানে পিতামহ ব্রহ্মা বিরাজ করিতেছেন, সেই প্রয়াগক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বলিতেছি শ্রবণ করুন। মার্কণ্ডেয় মুনি মহাত্মা কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠিরকে তাহা যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমিও আপনাদের সমক্ষে তদ্রূপই বলিতেছি। মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত সমবেত হইয়া সমস্ত কৌরবদিগকে বিনাশ করিয়া অতিশয় শোকাকুল হইয়াছিলেন। অনন্তর মহাতপা মার্কণ্ডেয়-মুনি অচিরকালের মধ্যেই হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন এবং রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারপাল তাঁহাকে সমাগত দেখিয়াই রাজাকে সত্বর নিবেদন করিল যে, মার্কণ্ডেয় মুনি আপনাকে দর্শন করিবার অভিলাষে আসিয়াছেন এবং দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শীঘ্র দ্বারদেশে আসিয়া দ্বারদেশাবস্থিত মুনিকে বলিতে লাগিলেন,—হে মহামুনে! আপনার শুভাগমন হউক, আজ আমার জন্ম সফল হইল, আজ আমার কুলের উদ্ধার হইল এবং আজ আমার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইলেন; যেহেতু আপনি আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছেন। যুধিষ্ঠির মহাত্মা মার্কণ্ডেয় মুনিকে সিংহাসনে বসাইয়া পাদপ্রক্ষালন ও অর্চ্চনাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। ১—১০। যুধিষ্ঠির মুনিকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, মুনি রাজাকে কহিলেন,—হে বিদ্বন্! আপনি কিজন্য মোহ করিতেছেন? আমি সমস্তই জানিয়াছি, তাই আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—আমি যে উপায়ে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি, তাহাই সংক্ষেপে বলুন। হে মুনিসত্তম! আমরা যুদ্ধের প্রসঙ্গক্রমে অনেক নিরপরাধ মানব ও কৌরবদিগকে বিনাশ করিয়াছি। যেরূপে আমরা ঐহিক হিংসা-সমুদ্ভূত ও জন্মান্তরকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি, আজ তাহাই আমাকে বলুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহাভাগ রাজন্ ভারত! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার উত্তর এই যে, মনুষ্যের পক্ষে প্রয়াগক্ষেত্রে গমনই শ্রেষ্ঠ; সেখানে গমন করিলে মনুষ্যের সকল পাপ বিনষ্ট হয়, যেহে

সমান্তে ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুঃ সহ দৈবতৈঃ ॥ ১৬
যুধিষ্ঠির উবাচ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি প্রয়াগগমনে ফলম্।
মৃতানাং কা গতিস্তত্র স্নাতানাঞ্চৈব কিং ফলম্
যে বসন্তি প্রয়াগে তু ব্রূহি তেষান্তু কিং ফলম্
ভবতো বিদিতং হ্যেতৎ তন্মে ব্রূহি নমোঽস্তু তে
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
কথয়িষ্যামি তে বৎস প্রয়াগস্নানজং ফলম্।
পুরা মহর্ষিভিঃ সম্যক্ কথ্যমানং ময়া শ্রুতম্ ॥১৯
এতৎ প্রজাপতেঃ ক্ষেত্রং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্
অত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ॥
তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা রক্ষাং কুর্ব্বন্তি সঙ্গতাঃ।
বহূন্যন্যানি তীর্থানি সর্ব্বপাপাপহানি তু ॥ ২১
কথিতুং নেহ শক্নোমি বহুবর্ষশতৈরপি।
সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যামি প্রয়াগস্যেহ কীর্ত্তনম্ ॥ ২২
ষষ্টির্ধনুঃসহস্রাণি যানি রক্ষন্তি জাহ্নবীম্।
যমুনাং রক্ষতি সদা সবিতা সপ্তবাহনঃ ॥ ২৩
প্রয়াগে তু বিশেষেণ স্বয়ং বসতি বাসবঃ।
মণ্ডলং রক্ষতি হরিঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ সম্মিতম্ ॥ ২৪
ন্যগ্রোধং রক্ষতে নিত্যং শূলপাণির্মহেশ্বরঃ।
স্থানং রক্ষন্তি বৈ দেবাঃ সর্ব্বপাপহরং শুভম্।
স্বকর্ম্মণা বৃতা লোকা নৈব গচ্ছন্তি তৎপদম্।
স্বল্পমল্পতরং পাপং যস্য চাস্তি নরাধিপ ॥ ২৬
প্রয়াগং স্মরমাণস্য সর্ব্বমায়াতি সংক্ষয়ম্।
দর্শনাৎ তস্য তীর্থস্য নামসঙ্কীর্ত্তনাদপি ॥ ২৭
মৃত্তিকালম্ভনাদ্বাপি নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
পঞ্চ কুণ্ডানি রাজেন্দ্র যেষাং মধ্যে তু জাহ্নবী।
প্রয়াগং বিশতঃ পুংসঃ পাপং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ
যোজনানাং সহস্রেষু গঙ্গাং স্মরতি যো নরঃ।

মহেশ্বর মহাদেব-রুদ্র ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সমস্ত দেবগণের সহিত সেখানে অবস্থান করিতেছেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে ভগবন্! প্রয়াগযাত্রার ফল কি, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আর যাহারা সেখানে মরে, তাহাদের কিরূপ গতি হয়? এবং সেখানে যাহারা স্নান করে ও বাস করে, তাহাদেরই বা কি ফল হয়? সে সকলও আমাকে বলুন। হে দেব! আপনি এ সমস্তই বিদিত আছেন এবং আমিও আপনার নিকটে প্রণত, অতএব আপনি এগুলি আমার কাছে বলুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে বৎস! প্রয়াগস্নানের ফল তোমাকে বলিতেছি। পূর্ব্বে মহর্ষিগণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, ইহাই ত্রিজগতের মধ্যে প্রজাপতির ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে স্নান করিলে লোকে স্বর্গে গমন করে এবং যাহারা এখানে প্রাণত্যাগ করে, তাহারা আর জন্মপরিগ্রহ করে না। ১১—১২। সেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলে সমবেত হইয়া অন্যান্য সর্ব্বপাপ-প্রণাশক বহুবিধ তীর্থের রক্ষা করিতেছে। বহুশত বৎসরেও প্রয়াগের সমগ্র মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সক্ষম হইব না, এজন্য সংক্ষেপে প্রয়াগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। প্রয়াগের পরিমাণ ষষ্টিসহস্র ধনুঃ। তথায় গঙ্গা ও যমুনা বিদ্যমান। সপ্তবাহন সবিতা তাহা রক্ষা করিতেছেন। বিশেষতঃ প্রয়াগক্ষেত্রে স্বয়ং ইন্দ্র বাস করিয়া থাকেন এবং হরি সকল দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া মণ্ডল রক্ষা করিতেছেন। শূলপাণি মহেশ্বর তত্রত্য ন্যগ্রোধ-পাদপের নিত্য রক্ষা করিতেছেন এবং সকল দেবতারা সেই পবিত্র ও সর্ব্বপাপহর স্থানের রক্ষা করিতেছেন। হে রাজন্! সকল লোকই নিজ নিজ পাপকর্ম্মে আবৃত থাকায় সেই প্রয়াগে যাইতে পারে না। যাহার অল্পমাত্র পাপ আছে, সেও যদি প্রয়াগতীর্থের স্মরণ করে, তবে তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। সেই তীর্থ দর্শন করিলে বা তাহার নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে এবং গাত্রে তাহার মৃত্তিকা লেপন করিলেও মনুষ্য সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! প্রয়াগে পাঁচটী কুণ্ড আছে; জাহ্নবী তাহাদিগের মধ্যেই অবস্থিতা। মানব যখন প্রয়াগে প্রবেশ করে, তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি সহস্রযোজন দূরে

অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাসৌ লভতে পরমাং গতিম্ ।
কীর্ত্তনান্মুচ্যতে পাপাদ্দৃষ্ট্বা ভদ্রাণি পশ্যতি ॥৩০
তথোপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র সুরলোকে মহীয়তে ।
ব্যাধিতো যদি বা দীনঃ ক্রুদ্ধো বাপি
ভবেন্নরঃ । (ক)
গঙ্গাযমুনমাসাদ্য ত্যজেৎ প্রাণান্ প্রযত্নতঃ ।
ঈপ্সিতাঁল্লভতে কামান্ বদন্তি মুনিপুঙ্গবাঃ ॥৩২
দীপ্তকাঞ্চনবর্ণৈস্তৈর্বিমানৈর্ভানুবর্ণিভিঃ ।
সর্ব্বরত্নময়ৈর্দিব্যৈর্নানাধ্বজসমাকুলৈঃ ॥ ৩৩
বরাঙ্গনাসমাকীর্ণৈর্মোদতে শুভলক্ষণঃ ।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষৈঃ প্রসুপ্তঃ প্রতিবুধ্যতে ॥৩৪
যাবন্ন স্মরতে জন্ম তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ।
তস্মাৎ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ ক্ষীণকর্ম্মা নরোত্তমঃ ॥
হিরণ্যরত্নসম্পূর্ণে সমৃদ্ধে জায়তে কুলে ।
তদেব স্মরতে তীর্থং স্মরণাৎ তত্র গচ্ছতি ॥৩৬

দেশে বা যদি বারণ্যে বিদেশে যদি বা গৃহে ।
প্রয়াগং স্মরমাণস্তু যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ ॥
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি বদন্তি মুনিপুঙ্গবাঃ ।
সর্ব্বকামফলা বৃক্ষা মহী যত্র হিরণ্ময়ী ॥ ৩৮
ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধাস্তত্র লোকে স গচ্ছতি ।
স্ত্রীসহস্রাকুলে রম্যে মন্দাকিন্যাস্তটে শুভে ॥৩৯
মোদতে মুনিভিঃ সার্দ্ধং সুকৃতেনেহ কর্ম্মণা ।
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈঃ পূজ্যতে দেবদানবৈঃ ॥ ৪০
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জম্বুদ্বীপপতির্ভবেৎ ।
ততঃ শুভানি কর্ম্মাণি চিন্তয়ানঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৪১
গুণবান্ বিত্তসম্পন্নো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা সত্যে ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৪২
গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে যস্তু গ্রামং (ক) প্রতীচ্ছতি
সুবর্ণমথ মুক্তাং বা তথৈবান্যৎ পরিগ্রহম্ ॥ ৪৩
স্বকার্য্যে পিতৃকার্য্যে বা দেবতাভ্যর্চ্চনেঽপি বা

থাকিয়াও গঙ্গাকে স্মরণ করে, সে দুষ্কৃতকর্ম্মা হইলেও সদ্গতি লাভ করে। গঙ্গার নাম কীর্ত্তন করিলে লোকে পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, আর গঙ্গা দর্শন করিলে মনুষ্যের মঙ্গল হয়। ২১—৩০। হে রাজেন্দ্র! যে ব্যক্তি গঙ্গায় স্নান করে, সে সুরলোকে পূজিত হয়। মুনিপুঙ্গবেরা বলেন যে, ব্যাধিত, দীন অথবা ক্রুদ্ধ ব্যক্তিও যদি গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রযত্নে প্রাণত্যাগ করে, তবে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট লাভ করে এবং প্রদীপ্ত-সুবর্ণসদৃশ, সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, নানা ধ্বজ-সমাকুল ও বরাঙ্গনাসমাকীর্ণ শুভলক্ষণ বিমানে আরোহণ করিয়া সুখানুভব করে; আর সেই ব্যক্তি সুপ্ত হইলে গীতবাদিত্রধ্বনি দ্বারা প্রতিবোধিত হয়। যে পর্য্যন্ত জন্ম স্মরণ না করে, সে পর্য্যন্ত স্বর্গে পূজিত হয়। সেই মনুষ্যের কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া হিরণ্যরত্নসম্পূর্ণ সমৃদ্ধ কুলে জন্ম-গ্রহণ করে এবং আবার সেই তীর্থকেই স্মরণ করে, আর তাহার ফলে সেই তীর্থেই গমন করে। মুনিপুঙ্গবেরা বলেন, দেশেই হউক, বিদেশেই হউক, গৃহেই হউক, আর অরণ্যেই হউক, যে ব্যক্তি প্রয়াগক্ষেত্র স্মরণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে, সে ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং যেখানকার মহীতল হিরণ্ময় ও বৃক্ষসকল সর্ব্বকামপ্রদ, যেখানে মুনি ঋষি ও সিদ্ধলোক সকল অবস্থান করিতেছেন, সেই লোকে গমন করে। আর আপনার সুকৃত কর্ম্মফলে দেব, দানব, সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্ব্ব দ্বারা পূজিত হইয়া, স্ত্রী-সহস্রসমাকীর্ণ পবিত্র রমণীয় মন্দাকিনীতটে মুনিগণের সহিত ক্রীড়া করে। ৩১—৪০। তদনন্তর স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া জম্বুদ্বীপের অধিপতি হয় এবং পুনঃপুন সৎকার্য্যের চিন্তা করিতে করিতে কায়মনোবাক্য সহকারে সত্যধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্, ধর্ম্মসম্পন্ন ও গুণবান্ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে অথবা দেবতাভ্যর্চ্চনকালে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের মধ্যে সুবর্ণ, ভূমি, মুক্তা অথবা অপর কোন

(ক) ইতঃ পরং—"পিতৄণাং তারকঞ্চৈব সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। যঃ প্রয়াগে কৃতো বাস উত্তীর্ণো ভবসাগরম্ ॥" শ্লোকোঽয়মধিক্যঃ ক্বচিৎ

(ক) গ্রামমিতি বা পাঠঃ।

নিষ্ফলং তস্য তৎ তীর্থং যাবৎ তদ্ধনমশ্নুতে ॥৪৪
অতস্তীর্থে ন গৃহ্নীয়াৎ পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ।
নিমিত্তেষু চ সর্ব্বেষু অপ্রমত্তো দ্বিজো ভবেৎ॥
কপিলাং পাটলাং ধেনুং যস্তু কৃষ্ণাং প্রযচ্ছতি।
স্বর্ণশৃঙ্গীং রৌপ্যখুরাং চৈলকণ্ঠীং পয়স্বিনীম্ ॥৪৬
তস্যা যাবন্তি লোমানি সন্তি গাত্রেষু সত্তম।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি রুদ্রলোকে মহীয়তে॥ ৪৭

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে প্রয়াগ-
মাহাত্ম্যে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৫

ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কথয়িষ্যামি তে বৎস তীর্থযাত্রাবিধিক্রমম্।
আর্ষেণ তু বিধানেন যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্॥ ১
প্রয়াগতীর্থযাত্রার্থী যঃ প্রযাতি নরঃ কচিৎ।
বলীবর্দ্দং সমারূঢ়ঃ শৃণু তস্যাপি যৎ ফলম্॥ ২
নরকে বসতে ঘোরে সমাঃ কল্পশতাযুতম্।
ততো নিবর্ত্তিতো ঘোরো গবাং ক্রোধঃ সুদারুণঃ।
সলিলঞ্চ ন গৃহ্নন্তি পিতরস্তস্য দেহিনঃ॥ ৩
ঐশ্বর্য্যাল্লোভমোহাদ্বা গচ্ছেদ্ যানেন যো নরঃ
নিষ্ফলং তস্য তৎ তীর্থং তস্মাদ্ যানং বিবর্জ্জয়েৎ
গঙ্গা-যমুনয়োর্ম্মধ্যে যস্তু কন্যাং প্রযচ্ছতি।
আর্ষেণ তু বিধানেন যথাবিত্তবিস্তরম্॥ ৫
ন স পশ্যতি তং ঘোরং নরকং তেন কর্ম্মণা।
উত্তরান্ স কুরূন্ গত্বা মোদতে কালমব্যয়ম্॥৬
বটমূলং সমাশ্রিত্য যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
স্বর্গলোকানতিক্রম্য রুদ্রলোকং স গচ্ছতি॥ ৭
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ।
লোকপালাশ্চ পিতরঃ সর্ব্বে তে লোকসংস্থিতাঃ

দ্রব্য প্রতিগ্রহ করে এবং যে পর্য্যন্ত সেই ধন ভোগ করে, সে কাল পর্য্যন্ত তাহার তীর্থকৃত্য সমস্তই নিষ্ফল হয়। অতএব তীর্থে ও পবিত্রস্থানে দান গ্রহণ করিবে না; সুতরাং ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ববিধ প্রয়োজন-স্থলেই সাবহিত থাকিবে। হে সত্তম! যে ব্যক্তি এখানে পাটলবর্ণা কপিলা অথবা কৃষ্ণবর্ণা পয়স্বিনী ধেনুর শৃঙ্গ স্বর্ণে এবং খুর রৌপ্যে মণ্ডিত করিয়া ও গলদেশ চেলবস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া দান করে, সেই ধেনুর গাত্রে যে পরিমিত রোম থাকে, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে সহস্র সহস্রবর্ষ রুদ্রলোকে বাস করে। ৪১—৪৭।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বৎস যুধিষ্ঠির! আর্ষবিধানানুসারে যেরূপ তীর্থযাত্রার বিধি দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা তোমাকে বলিব। যদি কোন মানব, কখন প্রয়াগতীর্থ-যাত্রার অভিপ্রায়ে বৃষে আরোহণ করিয়া গমন করে, তাহার যে ফল (তাহা) শুন। দশসহস্রাধিক-শত কল্প পরিমিত বৎসর সে ঘোর নরকে বাস করে, তৎপরে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিলে পর, তাহার প্রতি গো-দিগের ভীষণ ও দারুণ ক্রোধ উৎপন্ন হয়; পিতৃলোক সেই ব্যক্তির (প্রদত্ত) সলিল গ্রহণ করেন না। ঐশ্বর্য্যের আধিক্য অথবা লোভ-মোহপ্রযুক্ত যে মানব যান-আরোহণে (তীর্থে) গমন করে, তাহার সেই তীর্থযাত্রা বিফল হয়, অতএব (তীর্থযাত্রায়) যান পরিত্যাগ করিবে। যিনি গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে আর্ষ-বিধানানুসারে বিভবানুরূপ কন্যাসম্প্রদান করেন, সেই কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে ঘোর নরক দেখিতে হয় না; তিনি উত্তরকুরুবর্ষে গমন করিয়া, অনন্ত আমোদে কাল যাপন করেন। যিনি (প্রয়াগস্থ) বটমূল আশ্রয় করিয়া জীবন ত্যাগ করেন, তিনি সুরলোক অতিক্রম করিয়া রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন। যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, দিগীশ্বরদিগের সহিত দিক্-সমূহ, লোকপাল-সমুদয়, পিতৃলোকসংস্থিত

সনৎকুমারপ্রমুখাস্তথা ব্রহ্মর্ষয়োঽপরে ।
নাগাঃ সুপর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তথা নিত্যং সমাসতে ।
হরিশ্চ ভগবানাস্তে প্রজাপতিপুরস্কৃতঃ ॥ ৯
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে পৃথিব্যা জঘনং স্মৃতম্ ।
প্রয়াগং রাজশার্দ্দূল ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥
তত্রাভিষেকং যঃ কুর্য্যাৎ সঙ্গমে শংসিতব্রতঃ ।
তুল্যং ফলমবাপ্নোতি রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥ ১১
ন মাতৃবচনাৎ তাত ন লোকবচনাদপি ।
মতিরুৎক্রমণীয়া তে প্রয়াগগমনং প্রতি ॥ ১২
ষষ্টিতীর্থসহস্রাণি ষষ্টিকোটাস্তথাপরাঃ ।
তেষাং সান্নিধ্যমত্রৈব তীর্থানাং কুরুনন্দন ॥ ১৩
যা গতির্যোগযুক্তস্য সন্ন্যস্তস্য (ক) মনীষিণঃ ।
সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান গঙ্গাযমুনসঙ্গমে ॥ ১৪
ন তে জীবন্তি লোকেঽস্মিন্ যত্র তত্র যুধিষ্ঠির ।
যে প্রয়াগং ন সম্প্রাপ্তাস্ত্রিষু লোকেষু বঞ্চিতাঃ
এবং দৃষ্ট্বা তু তৎ তীর্থং প্রয়াগং পরমং পদম্ ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ শশাঙ্ক ইব রাহুণা ॥ ১৬
কম্বলাশ্বতরৌ নাগৌ যমুনাদক্ষিণে তটে ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥১৭
তত্র গত্বা নরঃ স্থানং মহাদেবস্য ধীমতঃ ।
সমস্তাংস্তারয়েৎ পুম্নান্ দশাতীতান্ দশাবরান্
কৃত্বাভিষেকন্তু নরঃ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ।
স্বর্গলোকমবাপ্নোতি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ১৯
পূর্ব্বপার্শ্বে তু গঙ্গায়াস্ত্রৈলোক্যে খ্যাতিমান্ নৃপ
অবটঃ সর্ব্বসামুদ্রঃ প্রতিষ্ঠানঞ্চ বিশ্রুতম্ ॥ ২০
ব্রহ্মচারী জিতক্রোধস্ত্রিরাত্রং যদি তিষ্ঠতি ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥২১
উত্তরেণ প্রতিষ্ঠানং ভাগীরথ্যাশ্চ সব্যতঃ ।
হংসপ্রপতনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥২২
অশ্বমেধফলং তত্র স্মৃতমাত্রে তু জায়তে ।
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥২৩

পিতৃগণ, সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ এবং অন্যান্য ব্রহ্মর্ষি, নাগ, সুপর্ণ ও সিদ্ধ সকল নিত্য অধিষ্ঠান করেন, ভগবান্ বিষ্ণু প্রজাপতিকে অগ্রে করিয়া যেখানে অবস্থান করিতেছেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমস্থানে অবস্থিত ত্রিভুবন-বিখ্যাত প্রয়াগ পৃথিবীর জঘন স্থরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। যিনি নিয়মপূর্ব্বক সেই গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমে স্নান করেন, তিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ করেন। ১—১১। হে তাত! কি জননীর বাক্যে, কি অন্য লোকের কথায়, তুমি প্রয়াগ-গমনের ইচ্ছার ব্যতিক্রম করিবে না। হে কুরুনন্দন! এই প্রয়াগে ষষ্টিসহস্র ও ষষ্টিকোটি তীর্থের সান্নিধ্য আছে; পরমাত্ম-ধ্যানৈকনিরত সন্ন্যাসীর যে গতি লাভ হইয়া থাকে, গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমে যাহারা প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারাও সেই গতি প্রাপ্ত হন। হে যুধিষ্ঠির! যেখানে সেখানে অবস্থিত জীবগণ জীবিতই নহে; যাহারা প্রয়াগকে লাভ করিতে না পারে, তাহারা তিন লোকেই বঞ্চিত হয়। এই প্রকার পরম স্থান প্রয়াগ তীর্থ অবলোকন করিলে রাহুর গ্রাস হইতে চন্দ্রের ন্যায়, সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। যমুনার দক্ষিণ তীরে কম্বল ও অশ্বতর নামে নাগদ্বয় অধিষ্ঠান করেন, সেখানে স্নান-পান করিলে সর্ব্বপাতক হইতে বিমুক্ত হয়। জ্ঞানের আধার মহা-দেবের সেই স্থানে গমন করিলে (মানব) ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ ও অধস্তন দশ পুরুষকে ত্রাণ করিতে সক্ষম হয়। মানব সেখানে স্নান করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে ও প্রলয় পর্য্যন্ত স্বর্গ ভোগ করে। হে নৃপ! গঙ্গার পূর্ব্বতীরে ত্রিভুবনপ্রসিদ্ধ, সর্ব্বসামুদ্রনামক গহ্বর ও প্রতিষ্ঠান নগরী আছে; ব্রহ্মচারী ও জিতক্রোধ ব্যক্তি যদি (সেখানে) তিন রাত্রি বাস করেন, তাহা হইলে আত্মাকে সর্ব্ব পাপ হইতে বিশুদ্ধ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে সক্ষম হন। ১২—২১। প্রতিষ্ঠানের উত্তরে ভাগীরথীর সব্যপার্শ্বে হংসপ্রপতন নামে ত্রিভু-বনবিখ্যাত তীর্থ; উহার স্মরণমাত্রে অশ্বমেধ

(ক) সব্যস্তেতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

উর্ব্বশীপুলিনে রম্যে বিপুলে হংসপাণ্ডুরে।
পরিত্যজতি যঃ প্রাণান্ শৃণু তস্যাপি যৎ ফলম্
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ।
আস্তে স পিতৃভিঃ সার্দ্ধং স্বর্গলোকে নরাধিপ॥
অথ সন্ধ্যাবটে রম্যে ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
নরঃ শুচিরুপাসীত ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ২৬
কোটি তীর্থং সমাসাদ্য যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ
কোটিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ২৭
যত্র গঙ্গা মহাভাগা বহুতীর্থতপোবনা।
সিদ্ধং ক্ষেত্রং হি তজ্জ্ঞেয়ং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ক্ষিতৌ তারয়তে মর্ত্ত্যান্ নাগাংস্তারয়তেঽপ্যধঃ
দিবি তারয়তে দেবাংস্তেন ত্রিপথগা স্মৃতা॥২৯
যাবদস্থীনি গঙ্গায়াং তিষ্ঠন্তি পুরুষস্য তু।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ৩০
তীর্থানাং পরমং তীর্থং নদীনাং পরমা নদী।
মোক্ষদা সর্ব্বভূতানাং মহাপাতকিনামপি॥ ৩১

সর্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা।
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥ ৩২
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং পাপোপহতচেতসাম্।
গতিমন্বেষমাণানাং নাস্তি গঙ্গাসমা গতিঃ॥ ৩৩
পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
মহেশ্বরাৎ পরিভ্রষ্টা সর্ব্বপাপহরা শুভা॥ ৩৪
কৃতে তু নৈমিষং তীর্থং ত্রেতায়াং পুষ্করং বরম্।
দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং কলৌ গঙ্গা বিশিষ্যতে॥
গঙ্গামেব নিষেবেত প্রয়াগে তু বিশেষতঃ।
নান্যৎ কলিযুগে রৌদ্রে ভেষজং নৃপ বিদ্যতে
অকামো বা সকামো বা গঙ্গায়াং যো বিপদ্যতে
স মৃতো জায়তে স্বর্গে নরকঞ্চ ন পশ্যতি॥ ৩৭

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে প্রয়াগ-
মাহাত্ম্যে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৬॥

যজ্ঞের ফল জন্মে ও যত দিন চন্দ্রসূর্য্য থাকি-বেন, ততদিন স্বর্গলোকে পূজা লাভ হয়। রমণীয় উর্ব্বশীপুলিনে সুবিশাল হংসপাণ্ডুর ক্ষেত্রে যিনিপ্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহার যে ফল হয় শুন; হে রাজন্! তিনি ষষ্টিসহস্রবর্ষ এবং ষষ্টিশত বর্ষ পিতৃলোকের সহিত স্বর্গলোকে বাস করেন। অনন্তর রমণীয় সন্ধ্যাবটে ব্রহ্ম-চারী, সংযতচিত্ত এবং পবিত্র হইয়া যদি উপা-সনা করে, (তাহা হইলে) ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। যিনি কোটিতীর্থে উপস্থিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি কোটিসহস্রবর্ষ কাল স্বর্গলোক বাস করেন। যেখানে বহুতীর্থ ও তপোবনশালিনী ভগবতী গঙ্গা অবস্থিতি করিতেছেন, উহাকেই সিদ্ধক্ষেত্র বলিয়া জানিবে, এ বিষয়ে আর কোন বিতর্ক করিবে না। ভূমণ্ডলে মর্ত্ত্যবাসীদিগকে, পাতালে নাগলোককে এবং সুরলোকে দেবতাদিগকে পবিত্রাণ করেন বলিয়া গঙ্গার ত্রিপথগা নাম হইয়াছে। যাবৎকাল পুরুষের অস্থি গঙ্গাতে অবস্থান করে, তত সহস্রবর্ষ স্বর্গলোকে বাস হয়। ২২—৩০। তীর্থগণের মধ্যে পরম তীর্থ, নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা নদী গঙ্গা, সমুদয় মহা-পাতকী জীবকেই মুক্তি প্রদান করেন। গঙ্গা সর্ব্বত্র সুলভা হইলেও হরিদ্বার প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগর এই তিন স্থানে অতিশয় দুর্লভা। পাপাক্রান্তচিত্ত গতি-অন্বেষণকারী সমুদয় প্রাণীরই গঙ্গার ন্যায় মুক্তিলাভের উপায় আর নাই। সমুদয় পবিত্র পদার্থ হইতেও পবিত্রা, সমুদয় মঙ্গলকারী দ্রব্য অপেক্ষাও মঙ্গলকারিণী শুভদায়িনী গঙ্গা, মহেশ্বরের জটা হইতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। সত্যযুগে নৈমিষারণ্যই তীর্থগণের মধ্যে প্রধান, ত্রেতাযুগে পুষ্কর তীর্থ শ্রেষ্ঠ, দ্বাপরযুগে কুরুক্ষেত্রই প্রশংসনীয় এবং কলিযুগে (একমাত্র) গঙ্গাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সর্ব্বত্রই গঙ্গার সেবা করিবে, বিশেষতঃ প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাকে সেবা করিবেই। হে রাজন্! ভয়ঙ্কর কলিযুগে (ভবরোগের) অন্য ঔষধ নাই। অনিচ্ছাসত্ত্বেই হউক অথবা কামনাযুক্ত হইয়াই হউক, গঙ্গাতে যাহার জীবনত্যাগ হয়, তিনি মরণানন্তর স্বর্গে গমন করেন, তাঁহাকে আর নরক দর্শন করিতে হয় না। ৩১—৩৭।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ষষ্টি তীর্থসহস্রাণি ষষ্টি তীর্থশতানি চ ।
মাঘমাসে গমিষ্যন্তি গঙ্গাযমুনসঙ্গমে ॥ ১
গবাং শতসহস্রস্য সম্যগ্দত্তস্য যৎ ফলম্ ।
প্রয়াগে মাঘমাসে তু ত্র্যহং স্নাতস্য তৎ ফলম্
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে করীষাগ্নিঞ্চ সাধয়েৎ ।
অহীনাঙ্গো হ্যরোগশ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়সমন্বিতঃ ॥ ৩
যাবন্তি রোমকূপাণি তস্য গাত্রেষু ভূমিপ ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৪
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জম্বুদ্বীপপতির্ভবেৎ ।
ভুক্ত্বা স বিপুলান্ ভোগাংস্তৎ তীর্থং
লভতে পুনঃ ॥ ৫
জলপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাৎ সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে ।
রাহুগ্রস্তো যথা সোমো বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৬
সোমলোকমবাপ্নোতি সোমেন সহ মোদতে ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ ॥ ৭
স্বর্গতঃ শক্রলোকেঽসৌ মুনিগন্ধর্ব্বসেবিতে ।
ততো ভ্রষ্টস্তু রাজেন্দ্র সমৃদ্ধে জায়তে কুলে ॥৮
অধঃশিরাস্তু যো ধারামূর্দ্ধপাদঃ পিবেন্নরঃ ।
শতবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৯
তস্মাদ্ভ্রষ্টস্তু রাজেন্দ্র অগ্নিহোত্রী ভবেন্নরঃ ।
ভুক্ত্বাথ বিপুলান্ ভোগাংস্তৎ তীর্থং ভজতে
পুনঃ ॥১০
যঃ শরীরং বিকর্ত্তিত্বা শকুনিভ্যঃ প্রযচ্ছতি ।
বিহঙ্গৈরুপভুক্তস্য শৃণু তস্যাপি যৎ ফলম্ ॥১১
শতং বর্ষসহস্রাণাং সোমলোকে মহীয়তে ।
ততস্তস্মাৎ পরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ ॥১২
গুণবান্ রূপসম্পন্নো বিদ্বাংস্তু প্রিয়বাক্যবান্ ।
ভুক্ত্বা তু বিপুলান্ ভোগাংস্তৎ তীর্থং
ভজতে পুনঃ ॥
উত্তরে যমুনাতীরে প্রয়াগস্য চ দক্ষিণে ।
ঋণপ্রমোচনং নাম তীর্থন্তু পরমং স্মৃতম্ ॥ ১৪

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির ! ষষ্টিসহস্র এবং ষষ্টিশত তীর্থ মাঘ মাসে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগে গমন করেন । শত সহস্র গাভী যথাবিধি দান করিলে তাহার যে ফল হয়, মাঘ মাসে প্রয়াগে তিন দিবস তথন স্নান করিলেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে । যিনি মাঘমাসে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে জনগণের শীত নিবারণার্থ করীষাগ্নি (ঘুঁটের আগুন) প্রজ্বলিত করেন, তিনি সর্ব্বাবয়ববিশুদ্ধ, নীরোগ এবং পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত হন । হে রাজন্ ! তাঁহার শরীরে যত রোমকূপ আছে, তত সহস্রবর্ষ তিনি স্বর্গলোকে পূজিত হন । অনন্তর স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া জম্বুদ্বীপের অধিপতি হন এবং বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়া পুনরায় সেই তীর্থ লাভ করেন । যিনি ভুবনপ্রসিদ্ধ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-স্থলে জলে প্রবেশ করেন, তিনি রাহুর গ্রাস হইতে বিমুক্ত চন্দ্রের ন্যায়, সর্ব্ববিধ পাতক হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং চন্দ্রলোকে, গমন করিয়া ষষ্টিসহস্র ও ষষ্টিশত বর্ষ চন্দ্রের সহিত আমোদে যাপন করেন । অনন্তর তিনি তথা হইতে মুনি-গন্ধর্ব্ব-পরিসেবিত ইন্দ্রলোকে আগমন করেন, পুনরায় সেই স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া সমৃদ্ধ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন । ১—৮ । যিনি অধোমস্তক এবং ঊর্দ্ধপাদ হইয়া জলধারা পান করেন, তিনি শতসহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে পূজিত হন । হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া অগ্নিহোত্রী হন ; তদন্তে বিপুল ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া পুনরায় সেই তীর্থসেবায় নিরত হন । যিনি (আপন) শরীর কর্ত্তন করিয়া পক্ষীদিগকে প্রদান করেন, বিহঙ্গমগণ কর্ত্তৃক উপভুক্ত সেই ব্যক্তির ফলের বিষয় শ্রবণ কর । তিনি শতসহস্র বর্ষ চন্দ্রলোকে পূজিত হন, অনন্তর সেই স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ধর্ম্মশীল গুণবান্ সৌন্দর্য্যশালী, বিদ্বান্, প্রিয়ভাষী রাজা হন । তদনন্তর প্রচুর ভোগ্য-উপভোগ করিয়া পুনরায় সেই তীর্থ সেবা করেন । যমুনার উত্তরে প্রয়াগের দক্ষিণে

একরাত্রোষিতঃ স্নাত্বা ঋণাৎ তত্র প্রমুচ্যতে।
স্বর্গলোকমবাপ্নোতি অনুণশ্চ সদা ভবেৎ ॥১৫

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে প্রয়াগ-মহাত্ম্যে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তপনস্য সুতা দেবী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
সমাগতা মহাভাগা যমুনা যত্র নিম্নগা ॥ ১
যেনৈব নিঃসৃতা গঙ্গা তেনৈব যমুনা গতা।
যোজনানাং সহস্রেষু কীর্ত্তনাৎ পাপনাশিনী ॥২
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ যমুনায়াং যুধিষ্ঠির।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥ ৩
প্রাণাংস্ত্যজতি যস্তত্র স যাতি পরমাং গতিম্।
অগ্নিতীর্থমিতি খ্যাতং যমুনাদক্ষিণে তটে ॥৪
পশ্চিমে ধর্ম্মরাজস্য তীর্থমনরকং স্মৃতম্।
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ ॥৫
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং স্নাত্বা সন্তর্প্য বৈ শুচিঃ।
ধর্ম্মরাজং মহাপাপৈর্ম্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬
দশ তীর্থসহস্রাণি দশ কোট্যস্তথাপরাঃ।
প্রয়াগসংস্থিতানি স্যুরেবমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৭
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটিশ্চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তৎ সর্ব্বং জাহ্নবী স্মৃতা
যত্র গঙ্গা মহাভাগা স দেশস্তৎ তপোবনম্।
সিদ্ধক্ষেত্রন্তু তজ্জ্ঞেয়ং গঙ্গাতীরং সমাশ্রিতম্ ॥৯
যত্র দেবো মহাদেবো মাধবেন মহেশ্বরঃ।
আস্তে দেবেশ্বরো নিত্যং তৎ তীর্থং তৎ তপোবনম্ ॥ ১০
ইদং সত্যং দ্বিজাতীনাং সাধূনামাত্মজস্য চ।
সুহৃদাঞ্চ জপেৎ কর্ণে শিষ্যস্যানুগতস্য চ ॥ ১১

ঋণপ্রমোচন-নামক পরমতীর্থের বিষয় কথিত আছে। সেখানে এক রাত্রি বাসপূর্ব্বক স্নান করিলে ঋণত্রয় হইতে মুক্তি লাভ করে এবং স্বর্গলোকে গমন করে ও সর্ব্বদা ...... হইয়া থাকে। ১—১৫।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে কুন্তীতনয়! সূর্য্যদুহিতা ত্রিলোক-প্রসিদ্ধা ভগবতী যমুনা তরঙ্গিণীরূপে এখানে সমাগত হইয়াছেন। যে পথে গঙ্গা নিঃসৃতা হইয়াছেন, যমুনাও সেই পথে গমন করিতেছেন, সহস্র যোজন হইতে যাঁহার নামোচ্চারণে পাপরাশি বিনষ্ট হয়, হে যুধিষ্ঠির! সেই যমুনায় স্নান-পান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র করে। যমুনার দক্ষিণ ভাগে বিখ্যাত অগ্নিতীর্থ, যিনি সেখানে জীবন পরিত্যাগ করেন, তিনি পরমগতি লাভ করেন। যমুনার পশ্চিমভাগে ধর্ম্মরাজের অনরক-নামক তীর্থের বিষয় বর্ণিত আছে; সেখানে অবগাহন করিয়া স্বর্গে আরোহণ করে; যে সেখানে জীবন ত্যাগ করে, তাহার পুনর্জন্ম হয় না। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে স্নান করত পবিত্র হইয়া যিনি ধর্ম্ম-রাজের উদ্দেশে তর্পণ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। দশসহস্র তীর্থ ও অপর দশকোটি তীর্থ প্রয়াগে অবস্থান করেন, জ্ঞানিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। স্বর্গ ভূমণ্ডল ও অন্তরীক্ষ এই তিন স্থানে সার্দ্ধত্রিকোটি তীর্থ অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু এক জাহ্নবীই সেই সর্ব্বতীর্থময়ী, বায়ু ইহা বলিয়াছেন। যেখানে ভগবতী গঙ্গা অবস্থিতা সেই দেশই প্রকৃত দেশ, সেইস্থানই তপোবন এবং সেই-খানই সিদ্ধক্ষেত্র। যেখানে দীপ্তিশীল দেবাদি-দেব মহেশ্বর মহাদেব লক্ষ্মীপতির সহিত নিত্য অবস্থান করেন, সেই গঙ্গাতীরই তীর্থ এবং তাহাই তপোবন। ১—১০। এই সত্যবিষয়টী ব্রাহ্মণদিগের, সাধুদিগের, নিজ পুত্রের এবং বন্ধুবর্গের ও অনুগত শিষ্যের কর্ণে প্রদান

ইদং ধন্যমিদং স্বর্গ্যমিদং মেধ্যমিদং শুভম্।
ইদং পুণ্যমিদং রম্যং পাবনং ধর্ম্মমুত্তমম্ ॥ ১২
মহর্ষীণামিদং গুহ্যং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্।
অত্রাধীত্য দ্বিজোঽধ্যায়ং বিমলত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥
যশ্চেদং শৃণুয়ান্নিত্যং তীর্থং পুণ্যং সদা শুচিঃ।
জাতিস্মরত্বং লভতে নাকপৃষ্ঠে চ মোদতে ॥১৪
প্রাপ্যন্তে তানি তীর্থানি সদ্ভিঃ শিষ্টানুদর্শিভিঃ।
স্নাহি তীর্থেষু কৌরব্য মা চ বক্রমতির্ভব ॥ ১৫
এবমুক্ত্বা স ভগবান্ মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ।
তীর্থানি কথয়ামাস পৃথিব্যাং যানি কানিচিৎ ॥১৬
ভূসমুদ্রাদিসংস্থানং গ্রহাণাং জ্যোতিষাংস্থিতিম্
পৃষ্টঃ প্রোবাচ সকলমুক্ত্বাথ প্রযযৌ মুনিঃ ॥ ১৭

সূত উবাচ।

য এবং কল্যমুত্থায় শৃণোতি পঠতেঽথবা।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥১৮

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে প্রয়াগ-
মাহাত্ম্যেঽষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

করিবে। এই কথাই ধন্য, ইহাই স্বর্গফলজনক এবং ইহাই পবিত্র; ইহাই মঙ্গলপ্রদ, ইহাই পুণ্য, ইহাই রমণীয় এবং ইহাই পবিত্রকারী উত্তম ধর্ম্ম। এই গঙ্গাতীরই মহর্ষিগণের অতি গোপনীয় এবং পাপনাশকারী। এখানে ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিয়া পবিত্রতা লাভ করেন। যিনি প্রত্যহ শুচি হইয়া পুণ্যতীর্থের বিষয় শ্রবণ করেন, তিনি জাতিস্মরত্ব (পূর্ব্ব-জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিবার ক্ষমতা) লাভ করেন এবং স্বর্গে আমোদে কালযাপন করেন। শিষ্টমার্গপ্রদর্শক সাধুগণই সেই সকল তীর্থে গমন করেন। সুতরাং হে কুরুবংশধর! তুমি সেই সকল তীর্থে স্নান কর, বিপরীতবুদ্ধি হইও না। এই কথা বলিয়াই সেই ভগবান্ মহর্ষি মার্কণ্ডেয় পৃথিবীতে যে কত তীর্থ আছে, তাহা বর্ণনা করিলেন। মুনি (রাজাকর্ত্তৃক) জিজ্ঞাসিত হইয়া পৃথিবী, সমুদ্র পর্ব্বতাদির সংস্থান এবং গ্রহ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অবস্থিতি সকল বলিয়া প্রস্থান করিলেন। সূত বলিলেন,— যিনি প্রত্যূষে (শয্যা হইতে) উঠিয়া ইহা শ্রবণ করেন অথবা পাঠ করেন, তিনি সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করেন। ১১—১৮।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

এবমুক্তাস্তু মুনয়ো নৈমিষীয়া মহামুনিম্।
পপ্রচ্ছুরুত্তরং সূতং পৃথিব্যাদিবিনির্ণয়ম্ ॥ ১

ঋষয় ঊচুঃ।

কথিতো ভবতা সূত সর্গঃ স্বায়ম্ভুবঃ শুভঃ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামস্ত্রিলোকস্যাস্য মণ্ডলম্ ॥২
যাবন্তঃ সাগরদ্বীপাস্তথা বর্ষাণি পর্ব্বতাঃ।
বনানি সরিতঃ সূর্য্যো গ্রহাণাং স্থিতিরেব চ ॥৩
যদাধারমিদং সর্ব্বং যেষাং পৃথ্বী পুরা ত্বিয়ম্।
নৃপাণাং তৎ সমাসেন সূত বক্তুমিহার্হসি ॥ ৪

সূত উবাচ।

বক্ষ্যে দেবাধিদেবায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
নমস্কৃত্যাপ্রমেয়ায় যদুক্তং তেন ধীমতা ॥ ৫

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ এইরূপে উক্ত হইবার পর মহামুনি সূতকে পৃথিব্যাদির নির্ণয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিরা বলিলেন,—হে সূত! আপনি স্বায়ম্ভুব মনুর সৃষ্টির বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, ইদানীং এই ত্রিলোকমণ্ডলের বিষয় শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা করি। সাগর, দ্বীপ, বর্ষ, পর্ব্বত, অরণ্য ও নদী যতগুলি আছে, সূর্য্য ও গ্রহগণের অবস্থিতি, ইহারা সকলে যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে এবং পুরাকালে এই পৃথিবী যে সকল নৃপতির অধিকারে ছিল, হে সূত! ইদানীং আপনি সেই সমুদায় বলুন। সূত বলিলেন,— দেবাদিদেব প্রভাবশালী মতিমান্ অপ্রমেয়-গুণবিশিষ্ট ভগবান্ বিষ্ণু যাহা বলিয়াছেন,

স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোঃ প্রাগুক্তো যঃ প্রিয়ব্রতঃ।
পুত্রস্তস্যাভবন্ পুত্রাঃ প্রজাপতিসমা দশ ॥ ৬
আগ্নীধ্রশ্চাগ্নিবাহুশ্চ বপুষ্মান্ দ্যুতিমাংস্তথা।
মেধা মেধাতিথির্ভব্যঃ সবনঃ পুত্র এব চ ॥ ৭
জ্যোতিষ্মান্ দশমস্তেষাং মহাবলপরাক্রমঃ।
ধার্ম্মিকো দাননিরতঃ সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ ॥ ৮
মেধাগ্নিবাহুপুত্রাস্তু ত্রয়ো যোগপরায়ণাঃ।
জাতিস্মরা মহাভাগা ন রাজ্যে দধিরে মতিম্ ॥
প্রিয়ব্রতোঽভ্যষিঞ্চদ্বৈ সপ্তদ্বীপেষু সপ্ত তান্।
জম্বুদ্বীপেশ্বরং পুত্রমাগ্নীধ্রমকরোন্নৃপঃ ॥ ১০
প্লক্ষদ্বীপেশ্বরশ্চৈব তেন মেধাতিথিঃ কৃতঃ।
শাল্মলীশং বপুষ্মন্তং নরেন্দ্রমভিষিক্তবান্ ॥১১
জ্যোতিষ্মন্তং কুশদ্বীপে রাজানং কৃতবান্ প্রভুঃ
দ্যুতিমন্তঞ্চ রাজানং ক্রৌঞ্চদ্বীপে সমাদিশৎ ॥১২
শাকদ্বীপেশ্বরঞ্চাপি ভব্যং চক্রে প্রিয়ব্রতঃ।
পুষ্করাধিপতিং চক্রে সবনঞ্চ প্রজাপতিঃ ॥১৩

পুষ্করেশ্বরতশ্চাপি মহাবীতঃ সুতোঽভবৎ।
ধাতকিশ্চৈব দ্বাবেতৌ পুত্রৌ পুত্রবতাং বরৌ
মহাবীতং স্মৃতং বর্ষং তস্য স্যাৎ তু মহাত্মনঃ।
নাম্না বৈ ধাতকেশ্চাপি ধাতকীখণ্ডমুচ্যতে ॥ ১৫
শাকদ্বীপেশ্বরস্যাপি ভব্যস্যাপ্যভবন্ সুতাঃ।
জলদশ্চ কুমারশ্চ সুকুমারো মণীচকঃ ॥ ১৬
কুশোত্তরোঽথ মোদাকিঃ সপ্তমঃ স্যান্মহাদ্রুমঃ ॥
জলদং জলদস্যাথ বর্ষং প্রথমমুচ্যতে ॥ ১৭
কুমারস্য তু কৌমারং তৃতীয়ং সুকুমারকম্।
মাণীচকং চতুর্থঞ্চ পঞ্চমঞ্চ কুশোত্তরম্ ॥ ১৮
মোদাকং ষষ্ঠমত্যুক্তং সপ্তমন্তু মহাদ্রুমম্।
ক্রৌঞ্চদ্বীপেশ্বরস্যাপি সুতা দ্যুতিমতোঽভবন্
কুশলঃ প্রথমস্তেষাং দ্বিতীয়স্তু মনোহরঃ।
উষ্ণস্তৃতীয়ঃ সম্প্রোক্তশ্চতুর্থঃ পীবরঃ স্মৃতঃ ॥২০
অন্ধকারো মুনিশ্চৈব দুন্দুভিশ্চেতি সপ্তমঃ।
তেষাং স্বনামভির্দেশাঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপাশ্রয়াঃ শুভাঃ

আমি তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া তাহাই বর্ণনা করিব। স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত নামক যে পুত্রের বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রজাপতিসদৃশ দশ পুত্র জন্মিয়াছিল ;—আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, বপুষ্মান্ দ্যুতিমান, মেধা, মেধাতিথি, ভব্য, সবন, পুত্র এবং মহাবলপরাক্রান্ত জ্যোতিষ্মান্ তাঁহাদিগের দশম; তিনি ধার্ম্মিক দানশীল ও সর্ব্বজীবে দয়াবান্ ছিলেন। মহাভাগ মেধা, অগ্নিবাহু ও পুত্র ইহাঁরা তিনজনে যোগপরায়ণ এবং জাতিস্মর ছিলেন ; রাজ্যে তাঁহাদের মন অনুরক্ত হইল না। প্রিয়ব্রত (অবশিষ্ট) সাত পুত্রকে সপ্তদ্বীপে অভিষেক করিলেন। রাজা আগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর করিলেন। ১—১০। তিনি মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপের অধীশ্বর ও বপুষ্মানকে শাল্মলদ্বীপের অধীশ্বর করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। প্রভু প্রিয়ব্রত জ্যোতিষ্মানকে কুশদ্বীপে রাজা করিলেন। দ্যুতিমানকে ক্রৌঞ্চদ্বীপের রাজপদে অভিষিক্ত হইবার আদেশ দিলেন। প্রিয়ব্রত ভব্যকে শাকদ্বীপের অধীশ্বর করিলেন ও রাজা সবনকে পুষ্করদ্বীপের অধীশ্বরপদে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐ পুষ্করেশ্বর (সবন) হইতে মহাবীত এবং ধাতকি এই পুত্রদ্বয় জন্মিয়াছিল ; তাহারা উভয়েই পুত্রবানদিগের শ্রেষ্ঠ। মহাত্মা মহাবীতের বর্ষ মহাবীতবর্ষ নামে এবং ধাতকির বর্ষ ধাতকিখণ্ড নামে উক্ত হইয়া থাকে। শাকদ্বীপের অধীশ্বর ভব্যের সাত পুত্র হইয়াছিল, যথা,—জলদ, কুমার, সুকুমার, মণীচক, কুশোত্তর, মোদাকি এবং মহাদ্রুম। প্রথম জলদের জলদ বর্ষ, কুমারের কৌমার বর্ষ, তৃতীয় সুকুমারের সুকুমার বর্ষ, চতুর্থ মণীচকের মাণীচক বর্ষ, পঞ্চম কুশোত্তরের কুশোত্তর বর্ষ, ষষ্ঠ মোদাকির মোদাক বর্ষ এবং সপ্তম মহাদ্রুমের মহাদ্রুম বর্ষ কথিত আছে। ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধীশ্বর দ্যুতিমানের যে পুত্র সকল জন্মিয়াছিল, কুশল তাহাদের প্রথম, দ্বিতীয় মনোহর, তৃতীয় উষ্ণ, চতুর্থ পীবর, (পঞ্চম) অন্ধকার, (ষষ্ঠ) মুনি এবং সপ্তম দুন্দুভি। তাঁহাদের স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ দেশ (বর্ষ) সকল শোভা পাইয়া

জ্যোতিষ্মতঃ কুশদ্বীপে সপ্তৈবাসন্ মহৌজসঃ।
উদ্ভেদো বেণুমাংশ্চৈবাশ্বরথো লম্বনো ধৃতিঃ ॥২২
ষষ্ঠঃ প্রভাকরশ্চাপি সপ্তমঃ কপিলঃ স্মৃতঃ।
স্বনামচিহ্নিতশ্চাত্র তথা বর্ষাণি সুব্রতাঃ ॥২৩
জ্ঞেয়ানি চ তথান্যেষু দ্বীপেষ্বেতানি নাথতঃ।
শাল্মলিদ্বীপনাথস্য সুতাশ্চাসন্ বপুষ্মতঃ ॥ ২৪
শ্বেতশ্চ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা।
বৈদ্যুতো মানসশ্চৈব সপ্তমঃ সুপ্রভো মতঃ ॥২৫
প্লক্ষদ্বীপেশ্বরস্যাপি সপ্ত মেধাতিথেঃ সুতাঃ।
জ্যেষ্ঠঃ শান্তভয়স্তেষাং শিশিরস্তু সুখোদয়ঃ ॥ ২৬
আনন্দশ্চ শিবশ্চৈব ক্ষেমকশ্চ ধ্রুবস্তথা।
প্লক্ষদ্বীপাদিষু জ্ঞেয়া শাকদ্বীপান্তিকেষু চ ॥ ২৭
বর্ণাশ্রমবিভাগেন স্বধর্ম্মো মুক্তয়ে মতঃ।
জম্বুদ্বীপেশ্বরস্যাপি পুত্রাশ্চাসন্ মহাবলাঃ ॥ ২৮
আগ্নীধ্রস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্তন্নামানি নিবোধত।
নাভিঃ কিম্পুরুষশ্চৈব তথা হরিরিলাবৃতঃ ॥ ২৯
রম্যো হিরণ্বাংশ্চ কুরুর্ভদ্রাশ্বঃ কেতুমালকঃ।
জম্বুদ্বীপেশ্বরো রাজা স চাগ্নীধ্রো মহামতিঃ ॥৩০
বিভজ্য নবধা তেভ্যো যথান্যায়ং দদৌ পুনঃ।
নাভেস্তু দক্ষিণং বর্ষং হিমাহ্বং প্রদদৌ পিতা।
হেমকূটং ততো বর্ষং দদৌ কিম্পুরুষায় সঃ।
তৃতীয়ং নৈষধং বর্ষং হরয়ে দত্তবান্ পিতা ॥ ৩২
ইলাবৃতায় প্রদদৌ মেরুমধ্যমিলাবৃতম্।
নীলাচলাশ্রিতং বর্ষং রম্যায় প্রদদৌ পিতা ॥ ৩৩
শ্বেতং যদুত্তরং বর্ষং পিত্রা দত্তং হিরণ্বতে।
যদুত্তরং শৃঙ্গবতো বর্ষং তৎ কুরবে দদৌ ॥ ৩৪
মেরোঃ পূর্ব্বেণ যদ্বর্ষং ভদ্রাশ্বায় ন্যবেদয়ৎ।
গন্ধমাদনবর্ষন্তু কেতুমালায় দত্তবান্ ॥ ৩৫
বর্ষেষ্বেতেষু তান্ পুত্রানভ্যষিঞ্চন্নরাধিপঃ।
সংসারাসারতাং জ্ঞাত্বা তপস্তপ্তুং বনং গতঃ ॥
হিমাহ্বয়ন্তু যস্যৈতন্নাভেরাসীন্মহাত্মনঃ।
তস্যর্ষভোঽভবৎ পুত্রো মরুদেব্যাং মহাদ্যুতিঃ

থাকে। ১১—২১। কুশদ্বীপের অধীশ্বর জ্যোতিষ্মানের মহাতেজস্বী সাতটী পুত্র জন্মিয়াছিল, যথা ;—উদ্ভেদ, বেণুমান, অশ্বরথ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর ও সপ্তম কপিল। হে সুব্রত ঋষিগণ! তাঁহাদের স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ বর্ষ সকল এই দ্বীপে বর্ত্তমান আছে। এইরূপ অন্যান্য দ্বীপের বর্ষ সকলও জানিবেন। শাল্মলিদ্বীপের অধীশ্বর বপুষ্মানের যে পুত্র সকল জন্মিয়াছিল, তাহাদের নাম যথা ;—শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস এবং সপ্তম সুপ্রভ। প্লক্ষদ্বীপের অধীশ্বর মেধাতিথির সপ্ত পুত্র, তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শান্তভয়। পরে শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ধ্রুব। প্লক্ষদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপে ও শাকদ্বীপের সমীপে বর্ণাশ্রমবিভাগানুসারে মুক্তির নিমিত্ত ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর আগ্নীধ্রের মহাবলশালী নয় পুত্র জন্মিয়াছিল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তাহাদের নাম শ্রবণ করুন। কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্য, হিরণ্বান্, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর মহামতি রাজা আগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপকে ন্যায়ানুসারে নয়ভাগে বিভক্ত করিয়া, সেই সকল পুত্রকে অর্পণ করিয়াছিলেন। পিতা নাভিকে দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী হিমবর্ষ প্রদান করিয়াছিলেন। ২২—৩১। অনন্তর তিনি কিম্পুরুষকে হেমকূট বর্ষ প্রদান করিয়াছিলেন। পিতা, হরিকে তৃতীয় নৈষধ বর্ষ দান করিলেন। পিতা আগ্নীধ্র ইলাবৃতকে সুমেরু-মধ্যস্থ ইলাবৃত বর্ষ ও রম্যকে নীলগিরিস্থিত নীলাচল বর্ষ (রম্যক বর্ষ) প্রদান করিয়াছিলেন। পিতা হিরণ্বান্‌কে উত্তরদিক অবস্থিত শ্বেতবর্ষ আর কুরুকে শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের উত্তরভাগস্থ উত্তরকুরুবর্ষ প্রদান করিলেন। সুমেরুর পূর্ব্বভাগস্থ বর্ষ ভদ্রাশ্বকে প্রদান করিলেন এবং গন্ধমাদন বর্ষ কেতুমালকে দান করিলেন। রাজা এই সকল বর্ষে সেই পুত্রদিগকে অভিষিক্ত করিলেন এবং সংসারের অসারতা পরিজ্ঞাত হইয়া তপশ্চরণের নিমিত্ত বনগমন করিলেন। যে মহাত্মা নাভির হিমবর্ষ ছিল, তাঁহার মহিষী মরুদেবীর গর্ভে ঋষভ

ঋষভাত্ভরতো জজ্ঞে বীরঃ পুত্রশতাগ্রজঃ।
সোঽভিষিচ্যর্ষভঃ পুত্রং ভরতং পৃথিবীপতিঃ ॥৩৮
বানপ্রস্থাশ্রমং গত্বা তপস্তেপে যথাবিধি।
তপসা কর্ষিতোঽত্যর্থং কৃশো ধমনিসন্ততঃ ॥
জ্ঞানযোগরতো ভূত্বা মহাপাশুপতোঽভবৎ।
সুমতির্ভরতস্যাপি পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৪০
সুমতেস্তৈজসস্তস্মাদিন্দ্রদ্যুম্নো ব্যজায়ত।
পরমেষ্ঠী সুতস্তস্মাৎ প্রতীহারস্তদন্বয়ঃ ॥ ৪১
প্রতিহর্ত্তেতি বিখ্যাত উৎপন্নস্তস্য চাত্মজঃ।
ভবস্তস্মাদথোদ্গীথঃ প্রস্তাবিস্তৎসুতোঽভবৎ
পৃথুস্ততস্ততো নক্তো নক্তস্যাপি গয়ঃ স্মৃতঃ।
নরো গয়স্য তনয়স্তস্য পুত্রো বিরাড়ভূৎ ॥ ৪৩
তস্য পুত্রো মহাবীর্য্যো ধীমাংস্তস্মাদজায়ত।
মহান্তোঽপি ততশ্চাভূচ্ছৌবনস্তৎসুতোঽভবৎ
ত্বষ্টা ত্বষ্টুশ্চ বিরজো রজস্তস্মাদভূৎ সুতঃ।
শতজিদ্রজসো তস্য জজ্ঞে পুত্রশতং দ্বিজাঃ ॥৪৫
তেষাং প্রধানো বলবান্ বিশ্বজ্যোতিরিতি স্মৃতঃ।
আরাধ্য দেবং ব্রহ্মাণং ক্ষেমকং নাম পার্থিবম্।
অসূত পুত্রং ধর্ম্মজ্ঞং মহাবাহুমরিন্দমম্ ॥ ৪৬
এতে পুরস্তাদ্রাজানো মহাসত্ত্বা মহৌজসঃ।
এষাং বংশপ্রসূতৈস্তু ভুক্তেয়ং পৃথিবী পুরা ॥৪৭

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে ভুবন-
কোষবিন্যাসে একোনচত্বারিংশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ দ্বিজোত্তমাঃ
ত্রৈলোক্যস্যাস্য মানং বো ন শক্যং বিস্তরেণ তু

নামে এক মহাকান্তিবিশিষ্ট পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ঋষভ হইতে শতপুত্রের অগ্রজ মহাবীর ভরত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পৃথিবীপতি ঋষভ, ভরতনামা তনয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক যথাবিধি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর নিরন্তর অতিশয় তপস্যার ক্লেশে এই রাজা নিতান্ত কৃশ এবং জ্ঞানযোগে নিরত হইয়া, মহাপাশুপত হইলেন। এই ভরতের সুমতি নামে এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিয়াছিল ৩২—৪০। সুমতির তৈজস নামে এক পুত্র জন্মে, তাঁহার ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে তনয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র পরমেষ্ঠী, তাহার পুত্র প্রতিহার। তাহার প্রতিহর্ত্তা নামে বিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন হইল। তাহার পুত্র ভব, ভব হইতে উদ্গীথের জন্ম হয় এবং উদ্গীথের প্রস্তাবি নামে তনয় জন্মিয়াছিল। তাহা হইতে পৃথু, পৃথু হইতে নক্ত, নক্তের পুত্র গয় এবং গয়ের বিরাট্ নামে পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহার পুত্র মহাবীর্য্য, মহাবীর্যের পুত্র ধীমান, তাহার পুত্র মহান্ত, মহান্তের শৌবন নামে পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহার পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র বিরজ, তাহার রজনামা পুত্র হইয়াছিল। সেই রজের শতজিৎ নামে পুত্র জন্মে। হে দ্বিজগণ! সেই শতজিতের শত পুত্র জন্মিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে বিশ্বজ্যোতিঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও বিক্রমশালী বলিয়া কথিত। ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়া (তাঁহার বরে) ঐ বিশ্বজ্যোতির পৃথিবীর অধীশ্বর, ধার্ম্মিক, মহাবাহু ও শত্রুতাপন ক্ষেমক নামে পুত্র লাভ হইয়াছিল। পুরাকালে এই মহাসত্ত্ব এবং মহাতেজস্বী নরপতিগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের বংশসম্ভূত রাজগণই পূর্ব্বে এই পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন ।৪১—৪৭।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! অতঃপর সংক্ষেপেই ত্রিভুবনের পরিমাণ বর্ণনা করিব; সুবিস্তৃতরূপে বলিবার সাধ্য

ভূর্লোকোহথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোহথ মহস্তথা
জনস্তপশ্চ সত্যঞ্চ লোকাস্ত্বণ্ডোদ্ভবা মতাঃ ॥২
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যাবৎ কিরণৈরবভাসতে।
তাবদ্ভূলোক আখ্যাতঃ পুরাণে দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ৩
যাবৎপ্রমাণো ভূর্লোকো বিস্তরাৎ পরিমণ্ডলাৎ
ভুবর্লোকোহপি তাবৎ স্যান্মণ্ডলাদ্ভাস্করস্য তু
ঊর্দ্ধং যন্মণ্ডলং ব্যোম্নি ধ্রুবো যাবদ্ব্যবস্থিতঃ।
স্বর্লোকঃ স সমাখ্যাতস্তত্র বায়োস্তু নেময়ঃ ॥ ৫
আবহঃ প্রবহশ্চৈব তত্রৈবানুবহঃ পুনঃ।
সংবহো বিবহশ্চৈব তদূর্দ্ধং স্যাৎ পরাবহঃ ॥ ৬
তথা পরিবহশ্চোর্দ্ধং বায়োর্বৈ সপ্ত নেময়ঃ।
ভূমের্যোজনলক্ষে তু ভানোর্বৈ মণ্ডলং স্থিতম্ ॥
লক্ষে দিবাকরস্যাপি মণ্ডলং শশিনঃ স্মৃতম্।
নক্ষত্রমণ্ডলং কৃৎস্নং তল্লক্ষেণ প্রকাশতে ॥ ৮
দ্বিলক্ষে হ্যন্তরে বিপ্রা বুধো নক্ষত্রমণ্ডলাৎ।
তাবৎপ্রমাণভাগে তু বুধস্যাপ্যুশনা স্থিতঃ ॥ ৯
অঙ্গারকোহপি শুক্রস্য তৎপ্রমাণে ব্যবস্থিতঃ।
লক্ষদ্বয়েন ভৌমস্য স্থিতো দেবপুরোহিতঃ ॥১০
সৌরির্দ্বিলক্ষেণ গুরোর্গ্রহাণামথ মণ্ডলাৎ।
সপ্তর্ষিমণ্ডলং তস্মাল্লক্ষমাত্রে প্রকাশতে ॥ ১১
ঋষীণাং মণ্ডলাদূর্দ্ধং লক্ষমাত্রস্থিতো ধ্রুবঃ।
মেধীভূতঃ সমস্তস্য জ্যোতিশ্চক্রস্য বৈ ধ্রুবঃ।
তত্র ধর্ম্মঃ স ভগবান্ বিষ্ণুর্নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥১২
নবযোজনসাহস্রো বিষ্কম্ভঃ সবিতুঃ স্মৃতঃ।
ত্রিগুণস্তস্য বিস্তারো মণ্ডলস্য প্রমাণতঃ ॥ ১৩
দ্বিগুণঃ সূর্য্যবিস্তারাদ্বিস্তারঃ শশিনঃ স্মৃতঃ।
তুল্যস্তয়োস্তু স্বর্ভানুর্ভূত্বাধস্তাৎ প্রসর্পতি ॥
উদ্ধৃত্য পৃথিবীচ্ছায়াং নির্ম্মিতো মণ্ডলাকৃতিঃ।
স্বর্ভানোস্তু বৃহৎ স্থানং তৃতীয়ং যৎ তমোময়ম্
চন্দ্রস্য ষোড়শো ভাগো ভার্গবস্য বিধীয়তে।
ভার্গবাৎ পাদহীনস্তু বিজ্ঞেয়ো বৈ বৃহস্পতিঃ ॥
বৃহস্পতেঃ পাদহীনৌ ভৌমসৌরাবুভৌ স্মৃতৌ
বিস্তারান্মণ্ডলাচ্চৈব পাদহীনস্তয়োর্বুধঃ ॥ ১৭

নাই। (প্রকৃতি-প্রসূত) অণ্ড হইতেই ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক উৎপন্ন হইয়াছে। সূর্য্য এবং চন্দ্রের রশ্মিজালে যতদূর উদ্ভাসিত হয়, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ততদূরই ভূলোক বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছে। সূর্য্যের বিস্তৃত পরিমণ্ডল হইতে ভূলোক যত পরিমাণ ভাস্করমণ্ডল হইতে ভুবর্লোকও তত পরিমাণ দূরে অবস্থিত। গগনমার্গে ঊর্দ্ধভাগে যথায় ধ্রুব বর্ত্তমান, সেই পর্য্যন্তই স্বর্গলোকের সীমা; সেখানেই (সপ্ত) বায়ুচক্র বিদ্যমান। আবহ, প্রবহ, অনুবহ, সংবহ, বিবহ, পরাবহ এবং পরিবহ বায়ু যথাক্রমে ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত, বায়ুর এই সাতটী চক্র। ভূমির লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে সৌরমণ্ডল অবস্থিত। সূর্য্যমণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল, তাহা হইতে লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে সমুদয় নক্ষত্রমণ্ডল প্রকাশিত আছে। হে বিপ্রগণ! নক্ষত্রমণ্ডল হইতে দ্বিলক্ষ যোজন অন্তরে বুধমণ্ডল, তাহা হইতে দ্বিলক্ষ যোজন অন্তরে শুক্রমণ্ডল। ভৌমমণ্ডলও শুক্র হইতে তত পরিমাণ অন্তরে অবস্থিত। মঙ্গলমণ্ডল হইতে দ্বিলক্ষ যোজন অন্তরে বৃহস্পতিমণ্ডল বর্ত্তমান। ১—১০। বৃহস্পতিমণ্ডল হইতে দ্বিলক্ষ যোজন অন্তরে সপ্তর্ষিমণ্ডল শোভা পাইতেছে সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে ধ্রুব অবস্থিত, ধ্রুব সমুদয় জ্যোতিশ্চক্রের কেন্দ্রস্বরূপ, সেখানে বিশ্বব্যাপী ভগবান্ নারায়ণ ধর্ম্ম অবস্থান করিতেছেন। নয়সহস্রযোজন সূর্য্যের বিষ্কম্ভ (ব্যাস), বিষ্কম্ভের তিনগুণ পরিমাণে মণ্ডলের পরিমাণ। সূর্য্যের বিস্তার হইতে চন্দ্রের বিস্তার দ্বিগুণ। চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডলের তুল্য রাহুমণ্ডল উহাদের নিম্নে প্রসর্পণ করে। পৃথিবীচ্ছায়াকে অবলম্বন করিয়া মণ্ডলাকারে নির্ম্মিত রাহুর তৃতীয় যে বৃহৎস্থান, উহা অন্ধকারময়। চন্দ্রের বিস্তারের ষোড়শ ভাগের একভাগ শুক্রের বিস্তার, শুক্র হইতে চতুর্থাংশহীন বৃহস্পতির বিস্তার, বৃহস্পতি অপেক্ষা শনি এবং মঙ্গলের বিস্তার এক চতুর্থাংশ হীন। উক্ত উভয় গ্রহের বিস্তার হইতে

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

স রথোঽধিষ্ঠিতো দেবৈরাদিত্যৈ মুনিভিস্তথা।
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ গ্রামণীসর্প-রাক্ষসৈঃ॥ ১
ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণঃ শক্র এব চ।
বিবস্বানথ পূষা চ পর্জ্জন্যশ্চাংশুরেব চ॥ ২
ভগস্ত্বষ্টা চ বিষ্ণুশ্চ দ্বাদশৈতে দিবাকরাঃ।
আপ্যায়য়ন্তি বৈ ভানুং বসন্তাদিষু বৈ ক্রমাৎ॥৩
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চাত্রির্ব্বশিষ্ঠশ্চাঙ্গিরা ভৃগুঃ।
ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ কশ্যপঃ ক্রতুরেব চ॥ ৪
জমদগ্নিঃ কৌশিকশ্চ মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।
স্তুবন্তি দেবং বিবিধৈশ্ছন্দোভিস্তে যথাক্রমম্
রথকৃচ্চ রথৌজাশ্চ রথচিত্রঃ সবাহুকঃ।
রথস্বনোঽথ বরুণঃ সুষেণঃ সেনজিৎ তথা॥ ৬
তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ কৃতজিৎ সত্যজিৎ তথা।
গ্রামণ্যো দেবদেবস্য কুর্ব্বন্তেঽভীষুসংগ্রহম্॥৭
অথ হেতিঃ প্রহেতিশ্চ পৌরুষেয়ো বধস্তথা।
সর্পো ব্যাঘ্রস্তথাপশ্চ বাতো বিদ্যুদ্দিবাকরঃ॥ ৮
ব্রহ্মোপেতশ্চ বিপ্রেন্দ্রা যজ্ঞোপেতস্তথৈব চ।
রাক্ষসপ্রবরা হ্যেতে প্রয়া পুর ক্রমাৎ॥ ৯
বাসুকিঃ কঙ্কনীলৌ চ তক্ষকঃ সর্পপুঙ্গবঃ।
এলাপত্রঃ শঙ্খপালস্তথৈরাবতসংজ্ঞিতঃ॥ ১০
ধনঞ্জয়ো মহাপদ্মস্তথা কর্কোটকো দ্বিজাঃ।
কম্বলোঽশ্বতরশ্চৈব বহন্ত্যেনং যথাক্রমম্॥ ১১
তুম্বুরুর্নারদো হাহা হুহুর্বিশ্বাবসুস্তথা।
উগ্রসেনো বসুরুচির্ব্বর্চ্চাবসুস্তথাপরঃ॥ ১২
চিত্রসেনস্তথোর্ণায়ুর্ধৃতরাষ্ট্রো দ্বিজোত্তমাঃ।
সূর্য্যবর্চ্চা দ্বাদশৈতে গন্ধর্ব্বা গায়না বরাঃ॥ ১৩
গায়ন্তি গানৈর্ব্বিবিধৈর্ভানুং ষড়্জাদিভিঃ ক্রমাৎ
ঋতুস্থলাপ্সরোবর্য্যা তথান্যা পুঞ্জিকস্থলা॥ ১৪
মেনকা সহজন্যা চ প্রম্লোচা দ্বিজোত্তমাঃ।
অনুম্লোচা চ বিশ্বাচী ঘৃতাচী চোর্ব্বশী তথা॥১৫
অন্যা চ পূর্ব্বচিত্তিঃ স্যাদ্রম্ভা চৈব তিলোত্তমা।
তাণ্ডবৈর্ব্বিবিধৈরেনং বসন্তাদিষু বৈ ক্রমাৎ॥ ১
তোষয়ন্তি মহাদেবং ভানুমাত্মানমব্যয়ম্।
এবং দেবা বসন্ত্যর্কে দ্বৌ দ্বৌ মাসৌ ক্রমেণ তু

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ভগবান্ সূর্য্যের সেই রথ দেবতা, আদিত্য, মুনি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সর্প ও রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, শক্র, বিবস্বান্, পূষা, পর্জ্জন্য, অংশু, ভগ, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু এই দ্বাদশটী আদিত্য। সূর্য্য ক্রমে ক্রমে বসন্তাদি ঋতুতে ইহাঁদিগকে আশ্রয় করেন। পুলস্ত্য, পুলহ, অত্রি, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, ভৃগু, ভরদ্বাজ, গৌতম, কশ্যপ, ক্রতু, জমদগ্নি ও কৌশিক এই ব্রহ্মবাদী দ্বাদশ ঋষি বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে দ্বাদশ আদিত্যকে স্তুতি করেন। রথকৃৎ, রথৌজাঃ, রথচিত্র, সুবাহু, রথস্বন, বরুণ, সুষেণ, সেনজিৎ, তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, কৃতজিৎ ও সত্যজিৎ এই গ্রামণী সকল যথাক্রমে দেবদেব সূর্য্যের রথের রশ্মিসংযম করেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! হেতি, প্রহেতি, পৌরুষেয়, বধ, সর্প, ব্যাঘ্র, অপ, বাত, বিদ্যুৎ, দিবাকর, ব্রহ্মোপেত ও যজ্ঞোপেত এই রাক্ষসগণ সূর্য্যদেবের অগ্রে অ গমন করেন। হে দ্বিজগণ! বাসুকি, কঙ্ক, নীল, তক্ষক, সর্পপুঙ্গব এলাপত্র, শঙ্খপাল, ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কম্বল ও অশ্বতর এই নাগগণ ক্রমে ক্রমে দ্বাদশ সূর্য্যদেবকে বহন করেন। ১—১১ হে দ্বিজগণ! তুম্বুরু, নারদ, হাহা, হু বিশ্বাবসু, উগ্রসেন, বসুরুচি, বর্চ্চাব চিত্রসেন, ঊর্ণায়ু, ধৃতরাষ্ট্র ও সূর্য্যবর্চ্চাঃ, দ্বাদশ গন্ধর্ব্বই যথাক্রমে সূর্য্যদেবের গায়ক। ইহারা বিবিধ গান দ্বারা ষড়জ, মধ্যম, ধৈবত আদি স্বরে সূর্য্যদেবের নিকটে গান করেন। হে দ্বিজগণ! ঋতুস্থলা, পুঞ্জীকস্থলা, মেনকা, সহজন্যা, প্রম্লোচা, অনুম্লোচা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, রম্ভা, ও তিলোত্তমা, ইহারা ক্রমে বসন্তাদি ঋতুতে বিবিধ প্রকার নৃত্য দ্বারা মহাদেব আত্মস্বরূপ অব্যয় সূর্য্যকে পরিতুষ্ট করে।

আপ্যায়য়ন্ত্যেতে তেজসা তেজসাং নিধিম্
চঃ স্বৈর্বচোভিস্তু স্তুবন্তি মুনয়ো রবিম্।
অপ্সরসস্তৈনং নৃত্যগেয়ৈরুপাসতে ॥ ১৮
যক্ষ-ভূতানি কুর্ব্বন্তেহভীষুসংগ্রহম্।
সর্পা বহন্তি দেবেশং যাতুধানাঃ প্রয়ান্তি চ ॥১৯
বালখিল্যা নয়ন্ত্যস্তং পরিবার্য্যোদয়াদ্রবিম্।
এতে তপন্তি বর্ষন্তি ভান্তি বান্তি সৃজন্তি চ ॥২০
ভূতানামশুভং কর্ম্ম ব্যপোহন্তীতি কীর্ত্তিতাঃ।
এতে সহৈব সূর্য্যেণ ভ্রমন্তি দিবি ভাস্বগাঃ ॥২১
বিমানে চ স্থিতা নিত্যং কামগে বাতরংহসি।
বর্ষন্তশ্চ তপন্তশ্চ হ্লাদয়ন্তশ্চ বৈ ক্রমাৎ।
গোপায়ন্তীহ ভূতানি সর্ব্বাণীহ যুগক্রমাৎ ॥ ২২
এতেষামেব দেবানাং যথাবীর্য্যং যথাতপঃ।
যথাযোগং যথাসত্ত্বং স এষ তপতি প্রভুঃ ॥ ২৩

অহোরাত্রব্যবস্থান-কারণং স প্রজাপতিঃ।
পিতৃ-দেব-মনুষ্যাদীন্ স সদাপ্যায়য়দ্রবিঃ ॥ ২৪
তত্র দেবো মহাদেবো ভাস্বান্ সাক্ষান্মহেশ্বরঃ।
ভাসতে বেদবিদুষাং নীলগ্রীবঃ সনাতনঃ ॥ ২৫
স এষ দেবো ভগবান্ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ।
স্থানং তদ্বিদুরাদিত্যো বেদজ্ঞা বেদবিগ্রহম্ ॥ ২৬

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে ভুবন-
কোষবর্ণনে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪১॥

এই প্রকারে বসন্তাদি দুই দুই মাসে ক্রমে ক্রমে দেবগণ সূর্য্যে বাস করত তেজোনিধি সূর্য্যকে তেজদ্বারা আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। সূর্য্যরথাবস্থিত মুনিগণ নিজ নিজ রচিত বাক্যাবলী দ্বারা রবিকে স্তব করেন; গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা প্রভৃতি ইহাঁকে নৃত্যগীত দ্বারা উপাসনা করে; গ্রামণী, যক্ষ প্রভৃতি ভূতগণ (সূর্য্যদেবের) রশ্মি ধারণ করে, সর্পগণ দেবাধিপকে বহন করে; রাক্ষসেরা (অগ্রে অগ্রে) গমন করে এবং বালখিল্য মুনিগণ রবিকে বেষ্টিত করত উদয় হইতে অস্তাচলে নীত করেন। এই দ্বাদশ আদিত্যই তাপ দেন, বর্ষণ করেন, দীপ্তি পান, প্রবাহিত হন এবং সৃষ্টি করেন। (রবিই) প্রাণিগণের অশুভ নাশ করেন ইহা কীর্ত্তন করিতে হয়। বালখিল্যগণ সূর্য্যের আশ্রিত হইয়া সহ আকাশে পরিভ্রমণ করেন। ইচ্ছা-গতি এবং বায়ুর ন্যায়বেগশালী রথে (ইহাঁরা) নিত্য আরোহণপূর্ব্বক বর্ষণ, তাপদান ও আহ্লাদিত করত যুগানুসারে এই জগতে সকল প্রাণীর রক্ষা করেন। ইহাদের যেরূপ বীর্য্য, তপস্যা, যোগ ও সত্ত্ব এই প্রভু সূর্য্য তদনুসারে তাপ দান করেন। অহোরাত্র ব্যবস্থার কারণই সেই প্রজাপতি রবি; সেই রবিই পিতৃগণ দেবগণ ও মনুষ্যগণকে প্রীত করেন। বেদবিদ্দিগের মধ্যে দেবদেব মহাদেব সাক্ষাৎ মহেশ্বর নীলগ্রীব সনাতন সূর্য্যই দীপ্তি পাইয়া থাকেন। তিনিই দেব ভগবান্ পরমেষ্ঠী প্রজাপতি, বেদময় প্রজাপতির অবস্থান আদিত্যমণ্ডলেই হইয়া থাকে, ইহা বেদজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন। ১৮—২৬।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবমেষ মহাদেবো দেবদেবঃ পিতামহঃ।
করোতি নিয়তং কালং কালাত্মা হৈশ্বরী তনুঃ।
তস্য যে রশ্ময়ো বিপ্রাঃ সপ্তলোকপ্রদীপকাঃ।
তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত রশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ ॥ ২
সুষুম্নো হরিকেশশ্চ বিশ্বকর্ম্মা তথৈব চ।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, এই প্রকার এই দেবদেব মহাদেব কালাত্মা পিতামহ রবিই নিয়ত ঐশ্বরী তনু সৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহার যে কিরণসমূহ, হে ব্রাহ্মণগণ! তাহারা সপ্ত লোক প্রকাশিত করে; তন্মধ্যে গ্রহগণের উৎপাদক সাতটী রশ্মিই শ্রেষ্ঠ। সুষুম্ন, হরি-

তারানক্ষত্ররূপাণি বপুষ্মন্তীহ যানি বৈ।
বুধেন তানি তুল্যানি বিস্তারামণ্ডলাৎ তথা ॥১৮
তারানক্ষত্ররূপাণি হীনানি তু পরস্পরম্।
শতানি পঞ্চ চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈব যোজনে ॥
সর্বতো বৈ নিকৃষ্টানি তারকামণ্ডলানি তু।
যোজনান্যর্দ্ধমাত্রাণি তেভ্যো হ্রস্বং ন বিদ্যতে ॥
উপরিষ্টাৎ ত্রয়স্তেষাং গ্রহা বৈ দূরসর্পিণঃ।
সৌরোঽঙ্গিরাশ্চ বক্রশ্চ জ্ঞেয়া মন্দবিচারিণঃ ॥২
তেভ্যোঽধস্তাচ্চ চত্বারঃ পুনরন্যে মহাগ্রহাঃ।
সূর্য্যঃ সোমো বুধশ্চৈব ভার্গবশ্চৈব শীঘ্রগাঃ ॥২২
দক্ষিণায়নমার্গস্থো যদা চরতি রশ্মিমান্।
তদা পূর্ব্বগ্রহাণাং বৈ সূর্য্যোঽধস্তাৎ প্রসর্পতি
বিস্তীর্ণং মণ্ডলং কৃত্বা তস্যোর্দ্ধ্বং চরতে শশী

চতুর্থাংশ বিহীন বুধের বিস্তার। ...., এবং নক্ষত্ররূপী * যে সকল জ্যোতিষ্ক, উহাদের মণ্ডল ও বিস্তার বুধগ্রহের তুল্য। তারা ও নক্ষত্ররূপী যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক আছে, উহাদের একটী অপেক্ষা অপরটী আকারে ক্ষুদ্র। উহারা কেহ পাঁচশত, কেহ চারিশত, কেহ তিনশত, কেহ বা দুই শত যোজন অন্তরে অবস্থিত। তারকামণ্ডল সকলই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, উহাদের মণ্ডল ও বিস্তার যোজনার্দ্ধপরিমিত, উহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক আর নাই। ১১—২০। তাহাদের উপরিভাগে দূর-ভ্রমণকারী শনি, বৃহস্পতি এবং মঙ্গল এই তিনটী গ্রহ অবস্থিত; ইহারা মন্দগতি গ্রহ। তাহাদের নিম্নদেশে অন্য চারিটী মহাগ্রহ—সূর্য্য, চন্দ্র, বুধ ও শুক্র বর্ত্তমান; ইহারা শীঘ্রগামী। যে সময়ে মরীচিমালী সূর্য্য দক্ষিণায়নে অবস্থান করেন, তখন পূর্ব্ব গ্রহদিগের মধ্যে সূর্য্যই নিম্নদেশে ভ্রমণ করেন। তাহার উর্দ্ধভাগে চন্দ্র বিস্তৃতমণ্ডলাকারে

---

* অশ্বিন্যাদি সপ্তাবিংশতি যে জ্যোতিষ্ক, তাহাই নক্ষত্র; তদ্ভিন্ন জ্যোতিষ্কগণ তারা ইতি শ্রীধরস্বামী।

নক্ষত্রমণ্ডলং কৃৎস্নং সোমাদূর্দ্ধ্বং প্রসর্পতি ॥ ২৩
নক্ষত্রেভ্যো বুধশ্চোর্দ্ধ্বং বুধাদূর্দ্ধ্বন্তু ভার্গবঃ।
বক্রস্তু ভার্গবাদূর্দ্ধ্বং বক্রাদূর্দ্ধ্বং বৃহস্পতিঃ ॥ ২৫
তস্মাচ্ছনৈশ্চরোঽপ্যূর্দ্ধ্বং তস্মাৎ সপ্তর্ষিমণ্ডলম্
ঋষীণাঞ্চৈব সপ্তানাং ধ্রুবশ্চোর্দ্ধ্বং ব্যবস্থিতঃ ॥২৬
যোজনানাং সহস্রাণি ভাস্করস্য রথো নব।
ঈষাদণ্ডস্তথা তস্য দ্বিগুণো দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২৭
সার্দ্ধকোটিস্তথা সপ্ত নিযুতান্যধিকানি তু।
যোজনানান্তু তস্যাক্ষস্তত্র চক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥২৮
ত্রিনাভিমতি পঞ্চারে ষণ্নেমিন্যক্ষয়াত্মকে।
সংবৎসরময়ং কৃৎস্নং কালচক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২৯
চত্বারিংশৎসহস্রাণি দ্বিতীয়াক্ষো ব্যবস্থিতঃ :
পঞ্চাশানি সার্দ্ধানি যোজনানি দ্বিজোত্তমাঃ ॥
অক্ষপ্রমাণমুভয়োঃ প্রমাণং তদ্যুগার্দ্ধয়োঃ।
হ্রস্বোঽক্ষস্তদ্যুগার্দ্ধেন ধ্রুবাধারো রথস্য তু ॥৩১
দ্বিতীয়েঽক্ষে তু তচ্চক্রং সংস্থিতং মানসাচলে
হয়াশ্চ সপ্তচ্ছন্দাংসি তন্নামানি নিবোধত ॥৩২

বিচরণ করেন. সমুদয় নক্ষত্রমণ্ডল চন্দ্রের উর্দ্ধদেশে পর্য্যটন করে। নক্ষত্রমণ্ডলের উর্দ্ধে বুধ, বুধের উর্দ্ধে শুক্র, শুক্রের উর্দ্ধে মঙ্গল এবং মঙ্গলের উর্দ্ধে বৃহস্পতি ভ্রমণ করেন। তাঁহার উর্দ্ধে শনি, শনি অপেক্ষা উর্দ্ধে সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং সপ্তর্ষির উপরিভাগে ধ্রুব অবস্থিত। সূর্য্যের রথ নয়সহস্র যোজন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তাহার ঈষাদণ্ড উহার দ্বিগুণপরিমিত। সপ্তনিযুতাধিক সার্দ্ধকোটী যোজন ঐ রথের অক্ষ, তাহাতে চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ চক্রের তিনটী নাভি, পাঁচটী অর, ছয়টী নেমি; এইরূপে সংবৎসরময় সমুদয় কালচক্র বিরাজমান। হে দ্বিজোত্তমগণ! সার্দ্ধপঞ্চাশৎযোজনাধিক চত্বারিংশৎ যোজন দ্বিতীয় অক্ষের পরিমাণ। ২১—৩০। যাহা অক্ষের পরিমাণ, যুগের পরিমাণও তাহাই; ক্ষুদ্র অক্ষের পরিমাণ উপরে কথিত হইল। যুগের সহিত বায়ুরশ্মিতে নিবদ্ধ হইয়া ধ্রুবতারা বর্ত্তমান। দ্বিতীয় অক্ষে মানসাচলে সেই চক্র অবস্থিত। সপ্তছন্দই উহার সাতটী

গায়ত্রী চ বৃহত্যুষ্ণিগ্ জগতী পঙক্তিরেব চ।
অনুষ্টুপ্ ত্রিষ্টুবপ্যুক্তা ছন্দাংসি হয়য়ো হরেঃ॥
মানসোপরি মাহেন্দ্রী প্রাচ্যাং দিশি মহাপুরী।
দক্ষিণায়াং যমস্যাথ বরুণস্য তু পশ্চিমে॥ ৩৪
উত্তরেণ চ সোমস্য তন্নামানি নিবোধত।
অমরাবতী সংযমনী সুখা চৈব বিভাবরী॥৩৫
কাষ্ঠাগতো দক্ষিণতঃ ক্ষিপ্তেষুরিব সর্পতি।
জ্যোতিষাং চক্রমাদায় দেবদেবঃ পিতামহঃ॥৩৬
দিবসস্য রবির্মধ্যে সর্ব্বকালং ব্যবস্থিতঃ।
সর্ব্বদ্বীপেষু বিপ্রেন্দ্রা নিশার্দ্ধস্য চ সম্মুখঃ॥ ৩৭
উদয়াস্তমনে চৈব সর্ব্বকালন্তু সম্মুখে।
দিশাস্বশেষাসু তথা বিপ্রেন্দ্রা বিদিশাসু চ॥
কুলালচক্রপর্য্যন্তং ভ্রময়েষ যথেশ্বরঃ।
করোত্যহস্তথা রাত্রিং বিমুঞ্চন্ মেদিনীং দ্বিজাঃ
দিবাকরকরৈরেতৎ পূরিতং ভুবনত্রয়ম্।
ত্রৈলোক্যং কথিতং সদ্ভির্লোকানাং মুনিপুঙ্গবাঃ
আদিত্যমূলমখিলং ত্রৈলোক্যং নাত্র সংশয়ঃ।
ভবত্যস্মাজ্জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্॥ ৪১
রুদ্রেন্দ্রোপেন্দ্রচন্দ্রাণাং বিপ্রেন্দ্রাণাং দিবৌকসাম্।
দ্যুতিমান্ দ্যুতিমৎ কৃৎস্নমজয়ৎ সার্ব্বলৌকিকম্
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকেশঃ মহাদেবঃ প্রজাপতিঃ।
সূর্য্য এব ত্রিলোকস্য মূলং পরমদৈবতম্॥ ৪৩
দ্বাদশান্তে তথাদিত্যা দেবাস্তে যেঽধিকারিণঃ
নির্ব্বহন্তি বদন্ত্যস্য তদংশা বিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ॥ ৪৪

সর্ব্বে নমস্যন্তি সহস্রভানুং
গন্ধর্ব্বযক্ষোরগকিন্নরাদ্যাঃ।
যজন্তি যজ্ঞৈর্বিবিধৈর্মুনীন্দ্রা-
শ্ছন্দোময়ং ব্রহ্মময়ং পুরাণম্॥ ৪৫

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে ভুবন-
কোষবিন্যাসে জ্যোতিষাং সন্নিবেশে
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪০॥

অশ্ব; তাহাদের নাম শ্রবণ কর;—গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী, পংক্তি, অনুষ্টুপ্ ও ত্রিষ্টুপ্, এই সাতটী সূর্য্যের অশ্ব। মানস পর্ব্বতের উপরি ভাগে পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রের মহাপুরী, দক্ষিণে যমের (পুরী), পশ্চিমে বরুণের (পুরী) এবং উত্তরে সোমের (কুবের পুরী) আছে। ঐ পুরী সকলের নাম শ্রবণ কর,—অমরাবতী, সংযমনী, সুখা ও বিভাবরী। দেবদেব পিতামহ (ব্রহ্মা) জ্যোতিশ্চক্র গ্রহণপূর্ব্বক, দক্ষিণদিক্‌স্থ হইয়া, বিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় পরিভ্রমণ করেন। এই জম্বুদ্বীপে মধ্যাহ্নাদি কালে সূর্য্য যেমন ভাবে থাকেন, সকল দ্বীপেই সেইরূপ মধ্যাহ্নাদি কালে অবস্থান করেন। অর্থাৎ প্রাতঃকালে সম্মুখে, মধ্যাহ্নে মস্তকোপরি, সায়ংকালে পশ্চাৎ এবং রাত্র্যর্দ্ধ-কালে নিম্নে অবস্থান করেন। হে বিপ্রেন্দ্র-গণ! সকল সময়েই সমুদয় দিক্‌বিদিকে উদয় ও অস্ত রবির সম্মুখে অর্থাৎ সমসূত্র-পাতে ঘটিয়া থাকে। এই ভগবান্ দিবাকর কুলালচক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করত পৃথিবী ত্যাগ করিয়া দিবা এবং রাত্রি সম্পাদন করিতেছেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! দিবাকরের করে এই ভুবনত্রয় পরিপূরিত। ইহা সাধুগণ বলিয়াছেন। ৩৭—৪০। এই সমুদয় ত্রৈলো-ক্যের মূলই আদিত্য, এ বিষয়ে সংশয় নাই। এই সবিতা হইতেই দেব-অসুর-মনুষ্য সহিত সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হয়। রুদ্র, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, চন্দ্র, বিপ্রেন্দ্র ও দেব-গণের মধ্যে অধিক দ্যুতিমান্ এই সূর্য্য সর্ব্বলোকের দ্যুতিমান্ পদার্থসমূহকে জয় করিয়াছেন। সকলের আত্মা, সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, মহাদেব, প্রজাপতি এই সূর্য্যই ত্রিলো-কের মূল এবং পরম দেবতা। অন্য যে দ্বাদশ আদিত্য, তাঁহারা অধিকারানুরূপ মুখ্য আদিত্যের কার্য্য সম্পাদন করেন; মনীষিগণ তাঁহাদিগকেই বিষ্ণুর মূর্ত্তি বলিয়া থাকেন। গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, কিন্নর প্রভৃতি সকলেই সহস্রকিরণকে নমস্কার করেন; মুনীন্দ্রগণ বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা ছন্দোময় ব্রহ্মময় পুরাতন পুরুষ সূর্য্যকে আরাধনা করিয়া থাকেন। ৪০—৪৫।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪০॥

বিশ্বশ্রবাঃ পুনশ্চান্যঃ সংযদ্বসুরতঃ পরঃ ॥ ৩
অর্ব্বাবসুরিতি খ্যাতঃ স্বরকঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ।
সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিস্তু পুষ্ণাতি শিশিরদ্যুতিম্ ॥৪
তির্য্যগূর্দ্ধপ্রচারোঽসৌ সুষুম্নঃ পরিপঠ্যতে।
হরিকেশস্তু যঃ প্রোক্তো রশ্মির্নক্ষত্রপোষকঃ ॥৫
বিশ্বকর্ম্মা তথা রশ্মির্বুধং পুষ্ণাতি সর্ব্বদা।
বিশ্বশ্রবাস্তু যো রশ্মিঃ শুক্রং পুষ্ণাতি নিত্যদা ॥
সংযদ্বসুরিতি খ্যাতো যঃ পুষ্ণাতি স লোহিতম্
বৃহস্পতিং প্রপুষ্ণাতি রশ্মিরর্ব্বাবসুঃ প্রভুঃ ॥ ৭
শনৈশ্চরং প্রপুষ্ণাতি সপ্তমস্তু স্বরস্তথা।
এবং সূর্য্যপ্রভাবেণ সর্ব্বা নক্ষত্রতারকাঃ ॥ ৮
বর্দ্ধন্তে বর্দ্ধিতা নিত্যং নিত্যমাপ্যায়যন্তি চ।
দিব্যানং পার্থিবানাঞ্চ নৈশানাঞ্চৈব নিত্যশঃ ॥ ৯
আদানান্নিত্যমাদিত্যস্তেজসাং তমসামপি।
আদত্তে স তু নাড়ীনাং সহস্রেণ সমন্ততঃ ॥ ১০
নাদেয়ঞ্চৈব সামুদ্রং কৌপ্যঞ্চৈব সহস্রদৃক্।

স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব যচ্চ কুল্যাদিকং পয়ঃ ॥ ১১
তস্য রশ্মিসহস্রন্তু শীতবর্ষোষ্ণনিস্রবম্।
তাসাং চতুঃশতা নাড্যো বর্ষন্তে চিত্রমূর্ত্তয়ঃ ॥১২
চন্দ্রগাশ্চৈব গাহাশ্চ কাঞ্চনাঃ শাতনাস্তথা।
অমৃতা নামতঃ সর্ব্বা রশ্ময়ো বৃষ্টিসর্জ্জনাঃ ॥ ১৩
হিমোদ্বহাশ্চ তা নাড্যো রশ্ময়ো নিঃসৃতাঃ পুনঃ
রেষ্যো মেষ্যশ্চ বাস্যশ্চ হ্লাদিন্যঃ সর্জ্জনাস্তথা
চন্দ্রাস্তা নামতঃ সর্ব্বা পীতাভাঃ স্যুর্গভস্তয়ঃ।
শুক্লাশ্চ কুকুভাশ্চৈব গাবো বিশ্বভৃতস্তথা ॥ ১৫
শুক্লাস্তা নামতঃ সর্ব্বাস্ত্রিবিধা ঘর্ম্মসর্জ্জনাঃ।
সমং বিভর্ত্তি তাভিঃ স মনুষ্যপিতৃদেবতাঃ ॥১৬
মনুষ্যানৌষধেনেহ স্বধয়া চ পিতৄনপি।
অমৃতেন সুরান্ সর্ব্বাংস্ত্রীংস্ত্রিভিস্তর্পয়ত্যসৌ ॥
বসন্তে গ্রীষ্মকে চৈব ষড়্ভিঃ স তপতি প্রভুঃ।
শরদ্যপি চ বর্ষাসু চতুর্ভিঃ সম্প্রবর্ষতি ॥ ১৮
হেমন্তে শিশিরে চৈব হিমমুৎসৃজতি ত্রিভিঃ।

কেশ, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বশ্রবাঃ, সংযদ্বসু, অর্ব্বাবসু ও স্বরক এই সেই সাত রশ্মি। ইহাদের মধ্যে সুষুম্ন-নামক সূর্য্যরশ্মিই চন্দ্রকে পরিপুষ্ট করেন, (অর্থাৎ রশ্মিদান করিয়া তেজোময় করেন)। সুষুম্ন বক্রভাবে ও ঊর্দ্ধে উদ্দীপ্ত হয় এবং হরিকেশনামক যে রশ্মি কথিত হইয়াছে, তাহা নক্ষত্রগণকে কান্তি প্রদান করে। বিশ্বকর্ম্মনামক সূর্য্যরশ্মি সর্ব্বদা বুধকে কান্তিদান করে এবং বিশ্বশ্রবা নামক রশ্মি নিত্যই শুক্রকে কান্তিপ্রদান করে। সংযদ্বসু নামে খ্যাত যে রশ্মি তাহা মঙ্গলকে কান্তিবিতরণ করে, আর প্রভু অর্ব্বাবসু-নামক সূর্য্যকিরণ বৃহস্পতিকে কান্তিদান দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করে। স্বর-নামক রশ্মিই শনৈশ্চরকে কান্তিদান দ্বারা আপ্যায়িত করে। এই প্রকারে সূর্য্যপ্রভাবে সমুদয় নক্ষত্র ও তারাগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও বৃদ্ধি পাইয়া অন্যান্য উদ্ভিজ্জাদিকে পরিবর্দ্ধিত করে। দিব্য পার্থিব নৈশ তমঃ এবং তেজঃসমূহকে আদান করেন বলিয়া 'সূর্য্য' আদিত্য নামে অভিহিত হন। তিনি সহস্রনাড়ী-দ্বারা চতুর্দ্দিক্ হইতে নদী, সমুদ্র, কূপ, স্থাবর, জঙ্গম ও কৃত্রিম নদী প্রভৃতির সলিল গ্রহণ করেন। ১—১১। তাঁহার রশ্মিসহস্র হিম, বর্ষা ও উষ্ণ ক্ষরিত করে এবং (পূর্ব্বোক্ত) নাড়ীসমূহের মধ্যে বিচিত্রমূর্ত্তি চতুঃশত নাড়ী বর্ষণ করে। চন্দ্রগ, গাহ, কাঞ্চন, শাতন এবং অমৃত নামক রশ্মি বৃষ্টিসৃষ্টিকারী। হিম দ্বারা উৎক্ষিপ্ত সেই সকল নাড়ী রশ্মিরূপে নিঃসৃত হইয়া রেষী, মেষী, বাসী, হ্লাদিনী ও সর্জ্জনা নামে খ্যাত হয়। ইহারাই চন্দ্রা নাড়ী ও পীতবর্ণা। আর শুক্লা, কুকুভা ও বিশ্বভৃৎ নামক নাড়ী সকল শুক্রবর্ণ। উক্ত ত্রিবিধ নাড়ী সকলই ঘর্ম্মসৃষ্টিকারিণী। তাহারাই দ্যুতি দ্বারা তুল্যরূপে মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, ও দেবলোককে পালন করে; ঔষধ দ্বারা মনুষ্যদিগকে, স্বধা দ্বারা পিতৃগণকে এবং অমৃত দ্বারা সমুদয় দেবগণকে পালন করে; ত্রিবিধ পদার্থ দ্বারা এই সূর্য্যদেব জগৎ রক্ষা করেন। বসন্ত ও গ্রীষ্মে সেই প্রভু রবি ছয়টী রশ্মি দ্বারা তাপ দান করেন, শরৎকালে ও বর্ষাকালে চারিটী (রশ্মি) দ্বারা বর্ষণ

বরুণো মাঘমাসে তু সূর্য্যঃ পূষা তু ফাল্গুনে
চৈত্রে মাসি ভবেদংশুর্ধাতা বৈশাখতাপনঃ।
জ্যৈষ্ঠে মাসে ভবেদিন্দ্র আষাঢ়ে তপতে রবিঃ
বিবস্বান্ শ্রাবণে মাসি প্রোষ্ঠপদ্যাং ভগঃ স্মৃতঃ
পর্জ্জন্যশ্চাশ্বিনে ত্বষ্টা কার্ত্তিকে মাসি ভাস্করঃ ॥২১
মার্গশীর্ষে ভবেন্মিত্র পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
পঞ্চ রশ্মিসহস্রাণি বরুণস্যার্ককর্ম্মণি ॥ ২২
ষড়্ভিঃ সহস্রৈঃ পূষা তু দেবোংশুঃ সপ্তভিস্তথা,
ধাতাষ্টভিঃ সহস্রৈস্তু নবভিশ্চ শতক্রতুঃ ॥ ২৩
বিবস্বান্ দশভিঃ পাতি পাত্যেকাদশভির্ভগঃ।
সপ্তভিস্তপতে মিত্রস্ত্বষ্টা চৈবাষ্টভিস্তপেৎ ॥ ২৪
অর্য্যমা দশভিঃ পাতি পর্জ্জন্যো নবভিস্তথা।
ষড়্ভী রশ্মিসহস্রৈশ্চ বিষ্ণুস্তপতি বিশ্বধৃক্ ॥২৫
বসন্তে কপিলঃ সূর্য্যো গ্রীষ্মে কাঞ্চনসপ্রভঃ।
শ্বেতো বর্ষাসু বিজ্ঞেয়ঃ পাণ্ডুরঃ শরদি প্রভুঃ॥২৬
হেমন্তে তাম্রবর্ণঃ স্যাচ্ছিশিরে লোহিতো রবিঃ
ওষধীষু বলাং ধত্তে স্বধামপি পিতৃষথ ॥ ২৭

করেন এবং হেমন্ত ও শিশির কালে তিনটী (রশ্মি) দ্বারা হিম পরিত্যাগ করেন। বরুণ-নামক সূর্য্য মাঘ মাসে তাপ দান করেন। ফাল্গুন মাসে পূষা, চৈত্র মাসে অংশু, বৈশাখে ধাতা, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইন্দ্র, আষাঢ় মাসে রবি, শ্রাবণে বিবস্বান্, ভাদ্র মাসে ভগ, আশ্বিন মাসে ত্বষ্টা, কার্ত্তিকে ভাস্কর, অগ্রহায়ণে মিত্র ও পৌষ মাসে সনাতন বিষ্ণুনামক সূর্য্য তাপ দান করেন; সূর্য্যের কার্য্যে বরুণ সূর্য্য পাঁচ সহস্র রশ্মি ব্যবহার করেন। ১২—২২। পূষা ছয় সহস্র দ্বারা, অংশুদেব সাত সহস্র দ্বারা, ধাতা আট সহস্র দ্বারা, শতক্রতু নয় সহস্র দ্বারা, বিবস্বান্ দশ সহস্র দ্বারা, ভগ একাদশ সহস্র দ্বারা, মিত্র সাত সহস্র দ্বারা, ত্বষ্টা আট সহস্র দ্বারা, অর্য্যমা দশ সহস্র দ্বারা, পর্জ্জন্য নয় সহস্র দ্বারা এবং বিশ্বধাতা বিষ্ণু সূর্য্য ছয় সহস্র রশ্মি দ্বারা তাপ দান করেন। সূর্য্য বসন্তে কপিলবর্ণ, গ্রীষ্মে কাঞ্চন-তুল্য-প্রভা-শালী, বর্ষাতে শ্বেতবর্ণ, প্রভু (সূর্য্য) শরৎ ঋতুতে পাণ্ডুবর্ণ, হেমন্তে তাম্রবর্ণ এবং শিশির

সূর্য্যোঽমরৈরমৃতস্তু ত্রয়ং ত্রিষু নিষচ্ছতি।
অন্যে চাষ্টৌ গ্রহা জ্ঞেয়া সূর্য্যেণাধিষ্ঠিতা দ্বিজাঃ
চন্দ্রমাঃ সোমপুত্রশ্চ শুক্রশ্চৈব বৃহস্পতিঃ।
ভৌমো মন্দস্তথা রাহু কেতুমানপি চাষ্টমঃ ॥২৯
সর্ব্বে ধ্রুবে নিবদ্ধা বৈ গ্রহাস্তে বাতরশ্মিভিঃ।
ভ্রাম্যমাণা যথাযোগং ভ্রমন্ত্যনু দিবাকরম্ ॥৩০
অলাতচক্রবদ্যান্তি বাতচক্রেরিতাস্তথা।
যস্মাদ্বহতি তান বায়ুঃ প্রবহস্তেন স স্মৃতঃ ॥ ৩১
রথস্ত্রিচক্রঃ সোমস্য কুন্দাভাস্তস্য বাজিনঃ।
বামদক্ষিণতো যুক্তা দশ তেন রূপাকরঃ ॥ ৩২
বীথ্যাশ্রয়াণি চরতি নক্ষত্রাণি রবির্যথা।
হ্রাসবৃদ্ধী তু বিপ্রেন্দ্রা রশ্মীনাং সূর্য্যবৎ স্মৃতে
স সোমঃ শুক্লপক্ষে তু ভাস্করে পরতঃ স্থিতে।
আপূর্য্যতে পরস্যান্তে সততঞ্চৈব তাঃ প্রভাঃ॥৩৪

ঋতুতে লোহিতবর্ণ হন। তিনি ওষধিতে (ফলপাকান্ত তরুতে অর্থাৎ ধান্য, গোধুম, যব, মাষ মুগ প্রভৃতিতে) রশ্মি দান করেন; পিতৃ-লোকে স্বধা এবং দেবলোকে অমৃত বিত-রণ করেন; অতএব সূর্য্য তিনলোকে তিন পদার্থ প্রদান করিয়া থাকেন। হে বিপ্রগণ! অন্য আটটী গ্রহ সূর্য্যেই অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। চন্দ্র, বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল, রাহু ও অষ্টম কেতু এই সকল গ্রহ বাতরশ্মি দ্বারা ধ্রুবতারায় নিবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে যথাক্রমে দিবাকরের অনুসরণ করেন। ২৩—৩০। বায়ুচক্র দ্বারা প্রেরিত গ্রহগণ চক্রাকার অঙ্গারচক্রবৎ গমন করেন। বায়ু তাঁহাদিগকে বহন করেন বলিয়া 'প্রবহ' নামে প্রসিদ্ধ। চন্দ্রের রথ তিনটী চক্রবিশিষ্ট, কুন্দকুসুমাভ দশটী অশ্ব তাহার (রথের) বাম-দক্ষিণে যোজিত, রবি যে প্রকার নক্ষত্র-সমূহে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ চন্দ্রও ঐ রথে বীথীসমাশ্রিত নক্ষত্রমালায় পরিভ্রমণ করেন। হে বিপ্রগণ! সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্র-রশ্মিরও হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষে সূর্য্য পরভাগে অবস্থিত হওয়ায় তদীয় প্রভা-রাশি দ্বারা চন্দ্রের অপরার্দ্ধ ভাগ পরিপূর্ণ হয়;

ক্ষীণং পীতং সুরৈঃ সোমমাপ্যায়য়তি নিত্যদা।
একেন রশ্মিনা বিপ্রা সুষুম্নাখ্যেন ভাস্করঃ ॥ ৩৫
এষা সূর্য্যস্য বীর্য্যেণ সোমস্যাপ্যায়িতা তনুঃ।
পৌর্ণমাস্যাং স দৃশ্যেত সম্পূর্ণো দিবসক্রমাৎ ॥৩৬
সম্পূর্ণমর্দ্ধমাসেন তং সোমমমৃতাত্মকম্।
পিবন্তি দেবতা বিপ্রা যতস্তেঽমৃতভোজনাঃ ॥৩৭
ততঃ পঞ্চদশে ভাগে কিঞ্চিচ্ছিষ্টে কলাত্মকে।
অপরাহ্ণে পিতৃগণা জঘন্যং পর্য্যুপাসতে ॥ ৩৮
পিবন্তি দ্বিকলং কালং শিষ্টা তস্য কলা তু যা।
সুধামৃতময়ীং পুণ্যাং তামিন্দোরমৃতাত্মিকাম্ ॥ ৩৯
নিঃসৃতং তদমাবস্যাং গভস্তিভ্যঃ স্বধামৃতম্।
মাসতৃপ্তিমবাপ্যাগ্র্যাং পিতরঃ সন্তি নির্বৃতাঃ ॥৪০
ন সোমস্য বিনাশঃ স্যাৎ সুধা চৈব সুপীয়তে।
এবং সূর্য্যনিমিত্তোঽস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ সত্তমাঃ ॥
সোমপুত্রস্য চাষ্টাভির্বাজিভির্বায়ুবেগিভিঃ
বারিজঃ স্যন্দনো যুক্তস্তেনাসৌ যাতি সর্ব্বতঃ ॥

শুক্রস্য ভূমিজৈরশ্বৈঃ স্যন্দনো দশভির্বৃতঃ।
অষ্টাভিশ্চাপি ভৌমস্য রথো হৈমঃ সুশোভনঃ
বৃহস্পতেরথাষ্টাশ্বঃ স্যন্দনো হেমনির্ম্মিতঃ।
রথস্তমোময়োঽষ্টাশ্বো মন্দস্যায়সনির্ম্মিতঃ ॥ ৪৪
স্বর্ভানোর্ভাস্করারেশ্চ তথাষ্টাভির্হয়ৈর্বৃতঃ।
এতে মহাগ্রহাণাং বৈ সমাখ্যাতা রথাশ্চ বৈ।
সর্ব্বে ধ্রুবে মহাভাগা নিবদ্ধা বায়ুরশ্মিভিঃ ॥ ৪৫
গ্রহর্ক্ষতারাধিষ্ণ্যানি ধ্রুবে বদ্ধান্যশেষতঃ।
ভ্রমন্ত্যুচিতচারেণ সর্ব্বাণ্যনিলরশ্মিভিঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে ভুবন-
কোষবিন্যাসে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
ধ্রুবাদূর্দ্ধং মহর্লোকঃ কোটিযোজনবিস্তৃতঃ।
কল্পাধিকারিণস্তত্র সংস্থিতা দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ১

উহাই চন্দ্রের প্রভা। ভাস্কর, সুষুম্নাখ্য এক রশ্মি দ্বারা দেবগণকর্তৃক পীত সুতরাং ক্ষীণ চন্দ্রকে পরিবর্দ্ধিত করেন। সূর্য্যের তেজে পরিবর্দ্ধিত এই চন্দ্রের তনু পৌর্ণমাসীতে দিবসক্রমে সম্পূর্ণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অর্দ্ধ মাসে সম্পূর্ণ সেই অমৃতময় চন্দ্রকে দেবগণ পান করিয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহারা অমৃতভোজী। অনন্তর চন্দ্রের পঞ্চদশ ভাগ ক্ষয়িত হইলে এককলা অবশিষ্ট থাকিতে অপরাহ্ণে পিতৃগণ উল্লিখিত চন্দ্রের শেষ কলা ভোগ করিয়া থাকেন। যাহা চন্দ্রের পবিত্র অমৃতময়ী কলা স্বধারূপিণী (বলিয়া অভিহিত), পিতৃগণ দ্বিলব কাল ব্যাপিয়া চন্দ্রের সেই শেষ কলা ভোজন করেন। অমাবস্যায় পিতৃগণ সেই রশ্মি-নিঃসৃত স্বধারূপিণী অমৃতময়ী কলার অগ্রভাগ মাসান্তে লাভ করিয়া সুখী হইয়া থাকেন। ৩১—৪০। চন্দ্রের বিনাশ হয় না; সুধাই পীত হইয়া থাকে; হে সত্তমগণ! সূর্য্যের নিমিত্তই চন্দ্রের ক্ষয়-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বুধগ্রহের রথ বায়ুর ন্যায় বেগশালী জলজাত আটটী অশ্ব দ্বারা যুক্ত; এই চন্দ্রতনয় বুধ তদ্দ্বারা সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। শুক্রগ্রহের রথ ভূমিজাত দশটী অশ্ব দ্বারা যুক্ত। মঙ্গলগ্রহের আটটী-অশ্বযুক্ত সুবর্ণময় সুশোভন রথ। বৃহস্পতির রথের অশ্ব আটটী, ঐ রথ স্বর্ণনির্ম্মিত। শনির রথ অন্ধকারময়, রথের অশ্ব আটটী এবং উহা লৌহগঠিত। রাহু এবং কেতুর রথ আটটী অশ্ব দ্বারা যুক্ত। মহাগ্রহগণের এই সকল রথের বিষয় আখ্যাত হইল। সমুদয় গ্রহগণই বায়ু-রশ্মি দ্বারা ধ্রুবতারায় বদ্ধ; গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, সকলেই ধ্রুবতারায় নিবদ্ধ হইয়া (সর্ব্বদা) ভ্রমণ করিতেছেন ও ভ্রমণ করাইতেছেন। ৪১—৪৬।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ধ্রুবলোকের ঊর্দ্ধে কোটী-যোজনবিস্তৃত মহর্লোক; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যাহারা মুক্তির অধিকারী, তাঁহারাই সেখানে

জনলোকো মহর্লোকাৎ তথা কোটিদ্বয়াত্মকঃ।
সনকাদ্যাস্তথা তত্র সংস্থিতা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ॥ ২
জনলোকাৎ তপোলোকঃ কোটিত্রয়সমন্বিতঃ।
বৈরাজাস্তত্র বৈ দেবাঃ স্থিতা দাহবিবর্জ্জিতাঃ ॥
প্রাজাপত্যাৎ সত্যলোকঃ কোটিষট্কেন সংযুতঃ।
অপুনর্মারকো নাম ব্রহ্মলোকস্তু স স্মৃতঃ ॥ ৪
অত্র লোকগুরুর্ব্রহ্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবনঃ।
আস্তে স যোগিভির্নিত্যং পীত্বা যোগামৃতং পরম্
বসন্তি যতয়ঃ শান্তা নৈষ্ঠিকা ব্রহ্মচারিণঃ।
যোগিনস্তাপসাঃ সিদ্ধা জাপকাঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥৬
দ্বারং তদ্‌যোগিনামেকং গচ্ছতাং পরমং পদম্
তত্র গত্বা ন শোচন্তি স বিষ্ণুঃ স চ শঙ্করঃ ॥ ৭
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং পুরং তস্য দুরাসদম্।
ন মে বর্ণয়িতুং শক্যং জ্বালামালাসমাকুলম্ ॥ ৮
তত্র নারায়ণস্যাপি ভবনং ব্রহ্মণঃ পুরে।
শেতে তত্র হরিঃ শ্রীমান্ যোগী মায়াময়ঃ পরঃ ॥
স বিষ্ণুলোকঃ কথিতঃ পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতঃ।
যান্তি তত্র মহাত্মানো যে প্রপন্না জনার্দ্দনম্ ॥১
ঊর্দ্ধং তদ্‌ব্রহ্মসদনাৎ পুরং জ্যোতির্ম্ময়ং শুভম্।
বহ্নিনা চ পরিক্ষিপ্তং তত্রাস্তে ভগবান্ হরঃ ॥১১
দেব্যা সহ মহাদেবশ্চিন্ত্যমানো মনীষিভিঃ।
যোগিভিঃ শতসাহস্রৈর্ভূতৈ রুদ্রৈশ্চ সংবৃত ॥ ১২
তত্রা তে যান্তি নিরতা ভক্তা বৈ ব্রহ্মচারিণঃ।
মহাদেবপরাঃ শান্তাস্তাপসাঃ সত্যবাদিনঃ ॥১৩
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারাঃ কামক্রোধবিবর্জ্জিতাঃ।
দ্রক্ষ্যন্তি ব্রাহ্মণা যুক্তা রুদ্রলোকং স বৈ স্মৃতঃ
সপ্ত মহালোকাঃ পৃথিব্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
মহাতলাদয়শ্চাধঃ পাতালাঃ সন্তি বৈ দ্বিজাঃ ॥১৫
মহাতলঞ্চ পাতালং সর্ব্বরত্নোপশোভিতম্।
প্রাসাদৈর্বিবিধৈঃ শুভ্রৈর্দেবতায়নৈর্যুতম্ ॥ ১৬

বাস করেন। তদ্রূপ মহর্লোক হইতে জনলোক দুইকোটী যোজন উর্দ্ধে; সেখানে সনক-সনাতন আদি ব্রহ্মার তনয়গণ বাস করেন। জনলোক হইতে তপোলোক তিনকোটী যোজন উর্দ্ধে; সেখানে বৈরাজ-নামক দেবগণ সন্তাপবর্জ্জিত হইয়া বসতি করেন। প্রাজাপত্য অথবা জনলোক হইতে সত্যলোক ছয়কোটী যোজন উর্দ্ধে; ইহা অপুনর্মারক এবং ব্রহ্মলোক নামে উক্ত। এখানে লোকগুরু বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবন ব্রহ্মা পরম যোগামৃত পান করত যোগীদিগের সহিত নিত্য বাস করেন। এখানে প্রশান্তস্বভাব যতিগণ, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিবর্গ, যোগিগণ, তাপস সিদ্ধ ও পরমেষ্ঠীর জাপকগণ অবস্থান করেন। পরমপদলাভার্থী যোগীদিগের তাহাই একমাত্র দ্বার। সেখানে গিয়া আর শোক করিতে হয় না, যেহেতু তাহাই বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের স্বরূপ। কোটি সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট ব্রহ্মার পুর অতি দুর্লভ; বহ্নিশিখাসমূহের ন্যায় প্রদীপ্ত সেই পুরের বর্ণনা করিতে আমি অসমর্থ। সেই ব্রহ্মপুরে নারায়ণেরও ভবন আছে; সেখানে মায়াময় পরম যোগী শ্রীমান্ হরি শয়ন করিয়া থাকেন; তাহাই পুনর্জ্জন্মনিবারক বিষ্ণুলোক বলিয়া কথিত; সেখানে সেই মহাত্মারাই গমন করিতে সমর্থ, যাঁহারা জনার্দ্দনকে লাভ করিয়াছেন। ১—১০। ব্রহ্মসদন হইতে উর্দ্ধে জ্যোতির্ম্ময় বহ্নিপরিব্যাপ্ত যে সুন্দর পুর আছে, ভগবান্ মহাদেব হর মনীষিগণ ও শতসহস্র যোগী কর্ত্তৃক চিন্তিত হইয়া দেবীর সহিত তথায় বাস করেন; ভূতবর্গ ও রুদ্রগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। যোগনিরত, ব্রহ্মচারী, মহাদেবপরায়ণ, শান্ত ও সত্যবাদী তাপসগণ সেখানে গমন করেন। নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, কাম-ক্রোধবর্জ্জিত যোগযুক্ত ব্রাহ্মণেরাই (সেই স্থান) অবলোকন করিতে পারেন, তাহাই রুদ্রলোক বলিয়া কথিত হয়। এই পৃথিবী আদি সপ্ত মহালোকের বিষয় পরিকীর্ত্তিত হইল। হে দ্বিজগণ! ঐরূপ অধোভাগেও মহাতল প্রভৃতি সপ্ত পাতাল বিদ্যমান আছে। মহাতল নামক পাতাল সর্ব্ববিধ রত্ন দ্বারা সুশোভিত ও বিবিধ শুভ্র প্রাসাদ দেবমন্দির প্রভৃতি

অনন্তেন চ সংযুক্তং মুচুকুন্দেন ধীমতা।
নৃপেন বলিনা চৈব পাতালস্বর্গবাসিনা ॥ ১৭
শৈলং রসাতলং বিপ্রাঃ শার্করং হি তলাতলম্
পীতং সুতলমিত্যুক্তং নিতলং বিদ্রুমপ্রভম্ ॥১৮
সিতঞ্চ বিতলং প্রোক্তং তলঞ্চৈব সিতেতরম্।
সুপর্ণেন মুনিশ্রেষ্ঠাস্তথা বাসুকিনা শুভম্ ॥১৯
রসাতলমিতি খ্যাতং তথান্যৈশ্চ নিষেবিতম্।
বিরোচন-হিরণ্যাক্ষ-তারকাদ্যৈশ্চ সেবিতম্ ॥২০
তলাতলমিতি খ্যাতং সর্ব্বশোভাসমন্বিতম্।
বৈনতেয়াদিভিশ্চৈব কালনেমিপুরোগমৈঃ ॥ ২১
পূর্ব্বদেবৈঃ সমাকীর্ণং সুতলঞ্চ তথাপরৈঃ।
নিতলং যবনাদ্যৈশ্চ তারকাগ্নিমুখৈস্তথা ॥ ২২
জম্ভকাদ্যৈস্তথা নাগৈঃ প্রহ্লাদেনাসুরেণ চ।
বিতলঞ্চৈব বিখ্যাতং কম্বলাহীন্দ্রসেবিতম্ ॥ ২৩
মহাজম্ভেন বীরেণ হয়গ্রীবেণ ধীমতা।
শঙ্কুকর্ণেন সম্ভিন্নং তথা নমুচিপূর্ব্বকৈঃ ॥ ২৪
তথান্যৈর্বিবিধৈর্নাগৈস্তলঞ্চৈব সুশোভনম্।
তেষামধস্তান্নরকা মায়াদ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥২৫
পাপিনস্তেষু পচ্যন্তে ন তে বর্ণয়িতুং ক্ষমাঃ।
পাতালানামধশ্চাস্তে শেষাখ্যা বৈষ্ণবী তনুঃ
কালাগ্নিরুদ্রো যোগাত্মা নারসিংহোঽপি মাধবঃ
যোঽনন্তঃ পঠ্যতে দেবো নাগরূপী জনার্দ্দনঃ।
তদাধারমিদং সর্ব্বং স কালাগ্নিং সমাশ্রিতঃ ॥২৭
তমাবিশ্য মহাযোগী কালস্তদ্বদনোত্থিতঃ।
বিষজ্বালাময়োঽন্তেঽসৌ জগৎ সংহরতি স্বয়ম্
সহস্রমায়োঽপ্রতিমঃ সংহর্ত্তা শঙ্করো ভবঃ।
তামসী শাম্ভবী মূর্ত্তিঃ কালো লোকপ্রকালনঃ ॥

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে ভুবনকোষবিন্যাসে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৩

যুক্ত; উহা অনন্তদেব, ধীমান্ মুচুকুন্দ এবং পাতালরূপ-স্বর্গবাসী বলিরাজ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। হে বিপ্রগণ! রসাতল পর্ব্বতময়, তলাতল শর্করাযুক্ত (কাকরযুক্ত), সুতল পীতবর্ণ, নিতল প্রবালবর্ণ, বিতল শুক্রবর্ণ এবং তলনামক পাতাল কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কথিত। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ। রসাতলনামক পাতাল সুপর্ণ, বাসুকি এবং অন্যান্য মহাত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া বিখ্যাত। বিরোচন, হিরণ্যাক্ষ ও তারকাদি কর্ত্তৃক সেবিত তলাতল সর্ব্বশোভার আধার বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৯—২০। গরুড়াদি পক্ষী ও কালনেমি প্রভৃতি অসুরগণ সকলেই সুতলে বাস করেন। তারক ও অগ্নিমুখ প্রভৃতি যবনাদি দ্বারা নিতল ব্যাপ্ত। বিতল-নামক পাতাল নাগ, জম্ভকাদি অসুর, প্রহ্লাদ ও অহীন্দ্র কম্বল প্রভৃতি কর্ত্তৃক সেবিত বলিয়া বিখ্যাত। সুশোভন তল-নামক পাতালে বীর মহাজম্ভ, ধীমান্ হয়গ্রীব, শঙ্কুকর্ণ ও নমুচিপ্রমুখ অসুরগণ এবং তদ্রূপ বিবিধ নাগগণ অবস্থান করে। তাহাদের নিম্নদেশে মায়া আদি নরকের অবস্থান কীর্ত্তিত আছে। সেই সকল নরকে পাপিগণ যাতনা ভোগ করে, তাহাদের বিষয় বর্ণনা করা অসাধ্য। পাতালের নিম্নদেশে 'শেষ' এই আখ্যাবিশিষ্ট বিষ্ণুমূর্ত্তি অবস্থিত। যিনি কালাগ্নিরুদ্র, যোগাত্মা, নরসিংহ, মাধব, অনন্তদেব, নাগরূপী জনার্দ্দন বলিয়া পঠিত, তিনি এই সমুদায়ের আধার হইয়াও কালাগ্নিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া কাল তাঁহারই বদন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। গরলের শিখাময় এই কালই স্বয়ং অন্তকালে জগৎ সংহার করেন। সহস্রমায়াবিশিষ্ট, অনুপম, শঙ্কর ভবই সংহারকারী; তমোময়ী শাম্ভবী মূর্ত্তিই কাল, তিনিই লোককে কলন (সংহার) করেন। ২১—২৯।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এতদ্ব্রহ্মাণ্ডমাখ্যাতং চতুর্দ্দশবিধং মহৎ ।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি ভূর্লোকস্তাস্য নির্ণয়ম্ ॥১
জম্বুদ্বীপঃ প্রধানোঽয়ং প্লক্ষঃ শাল্মলিরেব চ ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চশ্চ শাকশ্চ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥ ২
এতে সপ্ত মহাদ্বীপাঃ সমুদ্রৈঃ সপ্তভির্বৃতাঃ ।
দ্বীপাদ্দ্বীপো মহানুক্তঃ সাগরাচ্চাপি সাগরঃ ॥৩
ক্ষীরোদেক্ষুরসোদশ্চ সুরোদশ্চ ঘৃতোদকঃ ।
দধ্যোদঃ ক্ষীরসলিলঃ স্বাদূদশ্চেতি সাগরাঃ ॥৪
পঞ্চাশৎকোটিবিস্তীর্ণা সসমুদ্রা ধরা স্মৃতা ।
দ্বীপৈশ্চ সপ্তভির্যুক্তা যোজনানাং সমন্ততঃ ॥৫
জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানাং মধ্যে চৈব ব্যবস্থিতঃ ।
তস্য মধ্যে মহামেরুবিশ্রুতঃ কনকপ্রভঃ ॥ ৬
চতুরশীতিসাহস্রো যোজনৈস্তস্য চোচ্ছ্রয়ঃ ।
প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্দ্বাত্রিংশন্মূর্দ্ধি বিস্তৃতঃ ॥৭
মূলে ষোড়শসাহস্রো বিস্তারস্তস্য সর্ব্বতঃ ।
ভূপদ্মস্তাস্য শৈলোঽসৌ কর্ণিকাত্বেন সংস্থিতঃ
হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধশ্চাস্য দক্ষিণে ।
নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্ব্বতাঃ ॥ ৯
লক্ষপ্রমাণৌ দ্বৌ মধ্যে দশহীনাস্তথাপরে ।
সহস্রদ্বয়মুচ্ছ্রায়াস্তাবদ্বিস্তারিণশ্চ তে ॥ ১০
ভারতং প্রথমং বর্ষং ততঃ কিম্পুরুষং স্মৃতম্ ।
হরিবর্ষং তথৈবান্যন্মেরোর্দ্দাক্ষিণতো দ্বিজাঃ ॥১১
রম্যকঞ্চোত্তরং বর্ষং তথৈবান্যু হিরণ্ময়ম্ ।
উত্তরে কুরবশ্চৈব যথৈতে ভারতাস্তথা ॥ ১২
নবসাহস্রমেকৈকমেতেষাং দ্বিজসত্তমাঃ ।
ইলাবৃতঞ্চ তন্মধ্যে তন্মধ্যে মেরুরুচ্ছ্রিতঃ ॥ ১৩
মেরোশ্চতুর্দ্দিশং তত্র নবসাহস্রবিস্তরম্ ।
ইলাবৃতং মহাভাগাশ্চত্বারস্তত্র পর্ব্বতাঃ ।
বিষ্কম্ভা রচিতা মেরোর্যোজনাযুতমুচ্ছ্রিতাঃ ॥ ১৪
পূর্ব্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ ।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—এই মহৎ ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দ্দশ প্রকার আখ্যাত হইয়াছে। অতঃপর ভূলোকের নির্ণয় করিব। ভূলোকে এই জম্বুদ্বীপ প্রধান। অনন্তর প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও সপ্তম পুষ্কর-নামক দ্বীপ। এই সাতটী মহাদ্বীপ সপ্ত সাগরে পরিবৃত ; এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপ বৃহৎ এবং এক সাগর হইতে অন্য সাগর বৃহৎ। ক্ষারোদক ইক্ষুদক, সুরোদক, ঘৃতোদক, দধ্যুদক, ক্ষীরোদক ও স্বাদূদক এই কয়টী সমুদ্র। সমুদ্রবেষ্টিতা এই বসুন্ধরা পঞ্চাশৎকোটি যোজন বিস্তীর্ণ এবং চতুর্দ্দিকে সপ্তদ্বীপে যুক্ত সকলের মধ্যভাগে জম্বুদ্বীপ অবস্থিত,তাহার মধ্যে কনকপ্রভ মহামেরু প্রসিদ্ধ। তাহার উচ্ছ্রয় চতুরশীতিসহস্র যোজন; নিম্নদেশে ষোড়শযোজন গভীর ও ঊর্দ্ধে দ্বাত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত; মূলে তাহার সর্ব্বদিকে ষোড়শ সহস্র যোজন বিস্তার। এই পর্ব্বত ভূপদ্মের কর্ণিকা স্বরূপে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণভাগে হিমবান্ হেমকূট এবং নিষধপর্ব্বত ; উত্তরভাগে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী নামে বর্ষপর্ব্বত বিদ্যমান। ইহাদের দুইটী (হিমবান্ এবং হেমকূট) লক্ষযোজন-পরিমাণ, অন্যান্য পর্ব্বত উহা অপেক্ষা দশযোজন ন্যূন, ইহাদের উচ্চতা দুই সহস্র যোজন, তাহাদের বিস্তারও উক্ত পরিমাণ-১—১০। হে দ্বিজগণ! প্রথম ভারত বর্ষ, অনন্তর কিম্পুরুষ বর্ষ ও তদনন্তে হরিবর্ষ—সুমেরুর দক্ষিণদিকে অবস্থিতি। মেরুর উত্তর ভাগে রম্যক ও হিরণ্ময় বর্ষ, তৎপশ্চাৎ উত্তর-কুরু বর্ষ, ইহারা ভারত বর্ষের ন্যায়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ইহাদের এক একটী নবসহস্র যোজন, তাহাদের মধ্যস্থলে ইলাবৃত বর্ষ এবং ইলাবৃতের মধ্যে সুমেরু উন্নতভাবে অবস্থিত। সেখানে সুমেরুর বিস্তার চতুর্দ্দশ-সহস্র-যোজন-পরিমিত, আর তদ্ভিন্ন ইলাবৃত বর্ষের বিস্তার নয়সহস্র যোজন আছে। হে মহাভাগগণ! সেখানে চারিটী বর্ষপর্ব্বত। উহারা সুমেরুর বৃত্তব্যাসরূপে বিরাজমান,

বিপুলঃ পশ্চিমে পার্শ্বে সুপার্শ্বশ্চোত্তরঃ স্মৃতঃ ॥
কদম্বস্তেষু জম্বুশ্চ পিপ্পলো বট এব চ।
জম্বুদ্বীপস্য সা জম্বুর্নামহেতুর্মহর্ষয়ঃ ॥ ১৬
মহাগজপ্রমাণানি জম্ব্বাস্তস্যাঃ ফলানি চ।
পতন্তি ভূভৃতঃ পৃষ্ঠে শীর্য্যমাণানি সর্ব্বতঃ ॥১৭
রসেন তস্যাঃ প্রখ্যাতা তত্র জম্বুনদীতি বৈ।
সরিৎ প্রবর্ত্ততে সাপি পীয়তে তত্র বাসিভিঃ ॥
ন স্বেদো ন চ দৌর্গন্ধ্যং ন জরা নেন্দ্রিয়ক্ষয়ঃ।
তৎপানাৎ স্বস্থমনসাং নরাণাং * তত্র জায়তে
তত্তীরমৃদ্রসং প্রাপ্য বায়ুনা সুবিশোষিতা।
জাম্বুনদাখ্যং ভবতি সুবর্ণং সিদ্ধভূষণম্ ॥২০
ভদ্রাশ্বঃ পূর্ব্বতো মেরোঃ কেতুমালশ্চ পশ্চিমে।
বর্ষে দ্বে তু মুনিশ্রেষ্ঠাস্তয়োর্মধ্যে ইলাবৃতম্ ॥২১
বনং চৈত্ররথং পূর্ব্বে দক্ষিণং গন্ধমাদনম্।

ইহাদের উচ্চতা অযুত যোজন। পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণ দিকে গন্ধমাদন, পশ্চিম পার্শ্বে বিপুল পর্ব্বত ও উত্তরে সুপার্শ্বনামা পর্ব্বত অবস্থিত। তাহাদের মধ্যে কদম্ব, জম্বু, পিপ্পল, এবং বটবৃক্ষ যথাক্রমে বিদ্যমান। হে মহর্ষি-গণ! উক্ত জম্বুবৃক্ষই জম্বুদ্বীপ নামের হেতু। সেই জম্বুবৃক্ষের ফল সকল মহাগজের ন্যায় পরিমাণবিশিষ্ট; উহা পর্ব্বতপৃষ্ঠে সর্ব্বদিকে পতিত হইয়া বিশীর্ণ হয়। তাহার রস হইতেই বিখ্যাতা জম্বুনদীর উৎপত্তি হইয়াছে, সেই নদীর জল সেখানকার অধিবাসীরা পান করে। তাহাতে ঘর্ম্ম বা দৌর্গন্ধ্য নাই; এবং ঐ জল পান করিলে জরা বা ইন্দ্রিয়ক্ষয় হয় না; তাহাতে সমুদায় মানবের অন্তঃকরণ সুস্থ হয়। তাহার তীরস্থ মৃত্তিকার রস বায়ুকর্ত্তৃক শোষিত হইলে উহা জাম্বুনদনামক সুবর্ণ হয়, উহা সিদ্ধগণের ভূষণ। ১১—২০। মেরুর পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ব বর্ষ ও পশ্চিমদিকে কেতুমাল বর্ষ। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তাহার মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ। পূর্ব্বে চৈত্ররথ-কানন, দক্ষিণে গন্ধমাদন

* ন তাপঃ স্বচ্ছমনসাং নাসৌখ্যমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

বৈভ্রাজং পশ্চিমং বিদ্যাদুত্তরং সবিতুর্বনম্ ॥ ২২
অরুণোদং মহাভদ্রমসিতোদঞ্চ মানসম্।
সরাংস্যেতানি চত্বারি দেবভোগ্যানি সর্ব্বদা ॥২৩
সিতান্তশ্চ কুমুদ্বাংশ্চ কুররী মাল্যবাংস্তথা।
বৈকঙ্কো মণিশৈলশ্চ ঋক্ষবাংশ্চাচলোত্তমঃ ॥২৪
মহানীলোঽথ রুচকঃ সবিন্দুর্মন্দরস্তথা।
বেণুমাংশ্চৈব মেঘশ্চ নিষধো দেবপর্ব্বতঃ ॥ ২৫
ইত্যেতে দেবরচিতাঃ সিদ্ধাবাসাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অরুণোদস্য সরসঃ পূর্ব্বতঃ কেশরাচলাঃ।
ত্রিকূটঃ শিখরশ্চৈব পতঙ্গো রুচকস্তথা ॥ ২৬
নিষধো বসুধারশ্চ কলিঙ্গস্ত্রিশিখঃ স্মৃতঃ।
সমূলো বসুবেদিশ্চ কুররশ্চৈব সানুমান্ ॥ ২৭
তাম্রাভশ্চ বিশালশ্চ কুমুদো বেণুপর্ব্বতঃ।
একশৃঙ্গো মহাশৈলো গজশৈলশ্চ পিঞ্জকঃ ॥ ২৮
পঞ্চশৈলোঽথ কৈলাসো হিমবাংশ্চাচলোত্তমঃ।
ইত্যেতে দেবরচিতা উৎকটাঃ পর্ব্বতোত্তমাঃ ॥
মহাভদ্রস্য সরসো দক্ষিণে কেশরাচলঃ।
শিখিবাসশ্চ বৈদূর্য্যঃ কপিলো গন্ধমাদনঃ ॥ ৩০
জারুধিশ্চ সুরাসুশ্চ সর্ব্বগন্ধাচলোত্তমঃ।

বন, পশ্চিমে বৈভ্রাজকানন, উত্তরে সবিতৃ-বন। তাহাতে যথাক্রমে অরুণোদক, মহা-ভদ্র, অসিতোদক এবং মানস এই চারিটী সর্ব্বদা দেবভোগ্য সরোবর বর্ত্তমান। সিতান্ত, কুমুদ্বান, কুররী, মাল্যবান, বৈকঙ্ক, মণিশৈল এবং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ঋক্ষবান্, মহানীল, রুচক, বিন্দু, মন্দর, বেণুমান্, মেঘ, নিষধ ও দেব-পর্ব্বত, এই সকল শৈল দেবরচিত এবং সিদ্ধ-গণের বাসস্থল বলিয়া কীর্ত্তিত। আর অরু-ণোদক সরোবরের পূর্ব্বভাগে কেশরাচল,—ত্রিকূট, শিখর, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ, বসুধার, কলিঙ্গ, ত্রিশিখ, সমূল, বসুবেদ, কুরর পর্ব্বত, তাম্রাভ, বিশাল, কুমুদ, বেণুপর্ব্বত, একশৃঙ্গ, মহাশৈল, গজশৈল, পিঞ্জক, পঞ্চশৈল, কৈলাস এবং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমবান্, দেবনির্ম্মিত এই সকল শৈল সর্ব্বাধিক শ্রেষ্ঠ। ২১—২৯। মহাভদ্র সরোবরের দক্ষিণে কেশরাচল,—শিখিবাস, বৈদূর্য্য, কপিল, গন্ধমাদন, জারুধি

সুপার্শ্বশ্চ সপক্ষশ্চ কঙ্কঃ কপিল এব চ ॥ ৩১
বিরজো ভদ্রজালশ্চ সুরসশ্চ মহাবলঃ।
অঞ্জনো মধুমাংস্তদ্বচ্চিত্রশৃঙ্গো মহালয়ঃ ॥ ৩২
কুমুদো মুকুটশ্চৈব পাণ্ডুরঃ কৃষ্ণ এব চ।
পারিপাত্রো মহাশৈলস্তথৈব কপিলাচলঃ ॥ ৩৩
সুষেণঃ পুণ্ডরীকশ্চ মহামেঘস্তথৈব চ।
এতে পর্ব্বতরাজানঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতাঃ ॥৩৪
অসিতোদস্য সরসঃ পশ্চিমে কেশরাচলাঃ।
শঙ্খকূটোহথ বৃষভো হংসো নাগস্তথৈব চ ॥৩৫
কালঞ্জরঃ শক্রশৈলো নীলঃ কমল এব চ।
পারিজাতো মহাশৈলঃ শৈলঃ কনক এব চ ॥৩৬
পুষ্পকশ্চ সুমেঘশ্চ বারাহো বিরজাস্তথা।
ময়ূরঃ কপিলশ্চৈব মহাকপিল এব চ ॥ ৩৭
ইত্যেতে দেব-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-যক্ষৈশ্চ সেবিতাঃ।
সরসো মানসস্যেহ উত্তরে কেশরাচলাঃ ॥ ৩৮
এতেষাং শৈলমুখ্যানামন্তরেষু যথাক্রমম্।
সন্তি চৈবান্তরদ্রোণ্যঃ সরাংসি চ বনানি চ ॥ ৩৯
বসন্তি তত্র মুনয়ঃ সিদ্ধা বৈ ব্রহ্মভাবিতাঃ।
প্রসন্নাঃ শান্তরজসঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে ভুবন-কোষবিন্যাসে পর্ব্বতসংখ্যানে চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

এবং সমুদয় গন্ধাচলের শ্রেষ্ঠ সুরাম্বু, সুপার্শ্ব, সুপক্ষ, কঙ্ক, কপিল, বিরজ, ভদ্রজাল, সুরস, মহাবল, অঞ্জন, মধুমান্ চিত্রশৃঙ্গ, মহালয়, কুমুদ, মুকুট, পাণ্ডুর, কৃষ্ণ, পারিপাত্র, মহাশৈল, কপিলাচল, সুষেণ, পুণ্ডরীক ও মহামেঘ, ইহারাই পর্ব্বতের রাজা; সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ এই সকল পর্ব্বতে বাস করেন। অসিতোদক সরোবরের পশ্চিম কেশরাচল,—শঙ্খকূট, বৃষভ, হংস, নাগ, কালঞ্জর, শক্রশৈল, নীল, কমল, মহাশৈল পরিজাত, কনকশৈল, পুষ্পক, সুমেঘ, বারাহ, বিরজাঃ, ময়ূর, কপিল ও মহাকপিল, এই সকল পর্ব্বত দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও যক্ষ-কর্ত্তৃক পরিষেবিত। মানস সরোবরের উত্তরে এই সকল কেশরাচল পর্ব্বতশ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে যথাক্রমে অন্তরদ্রোণী, সরোবর ও কাননসমূহ শোভা পাইয়া থাকে। সেখানে প্রসন্ন, রজোগুণাদিবিহীন, সর্ব্ববিধ দুঃখবর্জ্জিত ব্রহ্ম-চিন্তানিরত সিদ্ধ এবং মুনিগণ বাস করেন। ৩০—৪০।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

চতুর্দ্দশ সহস্রাণি যোজনানাং মহাপুরী।
মেরোরুপরি বিখ্যাতা দেবদেবস্য বেধসঃ ॥ ১
তত্রাস্তে ভগবান্ ব্রহ্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবনঃ।
উপাস্যমানো যোগীন্দ্রৈর্মুনীন্দ্রোপেন্দ্রশঙ্করৈঃ ॥২
তত্র দেবেশ্বরেশানং বিশ্বাত্মানং প্রজাপতিম্।
সনৎকুমারো ভগবানুপাস্তে নিত্যমেব হি ॥ ৩
স সিদ্ধঋষিগন্ধর্ব্বৈঃ পূজ্যমানঃ সুরৈরপি।
সমাস্তে যোগযুক্তাত্মা পীত্বা তৎ পরমামৃতম্ ॥৪
তত্র দেবাধিদেবস্য শম্ভোরমিততেজসঃ।
দীপ্তমায়তনং শুভ্রং পুরস্তাদ্ ব্রহ্মণঃ স্থিতম্ ॥ ৫
দিব্যকান্তিসমাযুক্তং চতুর্দ্বারং সুশোভনম্।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সুমেরুর উপরিভাগে দেবদেব ব্রহ্মার চতুর্দ্দশসহস্র যোজন-ব্যাপিনী মহাপুরী বিদ্যমান আছে। সেখানে বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবন, ভগবান্ ব্রহ্মা যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, উপেন্দ্র ও শঙ্কর কর্ত্তৃক উপাস্যমান হইয়া অবস্থান করিতেছেন। সেখানে ভগবান সনৎকুমার দেবেশ্বরগণের প্রভু বিশ্বাত্মা প্রজাপতিকে নিত্যই উপাসনা করেন। সেই যোগযুক্তাত্মা ব্রহ্মা, সিদ্ধ, ঋষি গন্ধর্ব্ব ও অমরগণকর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া সেই পরম যোগামৃত পান করত অবস্থিতি করিতেছেন। সেখানে ব্রহ্মপুরীর সম্মুখে দেবাদিদেব অমিত-তেজাঃ শম্ভুর শুভ্র প্রদীপ্ত স্থান বিরাজমান। সেই নিকেতন দিব্যকান্তিযুক্ত চারিটী দ্বারে

মহর্ষিগণসঙ্কীর্ণং ব্রহ্মবিদ্ভির্নিষেবিতম্ ॥ ৬
দেব্যা সহ মহাদেবঃ শশাঙ্কার্কাগ্নিলোচনঃ।
রমতে তত্র বিশ্বেশঃ প্রমথৈঃ প্রমথেশ্বরঃ ॥ ৭
তত্র বেদবিদঃ শান্তা মুনয়ো ব্রহ্মচারিণঃ।
পূজয়ন্তি মহাদেবং তাপসাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ৮
তেষাং সাক্ষান্মহাদেবো মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্
গৃহ্লাতি পূজাং শিরসা পার্ব্বত্যা পরমেশ্বরঃ ॥ ৯
তত্রৈব পর্ব্বতবরে শক্রস্য পরমা পুরী।
নাম্নামরাবতী পূর্ব্বে সর্ব্বশোভাসমন্বিতা।
তামিন্দ্রমপ্সরঃসঙ্ঘা গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধচারণাঃ।
উপাসতে সহস্রাক্ষং দেবাস্তত্র সহস্রশঃ ॥ ১১
যে ধার্ম্মিকা বেদবিদো যাগহোমপরায়ণাঃ।
তেষাং তৎ পরমং স্থানং দেবনামপি দুর্লভম্ ॥
তস্মাদ্দক্ষিণদিগ্‌ভাগে বহ্নেরমিততেজসঃ।
তেজোবতী নাম পুরী দিব্যাশ্চর্য্যসমন্বিতা ॥ ১৩
তত্রাস্তে ভগবান্ বহ্নির্ভ্রাজমানঃ স্বতেজসা।
জপিনাং হোমিনাং স্থানং দানবানাং দুরাসদম্ ॥
দক্ষিণে পর্ব্বতবরে যমস্যাপি মহাপুরী।
নাম্না সংযমনী দিব্যা সর্ব্বশোভাসমন্বিতা ॥ ১৫
তত্র বৈবস্বতং দেবং দেবাদ্যাঃ পর্য্যুপাসতে।
স্থানং তৎ সত্যসন্ধানাং লোকে পুণ্যকৃতাংনৃণাম্
তস্যাস্তু পশ্চিমে ভাগে নির্ঋতেস্তু মহাত্মনঃ।
রক্ষোবতী নাম পুরী রাক্ষসৈঃ সংবৃতা তু যা ॥
তত্র তে নির্ঋতিং দেবং রাক্ষসাঃ পর্য্যুপাসতে।
গচ্ছন্তি তাং ধর্ম্মরতা যে তু তামসবৃত্তয়ঃ ॥ ১৮
পশ্চিমে পর্ব্বতবরে বরুণস্য মহাপুরী।
নাম্না শুদ্ধবতী পুণ্যা সর্ব্বকামর্দ্ধিসংযুতা ॥ ১৯
তত্রাপ্সরোগণৈঃ সিদ্ধৈঃ সেব্যমানোঽমরাধিপৈঃ
আস্তে স বরুণো রাজা তত্র গচ্ছন্তি যেঽন্নদাঃ*
তস্যা উত্তরদিগ্‌ভাগে বায়োরপি মহাপুরী।
নাম্না গন্ধবতী পুণ্যা যত্রাস্তেঽসৌ

সুশোভিত এবং মহর্ষিগণ ও ব্রহ্মজ্ঞগণ কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত ও নিষেবিত। শশি-সূর্য্য-বহ্নিনেত্র বিশ্বেশ্বর প্রমথাধিপ মহাদেব প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবীর সহিত সেখানে বিহার করেন। সেখানে বেদজ্ঞ শান্তপ্রকৃতি ব্রহ্মচারী সত্যনিষ্ঠ তাপসগণ মহাদেবকে পূজা করেন। সাক্ষাৎ মহাদেব পরমেশ্বর, পার্ব্বতীর সহিত, সেই ভাবিতাত্মা মুনিদিগের পূজা মস্তক দ্বারা গ্রহণ করেন। ১—৯। সেই পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে সর্ব্বশোভার আধার, অমরাবতী নামে ইন্দ্রের মহাপুরী বিদ্যমান। সেখানে অপ্সরঃসমূহ সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ সেই সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে উপাসনা করেন। যাঁহারা ধার্ম্মিক, বেদজ্ঞ ও যোগ-হোমপরায়ণ, তাঁহারাই সেই দেবদুর্লভ পরমস্থানে গমন করেন। সেই ইন্দ্রপুরীর দাক্ষিণদিকে অমিততেজাঃ বহ্নির তোজোবতী নাম্নী পুরী রহিয়াছে, উহা স্বর্গীয় অদ্ভুত পদার্থসমূহে সমন্বিত। সেখানে ভগবান্ বহ্নি স্বকীয় তেজে স্থানকে প্রকাশিত করত অবস্থিতি করেন। উহা জপহোমপরায়ণ ব্যক্তিদিগের গম্য এবং দানবগণের দুরধিগম্য। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ সুমেরুর দক্ষিণদিকে যমের সংযমনীনাম্নী মহাপুরী বিদ্যমান, উহা সর্ব্বশোভার আধার। সেখানে দেবতারা সূর্য্যতনয় যমদেবকে উপাসনা করেন, তাহা ভুবনের সত্যনিষ্ঠ পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট। ঐ যমপুরীর পশ্চিমভাগে মহাত্মা নির্ঋতি দেবের রক্ষোবতীনাম্নী পুরী; উহা রাক্ষস দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সেখানে সেই রাক্ষসেরা নির্ঋতিদেবকে উপাসনা করে। যাঁহারা ধর্ম্মানুরক্ত হইয়াও মোহাচ্ছন্ন, তাঁহারাই সেই পুরীতে গমন করে। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠের পশ্চিমদিকে বরুণদেবের শুদ্ধবতী নাম্নী পবিত্রা মহাপুরী; উহা সর্ব্ববিধ অভীষ্ট সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। সেখানে অপ্সরা, সিদ্ধ ও দেবগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া বরুণরাজ অবস্থিতি করিতেছেন। যাহারা অন্নদান (পাঠান্তরে জলদান) করেন, তাঁহারা সেখানে গমন করেন। ১০—২০। বরুণপুরীর উত্তরে বায়ুর গন্ধবতী-নাম্নী পবিত্রা মহাপুরী বিদ্যমানা; সেই

* যেঽম্বুদা ইতি বা পাঠঃ।

অপ্সরোগণগন্ধর্ব্বৈঃ সেব্যমানো মহান্ প্রভুঃ।
প্রাণায়ামপরা বিপ্রাঃ স্থানং তদ্‌যান্তি শাশ্বতম্
তস্যাঃ পূর্ব্বে তু দিগ্‌ভাগে সোমস্য পরমা পুরী
নাম্না কান্তিমতী শুভ্রা তস্যাং সোমো বিরাজতে
তত্র যে ধর্ম্মনিরতাঃ স্বধর্ম্মং পর্য্যুপাসতে।
তেষাং তদুচিতং স্থানং নানাভোগসমন্বিতম্ ॥
তস্যাস্তু পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে শঙ্করস্য শুভা পুরী।
নাম্না যশোবতী পুণ্যা সর্ব্বেষাং সা দুরাসদা ॥২৫
তত্রেশানস্য ভবনং রুদ্রেণাধিষ্ঠিতং শুভম্।
গণেশ্বরস্য বিপুলং তত্রাস্তে স গণাবৃতঃ ॥ ২৬
তত্র ভোগাদিলিপ্সূনাং ভক্তানাং পরমেষ্ঠিনঃ
নিবাসঃ কল্পিতঃ পূর্ব্বং দেবদেবেন শূলিনা ॥ ২৭
বিষ্ণুপাদ বিনিষ্ক্রান্তা প্লাবয়িত্বেন্দুমণ্ডলম্।
সমন্তাদ্‌ব্রহ্মণঃ পুর্য্যাং গঙ্গা পততি বৈ ততঃ ॥২৮
সা তত্র পতিতা দিক্ষু চতুর্দ্ধা হ্যভবদ্‌দ্বিজাঃ।
সীতা চালকনন্দা চ সুবঙ্কুর্ভদ্রনামিকা ॥ ২৯

পূর্ব্বেণ শৈলাচ্ছৈলন্তু সীতা যাত্যন্তরিক্ষগা।
ততশ্চ পূর্ব্ববর্ষেণ ভদ্রাশ্বাদ্‌যাতি চার্ণবম্ ॥ ৩০
তথৈবালকনন্দা চ দক্ষিণাদেত্য ভারতম্।
প্রয়াতি সাগরং ভিত্বা সপ্তভেদা দ্বিজোত্তমাঃ ॥
সুবঙ্কুঃ পশ্চিমগিরীনতীত্য সকলাংস্তথা।
পশ্চিমং কেতুমালাখ্যং বর্ষং গত্বৈতি চার্ণবম্ ॥
ভদ্রা তথোত্তরগিরীমুত্তরাংশ্চ তথা কুরূন্।
অতীত্য চোত্তরাম্ভোধিং সমভ্যেতি মহর্ষয়ঃ ॥৩৩
আনীল-নিষধায়ামৌ মাল্যবদ্‌গন্ধমাদনৌ।
তয়োর্ম্মধ্যং গতো মেরুঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥
ভারতাঃ কেতুমালাশ্চ ভদ্রাশ্বাঃ কুরবস্তথা।
পত্রাণি লোকপদ্মস্য মর্য্যাদাশৈলবাহ্যতঃ ॥ ৩৫
জঠরো দেবকূটশ্চ মর্য্যাদাপর্ব্বতাবুভৌ।
দক্ষিণোত্তরমায়ামাবানীল-নিষধায়তৌ ॥ ৩৬
গন্ধমাদন-কৈলাসৌ পূর্ব্ব-পশ্চায়তাবুভৌ।

প্রভঞ্জন দেব মহাপ্রভু বায়ু অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক সেবিত হইয়া সেখানে অবস্থিতি করেন। প্রাণায়ামপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা সেই নিত্যধামে গমন করেন। তাহার পূর্ব্বদিকে শুভ্রবর্ণা কান্তিমতী নাম্নী সোমের (কুবেরের) মহাপুরী, সেখানে সোমদেব বিরাজ করেন। যাহারা ধর্ম্মনিরত ও স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, নানাভোগসমন্বিত সেই স্থান তাঁহাদের উপযুক্ত। তাহার পূর্ব্বভাগে শঙ্করের যশোবতী নাম্নী শোভনা মহাপুরী, উহা অতি পবিত্র এবং সকলের দুর্লভ। সেখানে গণাধিপ ঈশানের রুদ্রকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত সুবিশাল শোভনীয় মন্দির বিদ্যমান। সেখানে তিনি প্রমথগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া অধিষ্ঠান করেন। ভগবান্ শূলী এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যাহারা সেই পরমেষ্ঠীর ভক্ত অথচ ভোগাদিলাভে অভিলাষী, তাহারাই ঐ পুরীতে বাস করিতে সমর্থ। বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে নিষ্ক্রান্তা গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডলকে প্লাবিত করিয়া সেই ব্রহ্মপুরীর চতুর্দ্দিকে পতিতা হইতেছেন। হে দ্বিজগণ। গঙ্গা চতুর্দ্দিকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া সীতা, অলকানন্দা, সুবঙ্কু ও ভদ্রা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২১—২৯। আকাশচারিণী সীতা গঙ্গা এক পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে গমন করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ব বর্ষ হইয়া অর্ণবে পতিত হইতেছেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! তদ্রূপ অলকানন্দা দক্ষিণদিক্ দিয়া ভারতবর্ষে আগমন করত সপ্তভাগে বিভক্ত হইয়া অর্ণবে পতিত হইতেছেন। সুবঙ্কু গঙ্গা তদ্রূপ সমুদয় পশ্চিমগিরিকে অতিক্রম করত পশ্চাদিকস্থ কেতুমালবর্ষ প্রাপ্ত হইয়া অর্ণবে পতিত হইতেছেন। হে মহর্ষিগণ! ভদ্রা গঙ্গাও ঐরূপ উত্তরগিরিসমূহ ও উত্তরকুরুবর্ষকে অতিক্রম করিয়া উত্তরসমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন। মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন পর্ব্বত নীল ও নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ। এই গিরিচতুষ্টয়ের মধ্যে কর্ণিকাকারে সুমেরু শোভা পাইতেছে। ভারতবর্ষ, কেতুমাল বর্ষ, ভদ্রাশ্ব বর্ষ ও কুরু বর্ষ ইহারা প্রত্যন্তপর্ব্বতের বাহিরে ভুবনপদ্মের দলসমূহের ন্যায় বিরাজমান। জঠর ও দেবকূট এই দুইটী প্রত্যন্তপর্ব্বত নীল পর্ব্বত হইতে নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত

অশীতিযোজনায়ামার্ণবান্তর্ব্যবস্থিতৌ ॥ ৩৭
নিষধঃ পারিপাত্রশ্চ মর্য্যাদাপর্ব্বতাবিমৌ।
মেরোঃ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে যথাপূর্ব্বং ব্যবস্থিতৌ ॥
ত্রিশৃঙ্গো জারুধিশ্চৈবমুত্তরে বর্ষপর্ব্বতৌ।
পূর্ব্ব-পশ্চায়তাবেতাবর্ণবান্তর্ব্যবস্থিতৌ ॥ ৩৯
মর্য্যাদাপর্ব্বতাঃ প্রোক্তা অষ্টাবিহ ময়া দ্বিজাঃ।
জঠরাদ্যাঃ স্থিতা মেরোশ্চতুর্দ্দিক্ষু মহর্ষয়ঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে ভুবন-কোষবিন্যাসে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষটচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

কেতুমালে নরাঃ কালাঃ সর্ব্বে পনসভোজনাঃ।
স্ত্রিয়শ্চোৎপলপত্রাভাস্তে জীবন্তি বর্ষাযুতম্ ॥ ১
ভদ্রাশ্বে পুরুষাঃ শুক্লাঃ স্ত্রিয়শ্চন্দ্রাংশুসন্নিভাঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি জীবন্তে চাম্রভোজনাঃ ॥ ২
রম্যকে পুরুষা নার্য্যো রমন্তি রজতপ্রভাঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ ॥ ৩
জীবন্তি চৈব সত্বস্থা ন্যগ্রোধফলভোজনাঃ।
হিরণ্ময়ে হিরণ্যাভাঃ সর্ব্বে শ্রীফলভোজনাঃ ॥৪
একাদশসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ।
জীবন্তি পুরুষা নার্য্যো দেবলোকস্থিতা ইব ॥৫
ত্রয়োদশসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ।
জীবন্তি কুরুবর্ষে তু শ্যামাঙ্গাঃ ক্ষীরভোজনাঃ ॥
সর্ব্বে মিথুনজাতাশ্চ নিত্যং সুখনিষেবিতাঃ।
চন্দ্রদ্বীপে মহাদেবং যজন্তি সততং শিবম্ ॥ ৬
তথা কিম্পুরুষে বিপ্রা মানবা হেমসন্নিভাঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি জীবন্তি প্লক্ষভোজনাঃ ॥ ৮
যজন্তি সততং দেবং চতুঃশীর্ষং চতুর্ভুজম্।
ধ্যানে মনঃ সমাধায় সাদরং ভক্তিসংযুতাঃ ॥ ৯
তথা চ হরিবর্ষে তু মহারজতসন্নিভাঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি জীবন্তীক্ষুরসাশিনঃ ॥ ১০

দক্ষিণ-উত্তরে বিস্তৃত। গন্ধমাদন এবং কৈলাস এই উভয় পর্ব্বত পূর্ব্ব-পশ্চিমে আয়ত, ইহারা অশীতি যোজন ব্যাপিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত অবস্থিত আছে। নিষধ এবং পারিপাত্র এই দুইটী প্রত্যন্তপর্ব্বত সুমেরুর পশ্চিমভাগে পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিত। ত্রিশৃঙ্গ এবং জারুধি এই দুইটি উত্তরস্থ বর্ষপর্ব্বত পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত অবস্থিত আছে। হে দ্বিজগণ! আমি এই স্থানে আটটী প্রত্যন্তপর্ব্বতের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। হে মহর্ষিগণ। সুমেরুর চতুর্দ্দিকে জঠর আদি বর্ষপর্ব্বতগণ বিদ্যমান আছে ৩০—৪০।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষটচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—কেতুমাল বর্ষের অধিবাসী মানবেরা কৃষ্ণবর্ণ, পনসফলভোজী, আর তত্রত্য রমণীগণ পদ্মপত্রাভা, তাহারা অযুতবর্ষ জীবন ধারণ করে। ভদ্রাশ্ব বর্ষে পুরুষেরা শুক্লবর্ণ, আর রমণীগণ চন্দ্রের ন্যায় কান্তি-বিশিষ্ট। ইহারা আম্রভোজী ও দশসহস্রবর্ষ জীবন ধারণ করে। রম্যক বর্ষে যে সকল নরনারী বিহার করে, তাহারা রজত-কান্তি, পঞ্চশতাধিক দশসহস্রবর্ষজীবী, সত্বগুণাবলম্বী এবং ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়া জীবনধারণ করে। হিরণ্ময় বর্ষের নরনারীগণ কাঞ্চনবর্ণ, শ্রীফলভোজী এবং সুরলোকবাসীর ন্যায় পঞ্চশতাধিক একাদশ-সহস্র বর্ষ জীবনধারণ করে। কুরু বর্ষে শ্যাম-বর্ণ, ক্ষীরভোজী নরনারীগণ পঞ্চশতাধিক ত্রয়োদশ সহস্র বর্ষ জীবনধারণ করে। সকলেই নিত্য-সুখসেবী ও দম্পতীরূপে জন্ম-পরিগ্রহ করে। তাহারা চন্দ্রদ্বীপে সর্ব্বদা মহাদেব শিবকে পূজা করে। হে বিপ্রগণ! তদ্রূপ কিম্পুরুষ বর্ষে হেমকান্তি মানবেরা অশ্বত্থ ফল ভোজন করিয়া দশ সহস্র বর্ষ জীবনধারণ করে। ইহারা ধ্যানে চিত্তসমাধানপূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত হইয়া চতুঃশীর্ষ চতুর্ভুজ দেবকে সাদরে পূজা করিয়া থাকে। তদ্রূপ

তত্র নারায়ণং দেবং বিশ্বযোনিং সনাতনম্।
উপাসতে সদা বিষ্ণুং মানবা বিষ্ণুভাবিতাঃ ॥১১
তত্র চন্দ্রপ্রভং শুভ্রং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্।
বিমানং বাসুদেবস্য পারিজাতবনাশ্রিতম্ ॥১২
চতুর্দ্বারমনোপম্যং চতুস্তোরণসংযুতম্।
প্রাকারৈর্দশভির্যুক্তং দুরাধর্ষং সুদুর্গমম্ ॥ ১৩
স্ফাটিকৈর্মণ্ডপৈর্যুক্তং দেবরাজগৃহোপমম্।
সুবর্ণস্তম্ভসাহস্রৈঃ সর্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ১৪
হেমসোপানসংযুক্তং নানারত্নোপশোভিতম্।
দিব্যাসিংহাসনোপেতং সর্বশোভাসমন্বিতম্ ॥১৫
সরোভিঃ স্বাদুপানীয়ৈর্নদীভিশ্চোপশোভিতম্
নারায়ণপরৈঃ শুদ্ধৈর্বেদাধ্যয়নতৎপরৈঃ ॥ ১৬
যোগিভিশ্চ সমাকীর্ণং ধ্যায়দ্ভিঃ পুরুষং হরিম্।
স্তবদ্ভিঃ সততং মন্ত্রৈর্নমস্যদ্ভিশ্চ মাধবম্ ॥ ১৭
তত্র দেবাধিদেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
রাজানঃ সর্বদা সন্তু মহিমানং প্রকুর্বতে ॥ ১৮

গায়ন্তি চৈব নৃত্যন্তি বিলাসিন্যো মনোহরাঃ।
স্ত্রিয়ো যৌবনশালিন্যঃ সদামণ্ডনতৎপরাঃ ॥ ১৯
ইলাবৃতে পদ্মবর্ণা জম্বুফলরসাশিনঃ।
ত্রয়োদশসহস্রাণি বর্ষাণাঞ্চ স্থিরায়ুষঃ ॥ ২০
ভারতেষু স্ত্রিয়ঃ পুংসো নানাবর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
নানাদেবার্চ্চনে যুক্তা নানাকর্ম্মাণি কুর্বতে ॥২১
পরমায়ুঃ স্মৃতং তেষাং শতং বর্ষাণি সুব্রতাঃ।
নবযোজনসাহস্রং বর্ষমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২২
কর্ম্মভূমিরিয়ং বিপ্রা নরাণামধিকারিণাম্।
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্বতঃ ॥ ২৩
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্বতাঃ।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুমাংস্তাম্রপর্ণো গভস্তিমান্ ॥ ২৪
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্বস্ত্বথ বারুণঃ।
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ ॥ ২৫
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরঃ।
পূর্ব্বে কিরাতাস্তস্যান্তে পশ্চিমে যবনাস্তথা ॥ ২৬

হরিবর্ষে মহারজতকান্তি নরনারীগণ ইক্ষুরস পান করত দশসহস্র বর্ষ জীবনধারণ করে। ১—১০। সেখানে বিষ্ণুভক্ত মানবগণ সর্ব্বদা বিশ্বযোনি সনাতন দেব নারায়ণ বিষ্ণুকে উপাসনা করে। সেখানে শশাঙ্ককান্তি, শুভ্র বিমল-স্ফটিকসদৃশ, পারিজাত বনের মধ্যে বাসুদেবের এক প্রাসাদ বিদ্যমান। উহার চারিটী দ্বার; উহা নিরুপম চারিটী তোরণ দ্বারা পরিশোভিত এবং দশটী প্রাকারদ্বারা বেষ্টিত থাকায় দুরাক্রম্য ও দুর্গম হইয়াছে। স্ফটিকময় মণ্ডপযুক্ত থাকায় ঐ প্রাসাদ দেব-রাজ-গৃহের ন্যায় হইয়াছে এবং উহা সুবর্ণ-স্তম্ভসহস্রে সর্ব্বদিকে অলঙ্কৃত। উহার সোপান সকল হেমনির্ম্মিত, উহা নানাবিধ-রত্নসমন্বিত; দিব্যাসিংহাসনে সমযুক্ত এবং উহা সর্ব্ববিধ শোভার আধার ঐ প্রাসাদ স্বাদুপানীয়পূর্ণ সরোবরে ও নদীতে উপ শোভিত; বিষ্ণুভক্ত বেদাধ্যয়নতৎপর ব্রহ্মনিরত প্রাণায়ামপর শুদ্ধ যোগিগণ সর্ব্বদা দেবাদিদেব অমিততেজাঃ বিষ্ণুর মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। সর্ব্বদা বেশভূষায় তৎপর যৌবনশালিনী মনোমোহিনী বিলা-সিনী রমণীগণ সেখানে সঙ্গীত ও নৃত্য করি-তেছে। ইলাবৃতবর্ষে পদ্মকান্তি নরনারীগণ জম্বুফলের রসাস্বাদন করত ত্রয়োদশসহস্র বর্ষ জীবিত থাকে। ভারতবর্ষে স্ত্রী-পুরুষগণ নানাবর্ণ, নানা দেবতার অর্চ্চনে নিরত,সুতরাং নানাকর্ম্ম করিয়া থাকে। হে সুব্রতগণ! তাহাদের শতবর্ষ পরমায়ুঃ নির্দ্দিষ্ট আছে; এই ভারতবর্ষ নবসহস্র যোজন পরিমিত। হে বিপ্রগণ। এই ভারতবর্ষ অধিকারী ব্যক্তি-গণের কর্ম্মভূমি। ইহাতে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র, এই সাতটী কুলপর্ব্বত ও ইহাতে নয়টী দ্বীপ আছে, যথা,—ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরুমান্, তাম্রপর্ণ, গভস্তি-মান্, নাগদ্বীপ, গন্ধর্ব্বদ্বীপ, সৌম্যদ্বীপ, বারুণ-দ্বীপ এবং সাগরবেষ্টিত এই ভারত দ্বীপ তাহাদের মধ্যে নবম। এই দ্বীপ দক্ষিণোত্তরে সহস্রযোজন প্রসারিত; ইহার পূর্ব্বদিকে কিরাতগণ বাস করে ও পশ্চিমান্তে যবনের

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাস্তথৈব চ।
ইজ্যাযুদ্ধবণিজ্যাভির্বর্ত্তয়ন্তোত্র মানবাঃ ॥ ২৭
প্রবন্তে পাবনা নদ্যঃ পর্ব্বতেভ্যো বিনিসৃতাঃ।
শতদ্রুশ্চন্দ্রভাগা চ সরযূর্যমুনা তথা ॥ ২৮
ইরাবতী বিতস্তা চ বিপাশা দেবিকা কুহূঃ।
গোমতী ধূতপাপা চ বাহুদা চ দৃষদ্বতী ॥ ২৯
কৌশিকী লোহিনী চেতি হিমবৎপাদনিঃসৃতাঃ
বেদস্মৃতির্বেদবতী ব্রতঘ্নী ত্রিদিবা তথা ॥ ৩০
পর্ণাশা চন্দনা চৈব সদানীরা মনোরমা।
চর্ম্মণ্বতী তথা দূর্য্যা বিদিশা বেত্রবত্যপি ॥ ৩১
নর্ম্মদা সুরসা শোণো দশার্ণা চ মহানদী।
মন্দাকিনী চিত্রকূটা তামসী চ পিশাচিকা ॥ ৩২
চিত্রোৎপলা বিশালা চ মঞ্জুলা বালুবাহিনী।
ঋক্ষবৎপাদজা নদ্যঃ সর্ব্বপাপহরা নৃণাম্ ॥ ৩৩
তাপী পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা শীঘ্রোদা চ মহানদী
বেণা বৈতরণী চৈব বলাকা চ কুমুদ্বতী ॥ ৩৪
তোয়া চৈব মহী গৌরী দুর্গা চান্তঃশিলা তথা।
বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাস্তাঃ নদ্যঃ পাপহরা নৃণাম্ ॥
গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণা বেণা চ বঞ্জুলা।
তুঙ্গভদ্রা সুপ্রয়োগা কাবেরী চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
দক্ষিণাপথনদ্যস্তু সহ্যপাদাদ্বিনিঃসৃতাঃ।
কৃতমালা তাম্রপর্ণী পুষ্পবত্যুৎপলাবতী ॥ ৩৭
মলয়াদ্রিঃসৃতা নদ্যঃ সর্ব্বাঃ শীতজলাঃ স্মৃতাঃ।
ঋষিকুল্যা ত্রিসামা চ গন্ধমাদনগামিনী ॥ ৩৮
ক্ষিপ্রা পলাশিনী চৈব ঋষীকা বংশধারিণী।
শুক্তিমৎপাদসঞ্জাতাঃ সর্ব্বপাপহরা নৃণাম্ ॥ ৩৯
আসাং নদ্যুপনদ্যশ্চ শতশো দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
সর্ব্বপাপহরাঃ পুণ্যাঃ স্নানদানাদিকর্ম্মসু ॥ ৪০
তাস্বিমে কুরুপাঞ্চালা মধ্যদেশাদয়ো জনাঃ।
পূর্ব্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাসিনঃ ॥ ৪১
পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গা মগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ কৃৎস্নশঃ
তথাপরান্তাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ শূদ্রাভীরাস্তথার্ব্বুদাঃ ॥ ৪২

অধিবাস। এই ভারতবর্ষের মধ্যভাগে মানবগণ যথাক্রমে যজ্ঞ, সংগ্রাম, বাণিজ্য ও সেবারূপ উপজীবিকাবিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে অবস্থান করে। এই ভারতবর্ষে পুণ্যতোয়া নদী সকল পর্ব্বতসমূহ হইতে নির্গত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, সরযু, যমুনা, ইরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা, দেবিকা, কুহু, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, কৌশিকী ও লোহিনী এই সকল নদী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে নির্গতা হইয়াছে। বেদস্মৃতি, বেদবতী, ব্রতঘ্নী, ত্রিদিবা, পর্ণাশা, চন্দনা, সদানীরা, মনোরমা, চর্ম্মণ্বতী, দূর্য্যা, বিদিশা, বেত্রবতী, শিপ্রা ও অবন্তী এই সকল নদী পারিপাত্র পর্ব্বত হইতে নির্গতা। নর্ম্মদা, সুরসা, শোণ, দশার্ণা মহানদী, মন্দাকিনী, চিত্রকূটা, তামসী, পিশাচিকা, চিত্রোৎপলা, বিশালা, মঞ্জুলা ও বালুবাহিনী এই সকল নদী ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে উৎপন্না; ইহারা মানবগণের সর্ব্বপাপহারিণী। তাপী, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, মহানদী শীঘ্রোদা, বেণা, বৈতরণী, বলাকা, কুমুদ্বতী, তোয়া, মহী, গৌরী, দুর্গা ও অন্তঃশিলা এই পাপহারিণী নদী সকল বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। হে দ্বিজোত্তমগণ! গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণা, বেণা, বঞ্জুলা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা ও কাবেরী, দক্ষিণাপথের এই সকল নদী সহ্যপর্ব্বতের পাদদেশ হইতে নিঃসৃতা হইয়াছে। কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, পুষ্পবতী ও উৎপলাবতী এই সমুদয় নদী মলয়পর্ব্বত হইতে নিঃসৃতা এবং সকলেই সুশীতল সলিলা। ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা গন্ধমাদনগামিনী, ক্ষিপ্রা, পলাশিনী, ঋষিকা ও বংশধারিণী এই সকল নদী শুক্তিমান্ পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে উৎপন্না এবং মানবের সর্ব্বপাপহারিণী। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই সকল নদী হইতে নির্গতা শত শত উপনদী আছে, সেই সমুদয় পুণ্যতোয়া তরঙ্গিণীতেও স্নানদানাদি কর্ম্ম করিলে সর্ব্বপাপ বিদূরিত হয়। ৩১—৪০। কুরু, পাঞ্চাল, মধ্যদেশ ও কামরূপ, ইহা ভারতের পূর্ব্বদেশে অবস্থিত। পুণ্ড্র, কলিঙ্গ ও মগধ প্রভৃতি দেশ সমুদয় দাক্ষিণাত্য। সৌরাষ্ট্র, শূদ্র, আভীর, অর্ব্বুদ,

মালকা মালবাশ্চৈব পারিপাত্রনিবাসিনঃ।
সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হূণা শাল্বা কাম্ভনিবাসিনঃ।
মাদ্রা রামাস্তথৈবাম্ব্রাঃ পারসীকাস্তথৈব চ।
আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা ॥৪৪
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি কবয়োঽব্রুবন্।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিশ্চান্যত্র ন ক্বচিৎ ॥ ৪৫
যানি কিম্পুরুষাদ্যানি বর্ষাণ্যষ্টৌ মহর্ষয়ঃ।
ন তেষু শোকো নায়াসো নোদ্বেগঃ ক্ষুদ্‌ভয়ং ন চ
স্বস্থাঃ প্রজা নিরাতঙ্কাঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতাঃ।
রমন্তে বিবিধৈর্ভাবৈঃ সর্ব্বাশ্চ স্থিরযৌবনাঃ ॥৪৭

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে
ভুবন-কোষবিন্যাসে ষট্‌চত্বা-
রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

মালক, মালব, পারিপাত্রের অধিবাসী, সৌবীর সৈন্ধব, হূণ, শাল্ব, কাম্ভকুক্ত, মদ্র, রামঠ অন্ধ্র ও পারসীক, এই সকল দেশ পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। ইঁহারা সকলেই ভারতস্থ নদীর সলিল পান করে এবং তাহাদের তীরে সর্ব্বদা বাস করে। ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিটী যুগবিভাগ কবিগণ বলিয়াছেন, অন্য কোথাও এই যুগ সকল বিদ্যমান নাই। হে মহর্ষিগণ! কিম্পুরুষ আদি যে আটটী বর্ষ আছে, সেই সকল বর্ষে শোক, পরিশ্রম, উদ্বেগ অথবা ক্ষুধার ভয় নাই। সেই সকল বর্ষের প্রজাগণ সুস্থ, নিঃশঙ্ক, সর্ব্ববিধদুঃখবর্জ্জিত ও সকলেই স্থিরযৌবনবিশিষ্ট হইয়া বিবিধ প্রকারে বিহার করে। ৪১-৪৭।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

হেমকূটগিরেঃ শৃঙ্গে মহাকূটং সুশোভনম্।
স্ফটিকং দেবদেবস্য বিমানং পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১
তত্র দেবাধিদেবস্য ভূতেশস্য ত্রিশূলিনঃ।
দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সিদ্ধাঃ পূজাং নিত্যং প্রকুর্ব্বতে
স দেবো গিরিশঃ সার্দ্ধং মহাদেব্যা মহেশ্বরঃ।
ভূতৈঃ পরিবৃতো নিত্যং ভাতি তত্র পিনাকধৃক্
বিভক্তচারুশিখরঃ কৈলাসো যত্র পর্ব্বতঃ।
নিবাসঃ কোটিযক্ষাণাং কুবেরস্য চ ধীমতঃ ॥৪
তত্রাপি দেবদেবস্য ভবস্যায়তনং মহৎ।
মন্দাকিনী তত্র পুণ্যা রম্যা সুবিমলোদকা ॥৫
নদী নানাবিধৈঃ পদ্মৈরনেকৈঃ সমলঙ্কৃতা।
দেবদানবগন্ধর্ব্ব-যক্ষরাক্ষসকিন্নরৈঃ ॥ ৬
উপস্পৃষ্টজলা নিত্যং সুপুণ্যা সুমনোরমা।
অন্যাশ্চ নদ্যঃ শতশঃ স্বর্ণপদ্মৈরলঙ্কৃতাঃ ॥ ৭
তাসাং কূলে তু দেবস্য স্থানানি পরমেষ্ঠিনঃ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন—হেমকূটগিরির শৃঙ্গদেশে দেবদেব ব্রহ্মার মহাকূট নামে স্ফটিকনির্ম্মিত একটী সুন্দর বিমান আছে। সেখানে দেবগণ, ঋষিমণ্ডল ও সিদ্ধসমূহ, দেবাদিদেব ভূতাধীশ্বর ত্রিশূলী মহাদেবকে নিত্য পূজা করিয়া থাকেন। সেই দেব গিরিশ পিনাকধারী মহেশ্বর ভূতগণে পরিবৃত হইয়া মহাদেবীর সহিত নিত্য নিত্য বিরাজ করেন। যেখানে কৈলাস পর্ব্বত মনোহর শিখরদ্বারা বিভক্ত, যেখানে কোটি যক্ষ এবং ধীমান্ কুবেরের নিবাস, সেখানেও দেবদেব মহাদেবের বৃহৎ মন্দির আছে। সেখানে পবিত্রকারিণী, সুরম্যা, বিমলসলিলা, নানাবিধ বহুপদ্মে অলঙ্কৃতা এবং দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণ যাঁহার পানীয় পান করেন তাদৃশ মনোরমা মন্দাকিনী ও স্বর্ণপদ্মে সুশোভিতা অন্যান্য শতশত নদী প্রবাহিতা হইয়াছে। তাহাদের তীরে দেব ব্রহ্মার এবং

দেবর্ষিগণজুষ্টানি তথা নারায়ণস্য তু ॥ ৮
কস্যাপি শিখরে শুভ্রং পারিজাতবনং শুভম্।
তত্র শুক্রস্য বিপুলং ভবনং রত্নমণ্ডিতম্॥ ৯
স্ফাটিকস্তম্ভসংযুক্তং হেমগোপুরশোভিতম্।
তত্রাথ দেবদেবস্য বিষ্ণোর্বিশ্বাত্মনঃ প্রভোঃ॥১০
পুণ্যঞ্চ ভবনং রম্যং সর্ব্বরত্নোপশোভিতম্।
তত্র নারায়ণঃ শ্রীমান্ লক্ষ্ম্যা সহ জগৎপতিঃ।
আস্তে সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রেষ্ঠঃ পূজ্যমানঃ সনাতনঃ॥১১
তথা চ বসুধারে তু বসূনাং রত্নমণ্ডিতম্।
স্থানানামষ্টমং পুণ্য দুরাধর্ষং সুরদ্বিষাম্॥ ১২
রত্নধারে গিরিবরে সপ্তর্ষীণাং মহাত্মনাম্।
সপ্তাশ্রমাণি পুণ্যানি সিদ্ধাবাসৈর্যুতানি চ॥ ১৩
তত্র হৈমং চতুর্দ্বারং বজ্রনীলাদিমণ্ডিতম্।
সুপুণ্যং সদবস্থানং ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥ ১৪
তত্র দেবর্ষয়ো বিপ্রাঃ সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষয়োঽপরে।
উপাসতে দেবদেবং পিতামহমজং পরম্॥ ১৫
স তৈঃ সম্পূজিতো নিত্যং দেব্যা সহ চতুর্ম্মুখঃ
আস্তে হিতায় লোকানাং শান্তানাং পরমা গতিঃ

তস্যৈকশৃঙ্গশিখরে মহাপদ্মৈরলঙ্কৃতম্।
স্বচ্ছামৃতজলং পুণ্যং সুগন্ধং সুমহৎ সরঃ।
জৈগীষব্যাশ্রমং পুণ্যং যোগীন্দ্রৈরুপসেবিতম্॥১৭
তত্রাসৌ ভগবান্ নিত্যমাস্তে শিষ্যৈঃ সমাবৃতঃ
প্রশান্তদোষৈরক্ষুদ্রৈর্ব্রহ্মবিদ্ভির্মহাত্মভিঃ॥ ১৮
শঙ্খো মনোহরশ্চৈব কৌশিকঃ কৃষ্ণ এব চ।
সুমনা বেদবাদশ্চ শিষ্যাস্তস্য প্রধানতঃ॥ ১৯
সর্ব্বযোগরতাঃ শান্তা ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহাঃ।
উপাসতে মহাচার্য্যা ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণাঃ॥ ২০
তেষামনুগ্রহার্থায় যতীনাং শান্তচেতসাম্।
সান্নিধ্যং কুরুতে ভূয়ো দেব্যা সহ মহেশ্বরঃ॥২১
অনেকান্যাশ্রমাণি স্যুস্তস্মিন্ গিরিবরোত্তমে।
মুনীনাং যুক্তমনসাং সরাংসি সরিতস্তথা॥ ২২
তেষু যোগরতা বিপ্রা জাপকাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
ব্রহ্মণ্যাসক্তমনসো রমন্তে জ্ঞানতৎপরাঃ॥ ২৩

নারায়ণের স্থান সকল বিদ্যমান; উহা দেবর্ষিগণ কর্তৃক পরিষেবিত। তাহার অগ্রভাগে শুভ্র ও সুন্দর পারিজাতকানন; সেখানে বৃহৎ, রত্ন-মণ্ডিত, স্ফটিকস্তম্ভযুক্ত সুবর্ণময়-পুরদ্বার-সুশোভিত শুক্রভবন আছে। সেখানে দেবদেব বিশ্বাত্মা বিষ্ণুরও পবিত্র রমণীয় সর্ব্বরত্নশোভিত ভবন আছে। ১—১০। সেখানে জগৎপতি সর্ব্বেশ্বর শ্রেষ্ঠ পূজনীয় সনাতন নারায়ণ শ্রীমতী লক্ষ্মীর সহিত বাস করেন। তদ্রূপ বসুধার-পর্ব্বতে রত্নমণ্ডিত অসুরগণের অনাক্রম্য পবিত্র অষ্টবসুর অষ্ট স্থান বিদ্যমান আছে। রত্নধার-নামক পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে মহাত্মা সপ্তর্ষিগণের সাতটী পুণ্যাশ্রম বিরাজমান আছে; উহা সিদ্ধদিগের আবাসে সুশোভিত। সেখানে অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার হেমনির্ম্মিত, দ্বারচতুষ্টয়-শোভিত, সুপবিত্র ও সুন্দর একটি স্থান আছে। সেখানে দেবর্ষি, ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি ও অন্যান্য (উপাসকেরা) দেবদেব অজ পিতামহ ব্রহ্মাকে উপাসনা করেন। শান্তদিগের পরমগতি সেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা লোকহিতের নিমিত্ত তাঁহাদের দ্বারা নিত্য পূজিত হইয়া দেবীর সহিত বাস করেন। তাহার একটী শৃঙ্গে মহাপদ্মশোভিত, বিমল, স্বচ্ছপানীয়পূর্ণ, মনোহর সৌরভযুক্ত সুবিশাল সরোবর আছে; সেখানে যোগিগণ কর্ত্তৃক সেবিত জৈগীষব্যের পুণ্যাশ্রম বিদ্যমান। সেখানে ঐ ভগবান্ জৈগীষব্য, নিষ্পাপ অক্ষুদ্রচেতাঃ ব্রহ্মবিৎ মহাত্মভব শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া নিত্য অধিষ্ঠান করেন। শঙ্খ, মনোহর, কৌশিক, কৃষ্ণ, সুমনা ও বেদবাদ, ইঁহারাই প্রধানতঃ তাঁহার শিষ্য। সর্ব্বযোগে নিরত শান্তভাব ভস্মশোভিতকলেবর ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ পূজনীয় আচার্য্যেরা তাঁহাকে উপাসনা করেন ১১—২০। সেই শান্তচিত্ত যতিদিগের অনুগ্রহের নিমিত্ত মহেশ্বর, দেবীর সহিত সেখানে সর্ব্বদা সন্নিহিত থাকেন। সেই গিরিশ্রেষ্ঠে যোগযুক্তচিত্ত মুনিদিগের অনেক আশ্রম, সরোবর ও নদী অবস্থিত। যোগনিরত, জপপরায়ণ, সংযতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মে অনুরক্তচিত্ত ও জ্ঞানতৎপর

আত্মন্যাত্মানমাধায় শিখাগ্রান্তরসংস্থিতম্ ।
ধ্যায়ন্তি দেবমীশানং যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২৫
সুমেধং বাসবস্থানং সহস্রাদিত্যসন্নিভম্ ।
তত্রাস্তে ভগবানিন্দ্রঃ শচ্যা সহ সুরেশ্বরঃ ॥ ২৫
গজশৈলে তু দুর্গায়া ভবনং মণিতোরণম্ ।
আস্তে ভগবতী দুর্গা তত্র সাক্ষান্মহেশ্বরী ॥ ২৬
উপাস্যমানা বিবিধৈঃ শক্তিভেদৈরিতস্ততঃ ।
পীত্বা যোগামৃতং লব্ধা সাক্ষাদমৃতমৈশ্বরম্ ॥ ২৭
সুনীলস্য গিরেঃ শৃঙ্গে নানাধাতুসমুজ্জ্বলে।
রাক্ষসানাং পুরাণি স্যুঃ সরাংসি শতশো দ্বিজাঃ
তথা পুরশতং বিপ্রঃ শতশৃঙ্গে মহাচলে।
স্ফটিকস্তম্ভসংযুক্তং যক্ষাণামমিতৌজসাম্ ॥ ২৯
শ্বেতোদরগিরেঃ শৃঙ্গে সুপর্ণস্য মহাত্মনঃ।
প্রাকারগোপুরোপেতং মণিতোরণমণ্ডিতম্ ॥ ৩
স তত্র গরুড়ঃ শ্রীমান সাক্ষাদ্বিষ্ণুরিবাপরঃ।
ধ্যাত্বাস্তে তৎপরং জ্যোতিরাত্মানং বিষ্ণুমব্যয়ম্
অন্যচ্চ ভবনং পুণ্যং শ্রীশৃঙ্গে মুনিপুঙ্গবাঃ ।
শ্রীদেব্যাঃ সর্ব্বরত্নাঢ্যং হৈমং সমণিতোরণম্ ॥৩২
তত্র সা পরমা শক্তির্বিষ্ণোরতিমনোরমা ।
অনন্তবিভবা লক্ষ্মীর্জগৎসম্মোহনোৎসুকা ॥৩৩
অধ্যাস্তে দেব-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-চারণবন্দিতা।
বিচিন্ত্যা জগতো যোনিঃ স্বশক্তিকিরণোজ্জ্বলাঃ ।
তত্রৈব দেবদেবস্য-বিষ্ণোরায়তনং মহৎ।
সরাংসি তত্র চত্বারি বিচিত্রকমলাশয়ঃ ॥ ৩৫
তথা সহস্রশিখরে বিদ্যাধরপুরাষ্টকম্ ।
রত্নসোপানসংযুক্তং সরোভিশ্চোপশোভিতম্ ॥ ৩৬
নদ্যো বিমলপানীয়াশ্চিত্রনীলোৎপলাকরাঃ ।
কর্ণিকারবনং দিব্যং তত্রাস্তে শঙ্করঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৭
পারিপাত্রে মহাশৈলে মহালক্ষ্মাঃ পুরং শুভম্ ।
রম্যপ্রাসাদসংযুক্তং ঘণ্টা চামরভূষিতম্ ॥ ৩৮
নৃত্যদ্ভিরপ্সরঃসঙ্ঘৈশ্চ শোভিতম্ ।
মৃদঙ্গ-পণবোদ্ঘুষ্টং বেণুবীণানিনাদিতম্ ॥ ৩৯

ব্রাহ্মণেরা তথায় বিহার করেন এবং পরমাত্মায় জীবাত্মা স্থাপনপূর্ব্বক, সহস্রারস্থিত সমুদয় জগতের উৎপত্তিকারণ সেই মহাদেব ঈশানকে ধ্যান করেন। তথায় সহস্র দিত্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সুমেঘনামক বাসবের একটী স্থান আছে; সেখানে সুরেশ্বর ভগবান্ ইন্দ্র শচীর সহিত অবস্থিতি করেন। গজশৈলে মণিময়-তোরণবিশিষ্ট দুর্গার ভবন আছে, সেখানে সাক্ষাৎ মহেশ্বরী ভগবতী দুর্গা অধিষ্ঠান করেন। বিবিধ শক্তিরা সাক্ষাৎ ঐশ্বরিক যোগামৃত পান করত (তাঁহাকে) ইতস্ততঃ উপাসনা করে। বিবিধ ধাতুদ্বারা উজ্জল সুনীলনামক গিরির শৃঙ্গে রাক্ষসদিগের অনেক নগরী এবং শত শত সরোবর আছে। হে দ্বিজগণ! তদ্রূপ শতশৃঙ্গনামক মহাপর্ব্বতে অমিতপরাক্রম যক্ষদিগের স্ফটিকস্তম্ভযুক্ত শতশত নগরী বিদ্যমান আছে। শ্বেতোদর গিরির শৃঙ্গদেশে মহাত্মা সুপর্ণের স্থান আছে, উহা প্রাচীর ও পুরদ্বারে বেষ্টিত ও মণিময়তোরণে অলঙ্কৃত। ২১—৩০। যেখানে সাক্ষাৎ অপর বিষ্ণুর ন্যায় শ্রীমান্ গরুড় সেই অব্যয় পরম জ্যোতিকে ধ্যান করিয়া থাকেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! শ্রীশৃঙ্গশৈলে শ্রীদেবীর সর্ব্বরত্নের আশ্রয় হেমনির্ম্মিত, মণিময়তোরণবিশিষ্ট অন্য এক পবিত্র ভবন বিদ্যমান। সেখানে সেই বিষ্ণুর পরমশক্তি, অতি মনোরমা, অনন্তবিভবশালিনী, জগৎসম্মোহনে সমুৎসুকা, দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ এবং চারণগণকর্তৃক আরাধিতা ও চিন্তনীয়া, জগতের প্রসবকারিণী, স্বকীয় শক্তিপ্রভাবে প্রকাশমানা লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। সেখানে দেবদেব বিষ্ণুর মহৎ মন্দির এবং বিচিত্র কমলবিশোভিত চারিটী সরোবর বিদ্যমান আছে। তদ্রূপ সহস্রশিখর পর্ব্বতে রত্নসোপানযুক্ত সরোবরসমূহে উপশোভিত আটটী বিদ্যাধরপুর এবং বিচিত্র নীলোৎপলশোভিত বিমলপানীয় নদী সকল ও দিব্য স্থলপদ্মবন বর্ত্তমান আছে। সেখানে স্বয়ং শঙ্কর বিরাজ করেন। পারিপাত্র মহাশৈলে রমণীয়প্রাসাদযুক্ত মহালক্ষ্মীপুর সুশোভিত রহিয়াছে; উহা ঘণ্টা ও চামরে ভূষিত। উহার কোন স্থলে অপ্সরঃসমূহ নৃত্য করি-

গন্ধর্ব্ব কিন্নরাকীর্ণং সংবৃতং সিদ্ধপুঙ্গবৈঃ।
তাম্রভিত্তিসমাযুক্তং মহাপ্রাসাদসঙ্কুলম্।
মহাগণেশ্বরৈর্জুষ্টং ধার্ম্মিকাণাং সুদর্শনম্ ॥৪০
তত্র সা বসতে দেবী নিত্যং যোগপরায়ণা।
মহালক্ষ্মীর্মহাদেবী ত্রিশূলবরধারিণী ॥ ৪১
ত্রিনেত্রা শক্তিভির্দেবী সংবৃতা সদসন্ময়ী।
পশ্যন্তি তত্র মুনয়ঃ সিদ্ধা যে ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৪২
সুপার্শ্বস্যোত্তরে ভাগে সরস্বত্যাঃ পুরোত্তমম্।
সরাংসি সিদ্ধজুষ্টানি দেবভোগ্যানি সত্তমাঃ ॥৪৩
পাণ্ডুরস্য গিরেঃ শৃঙ্গে বিচিত্রদ্রুমসঙ্কুলে।
গন্ধর্ব্বাণাং পুরশতং দিব্যস্ত্রীভিঃ সমাবৃতম্ ॥ ৪৪
তেষু নিত্যং মদোৎসিক্তা নরা নার্য্যস্তথৈব চ।
ক্রীড়ন্তি মুদিতা নিত্যং বিলাসৈর্ভোগতৎপরাঃ ॥
অঞ্জনস্য গিরেঃ শৃঙ্গে নারীপুরমনুত্তমম্।
বসন্তি তত্র প্সরসো রম্ভাদ্যা রতিলালসাঃ ॥ ৪৬
চিত্রসেনাদয়ো যত্র সমায়ান্ত্যর্থিনঃ সদা।
সা পুরী সর্ব্বরত্নাঢ্যা নৈকপ্রস্রবণৈর্যুতা ॥ ৪৭
অনেকানি পুরাণি স্যুঃ কৌমুদে চাপি সত্তমাঃ।
রুদ্রাণাং শান্তরজসামীশ্বরাসক্তচেতসাম্ ॥ ৪৮
তেষু রুদ্রা মহাযোগা মহেশান্তরচারিণঃ।
সমাসতে পরং জ্যোতিরারূঢ়াঃ স্থানমৈশ্বরম্ ॥৪৯
পিঞ্জরস্য গিরেঃ শৃঙ্গে গণেশানাং পুরত্রয়ম্।
নন্দীশ্বরস্য কপিলা তত্রাস্তে স মহামতিঃ ॥ ৫০
তথা চ জারুধেঃ শৃঙ্গে দেবদেবস্য ধীমতঃ।
দীপ্তমায়তনং পুণ্যং ভাস্করস্যামিতৌজসঃ ॥৫১
তস্যৈবোত্তরদিগ্ভাগে চন্দ্রস্থানমনুত্তমম্।
বসতে তত্র রম্যে তু ভগবান্ শীতদীধিতিঃ ॥৫২
অন্যচ্চ ভবনং দিব্যং হংসশৈলে মহর্ষয়ঃ।
সহস্রযোজনায়ামং সুবর্ণমণিতোরণম্ ॥ ৫৩
তত্রাস্তে ভগবান্ ব্রহ্মা সিদ্ধসঙ্ঘৈরভিষ্টুতঃ।
সাবিত্র্যা সহ বিশ্বাত্মা বিভুর্দেবাদিভির্যুতঃ ॥ ৫৪

তেছে, কোথাও মৃদঙ্গপণব নির্ঘোষ উদ্ঘোষিত হইতেছে এবং কোথাও বা বেণুবীণা নিনাদিত হইতেছে; গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও সিদ্ধশ্রেষ্ঠগণ সর্ব্বদা উহাতে বিহার করিতেছেন; প্রদীপ্ত-ভিত্তি সকল ও মহাপ্রাসাদমালায় উহা অলঙ্কৃত হইয়াছে, উহা মহাগণেশ্বরগণকর্ত্তৃক সেবিত এবং ধার্ম্মিকগণের দৃষ্টিরম্য। ৩১—৪০ সেখানে নিত্য যোগপরায়ণা, মহাদেবী, ত্রিশূলবরধারিণী, ত্রিনয়না, শক্তিসংবৃতা, নিত্যানিত্যময়ী মহালক্ষ্মী বিরাজ করেন। যাহারা সিদ্ধ ব্রহ্মবাদী মুনি তাহারাই তাঁহাকে অবলোকন করেন। হে সাধুগণ! সুপার্শ্ব পর্ব্বতের উত্তর ভাগে দেবী সরস্বতীর উত্তম পুরী ও সিদ্ধসেবিত দেবভোগ্য সরোবর সকল বিদ্যমান। বিচিত্র বিবিধ তরুরাজিশোভিত পাণ্ডুর গিরির শৃঙ্গদেশে দিব্যরমণীগণে ব্যাপ্ত গন্ধর্ব্বদিগের শত শত পুরী বিদ্যমান আছে। সেই সকল পুরীতে নিত্য মদ্যপাননিরত নরনারীগণ প্রত্যহ ভোগবিলাসে তৎপর হইয়া আমোদে বিহার করিয়া থাকে। অঞ্জন গিরির শৃঙ্গদেশে একটী অত্যুৎকৃষ্ট রমণীয় নগর আছে, সেখানে রম্ভাপ্রভৃতি অপ্সরঃসংহতি রতিলালসায় বাস করিয়া থাকে,—যেখানে চিত্রসেন প্রভৃতি সর্ব্বদা অর্থিরূপে সমাগত হন, সেই পুরী সর্ব্ববিধ রত্নের আকর এবং অনেক প্রস্রবণযুক্ত। হে সাধুগণ! কৌমুদ গিরিতে রজোগুণবিহীন ঈশ্বরানুরক্তচিত্ত রুদ্রদিগের অনেক পুরী আছে। সেই সকল পুরীতে মহাযোগেশ্বরায়ন মহেশের অন্তরবিহারী রুদ্রগণ ঐশ্বরিক পরম জ্যোতিঃ অবলম্বন করিয়া সমাধিস্থ থাকেন। পিঞ্জরগিরির শৃঙ্গদেশে গণাধিপদিগের তিনটি পুরী এবং নন্দীশ্বরের কপিলা নগরী বিদ্যমান আছে, সেখানে সেই মহামতি বাস করেন। ৪১—৫০। তদ্রূপ জারুধিগিরির শৃঙ্গে দেবদেব ধীমান্ অমিততেজাঃ ভাস্করের পবিত্র প্রদীপ্ত স্থান বিদ্যমান। তাহার উত্তরভাগে অত্যুৎকৃষ্ট চন্দ্রের স্থান, সেই রমণীয় স্থানে ভগবান্ শীতাংশু বাস করেন। হে মহর্ষিগণ! হংসশৈলে সহস্রযোজন বিস্তৃত সুবর্ণমণিময়তোরণবিশিষ্ট অন্য একটী দিব্য ভবন আছে, সেখানে বিশ্বাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মা সিদ্ধ-

তস্য দক্ষিণদিগ্‌ভাগে সিদ্ধানাং পুরমুত্তমম্।
সনন্দনাদয়ো যত্র বসন্তি মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৫৫
পঞ্চশৈলস্য শিখরে দানবানাং পুরত্রয়ম্।
নাতিদূরেণ তস্মাচ্চ দৈত্যাচার্য্যস্য ধীমতঃ ॥ ৫৬
সুগন্ধশৈলশিখরে সরিদ্ভিরুপশোভিতম্।
কর্দ্দমস্যাশ্রমং পুণ্যং তত্রাস্তে ভগবানৃষিঃ ॥ ৫৭
তস্যৈব পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে কিঞ্চিদ্বৈ দক্ষিণাশ্রিতে।
সনৎকুমারো ভগবাংস্তত্রাস্তে ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ৫৮
সর্ব্বেম্বেতেষু শৈলেষু তথান্যেষু মুনীশ্বরাঃ।
সরাংসি বিমলা নদ্যো দেবানামালয়ানি চ ॥ ৫৯
সিদ্ধলিঙ্গানি পুণ্যানি মুনিভিঃ স্থাপিতানি চ।
বনান্যাশ্রমবর্য্যাণি সঙ্খ্যাতুং নৈব শক্যতে ॥ ৬০
এষ সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তো জম্বুদ্বীপস্য বিস্তরঃ।
ন শক্যো বিস্তরাদ্বক্তুং ময়া বর্ষশতৈরপি ॥ ৬১

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে ভুবনকোষবিন্যাসে জম্বুদ্বীপবর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

গণকর্ত্তৃক স্তুত এবং দেববৃন্দে পরিবৃত হইয়া সাবিত্রীর সহিত বাস করেন। তাহার দক্ষিণদিকে সিদ্ধদিগের একটী উত্তম পুর বিদ্যমান আছে; যেখানে সনন্দন প্রভৃতি মুনিশ্রেষ্ঠেরা বাস করেন। পঞ্চশৈলের শিখরদেশে দানবগণের তিনটী পুরী আছে; তাহার অনতিদূরে ধীমান্ দৈত্যাচার্য্য শুক্রের পুর বিদ্যমান। সুগন্ধ শৈলের শিখরদেশে তরঙ্গিণীগণের তরঙ্গমালায় বিশোভিত কর্দ্দমঋষির পুণ্যাশ্রম বিদ্যমান, সেখানে ভগবান্ কর্দ্দমঋষি অবস্থান করেন। তাহারই পূর্ব্বদিক্‌ভাগে কিঞ্চিৎ দক্ষিণকোণে ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ সনৎকুমার বাস করেন। হে মুনীশ্বরগণ! এই সকল ও অন্যান্য অনেক পর্ব্বতে সরোবর, বিমলসলিলা নদী ও দেবালয় সকল বিদ্যমান আছে। মুনিগণকর্ত্তৃক স্থাপিত এবং সিদ্ধগণের চিহ্নিত, পুণ্যকানন ও আশ্রম সকল সংখ্যা করিতে পারা যায় না। জম্বুদ্বীপের বিস্তারের বিষয় সংক্ষেপে উক্ত হইল, শত শত বর্ষেও আমি উহা সবিস্তারে বলিতে সক্ষম নহি। ৫১—৬১।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।
জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন সমন্ততঃ।
সংবেষ্টয়িত্বা ক্ষারোদং প্লক্ষদ্বীপে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১
প্লক্ষদ্বীপে চ বিপ্রেন্দ্রাঃ সপ্তাসন্ কুলপর্ব্বতাঃ।
ঋজ্বায়তাঃ সুপর্ব্বাণঃ সিদ্ধসঙ্ঘনিষেবিতাঃ ॥ ২
গোমেদঃ প্রথমস্তেষাং দ্বিতীয়শ্চন্দ্র উচ্যতে।
নারদো দুন্দুভিশ্চৈব মণিমান্ মেঘনিস্বনঃ।
বৈভ্রাজঃ সপ্তমস্তেষাং ব্রহ্মণোঽত্যন্তবল্লভঃ ॥ ৩
তত্র দেবর্ষিগন্ধর্ব্বৈঃ সিদ্ধৈশ্চ ভগবানজঃ।
উপাস্যতে স বিশ্বাত্মা সাক্ষী সর্ব্বস্য বিশ্বদৃক্ ॥
তেষু পুণ্যা জনপদা আধয়ো ব্যাধয়ো ন চ।
ন তত্র পাপকর্ত্তারঃ পুরুষা বৈ কদাচন ॥ ৫
তেষাং নদ্যশ্চ সপ্তৈব বর্ষাণাস্তু সমুদ্রগাঃ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—জম্বুদ্বীপের বিস্তারের দ্বিগুণ প্লক্ষদ্বীপ চতুর্দ্দিকে ক্ষীরসমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া আছে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! প্লক্ষদ্বীপে সরল অথচ আয়ত সুন্দরপর্ব্ববিশিষ্ট সিদ্ধগণসেবিত সাতটী কুলপর্ব্বত আছে। তাহাদের মধ্যে গোমেদ পর্ব্বত প্রথম, চন্দ্র পর্ব্বত দ্বিতীয়, তৎপরে নারদ, দুন্দুভি, মণিমান্, মেঘনিস্বন এবং সপ্তম বৈভ্রাজনামক পর্ব্বত; এই শেষোক্ত পর্ব্বতটী ব্রহ্মার অতিশয় প্রিয়। সেখানে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব এবং সিদ্ধগণকর্ত্তৃক সেই বিশ্বাত্মা, সকলের সাক্ষী, বিশ্বদর্শী ভগবান্ অজ ব্রহ্মা উপাসিত হইয়া থাকেন। সেই সকল পর্ব্বতে অতি পবিত্র জনপদসমূহ বর্ত্তমান; উহাতে মানসিক পীড়া অথবা রোগ নাই, সেখানে কোন নরনারী

তাসু ব্রহ্মর্ষয়ো নিত্যং পিতামহমুপাসতে ॥ ৬
অনুতপ্তা-শিখা চৈব বিপাপা ত্রিদিবা কুভা।
অমৃতা সুকৃতা চৈব নামতঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
ক্ষুদ্রনদ্যস্তু বিখ্যাতাঃ সরাংসি চ বহূন্যপি।
ন চৈতেষু যুগাবস্থা পুরুষা বৈ চিরায়ুষঃ ॥ ৮
আর্য্যকাঃ কুররাশ্চৈব বিদেহা ভাবিনস্তথা।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাস্তস্মিন্ দ্বীপে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
ইজ্যতে ভগবান্ সোমো বর্ণৈস্তত্র নিবাসিভিঃ
তেষাঞ্চ সোমসাযুজ্যং সারূপ্যং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥১
সর্ব্বে ধর্ম্মরতা নিত্যং সর্ব্বে মুদিতমানসাঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি জীবন্তি চ নিরাময়াঃ ॥ ১১
প্লক্ষদ্বীপপ্রমাণাৎ তু দ্বিগুণেন সমন্ততঃ।
সংবেষ্ট্যেক্ষুরসাম্ভোধিং শাল্মলিঃ সংব্যবস্থিতঃ।
সপ্ত বর্ষাণি তত্রাপি সপ্তৈব কুলপর্ব্বতাঃ।
ঋজ্বায়তাঃ সুপর্ব্বাণঃ সপ্ত নদ্যশ্চ সুব্রতাঃ ॥১৩

কুমুদশ্চোন্নতশ্চৈব তৃতীয়শ্চ বলাহকঃ।
দ্রোণঃ কঙ্কস্ত মহিষঃ ককুদ্মান্ সপ্তমস্তথা ॥ ১৪
যোনী তোয়া বিতৃষ্ণা চ চন্দ্রা শুক্লা বিমোচনী
নিবৃত্তিশ্চেতি তা নদ্যঃ স্মৃতাঃ পাপহরা নৃণাম্
ন তেষু বিদ্যতে লোভঃ ক্রোধো বা দ্বিজসত্তমাঃ
ন চৈবাস্তি যুগাবস্থা জনা জীবন্ত্যনাময়াঃ ॥১৭
যজন্তি সততং তত্র বর্ণা বায়ুং সনাতনম্।
তেষাং তস্যাথ সাযুজ্যং সারূপ্যঞ্চ সলোকতা ॥
কপিলা ব্রাহ্মণাঃ প্রোক্তা রাজানশ্চারুণাস্তথা।
পীতা বৈশ্যাঃ স্মৃতাঃ কৃষ্ণা দ্বীপেঽস্মিন্‌বৃষলা দ্বিজাঃ
শাল্মলস্য তু বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন সমন্ততঃ।
সংবেষ্ট্য তু সুরোদাব্ধিং কুশদ্বীপো ব্যবস্থিতঃ
বিদ্রুমশ্চৈব হেমশ্চ দ্যুতিমান্ পুষ্পবাংস্তথা।
কুশেশয়ো হরিশ্চৈব মন্দরঃ সপ্ত পর্ব্বতাঃ ॥ ২০
ধূতপাপা শিবা চৈব পবিত্রা সম্মিতা তথা।
তথা বিদ্যুৎপ্রভা রামা মহানদ্যশ্চ সপ্ত বৈ ॥২১

কখন পাপকর্ম্ম করে না। সেই সাতটী বর্ষ-পর্ব্বতে সমুদ্রগামিনী সাতটী নদী আছে; সেই সকল নদীতে ব্রহ্মর্ষিগণ নিত্য পিতামহ ব্রহ্মাকে উপাসনা করেন। সেই সাতটী নদী অনুতপ্তা,শিখা বিপাপা, ত্রিদিবা, কুভা, অমৃতা ও সুকৃতা এই সকল নামে প্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন বহু ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ও সরোবর সকল তথায় বিদ্যমান আছে। এই সকল স্থানে যুগধর্ম্ম নাই এবং তত্রত্য নরনারীগণ চির-জীবী। সেই প্লক্ষদ্বীপে আর্য্য, কুরর, বিদেহ ও ভাবী নামে ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বাস। তত্রত্য নানাবর্ণ অধিবাসীরা (যজ্ঞ দ্বারা) ভগবান্ সোমকে পূজা করে এবং হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তাহাদের সোমসাযুজ্য ও সোমসারূপ্যরূপ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। তত্রত্য সকলেই ধর্ম্মে নিরত ও প্রমুদিতান্তঃ-করণ এবং নীরোগশরীরে সকলেই পঞ্চসহস্র বর্ষ জীবন ধারণ করে। ১—১১। প্লক্ষদ্বীপের দ্বিগুণ শাল্মলিদ্বীপ চতুর্দ্দিকে ইক্ষুসমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত আছে। সেই শাল্মলি-দ্বীপেও সাতটী বর্ষ ও সরল আয়ত সুন্দর-পর্ব্ববিশিষ্ট সাতটী কুলপর্ব্বত আছে এবং সুপ্রবাহ-বিশিষ্টা তরঙ্গিণীগণ প্রবাহিতা হই-তেছে। কুমুদ, উন্নত, বলাহক, দ্রোণ, কঙ্ক, মহিষ ও সপ্তম ককুদ্মান্ এই সাত নামে সাতটী কুলপর্ব্বত। যোনী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা, বিমোচনী ও নিবৃত্তি, এই সকল নামে পাপবিনাশিনী সপ্ত নদী বিদ্যমান। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই সকল বর্ষে লোভ, ক্রোধ বা যুগধর্ম্ম নাই, লোকে নীরোগশরীরে জীবন যাপন করে। সেখানে সমুদয় বর্ণেরা সনাতনদেব বায়ুকে সর্ব্বদা আরাধনা করে, তাহাতে তাহাদের বায়ুসাযুজ্য, বায়ুসারূপ্য ও বায়ুসালোক্য লাভ হয়। হে দ্বিজগণ! এই দ্বীপে ব্রাহ্ম-ণেরা কপিলবর্ণ, রাজন্যেরা লোহিতবর্ণ, বৈশ্যেরা পীতবর্ণ এবং শূদ্রেরা কৃষ্ণবর্ণ দেহ ধারণ করে। ১২—১৮। শাল্মলিদ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ কুশদ্বীপ চতুর্দ্দিকে সুরাসমুদ্রকে বেষ্টিত করিয়া বিরাজ করি-তেছে। ইহাতে বিদ্রুম, হেম, দ্যুতিমান্, পুষ্পবান্, কুশেশয়, হরি ও মন্দর এই সাতটী কুলপর্ব্বত বিদ্যমান। ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা

অন্যাশ্চ শতশো বিপ্রা নদ্যো মণিজলাঃ শুভাঃ
তাস্ত ব্রহ্মাণমীশানং দেবাদ্যাঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রাহ্মণা দ্রবিণো বিপ্রাঃ ক্ষত্রিয়াঃ শুষ্মিণস্তথা।
বৈশ্যাঃ স্তোভাস্ত মন্দেহাঃ শূদ্রাস্তত্র
প্রকীর্ত্তিতাঃ। ২৩
সর্ব্বেঽপি জ্ঞানসম্পন্না মৈত্র্যাদিগুণসংযুতাঃ।
যথোক্তকারিণঃ সর্ব্বে সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। ২৪
যজন্তি যজ্ঞৈর্বিবিধৈর্ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
তেষাঞ্চ ব্রহ্মসাযুজ্যং সারূপ্যঞ্চ সলোকতা ॥২৫
কুশদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন সমন্ততঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ স্থিতো বিপ্রা বেষ্টয়িত্বা ঘৃতোদধিম্
ক্রৌঞ্চো বামনকশ্চৈব তৃতীয়শ্চাধিকারিকঃ।
দেবাবৃচ্চ বিবিন্দশ্চ পুণ্ডরীকস্তথৈব চ।
নাম্না চ সপ্তমঃ প্রোক্তঃ পর্ব্বতো দুন্দুভিস্বনঃ॥
গৌরী কুমুদ্বতী চৈব সন্ধ্যা রাত্রির্মনোজবা।
খ্যাতিশ্চ পুণ্ডরীকাখ্যা নদ্যঃ প্রাধান্যতঃ স্মৃতাঃ
পুষ্কলাঃ পুষ্করা ধন্যাস্তিষ্যা বর্ণাঃ ক্রমেণ বৈ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব দ্বিজোত্তমাঃ
অর্চ্চয়ন্তি মহাদেবং যজ্ঞদানশমাদিভিঃ।
ব্রতোপবাসৈর্বিবিধৈর্হোমৈশ্চ পিতৃতর্পণৈঃ॥৩০
তেষাং বৈ রুদ্রসাযুজ্যং সারূপ্যঞ্চাতিদুর্লভম্।
সলোকতা চ সামীপ্যং জায়তে তৎপ্রসাদতঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন সমন্ততঃ।
শাকদ্বীপঃ স্থিতো বিপ্রা আবেষ্ট্য দধিসাগরম্।
উদয়ো রৈবতশ্চৈব শ্যামাকোঽস্তগিরিস্তথা।
আম্বিকেয়স্তথা রম্যঃ কেশরী চেতি পর্ব্বতাঃ।
সুকুমারী কুমারী চ নলিনী রেণুকা তথা।
ইক্ষুকা ধেনুকা চৈব গভস্তিশ্চেতি নিম্নগাঃ॥৩৪
আসাং পিবন্তঃ সলিলং জীবন্তে তত্র মানবাঃ।
অনাময়া অশোকাশ্চ রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ॥৩৫
মগাশ্চ মগধাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা।
ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চাত্র ক্রমেণ তু॥

সলিতা, বিদ্যুৎপ্রভা, রামা ও মহী এই সাতটী নদী প্রবাহিতা। হে বিপ্রগণ! অন্যান্য শত শত মণিবৎস্বচ্ছ-সলিলবাহিনী সুন্দর সুন্দর নদী বহিতেছে, দেবগণ সেই সকল নদীতে ব্রহ্মা ও ঈশানকে উপাসনা করেন। সেই কুশদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা ধনী, ক্ষত্রিয়েরা পরাক্রান্ত, বৈশ্যেরা ধনধান্যে পূর্ণ এবং শূদ্রেরা নিশ্চেষ্ট। মর্ত্ত্যলোকেও যাহারা জ্ঞানসম্পন্ন, মৈত্রী প্রভৃতি গুণযুক্ত, যথাবিধি কর্ম্মকারী সর্ব্বপ্রাণীর হিতে নিরত এবং বিবিধ যজ্ঞদ্বারা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে উপাসনা করেন, তাঁহাদের ব্রহ্মসাযুজ্য, ব্রহ্মসারূপ্য ও ব্রহ্মসালোক্যরূপ মুক্তি লাভ হয়। ১৯—২৫। ক্রৌঞ্চদ্বীপ কুশদ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ; হে বিপ্রগণ! ইহা ঘৃতসমুদ্রকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে। ক্রৌঞ্চ, বামনক, অধিকারিক, দেবাবৃৎ, বিবিন্দ, পুণ্ডরীক ও সপ্তম দুন্দুভিস্বন, এই দ্বীপে সাতটী কুলপর্ব্বত। গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি ও পুণ্ডরীকা, এই দ্বীপে এই সকল নদীই প্রধান। হে দ্বিজোত্তমগণ! পুষ্কল, পুষ্কর, ধন্য ও তিষ্য নামে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই সকল বর্ণ তথায় বাস করে; তাহারা যজ্ঞ, দান, শম, দম, ব্রত, উপবাস ও বিবিধ হোমদ্বারা মহাদেবকে অর্চ্চনা করে এবং তর্পণদ্বারা পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করে। তাহাদের সেই মহাদেবের প্রসাদে রুদ্রসাযুজ্য, রুদ্রসারূপ্য, রুদ্রসালোক্য ও রুদ্রসামীপ্যরূপ অতি দুর্লভ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ২৬—৩১। শাকদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ; হে বিপ্রগণ! উহা দধিসমুদ্রকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে। উদয়, রৈবত, শ্যামক, অস্তগিরি, আম্বিকেয়, রম্য ও কেশরী এই সাতটী তত্রত্য কুলপর্ব্বত। (এই দ্বীপে) সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, রেণুকা, ইক্ষুকা, ধেনুকা ও গভস্তি এই সাতটী নদী প্রবাহিত হইতেছে। সেখানে মানবেরা এই সকল নদীর জল পান করত নীরোগদেহে শোকশূন্য এবং রাগদ্বেষবর্জ্জিত হইয়া জীবনযাপন করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা যথাক্রমে মগ, মগধ, মানস ও মন্দগ নামে

যজন্তি সততং দেবং সর্ব্বলোকৈকসাক্ষিণম্।
ব্রতোপবাসৈর্বিবিধৈর্দেবদেবং দিবাকরম্॥৩৭
তেষাং বৈ সূর্য্যসাযুজ্যং সামীপ্যঞ্চ সরূপতা।
সলোকতা চ বিপেন্দ্রা জায়তে তৎপ্রসাদতঃ॥
শাকদ্বীপং সমাবৃত্য ক্ষীরোদঃ সাগরঃ স্থিতঃ।
শ্বেতদ্বীপশ্চ তন্মধ্যে নারায়ণপরায়ণাঃ॥৩৯
তত্র পুণ্যা জনপদা নানাশ্চর্য্যসমন্বিতাঃ।
শ্বেতাস্তত্র নরা নিত্যং জায়ন্তে বিষ্ণুতৎপরাঃ॥
নাধয়ো ব্যাধয়স্তত্র জরামৃত্যুভয়ং ন চ।
ক্রোধলোভবিনির্ম্মুক্তা মায়ামাৎসর্য্যবর্জ্জিতাঃ॥
নিত্যপুষ্টা নিরাতঙ্কা নিত্যানন্দাশ্চ ভোগিনঃ।
নারায়ণসমাঃ সর্ব্বে নারায়ণপরায়ণাঃ॥৪২
কেচিদ্ধ্যানপরা নিত্যং যোগিনঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ
কেচিজ্জপন্তি তপ্যন্তি কেচিদ্বিজ্ঞানিনোঽপরে॥
অন্যে নির্ব্বীজযোগেন ব্রহ্মভাবেণ ভাবিতাঃ।
ধ্যায়ন্তি তৎ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবং সনাতনম্॥৪৪
একান্তিনো নিরালম্বা মহাভাগবতাঃ পরে।
পশ্যন্তি তৎ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণ্বাখ্যং তমসঃ পরম্॥
সর্ব্বে চতুর্ভুজাকারাঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ।
সপীতবাসসঃ সর্ব্বে শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসঃ॥৪৬
অন্যে মহেশ্বরপরাস্ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিতমস্তক
সুযোগাদ্ভুতিকরণা মহাগরুড়বাহনাঃ॥৪৭
সর্ব্বে শক্তিসমাযুক্তা নিত্যানন্দাশ্চ নির্ম্মলাঃ।
বসন্তি তত্র পুরুষা বিষ্ণোরন্তরচারিণঃ॥৪৮
তত্র নারায়ণস্যাস্তৈর্দুর্গমং দুরতিক্রমম্।
নারায়ণং নাম পুরং প্রাসাদৈরুপশোভিতম্॥৪৯
হেমপ্রাকারসংযুক্তং স্ফাটিকৈর্ম্মণ্ডপৈর্যুতম্।
প্রভাসহস্রকলিলং দুরাধর্ষং সুশোভনম্॥৫০
হর্ম্ম্যপ্রাসাদসংযুক্তমট্টালকসমাকুলম্।
হেমগোপুরসাহস্রৈর্নানারত্নোপশোভিতৈঃ॥৫১
শুভ্রাস্তরণসংযুক্তৈর্বিচিত্রৈঃ সমলঙ্কৃতম্।
নন্দনৈর্বিবিধাকারৈঃ সাংস্থিকপশোভিতম্॥৫২
সরোভিঃ সর্ব্বতো যুক্তং বীণা-বেণুনিনাদিতম্।

বিখ্যাত। তাহারা সর্ব্বলোকের একমাত্র সাক্ষী দেবদেব দিবাকরকে বিবিধ ব্রত ও উপবাসদ্বারা সর্ব্বদা অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তাহাদের সেই সূর্য্যের প্রসাদে সূর্য্যসাযুজ্য, সূর্য্যসামীপ্য, সূর্য্যসারূপ্য ও সূর্য্যসালোক্য-রূপ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ক্ষীরোদসমুদ্র শাকদ্বীপকে বেষ্টন করিয়া আছে; তাহার মধ্যে শ্বেতদ্বীপ, সেই দ্বীপে পবিত্র এবং নানা আশ্চর্য্যযুক্ত জনপদ সকল বিদ্যমান; সেখানে নারায়ণপরায়ণ বিষ্ণুভক্ত শ্বেতকায় মানব সকল জন্ম পরিগ্রহ করে। সেখানে মনঃপীড়া, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর ভয় নাই; তত্রত্য লোকগণ সকলেই ক্রোধ-লোভশূন্য, মায়ামাৎসর্য্য-বর্জ্জিত, নিত্য পরিপুষ্ট, আতঙ্ক-হীন, নিত্য আনন্দময়, ভোগবিলাসতৎপর, নারায়ণসদৃশ, ধ্যানপরায়ণ, সংযতেন্দ্রিয় ও যোগী। তাহাদের কেহ জপ করিতেছে, কেহ তপস্যা করিতেছে, কেহ বিজ্ঞাননিরত; কেহ বা নিষ্কাম যোগদ্বারা ব্রহ্মচিন্তাতৎপর হইয়া সেই পরব্রহ্ম সনাতন বাসুদেবকে ধ্যান করিতেছে। কেহ বা ঐকান্তিক নিষ্ঠা-সম্পন্ন, নিরাশ্রয় ও মহাভাগবত। তাহারা 'বিষ্ণু' এই আখ্যাবিশিষ্ট পরমজ্যোতি সেই পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকে। তাহারা সকলেই চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রধারী, পীতবাসা এবং বক্ষোদেশে শ্রীবৎসলাঞ্ছিত। ৩২-৪৬। কেহ মহেশ্বরপরায়ণ, মস্তকে ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিত, যোগাবলম্বনপ্রযুক্ত অদ্ভুত-কলেবর ও মহাগরুড়ে আরূঢ়; শক্তিযুক্ত, নিত্যা-নন্দ, নির্ম্মল ও বিষ্ণুর হৃদয়বিহারী পুরুষেরাই তথায় বাস করেন। সেখানে অন্যের অগম্য ও দুরতিক্রমণীয় প্রাসাদ-মালায় সুশোভিত, হেমপ্রাচীরযুক্ত ও স্ফটিক-ময় মণ্ডপে সুশোভিত অতএব সহস্রপ্রভায় প্রভাবিত নারায়ণনামক একটী সুন্দর পুরী আছে। তথায় অনেকানেক হর্ম্ম্য, প্রাসাদ ও অট্টালিকাবলী শোভা পাইতেছে; নানা-রত্নোপশোভিত, শুভ্রাস্তরণসংযুক্ত, বিচিত্র ও আনন্দজনক সুবর্ণনির্ম্মিত সহস্র সহস্র গোপুর সকল ঐ পুরীর শোভা বিস্তার করিতেছে; উহাতে কোথাও নদী, কোথাও বা সরোবর

পতাকাভির্বিচিত্রাভিরনেকাভিশ্চ শোভিতম্ ॥৫৩
বীথীভিঃ সর্ব্বতো যুক্তং সোপানৈ রত্নভূষিতৈঃ।
নদীশতসহস্রাঢ্যং দিব্যগাননিনাদিতম্ ॥ ৫৪
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্।
চতুর্দ্বারমনৌপম্যমগম্যং দেববিদ্বিষাম্ ॥ ৫৫
তত্র তত্রাপ্সরঃসঙ্ঘৈর্নৃত্যদ্ভিরুপশোভিতম্।
নানাগীতবিধানজ্ঞৈর্দেবানামপি দুর্লভৈঃ ॥ ৫৬
নানাবিলাসসম্পন্নৈঃ কামুকৈরতিকোমলৈঃ।
প্রভূতচন্দ্রবদনৈর্নূপুরারাবসংযুতৈঃ ॥ ৫৭
ঈষৎস্মিতৈঃ সুবিম্বৌষ্ঠৈর্বালমুগ্ধমৃগেক্ষণৈঃ।
অশেষবিভবোপেতৈস্তনুমধ্যাবিভূষিতৈঃ ॥৫৮
সুরাজহংসচলনৈঃ সুবেশৈর্মধুরস্বনৈঃ।
সংলাপালাপকুশলৈর্দিব্যাভরণভূষিতৈঃ ॥ ৫৯
স্তনভারবিনম্রৈশ্চ মধুঘূর্ণিতলোচনৈঃ
নানাবর্ণবিচিত্রাঙ্গৈর্নানাভোগরতিপ্রিয়ৈঃ।
উৎফুল্লকুসুমোদ্যানৈরিতশ্চেতশ্চ শোভিতম্ ॥৬০
অসংখ্যেয়গুণং শুদ্ধমগম্যং ত্রিদশৈরপি।
শ্রীমৎ পবিত্রং দেবস্য শ্রীপতেরমিতৌজসঃ ॥ ৬১
তস্য মধ্যেঽতিতেজস্কমুন্নৎপ্রাকারতোরণম্।
স্থানং তদ্বৈষ্ণবং দিব্যং যোগিনাং সিদ্ধিদায়কম্
তন্মধ্যে ভগবানেকঃ পুণ্ডরীকদলদ্যুতিঃ।
শেতেঽশেষজগৎসূতিঃ শেষাহিশয়নে হরিঃ ॥৬৩
বিচিন্ত্যমানো যোগীন্দ্রৈঃ সনন্দনপুরোগমৈঃ।
স্বাত্মানন্দামৃতং পীত্বা পুরস্তাৎ তমসঃ পরঃ ॥৬৪
পীতবাসা বিশালাক্ষো মহামায়ো মহাভুজঃ।
ক্ষীরোদকন্যয়া নিত্যং গৃহীতচরণদ্বয়ঃ ॥ ৬৫
সা চ দেবী জগদ্বন্দ্যা পাদমূলে হরিপ্রিয়া।
সমাস্তে তন্মনা নিত্যং পীত্বা নারায়ণামৃতম্ ॥ ৬৬
ন তত্রাধার্ম্মিকা যান্তি ন চ দেবান্তরালয়াঃ।
বৈকুণ্ঠং নাম তৎ স্থানং ত্রিদশৈরপি বন্দিতম্ ॥৬৭
ন মে প্রভবতি প্রজ্ঞা কৃৎস্নশাস্ত্রনিরূপণে।
এতাবচ্ছক্যতে বক্তুং নারায়ণপুরং হি তৎ ॥ ৬৮

সকল শোভা পাইতেছে; কোন স্থানে বেণু ও বীণার শব্দ নিনাদিত হইতেছে; কোথাও বা মনোরম সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে; অনেকানেক বিচিত্র পতাকা, বীথী, রত্নসোপান, শত শত নদী, হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাক প্রভৃতি দ্বারা উহার শোভা বর্দ্ধিত হইতেছে; উহা চতুর্দ্বার, উপমারহিত ও অসুরগণের অগম্য; নানাবিধ সঙ্গীতনিপুণ, নানাবিলাস-সম্পন্ন, কামুক, অতি কোমল ও দেবদুর্লভ অপ্সরঃসমূহ উহার স্থলেস্থলে নৃত্য করিতেছে। ঐ অপ্সরা সকলের বদন পরিপূর্ণ চন্দ্রের ন্যায়, ওষ্ঠ বিম্বতুল্য ও লোচনযুগল বালমুগ্ধ মৃগ-লোচনের তুল্য। উহারা অশেষ বিভবসম্পন্ন, তনুমধ্যাবিভূষিত, রাজহংসগতি, সুবেশধারী, মধুরস্বর ও রহস্যআলাপে সুনিপুণ; উহাদের মধ্যভাগ স্তনভারে বিনম্র, নয়ন মদঘূর্ণিত, অঙ্গ সকল নানা বর্ণে বিচিত্র এবং ঐ অপ্সরঃ-সমূহ নানাবিধ ভোগে ও রতিবিষয়ে অত্যন্ত অভিলাষী; এইরূপ অপ্সরা সকল ঐ নারায়ণপুরীর ইতস্ততঃ নৃত্য করিতেছে। ঐ পুরীর কোন স্থানে প্রফুল্লকুসুমসমূহসমন্বিত উদ্যান সকল ইতস্ততঃ শোভা বিস্তার করিতেছে। উহার গুণ অসংখ্য; উহা শুদ্ধ, পবিত্র, সুন্দর ও দেবগণেরও অগম্য। সেই অমিততেজা দেবদেব শ্রীপতির ঐ পুরীমধ্যে অতিতেজস্ক, ঈষদুচ্চপ্রাকার ও তোরণে শোভিত এবং যোগিগণের সিদ্ধিদায়ক এক দিব্য স্থান আছে, উহাই সেই বৈষ্ণবস্থান। ৫১—৬২। অশেষজগৎপ্রসূতি, পদ্মকান্তি, অদ্বিতীয় ভগবান্ হরি স্বাত্মানন্দরূপ অমৃত পান করত সনন্দনপ্রমুখ যোগীন্দ্রগণের চিন্ত্য-মান হইয়া সেই স্থানে শেষাহি-শয়নে শয়ন করেন; তিনি তমঃপারে অবস্থিত, পীতবাসা, বিশালবক্ষাঃ, মহামায়ী ও মহাভুজ এবং ক্ষীরসাগরতনয়া ভগবতী লক্ষ্মীকর্তৃক গৃহীত-চরণদ্বয়। জগদ্বন্দ্যা হরিপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী নারা-য়ণামৃত পান করিয়া তদ্গতচিত্তে তাঁহার পদ-মূলে অবস্থান করিতেছেন। সেখানে অধার্ম্মিক অথবা দেবপুরবাসী ব্যতীত অন্যে গমন করিতে সক্ষম নহে। সেই স্থানের নাম বৈকুণ্ঠ ধাম, উহা দেবগণেরও পূজিত। শাস্ত্রের নিখিল তত্ত্ব-নিরূপণে আমার বিবেক-

স এষ পরমং ব্রহ্ম বাসুদেবঃ সনাতনঃ।
শেতে নারায়ণঃ শ্রীমান্ মায়য়া মোহয়ন্ জগৎ॥
নারায়ণাদিদং জাতং তস্মিন্নেব ব্যবস্থিতম্।
তমেবাভ্যেতি কল্পান্তে স এব পরমা গতিঃ॥৭০

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে ভুবনকোষবিন্যাসে প্লক্ষদ্বীপাদিকথনং নামাষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ॥ ৪৮॥

একোনপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শাকদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন ব্যবস্থিতঃ।
ক্ষীরার্ণবং সমাবৃত্য দ্বীপঃ পুষ্করসংজ্ঞিতঃ॥ ১
এক এবাত্র বিপ্রেন্দ্রাঃ পর্ব্বতো মানসোত্তরঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি চোর্দ্ধং পঞ্চাশদুচ্ছ্রিতঃ॥২
তাবদেব চ বিস্তীর্ণঃ সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলঃ।
স এব দ্বীপশ্চার্দ্ধেন মানসোত্তরসংজ্ঞিতঃ॥ ৩
এক এব মহাভাগঃ সন্নিবেশাদ্দ্বিধাকৃতঃ।
তস্মিন্ দ্বীপে স্মৃতৌ দ্বৌ তু পুণ্যৌ জনপদৌ শুভৌ
অপরৌ মানসস্যাথ পর্ব্বতস্যানুমণ্ডলৌ॥ ৪
মহাবীতং স্মৃতং বর্ষং ধাতকীখণ্ডমেব চ।
স্বাদূদকেনোদধিনা পুষ্করঃ পরিবারিতঃ॥ ৫
তস্মিন্ দ্বীপে মহাবৃক্ষো ন্যগ্রোধোহমরপূজিতঃ
তস্মিন্ নিবসতি ব্রহ্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবনঃ॥ ৬
তত্রৈব মুনিশার্দ্দূলাঃ শিবনারায়ণালয়ঃ।
বসত্যত্র মহাদেবো হরোর্দ্ধং হরিরব্যয়ঃ॥ ৭
সম্পূজ্যমানো ব্রহ্মাদ্যৈঃ কুমারাদ্যৈশ্চ যোগিভিঃ
গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈর্যক্ষৈরীশ্বরঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ॥ ৮
স্বস্থাস্তত্র প্রজাঃ সর্ব্বা ব্রহ্মণা সদৃশত্বিষঃ।
নিরাময়া বিশোকাশ্চ রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ॥ ৯
সত্যানৃতে ন তত্রাস্তাং নোত্তমাধমমধ্যমাঃ।
ন বর্ণাশ্রমধর্ম্মাশ্চ ন নদ্যো ন চ পর্ব্বতাঃ॥ ১০
পরেণ পুষ্করেণাথ সমাবৃত্য স্থিতো মহান্।

শক্তি সমর্থা নহে, আমি এই পর্য্যন্ত সেই নারায়ণপুরীর বিষয় বলিতে সক্ষম। সেই পরমব্রহ্ম শ্রীমান্ বাসুদেব সনাতন নারায়ণ মায়া দ্বারা জগৎ বিমুগ্ধ করত শয়ন করেন। নারায়ণ হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন, তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে, এবং মহাপ্রলয়কালে তাঁহাতেই প্রবেশ করিবে; সুতরাং তিনিই একমাত্র পরম গতি। ৬৩—৭০।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৮॥

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—পুষ্করদ্বীপ, শাকদ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ, ইহা ক্ষীরোদসমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া আছে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! এই দ্বীপে একমাত্র মানসোত্তরনামক পর্ব্বত আছে; ইহার বিস্তার সহস্র যোজন, উচ্ছ্রায় পঞ্চাশ যোজন, সর্ব্বদিকের পরিমণ্ডলও সেই পরিমাণ বিস্তৃত। সেই দ্বীপের অর্দ্ধাংশ মানসোত্তর নামে কথিত। একমাত্র সেই মহাদ্বীপই সংস্থানপ্রণালীর বিভিন্নতা অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সেই দ্বীপে অপর দুইটী সুন্দর পুণ্য জনপদ আছে, মানস পর্ব্বতের ন্যায় উহা মণ্ডলাকার। ইহাতে দুইটী বর্ষ আছে; একটীর নাম মহাবীত বর্ষ, অপরটির নাম ধাতকীখণ্ড বর্ষ। পুষ্করদ্বীপ স্বাদুজল সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত। সেই দ্বীপে দেবপূজিত একটী মহান্ বটবৃক্ষ আছে। উহাতে বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবন ব্রহ্মা বাস করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সেখানে শিবনারায়ণের মন্দির আছে, তাহাতে মহাদেব হরিহর মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন; ব্রহ্মাদি দেবগণ, কুমার প্রভৃতি যোগিবৃন্দ এবং গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরসমূহ তাঁহার পূজা করিতেছেন। সেই ঈশ্বরই অব্যয় ও কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণধারী সেখানে ব্রহ্মার সদৃশ কান্তিবিশিষ্ট প্রজা সকল সুস্থ এবং তাহারা নিরাময়, শোকরহিত ও রাগদ্বেষ-বিহীন। সেখানে সত্য, মিথ্যা উত্তম, মধ্যম, অধম বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নাই; এবং নদী বা পর্ব্বতও দেখিতে পাওয়া যা

স্বাদূদকসমুদ্রস্তু সমন্তাদ্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১১
পরেণ তস্য মহতী দৃশ্যতে লোকসংস্থিতিঃ।
কাঞ্চনী দ্বিগুণা ভূমিঃ সর্ব্বত্রৈকশিলোপমা ॥ ১২
তস্যাঃ পরেণ শৈলস্তু মর্য্যাদা ভানুমণ্ডলঃ।
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোকঃ স উচ্যতে ॥
যোজনানাং সহস্রাণি দশ তস্যোচ্ছ্রয়ঃ স্মৃতঃ।
তাবানেব চ বিস্তারো লোকালোকমহাগিরেঃ ॥
সমাবৃত্য তু তং শৈলং সর্ব্বতো বৈ সমাস্থিতম্
তমশ্চাণ্ডকটাহেন সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ১৫
এতে সপ্ত মহালোকাঃ পাতালাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ
ব্রহ্মাণ্ডাশেষবিস্তারঃ সংক্ষেপেণ ময়োদিতঃ ॥ ১৬
অণ্ডানামীদৃশানাস্তু কোট্যো জ্ঞেয়াঃ সহস্রশঃ
সর্ব্বগত্বাৎ প্রধানস্য কারণস্যাব্যয়াত্মনঃ ॥ ১৭
অণ্ডেষ্বেতেষু সর্ব্বেষু ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
তত্র তত্র চতুর্ব্বক্ত্রা রুদ্রা নারায়ণাদয়ঃ ॥ ১৮
দশোত্তরমথৈকৈকমণ্ডাবরণসপ্তকম্।
সমন্তাৎ সংস্থিতং বিপ্রাস্তত্র যান্তি মনীষিণঃ ॥
অনন্তমেকমব্যক্তমনাদিনিধনং মহৎ।
অতীত্য বর্ত্ততে সর্ব্বং জগৎ প্রকৃতিরক্ষরম্ ॥২০
অনন্তত্বমনন্তস্য যতঃ সংখ্যা ন বিদ্যতে।
তদব্যক্তমিদং জ্ঞেয়ং তদ্ব্রহ্ম পরমং ধ্রুবম্ ॥ ২১
অনন্ত এষ সর্ব্বত্র সর্ব্বস্থানেষু পঠ্যতে।
তস্য পূর্ব্বং ময়াপ্যুক্তং যত্তন্মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ২২
স এব সর্ব্বত্র গতঃ সর্ব্বস্থানেষু পূজ্যতে।
ভূমৌ রসাতলে চৈব আকাশে পবনেঽনলে ॥
অর্ণবেষু চ সর্ব্বেষু দিবি চৈব ন সংশয়ঃ।
তথা তমসি সত্ত্বে বাপ্যেষ এব মহাদ্যুতিঃ।
অনেকধাবিভক্তশ্চ ক্রীড়তে পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৪
মহেশ্বরঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডাদ্ব্রহ্মা সমুৎপন্নস্তেন সৃষ্টমিদং জগৎ ॥২৫

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে
ভুবনকোষবিন্যাসো নামৈকোন-
পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ। মহান্ স্বাদুজল সমুদ্র পুষ্করদ্বীপের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছে। তাহাতে মহতী লোকস্থিতি পরিলক্ষিত হয়; তাহার দ্বিগুণ ভূমি স্বর্ণময়ী, যেন একটী শিলাখণ্ডের ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার পরে একটী শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত বিরাজমান, উহার অর্দ্ধাংশ প্রকাশিত, অপর অর্দ্ধ অপ্রকাশিত; সেই পর্ব্বতই লোকালোক নামে বিখ্যাত। ১—১৩। ঐ লোকালোক পর্ব্বত দশসহস্র যোজন উন্নত এবং উহার বিস্তারও ঐ পরিমাণ। তৎপরে অণ্ডকটাহবেষ্টিত অন্ধকার ঐ পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক্ আবৃত করিয়া আছে। এই সপ্ত মহালোক ও পাতালের বিষয় কীর্ত্তিত হইল। ব্রহ্মাণ্ডের অশেষ বিস্তারের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। সেই সর্ব্বগামী মূলপ্রকৃতি কারণরূপী অব্যয়াত্মা ভগবানের ঈদৃশ অণ্ড সহস্র সহস্র কোটি কোটি বর্ত্তমান আছে! সকল ব্রহ্মাণ্ডেই চতুর্দ্দশ ভুবন আছে; প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, রুদ্র, নারায়ণ প্রভৃতি সকলেই আছেন। হে বিপ্রগণ! পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, ভূতাদি ও মহত্তত্ত্ব—এই যে সপ্তাবরণে ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বদিক্ আবৃত আছে, তাহারা পর পর দশগুণ অধিক অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের কোটিযোজন প্রমাণ যে পৃথিব্যাবরণ, জলাবরণ তাহার দশগুণ, ইত্যাদি। সেখানে জ্ঞানিগণই গমন করিতে পারেন। অনন্ত অদ্বিতীয়, অব্যক্ত, অনাদিনিধন, মহৎ, জগতের প্রকৃতি-স্বরূপ, অক্ষর ব্রহ্মই এই সমুদয় অতিক্রম করিয়া বিরাজমান। অনন্তের সংখ্যা নাই বলিয়াই তাঁহার অনন্তত্ব, সুতরাং সেই পরম ধ্রুব ব্রহ্মকে অব্যক্ত বলিয়া জানিবেন। সর্ব্বত্র সকল স্থানেই এই পরম ধ্রুব ব্রহ্ম অনন্ত নামে কথিত হন, আমিও পূর্ব্বে তাঁহার উত্তম মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছি। সেই এই মহান্ তেজঃস্বরূপ সর্ব্বত্রগামী সকল স্থানেই পূজিত হন; তিনি ভূমি, রসাতল, আকাশ, পবন, অনল, অর্ণব, স্বর্গ, অন্ধকার ও প্রাণিসমূহে বিদ্যমান, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এই

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

অতীতানাগতানীহ যানি মন্বন্তরাণি বৈ।
তানি ত্বং কথয়াস্মাকং ব্যাসাংশ্চ দ্বাপরে যুগে
বেদশাখাপ্রণয়িনো দেবদেবস্য ধীমতঃ।
তথাবতারান্ ধর্ম্মার্থমীশানস্য কলৌ যুগে ॥ ২
কিয়ন্তো দেবদেবস্য শিষ্যাঃ কলিযুগেঽপি বৈ
এতৎ সর্ব্বং সমাসেন সূত বক্তুমিহার্হসি ॥ ৩

সূত উবাচ।

মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ পূর্ব্বং ততঃ স্বারোচিষো মতঃ।
উত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা ॥ ৪
ষড়েতে মনবোঽতীতাঃ সাম্প্রতন্তু রবেঃ সুতঃ
বৈবস্বতো হয়ং যস্যৈতৎ সপ্তমং বর্ত্ততেঽন্তরম্

পুরুষোত্তমই অনেক ভাগে বিভক্ত হইয়া লীলা করিয়া থাকেন। সেই মহেশ্বরই অব্যক্তেরও পরবর্ত্তী। অব্যক্ত হইতেই অণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে. অণ্ড হইতে ব্রহ্মা উদ্ভূত হইয়াছেন এবং তাঁহাকর্ত্তৃক এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ১৪—২৫।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিরা বলিলেন,—অতীত এবং অনাগত যে সকল মন্বন্তর, তাহা ও দ্বাপরযুগের ব্যাসদিগের বিষয় তুমি আমাদিগকে বল। তদ্রূপ বেদশাখাপ্রণয়নকারী, দেবদেব ধীমান্ ঈশানের ধর্ম্মরক্ষার্থ কলিযুগে যে সকল অবতার হয়, তাহাও আমাদিগকে বল। কলিযুগে দেবদেবের কত শিষ্য ? হে সূত! সে সমুদয় সংক্ষেপে বল। সূত বলিলেন,—প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনু, অনন্তর স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ এই ছয়টী মনুর অধিকার অতীত হইয়াছে। তৎপরে বৈবস্বত মনু, যাঁহার এই সপ্তম মন্বন্তর চলি-

স্বায়ম্ভুবন্তু কথিতং কল্পাদাবন্তরং ময়া।
অত ঊর্দ্ধং নিবোধধ্বং মনোঃ স্বারোচিষস্য তু ॥
পারাবতাশ্চ তুষিতা দেবাঃ স্বারোচিষেঽন্তরে
বিপশ্চিন্নাম দেবেন্দ্রো বভূবাসুরমর্দ্দনঃ ॥ ৭
ঊর্জ্জস্তম্ভস্তথা প্রাণো দত্তোলির্ঋষভস্তথা।
তিমিরশ্চার্ব্বরীবাংশ্চ সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽভবন্ ॥ ৮
চৈত্রকিম্পুরুষাদ্যাস্তু সুতাঃ স্বারোচিষস্য তু।
দ্বিতীয়মেতদাখ্যাতমন্তরং শৃণু চোত্তমম্ ॥ ৯
তৃতীয়েঽপ্যন্তরে চৈব উত্তমো নাম বৈ মনুঃ।
সুশান্তিস্তত্র দেবেন্দ্রো বভূবা মিত্রকর্ষণঃ ॥ ১০
সুধামানস্তথা সত্যা শিবাশ্চাথ প্রতর্দ্দনাঃ।
বশবর্ত্তিনঃ পঞ্চৈতে গণা দ্বাদশকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১
রজোগাত্রোর্দ্ধবাহুশ্চ সবনশ্চানঘস্তথা।
সুতপঃ শুক্র ইত্যেতে সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽভবন্ ॥
তামসস্যান্তরে দেবাঃ সুরাবা হরয়স্তথা।
সত্যাশ্চ সুধিয়শ্চৈব সপ্তবিংশতিকা গণাঃ ॥১৩
শিবিরিন্দ্রস্তথৈবাসীচ্ছতযজ্ঞোপলক্ষণঃ।
বভূব শঙ্করে ভক্তো মহাদেবার্চ্চনে রতঃ ॥১৪

তেছে। কল্পের আদিতে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর আমি বলিয়াছি ; তার পর স্বারোচিষ মন্বন্তরের বিষয় শ্রবণ করুন। স্বারোচিষ মন্বন্তরে পারাবত তুষিত আদি দেবতা ; তখন বিপশ্চিৎনামক দেবরাজ অসুর বিনাশ করিয়াছিলেন। ঊর্জ্জ, স্তম্ভ, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, তিমির ও অর্ব্বরীবান, এই সপ্তর্ষি। স্বারোচিষের চৈত্র, কিম্পুরুষ প্রভৃতি পুত্র জন্মিয়াছিল। এই দ্বিতীয় মন্বন্তরের বিষয় আখ্যাত হইল, তার পর উত্তম মন্বন্তর শ্রবণ করুন। ১--৯। তৃতীয় মন্বন্তরের উত্তমনামা মনু। সেই মন্বন্তরে শত্রুবিনাশক সুশান্তিনামক দেবরাজ। সুধামা, সত্য, শিব, প্রতর্দ্দন, বশবর্ত্তী—দেবতা এই পাঁচ ভাগে দ্বাদশগণে বিভক্ত। রজঃ, গোত্র, ঊর্দ্ধবাহু, সবন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র ইহাঁরা সপ্তর্ষি হইয়াছিলেন। তামস মন্বন্তরে সুরাব, হরি, সত্য, ও সুধী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি গণদেবতা। শক্র মনু-

জ্যোতির্দ্ধাম পৃথুঃ কাব্যশ্চৈত্রোঽগ্নির্বরুণস্তথা।
পীবরস্থৃষয়ো হ্যেতে সপ্ত তত্রাপি চান্তরে॥ ১৫
পঞ্চমে চাপি বিপ্রেন্দ্রা রৈবতো নাম নামতঃ।
মনুর্বিভুশ্চ তত্রেন্দ্রো ভূবাসুরমর্দ্দনঃ॥ ১৬
অমিতা ভূতয়স্তত্র বৈকুণ্ঠাশ্চ সুরোত্তমাঃ।
এতে দেবগণাস্তত্র চতুর্দ্দশ চতুর্দ্দশ॥ ১৭
হিরণ্যরোমা বেদশ্রীরূর্দ্ধবাহুস্তথৈব চ।
বেদবাহুঃ সুবাহুশ্চ সপর্জ্জন্যো মহামুনিঃ।
এতে সপ্তর্ষয়ো বিপ্রাস্তত্রাসন্ রৈবতেঽন্তরে॥
স্বারোচিষশ্চোত্তমশ্চ তামসো রৈবতস্তথা।
প্রিয়ব্রতান্বিতা হ্যেতে চত্বারো মনবঃ স্মৃতাঃ॥
ষষ্ঠে মন্বন্তরে চাপি চাক্ষুষস্ত মনুর্দ্বিজাঃ।
মনোজবস্তথৈবেন্দ্রো দেবাংশ্চৈব নিবোধত॥
আদ্যাঃ প্রসূতা ভব্যাশ্চ পৃথুকাশ্চ দিবৌকসঃ
মহানুভাবা লেখাশ্চ পঞ্চৈতে হ্যষ্টকা গণাঃ॥ ২১
সুমেধা বিরজাশ্চৈব হবিষ্মানুত্তমো মধুঃ।
অভিমানঃ সহিষ্ণুশ্চ সপ্তাসন্নৃষয়ঃ শুভাঃ॥ ২২
বিবস্বতঃ সুতো বিপ্রাঃ শ্রাদ্ধদেবো মহাদ্যুতিঃ

মনুঃ স বর্ত্ততে ধীমান্ সাম্প্রতং সপ্তমেঽন্তরে
আদিত্যা বসবো রুদ্রা দেবাস্তত্র মরুদ্গণাঃ।
পুরন্দরস্তথৈবেন্দ্রো বভূব পরবীরহা॥ ২৪
বসিষ্ঠঃ কশ্যপশ্চাত্রির্জমদগ্নিশ্চ গৌতমঃ।
বিশ্বামিত্রো ভরদ্বাজঃ সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽভবন্॥২৫
বিষ্ণুশক্তিরনৌপম্যা সত্ত্বোদ্রিক্তা স্থিতা স্থিতৌ
তদংশভূতা রাজানঃ সর্ব্বে চ ত্রিদিবৌকসঃ॥ ২৬
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে পূর্ব্বমাকূত্যাং মানসঃ সুতঃ।
রুচেঃ প্রজাপতের্জজ্ঞে তদংশেনাভবদ্দ্বিজাঃ॥
ততঃ পুনরসৌ দেবঃ প্রাপ্তে স্বারোচিষেঽন্তরে
তুষিতায়াং সমুৎপন্নস্তুষিতৈঃ সহ দৈবতৈঃ॥২৮
ঔত্তমেঽপ্যন্তরে বিষ্ণুঃ সত্যৈঃ সহ সুরোত্তমঃ।
সত্যায়ামভবৎ সত্যঃ সত্যরূপো জনার্দ্দনঃ॥২৯
তামসস্যান্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে পুনরেব হি।
হর্য্যায়াং হরিভির্দেবৈর্হরিরেবাভবদ্ধরিঃ॥ ৩০
রৈবতেঽপ্যন্তরে চৈব সঙ্কল্পায়াং সো হরিঃ।

কারী, শঙ্করভক্ত, মহাদেবের পূজায় নিরত শিবি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। জ্যোতির্ধাম, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বরুণ ও পীবর, সেই মন্বন্তরে ইঁহারা সপ্তর্ষি। হে বিপ্রগণ! পঞ্চম মন্বন্তরে রৈবতনামা মনু এবং অসুরমর্দ্দনকারী বিভু ইন্দ্র হইয়াছিলেন। অমিত ভূতি ও বৈকুণ্ঠনামক চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত চতুর্দ্দশ গণদেবতা। হে বিপ্রগণ! হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুবাহু ও সুপর্জ্জন্য, রৈবতমন্বন্তরে এই সাত জন সপ্তর্ষি। স্বরোচিষ, উত্তম, তামস ও রৈবত, এই চারি মনু প্রিয়ব্রতের বংশজাত। হে দ্বিজগণ! ষষ্ঠমন্বন্তরে চাক্ষুষ নামক মনু এবং মনোজবনামক ইন্দ্র ও দেবগণের বিষয় শ্রবণ করুন। ১০—২০। আদ্য, প্রসূত, ভব্য, পৃথুক ও লেখ, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত মহানুভব দেবতা;ইঁহাদেরপ্রত্যেকের অষ্টগণ। সুমেধা, বিরজাঃ, হবিষ্মান্, উত্তম, মধু অভিমান ও সহিষ্ণু ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। হে

বিপ্রগণ! সম্প্রতি সপ্তম মন্বন্তরে মহাদ্যুতি শ্রীমান্ সূর্য্যের পুত্র শ্রাদ্ধদেবই মনু। এই মন্বন্তরে আদিত্য, বসু, রুদ্র ও মরুদ্গণ দেবতা এবং শত্রুসংহারকারী পুরন্দর ইন্দ্র। বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ এই সাতজন সপ্তর্ষি। এই মন্বন্তরে অনুপমা, সত্ত্বগুণাবলম্বী, বিষ্ণুশক্তি রক্ষার জন্য অবস্থিতা; সমুদয় রাজগণ ও দেবতাবর্গ তাঁহারই অংশ-সম্ভূত। হে দ্বিজগণ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পুরাকালে আকূতির গর্ভে রুচি প্রজাপতির এক মানস-পুত্র (বিষ্ণু) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অংশে রোচ্য মনুর জন্ম হয়। অনন্তর পুনরায় স্বারোচিষ মন্বন্তর উপস্থিত হইলে ঐ দেব তুষিতার গর্ভে তুষিত দেবগণের সহিত উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঔত্তম মন্বন্তরে সুরোত্তম সত্যরূপ জনার্দ্দন বিষ্ণু সত্যার গর্ভে সত্য নামে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তামস মন্বন্তর উপস্থিত হইলে পুনরায় হর্য্যার গর্ভে হরি দেবগণের সহিত হরিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ২১—৩০। রৈবত মন্বন্তরে সঙ্কল্পার গর্ভে মহাদ্যুতি হরি

সম্ভূতো মানসৈঃসার্দ্ধং দেবৈঃ সহ মহাদ্যুতিঃ॥
চাক্ষুষেঽপ্যন্তরে চৈব বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ।
বিকুণ্ঠায়ামসৌ জজ্ঞে বৈকুণ্ঠৈর্দৈবতৈঃ সহ॥৩২
মন্বন্তরেঽত্র সম্প্রাপ্তে তথা বৈবস্বতেঽন্তরে।
বামনঃ কশ্যপাদ্বিষ্ণুরদিত্যাং সম্বভূব হ॥ ৩৩
ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমান্‌লোকান্ জিত্বা যেন মহাত্মনা
পুরন্দরায় ত্রৈলোক্যং দত্তং নিহতকণ্টকম্॥ ৩৪
ইত্যেতাস্তনবস্তস্য সপ্তমন্বন্তরেষু বৈ।
সপ্ত চৈবাভবন্ বিপ্রা যাভিঃ সংরক্ষিতাঃ প্রজাঃ
যস্মাদ্বিশ্বমিদং কৃৎস্নং বামনেন মহাত্মনা।
তস্মাৎ সর্বৈঃ স্মৃতো বিষ্ণুর্বিশের্ধাতোঃ
প্রবেশনাৎ॥ ৩৬
এষ সর্ব্বং সৃজত্যাদৌ পাতি হন্তি চ কেশবঃ।
ভূতান্তরাত্মা ভগবান্ নারায়ণ ইতি শ্রুতিঃ॥ ৩৭
একাংশেন জগৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ
চতুর্দ্ধা সংস্থিতো ব্যাপী সগুণো নির্গুণোঽপি চ
একা ভগবতো মূর্ত্তির্জ্ঞানরূপা শিবামলা।
বাসুদেবাভিধানা সা গুণাতীতা সুনিষ্কলা॥৩৯
দ্বিতীয়া কালসংজ্ঞান্যা তামসী শিবসংজ্ঞিতা।
নিহন্ত্রী সকলস্যান্তে বৈষ্ণবী পরমা তনুঃ॥ ৪০
সত্ত্বোদ্রিক্তা তৃতীয়ান্যা প্রদ্যুম্নেতি চ সংজ্ঞিতা
জগৎ সংস্থাপয়েদ্বিশ্বং সা বিষ্ণোঃ প্রকৃতির্ধ্রুবা
চতুর্থী বাসুদেবস্য মূর্ত্তির্ব্রহ্মেতি সংজ্ঞিতা।
রাজসী চানিরুদ্ধাখ্যা প্রদ্যুম্নসৃষ্টিকারিকা॥ ৪২
যঃ স্বপিত্যখিলং হত্বা প্রদ্যুম্নেন সহ প্রভুঃ।
নারায়ণাখ্যো ব্রহ্মাসৌ প্রজাসর্গং করোতি সঃ
যাসৌ নারায়ণতনুঃ প্রদ্যুম্নাখ্যা শুভা স্মৃতা।
তয়া সম্মোহয়েদ্বিশ্বং সদেবাসুরমানুষম্॥ ৪৪
সৈব সর্বজগৎসূতিঃ প্রকৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা।
বাসুদেবো হ্যনন্তাত্মা কেবলো নির্গুণো হরিঃ
প্রধানং পুরুষঃ কালস্তত্ত্বত্রয়মনুত্তমম্।

মানস দেবগণের সহিত মানসপুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠ, বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠ দেবগণের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৈবস্বত মন্বন্তর সমাগত হইলে বিষ্ণু কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মাই তিন পাদবিক্ষেপে এই সমস্ত লোক জয় করিয়া নিষ্কণ্টক লোকত্রয় ইন্দ্রকে দান করিয়াছিলেন। হে বিপ্রগণ! এইরূপে যথাক্রমে সপ্ত মন্বন্তরে ভগবানের দেহ সপ্তরূপে প্রকটিত হইয়াছিল, ইহা দ্বারাই প্রজাসকল সংরক্ষিত হইয়াছিল। মহাত্মা বামনকর্ত্তৃক এই সমস্ত বিশ্বই আক্রান্ত হইয়াছিল, এইজন্যই প্রবেশার্থক 'বিশ' ধাতু হইতে বিষ্ণুশব্দের উৎপত্তি, ইহাই সকলের মত। এই সর্বভূতের অন্তরাত্মা নারায়ণ ভাগবান্ কেশবই প্রথমে সকলের সৃষ্টি, পরে পালন এবং শেষে সকলের নিধন করিয়া থাকেন, ইহাই শ্রুতি। এই নারায়ণই এক অংশে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন এবং ইনিই নির্গুণ হইয়াও গুণবশে চারিভাগে বিভক্ত হইয়া জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তাঁহার একা যে মূর্ত্তি—জ্ঞানস্বরূপা, কল্যাণদায়িকা, নির্ম্মলা, কলারহিতা ও গুণাতীতা; তাহাই "বাসুদেব" নামে প্রথিত। অন্য যে তামসী দ্বিতীয়মূর্ত্তি, তাহাই "শিব" নামক, ইহাঁরই সংজ্ঞান্তর কাল; এই বৈষ্ণবী পরমা তনুই প্রলয়কালে সকলের নিধন সাধন করেন। ৩১—৪০। সত্ত্বগুণোদ্রিক্তা অন্যা তৃতীয়া ভাগবতী মূর্ত্তি, তাঁহাকেই "প্রদ্যুম্ন" নামে কীর্ত্তন করা যায়। এই প্রদ্যুম্নসংজ্ঞিতা ভাগবতী নিত্যা প্রকৃতিই সমস্ত জগৎ সংস্থাপন করেন। বাসুদেবের যে চতুর্থী মূর্ত্তি—যাহা রজোগুণাশ্রিত, তাহাই প্রদ্যুম্নের সৃষ্টিকারিকা "অনিরুদ্ধ' বলিয়া কীর্ত্তিত হয় এবং ইহাই ব্রহ্মা নামে অভিহিত হয়। যে প্রভু সমস্ত নিহত করিয়া প্রদ্যুম্নের সহিত নিদ্রা যান, সেই নারায়ণ নামক ব্রহ্মাই প্রজা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। প্রদ্যুম্নাত্মিকা যে শুভা নারায়ণতনু, তিনিই দেবাসুর মনুষ্যাদি-সহিত সমস্ত বিশ্বকেই বিমোহিত করেন। সেই একমাত্র অনন্তমূর্ত্তি, নির্গুণ, বাসুদেব হরিই সকল জগৎপ্রসূতি

বাসুদেবাত্মকং নিত্যমেতদ্বিজ্ঞায় মুচ্যতে ॥ ৪৬
একশ্চেদং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধা পুনরচ্যুতঃ।
বিভেদ বাসুদেবোঽসৌ প্রদ্যুম্নো ভগবান্ হরিঃ
কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ স্বয়ম্।
অপান্তরতমাঃ পূর্ব্বং স্বেচ্ছয়া হ্যভবদ্ধরিঃ ॥ ৪৮
অনাদ্যন্তং পরং ব্রহ্ম ন দেবা ঋষয়ো বিদুঃ।
একোঽয়ং বেদ ভগবান্ ব্যাসো নারায়ণঃ প্রভুঃ
ইত্যেতদ্বিষ্ণুমাহাত্ম্যং কথিতং মুনিসত্তমাঃ।
এতৎ সত্যং পুনঃ সত্যমেবং জ্ঞাত্বা ন মুহ্যতি ॥

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে
মন্বন্তরকীর্ত্তনে বিষ্ণুমাহাত্ম্যে
পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

প্রকৃতিস্বরূপ। প্রধান, পুরুষ, কাল এবং অব্যক্ত তত্ত্বত্রয়—যে ব্যক্তি বাসুদেবাত্মক এই নিত্য বিষয় সকল অবগত হইতে পারেন, তিনিই মুক্তি লাভ করেন। সেই অচ্যুত, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ভগবান হরি, চতুষ্পাদ একাকে (বেদকে) চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বিষ্ণু নারায়ণ স্বয়ং হরিই স্বেচ্ছাক্রমে বিশুদ্ধান্তরাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ঋষি বা দেবতা সকল, কেহই অনাদি অনন্ত পরম ব্রহ্মকে অবগত নহেন; একমাত্র সেই নারায়ণরূপী ভগবান ব্যাসই অবগত আছেন। হে মুনিসত্তমগণ! এই সেই ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কথিত হইল। ইহা সত্য—নিশ্চয়ই সত্য; ইহা অবগত হইলেই মুক্ত হয়। ৪১—৫০।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
অস্মিন্ মন্বন্তরে পূর্ব্বং বর্ত্তমানে মহান্ প্রভুঃ।
দ্বাপরে প্রথমে ব্যাসো মনুঃ স্বায়ম্ভুবো মতঃ ॥১
বিভেদ বহুধা বেদং নিয়োগাদ্ব্রহ্মণঃ প্রভোঃ।
দ্বিতীয়ে দ্বাপরে চৈব বেদব্যাসঃ প্রজাপতিঃ ॥২
তৃতীয়ে চোশনা ব্যাসশ্চতুর্থে স্যাদ্বৃহস্পতিঃ।
সবিতা পঞ্চমে ব্যাসঃ ষষ্ঠে মৃত্যুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩
সপ্তমে চ তথৈবেন্দ্রো বশিষ্ঠশ্চাষ্টমে মতঃ।
সারস্বতশ্চ নবমে ত্রিধামা দশমে মতঃ ॥ ৪
একাদশে তু ঋষভঃ সুতেজা দ্বাদশে স্মৃতঃ।
ত্রয়োদশে তথা ধর্ম্মঃ সুচক্ষুস্তু চতুর্দ্দশে ॥ ৫
ত্রয্যারুণিঃ পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ।
কৃতঞ্জয়ঃ সপ্তদশে হ্যষ্টাদশে ঋতঞ্জয়ঃ ॥ ৬
ততো ব্যাসো ভরদ্বাজস্তস্মাদূর্দ্ধন্তু গৌতমঃ।
বাচশ্রবাশ্চৈকবিংশে তস্মান্নারায়ণঃ পরঃ ॥ ৭
তৃণবিন্দুস্ত্রয়োবিংশে বাল্মীকিস্তৎপরঃ স্মৃতঃ।
পঞ্চবিংশে তথা শক্তিঃ ষড়্বিংশে তু পরাশরঃ।
সপ্তবিংশে তথা ব্যাসো জাতুকর্ণ্যো মহামুনিঃ।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—এই যে মন্বন্তর বর্ত্তমান, ইহাতে পূর্ব্বকালে প্রথম দ্বাপরযুগে প্রভু মহাত্মা স্বায়ম্ভুব মনু "ব্যাস" হইয়াছিলেন; প্রভু ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে তিনি বেদকে বহুভাগে বিভক্ত করেন। দ্বিতীয় দ্বাপরযুগে প্রজাপতি ব্যাস হইয়াছিলেন। তৃতীয় দ্বাপরে উশনা ব্যাস হইয়াছিলেন। বৃহস্পতি চতুর্থ দ্বাপরে, সবিতা, পঞ্চম দ্বাপরে, মৃত্যু ষষ্ঠ দ্বাপরে, ইন্দ্র সপ্তম দ্বাপরে, বশিষ্ঠ অষ্টমে, সারস্বত নবমে, ত্রিধামা দশমে, ঋষভ একাদশে, সুতেজা দ্বাদশে, ধর্ম্ম ত্রয়োদশে, সচক্ষু চতুর্দ্দশে, ত্রয্যারুণি পঞ্চদশে, ধনঞ্জয় ষোড়শে, কৃতঞ্জয় সপ্তদশে, ঋতঞ্জয় অষ্টাদশে, ভরদ্বাজ একোনবিংশে, গৌতম বিংশে, বাচশ্রবাঃ একবিংশে, নারায়ণ দ্বাবিংশে, তৃণবিন্দু ত্রয়োবিংশে, বাল্মীকি চতুর্ব্বিংশে, শক্তি

অষ্টবিংশে পুনঃপ্রাপ্তে হ্যস্মিন্ বৈ দ্বাপরে দ্বিজাঃ।
পরাশরসুতো ব্যাসঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽভবৎ।
স এব সর্ব্ববেদানাং পুরাণানাং প্রদর্শকঃ। ১০
পারাশর্য্যো মহাযোগী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো হরিঃ।
আরাধ্য দেবমীশানং দৃষ্ট্বা স্তুত্বা ত্রিলোচনম্। ১১
তৎপ্রসাদাদসৌ ব্যাসং বেদানামকরোৎ প্রভুঃ
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্। ১২
জৈমিনিঞ্চ সুমন্তুঞ্চ বৈশম্পায়নমেব চ।
পৈলং তেষাং চতুর্থঞ্চ পঞ্চমং মাং মহামুনিঃ। ১৩
ঋগ্বেদপাঠকং পৈলং জগ্রহ স মহামুনিঃ।
যজুর্ব্বেদপ্রবক্তারং বৈশম্পায়নমেব চ। ১৪
জৈমিনিং সামবেদস্য পাঠকং সোঽন্বপদ্যত।
তথৈবাথর্ব্ববেদস্য সুমন্তুমৃষিসত্তমম্।
ইতিহাসপুরাণানি প্রবক্তুং মামযোজয়ৎ। ১৫
এক আসীদ্যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্দ্ধা প্রকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূৎ তস্মিংস্তেন যজ্ঞমথাকরোৎ। ১৬
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিঃ স্যাদৃগ্ভির্হোত্রং দ্বিজোত্তমঃ
ঔদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ। ১৭
ততঃ সত্রে চ উদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ প্রভুঃ।
যজুংষি তু যজুর্ব্বেদং সামবেদন্তু সামভিঃ। ১৮
একবিংশতিভেদেন ঋগ্বেদং কৃতবান্ পুরা।
শাখানান্তু শতেনৈব যজুর্ব্বেদমথাকরোৎ। ১৯
সামবেদং সহস্রেণ শাখানাং প্রবিভেদ সঃ।
অথর্ব্বাণমথো বেদং বিভেদ নবকেন তু।
ভেদৈরষ্টাদশৈর্ব্যাসঃ পুরাণং কৃতবান্ প্রভুঃ। ২০
সোঽয়মেকশ্চতুষ্পাদো বেদঃ পূর্ব্বং পুরাতনঃ
ওঙ্কারো ব্রহ্মণো জাতঃ সর্ব্বদোষবিশোধনঃ। ২১
বেদবেদ্যো হি ভগবান্ বাসুদেবঃ সনাতনঃ।
স গীয়তে পরো বেদৈর্যো বেদৈনং স বেদবিৎ
এতৎ পরতরং ব্রহ্ম জ্যোতিরানন্দমুত্তমম্।
বেদবাক্যোদিতং তত্ত্বং বাসুদেবঃ পরং পদম্।
বেদবিদ্যামিমাং বেত্তি বেদং বেদপরো মুনিঃ।
অবেদ্যং পরমং বেত্তি বেদনিষ্ঠঃ সদেশ্বরঃ। ২৪
স বেদবেদ্যো ভগবান্ বেদমূর্ত্তির্মহেশ্বরঃ।

পঞ্চবিংশে, পরাশর ষড়্বিংশে এবং সপ্তবিংশ দ্বাপর যুগে মহামুনি জাতুকর্ণ্য ব্যাস হইয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! তৎপরে এই অষ্টাবিংশ দ্বাপর যুগ প্রাপ্ত হইলে পরাশরের পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হইয়াছেন। ইনিই বেদ ও পুরাণ সকলের প্রদর্শক। ১—১০। নারায়ণের অংশ, পরাশর-সুত, মহাযোগী প্রভু কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, দেবদেব ঈশানের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদেই বেদ সকলের বিভাগ করিয়াছেন। অনন্তর তিনি জৈমিনি, সুমন্তু, বৈশম্পায়ন ও পৈল-নামক বেদপারগ শিষ্যচতুষ্টয়কে এবং তাঁহাদিগের পঞ্চম আমাকে ক্রমশঃ শিক্ষা দিয়াছেন। তন্মধ্যে পৈল ঋগ্বেদপাঠক, বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদবক্তা, জৈমিনি সামবেদপাঠক, ঋষিসত্তম সুমন্তু অথর্ব্ববেদের বক্তা এবং আমি ইতিহাস ও পুরাণাদির বক্তা হইয়াছি। যজুর্বেদ এক ছিল, তাহা চারিভাগে প্রকল্পিত হইয়াছে; সেই জন্যই তাহা দ্বারা চাতুর্হোত্র যজ্ঞ হইয়াছে। হে দ্বিজোত্তমসকল! যজুঃ সকল দ্বারাই আধ্বর্য্যব হইয়াছে এবং ঋক্ মন্ত্র দ্বারা হোত্র হইয়াছে। আর সাম দ্বারাই ঔদ্গাত্র এবং অথর্ব্বমন্ত্র দ্বারাই ব্রহ্মত্ব কল্পিত হইয়াছে। ১১—১৭। তৎপরে প্রভু বেদব্যাস ঋক্ দ্বারা ঋগ্বেদ উদ্ধার করিয়াছেন; যজুর্ব্বেদকে যজুঃ ও সামবেদকে সাম সকল দ্বারা উদ্ধার করিয়াছেন। পূর্ব্বে ঋগ্বেদকে একবিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদকে একশত শাখায়, সামবেদকে এক সহস্র শাখায় এবং অথর্ব্ববেদকে নয় শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন; আর ব্যাস পুরাণকে অষ্টাদশ ভাগে কল্পিত করিয়াছেন। এই একমাত্র সর্ব্বদোষবিশোধন ওঙ্কারই সেই পুরাতন চতুষ্পাদ বেদ; ইহারা ব্রহ্মা হইতে পূর্ব্বে উৎপন্ন। ভগবান্ সনাতন বাসুদেবই একমাত্র বেদ সকল দ্বারা বিজ্ঞেয়, তিনিই বেদে পরিগীত হন; সুতরাং ইহাঁকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ। এই যে ভগবান্ বাসুদেব, ইনিই পরতর ব্রহ্ম, আনন্দময় উত্তম জ্যোতিঃ, বেদবাক্যোদিত পরম তত্ত্ব এবং

স এব বেদ্যো বেদশ্চ তমেবাশ্রিত্য মুচ্যতে ॥২৫
ইত্যেতদক্ষরং বেদমোঙ্কারং বেদমব্যয়ম্ ।
অবেদ্যঞ্চ বিজানাতি পারাশর্য্যো মহামুনিঃ ॥২৬

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে বেদব্যাসকথনে একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

বেদব্যাসাবতারাণি দ্বাপরে কথিতানি তু ।
মহাদেবাবতারাণি কলৌ শৃণুত সুব্রতাঃ ॥ ১
আদৌ কলিযুগে শ্বেতো দেবদেবো মহাদ্যুতিঃ
নাম্না হিতায় বিপ্রাণামভূদ্বৈবস্বতেঽন্তরে ॥ ২
হিমবচ্ছিখরে রম্যে সকলে পর্ব্বতোত্তমে ।
তস্য শিষ্যাঃ প্রশিষ্যাশ্চ বভূবুরমিতপ্রভাঃ ॥ ৩
শ্বেতঃ শ্বেতশিখশ্চৈব শ্বেতাস্যঃ শ্বেতলোহিতঃ ।
চত্বারস্তে মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥ ৪
সুতারো মদনশ্চৈব সুহোত্রঃ কঙ্কণস্তথা ।
লোকাক্ষিস্তথ যোগীন্দ্রো জৈগীষব্যোঽথ সপ্তমে
অষ্টমে দধিবাহঃ স্যান্নবমে ঋষভঃ প্রভুঃ ॥
ভৃগুস্তু দশমে প্রোক্তস্তস্মাদুগ্রঃ পরঃ স্মৃতঃ ॥ ৬
দ্বাদশেঽত্রিঃ সমাখ্যাতো বালী বাথ ত্রয়োদশে
চতুর্দ্দশে গৌতমস্তু বেদশীর্ষা ততঃ পরঃ ॥ ৭
গোকর্ণশ্চাভবৎ তস্মাদ্গুহাবাসঃ শিখণ্ডধৃক্ ।
জটামাল্যট্টহাসশ্চ দারুকো লাঙ্গলী তথা ॥ ৮
মহাযামো মুনিঃ শূলী পিণ্ডমুণ্ডীশ্বরঃ স্বয়ম্ ।
সহিষ্ণুঃ সোমশর্ম্মা চ নকুলীশ্বর এব চ ॥ ৯
বৈবস্বতেঽন্তরে শম্ভোরবতারাস্ত্রিশূলিনঃ ।
অষ্টাবিংশতিরাখ্যাতা হ্যন্তে কলিযুগে প্রভোঃ ।
তীর্থে কায়াবতারে স্যাদ্দেবেশো নকুলীশ্বরঃ ॥১০
তত্র দেবাধিদেবস্য চত্বারঃ সুতপোধনাঃ ।

পরমপদ । বেদনিষ্ঠ মুনিগণ এই বেদবিদ্যা বা বেদকে জানেন । কিন্তু যাহা উৎকৃষ্ট ও অবেদ্য অর্থাৎ জ্ঞানের অবিষয়ীভূত, তাহা সদাবেদপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরই জানেন, সুতরাং সেই বেদবেদ্য ভগবান্ বেদমূর্ত্তি মহেশ্বরই একমাত্র বেদ্য ও বেদস্বরূপ । তাঁহাকে আশ্রয় করিলেই মুক্তি হয় । পরাশরসুত মহামুনি ব্যাসদেব এই অক্ষর, বেদ্য, ওঙ্কাররূপী, অব্যয় বেদ ও পূর্ব্বোক্ত অবেদ্য বিষয়ও জ্ঞাত আছেন । ১৮—২৬ ।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ ! দ্বাপরযুগে বেদব্যাসের অবতার সকল কথিত হইল ; সম্প্রতি কলিযুগে মহাদেবের অবতার সকল বর্ণিত হইতেছে, শ্রবণ করুন । বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রথম কলিযুগে ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত সমস্ত পর্ব্বত অপেক্ষা উত্তম মনোহর হিমালয় শিখরে মহাদ্যুতি দেবদেব শ্বেত নামে উদ্ভূত হইয়াছিলেন । তাঁহার অনেক অমিতপ্রভ শিষ্য ও প্রশিষ্য হইয়াছিল । তখন শ্বেত, শ্বেতশিখ, শ্বেতাস্য ও শ্বেতলোহিতনামক বেদপারগ মহাত্মা চারিজন ব্রাহ্মণ ছিলেন ! পরে দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ কলিযুগ পর্য্যন্ত যথাক্রমে সুতার, মদন, সুহোত্র, কঙ্কণ, যোগীন্দ্র ও লোকাক্ষি মহাদেবের অবতার হইয়াছিলেন । সপ্তম কলিযুগে মহাদেবের অবতার হইয়াছিলেন জৈগীষব্য । অষ্টমে দধিবাহ, নবমে প্রভু ঋষভ, দশমে ভৃগু, একাদশে উগ্র, দ্বাদশে অত্রি, ত্রয়োদশে বালী, চতুর্দ্দশে গৌতম; পঞ্চদশে বেদশীর্ষা, ষোড়শে গোকর্ণ, সপ্তদশে গুহাবাসী শিখণ্ডধৃক্,অষ্টাদশে জটামালী, একোনবিংশে অট্টহাস, বিংশে দারুক, একবিংশে লাঙ্গলী, দ্বাবিংশে মহাযাম, ত্রয়োবিংশে মুনি, চতুর্বিংশে শূলী, পঞ্চবিংশে পিণ্ডমুণ্ডীশ্বর, ষড়্বিংশে সহিষ্ণু, সপ্তবিংশে সোমশর্ম্মা এবং অষ্টাবিংশ কলিযুগে স্বয়ং নকুলীশ্বর মহাদেবের অবতার । বৈবস্বত মন্বন্তরে অন্ত্য কলিযুগে কায়াবতার তীর্থে দেবেশ নকুলীশ্বর ত্রিশূলী মহাদেবের অষ্টা-

শিষ্যা বভূবুশ্চান্যেষাং প্রত্যেকং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥
প্রসন্নমনসো দান্তা ঐশ্বরীং ভক্তিমাশ্রিতাঃ।
ক্রমেণ তান্ প্রবক্ষ্যামি যোগিনো যোগবিত্তমান
দুন্দুভিঃ শতরূপশ্চ ঋচীকঃ কেতুমাংস্তথা।
বিশোকশ্চ বিকেশশ্চ বিশাখঃ শাপনাশনঃ ॥ ১৩
সুমুখো দুর্ম্মুখশ্চৈব দুর্দ্দমো দুরতিক্রমঃ।
সনকশ্চ সনন্দশ্চ কুমারশ্চ সনাতনঃ ॥ ১৪
বাস্কলশ্চ মহাযোগী ধর্ম্মাত্মানো মহৌজসঃ।
সুনামা বিরজাশ্চৈব শঙ্খবাণ্যজ এব চ ॥ ১৫
সারস্বতস্তথা মেঘো ঘনবাহঃ সুবাহনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখো মুনিঃ ॥১৬
পরাশরশ্চ গর্গশ্চ ভার্গবশ্চাঙ্গিরাস্তথা।
চলবন্ধুর্নিরামিত্রঃ কেতুশৃঙ্গস্তপোধনাঃ ॥ ১৭
লম্বোদরশ্চ লম্বশ্চ লম্বাক্ষো লম্বকেশকঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সমবুদ্ধিশ্চ সাধ্যাসাধ্যস্তথৈব চ ॥ ১৮
সুধামা কাশ্যপশ্চাথ বশিষ্ঠো বিরজাস্তথা।
অত্রিরুগ্রস্তথা চৈব শ্রবণোঽথ সুবৈদ্যকঃ ॥ ১৯
কুণিশ্চ কুণিবাহুশ্চ কুশরীরঃ কুনেত্রকঃ।
কশ্যপো হ্যুশনা চৈব চ্যবনোঽথ বৃহস্পতিঃ ॥২০
উতথ্যো বামদেবশ্চ মহাকায়ো মহানিলঃ।
বাচঃশ্রবাঃ সুকেশশ্চ শ্যাবাশ্বঃ শপথীশ্বরঃ ॥ ২১
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যো লোকাক্ষিঃ কুথুমিস্তথা
সুমন্তবর্চ্চসো বিদ্বান্ কবন্ধঃ কুশিকন্ধরঃ ॥ ২২
প্লক্ষো দার্ব্বায়ণিশ্চৈব কেতুমান গোতমস্তথা।
ভল্লাচী মধুপিঙ্গশ্চ শ্বেতকেতুস্তপোধনঃ ॥ ২৩
উষিজো বৃহদক্ষশ্চ দেবলঃ কবিরেব চ।
শালিহোত্রোঽগ্নিবেশ্যশ্চ যুবনাশ্বঃ শরদ্বসুঃ ॥২৪
ছগলঃ কুণ্ডকর্ণশ্চ কুম্ভশ্চৈব প্রবাহকঃ।
উলকো বিদ্যুতশ্চৈব শাদ্বকো হ্যাশ্বলায়নঃ।
অক্ষপাদঃ কুমারশ্চ উলূকো বসুবাহনঃ।
কুণিকশ্চৈব গর্গশ্চ মিত্রকো রুরুরেব চ ॥ ২৬
শিষ্যা এতে মহাত্মানঃ সর্ব্বাবর্ত্তেষু যোগিনাম্
বিমলা ব্রহ্মভূয়িষ্ঠা জ্ঞানযোগপরায়ণাঃ ॥ ২৭
কুর্ব্বন্তি চাবতারাণি ব্রাহ্মণানাং হিতায় চ।
যোগেশ্বরাণামাদেশাদ্বেদসংস্থাপনায় বৈ ॥ ২৮
যে ব্রাহ্মণাঃ সংস্মরন্তি নমস্যন্তি চ সর্ব্বদা।
তর্পয়ন্ত্যর্চ্চয়ন্ত্যেতান্ ব্রহ্মবিদ্যামবাপ্নুয়ুঃ ॥ ২৯

বিংশ অবতার হইবেন। তখন দেবাদিদেবের চারিটি শিষ্য হইবেন, তাঁহারা সকলেই তপোধন ও মুনিশ্রেষ্ঠ হইবেন এবং সকলেই প্রসন্নচিত্ত, দান্ত ও ঐশ্বর ভক্তিপরায়ণ হইবেন। সেই যোগী ও যোগবিত্তমদিগের নাম যথাক্রমে বলিতেছি।১—১২। দুন্দুভি,শতরূপ, ঋচীক, কেতুমান, বিশোক, বিকেশ, বিশাখ, শাপনাশন, সুমুখ, দুর্ম্মুখ, দুর্দ্দম, দুরতিক্রম, সনক, সনন্দ, কুমার, সনাতন, মহাযোগী বাস্কল, ইহাঁরা ধর্ম্মাত্মা ও অতিতেজস্বী। সুনামা, বিরজা, শঙ্খবাণী, অজ, সারস্বত, মেঘ, ধনবাহ, সুবাহন, কপিল, আসুরি, বোঢ়ু, মুনি, পঞ্চশিখ, পরাশর, গর্গ, ভার্গব, আঙ্গিরাঃ, চলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ, লম্বোদর, লম্ব, লম্বাক্ষ, লম্বকেশক, সর্ব্বজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্যাসাধ্য, সুধামা, কাশ্যপ, বিরজাঃ, বশিষ্ঠ, অত্রি, উগ্র, শ্রবণ, বৈদ্য, কুণি, কুণিবাহু, কুশরীর, কুনেত্র, কশ্যপ, উশনা, চ্যবন, বৃহস্পতি, উথত্য, বামদেব, মহাকায়, মহানিল, বাচঃশ্রবা, সুকেশ, শ্যাবাশ্ব, শপথীশ্বর, হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, লোকাক্ষি, কুথুমি, সুমন্তবর্চ্চস, বিদ্বান্ কবন্ধ, কুশিকন্ধর, প্লক্ষ, দার্ব্বায়ণি, কেতুমান্, গোতম, ভল্লাচী, মধুপিঙ্গ, শ্বেতকেতু, উষিজ, বৃহদক্ষ, দেবল, কবি, শালিহোত্র, অগ্নিবেশ্য, যুবনাশ্ব, শরদ্বসু, ছগল, কুণ্ডকর্ণ, কুম্ভ, প্রবাহক, উলক, বিদ্যুত, সাদ্বক, আশ্বলায়ন, অক্ষপাদ, কুমার, উলূক, বসুবাহন, কুণিক, গর্গ, মিত্রক ও রুরু; যোগীদিগের সমুদায় আবর্ত্তে এই মহাত্মা সকল শিষ্য হইবেন। ইহাঁরা সকলেই নির্ম্মল, ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ ও জ্ঞান-যোগপরায়ণ। ১৩—২৭। ইহাঁরা ব্রাহ্মণদিগের হিতের নিমিত্ত এবং বেদের স্থাপনের জন্য যোগেশ্বর সকলের আদেশে অবতার সকল করিবেন। যে সকল ব্রাহ্মণ ইহাঁদিগকে স্মরণ বা নমস্কার করিবেন, অথবা যাঁহারা ইহাঁদিগকে তর্পিত করিবেন, তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবেন। এই আদি

ইদং বৈবস্বতং প্রোক্তমন্তরং বিস্তরেণ তু।
ভবিষ্যতি চ সাবর্ণে   ক্ষসাবর্ণ এব চ ॥ ৩০
দশমো ব্রহ্মসাবর্ণে ধর্ম্ম   একাদশঃ স্মৃতঃ।
দ্বাদশো রুদ্রসাবর্ণো   রৌচ্যনামা ত্রয়োদশঃ।
ভৌত্যশ্চতুর্দ্দশঃ প্রোক্তো ভবিষ্যা মনবঃ ক্রমাৎ
অয়ং বঃ কথিতো হ্যংশঃ পূর্ব্বো নারায়ণেরিতঃ
ভূতৈর্ভব্যৈর্বর্ত্তমানৈরাখ্যানৈরুপবৃংহিতঃ ॥ ৩২
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি শ্রাবয়েদ্বা দ্বিজোত্তমান্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৩৩
পঠেদ্দেবালয়ে স্নাত্বা নদীতীরেষুচৈব হি।
নারায়ণং নমস্কৃত্য ভাবেন পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৪
নমো দেবাধিদেবায় দেবানাং পরমাত্মনে।
পু ষায় পুরাণায় বিষ্ণবে কূর্ম্মরূপিণে ॥ ৩৫

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে
দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

বৈবস্বত মন্বন্তর বিস্তারপূর্ব্বক কহিলাম। অতঃপর সাবর্ণ ও দক্ষসাবর্ণ মন্বন্তর হইবে। তদনন্তর ব্রহ্মসাবর্ণ দশম, ধর্ম্মসাবর্ণ একাদশ, রুদ্রসাবর্ণ দ্বাদশ, রৌচ্য মন্বন্তর ত্রয়োদশ এবং ভৌত্য মন্বন্তর—চতুর্দ্দশ মন্বন্তর; ইঁহারা সকলেই ভবিষ্য মনু। হে দ্বিজোত্তমগণ! ভূত ভবিষ্যৎ ওবর্ত্তমান আখ্যানে উপবৃংহিত নারায়ণ-কথিত কূর্ম্মপুরাণের এই পূর্ব্বভাগ আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করিবে বা ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করাইবে, সে ব্যক্তি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করিবে। স্নানানন্তর দেবালয়ে বা নদীতীরে ইহা পাঠ করিতে হয়। ইহা পাঠ করিবার সময়ে অগ্রে "দেবদেব দেব, পরমাত্মা পুরাণপুরুষ, কূর্ম্মরূপী বিষ্ণু, নমস্কার" এই বলিয়া পুরুষোত্তম নারায়ণকে নমস্কার করিবে। ১৮—৩৫।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

পূর্ব্বভাগঃ সমাপ্তঃ

কূর্ম্মপুরাণম্।

উপরিভাগঃ।

ঈশ্বর-গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ।

ভবতা কথিতঃ সম্যক্ সর্গঃ স্বায়ম্ভুবস্ততঃ।
ব্রহ্মাণ্ডস্যাস্য বিস্তারো মন্বন্তরবিনিশ্চয়ঃ॥ ১
তত্রেশ্বরেশ্বরো দেবো বর্ণিভির্ধর্ম্মতৎপরৈঃ।
জ্ঞানযোগরতৈর্নিত্যম্ আরাধ্যঃ কথিতস্ত্বয়া॥ ২
তত্ত্বশেষসংসার-দুঃখনাশমনুত্তমম্।
জ্ঞানং ব্রহ্মবিষয়কং যেন পশ্যেম তৎ পরম্॥ ৩
ত্বং হি নারায়ণঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়নাৎ প্রভো।
অবাপ্তাখিলবিজ্ঞানস্তৎ ত্বাং পৃচ্ছামহে পুনঃ॥৪
শ্রুত্বা মুনীনাং তদ্বাক্যং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং প্রভুম্।
সূতঃ পৌরাণিকঃ স্মৃত্বা ভাষিতুং হ্যপচক্রমে॥৫
তথাস্মিন্নন্তরে ব্যাসঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্।
আজগাম মুনিশ্রেষ্ঠা যত্র সত্রং সমাসতে॥ ৬
তং দৃষ্ট্বা বেদবিদ্বাংসং কালমেঘসমদ্যুতিম্।
ব্যাসং কমলপত্রাক্ষং প্রণেমুর্দ্বিজপুঙ্গবাঃ॥ ৭
পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ দৃষ্ট্বাসৌ লোমহর্ষণঃ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য গুরুং প্রাঞ্জলিঃ পার্শ্বগোঽভবৎ॥৮

প্রথম অধ্যায়।

ঋষ্যাদিসংবাদ—জ্ঞানযোগ।

ঋষিগণ কহিলেন,—সূত; তুমি আমাদিগের নিকটে স্বায়ম্ভুব সর্গ কহিয়াছ, এই ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার ও মন্বন্তর সকলও বর্ণন করিয়াছ, তাহাতে যে ঈশ্বরেশ্বর ভগবান্ ধর্ম্মতৎপর ও জ্ঞানযোগরত বর্ণিগণের আরাধ্য তাহা কহিয়াছ এবং অশেষ সংসারের দুঃখনাশক অত্যুত্তম তত্ত্বসকলও বর্ণন করিয়াছ; যাহা দ্বারা আমরা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান জানিতে পারিব। হে বৎস সূত! তুমি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট সমস্ত বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, সুতরাং সাক্ষাৎ নারায়ণের স্বরূপ হইয়াছ, অতএব আমরা তোমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি। পুরাণতত্ত্বজ্ঞ সূত মুনিদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রভু কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে স্মরণ করত বলিতে উপক্রম করিলেন। এমন সময়ে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস স্বয়ং সেই মুনিদিগের যজ্ঞস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বেদবিদ্বান্ কৃষ্ণবর্ণ মেঘসম দ্যুতিমান্ পদ্মপত্রলোচন ব্যাসকে সমাগত দেখিয়া দ্বিজগণ প্রণাম করিলেন। সেই লোমহর্ষণ-সূত তখন ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং প্রদক্ষিণ করত

পৃষ্টা হ্যেত্থনাময়ং বিপ্রাঃ শৌনকাদ্যা মহামুনিম্
সমাস্থত্যাসনং তস্মৈ তদ্‌যোগ্যং সমকল্পয়ন্ ॥
অথৈনামব্রবীদ্বাক্যং পরাশরসুতঃ প্রভুঃ।
কচ্চিন্ন হানিস্তপসঃ স্বাধ্যায়স্য শ্রুতস্য চ ॥ ১০
ততঃ স সূতঃ স্বগুরুং প্রণম্যাহ মহামুনিম্।
জ্ঞানং তদ্‌ব্রহ্মবিষয়ং মুনীনাং বক্তুমর্হসি ॥ ১১
ইমে হি মুনয়ঃ শান্তাস্তাপসা ধর্ম্মতৎপরাঃ।
শুশ্রূষা জায়তে চৈষাং বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ ॥ ১২
জ্ঞানং বিমুক্তিদং দিব্যং যন্মে সাক্ষাৎ ত্বয়োদিতম্
মুনীনাং ব্যাহৃতং পূর্ব্বং বিষ্ণুনা কূর্ম্মরূপিণা ॥ ১৩
শ্রুত্বা সূতস্য বচনং মুনিঃ সত্যবতীসুতঃ।
প্রণম্য শিরসা রুদ্রং বচঃ প্রাহ সুখাবহম্ ॥ ১৪

ব্যাস উবাচ।

বক্ষ্যে দেবো মহাদেবঃ পৃষ্টো যোগীশ্বরৈঃ পুরা
সনৎকুমারপ্রমুখৈঃ স্বয়ং যৎ সমভাষত ॥ ১৫

কৃতাঞ্জলি হইয়া গুরুর পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শৌনকাদি মুনিগণ তাঁহাকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমীপস্থ হইয়া তাঁহার যোগ্য আসনের কল্পনা করিলেন। ১—৯। অনন্তর পরাশরসুত প্রভু ব্যাস তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! তপস্যা, স্বাধ্যায় বা শ্রুত বিষয়ে আপনাদিগের কোন বিঘ্ন নাই ত? তৎপরে সূত স্বীয় গুরু মহামুনি ব্যাসকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—গুরো! এই মুনিদিগের নিকট সেই ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান বলিতে আপনিই উপযুক্ত; যেহেতু ইহাঁরা সকলেই শান্ত, তপস্বী ও ধর্ম্মতৎপর এবং শ্রবণ করিতে ইহাঁদের সম্পূর্ণ অভিলাষ রহিয়াছে, অতএব বলিতে যোগ্য। পূর্ব্বে কূর্ম্মরূপী বিষ্ণু মুনিদিগের নিকট যে সাক্ষাৎ বিমুক্তিপ্রদ দিব্যজ্ঞান বর্ণন করেন—যাহা আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহাই ইহাঁদিগের নিকট আপনি তত্ত্বতঃ বলিতে উপযুক্ত। সত্যবতীসুত মুনি ব্যাসদেব সূতের তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া রুদ্রদেবকে প্রণিপাত করত সুখাবহ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যাস বলিলেন,—পূর্ব্বকালে

সনৎকুমারঃ সনকস্তথৈব চ সনন্দনঃ।
অঙ্গিরা রুদ্রসহিতো ভৃগুঃ পরমধর্ম্মবিৎ ॥ ১৬
কণাদঃ কপিলো গর্গো বামদেবো মহামুনিঃ।
শুক্রো বশিষ্ঠো ভগবান্ সর্ব্বে সংযতমানসাঃ ॥ ১৭
পরস্পরং তে বিচার্য্য সংশয়াবিষ্টচেতসঃ।
তপ্তবন্তস্তপো ঘোরং পুণ্যে বদরিকাশ্রমে ॥ ১৮
অপশ্যংস্তে মহাযোগমৃষিং ধর্ম্মসুতং মুনিম্।
নারায়ণমনাদ্যন্তং নরেণ সহিতং তদা ॥ ১৯
সংস্তূয় বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ সর্ব্ববেদসমুদ্ভবৈঃ।
প্রণেমুর্ভক্তিসংযুক্তা যোগিনো যোগবিত্তমম্ ॥
বিজ্ঞায় বাঞ্ছিতং তেষাং ভগবানপি সর্ব্ববিৎ।
প্রাহ গম্ভীরয়া বাচা কিমর্থং তপ্যতে তপঃ ॥ ২১
অব্রুবন্ হৃষ্টমনসো বিশ্বাত্মানং সনাতনম্।
সাক্ষান্নারায়ণং দেবমাগতং সিদ্ধিসূচকম্ ॥ ২২
বয়ং সংশয়মাপন্নাঃ সর্ব্বে বৈ ব্রহ্মবাদিনঃ।
ভবন্তমেব শরণং প্রপন্নাঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৩

সনৎকুমারপ্রমুখ যোগীশ্বরগণকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বয়ং মহাদেব যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই বিষয় বলিতেছি। সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, অঙ্গিরা, রুদ্র, পরমধর্ম্মজ্ঞ ভৃগু, কণাদ, কপিল, গর্গ, মহামুনি বামদেব, শুক্র ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি সংযতচিত্ত মুনিগণ পরস্পর বিবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়াও চিত্তের সংশয়নিরাসে অক্ষম হওয়ায় পুণ্যপ্রদ বদরিকাশ্রমে ঘোর তপস্যা আচরণ করিয়া তৎকালে মহাযোগী ঋষিপ্রবর ধর্ম্মসুত অনাদি-অনন্ত মুনিবর নর-নারায়ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। সেই ভক্তিসম্পন্ন যোগীরা সর্ব্ববেদসমুদ্ভূত বিবিধ স্তোত্রে স্তব করিয়া যোগবিত্তম নর-নারায়ণকে প্রণাম করিলেন। তখন সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদিগের বাঞ্ছিত জানিয়া গম্ভীর-বাক্যে জিজ্ঞাসিলেন,—কিজন্য আপনারা তপস্যা করিতেছেন? ১০—২১। তখন সেই মুনিগণ সমীপাগত সিদ্ধিসূচক বিশ্বাত্মা সনাতন দেব নারায়ণকে হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, আমরা সকলে ব্রহ্মবাদী হইলেও অত্যন্ত সন্দিহান হইয়া সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম আপনা-

ত্বং বেৎসি পরমং গুহ্যং সর্ব্বন্তু ভগবানৃষিঃ।
নারায়ণঃ স্বয়ং সাক্ষাৎ পুরাণোঽব্যক্তপূরুষঃ॥২৪
ন হ্যন্যো বিদ্যতে বেত্তা ত্বামৃতে পরমেশ্বরম্।
স ত্বমস্মাকমচলং সংশয়ং ছেত্তুমর্হসি॥ ২৫
কিঙ্কারণমিদং কৃৎস্নং কোঽন্তু সংসরতে সদা।
কশ্চিদাত্মা চ কা মুক্তিঃ সংসারঃ কিংনিমিত্তকঃ
কঃ সংসারপতীশানঃ কো বা সর্ব্বং প্রপশ্যতি।
কিং তৎ পরতরং ব্রহ্ম সর্ব্বং নো বক্তুমর্হসি॥২৭
এবমুক্তা তু মুনয়ঃ প্রাপশ্যন্ পুরুষোত্তমম্।
বিহায় তাপসং বেষং সংস্থিতং স্বেন তেজসা॥
বিভ্রাজমানং বিমলং প্রভামণ্ডলমণ্ডিতম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং দেবং তপ্তজাম্বুনদপ্রভম্॥ ২৯
শঙ্খ-চক্র-গদাপাণিং শার্ঙ্গহস্তং শ্রিয়া বৃতম্।
ন দৃষ্টস্তৎক্ষণাদেব নরস্তস্যৈব তেজসা॥ ৩০
তদন্তরে মহাদেবঃ শশাঙ্কাঙ্কিতশেখরঃ।
প্রসাদাভিমুখো রুদ্রঃ প্রাদুরাসীন্মহেশ্বরঃ॥ ৩১
নিরীক্ষ্য তে জগন্নাথং ত্রিনেত্রং চন্দ্রভূষণম্।
তুষ্টুবুর্হৃষ্টমনসো ভক্ত্যা তং পরমেশ্বরম্॥ ৩২
জয়েশ্বর মহাদেব জয় ভূতপতে শিব।
জয়াশেষমুনীশান তপসাভিপ্রপূজিত॥ ৩৩
সহস্রমূর্ত্তে বিশ্বাত্মন্ জগদ্‌যন্ত্রপ্রবর্ত্তক।
জয়ানন্ত জগজ্জন্ম-ত্রাণ-সংহারকারক॥ ৩৪
সহস্রচরণেশান শম্ভো যোগীন্দ্রবন্দিত।
জয়াম্বিকাপতে দেব নমস্তে পরমেশ্বর॥ ৩৫
সংস্তুতো ভগবানীশস্ত্র্যম্বকো ভক্তবৎসলঃ।
সমালিঙ্গ্য হৃষীকেশং প্রাহ গম্ভীরয়া গিরা॥ ৩৬
কিমর্থং পুণ্ডরীকাক্ষ মুনীন্দ্রা ব্রহ্মবাদিনঃ।
ইমং সমাগতা দেশং কিং নু কার্য্যং ময়াচ্যুত॥
আকর্ণ্য তস্য তদ্বাক্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
প্রাহ দেবো মহাদেবং প্রসাদাভিমুখং স্থিতম্॥

কেই শরণ লাভ করিয়াছি। আপনি সাক্ষাৎ পুরাণ অব্যক্তপুরুষ ভগবান ঋষি নারায়ণ। আপনিই পরম গুহ্যবিষয় সকল অবগত আছেন। সাক্ষাৎ পরমেশ্বর আপনি ব্যতীত অন্য কেহই এ বিষয় অবগত নহে; অতএব আপনিই আমাদিগের এই অচল সংশয় ছেদন করিতে যোগ্য। এই যে কৃৎস্ন অর্থাৎ যাবতীয় পদার্থ, ইহার কারণ কি? কে সর্ব্বদা সংসারী? আত্মা কে? মুক্তি কি? সংসারের হেতুই বা কি? সংসারের পতি ঈশ্বর কে? কে-ই বা সমস্ত দর্শন করে? এবং সেই পরতর ব্রহ্মই বা কে? হে দেব। এই সকল বিষয় আপনি যথাবৎ বলুন। সনৎকুমারাদি মুনিগণ এই কথা বলিয়া সেই পুরুষোত্তমকে দেখিলেন যে, তিনি তখন তাপস-বেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় তেজোমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া শোভা পাইতেছেন; তিনি প্রভামণ্ডলে মণ্ডিত; তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস, তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় প্রভা; শঙ্খ-চক্র-গদা তাঁহার হস্তে বিদ্যমান, নিকটে লক্ষ্মী বর্ত্তমান রহিয়াছেন; কিন্তু তৎকালে তাঁহার তেজে নরঋষিকে তাঁহার নিকট দেখা গেল না। এমত সময়ে শশাঙ্কশেখর, মহাদেব, রুদ্র, মহেশ্বর প্রসাদাভিমুখ হইয়া সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। ২২-৩১। সনৎকুমারাদি মুনিগণ সেই ত্রিনেত্র, চন্দ্রভূষণ, জগন্নাথ, পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া আহ্লাদিতচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন;—হে ঈশ্বর মহাদেব! আপনার জয় হউক। হে ভূতপতি শিব! আপনার জয় হউক। হে অশেষ-মুনীশ্বর! হে তপঃপ্রপূজিত! আপনার জয় হউক। হে সহস্রমূর্ত্তে! হে বিশ্বাত্মন্! হে জগদ্‌যন্ত্রপ্রবর্ত্তক! হে জগৎসৃষ্টি-স্থিতিসংহারকারিন্! হে অনন্ত! আপনার জয় হউক। হে সহস্রচরণ! হে ঈশান! হে শম্ভো! হে যোগীন্দ্রবন্দিত! হে অম্বিকাপতে! আপনার জয় হউক। হে দেব পরমেশ্বর। আপনাকে নমস্কার। ভগবান্ ভক্তবৎসল ভবানীপতি ত্র্যম্বক এইরূপে সম্যক্ স্তুত হইয়া হৃষীকেশকে আলিঙ্গন করত গম্ভীর বাক্যে বলিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! এই ব্রহ্মবাদী মুনিগণ কি জন্য এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন? আমাকেই বা কি করিতে হইবে? দেবদেব

ইমে হি মুনয়ো দেব তাপসাঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
অভ্যাগতানাং শরণং সম্যগ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥৩৯
যদি প্রসন্নো ভগবান্ মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
সন্নিধৌ মম তজ্জ্ঞানং দিব্যং বক্তুমিহার্হসি ॥৪০
ত্বং হি বেত্থ স্বমাত্মানং ন হ্যন্যো বিদ্যতে শিব।
ততস্ত্বমাত্মনাত্মানং মুনীন্দ্রেভ্যঃ প্রদর্শয় ॥ ৪১
এবমুক্ত্বা হৃষীকেশঃ প্রোবাচ মুনিপুঙ্গবান্।
প্রদর্শয়ন্ যোগসিদ্ধিং নিরীক্ষ্য বৃষভধ্বজম্ ॥ ৪২
সন্দর্শনান্মহেশস্য শঙ্করস্যাথ শূলিনঃ।
কৃতার্থং স্বয়মাত্মানং জ্ঞাতুমর্হথ তত্ত্বতঃ ॥ ৪৩
দ্রষ্টুমর্হথ বিশ্বেশং প্রত্যক্ষং পুরতঃ স্থিতম্।
মমৈব সন্নিধাবেষ যথাবদ্বক্ষ্যতীশ্বরঃ ॥ ৪৪
নিশম্য বিষ্ণোর্বচনং প্রণম্য বৃষভধ্বজম্।
সনৎকুমারপ্রমুখাঃ পৃচ্ছন্তি স্ম মহেশ্বরম্ ॥ ৪৫

অথাস্মিন্নন্তরে দিব্যমাসনং বিমলং শিবম্।
কিমপ্যচিন্ত্যং গগনাদীশ্বরার্থে সমুদ্ভবৌ ॥ ৪৬
তত্রাসসাদ যোগাত্মা বিষ্ণুনা সহ বিশ্বকৃৎ।
তেজসা পূরয়ন্ বিশ্বং ভাতি দেবো মহেশ্বরঃ ॥
ততো দেবাধিদেবেশং শঙ্করং ব্রহ্মবাদিনঃ।
বিভ্রাজমানং বিমলে তস্মিন দদৃশুরাসনে ॥ ৪৮
যং প্রপশ্যন্তি যোগস্থাঃ স্বাত্মন্যাত্মানমীশ্বরম্।
অনন্যতেজসং শান্তং শিবং দদৃশিরে কিল ॥৪৯
যতঃ প্রসূতির্ভূতানাং যত্রৈতৎ প্রবিলীয়তে।
তমাসনস্থং ভূতানামীশং দদৃশিরে কিল ॥ ৫০
যদন্তরা সর্ব্বমেতদ্‌যতোঽভিন্নমিদং জগৎ।
সবাসুদেবমীশানমীশং দদৃশিরে পরম্ ॥ ৫১
প্রোবাচ পৃষ্টো ভগবান্ মুনীনাং পরমেশ্বরঃ।
নিরীক্ষ্য পুণ্ডরীকাক্ষং স্বাত্মযোগমনুত্তমম্ ॥ ৫২
তচ্ছৃণুধ্বং যথান্যায়মুচ্যমানং ময়ানঘাঃ।
প্রশান্তমনসঃ সর্ব্বে জ্ঞানমীশ্বরভাষিতম্ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে শ্রীমদ্-
ভগবদীশ্বর-গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে ঋষ্যাদিসংবাদে জ্ঞানযোগো
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

জনার্দ্দন তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসাদাভিমুখ উপবিষ্ট মহাদেবকে বলিলেন,—হে দেব! এই মুনিগণ সকলেই তাপস, ক্ষীণপাপ এবং দর্শনাভিলাষী অভ্যাগতদিগের সম্যক্ শরণ। এই ভাবিতাত্মা মুনিগণের প্রতি যদি ভগবান্ আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমার নিকট অবস্থান করত ইঁহাদিগের নিকট সেই দিব্যজ্ঞান কীর্ত্তন করুন। হে শিব! একমাত্র আপনিই স্বীয় আত্মাকে অবগত আছেন, আপনা ভিন্ন আর কেহই তাহা জানে না; অতএব আপনি স্বয়ংই সেই স্বীয় আত্মা মুনীন্দ্রদিগকে প্রদর্শন করুন। ৩৯—৪১। হৃষীকেশ মহাদেবকে এই কথা বলিয়া বৃষধ্বজকে দর্শন করত যোগসিদ্ধি প্রদর্শনপূর্ব্বক মুনীন্দ্রদিগকে বলিলেন,—শূলধারী শঙ্কর মহেশ্বরের দর্শন পাইয়াছেন বলিয়া আপনারা স্বীয় আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করুন; আপনারা যথার্থরূপে অবগত হইবার যোগ্য হইলেন। সম্মুখে প্রত্যক্ষরূপে অবস্থিত এই বিশ্বেশ্বরকে আপনারা জিজ্ঞাসা করুন, ইনি আমার নিকট যথার্থতঃ সমস্তই বলিবেন। সনৎকুমারাদি মুনিগণ বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবকে প্রণাম করত মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। এমত সময়ে পবিত্র, মঙ্গলময়, দিব্য একখানি অচিন্ত্য আসন ঈশ্বরের নিমিত্ত গগনতল হইতে প্রাদুর্ভূত হইল। বিশ্বকৃৎ যোগাত্মা মহেশ্বর স্বীয় তেজে দিক্ সকল পূর্ণ করিয়া বিষ্ণুর সহিত সেই আসনে আসীন হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন সেই ব্রহ্মবাদী মুনিগণ সেই বিমল আসনের উপরে সেই দেবাদিদেব শঙ্করকে শোভমান দর্শন করিলেন। যোগমগ্ন যোগিগণ স্বীয় আত্মাতে আত্মস্বরূপ যে ঈশ্বরকে দর্শন করেন, সেই অনন্যতেজাঃ শান্ত শিবকে তাঁহারা দর্শন করিলেন। যাঁহা হইতেই প্রাণিগণের উৎপত্তি হয় এবং যাঁহাতেই প্রাণিগণ বিলীন হয়, আসনোপবিষ্ট সেই ভূতপতি ঈশ্বরই মুনীন্দ্রগণকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলেন। যাবতীয় জগৎ যাঁহার মধ্যে বিরাজ

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

অবাচ্যমেতদ্বিজ্ঞানমাত্মগুহ্যং সনাতনম্।
যন্ন দেবা বিজানন্তি যতন্তোঽপি দ্বিজাতয়ঃ॥ ১
ইদং জ্ঞানং সমাশ্রিত্য ব্রহ্মভূতা দ্বিজোত্তমাঃ।
ন সংসারং প্রপদ্যন্তে পূর্ব্বেঽপি ব্রহ্মবাদিনঃ॥
গুহ্যাদ্গুহ্যতমং সাক্ষাদ্গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।
বক্ষ্যে ভক্তিমতামদ্য যুষ্মাকং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ৩
আত্মায়ং কেবলঃ স্বচ্ছঃ শুদ্ধঃ সূক্ষ্মঃ সনাতনঃ।
অস্তি সর্ব্বান্তরঃ সাক্ষাচ্চিন্মাত্রস্তমসঃ পরঃ॥ ৪
সোঽন্তর্যামী স পুরুষঃ স প্রাণঃ স মহেশ্বরঃ।
স কালোঽত্র তদব্যক্তং স চ বেদ ইতি শ্রুতিঃ
অস্মাদ্বিজায়তে বিশ্বমত্রৈব প্রবিলীয়তে।
স মায়ী মায়য়া বদ্ধঃ করোতি বিবিধাস্তনূঃ॥ ৬
ন চাপ্যয়ং সংসরতি ন সংসারময়ঃ প্রভুঃ।
নায়ং পৃথ্বী ন সলিলং ন তেজঃ পবনো নভঃ॥ ৭
ন প্রাণো ন মনোঽব্যক্তং ন শব্দঃ স্পর্শ এব চ
ন রূপং ন রসো গন্ধো নায়ং কর্ত্তা ন বাগপি॥ ৮
ন পাণিপাদৌ নো পায়ুর্ন চোপস্থং দ্বিজোত্তমাঃ
ন চ কর্ত্তা ন ভোক্তা বা ন চ প্রকৃতিপূরুষৌ।
ন মায়া নৈব চ প্রাণা চ চৈব পরমার্থতঃ। ৯
যথা প্রকাশতমসোঃ সম্বন্ধো নোপপদ্যতে।
তদ্বদেব ন সম্বন্ধঃ প্রপঞ্চপরমাত্মনোঃ॥ ১০
ছায়াতপৌ যথা লোকে পরস্পরবিলক্ষণৌ।
তদ্বৎ প্রপঞ্চপুরুষৌ বিভিন্নৌ পরমার্থতঃ॥ ১১
যশ্চাত্মা সলিলস্বচ্ছো বিকারী স্যাৎ স্বরূপতঃ।

মান এবং সমস্ত জগৎই যাঁহার স্বরূপ, বাসু-দেবের সহিত সেই পরম ঈশান মহেশ্বর মুনি গণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। ভগবান মহেশ্বর সনৎকুমারাদি মুনিগণকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পুণ্ডরীকাক্ষের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করত তৎকালে মুনীন্দ্রগণকে যে অনুত্তম স্বীয় আত্ম-যোগ বলিয়াছিলেন,—হে অনঘ মুনিগণ! আমি তাহাই বলিতেছি, আপনারা সকলে প্রশান্তচিত্ত হইয়া সেই ঈশ্বর-ভাষিত জ্ঞান শ্রবণ করুন। ৪২—৫৩।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাংখ্যযোগ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! দেবতারা যত্ন করিয়াও এই আত্মগুহ্য সনাতন বিজ্ঞান জানিতে পারেন নাই, অতএব ইহা সকলের নিকট অবাচ্য। এই জ্ঞান অবলম্বন করিলেই দ্বিজাতিগণ ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্বিজগণ এই জ্ঞানবলেই ব্রহ্মবাদী হইয়াছেন, এবং সংসারী হন নাই। ইহা গোপনীয় হই-তেও প্রযত্নে গোপনীয়তম। কিন্তু তোমরা অত্যন্ত ভক্তিমান্ ও ব্রহ্মবাদী, সুতরাং তোমাদিগের নিকটে ইহা অদ্য বলিতেছি। এই যে আত্মা, ইহা একমাত্র, নির্ম্মল, শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, সনাতন, সর্ব্বান্তর, সাক্ষাৎ চিন্মাত্র এবং তমোতীত। এই আত্মাই অন্তর্যামী, ইনিই পুরুষ, প্রাণ, মহেশ্বর, কাল, অব্যক্ত ব্রহ্ম, বেদ ও শ্রুতি; এই আত্মা হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হয় এবং বিশ্ব ইঁহাতেই বিলীন হয়। মায়ার আধার সেই আত্মাই যখন মায়া দ্বারা আবদ্ধ হন, তখনই তিনি বিবিধ দেহসকলের সৃষ্টি করেন। এই প্রভু আত্মা, কোথাও যান না, সংসারীও হন না। ইনি পৃথিবী, জল, তেজ, পবন বা আকাশ নহেন। ইনি প্রাণ, মন, অব্যক্ত, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস বা গন্ধ কিংবা ইহাদের কর্ত্তা নহেন। ইনি বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু বা উপস্থ নহেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই আত্মা কর্ত্তা বা ভোক্তা নহেন; ইনি প্রকৃতি কিংবা পুরুষ নহেন। ইনি মায়া বা প্রাণ কিংবা পরমার্থও নহেন। যেমন প্রকাশ (আলোক) ও তমঃ (অন্ধকার) এতদুভয়ের সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ প্রপঞ্চ ও পরমাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ নাই। যেমন লোকমধ্যে ছায়া ও রৌদ্রের লক্ষণ পরস্পর বিভিন্ন তদ্রূপ প্রপঞ্চ ও পুরুষ পর-

ন হি তস্য ভবেন্মুক্তির্জন্মান্তরশতৈরপি ॥ ১২
পশ্যন্তি মুনয়ো মুক্তাঃ স্বাত্মানং পরমার্থতঃ।
বিকারহীনং নির্দ্বন্দ্বমানন্দাত্মানমব্যয়ম্ ॥ ১৩
অহং কর্ত্তা সুখী দুঃখী কৃশঃ স্থূলেতি যা মতিঃ।
সা চাহঙ্কারকর্ত্তৃত্বাদাত্মন্যারোপিতা জনৈঃ ॥১৪
বদন্তি বেদবিদ্বাংসঃ সাক্ষিণং প্রকৃতেঃ পরম্।
ভোক্তারমক্ষরং বুদ্ধং সর্ব্বত্র সমবস্থিতম্ ॥ ১৫
তস্মাদজ্ঞানমূলো হি সংসারঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজ্ঞানাদন্যথাজ্ঞানাৎ তত্ত্বং প্রকৃতিসঙ্গতম্ ॥ ১৬
নিত্যোদিতং স্বয়ংজ্যোতিঃ সর্ব্বগঃ পুরুষঃ পরঃ
অহঙ্কারাবিবেকেন কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ১৭
পশ্যন্তি ঋষয়োঽব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং প্রকৃতিং বুদ্ধেঃ কারণং ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৮
তেনায়ং সঙ্গতঃ স্বাত্মা কূটস্থোঽপি নিরঞ্জনঃ।
স্বাত্মানমক্ষরং ব্রহ্ম নাববুধ্যেত তত্ত্বতঃ ॥ ১৯

অনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানং তস্মাদ্দুঃখং তথেরিতম্।
রাগদ্বেষাদয়ো দোষাঃ সর্ব্বে ভ্রান্তিনিবন্ধনাঃ ॥২০
কর্ম্মাণ্যস্য মহান্ দোষঃ পুণ্যাপুণ্যমিতি স্থিতিঃ
তদ্বশাদেব সর্ব্বেষাং সর্ব্বদেহসমুদ্ভবঃ ॥ ২১
নিত্যঃ সর্ব্বত্রগো হ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জ্জিতঃ।
একঃ সন্তিষ্ঠতে শক্ত্যা মায়য়া ন স্বভাবতঃ ॥২২
তস্মাদদ্বৈতমেবাহুর্মুনয়ঃ পরমার্থতঃ।
মদোঽব্যক্তস্বভাবেন সা চ মায়াত্মসংশ্রয়া ॥২৩
যথা হি ধূমসম্পর্কান্নাকাশো মলিনো ভবেৎ।
অন্তঃকরণজৈর্ভাবৈরাত্মা তদ্বন্ন লিপ্যতে ॥ ২৪
যথা স্বপ্রভয়া ভাতি কেবলঃ স্ফটিকোপলঃ।
উপাধিহীনো বিমলস্তথৈবাত্মা প্রকাশতে ॥২৫
জ্ঞানস্বরূপমেবাহুর্জগদেতদ্বিচক্ষণাঃ।
অর্থস্বরূপমেবান্যে পশ্যন্ত্যন্যে কুদৃষ্টয়ঃ ॥২৬
কূটস্থো নির্গুণো ব্যাপী চৈতন্যাত্মা স্বভাবতঃ
দৃশ্যতে হ্যর্থরূপেণ পুরুষৈর্ভ্রান্তদৃষ্টিভিঃ ॥ ২৭

পর পৃথক্। ১—১১। সলিলের ন্যায় স্বচ্ছ যে আত্মা স্বরূপতঃ বিকারী হয়, শত শত জন্মান্তরেও তাহার মুক্তি হয় না। যাঁহারা মুক্ত সেই মুনিরাই, বিকারহীন, অদ্বন্দ্ব, আনন্দাত্মক ও অব্যক্ত স্বীয় আত্মাকে যথার্থতঃ দর্শন করেন। 'আমি কর্ত্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কৃশ বা আমি স্থূল' ইত্যাদি যে বুদ্ধি, তাহা অহঙ্কারবশে আত্মাতে আরোপিত মাত্র। বেদবিদ্বান্‌গণ বলেন যে, আত্মাই সর্ব্বসাক্ষী, প্রকৃতির পর, ভোক্তা, অক্ষর, বুদ্ধ ও সর্ব্বত্র অবস্থিত। সুতরাং যাবতীয় দেহীর পক্ষেই সংসার অজ্ঞানমূলক; অজ্ঞান বা অন্যথাজ্ঞান হইতেই তত্ত্ব সকল প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গত হয়। জ্যোতির্ম্ময় আত্মা স্বয়ংই নিত্যউদিত, সর্ব্বগ ও পরমপুরুষ; তথাপি লোকে যে "আমি কর্ত্তা" মনে করে, তাহার একমাত্র হেতু কেবল অহঙ্কারজন্য অবিবেক। এই অব্যক্ত নিত্য, সদসদাত্মক, প্রধান, প্রকৃতি ও বুদ্ধির কারণ —আত্মাকে ব্রহ্মবাদী ঋষিরাই দর্শন করিয়া থাকেন। সেই জন্যই স্বীয় আত্মা কূটস্থ বা নিরঞ্জন হইলেও সঙ্গত হন। তাহাতেই স্বীয় অক্ষয় আত্মাকে ব্রহ্মস্বরূপে যথার্থতঃ জানিতে পারে না। অনাত্মাতে যে আত্মবিজ্ঞান, তাহা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি হয় এবং রাগ-দ্বেষাদি দোষ সকল ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন হয়। কর্ম্মই ইহার দোষ, পুণ্য-পাপই স্থিতি, তদ্বশেই দেহের উৎপত্তি। নিত্য, সর্ব্বত্রগ, কূটস্থ ও দোষরহিত আত্মা নিজ শক্তিবশে একাকীই অবস্থান করেন, মায়ার সহিত অবস্থান করেন না। ১২—২২। সেই জন্যই মুনিরা আত্মাকে যথার্থতঃ অদ্বৈত বলেন। অব্যক্তের স্বভাববলে যে মদ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই আত্মসংশ্রয়া মায়া বলে। যেরূপ ধূমসম্পর্কে আকাশ মলিন হয় না, সেইরূপ অন্তঃকরণজ ভাবে আত্মাও লিপ্ত হন না। স্ফটিকোপল যেরূপ কেবল স্বীয় প্রভা দ্বারা দীপ্তি পায়, তদ্বৎ আত্মাও উপাধিহীন ও নির্ম্মল হইয়া প্রকাশিত হন। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এই জগৎকে জ্ঞানস্বরূপই বলেন; কিন্তু কু-দৃষ্টিরা বলে—অর্থস্বরূপ। কূটস্থ, নির্গুণ, ব্যাপক ও স্বভাবতঃ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে অর্থরূপে যাহারা দর্শন করে,

যথা স লক্ষ্যতে রক্তঃ কেবলঃ স্ফাটিকো জনৈঃ।
রঞ্জিকাদ্যুপধানেন তদ্বৎ পরমপুরুষঃ ॥ ২৮
তস্মাদাত্মাক্ষরঃ শুদ্ধো নিত্যঃ সর্ব্বত্রগোঽব্যয়ঃ
উপাসিতব্যো মন্তব্যঃ শ্রোতব্যশ্চ মুমুক্ষুভিঃ ॥২৯
যদা মনসি চৈতন্যং ভাতি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
যোগিনঃ শ্রদ্দধানস্য তদা সম্পদ্যতে স্বয়ম্ ॥৩০
যথা সর্ব্বাণি ভূতানি স্বাত্মন্যেবাভিপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৩১
যদা সর্ব্বাণি ভূতানি সমাধিস্থো ন পশ্যতি।
একীভূতঃ পরেণাসৌ তদা ভবতি কেবলঃ ॥৩২
যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ
তদাসাবমৃতীভূতঃ ক্ষেমং গচ্ছতি পণ্ডিতঃ ॥৩৩
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৩৪
যদা পশ্যতি চাত্মানং কেবলং পরমার্থতঃ।
মায়ামাত্রং জগৎ কৃৎস্নং তদা ভবতি নির্বৃতঃ ॥

তাহারাই ভ্রান্তদৃষ্টি। যেরূপ গুঞ্জা প্রভৃতি উপাধি-যোগে স্ফাটিকপ্রস্তর রক্তবর্ণ বলিয়া লোকের দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ পরমপুরুষ আত্মাও অধ্যাসবশে রাগাদিবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। অতএব অক্ষর, শুদ্ধ, নিত্য, সর্ব্বত্রগ ও অব্যয় আত্মাই মুমুক্ষুগণের মন্তব্য, শ্রোতব্য ও উপাসিতব্য। সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে শ্রদ্ধাসম্পন্ন যোগীর মনে যখন চৈতন্য প্রতিভাত হয়, তখনই যোগী স্বয়ং সম্পন্ন (আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট) হয়। স্বীয় আত্মাতে যখন সমস্ত ভূতকে দর্শন করে এবং সমস্ত ভূতে আত্মাকে দর্শন করে, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন হয়। আর যখন সমাধিস্থ হইয়া সমস্ত ভূতকে দর্শন করিতে পারে না, তখন পরের সহিত একীভূত হইয়া একমাত্র হয়। যখন হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা বিগত হয়, তখন পণ্ডিত অমৃতভূত হইয়া ক্ষেম লাভ করে। ২৩—৩৩। যখন ভূত সকলের পার্থক্যকে একস্থ দর্শন করে, তখন হইতেই বিস্তৃত ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। যখন কেবল আত্মাকে পরমার্থরূপে দর্শন করে এবং সমস্ত জগৎকে মায়ামাত্র

যদা জন্মজরাদুঃখব্যাধীনামেকভেষজম্।
কেবলং ব্রহ্মবিজ্ঞানং জায়তেঽসৌ তদা শিবঃ ॥
যথা নদীনদা লোকে সাগরেণৈকতাং যযুঃ।
তদ্বদাত্মাক্ষরেণাসৌ নিষ্কলেনৈকতাং ব্রজেৎ ॥
তস্মাদ্বিজ্ঞানমেবাস্তি ন প্রপঞ্চো ন সংস্থিতিঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং লোকো বিজ্ঞানং তেন মুহ্যতি
বিজ্ঞানং নির্ম্মলং সূক্ষ্মং নির্ব্বিকল্পং যদব্যয়ম্।
অজ্ঞানমিতরৎ সর্ব্বং বিজ্ঞানমিতি তন্মতম্ ॥৩৯
এতদ্বঃ পরমং সাংখ্যং ভাষিতং জ্ঞানমুত্তমম্।
সর্ব্ববেদান্তসারং হি যোগস্তত্রৈকচিত্ততা ॥৪০
যোগাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদ্‌যোগঃ প্রবর্ত্ততে
যোগজ্ঞানাভিযুক্তস্য নাবাপ্যং বিদ্যতে ক্বচিৎ
যদেব যোগিনো যান্তি সাংখ্যৈস্তদধিগম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স তত্ত্ববিৎ
অন্যে হি যোগিনো বিপ্রা ঐশ্বর্য্যাসক্তচেতসঃ

জ্ঞান করে, তখন নির্ব্বৃত হয়। আর যখন জন্ম, জরা, দুঃখ ও ব্যাধি সকলের একমাত্র ঔষধস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তখনই শিবস্বরূপ হয়। লোকমধ্যে যেমন নদ-নদীসকল সাগরে মিলিত হইয়া সাগরের সহিত একতা লাভ করে, সেইরূপ আত্মাও সেই নিষ্কল অক্ষরের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব বিজ্ঞানই আছে, প্রপঞ্চ বা সংস্থিতি নাই। অজ্ঞানের সহিত বিজ্ঞান আবৃত হইলেই সকলে মুগ্ধ হয়। যাহা নির্ম্মল, সূক্ষ্ম, নির্ব্বিকল্প ও অব্যয়, তাহাই বিজ্ঞান, আর তদন্যই অজ্ঞান; অতএব অজ্ঞানের অভাবেই বিজ্ঞান। এই আমি তোমাদিগের নিকটে পরম সাংখ্যজ্ঞান উত্তমরূপে কহিলাম; ইহাই বেদান্তের সার। ইহাতে একচিত্ততার নামই যোগ। যোগ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং জ্ঞান হইতেও যোগ প্রবৃত্ত হয়; অতএব যোগ ও জ্ঞানে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপ্রাপ্য কি আছে? যোগিগণ যাহা পাইয়া থাকেন, সাংখ্যতত্ত্ববেত্তা সকলও তাহাই পাইয়া থাকেন; অতএব যিনি যোগ ও সাংখ্যকে একভাবে দর্শন করেন, তিনিই তত্ত্বজ্ঞ। হে বিপ্রগণ!

মজ্জন্তি তত্র তত্রৈব যে চান্যে কুণ্ঠবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪৩
যত্তৎ সর্ব্বমতং দিব্যমৈশ্বর্য্যমমলং মহৎ।
জ্ঞানযোগাভিযুক্তস্তু দেহান্তে তদবাপ্নুয়াৎ ॥৪৪
এষ আত্মাহমব্যক্তো মায়াবী পরমেশ্বরঃ।
কীর্ত্তিতঃ সর্ব্ববেদেষু সর্ব্বাত্মা সর্ব্বতোমুখঃ ॥৪৫
সর্ব্বরূপঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বগন্ধোঽজরোঽমরঃ।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদোঽহমন্তর্যামী সনাতনঃ ॥ ৪৬
অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা হৃদি সংস্থিতঃ।
অচক্ষুরপি পশ্যামি তথাকর্ণঃ শৃণোম্যহম্ ॥ ৪৭
বেদাহং সর্ব্বমেবেদং ন মাং জানাতি কশ্চন।
প্রাহুর্ম্মহান্তং পুরুষং মামেকং তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪৮
পশ্যন্তি ঋষয়ো হেতুমাত্মনঃ সূক্ষ্মদর্শিনঃ।
নির্গুণামলরূপস্য যদৈশ্বর্য্যমনুত্তমম্ ॥ ৪৯
যন্ন দেবা বিজানন্তি মোহিতা মম মায়য়া।
বক্ষ্যে সমাহিতা যূয়ং শৃণুধ্বং ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৫০
নাহং প্রশাস্তা সর্ব্বস্য মায়াতীতঃ স্বভাবতঃ।
প্রেরয়ামি তথাপীদং কারণং সূরয়ো বিদুঃ ॥ ৫১
যন্মে গুহ্যতমং দেহং সর্ব্বগং তত্ত্বদর্শিনঃ।
প্রবিষ্টা মম সাযুজ্যং লভন্তে যোগিনোঽব্যয়ম্ ॥
যে হি মায়ামতিক্রান্তা মম যা বিশ্বরূপিণী।
লভন্তে পরমং শুদ্ধং নির্ব্বাণং তে ময়া সহ ॥৫৩
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি।
প্রসাদান্মম যোগীন্দ্রা এতদ্বেদানুশাসনম্ ॥ ৫৪
তৎ পুত্রশিষ্যযোগিভ্যো দাতব্যং ব্রহ্মবাদিভিঃ
যদুক্তমেতদ্বিজ্ঞানং সাংখ্যযোগসমাশ্রয়ম্ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে
শ্রীমদ্ভগবদীশ্বরগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে সাংখ্যযোগো
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

অন্য যে যোগিগণ ঐশ্বর্য্যাসক্তচিত্ত হইয়া তাহাতেই মগ্ন হয়, তাহারাই কুণ্ঠবুদ্ধি। অমল, মহৎ ও সর্ব্বসম্মত যে দিব্য ঐশ্বর্য্য আছে, জ্ঞান-যোগযুক্ত সকলে দেহান্তে তাহাই পাইয়া থাকেন ।৩৪-৪৪। সর্ব্ববেদেই কীর্ত্তিত হইয়াছে যে,এই আমিই আত্মা। আমি অব্যক্ত,মায়াবী, পরমেশ্বর, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বতোমুখ, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বরস, সর্ব্বগন্ধ, অজর, অমর, সর্ব্বতঃপাণি-পাদ, অন্তর্যামী ও সনাতন। আমার হাত নাই, পা নাই; আমি বেগবান্, গ্রহণকর্ত্তা ও হৃদয়স্থিত; আমার চক্ষু নাই—দেখিতেছি; কর্ণ নাই—শুনিতেছি; আমি সকলই জানি, আমাকে কেহই জানে না; তত্ত্বদর্শী সকলে বলিয়া থকেন, আমি এক, পুরুষ ও মহান্। নির্গুণ ও নির্ম্মলরূপী আমার হেতুস্বরূপ যে অনুত্তম ঐশ্বর্য্য, তাহা সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণেরই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া দেবগণও যাহা জানিতে পারেন না, তোমরা ব্রহ্মবাদী বলিয়া, তাহা তোমাদিগের নিকটে কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। আমি সকলের শাসক নহি, আমি স্বভাবতই মায়ার অতীত; তথাপি আমিই প্রেরয়িতা; পণ্ডিতগণ এই কারণ অবগত আছেন। যে তত্ত্বদর্শী যোগিগণ আমার সর্ব্বত্রগামী গুহ্যতম দেহে প্রবিষ্ট হই-য়াছেন, তাঁহারাই আমার অব্যয় সাযুজ্য পাইয়াছেন। আমার যে মায়া বিশ্বরূপিণী, তাঁহাকে যাঁহারা অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহা-রাই আমার সহিত শুদ্ধ পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার প্রসাদে শতকোটি কল্পেও তাঁহাদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না। হে যোগীন্দ্রগণ! ইহাই বেদের শাসন। ব্রহ্ম-বাদীদিগের কথিত এই যে সাংখ্যযোগ-সমাশ্রিত বিজ্ঞান কথিত হইল, ইহা পুত্র, শিষ্য ও যোগীদিগকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। ৪৫—৫৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

অব্যক্তাদভবৎ কালঃ প্রধানং পুরুষঃ পরঃ।
তেভ্যঃ সর্ব্বমিদং জাতং তস্মাদ্ব্রহ্মময়ং জগৎ ॥
সর্ব্বতঃপাণিপাদান্তং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। ২
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বাধারং সদানন্দমব্যক্তং দ্বৈতবর্জ্জিতম্ ॥ ৩
সর্ব্বোপমানরহিতং প্রমাণাতীতগোচরম্।
নির্ব্বিকল্পং নিরাভাসং সর্ব্ববাসং পরামৃতম্ ॥ ৪
অভিন্নং ভিন্নসংস্থানং শাশ্বতং ধ্রুবমব্যয়ম্।
নিগুণং পরমং জ্যোতিস্তজ্জ্ঞানং সূরয়ো বিদুঃ
স আত্মা সর্ব্বভূতানাং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ পরঃ।
সোঽহং সর্ব্বত্রগঃ শান্তো জ্ঞানাত্মা পরমেশ্বরঃ ॥
ময়া ততমিদং বিশ্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ৭
প্রধানং পুরুষঞ্চৈব তত্ত্বদ্বয়মুদাহৃতম্।
তয়োরনাদিরুদ্দিষ্টঃ কালঃ সংযোগজঃ পরঃ ॥ ৮
ত্রয়মেতদনাদ্যন্তমব্যক্তে সমবস্থিতম্।
তদাত্মকং তদন্যৎ স্যাৎ তদ্রূপং মামকং বিদুঃ ॥ ৯
মহদাদ্যং বিশেষান্তং সম্প্রসূতেঽখিলং জগৎ।
যা সা প্রকৃতিরুদ্দিষ্টা মোহিনী সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ১০
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো বৈ ভুঙ্ক্তে যঃ প্রাকৃতান্ গুণান্।
অহঙ্কারবিমুক্তত্বাৎ প্রোচ্যতে পঞ্চবিংশকঃ ॥ ১১
আদ্যো বিকারঃ প্রকৃতের্মহানিতি চ কথ্যতে।
বিজ্ঞাতৃশক্তি বিজ্ঞানাদহঙ্কারস্তদুত্থিতঃ ॥ ১২
এক এব মহানাত্মা সোঽহঙ্কারোঽভিধীয়তে।
স জীবঃ সোঽন্তরাত্মেতি গীয়তে তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥
তেন বেদয়তে সর্ব্বং সুখং দুঃখঞ্চ জন্মসু।

তৃতীয় অধ্যায়।

অব্যক্তাদি-জ্ঞানযোগ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অব্যক্ত হইতে কাল, প্রধান ও পরমপুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে। কালাদি হইতেই আবার এই সমস্ত জগৎ জন্মিয়াছে, সুতরাং সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময়। যাঁহার পাণি ও পাদান্ত সর্ব্বত্র প্রসৃত যাঁহার অক্ষি শিরো মুখ সর্ব্বত্র ব্যবস্থিত, যিনি সর্ব্বত্র শ্রুতিমান্ এবং লোকমধ্যে যিনি সমস্ত আবৃত করিয়া অবস্থিত তিনিই ব্রহ্ম। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও গুণ সকলের আভাস যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, অথচ যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত, সকলের আধার, সদানন্দ, দ্বৈত-বর্জ্জিত ও অব্যক্ত; যিনিই সমস্ত উপমান-বিরহিত, প্রমাণাতীত অথচ প্রমাণগোচর, নির্ব্বিকল্প. আভাসরহিত অথচ সর্ব্বাভাস,পরম অমৃত,অভিন্ন অথচ ভিন্নসংস্থান, শাশ্বত, ধ্রুব, অব্যয়,নিগুর্ণ ও পরম জ্যোতিঃস্বরূপ,পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই জ্ঞান বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তিনিই সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ, তিনিই প্রধান, তিনিই আমি, তিনিই সর্ব্বত্রগামী এবং তিনিই শান্ত ও জ্ঞানাত্মা পরমেশ্বর। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বই আমা কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত এবং সর্ব্বভূত আমাতেই অবস্থিত, এইরূপ জ্ঞান যাঁহার আছে, তিনিই বেদজ্ঞ। প্রধান ও পুরুষ, এই দুইটাই দুইটি তত্ত্ব; কিন্তু যে উৎকৃষ্ট কাল অনাদি বলিয়া উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রধান ও পুরুষের সংযোগ হইতে উৎপন্ন। অতএব এই তিনটি তত্ত্বই অনাদি ও অনন্ত-রূপে অব্যক্তে অবস্থিত। কিন্তু আমার সেই রূপ তদাত্মক ও তদন্য বলিয়া পণ্ডিতগণ অবগত আছেন। মহদবধি বিশেষ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎকে যিনি প্রসব করেন, তিনি প্রকৃতি; প্রকৃতি সমস্ত দেহীদিগকে মোহিত করেন। ১—১০। পুরুষ প্রকৃতিগত হইয়া প্রকৃতির গুণসকল ভোগ করেন; কিন্তু অহংকারবিমুক্তত্ব হেতু তিনিই পঞ্চবিংশ তত্ত্ব। প্রকৃতির আদ্য বিকার মহান্; কিন্তু বিজ্ঞাতৃ-শক্তি-বিজ্ঞান হেতু, তাহা হইতেই অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। একমাত্র মহান্‌ই আত্মা, তাহাকেই অহঙ্কার বলে। তত্ত্বচিন্তকেরা বলেন, উহাই জীব ও অন্তরাত্মা। জীবনের

স বিজ্ঞানাত্মকস্তস্য মনঃ স্যাদুপকারকম্ ॥ ১৪
তেনাবিবেকতস্তস্মাৎ সংসারঃ পুরুষস্য তু।
স চাবিবেকঃ প্রকৃতৌ সঙ্গাৎ কালেন সোঽভবৎ
কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
সর্ব্বে কালস্য বশগা ন কালঃ কস্যচিদ্বশে। ১৬
সোঽন্তরা সর্ব্বমেবেদং নিযচ্ছতি সনাতনঃ।
প্রোচ্যতে ভগবান্ প্রাণঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পুরুষোত্তমঃ
সর্ব্বেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরমং মন আহুর্মনীষিণঃ।
মনসশ্চাপ্যহঙ্কারস্বহঙ্কারান্মহান্ পরঃ ॥ ১৮
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষাদ্ভগবান্ প্রাণস্তস্য সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ১৯
প্রাণাৎ পরতরং ব্যোমব্যোমাতীতোঽগ্নিরীশ্বরঃ
সোঽহং ব্রহ্মাব্যয়ঃ শান্তো মায়াতীতমিদং জগৎ
নাস্তি মত্তঃ পরং ভূতং মাঞ্চ বিজ্ঞায় মুচ্যতে।

যে সুখ-দুঃখ তাহা অহঙ্কারই জানাইয়া দেয়; সুতরাং অহঙ্কার বিজ্ঞানাত্মক; কিন্তু মন উহার উপকারক। সেই জন্যই অবিবেক-বশতঃ পুরুষের সংসার-সংঘটন। প্রকৃতির সহিত কালের সংসর্গে অবিবেকের উৎপত্তি হয়। যেহেতু কালই ভূতগণকে সৃষ্টি করে, কালই প্রজাদিগকে সংহার করে, অতএব সকলেই কালের বশীভূত; কিন্তু কালকে কেহই বশীভূত করিতে পারে না। সেই সনাতন কালই সকলের মধ্যগত হইয়া সকলকে নিয়ত করে, সেই জন্য কালই ভগবান্ প্রাণ, সর্ব্বজ্ঞ ও পুরুষোত্তম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যত ইন্দ্রিয় আছে, মনই সকলের প্রধান, ইহা পণ্ডিতগণের উক্তি। আবার অহঙ্কার মন হইতে শ্রেষ্ঠ, মহান্ অহঙ্কার হইতে শ্রেষ্ঠ, মহৎ হইতে অব্যক্ত, অব্যক্ত হইতে পুরুষ এবং পুরুষ হইতে প্রাণাত্মক ভগবান্ কালই শ্রেষ্ঠ; অতএব সমস্ত জগৎ সেই কালেরই অধিকৃত। প্রাণ অপেক্ষা আকাশ শ্রেষ্ঠতর এবং আকাশ অপেক্ষা ঈশ্বর অগ্নি শ্রেষ্ঠতর; কিন্তু আমি শান্ত, অব্যয়, ব্রহ্ম এবং মায়াতীত, এই জগতের স্বরূপ বলিয়া আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর কিছুই

নিত্যং নেহাস্তি জগতি ভূতং স্থাবরজঙ্গমম্।
ঋতে মামেকমব্যক্তং ব্যোমরূপং মহেশ্বরম্ ॥ ২১
সোঽহং সৃজামি সকলং সংহরামি সদা জগৎ।
মায়ী মায়াময়ো দেবঃ কালেন সহ সঙ্গতঃ ॥ ২২
মৎসন্নিধাবেষ কালঃ করোতি সকলং জগৎ।
নিয়োজয়ত্যনন্তাত্মা হ্যেতদ্বেদানুশাসনম্ ॥ ২৩

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে শ্রীমদ্-
ভগবদীশ্বরগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রেঽব্যক্তাদিজ্ঞানযোগো
নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩॥

নাই, সুতরাং আমাকে জানিলেই মুক্তি হয়। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূত সকলের মধ্যে নিত্য কিছুই নাই,—একমাত্র অব্যক্ত, ব্যোমরূপী মহেশ্বর আমিই নিত্য। মায়াবী ও মায়াত্মক সেই আমিই কালের সহিত সঙ্গত হইয়া সর্ব্বদা সমস্ত জগতের সৃষ্টিও করি, সংহারও করি; অতএব আমার সন্নিধিবশতই সেই কাল সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করে এবং অনন্তাত্মা হইয়া নিয়োজিতও করে, ইহাই বেদের অনু-শাসন। ১১—২৩।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

বক্ষ্যে সমাহিতা যূয়ং শৃণুধ্বং ব্রহ্মবাদিনঃ।
মাহাত্ম্যং দেবদেবস্য যেন সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ॥ ১
নাহং তপোভির্বিবিধৈর্ন দানেন ন চেজ্যয়া।

চতুর্থ অধ্যায়।

দেবদেবমাহাত্ম্য—জ্ঞানযোগ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ! তোমরা সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর, আমি দেব-দেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব; ইহাঁ দ্বারাই সমস্ত প্রবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। বিবিধ তপস্যা,

শক্যো হি পুরুষৈর্জ্ঞাতুমৃতে ভক্তিমনুত্তমাম্ ॥২
অহং হি সর্ব্বভূতানামন্তস্তিষ্ঠামি সর্ব্বগঃ।
মাং সর্ব্বসাক্ষিণং লোকো ন জানাতি মুনীশ্বরাঃ
যস্যান্তরা সর্ব্বমিদং যো হি সর্ব্বান্তরঃ পরঃ।
সোঽহং ধাতা বিধাতা চ কালাগ্নির্বিশ্বতোমুখঃ
ন মাং পশ্যন্তি মুনয়ঃ সর্ব্বে পিতৃদিবৌকসঃ।
ব্রহ্মা চ মনবঃ শক্রো যে চান্যে প্রথিতৌজসঃ
গৃণন্তি সততং বেদা মামেকং পরমেশ্বরম্।
যজন্তি বিবিধৈরগ্নিং ব্রাহ্মণা বৈদিকৈর্মখৈঃ ॥ ৬
সর্ব্বে লোকা ন পশ্যন্তি ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ধ্যায়ন্তি যোগিনো দেবং ভূতাধিপতিমীশ্বরম্ ॥৭
অহং হি সর্ব্বহবিষাং ভোক্তা চৈব ফলপ্রদঃ।
সর্ব্বদেবতনুর্ভূত্বা সর্ব্বাত্মা সর্ব্বসংস্থিতঃ ॥ ৮
মাং পশ্যন্তীহ বিদ্বাংসো ধার্ম্মিকা বেদবাদিনঃ।
তেষাং সন্নিহিতো নিত্যং যে মাং নিত্যমুপাসতে
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ধার্ম্মিকা মামুপাসতে।
তেষাং দদামি তৎ স্থানমানন্দং পরমং পদম্ ॥
অন্যেঽপি যে স্বধর্ম্মস্থাঃ শূদ্রাদ্যা নীচজাতয়ঃ।
ভক্তিমন্তঃ প্রমুচ্যন্তে কালেন ময়ি সঙ্গতাঃ ॥১১
মদ্ভক্তা ন বিনশ্যন্তি মদ্ভক্তা বীতকল্মষাঃ।
আদাবেব প্রতিজ্ঞাতং ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥
যো বৈ নিন্দতি তং মূঢ়ো দেবদেবং স নিন্দতি
যো হি পূজয়তে ভক্ত্যা স পূজয়তি মাং সদা ॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং মদারাধনকারণাৎ।
যো মে দদাতি নিয়তং স মে ভক্তঃ প্রিয়ো মম
অহং হি জগতামাদৌ ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
বিদধৌ দত্তবান্ বেদানশেষানাত্মনিঃসৃতান্ ॥১৫
অহমেব হি সর্ব্বেষাং যোগিনাং গুরুরব্যয়ঃ।
ধার্ম্মিকাণাঞ্চ গোপ্তাহং নিহন্তা বেদবিদ্বিষাম্ ॥
অহং হি সর্ব্বসংসারান্মোচকো যোগিনামিহ।

কি দান, কিম্বা ইজ্যা, কিছুতেই আমি জ্ঞাত হই না, একমাত্র অত্যুত্তম ভক্তিই আমার জ্ঞাপক। আমিই সমস্তভূতের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া সর্ব্বগরূপে অবস্থান করি। কিন্তু হে মুনীন্দ্রগণ! কেহই সর্ব্বসাক্ষিরূপে আমাকে জানিতে পারে না। এই সমস্তই যাঁহার অভ্যন্তরে এবং যিনি সকলের অভ্যন্তরে অবস্থিত, আমিই সেই ধাতা, বিধাতা, কালাগ্নি বা বিশ্বতোমুখ। মুনিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, মনুগণ, ব্রহ্মা, শক্র বা অন্যান্য যে সকল প্রথিতৌজা আছেন, কেহই আমাকে দেখিতে পান না। একমাত্র পরমেশ্বর আমাকেই বেদগণ সতত প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণগণ বিবিধ বৈদিক যজ্ঞে একমাত্র আমারই যজন করেন। সমস্ত লোক বা পিতামহ ব্রহ্মাও আমাকে দেখিতে পান না। কিন্তু সমস্ত ভূতের অধিপতি দেবনীল ঈশ্বর আমাকেই যোগিগণ ধ্যান করেন। আমিই সমস্ত হবির ভোক্তা ও ফলদাতা। আমিই সর্ব্ববেদময় হইয়া সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বত্র অবস্থিত হইয়াছি। বেদবাদী ধার্ম্মিক বিদ্বান্‌গণ এই স্থানেই আমাকে দর্শন করেন এবং যাহারা নিরন্তর আমার উপাসনা করে, আমি সতত তাহাদিগের সন্নিহিত থাকি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রভৃতি যে ধার্ম্মিকগণ আমার উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই আনন্দপ্রদ পরমপদ প্রদান করি। ১—১০। অন্য যে সকল শূদ্রাদি নীচ জাতি আছে, তাহারা যদি স্বধর্ম্মস্থ ও ভক্তিমান্ হইয়া আমাতে সঙ্গত হয়, তবে কালে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। আমার ভক্তেরা কখন বিনষ্ট হয় না এবং আমার ভক্তেরা সর্ব্বথা পাপশূন্য হয়। আমি পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমার ভক্ত কখনই নষ্ট হইবে না। আমার ভক্তকে যে নিন্দা করে, সে দেবদেবেরই নিন্দা করিয়া থাকে; যে তাঁহাকে ভক্তির সহিত পূজা করে, সে আমারই পূজা করে। যে ব্যক্তি আমার আরাধনার নিমিত্ত পত্র, পুষ্প, ফল ও জল আহরণ করিয়া আমাকে অর্পণ করে, সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয়ভক্ত। আমিই জগতের আদিতে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আত্মনিঃসৃত অশেষ বেদসকল তাঁহাকেই দান করিয়াছি। আমিই যোগিগণের অব্যয় গুরু, ধার্ম্মিকগণের রক্ষাকর্ত্তা ও

সংসারহেতুরেবাহং সর্ব্বসংসারবর্জ্জিতঃ ॥ ১৭
অহমেব হি সংহর্ত্তা সংস্রষ্টা পরিপালকঃ।
মায়া বৈ মামিকা শক্তির্মায়া লোকবিমোহনী ॥
মমৈব চ পরা শক্তির্যা সা বিদ্যেতি গীয়তে।
নাশয়ামি তয়া মায়াং যোগিনাং হৃদি সংস্থিতঃ ॥
অহং হি সর্ব্বশক্তীনাং প্রবর্ত্তকনিবর্ত্তকঃ।
আধারভূতঃ সর্ব্বাসাং নিধানমমৃতস্য চ ॥ ২০
একা সর্ব্বান্তরা শক্তিঃ করোতি বিবিধং জগৎ
আস্থায় ব্রহ্মণো রূপং মন্ময়ী মদধিষ্ঠিতা ॥ ২১
অন্যা চ শক্তির্বিপুলা সংস্থাপয়তি মে জগৎ।
ভূত্বা নারায়ণোঽনন্তো জগন্নাথো জগন্ময়ঃ ॥ ২২
তৃতীয়া মহতী শক্তির্নিহন্তি সকলং জগৎ।
তামসী মে সমাখ্যাতা কালাখ্যা রুদ্ররূপিণী ॥ ২৩
ধ্যানেন মাং প্রপশ্যন্তি কেচিজ্জ্ঞানেন চাপরে
অপরে ভক্তিযোগেন কর্ম্মযোগেণ চাপরে ॥ ২৪

বিদ্বেষ্টাদিগের নিহন্তা। আমিই যোগিগণের সংসারমোচক ও সংসার-হেতু; কিন্তু স্বয়ং সংসার-বিবর্জ্জিত। আমিই সকলের সংহার-কারী, সৃজনকারী ও পরিপালক। আমার শক্তিই লোকগণের মোহিনী মায়া। আমার যে প্রধানা শক্তি, তাহাই বিদ্যা বলিয়া পরি-গীতা হয়। আমিই যোগিগণের হৃদয়স্থ হইয়া সেই বিদ্যা দ্বারাই মায়ার ধ্বংস করি। আমিই সর্ব্বশক্তির প্রবর্ত্তক, নিবর্ত্তক ও আধার এবং আমিই অমৃত-নিধান। ১১—২০। সর্ব্ব-মধ্যস্থা, মৎস্বরূপা ও মদধিষ্ঠিতা যে এক শক্তি তাহাই ব্রহ্মার রূপ কল্পনা করিয়া সমস্ত জগতের সৃষ্টি করে; আমার যে দ্বিতীয়া বিপুলা শক্তি, তাহাই নারায়ণ, অনন্ত, জগন্নাথ ও জগন্ময় হইয়া জগৎ সকলকে পালন করে। আমার যে তৃতীয়া মহতী শক্তি, তাহা তামসী; সেই শক্তিই কাল ও রুদ্ররূপিণী, ইহাই জগতের সংহার করে। কেহ আমাকে ধ্যানে জানিতে পারে, কেহ বা জ্ঞানে দর্শন করে, কেহ বা কর্ম্মযোগে আমাকে দর্শন করে এবং কেহ বা ভক্তিযোগে আমার দর্শন লাভ করে; কিন্তু যাহারা জ্ঞানপূর্ব্বক নিরন্তর

সর্ব্বেষামেব ভক্তানামিষ্টঃ প্রিয়তমো মম।
যো হি জ্ঞানেন মাং নিত্যমারাধয়তি নান্যথা ॥
অন্যে চ হরয়ে ভক্তা মদারাধনকারিণঃ।
তেঽপি মাং প্রাপ্নুবন্ত্যেব নাবর্ত্তন্তে চ
বৈ পুনঃ ॥ ২৬
ময়া ততমিদং কৃৎস্নং প্রধানপুরুষাত্মকম্।
ময্যেব সংস্থিতং বিশ্বং ময়া সম্প্রের্য্যতে জগৎ ॥
নাহং প্রেরয়িতা বিপ্রাঃ পরমং যোগমাশ্রিতঃ।
প্রেরয়ামি জগৎ কৃৎস্নমেতদ্যো বেদ সোঽমৃতঃ
পশ্যাম্যশেষমেবেদং বর্ত্তমানং স্বভাবতঃ।
করোতি কালো ভগবান্ মহাযোগেশ্বরঃ স্বয়ম্
যোঽহং সম্প্রোচ্যতে যোগী মায়ী শাস্ত্রেষু
সূরিভিঃ।
যোগেশ্বরোঽসৌ ভগবান্ মহাযোগেশ্বরঃ স্বয়ম্
মহত্ত্বং সর্ব্বতত্ত্বানাং পরত্বাৎ পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রোচ্যতে ভগবান্ ব্রহ্মা মহাব্রহ্মময়োঽমলঃ ॥ ৩১
যো মামেবং বিজানাতি মহাযোগেশ্বরেশ্বরম্।

আমার অর্চ্চনা করে, সেই সমস্ত ভক্তেরই আমি ইষ্ট ও প্রিয়তম। যাহারা আমার আরাধনায় অভিলাষী হইয়া হরির প্রতি ভক্তি করে, তাহারাও আমাকে প্রাপ্ত হয় এবং পুনরাবৃত্ত হয় না। প্রধান-পুরুষাত্মক সমস্ত জগৎ আমা কর্ত্তৃক বিস্তারিত হইয়াছে; সমস্ত বিশ্ব আমাতেই সংস্থিত এবং আমা দ্বারাই সমস্ত জগৎ সম্যক্ পরিচালিত হয়। হে বিপ্রগণ! আমি পরিচালক নহি, আমি পরম যোগ অবলম্বন করিয়া অবস্থিত, কিন্তু আমিই যে এই জগৎকে পরিচালিত করি, ইহা যে জ্ঞাত আছে, সেই-ই মুক্ত। স্বভা-বতঃ বর্ত্তমান যে এই অশেষ জগৎ, যে সমস্ত আমি দর্শন করিতেছি, ভগবান্ মহাযোগে-শ্বর কাল স্বয়ং তাহা করিতেছেন। স্বয়ং ভগ-বান্ ও মহাযোগেশ্বর আমিই যোগী ও মায়ী বলিয়া শাস্ত্রমধ্যে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হই। পরমেষ্ঠীর পরত্বহেতু সর্ব্বতত্ত্বের যে মহত্ত্ব, তাহাই মহাব্রহ্মময়, অমল ও ভগবান্ ব্রহ্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। মহাযোগেশ্বরেশ্বর

সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ
সোঽহং প্রেরয়িতা দেবঃ পরমানন্দসংশ্রিতঃ।
নৃত্যামি যোগী সততং যস্তদ্বেদ স যোগবিৎ। ৩৩
ইতি গুহ্যতমং জ্ঞানং সর্ব্ববেদেষু নিশ্চিতম্।
প্রসন্নচেতসে দেয়ং ধার্ম্মিকায়াহিতাগ্নয়ে। ৩৪

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে
শ্রীমদ্ভগবদীশ্বরগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে দেবদেব-
মাহাত্ম্য-জ্ঞানযোগো নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। ৪।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

এতাবদুক্ত্বা ভগবান্ যোগিনাং পরমেশ্বরঃ।
ননর্ত্ত পরমং ভাবমৈশ্বরং সম্প্রদর্শয়ন্। ১
যং তে দদৃশুরীশানং তেজসাং পরমং নিধিম্
নৃত্যমানং মহাদেবং বিষ্ণুনা গগনেঽমলে। ২
তং বিদুর্যোগতত্ত্বজ্ঞা যোগিনো যতমানসাঃ।
তমীশং সর্ব্বভূতানামাকাশে দদৃশুঃ কিল। ৩
যস্য মায়াময়ং সর্ব্বং যেনেদং প্রেয়তে জগৎ।
নৃত্যমানঃ স্বয়ং বিপ্রৈর্বিশ্বেশঃ খলু দৃশ্যতে। ৪
যৎপাদপঙ্কজং স্মৃত্বা পুরুষোঽজ্ঞানজং ভয়ম্।
জহাতি নৃত্যমানং তং ভূতেশং দদৃশুঃ কিল। ৫
যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ শান্তা ভক্তিসমন্বিতাঃ।
জ্যোতির্ম্ময়ং প্রপশ্যন্তি স যোগী দৃশ্যতে কিল।
যোঽজ্ঞানান্মোচয়েৎ ক্ষিপ্রং প্রসন্নো
ভক্তবৎসলঃ।
তমেকং মোচকং রুদ্রমাকাশে দদৃশুঃ পরম্। ৭
সহস্রশিরসং দেবং সহস্রচরণাকৃতিম্।
সহস্রবাহুং জটিলং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম্। ৮
বসানং চর্ম্ম বৈয়াঘ্রং শূলাসক্তমহাকরম্।
দণ্ডপাণিং ত্রয়ীনেত্রং সূর্য্যসোমাগ্নিলোচনম্। ৯
ব্রহ্মাণ্ডং তেজসা স্বেন সর্ব্বমাবৃত্য ধিষ্ঠিতম্।

আমাকে এইরূপে যে বিজ্ঞাত হয়, সেই ব্যক্তিই নির্ব্বিকল্প যোগে যুক্ত হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। সেই আমি সকলের প্রেরয়িতা, ক্রীড়নশীল, পরমানন্দসংশ্রিত এবং যোগী হইয়া সর্ব্বদা নৃত্য করিয়া থাকি; যে তাহা জানে, সেই-ই যোগবিৎ। এই সর্ব্ব-বেদবিনিশ্চিত গুহ্যতম জ্ঞান যাহাকে-তাহাকে দান করিতে নাই; যে ব্যক্তি প্রসন্নচেতা, আহিতাগ্নি ও ধার্ম্মিক, তাহাকেই ইহা প্রদান করা উচিত। ২১—৩৪।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়।

দেবদেবনৃত্যদর্শন—ভক্তিযোগ।

ব্যাস কহিলেন,—ভগবান্ পরমেশ্বর যোগিগণকে এইরূপ বলিয়া পরম ঐশ্বর ভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ঈশান পরম-তেজোনিধি মহাদেবকে যাঁহারা নির্ম্মল গগনে বিষ্ণুর সহিত নৃত্যমান দর্শন করিয়াছেন, সেই সংযতচিত্ত যোগতত্ত্বজ্ঞ যোগিগণই তাঁহাকে জানেন। আর তাঁহা-রাই সেই ভূতপতিকে আকাশে যথার্থ দর্শন করিয়াছেন। জগৎ যাঁহার মায়াময় এবং যৎ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে, সেই স্বয়ং নৃত্যমান বিশ্বেশ্বর বিপ্রগণকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলেন। যাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া পুরুষগণ অজ্ঞান-জন্য ভয় পরিত্যাগ করে, সেই ভূতেশই তখন নৃত্য করিতেছেন, দেখা গিয়াছিল। শান্ত, বিনিদ্র, জিতশ্বাস ও ভক্তিমান্‌গণ যাঁহাকে জ্যোতির্ম্ময় দর্শন করেন, সেই যোগীই তৎ-কালে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। যে ভক্তবৎসল দেব, প্রসন্ন হইলে অজ্ঞান হইতে শীঘ্র মুক্ত করেন, সেই একমাত্র মোচক রুদ্র আকাশে দৃষ্ট হইলেন। যাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র চরণ, সহস্র আকার ও সহস্র বাহু; যিনি জটিল ও চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখর; যাঁহার পরিধান ব্যাঘ্র-চর্ম্ম; যাঁহার মহাকরে শূল আসক্ত; যিনি দণ্ডপাণি, ত্রয়ীনেত্র ও সূর্য্য-চন্দ্র-অগ্নি

দংষ্ট্রাকরালং দুর্দ্ধর্ষং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ (ক)।
সৃজন্তমনলজ্বালাং দহন্তমখিলং জগৎ।
নৃত্যন্তং দদৃশুর্দেবং বিশ্বকর্ম্মাণমীশ্বরম্॥ ১১
মহাদেবং মহাযোগং দেবানামপি দৈবতম্।
পশূনাং পতিমীশানং জ্যোতিষাং জ্যোতি-
রব্যয়ম্॥ ১২
পিনাকিনং বিশালাক্ষং ভেষজং ভবরোগিণাম্
কালাত্মানং কালকালং দেবদেবং মহেশ্বরম্॥ ১৩
উমাপতিং বিরূপাক্ষং যোগানন্দময়ং পরম্।
জ্ঞানবৈরাগ্যনিলয়ং জ্ঞানযোগং সনাতনম্॥ ১৪
শাশ্বতৈশ্বর্য্যবিটপং ধর্ম্মাধারং দুরাসদম্।
মহেন্দ্রোপেন্দ্রনমিতং মহর্ষিগণবন্দিতম্॥ ১৫
আধারং সর্ব্বশক্তীনাং মহাযোগেশ্বরেশ্বরম্।
যোগিনাং পরমং ব্রহ্ম যোগিনং যোগিবন্দিতম্
যোগিনাং হৃদি তিষ্ঠন্তং যোগমায়াসমাবৃতম্॥১৬
ক্ষণেন জগতো যোনিং নারায়ণমনাময়ম্।

যাঁহার নেত্রত্রয়স্বরূপ; যিনি স্বীয় তেজে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আবৃত করিয়া অবস্থিত, দংষ্ট্রাকরাল, দুর্দ্ধর্ষ ও কোটিসূর্য্যের ন্যায় প্রভান্বিত এবং যিনি অনলজ্বালা সৃষ্টি করিতেছেন ও অখিল জগৎ দগ্ধ করিতেছেন, ব্রহ্মবাদী মুনিগণ সেই বিশ্বকর্ম্মা দেবকে নৃত্য করিতে দর্শন করিলেন। ১—১১। যিনি মহাদেব, মহাযোগ, দেবগণের দেবতা পশুপতি, ঈশান, জ্যোতিঃসমূহের অব্যয় জ্যোতিঃ, পিনাকী, বিশাললোচন, ভবরোগের ঔষধ, কালাত্মা, কালের কাল, দেবদেব, মহেশ্বর, উমাপতি, বিরূপাক্ষ, যোগানন্দময়, শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান-বৈরাগ্যের আলয়, জ্ঞানযোগ, সনাতন, শাশ্বত ঐশ্বর্য্যের বিটপ, ধর্ম্মের আধার, দুরাসদ, মহেন্দ্র ও উপেন্দ্রের নমস্ত, মহর্ষিগণের বন্দিত, সর্ব্বশক্তির আধার, মহাযোগেশ্বরেশ্বর, যোগিগণের পরম ব্রহ্ম, যোগী, যোগিবন্দিত, যোগিহৃদয়স্থিত, যোগ-

(ক) ইতঃ পরং—অণুস্থকাণ্ডবাহ্যস্থং বাহ্যাভ্যন্তরং পরমিতি পর্য্যন্তমধিকং ক্বচিৎ পুস্তকে দৃশ্যতে।

ঈশ্বরেণৈক্যমাপন্নমপশ্যন্ ব্রহ্মবাদিনঃ॥১৭
দৃষ্ট্বা তদৈশ্বরং রূপং রুদ্রং নারায়ণাত্মকম্।
কৃতার্থং মেনিরে সন্তঃ স্বাত্মানং ব্রহ্মবাদিনঃ॥১৮
সনৎকুমারঃ সনকো ভৃগুশ্চ
সনাতনশ্চৈব সনন্দনশ্চ।
রৈভ্যোঽঙ্গিরা বামদেবোঽথ শুক্রো
মহর্ষিরত্রিঃ কপিলো মরীচিঃ॥ ১৯
দৃষ্ট্বাথ রুদ্রং জগদীশিতারং
তং পদ্মনাভাশ্রিতবামভাগম্।
ধ্যাত্বা হৃদিস্থং প্রণিপত্য মূর্দ্ধ্না
কৃতাঞ্জলিং স্বেষু শিরঃসু ভূয়ঃ॥ ২০
ওঙ্কারমুচ্চার্য্য বিলোক্য দেব-
মন্তঃশরীরং নিহিতং গুহায়াম্।
সমস্তুবন্ ব্রহ্মময়ৈর্বচোভি-
রানন্দপূর্ণাহিতমানসা বৈ॥ ২১
মুনয় উচুঃ।
ত্বামেকমীশং পুরুষং পুরাণং
প্রাণেশ্বরং রুদ্রমনন্তযোগম্।
নমাম সর্ব্বে হৃদি সন্নিবিষ্টং
প্রচেতসং ব্রহ্মময়ং পবিত্রম্॥ ২২

মায়াসমাবৃত, জগদ্যোনি, নারায়ণ, অনাময় এবং ঈশ্বরের সহিত ঐক্য-সম্পন্ন, ব্রহ্মবাদী মুনিগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। সেই ঈশ্বরের নারায়ণাত্মক রুদ্ররূপ দর্শন করিয়া ব্রহ্মবাদী সাধু মুনিগণ স্বীয় আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। সনৎকুমার, সনক, ভৃগু, সনাতন, সনন্দন, রৈভ্য, অঙ্গিরা, বামদেব, শুক্র, অত্রি, কপিল ও মরীচি এই ঋষিগণ সেই পদ্মনাভাশ্রিত-বামভাগ জগদীশ্বর রুদ্রকে (হরিহরমূর্ত্তি) দর্শন করিয়া হৃদয়ে চিন্তা করিলেন,—মস্তক দ্বারা ভূমিস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করত স্বীয় স্বীয় মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিলেন। পরে ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক গুহা-নিহিত অন্তঃশরীর দর্শন করিয়া আনন্দপূর্ণ ও আহিতমানস হইয়া ব্রহ্মময় বাক্যে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১২—২১। মুনিগণ কহিলেন,—যিনি ঈশ্বর, পুরাণপুরুষ, প্রাণেশ্বর,

পশ্যন্তি ত্বাং মুনয়ো ব্রহ্মযোনিং
দান্তাঃ শান্তা বিমলং রুক্মবর্ণম্ ।
ধ্যাত্বাত্মস্থমচলং স্বে শরীরে
কবিং পরেভ্যঃ পরমাৎ পরঞ্চ ॥ ২৩
ত্বত্তঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতিঃ
সর্ব্বাত্মভূস্ত্বং পরমাণুভূতঃ ।
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়াং-
স্ত্বামেব সর্ব্বং প্রবদন্তি সন্তঃ ॥ ২৪
হিরণ্যগর্ভো জগদন্তরাত্মা
ত্বত্তোঽভিজাতঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।
স জায়মানো ভবতা নিসৃষ্টো
যথাবিধানং সকলং সসর্জ্জ ॥ ২৫
ত্বত্তো বেদাঃ সকলাঃ সম্প্রসূতা-
স্ত্বয্যেবান্তে সংস্থিতিং তে লভন্তে ।
পশ্যামস্ত্বাং জগতো হেতুভূতং
নৃত্যন্তং স্বে হৃদয়ে সন্নিবিষ্টম্ ॥ ২৬
ত্বয়ৈবেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং
মায়াবী ত্বং জগতামেকনাথঃ ।

নমামস্ত্বাং শরণং সম্প্রপন্না
যোগাত্মানং চিৎপতিং দিব্যনৃত্যম্ ॥ ২৭
পশ্যামস্ত্বাং পরমাকাশমধ্যে
নৃত্যন্তং তে মহিমানং স্মরামঃ ।
সর্ব্বাত্মানং বহুধা সন্নিবিষ্টং
ব্রহ্মানন্দমনুভূয়ানুভূয়ঃ ॥ ২৮
ওঙ্কারস্তে বাচকো মুক্তিবীজং
ত্বমক্ষরং প্রকৃতৌ গূঢ়রূপম্ ।
তৎ ত্বাং সত্যং প্রবদন্তীহ সন্তঃ
স্বয়ম্প্রভং ভবতো যৎপ্রভাবম্ ॥ ২৯
স্তুবন্তি ত্বাং সততং সর্ব্ববেদা-
নমন্তি ত্বামৃষয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ।
শান্তাত্মানঃ সত্যসন্ধা বরিষ্ঠং
বিশন্তি ত্বাং যতয়ো ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ ॥ ৩০
ভবানীশোঽনাদিমান্ বিশ্বরূপঃ
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ পরমেষ্ঠী বরিষ্ঠঃ ।
স্বাত্মানন্দমনুভূয়াবিশন্তে
স্বয়ংজ্যোতিরচলা নিত্যমুক্তাঃ ॥ ৩১

রুদ্র, অনন্তযোগ, হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, প্রচেতা, ব্রহ্মময় ও পবিত্র তাঁহাকে সকলে প্রণাম করি। দান্ত ও শান্ত মুনিগণ স্বীয় শরীরে ধ্যান করিয়া ব্রহ্মযোনি, বিমল, সুবর্ণবর্ণ, কবি ও পরম হইতেও পরাৎপর আপনাকেই দর্শন করেন। জগতের প্রসূতি তোমা হইতেই প্রসূত হইয়াছে, তুমিই পরমাণুরূপে সকলের অনুভবস্থান, তুমিই অণু হইতে অণীয়ান্ ও মহৎ হইতে মহীয়ান্ এবং সাধুগণ তোমাকেই সর্ব্ব বলিয়া থাকেন। হিরণ্যগর্ভ, জগতের অন্তরাত্মা, পুরাণপুরুষ তোমা হইতে জন্মিয়াছেন; সেই জায়মান পুরাণপুরুষ তোমাকর্ত্তৃক নিসৃষ্ট হইয়া যথাবিধি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। বেদসকল তোমা হইতেই সম্যক্ প্রসূত হইয়াছে এবং অন্তকালে তোমাতেই লীন হইবে। জগতের হেতুভূত তোমাকেই হৃদয়মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে দর্শন করি। এই ব্রহ্মচক্র তোমাকর্ত্তৃকই ভ্রাম্যমাণ হইতেছে; তুমিই জগতের একমাত্র নাথ ও মায়াবী; যোগাত্মা, চিৎপতি ও দিব্যনর্ত্তনকারী; তোমারই শরণ লইলাম এবং তোমাকে নমস্কার। আমরা দেখিতেছি, তুমিই আকাশমধ্যে নৃত্য করিতেছ। তুমি সকলের আত্মা হইয়াও বহুধা সন্নিবিষ্ট, তুমিই ব্রহ্মানন্দময়; আমরা পদে পদে তোমাকেই অনুভব করিয়া তোমারই মহিমা স্মরণ করি। ওঙ্কারই তোমার বাচক। তুমি মুক্তি-বীজ, অক্ষর ও গূঢ়রূপে প্রকৃতিতে অবস্থিত। অতএব সাধুগণ ইহজগতে তোমাকে ও তোমার স্বয়ংপ্রভ প্রভাবকেই সত্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বেদ সকল সতত তোমারই স্তব করেন, ক্ষীণদোষ ঋষিগণ তোমাকে প্রণাম করেন এবং শান্তাত্মা সত্যসন্ধ ব্রহ্মনিষ্ঠ যতিগণ, বরিষ্ঠ বলিয়া তোমাতেই প্রবেশ করেন। ২২—৩০। তুমিই ঈশ্বর, অনাদি, বিশ্বরূপ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, পরমেষ্ঠী, ও বরিষ্ঠ। একাগ্রচিত্ত নিত্যমুক্ত ঋষিগণ স্বকীয়-আত্মানন্দরূপ তোমাকেই অনুভব

একো রুদ্রস্ত্বং করোষীহ বিশ্বং
ত্বং পালয়স্যখিলং বিশ্বরূপঃ।
ত্বামেবান্তে বিলয়ং বিশন্তীহ
নমামস্ত্বাং শরণং সম্প্রপন্নাঃ ॥ ৩২
একো বেদো বহুশাখো হ্যনন্ত-
স্ত্বামেবৈকং বোধয়ত্যেকরূপম্।
বেদ্যং ত্বাং যে শরণং সম্প্রপন্না
মায়ামেতাং তে তরন্তীহ বিপ্রাঃ (ক)॥ ৩৩
ত্বামেকমাহুঃ পরমঞ্চ রুদ্রং
প্রাণং বৃহন্তং হরিমগ্নিমীশম্।
ইন্দ্রং মৃত্যুমনিলং চেকিতানং
ধাতারমাদিত্যমনেকরূপম্ ॥ ৩৪
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষোত্তমোঽসি ॥ ৩৫

করিয়া স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ তোমাতেই প্রবেশ করেন। হে দেব! তুমি রুদ্ররূপী একমাত্র, তথাপি সমস্ত বিশ্ব সৃজন করিতেছ; তুমিই একমাত্র বিশ্বরূপেই জগৎ পালন করিতেছ এবং অন্তকালে সমস্ত জগৎ তোমাতেই বিলীন হয়; অতএব তোমার শরণ লইলাম, তোমাকে নমস্কার। একমাত্র বেদ বহুশাখা-বিশিষ্ট ও অনন্ত হইলেও একরূপী একমাত্র তোমাকেই বোধ করাইয়া থাকে। অবশ্য-জ্ঞাতব্য তোমাকে যাহারা শরণ প্রাপ্ত হন, সেই বিপ্রগণই এই মায়া উত্তীর্ণ হন। তুমিই পরম রুদ্র, প্রাণ, বৃহৎ, হরি, অগ্নি, ঈশ্বর, ইন্দ্র, যম, বায়ু, চৈতন্য, ধাতা ও আদিত্য প্রভৃতি রূপধারী হইলেও 'এক' বলিয়া তোমাকে কীর্ত্তন করেন। তুমি অক্ষর, পরম-বেদ্য, তুমিই বিশ্বের পরম নিধান, তুমি অব্যয়, নিত্যধর্ম্মের রক্ষিতা এবং তুমিই সনাতন ও পুরুষোত্তম।

(ক) তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষামিতি কচিৎ পাঠঃ।

ত্বমেব বিষ্ণুশ্চতুরাননস্ত্বং
ত্বমেব রুদ্রো ভগবানপীশঃ।
ত্বং বিশ্বনাথঃ প্রকৃতিঃ প্রতিষ্ঠা
সর্ব্বেশ্বরস্ত্বং পরমেশ্বরোঽসি ॥ ৩৬
ত্বামেকমাহুঃ পুরুষং পুরাণ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
চিন্মাত্রমব্যক্তমচিন্ত্যরূপং
খং ব্রহ্ম শূন্যং প্রকৃতির্গুণাশ্চ ॥ ৩৭
যদন্তরা সর্ব্বমিদং বিভাতি
যদব্যয়ং নির্ম্মলমেকরূপম্।
কিমপ্যচিন্ত্যং তব রূপমেতৎ
তদন্তরা সম্প্রতিভাতি তত্ত্বম্ ॥ ৩৮
যোগেশ্বরং ভদ্রমনন্তশক্তিং
পরায়ণং ব্রহ্মতনুং পুরাণম্।
নমাম সর্ব্বে শরণার্থিনস্ত্বাং
প্রসীদ ভূতাধিপতে মহেশ ॥ ৩৯
ত্বৎপাদপদ্মস্মরণাদশেষ-
সংসারবীজং নিলয়ং প্রয়াতি।
মনো নিয়ম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ামো বয়মেকমীশম্ ॥ ৪০

তুমিই বিষ্ণু, তুমিই চতুরানন, তুমিই ভগবান্ ঈশ্বর; তুমিই বিশ্বনাথ, প্রকৃতি ও প্রতিষ্ঠা এবং তুমিই সর্ব্বেশ্বর ও পরমেশ্বর। সকলেই বলিয়া থাকেন, তুমি অদ্বিতীয়, পুরাণ পুরুষ, আদিত্যবর্ণ ও তমঃপারে অবস্থিত। তুমিই চিন্মাত্র, অব্যক্ত, অচিন্ত্যরূপ, আকাশ, ব্রহ্ম, শূন্য, প্রকৃতি ও গুণ। যাহার মধ্যে এই সমস্ত শোভিত হইতেছে, যাহা অব্যয়, নির্ম্মল ও একরূপ; তোমারই সেই কি এক অপূর্ব্ব রূপ আছে, তাহাতেই তত্ত্ব সকল শোভা পাইতেছে। তুমি যোগেশ্বর, কল্যাণদায়ক, অনন্তশক্তি, প্রধানগতি, ব্রহ্মতনু ও পুরাণ; আমরা শরণার্থী; তোমাকেই প্রণাম করিতেছি। হে মহেশ! হে ভূতাধিপতে! তুমি প্রসন্ন হও। হে দেব! তোমারই চরণযুগ স্মরণ করিলে সংসারের বীজ বিলয় প্রাপ্ত হয়। অতএব আমরা মন নিয়মিত করিয়া—

নমো ভবায়াস্তু ভবোদ্ভবায়
কালায় সর্ব্বায় হরায় তুভ্যম্।
নমোঽস্তু রুদ্রায় কপর্দ্দিনে তে
নমোঽগ্নয়ে দেব নমঃ শিবায়॥ ৪১
ততঃ স ভগবান্ প্রীতঃ কপর্দ্দী বৃষবাহনঃ।
সংহৃত্য পরমং রূপং প্রকৃতিস্থোঽভবদ্ভবঃ॥৪২
তে ভবং ভূতভব্যেশং পূর্ব্ববৎ সমবস্থিতম্।
দৃষ্ট্বা নারায়ণং দেবং বিস্মিতা বাক্যমব্রুবন্॥ ৪৩
ভগবন্ ভূতভব্যেশ গোবৃষাঙ্কিতশাসন।
দৃষ্ট্বা তে পরমং রূপং নির্বৃতাঃ স্ম সনাতন॥৪৪
ভবৎপ্রসাদাদমলে পরস্মিন্ পরমেশ্বর।
অস্মাকং জায়তে ভক্তিস্ত্বয্যেবাব্যভিচারিণী॥৪৫
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামো মাহাত্ম্যং তব শঙ্কর।
ভূয়োঽপি চৈবং যন্নিত্যং যাথাত্ম্যং পরমেষ্ঠিনঃ॥
স তেষাং বাক্যমাকর্ণ্য যোগিনাং যোগসিদ্ধিদঃ
প্রাহ গম্ভীরয়া বাচা সমালোক্য চ মাধবম্॥ ৪৭

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে শ্রীমদ্‌ভগবদীশ্বরগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে দেবদেবনৃত্যদর্শন-ভক্তি-যোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

দেহকে প্রণিহিত করত একমাত্র ঈশ্বর তোমাকেই প্রসাদিত করিতেছি। তুমি ভব, ভবোদ্ভব, কাল, সর্ব্ব ও হর, তোমাকে নমস্কার। তুমি রুদ্র ও কপর্দ্দী, তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি অগ্নি, তোমাকে নমস্কার। তুমি শিব, তোমাকে নমস্কার। ৩১—৪১। অনন্তর ভগবান্ বৃষবাহন কপর্দ্দী ভব প্রীত হইয়া পরম রূপ সংহারপূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন সেই মুনিগণ ভূতভব্যপতি ভবকে পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া এবং নারায়ণকেও তদ্রূপে অবস্থিত দর্শন করত বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে ভগবন্! হে ভূতভব্যপতে! হে গোবৃষাঙ্কিতশাসন! হে সনাতন! আমরা তোমার পরম রূপ দেখিয়া নির্ব্বৃত হইয়াছি। হে পরমেশ্বর! তোমার প্রসাদেই অমল ও পররূপী তোমাতেই আমাদের অব্যভিচারিণী ভক্তি জন্মিয়াছে। হে শঙ্কর! অধুনা ভবদীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আর যাহা নিত্য, পরমেষ্ঠীর সেই যাথাত্ম্য শ্রবণ করিতেও অভিলাষ হইতেছে। তখন সেই যোগিগণের যোগসিদ্ধিপ্রদাতা ভগবান্ তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করত মাধবের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক গম্ভীর-বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪২—৪৭।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে যথাবৎ পরমেষ্ঠিনঃ।
বক্ষ্যামীশস্য মাহাত্ম্যং যত্তদ্বেদবিদো বিদুঃ॥ ১
সর্ব্বলোকৈকনির্ম্মাতা সর্ব্বলোকৈকরক্ষিতা।
সর্ব্বলোকৈকসংহর্ত্তা সর্ব্বাত্মাহং সনাতনঃ॥ ২
সর্ব্বেষামেব বস্তূনামন্তর্যামী মহেশ্বরঃ।
মধ্যে চান্তে স্থিতং সর্ব্বং নাহং সর্ব্বত্র সংস্থিতঃ॥৩
ভবদ্ভিরদ্ভুতং দৃষ্টং যৎ স্বরূপন্তু মামকম্।
মমৈষা হ্যুপমা বিপ্রা মায়া বৈ দর্শিতা ময়া॥ ৪
সর্ব্বেষামেব ভাবানামন্তরা সমবস্থিতঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরমেশ্বর-নৃত্যদর্শন—ভক্তিযোগ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে ঋষিগণ! যাহা বেদবিদ্‌গণের জ্ঞাতব্য, পরমেষ্ঠী ঈশ্বরের সেই মাহাত্ম্য যথাযথ বর্ণন করিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। আমি সমস্ত লোকের একমাত্র নির্ম্মাতা, একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, একমাত্র সংহারকর্ত্তা, আমি সকলের আত্মা এবং সনাতন। আমি সমস্ত বস্তুরই অন্তর্যামী মহেশ্বর; অন্তকালে সমস্ত বস্তুই আমাতে অবস্থান করে, কিন্তু আমি সর্ব্বত্র অবস্থিত থাকি না। তোমরা যে মদীয় অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়াছ, তাহাই আমার উপমা—তোমাদিগকে মায়ামাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। আমিই যাবতীয় ভাবের

প্রেরয়ামি জগৎ কৃৎস্নং ক্রিয়াশক্তিরিয়ং মম ॥৫
ময়েদং চেষ্টতে বিশ্বং তদ্বৈ ভাবানুবর্ত্তি যে।
সোঽহং কালো জগৎ কৃৎস্নং প্রেরয়ামি কলাত্মকম্ ॥ ৬
একাংশেন জগৎ কৃৎস্নং করোমি মুনিপুঙ্গবাঃ।
সংহরাম্যেকরূপেণ দ্বিধাবস্থা মমৈব তু ॥ ৭
আদিমধ্যান্তনির্ম্মুক্তো মায়াতত্ত্বপ্রবর্ত্তকঃ।
ক্ষোভয়ামি চ সর্গাদৌ প্রধান-পুরুষাবুভৌ ॥ ৮
তাভ্যাং সঞ্জায়তে বিশ্বং সংযুক্তাভ্যাং পরস্পরম্
মহদাদিক্রমেণৈব মম তেজো বিজৃম্ভতে ॥ ৯
যো হি সর্ব্বজগৎসাক্ষী কালচক্রপ্রবর্ত্তকঃ।
হিরণ্যগর্ভো মার্ত্তণ্ডঃ সোঽপি মদ্দেহসম্ভবঃ ॥১০
তস্মৈ দিব্যং স্বমৈশ্বর্য্যং জ্ঞানযোগং সনাতনম্।
দত্তবানাত্মজান্ বেদান্ কল্পাদৌ চতুরো দ্বিজাঃ
স মন্নিয়োগতো দেবো ব্রহ্মা মদ্ভাবভাবিতঃ।
দিব্যং তন্মামকৈশ্বর্য্যং সর্ব্বদাবগতঃ স্বয়ম্ ॥ ১২

স সর্ব্বলোকনির্ম্মাতা মন্নিয়োগেন সর্ব্ববিৎ।
ভূত্বা চতুর্ম্মুখঃ সর্গং সৃজত্যেবাত্মসম্ভবম্ ॥ ১৩
যোঽপি নারায়ণোঽনন্তো লোকানাং প্রভবোঽব্যয়ঃ।
মমৈব চ পরা মূর্ত্তিঃ করোতি পরিপালনম্ ॥১৪
যোঽন্তকরঃ সর্ব্বভূতানাং রুদ্রঃ কালাত্মকঃ প্রভুঃ
মদাজ্ঞয়াসৌ সততং সংহরিষ্যতি মে তনুঃ ॥ ১৫
হব্যং বহতি দেবানাং কব্যং কব্যাশিনামপি।
পাকঞ্চ কুরুতে বহ্নিঃ সোঽপি মচ্ছক্তিনোদিতঃ
ভুক্তমাহারজাতঞ্চ পচতে তদহর্নিশম্।
বৈশ্বানরোঽগ্নির্ভগবানীশ্বরস্য নিয়োগতঃ ॥ ১৭
যোঽপি সর্ব্বাম্ভসাং যোনির্বরুণো দেবপুঙ্গবঃ।
সোঽপি সঞ্জীবয়েৎ কৃৎস্নমীশ্বরস্য নিয়োগতঃ ॥
যোঽন্তস্তিষ্ঠতি ভূতানাং বহির্দেবঃ প্রভঞ্জনঃ।
মদাজ্ঞয়াসৌ ভূতানাং শরীরাণি বিভর্ত্তি হি ॥১৯
যোঽপি সঞ্জীবনো নৃণাং দেবানামমৃতাকরঃ।

কর্ত্তা হইয়া কৃৎস্ন জগৎ পরিচালিত করি, ইহাই আমার ক্রিয়াশক্তি। আমারই ভাবানুবর্ত্তী বিশ্ব আমা দ্বারাই চেষ্টিত হয়; সেই কালরূপী আমিই মদীয় কালাত্মক এই সমস্ত জগৎকে পরিচালিত করিয়া থাকি! হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি এক অংশে জগৎ সৃষ্টি করি, অন্য অংশে সংহার করি, আমার এই দুইটী অবস্থা। আমার আদি নাই, অন্ত নাই; অথচ আমিই মায়াতত্ত্বের প্রবর্ত্তক। আমিই সৃষ্টির আদিতে প্রধান ও পুরুষ উভয়কেই ক্ষোভিত করি। ঐ প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পরে সংযুক্ত হইলেই মহদাদিক্রমে বিশ্বের উৎপত্তি হয়, তাহাতেই আমার তেজ প্রকাশ পায়। যিনি সমস্ত জগতের সাক্ষী এবং কালরূপ-চক্রের প্রবর্ত্তয়িতা, সেই হিরণ্যগর্ভ মার্ত্তণ্ড মদীয় দেহ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ১—১০। আমি কল্পের আদিতে দিব্য স্বীয় ঐশ্বর্য্য, সনাতন জ্ঞানযোগ এবং চারিটী পুত্রের ন্যায় চারিবেদ তাহাকে দান করিয়াছি। সেই ব্রহ্মা আমারই নিয়োগানুসারে সেই মদ্ভাবভাবিত বেদময় দিব্য ঐশ্বর্য্য সর্ব্বদা স্বয়ং অবগত হইয়াছেন। সেই আত্মসম্ভব চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আমার আদেশেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বলোকের নির্ম্মাতা হইয়া সৃষ্টি করিতেছেন। যিনি লোকগণের উৎপত্তির কারণ, অব্যয় ও লোকগণের পরিপালক, সেই অনন্ত নারায়ণও আমারই পরমমূর্ত্তি। আর যিনি প্রভু কালাত্মক রুদ্র, সর্ব্বভূতের অন্ত-বিধায়ক, যিনি আমারই আজ্ঞায় সতত সংহার করেন, তিনিও আমারই দেহ। যিনি দেবগণের হব্য বহন করেন, পিতৃগণের কব্য বহন করেন এবং যিনি পাকক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন, সেই বহ্নিও আমারই শক্তি দ্বারা চালিত হইতেছেন। আর যিনি ভুক্ত আহারজাত অহর্নিশ পাক করেন, সেই ভগবান্ বৈশ্বানর অগ্নি আমারই আদেশে প্রণোদিত হইতেছেন। সমস্ত জলের উৎপত্তিস্থান যে দেবপুঙ্গব বরুণ, তিনিও আমার আদেশে সমস্ত সঞ্জীবিত করিতেছেন। যে প্রভঞ্জন দেব প্রাণীদিগের বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত, তিনি আমারই আজ্ঞায় ভূতগণের শরীর সকল ধারণ করিতেছেন। যিনি নরগণের সঞ্জীবন এবং দেব-

সোমঃ স মন্নিয়োগেন নোদিতঃ কিল বর্ত্ততে।
যঃ স্বভাসা জগৎ কৃৎস্নং প্রভাসয়তি সর্ব্বশঃ।
সূর্য্যো বৃষ্টিং বিতনুতে স্বোত্রেণৈব স্বয়ম্ভুবঃ।২১
যোঽপ্যশেষজগচ্ছাস্তা শক্রঃ সর্ব্বামরেশ্বরঃ।
যজ্বনাং ফলদো দেবো বর্ত্ততেঽসৌ মদাজ্ঞয়া।
যঃ প্রশাস্তা হ্যসাধূনাং বর্ত্ততে নিয়মাদিহ।
যমো বৈবস্বতো দেবো দেবদেবনিয়োগতঃ।২৩
যোঽপি সর্ব্বধনাধ্যক্ষো ধনানাং সম্প্রদায়কঃ।
সোঽপীশ্বরনিয়োগেন কুবেরো বর্ত্ততে সদা।২৪
যঃ সর্ব্বরক্ষসাং নাথস্তামসানাং ফলপ্রদঃ।
মন্নিয়োগাদসৌ দেবো বর্ত্ততে নির্ঋতিঃ সদা।
বেতালগণভূতানাং স্বামী ভোগফলপ্রদঃ।
ঈশানঃ কিল ভক্তানাং সোঽপি তিষ্ঠেন্মমাজ্ঞয়া
যো বামদেবোঽঙ্গিরসঃ শিষ্যো রুদ্রগণাগ্রণীঃ।
রক্ষকো যোগিনাং নিত্যং বর্ত্ততেঽসৌ মদাজ্ঞয়া
যশ্চ সর্ব্বজগৎপূজ্যো বর্ত্ততে বিঘ্ননায়কঃ।

বিনায়কো ধর্ম্মরতঃ সোঽপি মদ্বচনাৎ কিল।২৮
যোঽপি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো দেবসেনাপতিঃ প্রভুঃ
স্কন্দোঽসৌ বর্ত্ততে নিত্যং স্বয়ম্ভূর্বিধিনোদিতঃ
যে চ প্রজানাং পতয়ো মরীচ্যাদ্যা মহর্ষয়ঃ।
সৃজন্তি বিবিধং লোকং পরস্যৈব নিয়োগতঃ।
যা চ শ্রীঃ সর্ব্বভূতানাং দদাতি বিপুলাং শ্রিয়ম্
পত্নী নারায়ণস্যাসৌ বর্ত্ততে মদনুগ্রহাৎ।৩১
বাচং দদাতি বিপুলাং যা চ দেবী সরস্বতী।
সাপীশ্বরনিয়োগেন নোদিতা সম্প্রবর্ত্ততে।৩২
যাশেষপুরুষান্ ঘোরান্ নরকাৎ তারয়িষ্যতি।
সাবিত্রী সংস্মৃতা দেবী মদাজ্ঞানুবিধায়িনী।৩৩
পার্ব্বতী পরমা দেবী ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনী।
যাপি ধ্যাতা বিশেষেণ সাপি মদ্বচনানুগা।৩৪
যোঽনন্তমহিমানন্তঃ শেষোঽশেষামরপ্রভুঃ।
দধাতি শিরসা লোকং সেঽপি দেবনিয়োগতঃ
যোঽগ্নিঃ সংবর্ত্তকো নিত্যং বড়বারূপসংস্থিতঃ।

গণের অমৃতাকর সোম, তিনিও আমার নিয়োগেই প্রেরিত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ১১—২০। যিনি স্বীয় কিরণপটলে সর্ব্বথা সমস্ত প্রকাশিত করেন, সেই সূর্য্যদেবও মদীয় আজ্ঞাতেই স্বীয় কিরণ দ্বারা সৃষ্টিবিস্তার করেন। যিনি অশেষ জগতের পাসনকর্ত্তা, সমস্ত দেবগণের অধিপতি এবং যাজ্ঞিকদিগের ফলদাতা, সেই শক্র আমারই আজ্ঞায় বর্ত্তমান। বৈবস্বত দেব যমরাজ আমারই আদেশে নিয়মপূর্ব্বক অসাধুদিগকে শাসন করিতেছেন। যিনি সমস্ত ধনের সম্যক্ প্রদাতা ও যাবতীয় ধনের অধ্যক্ষ সেই কুবের আমার শাসনেই সর্ব্বদা অবস্থিত। সমস্ত রাক্ষসের অধিপতি এবং তামস-কর্ম্মের ফলদাতা নির্ঋতিদেব আমার অধীনে বর্ত্তমান। বেতালগণ ও ভূতসকলের স্বামী ভক্তগণের ভোগফলপ্রদাতা ঈশানদেবও আমার শাসনেই সতত অবস্থিত। অঙ্গিরার শিষ্য এবং রুদ্রগণের অগ্রণী বামদেব আমারই আদেশে যোগীদিগের রক্ষাকর্ত্তা হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। যিনি সর্ব্বজগতের পূজ্য, বিঘ্ননায়ক বিনায়ক, তিনিও আমারই বাক্যে ধর্ম্মরত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। যিনি ব্রহ্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ এবং দেবসেনাপতি, সেই প্রভু স্বয়ম্ভু স্কন্দও আমারই আজ্ঞায় বর্ত্তমান। আমার আজ্ঞাতেই মরীচি প্রভৃতি মহর্ষি প্রজাপতিগণ বিবিধ লোক সৃজন করিতেছেন। যিনি সমস্ত ভূতের বিপুল সম্পত্তি প্রদান করেন, সেই নারায়ণপত্নী লক্ষ্মীও আমার অনুগ্রহেই বিদ্যমান আছেন। ২১—৩১। বিপুল-বাক্য-প্রদাত্রী দেবী সরস্বতীও আমার নিয়োগেই প্রেরিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। যাঁহাকে স্মরণ করিলে পর যিনি অশেষ ঘোরপাপী লোককে নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করেন, সেই সাবিত্রী দেবীও আমারই আজ্ঞাকারিণী। যে পরমা দেবী স্মৃতা হইলে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন, সেই দেবী পার্ব্বতী আমারই বচনের অনুগামিনী। যাঁহার মহিমা অনন্ত, যিনি স্বয়ং অনন্ত, যিনি অশেষ দেবগণের প্রভু এবং স্বীয় মস্তকে পৃথিবী ধারণ করিতেছেন, সেই শেষ নাগও আমারই নিয়োগের বশীভূত।

পিবত্যখিলমম্ভোধিমীশ্বরস্ত নিয়োগতঃ ॥ ৩৬
যে চতুর্দ্দশ লোকেঽস্মিন্ মনবঃ প্রথিতৌজসঃ
পালয়ন্তি প্রজাঃ সর্ব্বাস্তেঽপি তস্ত নিয়োগতঃ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতশ্চ তথাশ্বিনৌ।
অন্যাশ্চ দেবতাঃ সর্ব্বা মচ্ছাস্ত্রেণৈব
নিষ্ঠিতাঃ (ক) ॥৩৮
গন্ধর্ব্বা গরুড়াদ্যাশ্চ সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ চারণাঃ।
যক্ষরক্ষঃপিশাচাশ্চ স্থিতাঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ৩৯
কলা কাষ্ঠা নিমেষাশ্চ মুহূর্ত্তা দিবসাঃ ক্ষপাঃ।
ঋতবঃ পক্ষমাসাশ্চ স্থিতাঃ শাস্ত্রে প্রজাপতেঃ ॥
যুগ-মন্বন্তরাণ্যেব মম তিষ্ঠন্তি শাসনে।
পরাশ্চৈব পরার্দ্ধাশ্চ কালভেদাস্তথাপরে ॥ ৪১
চতুর্ব্বিধানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
নিয়োগাদেব বর্ত্তন্তে দেবস্থ পরমাত্মনঃ ॥ ৪২
পাতালানি চ সর্ব্বাণি ভুবনানি চ শাসনাৎ।
ব্রহ্মাণ্ডানি চ বর্ত্তন্তে সর্ব্বাণ্যেব স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৪৩
অতীতান্যপ্যসঙ্খ্যানি ব্রহ্মাণ্ডানি মমাজ্ঞয়া।
প্রবৃত্তানি পদার্থৌঘৈঃ সহিতানি সমন্ততঃ ॥৪৪
ব্রহ্মাণ্ডানি ভবিষ্যন্তি সহ বস্তুভিরাত্মগৈঃ।
করিষ্যন্তি সদৈবাজ্ঞাং পরস্থ পরমাত্মনঃ ॥ ৪৫
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
ভূতাদিরাদিপ্রকৃতির্নিয়োগে মম বর্ত্ততে ॥ ৪৬
যাশেষজগতাং যোনির্ম্মোহিনী সর্ব্বদেহিনাম্।
মায়া বিবর্ত্ততে নিত্যং সাপীশ্বরনিয়োগতঃ ॥৪৭
যো বৈ দেহভৃতাং দেবঃ পুরুষঃ পঠ্যতে পরঃ।
আত্মাসৌ বর্ত্ততে নিত্যমীশ্বরস্থ নিয়োগতঃ ॥৪৮
বিধূয় মোহকলিলং যয়া পশ্যতি তৎপদম্।
সাপি বিদ্যা মহেশস্থ নিয়োগবশবর্ত্তিনী ॥ ৪৯
বহুনাত্র কিমুক্তেন মম শক্ত্যাত্মকং জগৎ।
ময়ৈব সৃজ্যতে কৃৎস্নং ময্যেব প্রলয়ং ব্রজেৎ
অহং হি ভগবানীশঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ সনাতনঃ।
পরমাত্মা পরব্রহ্ম মত্তো হ্যন্যো ন বিদ্যতে ॥ ৫১

যে সংবর্ত্তক অগ্নি,বড়বারূপে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বদা জলধিজল পান করিতেছে, সেই অগ্নিও আমারই আদেশে বর্ত্তমান। যে চতুর্দ্দশ মনু এই লোকমধ্যে প্রথিততেজাঃ হইয়া প্রজাসকল পালন করিতেছেন, তাঁহারাও সেই ঈশ্বরের বশবর্ত্তী। আদিত্য, বসু, রুদ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমার ও অন্যান্য যাবতীয় দেবতা-সকল আমার শাসনেই অবস্থিত। গন্ধর্ব্ব, গরুড়, সিদ্ধ, সাধ্য, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি সকলেই সেই স্বয়ম্ভুর সৃষ্ট। কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ, মুহূর্ত্ত দিবস, রাত্রি, ঋতু, পক্ষ, মাস, যুগ, মন্বন্তর, পর, পরার্দ্ধ প্রভৃতি যাহা কিছু কালভেদক প্রজাপতির শাস্ত্রে বিদ্যমান, সকলই আমার শাসনে অধিষ্ঠিত। ৩২—৪১। স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ প্রাণীই মহাত্মা দেবদেবের নিয়োগাধীন। সপ্ত পাতাল প্রভৃতি যাবতীয় ভুবন ও ব্রহ্মাণ্ড সকল সেই স্বয়ম্ভুর আজ্ঞায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে সকল অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অতীত হইয়াছে, পদার্থসমূহে সমন্তাৎ মিলিত হইয়া যে ব্রহ্মাণ্ড সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং আত্মগত বস্তুজাত দ্বারা যে ব্রহ্মাণ্ড সকল উৎপন্ন হইবে, তাহারা সকলেই সেই ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন। ভূমি, জল, অনল. বায়ু, আকাশ, মন. বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং আদি-প্রকৃতি, সবই আমার নিয়োগাধীন। অশেষ জগতের যোনিস্বরূপা ও সর্ব্বদেহীর সম্মোহ-কারিণী মায়া আমারই আজ্ঞাতে নিত্য বিবর্ত্তিত হইতেছে। যে দেব, দেহধারীদিগের মধ্যে পরম পুরুষ বলিয়া পঠিত হন, সেই আত্মাও আমারই আদেশে অবস্থান করিতেছেন। যাহা দ্বারা মোহকলিল বিনাশিত করিয়া পরম পদ-দর্শন করা যায়, সেই পরম-বিদ্যাও আমারই আদেশে অধিষ্ঠিত। অধিক বলিবার আবশ্যক কি, সমস্ত জগৎই আমার শক্তিস্বরূপ ; আমিই ইহাকে সৃষ্টি করি এবং অন্তকালে আমাতেই বিলীন হয়। আমিই ভগবান্, ঈশ্বর, স্বয়ংজ্যোতিঃ, সনাতন, পরমাত্মা ও পরম ব্রহ্ম ; আমা ভিন্ন আর কিছুই

(ক) শাস্ত্রেণৈব বিনির্ম্মিতা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ইত্যেতৎ পরমং জ্ঞানং যুষ্মাকং কথিতং ময়া।
জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে জন্তুর্জন্মসংসারবন্ধনাৎ ॥ ৫২

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে শ্রীমদ্ ভগবদীশ্বরগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে পরমেশ্বরনৃত্যদর্শনজ্ঞান-যোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে প্রভাবং পরমেষ্ঠিনঃ।
যং জ্ঞাত্বা পুরুষো মুক্তো ন সংসারে পতেৎ পুনঃ
পরাৎ পরতরং ব্রহ্ম শাশ্বতং ধ্রুবমব্যয়ম্।
নিত্যানন্দং নির্ব্বিকল্পং তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২
অহং ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্বিশ্বতোমুখঃ।
মায়াবিনামহং দেবঃ পুরাণো হরিরব্যয়ঃ ॥ ৩
যোগিনামপ্যহং শম্ভুঃ স্ত্রীণাং দেবী গিরীন্দ্রজা।
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্বসূনামস্মি পাবকঃ ॥ ৪
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাহং গরুড়ঃ পততামহম্।
ঐরাবতো গজেন্দ্রাণাং রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্ ॥ ৫
ঋষীণাঞ্চ বশিষ্ঠোঽহং দেবানাঞ্চ শতক্রতুঃ।
শিল্পিনাং বিশ্বকর্ম্মাঽহং প্রহ্লাদঃ সুরবিদ্বিষাম্ ॥ ৬
মুনীনামপ্যহং ব্যাসো গণানাঞ্চ বিনায়কঃ।
বীরাণাং বীরভদ্রোঽহং সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ
পর্ব্বতানামহং মেরুর্নক্ষত্রাণাঞ্চ চন্দ্রমাঃ।
বজ্রং প্রহরণানাঞ্চ ব্রতানাং সত্যমস্ম্যহম্ ॥ ৮
অনন্তো ভোগিনাং দেবঃ সেনানীনাঞ্চ পাবকিঃ
আশ্রমাণাঞ্চ গার্হস্থ্যমীশ্বরাণাং মহেশ্বরঃ ॥ ৯
মহাকল্পশ্চ কল্পানাং যুগানাং কৃতমস্ম্যহম্।
কুবেরঃ সর্ব্বযক্ষাণাং তৃণানাঞ্চৈব বীরুধঃ * ॥১০
প্রজাপতীনাং দক্ষোঽহং নির্ঋতিঃ সর্ব্বরক্ষসাম্
বায়ুর্ব্বলবতামস্মি দ্বীপানাং পুষ্করোঽস্ম্যহম্ ॥১১
মৃগেন্দ্রাণাঞ্চ সিংহোঽহং যন্ত্রাণাং ধনুরেব চ।
বেদানাং সামবেদোঽহং যজুষাং শতরুদ্রিয়ম্ ॥
সাবিত্রী সর্ব্বজপ্যানাং গুহ্যানাং প্রণবোঽস্ম্যহম্

নাই। হে দ্বিজগণ! তোমাদিগকে এই পরম জ্ঞান কহিলাম। প্রাণী সকল ইহা জানিলেই সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। ৫২—৫২।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

বিভূতি-যোগ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে ঋষিগণ! তোমরা সকলে পরমেষ্ঠীর প্রভাব শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে পুরুষ মুক্ত হয় এবং পুনর্ব্বার সংসারে পতিত হয় না। যাহা পরাৎপরতর, ব্রহ্ম, শাশ্বত, ধ্রুব, অব্যয়, নিত্যানন্দ এবং নির্ব্বিকল্প, তাহাই আমার পরম ধাম। ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে আমি স্বয়ম্ভু ও বিশ্বতোমুখ ব্রহ্মা। মায়াবীদিগের মধ্যে আমি পুরাণ দেব অব্যয় হরি। আমি যোগীদিগের মধ্যে শম্ভু, স্ত্রীগণের মধ্যে পার্ব্বতী, আদিত্য-মধ্যে বিষ্ণু, বসুমধ্যে পাবক, রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, পক্ষিমধ্যে গরুড়, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, শস্ত্রধারীর মধ্যে পরশুরাম, ঋষির মধ্যে বশিষ্ঠ, দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, শিল্পির মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা এবং অসুরমধ্যে প্রহ্লাদ। হে বিপ্রগণ! আমি মুনিমধ্যে ব্যাস, গণমধ্যে বিনায়ক, বীরমধ্যে বীরভদ্র, সিদ্ধমধ্যে কপিলমুনি, পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু, নক্ষত্রমধ্যে চন্দ্রমা, অস্ত্রমধ্যে বজ্র, ব্রতমধ্যে সত্য, সর্পমধ্যে অনন্ত, সেনানীমধ্যে কার্ত্তিকেয়, আশ্রম-মধ্যে গার্হস্থ্য, ঈশ্বর-মধ্যে মহেশ্বর, কল্পমধ্যে মহাকল্প, যুগমধ্যে সত্যযুগ, যক্ষমধ্যে কুবের এবং তৃণমধ্যে বীরুধ। ১—১০। আমি প্রজাপতিমধ্যে দক্ষ, রাক্ষসমধ্যে নির্ঋতি, বলবানের মধ্যে বায়ু, দ্বীপমধ্যে পুষ্কর, মৃগপতিমধ্যে সিংহ, যন্ত্রমধ্যে ধনুঃ, বেদমধ্যে সাম, যজুর্মধ্যে শতরুদ্রিয়, জপ্যমধ্যে সাবিত্রী, গোপনীয়মধ্যে

* । গণেশানাঞ্চ বীরক ইতি পাঠান্তরম্।

সূক্তানাং পৌরুষং সূক্তং জ্যেষ্ঠসাম চ সামসু
সর্ব্ববেদার্থবিদুষাং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽস্ম্যহম্ ।
ব্রহ্মাবর্ত্তস্তু দেশানাং ক্ষেত্রাণামবিমুক্তকম্ ॥১৪
বিদ্যানামাত্মবিদ্যাহং জ্ঞানানামৈশ্বরং পরম্ ।
ভূতানামস্ম্যহং ব্যোম হর্ত্তৄণাং মৃত্যুরেব চ ॥ ১৫
পাশানামস্ম্যহং মায়া কালঃ কলয়তামহম্ ।
গতীনাং মুক্তিরেবাহং পরেষাং পরমেশ্বরঃ ॥ ১৬
যচ্চান্যদপি লোকেঽস্মিন সত্ত্বং তেজোবলাধিকম্
তৎ সর্ব্বং প্রতিজানীধ্বং মম তেজোবিজৃম্ভিতম্
আত্মানঃ পশবঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বে সংসারবর্ত্তিনঃ
তেষাং পতিরহং দেবঃ স্মৃতঃ পশুপতির্বুধৈঃ ॥
মায়াপাশেন বধ্নামি পশূনেতান্ স্বলীলয়া ।
মামেব মোচকং প্রাহুঃ পশূনাং বেদবাদিনঃ ॥১৯
মায়াপাশেন বদ্ধানাং মোচকোঽন্যো ন বিদ্যতে
মামৃতে পরমাত্মানং ভূতাধিপতিমব্যয়ম্ ॥ ২০
চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি মায়াকর্ম্মগুণা ইতি ।
এতে পাশাঃ পশুপতেঃ ক্লেশাশ্চ পশুবন্ধনাঃ ॥২১
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারঃ খানিলাগ্নিজলানি ভূঃ ।
এতাঃ প্রকৃতয়স্বষ্টৌ বিকারাশ্চ তথাপরে ॥ ২২
শ্রোত্রং ত্বকচক্ষুষী জিহ্বা ঘ্রাণঞ্চৈব তু পঞ্চমম্
পায়ূপস্থং করৌ পাদৌ বাক্ চৈব দশমী মতা ॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ ।
ত্রয়োবিংশতিরেতানি তত্ত্বানি প্রাকৃতানি চ ॥ ২৪
চতুর্ব্বিংশকমব্যক্তং প্রধানং গুণলক্ষণম্ ।
অনাদিমধ্যনিধনং কারণং জগতঃ পরম্ ॥ ২৫
সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণত্রয়মুদাহৃতম্ ।
সাম্যাবস্থিতিমেতেষামব্যক্তাং প্রকৃতিং বিদুঃ ॥
সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাজসং সমুদাহৃতম্ ।
গুণানাং বুদ্ধিবৈষম্যাদ্বৈষম্যং কবয়ো বিদুঃ ॥ ২৭
ধর্ম্মাধর্ম্মাবিতি প্রোক্তৌ পাশৌ দ্বৌ কর্ম্মসংজ্ঞিতৌ ।
ময্যর্পিতানি কর্ম্মাণি ন বন্ধায় বিমুক্তয়ে ॥ ২৮
অবিদ্যামস্মিতাং রাগং দ্বেষঞ্চাভিনিবেশনম্ ॥
ক্লেশাখ্যাংস্তান্ স্বয়ং প্রাহুঃ পাশানাত্মনিবন্ধনাৎ

প্রণব, সূক্তমধ্যে পুরুষসূক্ত, সামমধ্যে জ্যেষ্ঠসাম, বেদার্থবিদ্ সকলের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু, দেশমধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং স্থানমধ্যে অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীধাম। আমি বিদ্যামধ্যে আত্মবিদ্যা, জ্ঞানমধ্যে ঐশ্বর জ্ঞান, ভূতমধ্যে আকাশ,সংহারকদিগের মধ্যে মৃত্যু, পাশমধ্যে মায়া, বিনায়কের মধ্যে কাল,গতি মধ্যে মুক্তি, এবং শ্রেষ্ঠমধ্যে পরমেশ্বর। হে ঋষিগণ! যে সত্ত্ব লোকমধ্যে তেজ ও বলে অধিক,তোমরা জানিবে, তাহাই আমার তেজে বিজৃম্ভিত ; সংসারবর্ত্তী সমস্ত আত্মাই পশু নামে অভিহিত,আমিই তাহাদের ঈশ্বর বলিয়া সকলে আমাকে পশুপতি কহে আমি স্বীয় লীলায় মায়াপাশে ঐ পশুদিগকে বন্ধন করি, এবং ভূতপতি পরমাত্মা অব্যয় আমি ভিন্ন কেহই মায়াপাশবদ্ধ পশুগণের মোচনকর্ত্তা নাই ; তাই বেদ-বেত্তারা আমাকে পরম মুক্তিদাতা বলিয়া থাকেন। ১১—২০। চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক তত্ত্বসকল মায়াকর্ম্মের গুণ, ইহারাই পশুপতির পাশ এবং ক্লেশসকলই পশুদিগের বন্ধন। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, আকাশ, অনিল, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই আটটী প্রকৃতি ; তদ্ভিন্ন সবই বিকার। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুর্দ্বয়, জিহ্বা, নাসিকা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পায়ু, উপস্থ, কর, চরণ ও বাক্য এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ; এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ সর্ব্বসমেত এই ত্রয়োবিংশতি পদার্থ প্রাকৃত তত্ত্ব। আর যিনি অব্যক্ত, প্রধান, গুণলক্ষণ, অনাদি-মধ্য-নিধন ও জগতের পরম কারণ—তিনিই চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ইহাই ত্রিগুণ। ইহাদের সাম্য অবস্থাকেই অব্যক্ত প্রকৃতি বলে। সত্ত্বজ্ঞান, তমোজ্ঞান ও রাজস জ্ঞান এই জ্ঞানত্রয় বুদ্ধির বৈষম্যবশতঃ ঘটিয়া থাকে, ইহাই পণ্ডিতগণের মত। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামে কর্ম্মসংজ্ঞক দুইটী পাশ আছে। কর্ম্ম সকল আমাতে সমর্পিত হইলেই বন্ধনের কারণ হয় না, প্রত্যুত মুক্তির সাধক হয়। অবিদ্যা, মমতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই সকলকেই আত্ম-নিবন্ধনহেতু পাশ বলিয়া

এতেষামেব পাশানাং মায়া কারণমুচ্যতে।
মূলপ্রকৃতিরব্যক্তা সা শক্তির্ময়ি তিষ্ঠতি। ৩০
স এব মূলপ্রকৃতিঃ প্রধানং পুরুষোঽপি চ।
বিকারা মহদাদীনি দেবদেবঃ সনাতনঃ। ৩১
স এব বন্ধঃ স চ বন্ধকর্ত্তা
স এব পাশঃ পশবঃ স এব।
স বেদ সর্ব্বং ন চ তস্য বেত্তা
তমাহুরাদ্যং পুরুষং পুরাণম্। ৩২

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে শ্রীমদ্ভগবদীশ্বরগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে বিভূতিযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ। ৭।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ। ৮

ঈশ্বর উবাচ।

অস্মদ্গুহ্যতমং জ্ঞানং বক্ষ্যে ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ।
যেনাসৌ তরতে জন্তুর্ঘোরং সংসারসাগরম্। ১
অয়ং ব্রহ্মময়ঃ শান্তঃ শাশ্বতো নির্ম্মলোঽব্যয়ঃ।
একাকী ভগবানুক্তঃ কেবলঃ পরমেশ্বরঃ। ২
মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম তত্র গর্ভং দধাম্যহম্।
মূলমায়াভিধানং তং ততো জাতমিদং জগৎ। ৩
প্রধানং পুরুষো হ্যাত্মা মহদ্ভূতাদিরেব চ।
তন্মাত্রাণি মহাভূতানীন্দ্রিয়াণি চ জজ্ঞিরে। ৪
ততোঽণ্ডমভবদ্ধৈমমর্ককোটিসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে মহান্ ব্রহ্মা মচ্ছক্ত্যা চোপবৃংহিতঃ। ৫
যে চান্যে বহবো জীবাস্তন্ময়াঃ সর্ব্ব এব তে।
ন মাং পশ্যন্তি পিতরং মায়য়া মম মোহিতাঃ। ৬
যাশ্চ যোনিষু সর্ব্বাসু সম্ভবন্তীহ মূর্ত্তয়ঃ।
তাসাং মায়াং পরাং যোনিং মামেব পিতরং বিদুঃ। ৭
যোমেবং বীজানাতি বীজিনং পিতরং প্রভুম্।
স বীরঃ সর্ব্বলোকেষু ন মোহমধিগচ্ছতি। ৮
ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ভূতানাং পরমেশ্বরঃ।

থাকে। মায়াই এই পাশ সকলের কারণ। এই মায়া আবার অব্যক্ত মূলপ্রকৃতিরূপে আমাতেই অবস্থান করে। সেই মূলপ্রকৃতিই প্রধান ও পুরুষ নামে অভিহিত, তিনিই মহদাদি বিকার ও দেবদেব সনাতন। তিনিই বন্ধন, তিনিই কর্ম্মকর্ত্তা। তিনিই পাশ ও পশু, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহাকে কেহই জানে না; সকলে তাঁহাকেই আদ্য ও পুরাণ পুরুষ বলিয়া থাকে। ২১—৩২।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

সংসারসাগরতারণ-গুহ্যতম জ্ঞান।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এক্ষণে আর একটী গুহ্যতম জ্ঞান বর্ণন করিতেছি! যাহা জানিলে প্রাণিগণ ঘোর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হয়। এই যে ব্রহ্মময় ভগবান ইনি শান্ত, শাশ্বত, কেবল, নির্ম্মল, অব্যয়, একাকী ও পরমেশ্বর। মহদ্ব্রহ্ম আমার যোনিস্বরূপ, আমি তাহাতেই গর্ভ ধারণ করিয়া থাকি, তাহারই নাম মায়া; তাহা হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হয়। তাহা হইতেই প্রধান, পুরুষ, আত্মা, ভূতাদি, মহান্, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত এবং ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন। তাহা হইতেই কোটিসূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী সৌবর্ণ অণ্ড উৎপন্ন হয়। মদীয় শক্তি দ্বারা উপবৃংহিত হইয়া মহান্ ব্রহ্মা তাহাতেই জন্মগ্রহণ করেন। অন্য যে সকল বহুল প্রাণী আছে, সকলেই তন্ময়। তাহারা আমার মায়ায় মোহিত হইয়া পিতৃস্বরূপ আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; নানা যোনিতে যে অন্য মূর্ত্তি সকল উৎপন্ন হয়, আমাকেই তাহাদিগের পিতৃস্বরূপ এবং মায়াকেই তাহার পরমযোনি (মাতৃস্বরূপ) জানিবে। যে ব্যক্তি আমাকে এইরূপ পিতা, প্রভু ও বীজস্বরূপ বলিয়া অবগত হয়, সেই বীর সর্ব্বলোকমধ্যে মোহিত হয় না। ১—৮। আমিই সকল বিদ্যার ঈশ্বর,

ওঙ্কারমূর্ত্তির্ভগবানহং ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ ॥ ৯
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ১০
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ১১
বিদিত্বা সপ্ত সূক্ষ্মাণি ষড়ঙ্গঞ্চ মহেশ্বরম্।
প্রধানবিনিযোগজ্ঞঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ১২
সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ
স্বচ্ছন্দতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিদিত্বা
ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য ॥ ১৩
তন্মাত্রাণি মন আত্মা চ তানি
সূক্ষ্মাণ্যাহুঃ সপ্ত তত্ত্বাত্মকানি।
যা সা হেতুঃ প্রকৃতিঃ সা প্রধানং
বন্ধঃ প্রোক্তো বিনিয়োগোঽপি তেন ॥ ১৪
যা সা শক্তিঃ প্রকৃতৌ লীনরূপা
বেদেষূক্তা কারণং ব্রহ্মযোনিঃ।
তস্যা একঃ পরমেষ্ঠী পুরস্তা-
ন্মাহেশ্বরঃ পুরুষঃ সত্যরূপঃ ॥ ১৫
ব্রহ্মা যোগী পরমাত্মা মহীয়ান্
ব্যোমব্যাপী বেদবেদ্যঃ পুরাণঃ।
একো রুদ্রো মৃত্যুরব্যক্তমেকং
বীজং বিশ্বং দেব একঃ স এব। ১৬
তমেবৈকং প্রাহুরন্যেঽপ্যনেকং
ত্বামেবাত্মা কেচিদন্যং তমাহুঃ।
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
মহাদেবঃ প্রোচ্যতে বিশ্বরূপঃ ॥ ১৭
এবং হি যো বেদ গুহাশয়ং পরং
প্রভুং পুরাণং পুরুষং বিশ্বরূপম্ ॥
হিরণ্ময়ং বুদ্ধিমতাং পরাং গতিং
স বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমতীত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৮

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে
শ্রীমদ্‌ভগবদীশ্বরগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে সংসার-
সাগরতারণগুহ্যতমজ্ঞান-
যোগো নামাষ্টমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ভূতগণের পরমেশ্বর, ওঙ্কারমূর্ত্তি, ভগবান্, ব্রহ্মা ও প্রজাপতি। আমি সকল ভূতেই সমানভাবে অবস্থিতি করি, আমিই পরমেশ্বর, সকল বস্তু বিনষ্ট হইলেও আমি বিনষ্ট হই না; যে ব্যক্তি এইরূপ দর্শন করে, সেই-ই যথার্থ দর্শনকারী। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে সকল পদার্থে সমানভাবে অবস্থিত দর্শন করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে আপনাকে আপনি হিংসা করে না; নচেৎ আর সকলেই আত্মহিংসাকারী অতএব পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সপ্ত সূক্ষ্মপদার্থ ও ষড়ঙ্গ মহেশ্বরকে অবগত হইয়া যে ব্যক্তি প্রধান বিনিয়োগ অবগত হয়, সে পরমব্রহ্ম লাভ করে। সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিবোধ, স্বচ্ছন্দতা, নিত্য অলুপ্তশক্তি ও অনন্তশক্তি, বিভু মহেশ্বরের এই ষড়ঙ্গ জ্ঞাতব্য। পঞ্চতন্মাত্র, মন ও আত্মা এই সাতটী সূক্ষ্ম তত্ত্ব। এই সকলের হেতু সেই প্রকৃতিই প্রধান দ্বারা যে বন্ধন (সংসার), তাহাই বিনিয়োগ। মহেশ্বরের যে শক্তি প্রকৃতিতে লীনরূপে অবস্থিত, তাহাই বেদমধ্যে ব্রহ্মযোনি ও কারণরূপে কথিত হইয়াছে। পরমেষ্ঠী, পরস্তাৎ ও সত্যরূপী মহেশ্বর পুরুষই তাহার একমাত্র পুরুষ। সেই পুরুষই ব্রহ্মা, যোগী পরমাত্মা, মহীয়ান্, ব্যোমরূপী, বেদবেদ্য ও পুরাণ। সে একমাত্র দেব রুদ্রই মৃত্যু, অব্যক্ত, অদ্বিতীয়, বীজ ও বিশ্ব। কেহ তাঁহাকে 'এক' বলে, কেহ বা 'অনেক' বলে। কেহ কেহ তাঁহাকে আত্মা বলে, কেহ বা অন্য বলে। কিন্তু তিনি অণু হইতেও অণীয়ান ও মহৎ হইতেও মহীয়ান্। তিনিই বিশ্বরূপী মহাদেব বলিয়া কথিত হন। যে ব্যক্তি সেই মহেশ্বরকে এইরূপে গুহাশয় পরম প্রভু পুরাণপুরুষ, বিশ্বরূপ ও হিরণ্ময় বলিয়া অবগত হয়, সেই বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া পরম পদে অবস্থিত হয়। ৯—১৮।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

নিষ্কলো নির্ম্মলো নিত্যো নিষ্ক্রিয়ঃ পরমেশ্বরঃ।
ততো বদ মহাদেব বিশ্বরূপঃ কথং ভবান্ ॥১

ঈশ্বর উবাচ।

নাহং বিশ্বো ন বিশ্বঞ্চ মামৃতে বিদ্যতে দ্বিজাঃ।
মায়া নিমিত্তমাত্রাস্তি সা চাত্মনি ময়া শ্রিতা ॥ ২
অনাদিনিধনা শক্তির্মায়া ব্যক্তিসমাশ্রয়া।
তন্নিমিত্তঃ প্রপঞ্চোঽয়মব্যক্তাজ্জায়তে খলু ॥৩
অব্যক্তং কারণং প্রাহুরানন্দং জ্যোতিরক্ষরম্ ॥৪
অহমেব পরং ব্রহ্ম মত্তো হ্যন্যন্ন বিদ্যতে।
তস্মান্মে বিশ্বরূপত্বং নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৪
একত্বে চ পৃথক্ত্বে চ প্রোক্তমেতন্নিদর্শনম্।
অহং তৎ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ৫
অকারণং দ্বিজাঃ প্রোক্তা ন দোষো হ্যাত্মনস্তথা
অনন্তাঃ শক্তয়োঽব্যক্তা মায়য়া সংস্থিতা ধ্রুবাঃ

তস্মিন্ দিবি স্থিতং নিত্যমব্যক্তং ভাতি কেবলম্
যাভিস্তল্লক্ষ্যতে ভিন্নমভিন্নন্তু স্বভাবতঃ (ক)।
একয়া মায়য়া যুক্তমনাদিনিধনং ধ্রুবম্ ॥ ৭
পুংসোঽন্যাভূদ্যথা ভূতিরন্যয়া ন তিরোহিতম্
অনাদিমধ্যনিষ্ঠং তচ্চেষ্টতে বিদ্যয়া কিল ॥ ৮
তদেতৎ পরমব্যক্তং প্রভামণ্ডলমণ্ডিতম্।
তদক্ষরং পরং জ্যোতিস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৯
তত্র সর্ব্বমিদং প্রোতমোতঞ্চৈবাখিলং জগৎ।
তদেবেদং জগৎ কৃৎস্নং তদ্বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে ॥ ১০
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ বিভেতি ন কুতশ্চন ॥১১

> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
> মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
> তং বিজ্ঞায় পরিমুচ্যেত বিদ্বান্
> নিত্যানন্দী ভবতি ব্রহ্মভূতঃ ॥ ১২

নবম অধ্যায়।

নিগুণব্রহ্মের বিশ্বরূপকারণ জ্ঞানযোগ।

ঋষিরা কহিলেন,—যদি পরমেশ্বর নিষ্কল, নির্ম্মল, নিত্য ও নিষ্ক্রিয় হন, তবে হে মহাদেব! আপনি বিশ্বরূপী হইলেন কিরূপে? ঈশ্বর কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! আমি বিশ্ব নহি, কিন্তু বিশ্বও আমা ব্যতিরেকে বিদ্যমান নাই। মায়াই ইহার হেতু, আমি মায়াকেই আত্মাতে আশ্রয় দিয়াছি। প্রকাশসমাশ্রয়া শক্তিই মায়া—তাহার আদি বা অন্ত নাই। তজ্জন্যই এই প্রপঞ্চ অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং অব্যক্তই ইহার কারণ। তিনি আনন্দ ও অক্ষর-জ্যোতিঃস্বরূপ। আমিই পরমব্রহ্ম, আমা হইতে অন্য কিছু নাই; এই জন্যই ব্রহ্মবাদী মুনিগণ আমার বিশ্বরূপত্ব নিশ্চিত করিয়াছেন। একত্ব বা পার্থক্য উভয়েই এই ভাব কথিত হয়, সুতরাং আমিই সনাতন পরমাত্মা অকারণ ও পরম ব্রহ্ম। দ্বিজগণ! তাহাতে আত্মার কোন দোষ নাই। কারণ শক্তি সকল অনন্ত, অব্যক্ত ও মায়াদ্বারা সংস্থিত, অতএব ধ্রুব। তাহাতেই কেবল অব্যক্ত দিবিস্থিত ও নিত্য বলিয়া প্রকাশিত হন। তিনি অভিন্ন হইলেও, ঐ সকল শক্তি দ্বারা তাঁহাকে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, কারণ তিনি একমাত্র মায়া দ্বারা যুক্ত। বস্তুতঃ তিনি অনাদিনিধন, সুতরাং নিত্য। পুরুষের যখন ঐশ্বর্য্য হয় ও যখন তাহার ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হয়, তখন ঐশ্বর্য্যের যেমন পার্থক্য থাকে না, সেইরূপ তিনি ও অনাদি-মধ্যনিষ্ঠ, কেবল মায়াদ্বারা চেষ্টিত হন মাত্র। সুতরাং এই পরম অব্যক্ত প্রভামণ্ডলে মণ্ডিত, অক্ষর ও পরম জ্যোতিই বিষ্ণুর পরমপদ। তাহাতেই এই অখিল জগৎ ওত-প্রোতভাবে বর্ত্তমান এই জগৎ কৃৎস্নভাবে অবগত হইলে মুক্তিলাভ হয়। মনের সহিত বাক্যসকল যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, সেই আনন্দময় ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞাতা ব্যক্তি কোথাও ভয় পান না। ১—১১। এই আদিত্যবর্ণ তমঃপারে অবস্থিত মহান্ পুরুষকে আমি জানি।

(ক) অভিন্নং বক্ষ্যতে ভিন্নং ব্রহ্মাব্যক্তং সনাতনমিতি কচিৎ পাঠঃ।

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্-
যজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং দিবিষ্ঠম্।
তদেবাত্মানং মন্যমানোঽথ বিদ্বা-
নাত্মানন্দী ভবতি ব্রহ্মভূতঃ॥ ১৩
তদব্যয়ং কলিলং গূঢ়দেহং
ব্রহ্মানন্দমমৃতং বিশ্বধাম।
বদন্ত্যেবং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মনিষ্ঠা
যত্র গত্বা ন নিবর্ত্তেত ভূয়ঃ॥ ১৪
হিরণ্ময়ে পরমাকাশতত্ত্বে
যদৈ দিবি বিপ্রতিভাতীব তেজঃ।
তদ্বিজ্ঞানে পারপশ্যন্তি ধীরা
বিভ্রাজমানং বিমলং ব্যোমধাম॥ ১৫
ততঃ পরং পরিপশ্যন্তি ধীরা
আত্মন্যাত্মানমনুভূয় সাক্ষাৎ।
স্বয়ংপ্রভুঃ পরমেষ্ঠী মহীয়ান্
ব্রহ্মানন্দী ভগবানীশ এষঃ॥১৬
একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
তমেবৈকং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ ১৭

বিদ্বান্‌গণ তাঁহাকে অবগত হইলেই মুক্তি লাভ করে এবং ব্রহ্মভূত হইয়া নিত্যানন্দময় হয়। যাঁহা হইতে অন্য কিছুই নাই, যিনি জ্যোতিঃসমূহের মধ্যে এক মাত্র দিবিষ্ঠ জ্যোতিঃ, বিদ্বান্‌গণ তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া অবগত হইলে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া নিত্য আনন্দময় হয়। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বলেন যে তিনিই অব্যয়, কলিল, গূঢ়দেহ, ব্রহ্মানন্দ, অমৃত, ও বিশ্বধাম। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। হিরণ্ময় পরম আকাশতত্ত্বে স্বর্গমধ্যে যে তেজ প্রকাশিত হয়, ধীরগণ তাহাকেই বিভ্রাজমান নির্ম্মল আকাশধাম বলিয়া বিজ্ঞান-বিষয়ে দর্শন করেন আত্মাতে আত্মাকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া ধীরগণ তাহার পরই দর্শন করেন যে, ইনিই সেই স্বয়ং ৷ ষ্ঠী মহীয়ান্ ব্রহ্মানন্দময় ভগবান্ ঈশ্বর। তিনি একমাত্র ক্রীড়াময় ও

সর্ব্বায়নশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাদন্যন্ন বিদ্যতে॥১৮
ইত্যেতদৈশ্বরং জ্ঞানমুক্তং বো মুনিপুঙ্গবাঃ।
গোপনীয়ং বিশেষেণ যোগিনামপি দুর্লভম্॥১৯

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে
শ্রীমদ্ভগবদীশ্বরগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে নির্গুণব্রহ্মণো
বিশ্বরূপকারণজ্ঞানযোগো নাম
নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

অলিঙ্গমেকমব্যক্তলিঙ্গং ব্রহ্মেতি নিশ্চিতম্।
স্বয়ংজ্যোতিঃ পরং তত্ত্বং পরে ব্যোম্নি ব্যবস্থিতম্
অব্যক্তং কারণং যত্তদক্ষরং পরমং পদম্।

সকল ভূতেই গূঢ়ভাবে অবস্থিত ; তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। যে ধীরগণ তাঁহাকে এইভাবে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই শাশ্বতী শান্তি লাভ হয়, অপরের হয় না। তাঁহার মস্তক ও গ্রীবা সকল স্থলেই বিদ্যমান, তিনি সকল ভূতেরই গুহাশয়, তিনিই সর্ব্বব্যাপী ও ভগবান্। তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই বর্ত্তমান নাই। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই সেই ঐশ্বর জ্ঞান তোমাদিগের নিকটে উক্ত হইল। ইহা অত্যন্ত গোপনীয়, কারণ যোগীদিগেরও ইহা দুর্লভ। ১২—১৯।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯॥

দশম অধ্যায়।

লিঙ্গ-ব্রহ্ম-জ্ঞানযোগ।

ঈশ্বর কহিলেন,—যিনি পরম-ব্রহ্ম, তিনি অলিঙ্গ, এক, অব্যক্তলিঙ্গ, ধ্রুব। তিনিই স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, পরম-তত্ত্ব ও পরম আকাশে অবস্থিত। (অব্যক্ত লিঙ্গ অর্থাৎ)

নিগুর্ণং শুদ্ধবিজ্ঞানং তদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ ॥ ২
তন্নিষ্ঠাঃ শান্তসঙ্কল্পা নিত্যং তদ্ভাবভাবিতাঃ।
পশ্যন্তি তৎ পরং ব্রহ্ম যত্তল্লিঙ্গমিতি শ্রুতিঃ ॥ ৩
অন্যথা ন হি মাং দ্রষ্টুং শক্যং বৈ মুনিপুঙ্গবাঃ।
ন হি তদ্বিদ্যতে জ্ঞানং যেন তজ্জ্ঞায়তে পরম্
এতৎ তৎ পরমং জ্ঞানং কেবলং কবয়ো বিদুঃ।
অজ্ঞানতিমিরং জ্ঞানং যস্মান্মায়াময়ং জগৎ ॥৫
তজ্জ্ঞানং নির্ম্মলং শুদ্ধং নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।
মমাত্মাসৌ তদেবেদমিতি প্রাহুর্বিপশ্চিতঃ ॥ ৬
যেঽপ্যনেকং প্রপশ্যন্তি তৎপরং পরমং পদম্।
আশ্রিতাঃ পরমাং নিষ্ঠাং বুদ্ধৈক্যং তত্ত্বমব্যয়ম্ ॥
যে পুনঃ পরমং তত্ত্বমেকং বানেকমীশ্বরম্।
ভক্ত্যা মাং সম্প্রপশ্যন্তি বিজ্ঞেয়াস্তে তদাত্মকাঃ
সাক্ষাদেবং প্রপশ্যন্তি স্বাত্মানং পরমেশ্বরম্।
নিত্যানন্দং নির্ব্বিকল্পং সত্যরূপমিতি স্থিতিঃ ॥৯

ভজন্তে পরমানন্দং সর্ব্বগং জগদাত্মকম্।
স্বাত্মন্যবস্থিতাঃ শান্তাঃ পরে ব্যক্তাপরস্য তু ॥১০
এষা বিমুক্তিঃ পরমা মম সাযুজ্যমুত্তমম্।
নির্ব্বাণং ব্রহ্মণা চৈক্যং কৈবল্যং কবয়ো বিদুঃ
তস্মাদনাদিমধ্যান্তং বস্ত্বেকং পরমঃ শিবঃ।
স ঈশ্বরো মহাদেবস্তং বিজ্ঞায় প্রমুচ্যতে ॥ ১২
ন তত্র সূর্য্যঃ প্রতিভাতি চন্দ্রো
ন নক্ষত্রাণি তপনো নোত বিদ্যুৎ।
তদ্ভাসেদমখিলং ভাতি বিশ্বং
তন্নিত্যভাসমচলং সদ্বিভাতি ॥ ১৩
নিত্যোদিতং নিষ্কলং নির্ব্বিকল্পং
শুদ্ধং বৃহৎ পরমং যদ্বিভাতি।
অত্রান্তরে ব্রহ্মবিদোঽথ নিত্যং
পশ্যন্তি তত্ত্বমচলং যৎ স ঈশঃ ॥ ১৪
নিত্যানন্দমমৃতং সত্যরূপং
শুদ্ধং বদন্তি পুরুষং সর্ব্ববেদাঃ।

অব্যক্ত যে কারণ, তাহা অক্ষর, পরম পদ, নিগুর্ণ ও শুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপ, পণ্ডিতগণ তাহাই দর্শন করেন। লিঙ্গ অর্থাৎ কারণ বলিয়া যাহা অভিহিত হয়, তন্নিষ্ঠ, শান্তসঙ্কল্প ও নিত্যতদ্ভাব-ভাবিত মুনিগণই সেই পরম ব্রহ্মকে দর্শন করেন। অন্য কোন প্রকারেই আমাকে দেখিতে সমর্থ হয় না এবং অন্য এমন কিছু জ্ঞানই বর্ত্তমান নাই, যাহা দ্বারা তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। এই সেই পরমজ্ঞানকে কেবল পণ্ডিতগণ অবগত হন, অপরে পারে না। যেহেতু জ্ঞান, অজ্ঞানরূপ তিমিরে আচ্ছন্ন ও জগৎ কেবল মায়াময়। সেই যে, জ্ঞান, তাহাই নির্ম্মল, শুদ্ধ, নির্ব্বিকল্প ও নিরঞ্জন। পরমনিষ্ঠার আশ্রয়ে অব্যয় তত্ত্বকে ঐক্যরূপে জ্ঞান করিয়া যাঁহারা সেই প্রধান পরম-পদকে অনেকভাবে অবগত হন, সেই বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, তাহাই আমার আত্মা। আর যাহারা সেই পরম তত্ত্বকে এক বা অনেক বলিয়া ঈশ্বরভাবে ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে দর্শন করে, তাহারা তদাত্মক বলিয়া জ্ঞাতব্য। ১—৮। স্বকীয় আত্মাকে ক্রীড়াময় পরমেশ্বর বলিয়া তাহারা দর্শন করে এবং আত্মাকে নিত্যানন্দ, নির্ব্বিকল্প ও সত্যরূপ কহিয়া থাকেন যাঁহারা স্বীয় আত্মাতে অবস্থিত, সেই ব্যক্তাব্যক্ত-প্রধান শান্ত মুনিগণ পরমানন্দময় জগদাত্মা সর্ব্বগত ঈশ্বরের ভজনা করেন। ইহাই পরম বিমুক্তি ও উত্তম মৎ-সাযুজ্য। যেহেতু পণ্ডিতগণ জানেন যে, ব্রহ্মের সহিত একত্বের নাম নির্ব্বাণ বা কৈবল্য। অতএব একমাত্র শিব-ই আদি, মধ্য-অন্ত রহিত পরম বস্তু, তিনিই ঈশ্বর; তাঁহাকে অবগত হইলেই মুক্তি হয়। সে স্থলে সূর্য্য বা চন্দ্র প্রতিভাত হয় না, তথায় নক্ষত্র, তপন বা বিদ্যুৎ বর্ত্তমান নাই; কিন্তু তাঁহার জ্যোতিতেই, সমস্ত বিশ্ব জ্যোতির্ম্ময় হয়, অতএব সেই নিত্য দীপ্তিময়, নিত্য সৎই বিভাত হইয়া থাকেন। যাহা নিত্যোদিত, নিষ্কল, নির্ব্বিকল্প, শুদ্ধ, পরম ও বৃহৎ-রূপে শোভিত হয়, ব্রহ্মবিদ্গণ তাহার মধ্যেই নিত্য অচল যে তত্ত্ব দর্শন করেন, তাহাই ঈশ্বর। বেদ সকল কহিয়া থাকেন যে, সেই পরম পুরুষ—শুদ্ধ, নিত্যানন্দ, অমৃত ও

প্রাণানিতি প্রণবেনেশিতারং
ধ্যায়ন্তি বেদৈরিতি নিশ্চিতার্থাঃ ॥ ১৫
ন ভূমিরাপো ন মনো ন বহ্নিঃ
প্রাণোঽনলো গগনং নোত বুদ্ধিঃ।
ন চেতনোঽন্যৎ পরমাকাশমধ্যে
বিভাতি দেবঃ শিব এব কেবলঃ ॥ ১৬
ইত্যেতদুক্তং পরমং রহস্যং
জ্ঞানামৃতং সর্ব্ববেদেষু গূঢম্।
জানাতি যোগী বিজনেঽথ দেশে
যুঞ্জীত যোগং প্রয়তো হ্যজস্রম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে শ্রীমদ্‌ভগবদীশ্বরগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে লিঙ্গব্রহ্মজ্ঞানযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

সত্যরূপী। তিনি প্রণবরূপে রক্ষাকর্ত্তা তাঁহাকে প্রাণ বলিয়া সকলে ধ্যান করে, ইহাই বেদ সকলের নির্ণীত অর্থ। তিনি ভূমি, জল, মন, অগ্নি, প্রাণ, বায়ু, গগন, বুদ্ধি, চেতন বা অচেতন,—কিছুই নহেন। তিনি ক্রীড়াময় কেবলমাত্র শিবরূপে শোভিত হইয়া কেন। হে দ্বিজগণ! এই সকল বেদের গূঢ় জ্ঞানামৃতরূপ পরম রহস্য তোমাদিগের নিকটে কথিত হইল। ইহা যোগীরাই অবগত আছেন। সেই জন্যই যোগী হইয়া নির্জ্জন প্রদেশে প্রযতভাবে নিরন্তর যোগ করা কর্ত্তব্য। ৯—১৭।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি যোগং পরমদুর্লভম্।
যেনাত্মানং প্রপশ্যন্তি ভানুমন্তমিবেশ্বরম্ ॥ ১
যোগাগ্নির্দ্দহতে ক্ষিপ্রমশেষং পাপপঞ্জরম্।
প্রসন্নং জায়তে জ্ঞানং সাক্ষান্নির্ব্বাণসিদ্ধিদম্ ॥ ২
যোগাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদ্‌যোগঃ প্রবর্ত্ততে
যোগজ্ঞানাভিযুক্তস্য প্রসীদতি মহেশ্বরঃ ॥ ৩
এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং নিত্যমেব চ।
যে যুঞ্জন্তি মহাযোগং তে বিজ্ঞেয়া মহেশ্বরাঃ ॥ ৪
যোগস্তু দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো হ্যভাবঃ প্রথমো মতঃ
অপরস্তু মহাযোগঃ সর্ব্বযোগোত্তমোত্তমঃ ॥ ৫
শূন্যং সর্ব্বনিরাভাসং স্বরূপং যত্র চিন্ত্যতে।
অভাবযোগঃ স প্রোক্তো যেনাত্মানং প্রপশ্যতি

একাদশ অধ্যায়।

যোগাদি জ্ঞানযোগ।

ঈশ্বর বলিলেন,—যে যোগ জানিলে আত্মাকে সূর্য্যের ন্যায় ঈশ্বরস্বরূপ দর্শন করিতে পারা যায়, ইহার পর আমি সেই পরম দুর্লভ যোগ বলিব। যোগরূপ অগ্নি শীঘ্রই সমস্ত পাপপঞ্জর দহন করে, তাহাতে মুক্তিফলোৎপাদক নির্ম্মল জ্ঞান জন্মে। যোগ হইতে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, এবং জ্ঞান হইতেও যোগোৎপত্তি হয়। যোগ ও জ্ঞান এই উভয়-সমন্বিত ব্যক্তির প্রতি মহেশ্বর প্রসন্ন হন। যাঁহারা প্রত্যহ (নিয়মপূর্ব্বক) এককাল বা দ্বিকাল বা ত্রিকালে অথবা সতত মহাযোগ (নির্ব্বিকল্প যোগ) করেন, তাঁহাদিগকে মহেশ্বর বলিয়াই জানিবে। যোগ দুই প্রকার; ইহার মধ্যে একটীর নাম অভাবযোগ (সবিকল্পক যোগ) ও অপরটী সকল যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মহাযোগ (নির্ব্বিকল্পক যোগ)। যাহাতে শূন্য ও সমস্ত সাদৃশ্যবিহীন স্বরূপের চিন্তা হয় এবং যে যোগ দ্বারা আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে অভাবযোগ

যত্র পশ্যন্তি চাত্মানং নিত্যানন্দং নিরঞ্জনম্।
ময়ৈক্যং স মমাযোগো ভাষিতঃ পরমঃ স্বয়ম্ ॥৭
যে চান্যে যোগিনাং যোগাঃ শ্রূয়ন্তে গ্রন্থবিস্তরে।
সর্ব্বে তে ব্রহ্মযোগস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্
যত্র সাক্ষাৎ প্রপশ্যন্তি বিমুক্তা বিশ্বমীশ্বরম্।
সর্ব্বেষামেব যোগানাং স যোগঃ পরমো মতঃ ॥
সহস্রশোঽথ বহুশো যে চেশ্বরবহিষ্কৃতাঃ।
ন তে পশ্যন্তি মামেকং যোগিনো যতমানসাঃ ॥
প্রাণায়ামস্তথা ধ্যানং প্রত্যাহারোঽথ ধারণা।
সমাধিশ্চ মুনিশ্রেষ্ঠা যমশ্চ নিয়মাসনে ॥ ১১
ময্যেকচিত্ততা যোগো বৃত্ত্যন্তরনিরোধতঃ।
তৎসাধনান্যষ্টধা তু যুষ্মাকং কথিতানি তু ॥ ১২
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহৌ।
যমাঃ সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তাশ্চিত্তশুদ্ধিপ্রদা নৃণাম্
কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা।
অক্লেশজননং প্রোক্তা ত্বহিংসা পরমর্ষিভিঃ ॥১৪
অহিংসায়াঃ পরো ধর্ম্মো নাস্ত্যহিংসাপরং সুখম্
বিধিনা যা ভবেদ্ধিংসা ত্বহিংসৈব প্রকীর্ত্তিতা ॥
সত্যেন সর্ব্বমাপ্নোতি সত্যে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্
যথার্থকথনাচারঃ সত্যং প্রোক্তং দ্বিজাতিভিঃ ॥
পরদ্রব্যাপহরণং চৌর্য্যাদথ বলেন বা।
স্তেয়ং তস্যানাচরণাদস্তেয়ং ধর্ম্মসাধনম্ ॥ ১৭
কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগং ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে ॥ ১৮
দ্রব্যাণামপ্যনাদানমাপদ্যপি তথেচ্ছয়া।
অপরিগ্রহমিত্যাহুস্তং প্রযত্নেন পালয়েৎ ॥ ১৯
তপঃস্বাধ্যায়সন্তোষাঃ শৌচমীশ্বরপূজনম্।
সমাসান্নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগসিদ্ধিপ্রদায়িনঃ ॥২০
উপবাসপরাকাদি-কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ।
শরীরশোষণং প্রাহুস্তাপসাস্তপ উত্তমম্ ॥ ২১

বলিয়া থাকে। আর যে যোগানুষ্ঠান করিলে সদানন্দ নির্ম্মল আত্মাকে আমার সহিত (ঈশ্বরের সহিত) অভিন্ন দেখিতে পারে, তাহাকেই স্বয়ং ঈশ্বর পরম মহাযোগ বলিয়াছেন। অন্যান্য গ্রন্থ সকলে যোগীদিগের জন্য যে সমুদায় যোগ শুনা যায়, সে সমুদয় যোগ ব্রহ্মযোগের ষোড়শ ভাগের একভাগ বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারে না। মুক্ত পুরুষেরা যে যোগে এই বিশ্বকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া দেখিতে পান, সকল যোগের মধ্যে সেই যোগই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। যাহারা ঈশ্বরকে বিভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা বহু সহস্রবার চিত্তসংযোগপূর্ব্বক যোগী হইলেও একমাত্র আমাকে দর্শন করিতে সক্ষম হয় না। ১—১০। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা, সমাধি, যম, নিয়ম ও আসন; অন্তবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক কেবল আমার প্রতি একাগ্রচিত্ততারূপ যোগের এই আট প্রকার সাধন তোমাদিগকে বলিলাম। অহিংসা,সত্য,অস্তেয়,ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ —মনুষ্যদিগের চিত্তশুদ্ধিদায়ক এই পাঁচ প্রকার যম সংক্ষেপে বলিলাম। কর্ম্ম, মন, ও বাক্য দ্বারা সকল প্রাণীরই সকল সময়ে ক্লেশোৎপাদন না করাকে ঋষিগণ অহিংসা বলিয়াছেন। অহিংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই। অহিংসাই অতিশয় সুখ। কিন্তু বিধিপূর্ব্বক যে হিংসা হয়,তাহাও অহিংসা বলিয়া কথিত হয়। যথার্থ বলাকেই দ্বিজাতিগণ 'সত্য' বলিয়াছেন, এই সত্য দ্বারা সমস্তই পাওয়া যায় এবং সত্যেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। চৌর্য্যপূর্ব্বক অথবা বলপূর্ব্বক পরদ্রব্যাপহরণকেই স্তেয় বলিয়া থাকে, তাহা না করাকেই (পরদ্রব্যাপহরণ না করাকেই) ধর্ম্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ অস্তেয় বলে। কর্ম্ম দ্বারা, মন দ্বারা, বা বাক্য দ্বারা সকল অবস্থাতে সকল সময়ে সর্ব্বত্র মৈথুন-ত্যাগকেই ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া থাকে। আপৎকালেও ইচ্ছাপূর্ব্বক দ্রব্যগ্রহণ না করাকেই মুনিগণ অপরিগ্রহ বলিয়াছেন, সেই অপরিগ্রহ-ধর্ম্মকে যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে। ১১—১৯। তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, সন্তোষ,শৌচ, ঈশ্বরার্চ্চনা, এই পাঁচটীর নাম নিয়ম, ইহা সংক্ষেপপূর্ব্বক বলিলাম। এই নিয়মই যোগসিদ্ধি প্রদান করে। উপবাস,পরাকাদি প্রাজা-

বেদান্তশতরুদ্রীয়-প্রণবাদিজপং বুধাঃ।
সত্ত্বসিদ্ধিকরং পুংসাং স্বাধ্যায়ং পরিচক্ষতে ॥ ২২
স্বাধ্যায়স্য ত্রয়ো ভেদা বাচিকোপাংশুমানসাঃ।
উত্তরোত্তরবৈশিষ্ট্যং প্রাহুর্বেদার্থবেদিনঃ ॥ ২৩
যঃ শব্দবোধজননাঃ পরেষাং শৃণ্বতাং স্ফুটম্।
স্বাধ্যায়ো বাচিকঃ প্রোক্ত উপাংশোরথ লক্ষণম্
ওষ্ঠয়োঃ স্পন্দমাত্রেণ পরস্যাশব্দবোধকম্।
উপাংশুরেষ নির্দ্দিষ্টঃ সাহস্রো বাচিকাজ্জপঃ ॥২৫
যৎ পদাক্ষরসঙ্গত্যা পরিস্পন্দনবর্জ্জিতম্।
চিন্তনং সর্ব্বশব্দানাং মানসং তং জপং বিদুঃ ॥২৬
যদৃচ্ছালাভতো নিত্যমলং পুংসো ভবেদিতি।
প্রাশস্ত্যমৃষয়ঃ প্রাহুঃ সন্তোষং সুখলক্ষণম্ ॥২৭
বাহ্যমাভ্যন্তরং শৌচং দ্বিধা প্রোক্তং দ্বিজোত্তমাঃ।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং মনঃশুদ্ধিরথান্তরম্ ॥ ২৮
স্তুতিস্মরণ পূজাভির্বাঙ্মনঃকায়-কর্ম্মভিঃ।
সুনিশ্চলা শিবে ভক্তিরেতদীশস্য পূজনম্ ॥২৯
যমাশ্চ নিয়মাঃ প্রোক্তাঃ প্রাণায়ামং নিবোধত।
প্রাণঃ স্বদেহজো বায়ুরায়ামস্তন্নিরোধনম্ ॥ ৩০
উত্তমাধমমধ্যত্বাৎ ত্রিধায়ং প্রতিপাদিতঃ।
স এব দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ সগর্ভোঽগর্ভ এব চ ॥
মাত্রাদ্বাদশকো মন্দশ্চতুর্বিংশতিমাত্রকঃ।
মধ্যমঃ প্রাণসংরোধঃ ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রিকোঽন্ত্যকঃ ॥ ৩২
প্রস্বেদকম্পনোত্থানজনকত্বং যথাক্রমম্।
মন্দ-মধ্যম-মুখ্যানামানন্দাচ্চোত্তমোত্তমঃ ॥ ৩৩
সগর্ভমাহুঃ সজপমগর্ভং বিজপং বুধাঃ।
এতদ্বৈ যোগিনাং প্রাহুঃ প্রাণায়ামস্য লক্ষণম্ ॥
সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।

তপস্যা ও চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা শরীর-শোষণকে তাপসগণ উত্তম তপস্যা বলিয়া থাকেন। বেদান্তের শতরুদ্রীয় বা প্রণবাদি জপকে পুরুষদিগের সত্ত্বসিদ্ধিকর স্বাধ্যায় বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন। বেদাধ্যয়নের তিন প্রকার ভেদ;—বাচিক, উপাংশু ও মানস। বেদার্থবেদিগণ এই প্রকার বেদাধ্যয়নের মধ্যে পর পরকে (অর্থাৎ বাচিক অপেক্ষা উপাংশু, উপাংশু অপেক্ষা মানস অধ্যয়নকে) উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। যে বেদাধ্যয়নে অন্য শ্রোতাদের শব্দবোধ জন্মে তাহাকে বাচিক বেদাধ্যয়ন বলে। এখন উপাংশু বেদাধ্যয়নের লক্ষণ বলিতেছি। যে বেদাধ্যয়নে ওষ্ঠের স্পন্দনমাত্র হওয়াতে অপরের শব্দ বোধ জন্মে না, তাহা উপাংশু-বেদাধ্যয়ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা বাচিক অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট। কেবল পদান্তরের সঙ্গতি দ্বারা শব্দসকলের পরিস্পন্দন-রহিত চিন্তাকে মানস-জপ বলিয়া থাকে। যদৃচ্ছালাভেও (অল্পলাভেও) ইহা পর্য্যাপ্ত হইয়াছে, সর্ব্বদা পুরুষের এইরূপ যে উদারতা,তাহাকে ঋষিগণ উৎকৃষ্ট সুখলক্ষণান্বিত সন্তোষ বলিয়াছেন। হে দ্বিজগণ! বাহ্য ও আভ্যন্তর এই দুই প্রকার শৌচ কথিত আছে। তন্মধ্যে মৃত্তিকা ও জলদ্বারা শৌচকে বাহ্য শৌচ এবং চিত্ত-শুদ্ধিকে আভ্যন্তর শৌচ বলা যায়। স্তুতি, স্মরণ ও পূজারূপ বাক্য, মন ও কায়কৃত কর্ম্ম দ্বারা মহাদেবে সুনিশ্চল ভক্তিকেই ঈশ্বরার্চ্চনা বলিয়া থাকে। ২০—২৯। যম ও নিয়ম বলিলাম; এক্ষণে যোগসিদ্ধির অষ্টবিধ উপায়ের মধ্যে প্রাণায়াম কি, তাহা শ্রবণ কর। প্রাণ শব্দের অর্থ স্বদেহোৎপন্ন বায়ু এবং আয়াম শব্দের অর্থ নিরোধ; সুতরাং স্বদেহজ বায়ুর নিরোধকেই প্রাণায়াম বলে। উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে প্রাণায়াম তিন প্রকার এবং সেই তিন প্রকারের প্রত্যেক প্রকার আবার সগর্ভ ও অগর্ভ ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে। অধম প্রাণায়াম দ্বাদশমাত্রাত্মক, মধ্যম প্রাণায়াম চতুর্ব্বিংশতিমাত্রাত্মক ও উত্তম প্রাণায়াম ষট্‌ত্রিংশৎমাত্রাত্মক। অধম প্রাণায়াম প্রস্বেদজনক, মধ্যমপ্রাণায়াম কম্পনজনক এবং উত্তম প্রাণায়াম উত্থানজনক; আনন্দের তারতম্যানুসারে ইহাদের পরপরের উৎকৃষ্টতা জানা যায়। পণ্ডিতগণ জপযুক্ত প্রাণায়ামকে সগর্ভ ও জপরহিত প্রাণায়ামকে অগর্ভ প্রাণায়াম বলেন। যোগীদের প্রাণায়ামের

ত্রির্জপেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥৩৫
রেচকঃ পূরকশ্চৈব প্রাণায়ামোঽথ কুম্ভকঃ।
প্রোচ্যতে সর্বশাস্ত্রেষু যোগিভির্যতমানসৈঃ ॥ ৩৬
রেচকো বাহ্যনিশ্বাসাৎ পূরকস্তন্নিরোধতঃ।
সাম্যেন সংস্থিতির্যা সা কুম্ভকঃ পরিগীয়তে ॥৩৭
ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু স্বভাবতঃ।
নিগ্রহঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিঃ প্রত্যাহারস্তু সত্তমাঃ ॥
হৃৎপুণ্ডরীকে নাভ্যাং বা মূর্দ্ধ্নি পর্ব্বসু মস্তকে।
এবমাদিষু দেশেষু ধারণা চিত্তবন্ধনম্ ॥ ৩৯
দেশাবস্থিতিমালম্ব্য বুদ্ধের্যা বৃত্তিসন্ততিঃ।
বৃত্ত্যন্তরৈরসংস্পৃষ্টা তদ্ধ্যানং সূরয়ো বিদুঃ ॥ ৪০
একাকারঃ সমাধিঃ স্যাদ্দেশালম্বনবর্জ্জিতঃ।
প্রত্যয়ো হ্যর্থমাত্রেণ যোগশাসনমুত্তমম্ ॥ ৪১
ধারণা দ্বাদশায়ামা ধ্যানং দ্বাদশ ধারণাঃ।
ধ্যানদ্বাদশকং যাবৎ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৪২

আসনং স্বস্তিকং প্রোক্তং পদ্মমর্দ্ধাসনং তথা।
সাধনানাঞ্চ সর্ব্বেষামেতৎ সাধনমুত্তমম্ ॥ ৪৩
ঊর্ব্বোরুপরি বিপ্রেন্দ্রাঃ কৃত্বা পাদতলে উভে।
সমাসীতাত্মনঃ পদ্মমেতদাসনমুত্তমম্ ॥ ৪৪
উভে কৃত্বা পাদতলে জানূর্ব্বোরন্তরেণ হি।
সমাসীতাত্মনঃ প্রোক্তমাসনং স্বস্তিকং পরম্ ॥৪৫
একং পাদমথৈকস্মিন্ বিন্যস্যোরুণি সত্তমাঃ।
আসীতার্দ্ধাসনমিদং যোগসাধনমুত্তমম্ ॥ ৪৬
অদেশকালে যোগস্য দর্শনং হি ন বিদ্যতে।
অগ্ন্যভ্যাসে জলে বাপি শুষ্কপর্ণচয়ে তথা ॥ ৪৭
জন্তুব্যাপ্তে শ্মশানে চ জীর্ণগোষ্ঠে চতুষ্পথে।
সশব্দে সভয়ে বাপি চৈত্যবল্মীকসঞ্চয়ে ॥ ৪৮
অশুভে দুর্জ্জনাক্রান্তে মশকাদিসমন্বিতে।
নাচরেদ্দেহবাধে বা দৌর্ম্মনস্যাদিসম্ভবে ॥ ৪৯
সুগুপ্তে সুশুভে দেশে গুহায়াং পর্ব্বতস্য চ।
নদ্যাস্তীরে পুণ্যদেশে দেবতায়তনে তথা ॥ ৫০

এইরূপ লক্ষণ কথিত হইয়াছে। সপ্তব্যাহৃতি ও প্রাণবযুক্ত গায়ত্রীকে শিরোমন্ত্রের সহিত যদি প্রাণনিরোধপূর্ব্বক তিনবার জপ করা যায়, তবে তাহাকে (সগর্ভ) প্রাণায়াম বলে। যতমানস যোগিগণ রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই তিনটীকেই প্রাণায়াম বলিয়াছেন। নিশ্বাস বাহির করার নাম রেচক, নিশ্বাস নিরোধের নাম পূরক এবং সাম্যভাবে (অর্থাৎ নিশ্বাস পরিত্যাগ বা গ্রহণ না করিয়া স্থির-ভাবে) সংস্থিতি কুম্ভক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে সাধুগণ! স্বভাবতঃ বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয় সকলের নিগ্রহের নাম প্রত্যাহার, ইহা সাধুগণ বলিয়া থাকেন। ৩০—৩৮। হৃৎপদ্ম, নাভি, মূর্দ্ধা, পর্ব্বস্থান, সন্ধিস্থান ও মস্তক ইত্যাদি স্থানে চিত্তবন্ধনের নাম ধারণা। পূর্ব্বোক্ত স্থান সকলে (নিশ্চল ভাবে) অবস্থিতপ্রাপ্ত বুদ্ধি-বৃত্তির বৃত্ত্যন্তরা-সংস্পৃষ্টবিশিষ্ট যে বিস্তার, তাহাকেই পণ্ডিতেরা ধ্যান বলেন। যে কোন বিষয়ের চিন্তায় দেশালম্বন-বিহীন (শূন্য) একাকার হওয়াই সমাধি। ইহাই উত্তম যোগশাসন। দ্বাদশ প্রাণায়ামের নাম ধারণা, দ্বাদশ ধারণার

নাম ধ্যান এবং দ্বাদশ ধ্যান, সমাধি নামে অভিহিত হয়। আসন তিন প্রকার,—স্বস্তিকাসন, পদ্মাসন ও অর্দ্ধাসন। সমস্ত সাধনের *মধ্যে ঐ আসনই উত্তম সাধন*। হে বিপ্রোত্তমগণ! উরুদ্বয়ের উপরিভাগে আপনার পদদ্বয় রাখিয়া উপবেশন করাকে উত্তম পদ্মাসন বলে। পাদতলদ্বয় আপনার জানু ও উরুতে রাখিয়া উপবেশন করিলেই স্বস্তিকাসন হয়। হে সাধুসত্তমগণ! এক পদ অন্য উরুতে বিন্যাস করিয়া উপবেশন করিবে, ইহাই উত্তম যোগসাধন অর্দ্ধাসন। অগ্নিসমীপে, জলে, শুষ্কপত্রসমূহে, জন্তুব্যাপ্ত স্থানে, শ্মশানে, জীর্ণগোষ্ঠে, চতুষ্পথে, শব্দযুক্ত ও ভয়যুক্ত স্থানে, যজ্ঞালয়ে বা উইয়ের ঢিপির উপর, অশুভ স্থানে, দুর্জ্জনাক্রান্ত স্থানে, মশকাদিযুক্ত স্থানে এবং দেহের পীড়া ও দুশ্চিন্তা প্রভৃতি হইলে যোগ আচরণ করিবে না। কারণ এই সকল অযোগ্যদেশে বা অযোগ্যকালে যোগের দর্শন পাওয়া যায় না (অর্থাৎ অযোগ্য দেশে বা কালে যোগানুষ্ঠান করিলে সিদ্ধি হয় না)। উত্তম গোপনীয় পবিত্র স্থানে,

গৃহে বা সুশুভে দেশে নির্জ্জনে জন্তুবর্জ্জিতে।
যুঞ্জীত যোগী সততমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৫১
নমস্কৃত্য তু যোগীন্দ্রান্ সশিষ্যান্ বিনায়কম্।
গুরুঞ্চৈব চ মাং যোগী যুঞ্জীত সুসমাহিতঃ॥ ৫২
আসনং স্বস্তিকং বদ্ধা পদ্মমর্দ্ধমথাপি বা।
নাসিকাগ্রে ইমাং দৃষ্টিমীষদুন্মীলিতেক্ষণঃ॥ ৫৩
কৃত্বাথ নির্ভয়ঃ শান্তস্ত্যক্ত্বা মায়াময়ং জগৎ।
স্বাত্মন্যবস্থিতং দেবং চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরম্॥ ৫৪
শিখাগ্রে দ্বাদশাঙ্গুল্যে কল্পয়িত্বাথ পঙ্কজম্।
ধর্ম্মকন্দসমুদ্ভূতং জ্ঞাননালং সুশোভনম্॥ ৫৫
ঐশ্বর্য্যাষ্টদলং শ্বেতং পরং বৈরাগ্যকর্ণিকম্।
চিন্তয়েৎ পরমং কোশং কর্ণিকায়াং হিরণ্ময়ম্॥ ৫৬
সর্ব্বশক্তিময়ং সাক্ষাদ্যং প্রাহুর্দিব্যমব্যয়ম্।
ওঙ্কারবাচ্যমব্যক্তং রশ্মিজালসমাকুলম্।
চিন্তয়েৎ তত্র বিমলং পরং জ্যোতির্যদক্ষরম্॥ ৫৭
তস্মিন্ জ্যোতিষি বিন্যস্য স্বাত্মানং তদভেদতঃ
ধ্যায়ীত কোশমধ্যস্থমীশং পরমকারণম্॥ ৫৮
তদাত্মা সর্ব্বগো ভূত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।
এতদ্গুহ্যতমং জ্ঞানং ধ্যানান্তরমথোচ্যতে॥ ৫৯
চিন্তয়িত্বা তু পূর্ব্বোক্তং হৃদয়ে পদ্মমুত্তমম্।
আত্মানমথ কর্ত্তারং তত্রানলসমত্বিষম্॥ ৬০
মধ্যে বহ্নিশিখাকারং পুরুষং পঞ্চবিংশকম্।
চিন্তয়েৎ পরমাত্মানং তন্মধ্যে গগনং পরম্॥ ৬১
ওঙ্কারবোধিতং তত্ত্বং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্।
অব্যক্তং প্রকৃতৌ লীনং পরং জ্যোতিরনুত্তমম্
তদন্তঃ পরমং তত্ত্বমাত্মাধারং নিরঞ্জনম্।
ধ্যায়ীত তন্ময়ো নিত্যমেকরূপং মহেশ্বরম্॥ ৬৩
বিশোধ্য সর্ব্বতত্ত্বানি প্রণবেনাথ বা পুনঃ।
সংস্থাপ্য ময়ি চাত্মানং নির্ম্মলে পরমে পদে॥ ৬৪
প্লাবয়িত্বাত্মনো দেহং তেনৈব জ্ঞানবারিণা।
মদাত্মা মন্মনা ভস্ম গৃহীত্বা হ্যগ্নিহোত্রজম্॥ ৬৫
তেনোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গম্ অগ্নিরাদিত্যমন্ত্রতঃ।

পর্ব্বতের গুহায়, নদীতীরে, পুণ্যক্ষেত্রে, দেবালয়ে, গৃহমধ্যে এবং পবিত্র, নির্জ্জন ও প্রাণিরহিত স্থানে যোগী সর্ব্বদা ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া যোগানুষ্ঠান করিবে। ৩৯—৫১। শিষ্যের সহিত যোগিশ্রেষ্ঠগণকে এবং গণেশ, গুরু ও আমাকে (মহাদেবকে) প্রণাম করিয়া উত্তমরূপে সমাধিনিষ্ঠ হইয়া যোগ করিবে। স্বস্তিকাসন, পদ্মাসন অথবা অর্দ্ধাসন করিয়া চক্ষু ঈষৎ উন্মীলনপূর্ব্বক নাসিকাগ্রে স্থিরদৃষ্টি করিয়া নির্ভয় ও শান্ত হইয়া মায়াময় জগৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাত্মাবস্থিত দেব পরমেশ্বরকে চিন্তা করিবে। দ্বাদশাঙ্গুলিপরিমিত শিখার অগ্রভাগে ধর্ম্মরূপ-কন্দসমুদ্ভূত, উত্তম জ্ঞাননালবিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যরূপ অষ্টদলযুক্ত, অতিশুভ্র ও বৈরাগ্যরূপ কর্ণিকাযুক্ত পদ্ম কল্পনা করিয়া তাহার কর্ণিকায়,—যাঁহাকে সর্ব্বশক্তিময় সাক্ষাৎ অক্ষয় স্বর্গস্বরূপ বলিয়া থাকে, সেই হিরণ্ময় পরম কোষ চিন্তা করিবে। সেই হিরণ্ময়-কোষে ওঙ্কারবাচ্য, অব্যক্ত, কিরণসমূহ-সমাকীর্ণ, নির্ম্মল ও অবিনাশী পরমজ্যোতিঃ চিন্তা করিবে। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জরূপ ঈশ্বরে আত্মাকে অভিন্নরূপে বিন্যাস করিয়া কোষমধ্যবর্ত্তী পরমকারণ ঈশ্বরকে ধ্যান করিবে। ধ্যান কালে তন্ময় ও সর্ব্বগ হইয়া অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। ইহা অতি গুহ্যতম জ্ঞান। এখন ধ্যানান্তর বলিতেছি। পূর্ব্বোক্ত উত্তম পদ্মকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া সেই পদ্মে বহ্নিতুল্য জ্যোতির্বিশিষ্ট কর্ত্তারস্বরূপ আত্মাকে চিন্তা করিবে। পদ্মমধ্যে অগ্নিশিখাসদৃশ পঞ্চবিংশক পুরুষস্বরূপ পরমাত্মাকে চিন্তা করিবে এবং তাহার মধ্যে পরম আকাশস্বরূপ ওঙ্কার দ্বারা পবিজ্ঞত তত্ত্ব সনাতন, অবিনাশী, মঙ্গলময়, অব্যক্ত প্রকৃতিলীন, উৎকৃষ্ট, অনুত্তম জ্যোতিকে চিন্তা করিবে। তাহার মধ্যে পরমতত্ত্ব, আত্মার আধারস্বরূপ, নিরঞ্জন, নিত্য, একরূপ (অদ্বিতীয়) মহেশ্বরকে ধ্যান করিবে। ৫২—৬৩। অথবা সমস্ত তত্ত্বকে প্রণব দ্বারা বিশোধন করিয়া নির্ম্মল পরমপদস্বরূপ আমাতে আত্মা সংস্থাপন করিবে। পরে সেই জ্ঞানবারি দ্বারা শরীর ধৌত করিয়া আমাতে আত্ম-মনঃসমর্পণপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রজ ভস্ম গ্রহণ করিবে এবং সেই ভস্ম

চিন্তয়েৎ স্বাত্মনীশানং পরংজ্যোতিঃস্বরূপিণম্ ॥
এষ পাশুপতো যোগঃ পশুপাশবিমুক্তয়ে।
সর্ববেদান্তসারোঽয়ং যত্যাশ্রম ইতি শ্রুতিঃ ॥৬৭
এতৎ পরতরং গুহ্যং মৎসাযুজ্যপ্রদায়কম্।
দ্বিজাতীনান্ত কথিতং ভক্তানাং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥৬৮
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ ক্ষমা শৌচং তপো দমঃ।
সন্তোষঃ সত্যমাস্তিক্যং ব্রতাঙ্গানি বিশেষতঃ ॥
একেনাপ্যথ হীনেন ব্রতমস্য তু (ক) লুপ্যতে।
তস্মাদাত্মগুণোপেতো মদ্‌ব্রতং বোঢ়ুমর্হতি ॥৭০
বীতরাগ-ভয়-ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবোঽনেন যোগেন পূতা মদ্ভাবযোগতঃ ॥৭১
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্
জ্ঞানযোগেন মাং তস্মাদ্‌যজেত পরমেশ্বরম্ ॥৭২
অথবা ভক্তিযোগেন বৈরাগ্যেণ পরেণ তু।
চেতসা বোধযুক্তেন পূজয়েন্মাং সদা শুচিঃ ॥ ৭৫
সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য ভিক্ষাশী নিষ্পরিগ্রহঃ।
প্রাপ্নোতি মম সাযুজ্যং গুহ্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥৭৪
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৭৬
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স হি মে প্রিয়ঃ ॥ ৭৭
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্মদ্ভক্তো মামুপৈষ্যতি ॥৭৯
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মৎপরায়ণঃ।

দ্বারা "অগ্নিরিতি" এই মন্ত্রে ভস্মাঙ্গ ভূষিত করিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশানকে নিজ আত্মাতে চিন্তা করিবে। এই পাশুপত-যোগ দ্বারা পশু পাশবিমুক্তি হয়। এই যোগ সর্ব্ব বেদান্তসার ও যতিদিগের আশ্রম-স্বরূপ, ইহা শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে। ভক্তব্রহ্মচারী দ্বিজাতিদিগের মৎসাযুজ্যপ্রদায়ক অতিশয় গোপনীয় এই পাশুপত-ব্রত কথিত হইল। ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, ক্ষমা, শৌচ, তপস্যা, দম (শরীরশোষণ), সন্তোষ, সত্য ও আস্তিক্য এই নয়টী বিশেষরূপ ব্রতাঙ্গ। এই নয়টী ব্রতাঙ্গের মধ্যে একটী অঙ্গ হীন হইলেই ব্রত নষ্ট হয়, সেই হেতু আত্মগুণযুক্ত হইয়া আমার ব্রত বহন করা উচিত। ৬৪—৭০। বিষয়াভিলাষ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার শরণাগত মন্ময় হইয়া মদীয় ভক্তি দ্বারা অনেকেই পূত হইয়াছে। যাহারা আমাকে যেরূপ উপাসনা করে, তাহাদিগকে আমি সেই রূপেই প্রাপ্ত হই (অর্থাৎ তাহাদিগকে উপাসনানুরূপ ফল প্রদান করি)। আমি পরমেশ্বর, সেই হেতু জ্ঞানযোগ দ্বারা আমাকে উপাসনা করিবে। অথবা পরম বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বদা শুচি হইয়া, ভক্তিযোগ দ্বারা বোধযুক্ত চিত্তে আমাকে পূজা করিবে। সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষাভোজী ও নিষ্পরিগ্রহ হইলে, আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, এই গোপনীয় বিষয় বলিলাম। ৭১—৭৪। যে ব্যক্তি কোন প্রাণীরই হিংসা করে না, সকল প্রাণীর সহিত মিত্রতা করে, তাহাদের উপর দয়াবান্ হয় এবং মমতাহীন ও অহঙ্কারশূন্য হয়, সেই ব্যক্তিই আমার ভক্ত ও প্রিয়। যে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, যোগী, যতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয় এবং আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে, সে-ই আমার ভক্ত ও সে-ই আমার প্রিয়। যাহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না বা লোকগণ যাহাকে উত্তেজিত করিতে পারে না এবং হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগে যে ব্যক্তি বিচলিত হয় না, সে-ই আমার প্রিয়। যে ব্যক্তি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাশূন্য ও সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী, অথচ ভক্তিমান্; সেই আমার প্রিয়। নিন্দা ও স্তব যাহার পক্ষে সমান, যে মৌনাবলম্বী, যে সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট, কোথাও যাহার গৃহ নাই ও যে ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি-সে-ই আমার ভক্ত ও আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

(ক) নেতি বা পাঠঃ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পরমং পরম্ ॥ ৮৫
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা মামেকং শরণং ব্রজেৎ ॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যপি প্রবৃত্তোঽপি নৈব তেন নিবধ্যতে ॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি তৎপদম্ ॥
যদৃচ্ছালাভতুষ্টস্য দ্বন্দ্বাতীতস্য চৈব হি।
কুর্ব্বতো মৎপ্রসাদার্থং কর্ম [illegible] ॥ ৮৮
মন্মনা মম স্কারী মদ্‌যাজী মৎপরায়ণঃ
মামুপৈষ্যতি যোগীশো জ্ঞাত্বা মাং পরমেশ্বরম্ ॥
মামেবাহুঃ পরং জ্যোতির্ব্বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং মম সাযুজ্যমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৮৬
এবং নিত্যাভিযুক্তানাং মামকং কর্ম্ম সাত্ত্বিকম্।
নাশয়ামি তমঃ কৃৎস্নং জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ৮৭
মদ্‌বুদ্ধয়ো মাং সততং পূজয়ন্তীহ যে জনাঃ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্
যে চান্যে কামভোগার্থং যজন্তে হ্যন্যদেবতাঃ
তেষাং তদন্তং বিজ্ঞেয়ং দেবতানুগতং ফলম্ ॥
যে চান্যদেবতাভক্তাঃ পূজয়ন্তীহ দেবতাঃ।
মদ্ভাবনাসমাযুক্তা মুচ্যন্তে তেঽপি মানবাঃ ॥ ৯০
তস্মাদ্বিনশ্বরানন্যাংস্ত্যক্ত্বা দেবানশেষতঃ।
[illegible] ॥ ৯১
ত্যক্ত্বা পু[illegible] স্নেহ [illegible] শোক [illegible]পরিগ্রহঃ
যজেচ্চা মরণাল্লিঙ্গং বিরক্তঃ পারমেশ্বরম্ ॥ ৯২
যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা লিঙ্গং ত্যক্ত্বা ভোগানশেষতঃ
একেন জন্মনা তেষাং দদামি পরমং পদম্ ॥ ৯৩
পরাত্মনঃ সদা লিঙ্গং কেবলং রজতপ্রভম্।

সর্ব্বদা মৎপরায়ণ হইয়া সমস্ত কর্ম্ম করিতে পারিলে আমার অনুগ্রহে সনাতন উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিতে পারে। ৭৫—৮০। মনে মনে সমস্ত কর্ম্মই আমাতে বিন্যাস এবং বিষয়-বাসনাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মমতাশূন্য ও মৎ-পরায়ণ হইয়া কেবল আমাকেই আশ্রয় করিবে। কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক সদা সন্তুষ্ট ও নিরাশ্রয় হইতে পারিলে, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও সে ব্যক্তি কর্ম্ম নিবদ্ধ হইবে না। আত্মা ও মনকে সংযত করত আশ্রয়শূন্য হইয়া সর্ব্বপরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল শারীরিক কর্ম্ম করিলে ঈশ্বরস্থান লাভ করিতে পারে। যে লোক, যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-পরিত্যাগী ও আমার সন্তোষের নিমিত্ত কর্ম্ম করে, তাহাকে আর সংসারে আসিতে হয় না। মন্মনাঃ, আমাকে নমস্কারকারী, আমার পূজক ও মদেকাগ্রচিত্ত যোগিশ্রেষ্ঠই পরমেশ্বররূপ আমাকে জানিতে পারে এবং আমাকেই লাভ করিতে পারে। আমাকে পরমজ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া যাহারা পরস্পর বুঝাইয়া থাকে এবং আমাকে সনা-তন বলে, তাহারাই আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। যাহারা এরূপ সাত্ত্বিক কর্ম্ম সকল নিরন্তর আমাতেই অর্পণ করে, তাহাদিগের মানসিক সমগ্র অজ্ঞান আমি দীপ্তিমান্ জ্ঞানদীপদ্বারা নাশ করি। যাহারা মদে-কাগ্রচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা আমাকে পূজা করে, আমি সেই সমুদয় নিত্যাভিযুক্ত ব্যক্তিদের যোগ-ক্ষেম * বহন করি। যাহারা কাম্যফলের নিমিত্ত অন্য দেবতাদিগকে পূজা করে, তাহাদের সেই পর্য্যন্তই ফল জানিবে; কারণ দেবতানুগতই ফল হয়। যাহারা অন্যদেবতাভক্ত হইয়া নানা দেবতার পূজা করত আমাকে ভাবনা করে, সে, সমস্ত মনুষ্যেরাও মুক্ত হয়। অতএব বিনশ্বর অন্যান্য দেবতা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রভুস্বরূপ আমাকে যে আশ্রয় করে, সে-ই উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করে। ৮১—৯১। পুত্রা-দিতে স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকশূন্য হইয়া মরণ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের লিঙ্গকে পূজা করিবে। যাহারা সর্ব্বদা অশেষভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা লিঙ্গ পূজা করে, তাহাদিগকে এক-জন্মেই পরমপদ প্রদান করি। পরমাত্মার ঐ

* অলব্ধ বিষয়ের প্রাপ্তি—যোগ, লব্ধ-বিষয়ের রক্ষা—ক্ষেম।

জ্ঞানাত্মকং সর্ব্বগতং যোগিনাং হৃদি সংস্থিতম্
যে চান্যে নিয়তা ভক্তা ভাবয়িত্বা বিধানতঃ।
যত্র কচন তল্লিঙ্গমর্চ্চয়ন্তি মহেশ্বরম্॥ ৯৫
জলে বা বহ্নিমধ্যে বা ব্যোম্নি সূর্য্যেঽপ্যথান্যতঃ।
রত্নাদৌ ভাবয়িত্বেশমর্চ্চয়েল্লিঙ্গমৈশ্বরম্॥ ৯৬
সর্ব্বং লিঙ্গময়ং হ্যেতৎ সর্ব্বং লিঙ্গে প্রতিষ্ঠিতম্।
তস্মাল্লিঙ্গেঽর্চ্চয়েদীশং যত্র কচন শাশ্বতম্॥ ৯৭
অগ্নৌ ক্রিয়াবতামপ্সু ব্যোম্নি সূর্য্যে মনীষিণাম্
কাষ্ঠাদিষ্বেব মূর্খাণাং হৃদি লিঙ্গন্তু যোগিনাম্॥
যদ্যনুৎপন্নবিজ্ঞানো বিরক্তঃ প্রীতিসংযুতঃ।
যাবজ্জীবং জপেদ্যুক্তঃ প্রণবং ব্রহ্মণো বপুঃ॥৯৯
অথবা শতরুদ্রীয়ং জপেদা মরণাদ্দ্বিজঃ।
একাকী জিতচিত্তাত্মা স যাতি পরমং পদম্॥
বসেচ্চা মরণাদ্বিপ্রো বারাণস্যাং সমাহিতঃ।
সোঽপীশ্বরপ্রসাদেন যাতি তৎ পরমং পদম্॥
তত্রোৎক্রমণকালে হি সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
দদাতি পরমং জ্ঞানং যেন মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥১০২
বর্ণাশ্রমবিধিং কৃৎস্নং কুর্ব্বাণো মৎপরায়ণঃ।
তেনৈব জন্মনা জ্ঞানং লব্ধা যাতি শিবং পদম্
যেঽপি তত্র বসন্তীহ নীচা বৈ পাপযোনয়ঃ।
সর্ব্বে তরন্তি সংসারমীশ্বরানুগ্রহাদ্দ্বিজাঃ॥ ১০৪
কিন্তু বিঘ্না ভবিষ্যন্তি পাপোপহতচেতসাম্।
ধর্ম্মান্ সমাশ্রয়েৎ তস্মান্মুক্তয়ে সততং দ্বিজাঃ॥
এতদ্রহস্যং বেদানাং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
ধার্ম্মিকায়ৈব দাতব্যং ভক্তায় ব্রহ্মচারিণে॥ ১০৬

ব্যাস উবাচ।

ইত্যেতদুক্ত্বা ভগবান্ আত্মযোগমনুত্তমম্।
ব্যাজহার সমাসীনং নারায়ণমনাময়ম্॥ ১০৭
ময়ৈতদ্ভাষিতং জ্ঞানং হিতার্থং ব্রহ্মবাদিনাম্।
দাতব্যং শান্তচিত্তেভ্যঃ শিষ্যেভ্যো ভবতা শিবম্॥ ১০৮

লিঙ্গ একমাত্র, রজতপ্রভ, জ্ঞানাত্মক, সর্ব্বগত এবং সর্ব্বদা যোগীদের হৃদয়ে সংস্থিত আছে; অতএব অন্য নিয়ত ভক্তগণ বিধানানুযায়ী চিন্তা করিয়া যে কোন স্থানে সেই শিবলিঙ্গেরই পূজা করে। জলে বা অগ্নিমধ্যে কিংবা আকাশে অথবা সূর্য্যে কিম্বা অন্যত্র রত্নাদিতে ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া ঐশ্বর লিঙ্গের পূজা করিবে। সমস্তই লিঙ্গময় ও লিঙ্গেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত, এই নিমিত্ত যে কোন স্থানে সনাতন লিঙ্গ পূজা করিবে। ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিগণ জলে বা অগ্নিতে ঐশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, মনীষীরা আকাশে বা সূর্য্যে উঁহার পূজা করে, মূর্খেরা কাষ্ঠাদি পদার্থে লিঙ্গের অর্চ্চনা করে; কিন্তু যোগিগণ হৃদয়েই উঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান অনুৎপন্ন হইলেও যদি বিরক্ত আনন্দযুক্ত ও যোগী হইয়া ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ ওঙ্কার যাবজ্জীবন জপ করে কিংবা মরণান্ত পর্য্যন্ত একাকী ও জিতচিত্ত হইয়া শতরুদ্রীয় জপ করে, তাহা হইলে সে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। ৯২—১০০। হে ব্রাহ্মণগণ! মরণান্ত পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি কাশীতে বাস করে, সেও ঈশ্বরের অনুগ্রহে পরমপদ লাভ করে। সেই কাশীতে মরণকালে সমস্ত প্রাণীই পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, সেই জ্ঞানদ্বারাই তাহারা বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। মৎপরায়ণ হইয়া সমস্ত বর্ণাশ্রমবিধান অনুষ্ঠান করিলেই সেই জন্মেই জ্ঞান লাভ করিয়া শিবপদ প্রাপ্ত হয়। হে ব্রাহ্মণগণ! সেই কাশীতে যে নীচ পাপযোনি সমুদয় বাস করে, তাহারাও ঈশ্বরানুগ্রহে সংসার হইতে উদ্ধার পায়। কিন্তু যাহাদের চিত্ত পাপপঙ্কে নিমগ্ন, তাহাদের পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হয়; অতএব হে ব্রাহ্মণগণ! মুক্তির নিমিত্ত সর্ব্বদাই ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে। এই বেদের গোপনীয় উপদেশগুলি যাকে-তাকে দিবে না। ধার্ম্মিক ও ভক্ত ব্রহ্মচারীকেই বলিবে। ব্যাস বলিলেন,—ভগবান্ এইরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মযোগ বলিয়া সমাসীন অনাময় নারায়ণকে বলিলেন,—ব্রহ্মবাদীদিগের হিতের নিমিত্ত আমি যে এই জ্ঞান বলিলাম, আপনি শান্তচিত্ত শিষ্যদিগকে এই মঙ্গলময় জ্ঞান দান করিতে পারেন। হে দ্বিজোত্তমগণ!

উক্তেবমথ যোগীন্দ্রানব্রবীদ্ভগবানজঃ।
হিতায় সর্ব্বভক্তানাং দ্বিজাতীনাং দ্বিজোত্তমাঃ
ভবন্তোঽপি হি মজ্জ্ঞানং শিষ্যাণাং
বিধিপূর্ব্বকম্।
উপদেক্ষ্যন্তি ভক্তানাং সর্ব্বেষাং বচনান্মম ॥১১১
অয়ং নারায়ণো যোঽসাবীশ্বরো নাত্র সংশয়ঃ।
নান্তরং যে প্রপশ্যন্তি তেষাং দেয়মিদং পরম্ ॥
মমৈষা পরমা মূর্ত্তির্নারায়ণসমাহ্বয়া।
সর্ব্বভূতাত্মভূতা সা শান্তা চাক্ষরসংস্থিতা ॥১১২
যেঽন্যথা মাং প্রপশ্যন্তি লোকে ভেদদৃশো
জনাঃ।
ন তে মুক্তিং প্রপশ্যন্ত জায়ন্তে চ পুনঃপুনঃ ॥১১৩
যে ত্বেনং বিষ্ণুমব্যক্তং মাঞ্চ দেবং মহেশ্বরম্।
একীভাবেন পশ্যন্তি ন তেষাং পুনরুদ্ভবঃ ॥ ১১৪
তস্মাদনাদিনিধনং বিষ্ণুমাত্মানমব্যয়ম্।
মামেব সম্প্রপশ্যধ্বং পূজয়ধ্বং তথৈব চ ॥১১৫
যেঽন্যথা সম্প্রপশ্যন্তি মত্ত্বেমং দেবতান্তরম্।
তে যান্তি নরকান্ ঘোরান্ নাহং তেষু
ব্যবস্থিতঃ ॥ ১১৬
মূর্খং বা পণ্ডিতং বাপি ব্রাহ্মণং বা মদাশ্রয়ম্।
মোচয়ামি শ্বপাকং বা নারায়ণবিচিন্তকম্ ॥ ১১৭
তস্মাদেষ মহাযোগী মদ্ভক্তৈঃ পুরুষোত্তমঃ।
অর্চ্চনীয়ো নমস্কার্য্যো মৎপ্রীতিজননায় বৈ ॥১১৮
এবমুক্ত্বা বাসুদেবমালিঙ্গ্য স পিনাকধৃক্।
অন্তর্হিতোঽভবৎ তেষাং সর্ব্বেষামেব পশ্যতাম্
নারায়ণোঽপি ভগবাংস্তাপসং বেষমুত্তমম্।
জগ্রাহ যোগিনঃ সর্ব্বাং স্ত্যক্ত্বা বৈ পরমং বপুঃ
জ্ঞাতং ভবদ্ভিরমলং প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ।
সাক্ষাদ্দেবমহেশস্য জ্ঞানং সংসারনাশনম্ ॥১২১
গচ্ছধ্বং বিজ্বরাঃ সর্ব্বে বিজ্ঞানং পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রবর্ত্তয়ধ্বং শিষ্যেভ্যো ধার্ম্মিকেভ্যো মুনীশ্বরাঃ
ইদং ভক্তায় শান্তায় ধার্ম্মিকায়াহিতাগ্নয়ে।
বিজ্ঞানমৈশ্বরং দেয়ং ব্রাহ্মণায় বিশেষতঃ ॥১২৩

ভগবান্ অজ ঈশ্বর এইরূপ বলিয়া সমস্ত ভক্ত দ্বিজাতিগণের হিতের নিমিত্ত যোগিশ্রেষ্ঠদিগকে বলিলেন,—তোমরা আমার বাক্যে আমাকর্ত্তৃক কথিত এই জ্ঞান বিধিপূর্ব্বক সমস্ত ভক্ত শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবে, এই নারায়ণ ইনি এবং এই মহাদেব আমি, আমরা একই; ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা এইরূপে ভেদ দর্শন না করে, তাহাদিগকেই এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রদান করা কর্ত্তব্য। ১০১—১১১। নারায়ণনামক আমার যে এই শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি, ইহা সমস্ত প্রাণীর আত্মস্বরূপ; ইহা শান্ত ও অক্ষররূপে সংস্থিত। জগতে যে সকল ভেদদর্শী লোক আমাকে অন্য প্রকারে দর্শন করে, তাহারা মুক্তি পায় না ও পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে। এই অব্যক্ত বিষ্ণু ও দেব মহেশ্বর আমাকে যাহারা অভিন্নরূপে দর্শন করে, তাহাদের পুনরুৎপত্তি হয় না। সেই হেতু অবিনাশী আত্মস্বরূপ আমাকে এবং অনাদিনিধন বিষ্ণুকে দর্শন কর ও পূজা কর। যাহারা আমা ভিন্ন অন্যান্য দেবতা সকলকে অন্যপ্রকারে দর্শন করে, তাহারা ঘোর নরকে গমন করে এবং আমি তাহাদিগের আত্মাতে ব্যবস্থিত থাকি না। আমার শরণাপন্ন ব্যক্তি মূর্খ হউক বা পণ্ডিতই হউক, অথবা ব্রাহ্মণ হউক বা চণ্ডালই হউক, নারায়ণ-বিচিন্তক হইলেই আমি তাহাকে মোচন করিয়া থাকি; অতএব আমার ভক্তগণ যদি আমার প্রীতি কামনা করে, তবে এই মহাযোগী পুরুষোত্তমকে পূজা করিবে এবং প্রণাম করিবে। সেই মহাদেব এইরূপ বলিয়া বাসুদেবকে আলিঙ্গন করত সকলের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ১১২—১১৯। ভগবান্ নারায়ণও পরম শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক তাপসবেশ অবলম্বন করিলেন ও যোগীদিগকে বলিলেন,—সাক্ষাৎ দেবস্বরূপ পরমেষ্ঠী মহাদেবের অনুগ্রহে আপনারা সংসারনাশক নির্ম্মল জ্ঞান জানিতে পারিয়াছেন, অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা সকলেই বিজ্বর হইয়া গমন করুন এবং ধার্ম্মিক শিষ্যদিগকে এই পরমেষ্ঠীর বিজ্ঞানে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ করুন। ভক্ত, শান্ত, ধার্ম্মিক, আহিতাগ্নি, ব্রাহ্মণকেই এই ঐশ্বর বিজ্ঞান যত্ন-

এবমুক্ত্বা স বিশ্বাত্মা যোগিনাং যোগবিত্তমাঃ।
নারায়ণো মহাযোগী জগামাদর্শনং স্বয়ম্ ॥১২৪
ঋষয়স্তেঽপি দেবেশং নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্।
নারায়ণঞ্চ ভূতাদিং স্বানি স্থানানি ভেজিরে॥
সনৎকুমারো ভগবান্ সংবর্ত্তায় মহামুনিঃ।
দত্তবানৈশ্বরং জ্ঞানং সোঽপি সত্যব্রমাযযৌ॥
সনন্দনোঽপি যোগীন্দ্রঃ পুলহায় মহর্ষয়ে।
প্রদদৌ গৌতমায়াথ পুলহোঽপি প্রজাপতিঃ॥
অঙ্গিরা বেদবিদুষে ভারদ্বাজায় দত্তবান্।
জৈগীষব্যায় কপিলস্তথা পঞ্চশিখায় চ॥ ১২৮
পরাশরোঽপি সনকাৎ পিতা মে সর্ব্বতত্ত্বদৃক্।
লেভে তৎ পরমং জ্ঞানং তস্মাদ্বাল্মীকিরাপ্তবান্
মমোবাচ পুরা দেবঃ সতীদেহভবাঙ্গজঃ।
বামদেবো মহাযোগী রুদ্রঃ কিল পিনাকধৃক্॥
নারায়ণোঽপি ভগবান্ দেবকীতনয়ো হরিঃ।
অর্জ্জুনায় স্বয়ং সাক্ষাদ্দত্তবানিদমুত্তমম্॥ ১৩১
যদাহং লব্ধবান্ রুদ্রাদ্বামদেবাদনুত্তমম্।
বিশেষাদ্‌গিরিশে ভক্তিস্তস্মাদারভ্য মেঽভবৎ॥
শরণ্যং শরণং রুদ্রং প্রপন্নোঽহং বিশেষতঃ।
ভূতেশং গিরিশং স্থাণুং দেবদেবং ত্রিশূলিনম্॥
ভবন্তোঽপি হি তং দেবং শম্ভুং গোবৃষবাহনম্।
প্রপদ্যন্তাং সপত্নীকাঃ সপুত্রাঃ শরণং শিবম্॥১৩৩
বর্ত্তধ্বং তৎপ্রসাদেন কর্ম্মযোগেন শঙ্করম্।
পূজয়ধ্বং মহাদেবং গোপতিং ব্যালভূষণম্॥১৩৫
এবমুক্তে পুলস্ত্যে তু শৌনকাদ্যা মহেশ্বরম্।
প্রণেমুঃ শাশ্বতং স্থাণুং ব্যাসং সত্যবতীসুতম্॥
অব্রুবন্ হৃষ্টমনসঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নং প্রভুম্।
সাক্ষাদ্দেবং হৃষীকেশং শিবং লোকমহেশ্বরম্॥
ভবৎপ্রসাদাদচলা শরণ্যে গোবৃষধ্বজে।
ইদানীং জায়তে ভক্তির্যা দেবৈরপি দুর্লভা॥
কথয়স্ব মুনিশ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগমনুত্তমম্।

পূর্ব্বক প্রদান করা উচিত। সেই বিশ্বাত্মা যোগিযোগবিশারদ মহাযোগী নারায়ণ এই কথা বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। সেই সমুদয় ঋষিগণও দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে ও প্রাণীদিগের আদিস্বরূপ নারায়ণকে নমস্কারপূর্ব্বক নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। মহামুনি ভগবান্ সনৎকুমার সংবর্ত্তকে এই ঐশ্বরজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন এবং তিনিও সত্যত্ব (মুক্তি) পাইয়াছিলেন। যোগিশ্রেষ্ঠ সনন্দনও মহর্ষি পুলহকে সেই জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন এবং প্রজাপতি পুলহ উহা গৌতমকে প্রদান করিয়াছিলেন। অঙ্গিরা মুনি বেদবেত্তা ভরদ্বাজকে ঐ জ্ঞান দান করিয়াছিলেন এবং কপিল মুনি জৈগীষব্য ও পঞ্চশিখ মুনিকে প্রদান করেন। আমার পিতা সর্ব্বতত্ত্বদর্শী পরাশর মুনিও সনকের নিকট হইতে সেই পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং আমার পিতার নিকট হইতে বাল্মীকি উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সতীদেহপঙ্ক হইতে সমুদ্ভূত, শক্তিপীঠের ভৈরব সাক্ষাৎ পিনাকধারী রুদ্ররূপী মহাযোগী বামদেব পূর্ব্বে আমাকে সেই জ্ঞান বলিয়াছেন।১২০—১৩০। ভগবান্ দেবকীতনয় হরি নারায়ণও অর্জ্জুনকে নিজেই এই উত্তম জ্ঞান দান করিয়াছেন। যে দিন আমি রুদ্র বামদেবের নিকট এই অত্যুত্তম জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সেই দিন হইতেই মহাদেবের উপর আমার বিশেষরূপ ভক্তি হইয়াছে। রক্ষাকর্ত্তা, ভূতনাথ, গিরিশ, স্থাণু, দেবদেব, ত্রিশূলী, রুদ্রের আমি বিশেষরূপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আপনারাও পত্নী ও পুত্রগণের সহিত গোবৃষবাহন সেই দেব শম্ভু শিবের আশ্রয় গ্রহণ করুন; কর্ম্মযোগ অনুসারে শঙ্কর মহাদেবকে অবলম্বন করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুন এবং গোপতি সর্পভূষণ মহাদেবকেই পূজা করুন। ব্যাস এইরূপ বলিলে, সেই শৌনকাদি মুনিগণ পুনরায় সনাতন স্থাণু মহেশ্বরকে ও সত্যবতীপুত্র ব্যাসকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা আনন্দিত হইয়া প্রভু সাক্ষাৎ দেব হৃষীকেশ মঙ্গলময় লোকমহেশ্বর কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বলিলেন,— আপনার অনুগ্রহে রক্ষাকর্ত্তা মহাদেবে আমাদের এরূপ ভক্তি হইয়াছে যে, তাহা দেবতাদেরও হওয়া দুর্লভ। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! যে

যেনাসৌ ভগবানীশঃ সমারাধ্যো মুমুক্ষুভিঃ ॥
ত্বৎসন্নিধাবেষ সূতঃ শৃণোতু ভগবদ্বচঃ।
তদ্বদাখিললোকানাং রক্ষণং ধর্ম্মসংগ্রহম্ ॥১৪০
যদুক্তং দেবদেবেন বিষ্ণুনা কূর্ম্মরূপিণা।
পৃষ্টেন মুনিভিঃ সর্ব্বং শক্রেণামৃতমন্থনে ॥ ১৪১
শ্রুত্বা সত্যবতীসূনুঃ কর্ম্মযোগং সনাতনম্।
মুনীনাং ভাষিতং কৃৎস্নং প্রোবাচ সুসমাহিতঃ ॥
য ইমং পঠতে নিত্যং সংবাদং কৃত্তিবাসসঃ।
সনৎকুমারপ্রমুখৈঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৪৩
শ্রাবয়েদ্বা দ্বিজান্ শুদ্ধান্ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণান্।
যো বা বিচারয়েদর্থং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥
যশ্চৈতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং ভক্তিযুক্তো দৃঢ়ব্রতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৪৫
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পঠিতব্যো মনীষিভিঃ।
শ্রোতব্যশ্চাথ মন্তব্যো বিশেষাদ্ব্রাহ্মণৈঃ সদা ॥

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে শ্রীমদ্ভগবদীশ্বরগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে যোগাদিজ্ঞানযোগো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥
(সমাপ্তেয়মীশ্বরগীতা।)

কর্ম্মযোগ দ্বারা এই ভগবান্ মহাদেবকে মুমুক্ষুগণ আরাধনা করিতে পারেন, এখন সেই অত্যুৎকৃষ্ট কর্ম্মযোগ বলুন। আপনার সন্নিধানে এই সূত সেই ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করুন। অমৃতমন্থনকালে মুনিগণ ও ইন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবদেব কূর্ম্মরূপী বিষ্ণু যাহা বলিয়াছেন, সমস্ত লোকের রক্ষার কারণ ও ধর্ম্মসংগ্রহস্বরূপ সেই কর্ম্মযোগ কীর্ত্তন করুন। সত্যবতীপুত্র সনাতন ব্যাস তাহা শ্রবণপূর্ব্বক সুসমাহিত হইয়া মুনিগণকে সেই কর্ম্মযোগ বলিলেন। যাহারা সর্ব্বদা সেই সনৎকুমার প্রভৃতির সহিত শিবের এই সংবাদ পাঠ করে, তাহারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি শুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে এই মহাদেবসংবাদ শ্রবণ করায় কিংবা যে ইহার অর্থ বিচার করে, সে পরমগতি লাভ করে। যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ করে, সে সমস্ত পাপ-পরিত্যক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করে। সেই হেতু মনস্বিগণ ও বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে অতিশয় যত্নপূর্ব্বক এই শিবসংবাদ সর্ব্বদা পাঠ করা, শ্রবণ করা এবং শিবসংবাদের অর্থ জ্ঞান করা বিধেয়। ১৩১—১৪৬

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥
ঈশ্বরগীতা সমাপ্তা।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।
(ব্যাসগীতা।)

ব্যাস উবাচ।
শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে বক্ষ্যমাণং সনাতনম্।
কর্ম্মযোগং ব্রাহ্মণানামাত্যন্তিকফলপ্রদম্ ॥ ১
আম্নায়সিদ্ধমখিলং ব্রহ্মণানুপ্রদর্শিতম্।
ঋষীণাং শৃণ্বতাং পূর্ব্বং মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥ ২
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যমৃষিসঙ্ঘৈর্নিষেবিতম্।
সমাহিতধিয়ো যূয়ং শৃণুধ্বং গদতো মম ॥ ৩
কৃতোপনয়নো বেদানধীয়ীত দ্বিজোত্তমাঃ।
গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে স্বগৃহ্যোক্তবিধানতঃ ॥ ৪
দণ্ডী চ মেখলী সূত্রী কৃষ্ণাজিনধরো মুনিঃ।

দ্বাদশ অধ্যায়।
ব্যাসগীতা।

ব্যাস বলিলেন,—হে ঋষিগণ! ব্রাহ্মণগণের অভীষ্টফলপ্রদ সনাতন বক্ষ্যমাণ কর্ম্মযোগ তোমরা শ্রবণ কর। ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদর্শিত, বেদবিহিত যে অখিল কর্ম্মযোগ, পূর্ব্বে প্রজাপতি স্বায়ম্ভুব মনু শ্রবণোৎসুক ঋষিগণ সমীপে বলিয়াছিলেন, আমি সেই ঋষিসঙ্ঘনিষেবিত সর্ব্বপাপনাশক পবিত্র কর্ম্মযোগ বলিতেছি, তোমরা সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর। হে দ্বিজোত্তমগণ! গর্ভাষ্টম কিংবা অষ্টম বৎসর বয়সে স্ব স্ব গৃহ্যবিহিত বিধানানুসারে উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া দণ্ড, মেখলা,

ভিক্ষাচারী ব্রহ্মচারী স্বাশ্রমে নিবসন্ সুখম্ (১)
কার্পাসমুপবীতার্থং নির্ম্মিতং ব্রহ্মণা পুরা।
ব্রাহ্মণানাং ত্রিবৃৎসূত্রং কৌশং বাপ্যৌর্ণমেব বা
সদোপবীতী চৈব স্যাৎ সদা বদ্ধশিখো দ্বিজঃ।
অন্যথা যৎ কৃতং কর্ম্ম তন্তবত্যযথাকৃতম্॥ ৭
বসেদবিকৃতং বাসঃ কার্পাসং বা কষায়কম্।
তদেব পরিধানীয়ং শুক্লমচ্ছিদ্রমুত্তমম্॥ ৮
উত্তরন্তু সমাখ্যাতং বাসঃ কৃষ্ণাজিনং শুভম্।
অভাবে দিব্যমজিনং রৌরবং বা বিধীয়তে॥ ৯
উদ্ধৃত্য দক্ষিণং বাহুং সব্যে বাহৌ সমর্পিতম্।
উপবীতং ভবেন্নিত্যং নিবীতং কণ্ঠসজ্জনে॥ ১০
সব্যং বাহুং সমুদ্ধৃত্য দক্ষিণে তু ধৃতং দ্বিজাঃ।

যজ্ঞসূত্র ও কৃষ্ণাজিন ধারণ করিবে এবং মুনিব্রত ও ব্রহ্মচারি-ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ভিক্ষাচারী হইয়া,স্বকীয় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবাসে সুখানুভব করত বেদনিবহ অধ্যয়ন করিবে। পূর্ব্বকালে দ্বিজগণের যজ্ঞোপবীতের নিমিত্তই ব্রহ্মাকর্ত্তৃক কার্পাস নির্ম্মিত হইয়াছে। আর কুশময় বা উর্ণানির্ম্মিত যজ্ঞোপবীতও ধারণ করিতে তাঁহাদিগের অধিকার আছে। যজ্ঞোপবীত মাত্রই ত্রিগুণিত সূত্র দ্বারা প্রস্তুত হইবে। ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা উপবীতী হইয়া থাকিবেন ও শিখাবন্ধন করিয়া রাখিবেন। শিখাবন্ধন না করিয়া বা উপবীতী না হইয়া কর্ম্ম করিলে, তাঁহারা তাহার ফল প্রাপ্ত হন না। উত্তম অচ্ছিদ্র শ্বেতবর্ণ কার্পাস ব পট্টবস্ত্র রূপান্তরিত না করিয়া পরিধান করিবেন। কৃষ্ণসারমৃগচর্ম্মই ব্রাহ্মণের উত্তম উত্তরীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তাহার অভাবে উৎকৃষ্ট মৃগচর্ম্ম বা রুরুচর্ম্মও উত্তরীয় হইতে পারে। দক্ষিণবাহুর নিম্ন দিয়া বামবাহুতে (স্কন্ধে) সমর্পিত যজ্ঞসূত্রের নাম উপবীত। কণ্ঠলগ্ন যজ্ঞসূত্রের নাম নিবীত আর বামবাহুর নিম্নে দক্ষিণবাহুতে (স্কন্ধে) সমর্পিত যজ্ঞ-

(১) ভিক্ষাহারী গুরুহিতো বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্। ইতি কচিৎ পাঠঃ।

প্রাচীনাবীতমিত্যুক্তং পৈত্রে কর্ম্মণি যোজয়েৎ।
অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে হোমে জপ্যে তথৈবচ
স্বাধ্যায়ে ভোজনে নিত্যং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সন্নিধৌ
উপাসনে গুরূণাঞ্চ সন্ধ্যয়োঃ সাধুসঙ্গমে।
উপবীতী ভবেন্নিত্যং বিধিরেষ সনাতনঃ॥ ১৩
মৌঞ্জী ত্রিবৃৎসমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
মুঞ্জাভাবে কুশেনাথ গ্রন্থিনৈকেন বা ত্রিভিঃ॥ ১৪
ধারয়েদ্বৈল্বপালাশৌ দণ্ডৌ কেশান্তিকৌ দ্বিজঃ।
যজ্ঞার্হবৃক্ষজং বাথ সৌম্যমব্রণমেব চ॥ ১৫
সায়ং প্রাতর্দ্বিজঃ সন্ধ্যামুপাসীত সমাহিতঃ।
কামাল্লোভাদ্ভয়ান্মোহাৎত্যক্তেনাং পতিতো
ভবেৎ।
অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্য্যাৎ সায়ং প্রাতর্যথাবিধি।
স্নাত্বা সন্তর্পয়েদ্দেবানৃষীন্ পিতৃগণাংস্তথা॥ ১৭
দেবতাভ্যর্চ্চনং কুর্য্যাৎ পুষ্পৈঃ পত্রৈরথাম্বুনা।

সূত্রের নাম প্রাচীনাবীত। পিতৃকর্ম্মে (অর্থাৎ শ্রাদ্ধ বা পিতৃতর্পণাদি কার্য্যে) প্রাচীনাবীতী হইতে হয়। ১—১১। অগ্নিগৃহে, গোদিগের গোষ্ঠে, হোম ও জপকর্ম্মে, বেদাধ্যয়নকালে, ভোজনসময়ে, ব্রাহ্মণসন্নিধানে, গুরু ও সন্ধ্যার উপাসনায়, সাধুসন্নিধানে—এই সকল কর্ম্মে সর্ব্বদা উপবীতী হইবে, এইটী ব্রাহ্মণের সনাতন বিধি। মুঞ্জতৃণনির্ম্মিত, ত্রিগুণ শ্লক্ষ্ণ ও সমান মেখলা করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। মুঞ্জের অভাবে কুশ দ্বারা একগ্রন্থি মেখলা করিবে। ব্রাহ্মণ কেশাগ্রপর্য্যন্তপরিমিত সুন্দর অচ্ছিদ্র বিল্ব বা পলাশনির্ম্মিত দণ্ড অথবা যে কোন যজ্ঞার্হ বৃক্ষোৎপন্ন দণ্ড ধারণ করিবেন। ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে প্রত্যহ সন্ধ্যোপাসনা করিবেন। কাম, লোভ, ভয় বা মোহবশতঃ যদি সন্ধ্যোপাসনা না করেন, তাহা হইলে তিনি পতিত হন। তদনন্তর বিধানানুসারে সায়ং প্রাতঃ উভয়কালেই অগ্নিহোত্র হোম করিবেন। প্রাতঃকালে স্নানানন্তর অগ্নিহোত্র হোম করিয়া দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণকে তর্পণ করিবেন। তৎপরে পত্র, পুষ্প ও

অভিবাদনশীলঃ স্যান্নিত্যং বৃদ্ধেষু ধর্ম্মতঃ॥ ১৮
অসাবহং ভো নামেতি সম্যক্ প্রণতিপূর্ব্বকম্
আয়ুরারোগ্যমন্বিচ্ছন্ দ্রব্যাদিপরিবর্জ্জিতম্॥ ১৯
আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্যেতি বাচ্যো বিপ্রোঽভিবাদিনে।
অকারশ্চাস্য নাম্নোঽন্তে বাচ্যঃ পূর্ব্বাক্ষরপ্লুতঃ ২০
ন কুর্য্যাদ্যোঽভিবাদস্য দ্বিজঃ প্রত্যভিবাদনম্
নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ॥ ২১
সব্যস্তপাণিনা কার্য্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ।
সব্যেন সব্যঃ স্পৃষ্টব্যো দক্ষিণেন তু দক্ষিণঃ॥২২
লৌকিকং বৈদিকঞ্চাপি তথাধ্যাত্মিকমেব বা।
আদদীত যতো জ্ঞানং তং পূর্ব্বমভিবাদয়েৎ॥২৩
নোদকং ধারয়েদ্ভৈক্ষ্যং পুষ্পাণি সমিধস্তথা।
এবংবিধানি চান্যানি ন দৈবাদ্যেষু কর্ম্মসু॥ ২৪
ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ম্।
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগত্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ॥২৫
উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ
মাতুলঃ শ্বশুরশ্চৈব মাতামহপিতামহৌ।
বর্ণজ্যেষ্ঠঃ পিতৃব্যশ্চ সর্ব্বে তে গুরবঃ স্মৃতাঃ॥ ২৬
মাতা মাতামহী গুর্ব্বী পিতুর্মাতুশ্চ সোদরা।
শ্বশ্রূঃ পিতামহী জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া গুরুস্ত্রিয়ঃ॥২৭
ইত্যুক্তো গুরুবর্গোঽয়ং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা।
অনুবর্ত্তনমেতেষাং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ॥ ২৮
গুরুং দৃষ্ট্বা সমুত্তিষ্ঠেদভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
ন তৈরুপবিশেৎ সার্দ্ধং বিবদেন্নাত্র কারণাৎ॥২৯
জীবিতার্থমপি দ্বেষাদ্গুরুভির্নৈব ভাষণম্।
উদিতোঽপি গুণৈরন্যৈর্গুরুদ্বেষী পতত্যধঃ॥ ৩০

জল দ্বারা দেবতা পূজা করিবেন এবং ধর্ম্মানুসারে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে অভিবাদন করিবেন। দ্রব্যাদি কামনা না করিয়া, কেবল আয়ুঃ ও আরোগ্য কামনা করিয়া সম্যক্ প্রণতিপূর্ব্বক "অভিবাদয়েঽমুকদেবশর্ম্মাহমস্মি ভোঃ" অর্থাৎ "আমি অমুক দেবশর্ম্মা, আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি" এই প্রকার অভিবাদনবাক্য ব্রাহ্মণ বলিবেন। অভিবাদ্য বিপ্র অভিবাদক বিপ্রকেও "আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্যামুকদেবশর্ম্মন্" অর্থাৎ "হে অমুকদেবশর্ম্মন্! তুমি আয়ুষ্মান্ হও" এই প্রকার বাক্য বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিবেন এবং অভিবাদকের নামের অন্তে যে অকারাদি স্বরবর্ণ থাকিবে, অভাবে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে স্বরবর্ণ থাকিবে,—তাহা প্লুত করিয়া উচ্চারণ করিবেন। ১২—২০। অভিবাদন করিলে, যে প্রত্যভিবাদন না করে, বিদ্বান্ তাহাকে কখনই অভিবাদন করিবেন না; যেহেতু সে শূদ্রতুল্য। গুরুর পাদগ্রহণ করিতে হইলে ব্যস্তপাণি হইয়া দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ পদ ও বামহস্তে বামপদ গ্রহণ করিতে হয়। লৌকিক, বৈদিক বা আধ্যাত্মিক এই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান যাঁহার নিকট হইতে লাভ করা যায়, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই (গুরুকে) অভিবাদন করিবে। দৈবাদি কর্ম্ম যোগ্য উপকরণ, উদক, ভৈক্ষ্যবস্তু, পুষ্প, সমিধ ও এই প্রকার অন্যান্য বস্তু সকল অভিবাদন কালে ধারণ করিবে না। পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হইলে ব্রাহ্মণকে 'কুশল' শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক, ক্ষত্রিয়জাতিকে অনাময় শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক, বৈশ্যকে 'ক্ষেম' শব্দ দ্বারা এবং শূদ্রকে 'আরোগ্য' শব্দ উল্লেখ করিয়া মঙ্গলসমাচার জিজ্ঞাসা করিবে। উপাধ্যায়, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, রাজা মাতুল, শ্বশুর, মাতামহ পিতামহ, বর্ণজ্যেষ্ঠ, ও পিতৃব্য ইঁহারা সকলেই গুরু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। মাতা, মাতামহী, গুরুপত্নী, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, শাশুড়ী, পিতামহী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী—এই সকল গুরুজন বলিয়া কথিত। এই সকল গুরুকে গুরুবর্গ কহে। গুরুবর্গ দুই প্রকার,—মাতৃবর্গ ও পিতৃবর্গ। মন, বাক্য, শরীর ও কর্ম্মদ্বারা ইঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। গুরুদর্শন মাত্রেই অভিবাদন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান থাকিবে। গুরুর সহিত একাসনে বসিবে না, কারণসত্ত্বেও বিবাদ করিবে না। জীবনের জন্যও দ্বেষবশতঃ গুরুর সহিত কোনও কথা বলিবে না। গুরু-

গুরূণামপি সর্ব্বেষাং পূজ্যাঃ পঞ্চ বিশেষতঃ।
তেষামাদ্যাস্ত্রয়ঃ শ্রেষ্ঠাস্তেষাং মাতা সুপূজিতা
যো ভাবয়তি যা সূতে যেন বিদ্যোপদিশ্যতে
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চ ভর্ত্তা চ পঞ্চৈতে গুরবঃ স্মৃতাঃ
আত্মনঃ সর্ব্বযত্নেন প্রাণত্যাগেন বা পুনঃ।
পূজনীয়া বিশেষেণ পঞ্চৈতে ভূতিমিচ্ছতা ॥৩৩
যাবৎ পিতা চ মাতা চ দ্বাবেতৌ নির্ব্বিকারিণৌ
তাবৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য পুত্রঃ স্যাৎ তৎপরায়ণঃ॥
পিতা মাতা চ সুপ্রীতৌ স্যাতাং পুত্রগুণৈর্যদি।
স পুত্রঃ সকলং ধর্ম্মমাপ্নুয়াৎ তেন কর্ম্মণা ॥ ৩৫
নাস্তি মাতৃসমং দৈবং নাস্তি তাতসমো গুরুঃ।
তয়োঃ প্রত্যুপকারো হি ন কথঞ্চন বিদ্যতে ॥৩৬
তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাৎ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
ন তাভ্যামননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ ॥৩৭
বর্জ্জয়িত্বা মুক্তিফলং নিত্যং নৈমিত্তিকং তথা।
ধর্ম্মঃ সারঃ সমুদ্দিষ্টঃ প্রেত্যানন্তফলপ্রদঃ ॥ ৩৮
সম্যগারাধ্য বক্তারং বিসৃষ্টস্তদনুজ্ঞয়া।
শিষ্যো বিদ্যাফলং ভুঙ্‌ক্তে প্রেত্য বা
পূজ্যতে দিবি ॥ ৩৯
যো ভ্রাতরং পিতৃসমং জ্যেষ্ঠং মূর্খোঽবমন্যতে।
তেন দোষেণ স প্রেত্য নিরয়ং ঘোরমৃচ্ছতি ॥৪০
পুংসাং বর্ত্মনি তিষ্ঠেত পূজ্যো ভর্ত্তা চ সর্ব্বদা
অপি মাতারি লোকেঽস্মিন্নুপকারাদ্ধি গৌরবম্
যে নরা ভর্তৃপিণ্ডার্থং স্বান্ প্রাণান্ সন্ত্যজন্তি হি
তেষামক্ষয়ান্লোকান্ প্রোবাচ ভগবান্ মনুঃ
মাতুলাংশ্চ পিতৃব্যাংশ্চ শ্বশুরানৃত্বিজো গুরূন্।
অসাবহমিতি ব্রূয়ুঃ প্রত্যুত্থায় যবীয়সঃ ॥ ৪৩
অবাচ্যো দীক্ষিতো নাম্না যবীয়ানপি যো ভবেৎ
ভোভবৎপূর্ব্বকন্ত্বেনমভিভাষেত ধর্ম্মবিৎ ॥ ৪৪

শ্রেষী অন্যান্য প্রকার গুণদ্বারা প্রধান হইলেও অধঃপতিত (নরকগামী) হয়। ২১—৩০। সর্ব্বপ্রকার গুরুই পূজনীয়। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটী বিশেষ পূজনীয়; তাহার মধ্যেও প্রথম তিনটী অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। মাতা সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয়া বলিয়া কথিত আছেন। জনক, জননী, অধ্যাপক, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং ভর্ত্তা, এই পাঁচ জন উক্ত পাঁচ গুরু বলিয়া কথিত হন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি আত্যন্তিক যত্ন করিয়া বা প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াও পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ গুরুর পূজা করিবে। যে কাল পর্য্যন্ত পিতা-মাতার বৈরাগ্যোৎপত্তি না হইবে, পুত্র সেই কালপর্য্যন্ত সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিবেন! যদি পুত্রগুণদ্বারা পিতা মাতা প্রীতিযুক্ত হন, তবে পিতৃ-মাতৃশুশ্রূষা-কর্ম্মদ্বারাই পুত্র সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। জগতে মাতার সমান দেবতা নাই, পিতার সমান গুরু নাই; ইঁহাদের প্রত্যুপকার কোনও কর্ম্মদ্বারা করা যাইতে পারে না। বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাদের প্রিয় কর্ম্ম করিবে। তাঁহাদের আজ্ঞা ব্যতিরেকে অন্য কোনও ধর্ম্ম কার্য্যও করিবে না। মুক্তিফলজনক ও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও পিতামাতার প্রিয় কর্ম্ম করিবে। তাহাই পরলোকে অনন্ত ফলপ্রদ ও ধর্ম্মের সার বলিয়া কথিত হইয়াছে। গুরুকে সম্যক্‌রূপে আরাধনা করিবে। তাঁহার আদেশানুসারে স্বগৃহে প্রত্যাগত শিষ্য বিদ্যাফল ভোগ করিতে পারে ও পরলোকে স্বর্গ ভোগ করে। যে মূর্খ পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অবমাননা করে, সেই দোষবশতঃ সে পরলোকে ঘোরতর নরকগামী হয়। ৩১—৪০। রমণী সর্ব্বদা পুরুষের অনুগামিনী হইবেন, ভর্ত্তা সর্ব্বদা তাঁহাদের পূজনীয়। মানব মাতৃহিতেও রত হইবে; তাহাতেও ইহলোকে গৌরব হইয়া থাকে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, যিনি ভর্তৃপিণ্ডের জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন তাঁহার অক্ষয় লোকে বাস হয়। মাতুল, পিতৃব্য, শ্বশুর, পুরোহিত ও গুরু ইঁহারা যদি বয়ঃকনিষ্ঠ হন, তাহা হইলে দণ্ডায়মান হইয়া "অসাবহং" অর্থাৎ "অমুক ব্যক্তি আমি" এই কথা বলিবে। যজ্ঞাদি কর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও ধার্ম্মিক ব্যক্তি তৎকালে তাঁহার

অভিবাদ্যশ্চ পূজ্যশ্চ শিরসা বন্দ্য এব চ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াদ্যৈশ্চ শ্রীকামৈঃ সাদরং সদা॥
নাভিবাদ্যাস্তু বিপ্রেন্দ্রৈঃ ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ কথঞ্চন।
জ্ঞানকর্ম্মগুণোপেতা যদ্যপ্যেতে বহুশ্রুতাঃ॥৪৬
ব্রাহ্মণঃ সর্ব্ববর্ণানাং স্বস্তি কুর্য্যাদিতি শ্রুতিঃ।
সবর্ণেন সবর্ণানাং কার্য্যমেবাভিবাদনম্॥ ৪৭
গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেব গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।
বিদ্যা কর্ম্ম বয়ো বন্ধুর্বিত্তং ভবতি পঞ্চমম্।
মান্যস্থানানি পঞ্চাহুঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরুত্বরাৎ॥ ৪৯
পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি বলবন্তি চ।
যত্র স্যুঃ সোঽত্র মানার্হঃ শূদ্রোঽপি দশমীং গতঃ
পন্থা দেয়ো ব্রাহ্মণায় স্ত্রিয়ৈ রাজ্ঞে হ্যচক্ষুষে।
বৃদ্ধায় ভারভুগ্নায় রোগিণে দুর্ব্বলায় চ॥ ৫১

ভিক্ষামাহৃত্য শিষ্টানাং গৃহেভ্যঃ প্রযতোঽন্বহম্
নিবেদ্য গুরবেঽশ্নীয়াদ্বাগ্যতস্তদনুজ্ঞয়া॥ ৫২
ভবৎপূর্ব্বং চরেদ্ভৈক্ষ্যমুপনীতো দ্বিজোত্তমঃ।
ভবন্মধ্যন্তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু ভবদুত্তরম্॥ ৫৩
মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্বা ভগিনীং নিজাম্
ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমং যা চৈনং ন বিমানয়েৎ
স্বজাতীয়গৃহেম্বেব সার্ব্ববর্ণিকমেব বা।
ভৈক্ষস্তু চরণং যুক্তং পতিতাদিষু বর্জ্জিতম্॥ ৫৫
বেদযজ্ঞৈরহীনানাং প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মসু।
ব্রহ্মচার্য্যাহরেদ্ভৈক্ষ্যং গৃহেভ্য প্রযতোঽন্বহম্॥
গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতিকুলবন্ধুষু।

নামোল্লেখ করিয়া সম্বোধন করিবেন না; "ভো ভবৎ" এইরূপ শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিবেন। শ্রীকামী ক্ষত্রিয়াদি সর্ব্বদা সাদরে ব্রাহ্মণকে অভিবাদন, পূজা ও মস্তক দ্বারা বন্দনা করিবেন। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়কে ব্রাহ্মণেরা কদাচ অভিবাদন করিবেন না। তাহাদিগের মধ্যে যদি কেহ বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, জ্ঞানবান্, শাস্ত্রোক্তকর্ম্মানুষ্ঠায়ী এবং গুণবান্ হয়, তথাপি সে ব্রাহ্মণের অভিবাদ্য নহে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—সকল বর্ণকেই ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিবেন। সবর্ণকে সবর্ণ অভিবাদন করিতে পারে। ব্রাহ্মণের গুরু অগ্নি; ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের গুরু; পতি স্ত্রীলোকের গুরু, কিন্তু অভ্যাগত ব্যক্তি সকলেরই গুরু। বিদ্যা, কর্ম্ম, বয়ঃক্রম, বন্ধু, ধন এই পাঁচটী মান্যের স্থান। তন্মধ্যে পর পর অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্বই উৎকৃষ্ট বলিয়া অভিহিত আছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যে বিদ্যা, কর্ম্ম, বয়ঃক্রম, বন্ধু ও ধনের অন্যতম যাহাতে অধিক বা প্রবল থাকিবে, তিনিই অধিক মান্য। আর নবতি বৎসরের বৃদ্ধ শূদ্রও মানার্হ। ৪৬—৫০। গমন কালে ব্রাহ্মণ, রাজা, অন্ধ, স্ত্রী, রোগী, ভারভুগ্ন, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে অগ্রে যাইবার জন্য পথ ছাড়িয়া দিবে। বিশুদ্ধ হইয়া শিষ্টদিগের গৃহ হইতে প্রত্যহ ভিক্ষা আহরণপূর্ব্বক গুরুকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইলে, মৌনী হইয়া ভোজন করিবে। উপনীত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী, ভবৎশব্দ পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা আহরণ করিবে (অর্থাৎ ভবতি ভিক্ষাং দেহি, এই কথা বলিবে)। উপনীত ক্ষত্রিয় মধ্যে ভবৎ শব্দ দিয়া ভিক্ষা আহরণ করিবে (অর্থাৎ "ভিক্ষাং ভবতি দেহি" এই কথা বলিবে)। আর উপনীত বৈশ্য শেষে ভবৎ শব্দ বলিয়া ভিক্ষা আহরণ করিবে (অর্থাৎ ভিক্ষাং দেহি ভবতি" এই কথা বলিবে)। মাতা ভগিনী কিংবা মাতার সহোদরা ভগিনীর নিকটে অথবা যে স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচারীকে প্রত্যাখ্যানদ্বারা অবমানণা করিবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহার নিকটে ব্রহ্মচারী প্রথমে ভিক্ষা যাচ্ঞা করিবেন। স্বজাতীয় গৃহ হইতে ভিক্ষা আহরণ করিবে। তাহার অভাব হইলে সর্ব্ববর্ণের নিকটই ভিক্ষা করিতে পারে। কিন্তু পতিতাদি ব্যক্তির নিকট কখনই ভিক্ষা করিবে না। বেদজ্ঞ, যজ্ঞানুষ্ঠানশীল ও স্বজাত্যুক্ত-কর্ম্মনিরত ব্যক্তির নিকট হইতে ব্রহ্মচারী প্রত্যহ শুচি হইয়া ভিক্ষা আহরণ করিবে। গুরুবংশে আপ-

অলাভে ত্বন্যগেহানাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং বিবর্জ্জয়েৎ।
সর্ব্বং বা বিচরেদ্গ্রামং পূর্ব্বোক্তানামসম্ভবে।
নিয়ম্য প্রযতো বাচং দিশস্ত্বনবলোকয়ন্॥ ৫৮
সমাহৃত্য তু তদ্ভৈক্ষ্যং পচেদন্নমমায়য়া।
ভুঞ্জীত প্রযতো নিত্যং বাগ্যতোঽনন্যমানসঃ॥
ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যমেকান্নাদী ভবেদ্ব্রতী।
ভৈক্ষ্যেণ ব্রতিনো বৃত্তিরুপবাসসমা স্মৃতা॥ ৬০
পূজয়েদশনং নিত্যমদ্যাচ্চৈতদকুৎসয়ন্।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ
অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্।

অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ
প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত সূর্য্যাভিমুখ এব বা।
নাদ্যাদুদঙ্মুখো নিত্যং বিধিরেষ সনাতনঃ॥৬৩
প্রক্ষাল্য পাণিপাদৌ চ ভুঞ্জানো দ্বিরুপস্পৃশেৎ
শুচৌ দেশে সমাসীনো ভুক্ত্বা চ দ্বিরুপস্পৃশেৎ

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যায়াং ব্রাহ্মণানামুপনয়নাদি-কর্ম্মযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

অন্য জ্ঞাতিকুলে বা মাতুলাদি বন্ধুকুলে ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিবে না; কিন্তু যদি ভিক্ষোচিত অন্য গৃহস্থ না মিলে, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুল ত্যাগ করিয়া (পর পর মাতুলাদিকুলে) ভিক্ষা করিবে। আবার পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষোচিত সকলেরও যদি অসম্ভাব হয়,তবে শুচি ও সংযতবাক্ হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপণ না করিয়া সকল গ্রামেই (অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্যের নিকটই) ভিক্ষা করিতে পারিবে। ভৈক্ষ্যবস্তু সংগৃহীত হইলে সাবধানে পাক করিবে। অনন্যমনা সংযতবাক্ ও অনন্যমনা হইয়া তাহা ভোজন করিবে। ব্রহ্মচারী এক জনের অন্ন ভোজন * করিবে না; কিন্তু প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন লোকের গৃহ হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিবে, যেহেতু ভিক্ষান্নদ্বারা নির্ব্বাহিত-ব্রহ্মচারীর জীবিকাকে ঋষিরা উপবাসের সমান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রত্যহ বহু সমাদরের সহিত অন্ন গ্রহণ করিবে; নিন্দা না করিয়া (অর্থাৎ "এটী ভাল হয় নাই, ওটী ভাল হয় নাই" এই প্রকার না বলিয়া) অন্ন ভোজন করিবে। অন্ন দেখিয়াই হৃষ্ট ও প্রসন্ন হইবে, পরে সংযতবাক্ হইয়া ভোজন করিবে। অতিভোজন রোগজনক, আয়ুঃক্ষয়কর, স্বর্গ ও ধর্ম্মের বিরোধী এবং তাহাতে লোকে নিন্দা করিয়া থাকে, অতএব অতিভোজন পরিত্যাগ করিবে। পূর্ব্বাভিমুখ অথবা সূর্য্যাভিমুখ হইয়া অন্ন ভোজন করিবে; উত্তরাভিমুখ হইয়া কখনই ভোজন করিবে না। ইহা সনাতন বিধি। হস্ত-পদ প্রক্ষালন করত বিশুদ্ধ স্থানে উপবিষ্ট হইয়া ভোজনের পূর্ব্বে দুইবার আচমন করিবে এবং ভোজন পরিসমাপ্ত হইলেও দুইবার আচমন করিবে। ৫১—৬৪।

* "নৈকান্নাদী" মনুর পাঠ, ইহা ঐ পাঠের অনুবাদ। মূলে কিন্তু "একান্নাদী" আছে; তাহার "একাহারী" অর্থও করা যায়।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ভুক্ত্বা পীত্বা চ সুপ্ত্বা চ স্নাত্বা রথ্যোপসর্পণে।
ওষ্ঠৌ বিলোমকৌ স্পৃষ্ট্বা বাসো বিপরিধায় চ॥১
রেতো-মূত্র-পুরীষাণামুৎসর্গেঽযুক্তভাষণে।
ষ্ঠীবিত্বাধ্যয়নারম্ভে কাস-শ্বাসাগমে তথা॥ ২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্যাস বলিলেন,—ভোজন, পান,নিদ্রা ও স্নানের পর, পথিগমনের পর, লোমহীন ওষ্ঠ স্পর্শ করিলে, বস্ত্র পরিধান করিলে, রেত, মূত্র, বা বিষ্ঠা-ত্যাগের পর, অযুক্ত (অসংস্কৃত) বাক্যোচ্চারণ বা ষ্ঠীবনের (থু থু ফেলার) পর, অধ্যয়নের আরম্ভে, কাস ও শ্বাস উদ্গত

চত্বরং বা শ্মশানং বা সমাক্রম্য দ্বিজোত্তমঃ।
সন্ধ্যয়োরুভয়োস্তদ্বদাচান্তোঽপ্যাচমেৎ পুনঃ ॥৩
চণ্ডাল-ম্লেচ্ছসম্ভাষে স্ত্রীশূদ্রোচ্ছিষ্টভাষণে।
উচ্ছিষ্টং পুরুষং স্পৃষ্ট্বা ভোজ্যঞ্চাপি তথাবিধম্
আচামেদশ্রুপাতে বা লোহিতস্য তথৈব চ।
ভোজনে সন্ধ্যয়োঃ স্নাত্বা ত্যাগে মূত্রপুরীষয়োঃ
আচান্তোঽপ্যাচমেৎ সুপ্ত্বা সকৃৎ সকৃদথান্যতঃ
অগ্নের্গবামথালম্ভে স্পৃষ্ট্বা প্রযতমেব চ ॥ ৬
স্ত্রীণামথাত্মনঃ স্পর্শে নীলীং বা পরিধায় চ।
উপস্পৃশেজ্জলঞ্চার্দ্রং তৃণং বা ভুবমেব বা ॥ ৭
কেশানাঞ্চাত্মনঃ স্পর্শে বাসসোঽক্ষালিতস্য চ।
অনুষ্ণাভিরফেনাভির্বিশুদ্ধাভিশ্চ বাগ্যতঃ।
শৌচেপ্সুঃ সর্ব্বদাচামেদাসীনঃ প্রাগুদঙ্মুখঃ ॥ ৮
শিরঃ প্রাবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছশিখোঽপি বা
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচমাচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ ॥
সোপানৎকো জলস্থো বা নোষ্ণীষী
চাচমেদ্বুধঃ।..
ন চৈব বর্ষধারাভির্হস্তোচ্ছিষ্টে তথা বুধঃ ॥ ১০
নৈকহস্তার্পিতজলৈর্বিনা সূত্রেণ বা পুনঃ।
ন পাদুকাসনস্থো বা বহির্জানুকরোঽপি বা ॥১১
ন জল্পন্ ন হসন্ প্রেক্ষন্ শয়ানঃ প্রাহ্ব এব চ।
নাবীক্ষিতশ্চ ফেনাদ্যৈরুপেতাভিরথাপি বা ॥১২
শূদ্রাশুচিকরোন্মুক্তৈর্ন চোচ্ছিষ্টৈস্তথৈব চ।
ন চৈবাঙ্গুলিভিঃ শব্দং ন কুর্য্যান্নান্যমনাঃ ॥১৩
ন বর্ণরসদুষ্টাভির্ন চৈবাপ্রচুরোদকৈঃ।
ন পাণিক্ষুভিতাভির্বা ন বহিষ্কক্ষ এব বা ॥ ১৪
হৃদ্গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠ্যাভিঃ ক্ষত্রিয়ঃ শুচিঃ
প্রাশিতাভিস্তথা বৈশ্যঃ স্ত্রীশূদ্রৌ স্পর্শতোঽন্ততঃ
অঙ্গুষ্ঠমূলরেখায়াং তীর্থং ব্রাহ্মমিহোচ্যতে।
অন্তরাঙ্গুষ্ঠদেশিন্যোঃ পিতৃতীর্থমনুত্তমম্ ॥ ১৬

হইলে, উঠানে বা শ্মশানে গমন করিলে এবং উভয় সন্ধ্যাকালে—একবার আচমন পূর্ব্বে করিয়া থাকিলেও ব্রাহ্মণকে পুনরায় আচমন করিতে হইবে। চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, স্ত্রী, শূদ্র বা উচ্ছিষ্ট ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলে, উচ্ছিষ্ট লোক বা উচ্ছিষ্ট ভোজ্যবস্তু স্পর্শ করিলে, রক্তপাত বা অশ্রুপাত হইলে, ভোজনকালে, উভয় সন্ধ্যাবন্দনা কালে, স্নান করিলে ও বিণ্মূত্র ত্যাগ করিলে আচমন করিবে। নিদ্রার পরও আচমন করিবে। অন্যান্য নিমিত্তে একবার একবার আচমন করিবে; কিংবা অগ্নি, গোরু বা পবিত্র বস্তু (গঙ্গাজলাদি) স্পর্শ করিবে। স্ত্রীলোকের দেহের স্পর্শে, নীলবস্ত্র পরিধান করিলে এবং স্বকীয় দেহবিচ্যুত কেশ বা অক্ষালিত বস্ত্র স্পর্শ করিলে,শুদ্ধির জন্য জল, আর্দ্র তৃণ বা পৃথ্বী স্পর্শ করিবে। পূর্ব্ব বা উত্তরাভিমুখে উপবেশন করত সর্ব্বদা সংযতবাক্ হইয়া অনুষ্ণ ও ফেনাদিবিরহিত বিশুদ্ধ জলদ্বারা শুদ্ধির নিমিত্ত আচমন করিবে। মস্তক বা কণ্ঠ আবরণ করিয়া, মুক্তকচ্ছ বা মুক্তশিখ হইয়া এবং পাদ প্রক্ষালন না করিয়া আচমন করিলেও অশুচি থাকে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি উপানহ-ধারী, জলস্থ বা উষ্ণীষধারী হইয়া আচমন করিবেন না। বর্ষধারা জলদ্বারা, হস্ত উচ্ছিষ্ট থাকিলে, এক হস্তার্পিত জলদ্বারা এবং যজ্ঞসূত্র-রহিত, পাদুকাসনোপবিষ্ট বা বহির্জানুকর হইয়া আচমন করা উচিত নহে। গল্প করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে, ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে, শয়ন করিয়া বা রাস্তা চলিতে চলিতে, না দেখিয়া এবং কেশাদিযুক্ত জলদ্বারা আচমন নিষিদ্ধ। শূদ্র বা অশুচি ব্যক্তির প্রদত্ত উচ্ছিষ্ট এবং অঙ্গুল্যগ্রস্থিত জলদ্বারা আচমন করিবে না। আচমনকালে শব্দ করিবে না বা অন্যমনা হইবে না। বাহস্কন্ধ হইয়া এবং বর্ণদুষ্ট রসদুষ্ট, অল্প বা হস্তদ্বারা আলোড়িত জলদ্বারা আচমন করিবে না। ১—১৪। আচমনের জল হৃদয়পর্য্যন্ত গমন করিলে ব্রাহ্মণ এবং কণ্ঠপর্য্যন্ত গমন করিলে ক্ষত্রিয় পবিত্র হন। আর মুখমধ্যে প্রবিষ্টমাত্র জলদ্বারা বৈশ্য এবং জিহ্বা ও ওষ্ঠের প্রান্ত স্পর্শমাত্র হয়, এরূপ জলদ্বারা আচমন করিলে, স্ত্রীলোক ও শূদ্র শুচি হইয়া থাকে। অঙ্গুষ্ঠমূলস্থ

কনিষ্ঠামূলতঃ পশ্চাৎ প্রাজাপত্যং প্রচক্ষতে।
অঙ্গুল্যগ্রে স্মৃতং দৈবং তদেবার্ষং প্রকীর্ত্তিতম্
মূলে বা দৈবমার্ষং স্যাদাগ্নেয়ং মধ্যতঃ স্মৃতম্।
তদেব সৌমিকং তীর্থমেবং জ্ঞাত্বা ন মুহ্যতি॥
ব্রাহ্মেণৈব তু তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ।
কায়েন বাথ দৈবেন ন তু পৈত্রেণ বৈ দ্বিজাঃ
ত্রিরাচামেদপঃ পূর্ব্বং ব্রাহ্মণঃ প্রযতস্ততঃ।
সংবৃত্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন মুখং বৈ সমুপস্পৃশেৎ॥ ২০
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু স্পৃশেন্নেত্রদ্বয়ং ততঃ।
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন স্পৃশেন্নাসাপুটদ্বয়ম্॥ ২১
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন শ্রবণে সমুপস্পৃশেৎ।
সর্ব্বাঙ্গুলীভির্বাহূ চ হৃদয়ন্তু তলেন বা॥ ২২
নাভিং শিরশ্চ সর্ব্বাভিরঙ্গুষ্ঠেনাথ বা দ্বয়ম।
ত্রিঃ প্রাশ্নীয়াদ্যদম্ভস্তু সুপ্রীতাস্তেন দেবতাঃ
ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহেশশ্চ ভবন্তীত্যনুশুশ্রুম॥ ২৩
গঙ্গা চ যমুনা চৈব প্রীয়েতে পরিমার্জ্জনাৎ।
সংস্পৃষ্টয়োর্লোচনয়োঃ প্রীয়েতে শশিভাস্করৌ
নাসত্যদস্রৌ প্রীয়েতে স্পৃষ্টে নাসাপুটদ্বয়ে।
শ্রোত্রয়োঃ স্পৃষ্টয়োস্তদ্বৎ প্রীয়েতে চানিলানলৌ
সংস্পৃষ্টে হৃদয়ে বাস্য প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।
মূর্দ্ধ্নি সংস্পর্শনাদেব প্রীতঃ স পুরুষো ভবেৎ॥
নোচ্ছিষ্টং কুর্ব্বতে মুখ্যা বিপ্রুষোঽঙ্গং
নয়ন্তি যাঃ।
দন্তবদ্দন্তলগ্নেষু জিহ্বাস্পর্শেঽশুচির্ভবেৎ॥ ২৭
স্পৃশন্তি বিন্দবঃ পাদৌ য আচাময়তঃ পরান্।
ভূমিগৈস্তৈঃ সমা জ্ঞেয়া ন তৈরপ্রযতো ভবেৎ
মধুপর্কে চ সোমে চ তাম্বূলস্য চ ভক্ষণে।
ফলে মূলে চেক্ষুদণ্ডে ন দোষং প্রাহ বৈ মনুঃ॥

রেখাতে ব্রাহ্মতীর্থ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও প্রদেশিনীর মধ্যস্থলে অনুত্তম পিতৃতীর্থ কথিত হইয়া থাকে। আর কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশে প্রাজাপত্য তীর্থ এবং সমুদয় অঙ্গুলির অগ্রভাগ দৈবতীর্থ বলিয়া অভিহিত। এই দৈবতীর্থই আর্ষতীর্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অথবা অঙ্গুলি সকলের মূলদেশেই দৈব বা আর্ষতীর্থ এবং উহাদের মধ্যভাগের নাম আগ্নেয় তীর্থ। এই আগ্নেয় তীর্থ সৌমিক তীর্থ বলিয়া কথিত আছে। অতএব এই-গুলি জানিলে মুগ্ধ হইতে হয় না। ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা ব্রাহ্মতীর্থদ্বারা আচমন করিবে অথবা প্রাজাপত্য বা দৈবতীর্থদ্বারা আচমন করিবে; কিন্তু পৈত্র তীর্থদ্বারা কখনই আচমন করিবে না। ব্রাহ্মণ প্রযত হইয়া প্রথমে জলদ্বারা তিনবার আচমন করিবে, অনন্তর ওষ্ঠাধর সংবৃত করিয়া সজল অঙ্গুষ্ঠমূলদ্বারা (দুই-বার) মুখ স্পর্শ (মার্জ্জন) করিবে; তার পর অঙ্গুষ্ঠ অনামিকাদ্বারা নেত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা নাসা-পুটদ্বয় স্পর্শ করিবে এবং কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে। তার পর সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা বাহুদ্বয়, হস্ততলদ্বারা হৃদয় এবং নাভি ও মস্তক সর্ব্বাঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারাও নাভি ও মস্তক স্পর্শ করিতে পারে। আচমনে যে তিনবার জল পান করা যায়, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহে-শ্বর এই তিন দেবতা প্রীত হন। ইহা আমা-দের শ্রুত আছে। ১৫—২৩। আচমনের পর অঙ্গুষ্ঠমূলদ্বারা মুখ মার্জ্জন করিলে, গঙ্গা ও যমুনা প্রীত হন; লোচনদ্বয়-স্পর্শ দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্য প্রীত হন; নাসাপুটদ্বয়-স্পর্শে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় প্রীত হন। কর্ণদ্বয়স্পর্শে বায়ু ও অগ্নি প্রীত হন; হৃদয়স্পর্শে তাহার প্রতি সমস্ত দেবতা প্রীত হন এবং মস্তক স্পর্শ করিলে সেই পরম পুরুষ প্রীত হন। আচমন-কালে মুখ হইতে যে সকল অতি সূক্ষ্ম জল-বিন্দু অঙ্গে পতিত হয়, তাহাতে অঙ্গ উচ্ছিষ্ট হয় না, আর দন্তলগ্ন বস্তু দন্তের ন্যায় পরি-গণিত হয়, কিন্তু জিহ্বাস্পর্শ হইলে উহা অশুচি হয়। অন্য ব্যক্তিকে আচমন করিতে জল দিবার সময়ে যদি সেই জলবিন্দু জল-দাতার পদে পতিত হয় তবে তাহাতে তিনি অশুদ্ধ হইবেন না। সেই জলবিন্দু বিশুদ্ধ-ভূমিগত জলের সমান বলিয়া জানিবে। মধুপর্কভক্ষণে, সোমরসপানে,

প্রচুরান্নোদপানেষু যদ্যুচ্ছিষ্টো ভবেদ্দ্বিজঃ।
ভূমৌ নিক্ষিপ্য তদ্দ্রব্যমাচম্যাভ্যুক্ষয়েৎ ততঃ
তৈজসং বা সমাদায় যদ্যুচ্ছিষ্টো ভবেদ্দ্বিজঃ।
ভূমৌ নিক্ষেপ্য তৎ দ্রব্যমাচম্যাভ্যুক্ষয়েৎ তু তৎ
যদ্যদ্দ্রব্যং সমাদায় ভবেদুচ্ছেষণান্বিতঃ।
অনিধায়ৈব তদ্দ্রব্যমাচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ।
বস্ত্রাদিষু বিকল্পঃ স্যাৎ স্পৃষ্ট্বা চৈবমেব হি ॥ ৩২
অরণ্যেঽনুদকে রাত্রৌ চৌরব্যাঘ্রাকুলে পথি।
কৃত্বা মূত্রং পুরীষং বা দ্রব্যহস্তো ন দুষ্যতি ॥ ৩৩
নিধায় দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মসূত্রমুদঙ্মুখঃ।
অহ্নি কুর্য্যাচ্ছকৃন্মূত্রং রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ ॥ ৩৪
অন্তর্দ্ধায় মহীং কাষ্ঠৈঃ পত্রৈর্লোষ্টৈস্তৃণেন বা।
প্রাবৃত্য চ শিরঃ কুর্য্যাদ্বিণ্মূত্রস্য বিসর্জ্জনম্ ॥ ৩৫
ছায়াকূপনদী-গোষ্ঠ-চৈত্যাম্ভঃপথি ভস্মসু।
অগ্নৌ চৈব শ্মশানে চ বিণ্মূত্রে ন সমাচরেৎ ॥ ৩৬
ন গোময়ে ন কৃষ্টে বা মহাবৃক্ষে ন শাদ্বলে
ন তিষ্ঠন্ বা ন নির্ব্বাসা ন চ পর্ব্বতমস্তকে ॥ ৩৭
ন জীর্ণদেবায়তনে ন বল্মীকে কদাচন।
ন সসত্ত্বেষু গর্ত্তেষু ন গচ্ছন্ বা সমাচরেৎ ॥ ৩৮
তুষাঙ্গারকপালেষু রাজমার্গে তথৈব চ।
ন ক্ষেত্রে ন বিলে বাপি ন তীর্থে ন চতুষ্পথে ॥
নদীনদসমীপে বা নোষরে ন পরাশুচৌ।
ন সোপানৎপাদুকো বা ন ছত্রী নান্তরীক্ষকে
ন চৈবাভিমুখং স্ত্রীণাং গুরুব্রাহ্মণয়োর্গবাম্।
ন দেবদেবালয়য়োরপামপি কদাচন ॥ ৪১
ন জ্যোতীংষি ন বীক্ষন্ বা ন বাপ্যভি-
মুখোঽথবা।
প্রত্যাদিত্যং প্রত্যনলং প্রতিসোমং তথৈব চ ॥
আহৃত্য মৃত্তিকাং কূলাল্লেপগন্ধাপকর্ষণম্।

তাম্বুলভক্ষণে এবং ফল, মূল বা ইক্ষুদণ্ড-ভক্ষণে কোনও দোষ নাই, মনু এই কথা বলিয়াছেন অর্থাৎ এই সকল বস্তু ভক্ষণ করিলে অভুক্তের ন্যায় সমস্ত বৈধ কর্ম্ম করিতে পারিবে। প্রচুরান্ন এবং উদকপাত্র হস্তে থাকিতে ব্রাহ্মণ যদি উচ্ছিষ্ট হন, তাহা হইলে সেই সকল দ্রব্য ভূমিতে নামাইয়া রাখিয়া স্বয়ং আচমন করিয়া সেই সকল দ্রব্য অভ্যুক্ষণ করিবেন। তৈজস বস্তু গ্রহণ করিয়া যদি ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট হন, তাহা হইলে সেই দ্রব্য ভূমিতে নামাইয়া রাখিয়া, পূর্ব্বে স্বয়ং আচমন করিয়া, পরে সেই দ্রব্য অভ্যুক্ষণ করিবে। ইহা ভিন্ন অন্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া যদি ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট হন, তাহা হইলে সেই বস্তু ভূমিতে নিক্ষেপ না করিয়াই কেবল আচমন করিলেই শুচি হইবেন। বস্ত্রাদি বিষয়ে কিন্তু বিকল্প আছে। আর উচ্ছিষ্ট দ্রব্য সংলগ্ন না হইলেই পূর্ব্বোক্তরূপে শুদ্ধ হইতে পারে। অরণ্যে, জলশূন্য দেশে, রাত্রিতে এবং চোর বা ব্যাঘ্রাদিসমাকীর্ণ পথে দ্রব্যহস্ত ব্যক্তি বিণ্মূত্র ত্যাগ করিলেও দোষভাগী হয় না। দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞসূত্র দিয়া দিবাভাগে উত্তরমুখ ও রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইয়া মল-মূত্র ত্যাগ করিবে। কাষ্ঠ, পত্র, লোষ্ট্র বা তৃণ দ্বারা ভূমি আচ্ছাদনপূর্ব্বক আবৃতমস্তক হইয়া মল-মূত্র ত্যাগ করবে। ছায়া, কূপ, নদী, গোষ্ঠ, যজ্ঞস্থানের মধ্য, পথ, ভস্মরাশি, অগ্নি বা শ্মশানে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। ২৪—৩৬। গোবিচরণপথে, কর্ষিত ভূমিতে, মহাবৃক্ষের তলে, নূতনতৃণযুক্ত ভূমিতে, দণ্ডায়মান বা বিবস্ত্র অবস্থায়, পর্ব্বতমস্তকে, প্রাচীন দেবায়তনে বল্মীকে (উইয়ের মাটীর উপর), প্রাণি-যুক্ত গর্ত্তে এবং গমন করিতে করিতে বিণ্মূত্র ত্যাগ করিবে না। তুষ, অঙ্গার ও কপাল (খাবরা-খোলা) যুক্ত স্থানে, রাজপথে, ক্ষেত্রে, গর্ত্তে, তীর্থে (ঘাটে), চতুষ্পথে, নদ-নদীর সমীপে, ঊষরভূমিতে এবং অত্যন্ত অশুচি স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। আর সোপানৎপাদুক হইয়া (খড়ম বা চর্ম্মপাদুকা পায়ে দিয়া), ছত্র মাথায় দিয়া, উচ্চস্থানে বসিয়া, স্ত্রী, গুরু ও ব্রাহ্মণের অভিমুখে, গ্রহ-নক্ষত্র সকল দেখিতে দেখিতে বা ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে বায়ুর অভিমুখীন হইয়া এবং অগ্নি বা চন্দ্রসূর্য্যের অভিমুখে বিণ্মূত্র ত্যাগ করিবে না। কূল হইতে

কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ শৌচং বিশুদ্ধৈরুদ্ধৃতোদকৈঃ ॥৪৩
আহরেন্মৃত্তিকাং বিপ্রঃ পাংশুলান্ন চ কর্দ্দমাৎ।
ন মার্গান্নোষরাদ্দেশাচ্ছৌচোচ্ছিষ্টাৎ তথৈব চ।
ন দেবায়তনাৎ কূপাদ্গ্রামান্ন জলাৎ তথা।
উপস্পৃশেৎ ততো নিত্যং পূর্ব্বোক্তেন বিধানতঃ।

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে
ব্রহ্মবিদ্যায়ামাচমনাদি-কর্ম্মযোগো
নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৩॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।
এবং দণ্ডাদিভির্যুক্তঃ শৌচাচারসমন্বিতঃ।
আহূতোঽধ্যয়নং কুর্য্যাদ্বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্ ॥১
নিত্যমুদ্যতপাণিঃ স্যাৎ সন্ধ্যাচারসমন্বিতঃ।
আস্যতামিতি চোক্তঃ সন্নাসীতাভিমুখং গুরোঃ
প্রতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ।
নাসীনো ন চ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ন পরাঙ্মুখঃ ॥
নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ।
গুরোশ্চ চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ ॥৪
নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলম্।
ন চৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতিভাষিতচেষ্টিতম্ ॥৫
গুরোর্যত্র প্রতীবাদো নিন্দা চাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ
দূরস্থো নার্চ্চয়েদেনং ন ক্রুদ্ধো নান্তিকে স্ত্রিয়াঃ
ন চৈবাস্যোত্তরং ব্রূয়াৎ স্থিতে নাসীত সন্নিধৌ
উদকুম্ভং কুশান্ পুষ্পং সমিধোঽস্যাহরেৎ সদা

মৃত্তিকা আহরণপূর্ব্বক, মল-মূত্রের লেপ ও গন্ধ দূর হয় এরূপভাবে, আলস্যবিরহিত হইয়া ঐ মৃত্তিকা ও বিশুদ্ধ উদ্ধৃত জলদ্বারা শৌচ করিবে। ধূলিযুক্ত স্থান হইতে, কর্দ্দম হইতে, রাস্তা হইতে বা উষরভূমি হইতে এবং অন্যের শৌচোচ্ছিষ্ট মৃত্তিকা ব্রাহ্মণ কখনই আহরণ করিবেন না। কূপ বা দেবায়তন হইতে, গ্রাম হইতে বা জলমধ্য হইতেও শৌচার্থ মৃত্তিকা আহরণ করিতে নাই। শৌচাদির পর পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে নিত্য আচমন করিবে। ৩৭ – ৪৫।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—পূর্ব্বোক্ত প্রকার দণ্ডাদিযুক্ত ও শৌচাচার-সমন্বিত ব্রহ্মচারী, গুরুকর্ত্তৃক আহূত হইলে, গুরুমুখ নিরীক্ষণপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিবে। সন্ধ্যা ও সদাচারসমন্বিত ব্রহ্মচারী উদ্যতদক্ষিণপাণি হইয়া (দণ্ডায়মান হইলে) গুরু উপবেশন করিতে বলিলে তাঁহার অভিমুখে উপবেশন করিবে। শয়ন করিয়া, উপবিষ্ট হইয়া, ভোজন করিতে করিতে, দূরে দণ্ডায়মান হইয়া বা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া প্রতিশ্রবণ (গুরুর আজ্ঞাগ্রহণ) বা সম্ভাষণ করিতে নাই। গুরুসন্নিধানে শিষ্যের আসন ও শয্যা সর্ব্বদা গুরু অপেক্ষা অনুন্নত হওয়া উচিত। আর গুরুর দৃষ্টিগোচর স্থানে শিষ্য যথেষ্টাসন (যথেচ্ছভাবে করচরণাদি প্রসারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট) হইবে না। গুরুর অসমক্ষেও ('উপাধ্যায়' 'আচার্য্য' প্রভৃতি পূজাবচনশূন্য) কেবলমাত্র গুরুর নাম উচ্চারণ করিতে নাই। আর উপহাসবুদ্ধিতে গুরুর গমন, বাক্য ও চেষ্টার অনুকরণ করিবে না। যেখানে গুরুর প্রতিবাদ বা নিন্দা হয়, সেখানে হস্তাদি দ্বারা কর্ণের আচ্ছাদন বা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করা শিষ্যের কর্ত্তব্য। দূরস্থিত হইয়া অর্থাৎ স্বয়ং না যাইয়া অপরের হস্ত দ্বারা মাল্য চন্দনাদি দিয়া গুরুর অর্চ্চনা করিবে না। ক্রুদ্ধ হইয়াও গুরুর অর্চ্চনা করিবে না। আর গুরু স্ত্রীলোকের নিকট অবস্থিত থাকিলে, সে সময়ে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবে না। গুরুর সহিত প্রত্যুত্তর করিবে না এবং গুরু দণ্ডায়মান থাকিলে, তাঁহার সমীপে শিষ্য উপবেশন করিবে না। সর্ব্বদা গুরুর জন্য

মার্জ্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বা সমাচরেৎ ॥৮
নাস্য নির্ম্মাল্য-শয়নং পাদুকোপানহাবপি।
আক্রমেদাসনং ছায়ামাসন্দীং বা কদাচন ॥ ৯
সাধয়েদ্দন্তকাষ্ঠাদীন্ কৃত্যকাংশ্চ নিবেদয়েৎ।
অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ভবেৎ প্রিয়হিতে রতঃ ॥
ন পাদৌ সারয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন।
জৃম্ভিতং হসিতঞ্চৈব কণ্ঠপ্রাবরণং তথা।
বর্জ্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যমথাস্ফোটযুতং বচঃ ॥১১
যথাকালমধীয়ীত যাবন্ন বিমনা গুরুঃ।
আসীতাধ গুরোরুক্তে ফলকে বা সমাহিতঃ॥১২
আসনে শয়নে যানে নৈব তিষ্ঠেৎ কদাচন।
ধাবন্তমনুধাবেৎ তং গচ্ছন্তঞ্চানুগচ্ছতি ॥ ১৩
গোহশ্বোষ্ট্রযান-প্রাসাদ-প্রস্তরেষু কটেষু চ।

উদকুম্ভ, কুশ, পুষ্প ও সমিধ আহরণ করিবে এবং গুরুর অঙ্গমার্জ্জন ও গন্ধাদি লেপন করিয়া দিবে। গুরুর নির্ম্মাল্য, শয্যা, চর্ম্ম-পাদুকা, কাষ্ঠপাদুকা, আসন, ছায়া ও আসন্দী (চৌকী) কখনই লঙ্ঘন করিবে না। গুরুর দন্তকাষ্ঠাদি আহরণ করিবে এবং নিজের সমুদয় কার্য্যই তাঁহার বিদিত করিবে; গুরুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোনও স্থানে গমন করিবে না। সর্ব্বদা গুরুর প্রিয় ও হিতকার্য্যে রত হইবে। গুরুর সন্নিধানে পা ছড়াইয়া বসিবে না। জৃম্ভা (হাইতোলা) হাস্য কণ্ঠপ্রাবরণ ও আস্ফোটন (তালঠোকা) করিতে করিতে গুরুর সহিত বাক্যালাপ সর্ব্বদা পরিবর্জ্জন করিবে। ১—১১। যে পর্য্যন্ত গুরু বিমনাঃ না হইবেন, সেই পর্য্যন্ত অধ্যয়নোপযুক্ত কালে অধ্যয়ন করিবে। গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইলে ব্রহ্মচারী সমাহিত হইয়া কাষ্ঠাদিফলকে উপ-বেশন করিতে পারেন, কিন্তু আসন শয্যা বা যানে কদাচ উপবেশন করিবে না। গুরু যাইলে অনুগমন করিবে; যদি গুরু দ্রুতপদে গমন করেন, তবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতপদেই গমন করিবে। একাসনে উপবেশন নিষিদ্ধ হইলেও গোযান, অশ্বযান, উষ্ট্রযান, প্রাসাদ,

আসীত গুরুণা সার্দ্ধং শিলাফলকনৌষু চ ॥ ১৪
জিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাৎ সততং বশ্যাত্মাক্রোধনঃ শুচিঃ
প্রযুঞ্জীত সদা বাচং মধুরাং হিতভাষিণীম্ ॥ ১৫
গন্ধং মাল্যং রসং ভব্যং শুক্তং প্রাণিবিহিংসনম্
অভ্যঙ্গঞ্চাঞ্জনোপানচ্ছত্রধারণমেব চ ॥ ১৬
কামং লোভং ভয়ং নিদ্রাং গীত-বাদিত্র-বর্ত্তনম্
দ্যূতং জনপরীবাদং স্ত্রীপ্রেক্ষালম্ভনং তথ।
পরোপঘাতং পৈশুন্যং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥১৭
উদকুম্ভং সুমনসো গোশকৃন্মৃত্তিকাং কুশান।
আহরেদ্‌যাবদর্থ নি ভৈক্ষঞ্চাহরহশ্চরেৎ ॥ ১৮
কৃতঞ্চ লবণং সর্ব্বং বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।

প্রস্তরনির্ম্মিত উপবেশন-স্থান, তৃণনির্ম্মিত, বৃহৎ আসন (সপ), শিলাতল কাষ্ঠময় আসন অথবা নৌকায় গুরুর সহিত একত্র বসিতে পারিবে। সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয়, বশীভূত ও অক্রোধ হইবে, শুচি থাকিবে এবং সর্ব্বদা হিতকর মধুরবাক্য প্রয়োগ করিবে। ব্রহ্ম-চারী গন্ধদ্রব্য-সেবন, মাল্যধারণ ও মনোহর মধুরাদি রস গ্রহণ করিবে না; শুক্তদ্রব্য * ও প্রাণিহিংসা ত্যাগ করিবে; অভ্যঙ্গ, অঞ্জন, পাদুকা বা ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, নিদ্রা গীতবাদ্যশ্রবণ, নৃত্যদর্শন, দ্যূত-ক্রীড়া, লোকের দোষকথন, স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ বা তাহাদিগকে আলিঙ্গন, পরের অনিষ্ট ও পৈশুন্য (পরোক্ষে নিন্দা করা) এই সমস্ত কার্য্য যত্নের সহিত পরিবর্জ্জন করিবে। জলকলস, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা ও কুশ এই সমস্ত বস্তু আচার্য্যের প্রয়োজন মত আহরণ করিবে এবং প্রত্যহ ভিক্ষাচরণ করিবে। কৃত্রিমলবণ ও পর্য্যুষিত সমস্ত

---

* যন্মস্ত্বাদি শুচৌ ভাণ্ডে সগুড়ংক্ষৌদ্র-মিশ্রিতম্। ধান্যরাশৌ ত্রিরাত্রস্থং শুক্তং চুক্রং তদুচ্যতে ॥

গুড় ও মধুমিশ্রিত দধিমস্ত পবিত্রভাণ্ডে করিয়া ধান্যরাশিতে ত্রিরাত্র রাখিলে শুক্ত বা চুক্র হয়। (আয়ুর্বেদ—পরিভাষা-প্রদীপ)

অনৃত্যদর্শী সততং ভবেদ্গীতাদিনিস্পৃহঃ। ১৯
নাদিত্যং বৈ সমীক্ষেত ন চরেদ্দন্তধাবনম্।
একান্তমশুচিস্ত্রীভিঃ শূদ্রান্ত্যৈরভিভাষণম্॥ ২০
গুরুপ্রিয়ার্থং সর্ব্বং হি প্রযুঞ্জীত ন কামতঃ।
মলাপকর্ষণং স্নানং নাচরেদ্ধি কথঞ্চন॥ ২১
ন কুর্য্যান্মানসং বিপ্রো গুরোস্ত্যাগে কদাচন।
মোহাদ্বা যদি বা লোভাৎত্যক্তেনং পতিতো ভবেৎ॥ ২২
লৌকিকং বৈদিকঞ্চাপি, তথাধ্যাত্মিকমেব চ।
আদদীত যতো জ্ঞানং ন তং দ্রুহ্যেৎ কদাচন॥
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য মনুস্ত্যাগং সমব্রবীৎ॥ ২৪
গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্ভক্তিমাচরেৎ।
ন চাতিসৃষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ॥২৫
বিদ্যাগুরুষ্বেতদেব নিত্যা বৃত্তিঃ স্বযোনিষু।
প্রতিষেধৎসু চাধর্ম্মাৎ হিতঞ্চোপদিশৎস্বপি॥ ২৬
শ্রেয়ঃসু গুরুবদ্বৃত্তিং নিত্যমেব সমাচরেৎ।
গুরুপুত্রেষু দারেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু॥ ২৭
বালঃ সমানজন্মা বা শিষ্যো বা যজ্ঞকর্ম্মণি।
অধ্যাপয়ন গুরুসুতো গুরুবন্মানমর্হতি॥ ২৮
উৎসাদনং বৈ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে
ন কুর্য্যাদ্গুরুপুত্রস্য পাদয়োঃ শৌচমেব চ॥২৯
গুরুবৎ পরিপূজ্যাশ্চ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সম্পূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ॥৩০
অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাণি কেশানাঞ্চ প্রসাধনম্॥৩১
গুরুপত্নী তু যুবতী নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
কুর্ব্বীত বন্দনং ভূম্যামসাবহমিতি ব্রুবন্॥ ৩২
বিপ্রোষ্য পাদগ্রহণমন্বহঞ্চাভিবাদনম্।

দ্রব্য পরিবর্জ্জন করিবে এবং নৃত্য দর্শন করিবে না ও গীতাদিতে সর্ব্বদা নিস্পৃহ হইবে। ব্রহ্মচারী সূর্য্য দর্শন করিবে না; দন্তধাবন করিবে না। অশুচি, স্ত্রী, শূদ্র ও চণ্ডালাদির সহিত একান্তে অবস্থান ও অভিভাষণ করিবে না। যথেচ্ছ কার্য্য না করিয়া গুরুর প্রিয়কর কার্য্যসমূহই করিবে। স্নানকালে শরীরের মলাপকর্ষণ করিবে না। ১২—২১। 'গুরু ত্যাগ করিব' মনে মনেও এইরূপ চিন্তা করিবে না। লোভ বা মোহবশতঃ গুরু ত্যাগ করিলে পতিত হইতে হয়। লৌকিক, বৈদিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান যাহা হইতে লাভ হয়, এতাদৃশ গুরুকে কদাচ হিংসা করিবে না; গর্ব্বিত, কার্য্যাকার্য্য-বিবেচনাহীন ও উন্মার্গগামী গুরুকে ত্যাগ করিতে পারা যায়, মনু এই কথা বলিয়াছেন। আচার্য্যের আচার্য্য সমাগত হইলে তাঁহার প্রতি আচার্য্যের ন্যায় ভক্তি করিবে, আর গুরুগৃহে বাসকালে গুরু অনুমতি না করিলে, মাতা পিতা পিতৃব্যাদি আপনার গুরুলোককে অভিবাদন করিবে না। উপাধ্যায়াদি বিদ্যাদাতা গুরুকে, রক্তসম্বন্ধীয় পিতৃব্যাদিকে, অধর্ম্মানুষ্ঠানের নিষেধ কারককে ও হিতোপদেষ্টাকে উক্তপ্রকার (গুরুর ন্যায়) সম্মান করিবে। শ্রেয়োজনে অর্থাৎ বিদ্যা ও তপস্যাদিসম্পন্ন জনে বা শিষ্য ভিন্ন অধিকবয়স্ক সমানজাতীয় ব্যক্তিতে এবং বয়োবৃদ্ধ গুরুপুত্রে, গুরুস্ত্রীতে ও গুরুর পিতৃব্যাদি বন্ধুজনে সতত গুরুর ন্যায় আচরণ করিবে। বয়ঃকনিষ্ঠই হউন বা সমানবয়স্কই হউন অথবা যজ্ঞবিদ্যাদিতে শিষ্যই হউন, গুরুপুত্র যদি বেদের অধ্যাপয়িতা হন, তবে তিনি গুরুর ন্যায় মাননীয় হইবেন। কিন্তু গুরুর ন্যায় গুরুপুত্রের গাত্রে তৈলাদি মাখাইয়া দিবে না বা তাঁহাকে স্নান করাইবে না, অথবা তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন ও পাদপ্রক্ষালন করিবে না। গুরুর সবর্ণা স্ত্রী সকল গুরুর ন্যায় পূজনীয়, কিন্তু অসবর্ণা স্ত্রীরা কেবল প্রত্যুত্থান ও পাদগ্রহণশূন্য অভিবাদনদ্বারা সম্মানার্হ হইবেন। ২২—৩০। গুরুপত্নীর গাত্রে তৈল মাখাইবে না বা তাঁহাকে স্নান করাইবে না, তাঁহার গাত্রমর্দ্দন এবং কেশসংস্কারও করিয়া দিবে না। যুবা শিষ্য, যুবতী গুরুপত্নীকে পাদদ্বয়-স্পর্শপূর্ব্বক অভিবাদন করিবে না; কেবল "অসাবহং" অর্থাৎ আমি অমুক, আপনাকে

গুরুদারেষু কুর্ব্বীত সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥ ৩৩
মাতৃষ্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূশ্চাথ পিতৃষ্বসা।
সম্পূজ্যা গুরুপত্নী চ সমাস্তা গুরুভার্য্যয়া ॥৩৪
ভ্রাতুর্ভার্য্যোপসংগ্রাহ্যা সবর্ণাহন্যহন্যপি।
বিপ্রোষ্য তূপসংগ্রাহ্যা জ্ঞাতিসম্বন্ধিযোষিতঃ ॥৩৫
পিতুর্ভগিন্যাং মাতুশ্চ জ্যায়স্যাঞ্চ স্বসর্য্যপি।
মাতৃবদ্‌বৃত্তিমাতিষ্ঠেন্মাতা তাভ্যো গরীয়সী ॥
এবমাচারসম্পন্নমাত্মবন্তমদাম্ভিকম্।
বেদমধ্যাপয়েদ্ধর্ম্মং পুরাণাঙ্গানি নিত্যশঃ ॥৩৭
সংবৎসরো ষতে শিষ্যে গুরুর্জ্ঞানমনির্দ্দিশন্।
হরতে দুষ্কৃতং তস্য শিষ্যস্য বসতো গুরুঃ ॥ ৩৮
আচার্য্যপুত্রঃ শুশ্রূষুর্জ্ঞানদো ধার্ম্মিকঃ শুচিঃ।

শক্তোঽর্থদোঽহয়সঃ সাধুঃ স্বাধ্যাপ্যা দশ ধর্ম্মতঃ।
কৃতজ্ঞশ্চ তথাদ্রোহী মেধাবী শুভকৃন্নরঃ।
আপ্তঃ প্রিয়োঽথ বিধিবৎ ষড়ধ্যাপ্যা দ্বিজাতয়ঃ
এতেষু ব্রহ্মণো দানমন্যত্র চ যথোদিতান্।
আচম্য সংযতো নিত্যমধীয়ীত হ্যুদঙ্মুখঃ ॥ ৪১
উপসংগৃহ্য তৎপাদৌ বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্।
অধীষ ভো ইতি ব্রূয়াদ্বিরামোঽস্ত্বিতি চারমেৎ
অনুকূলং সমাসীনঃ পবিত্রৈশ্চৈব পাবিতঃ।
প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পূতস্তত ওঙ্কারমর্হতি ॥৪৩
ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদন্তে চ বিধিবদ্দ্বিজাঃ।
কুর্য্যাদধ্যয়নং নিত্যং ব্রহ্মাঞ্জলিকরঃ স্থিতঃ ॥ ৪৪
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনম্।

অভিবাদন করি, এই কথা বলিয়া ভূমিতেই অভিবাদন করিবে। যুবা শিষ্য বিদেশ হইতে সমাগত হইয়া শিষ্ট লোকদিগের আচার-ব্যবহার স্মরণপূর্ব্বক প্রথম দিন পূর্ব্বোক্ত বিধানে বৃদ্ধা গুরুপত্নীর পাদগ্রহণ দ্বারা বন্দনা করিবে (অর্থাৎ বামহস্তে বাম পদ দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ পদ গ্রহণ করিবে) কিন্তু তাহার পর প্রতিদিন তাঁহাকে ভূমিতেই অভিবাদন করিবে। মাতৃষ্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূ ও পিতৃষ্বসা ইঁহারা মাতা বা গুরুপত্নীর ন্যায় পূজনীয়া, কারণ ইঁহারা সকলেই মাতা বা গুরুপত্নীর সমান। সবর্ণা বয়োজ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃপত্নীর প্রত্যহ পাদগ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করিবে। আর প্রবাস হইতে সমাগত হইয়া পিতৃব্যপত্নী শ্বশুরপত্নী প্রভৃতি জ্ঞাতি সম্বন্ধি-যোষিদ্‌গণকে পাদগ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করিবে। পিতার ভগিনী, মাতার ভগিনী ও স্বকীয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইঁহাদের প্রতি মাতার ন্যায় আচরণ করিবে। কিন্তু মাতা ইঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বোক্ত প্রকার আচার-সম্পন্ন আত্মবান্ ও অদাম্ভিক শিষ্যকে গুরু বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও বেদাঙ্গশাস্ত্র প্রতি-দিন অধ্যয়ন করাইবেন। শিষ্য সংবৎসর-কাল বাস করিলেও যদি গুরু জ্ঞান দান না করেন, তবে তিনি সেই গুরুকুলবাসী শিষ্যের দুষ্কৃতভাগী হন। আচার্য্যের পুত্র, সেবা-শুশ্রূষাদি পরিচর্য্যাকারক, জ্ঞানান্তরদাতা, ধার্ম্মিক, পবিত্র, অধ্যয়নের গ্রহণ ও ধারণে সমর্থ, ধনদাতা, পুত্রাদি, সাধু ও আত্মীয় এই দশজনকে ধর্ম্মানুসারে অধ্যয়ন করাইবেন। কৃতজ্ঞ, অদ্রোহী, মেধাবী, শুভকারক, বিশ্বস্ত ও প্রিয় দ্বিজাতির মধ্যে এই ছয় জন অধ্যা-পনার যোগ্য পাত্র। পূর্ব্বোক্ত দশ প্রকারের মধ্যে ইহাদিগকেই বেদ-অধ্যাপনা করা উচিত ও অন্য ব্যক্তিদিগকে যথাকথিত শাস্ত্রমূহ অধ্যয়ন করাইবে। প্রত্যহ সংযত হইয়া আচমনপূর্ব্বক গুরুর পাদদ্বয় বন্দনা করিয়া গুরুমুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে অধ্যয়ন করিবে। গুরু "অধ্যয়ন কর" এই কথা বলিলে অধ্যয়ন করিবে এবং "এই পর্য্যন্ত থাকুক" এই কথা বলিলে অধ্যয়ন হইতে বিরত হইবে। ৩১—৪২। অনুকূল-ভাবে অর্থাৎ গুরুর সম্মুখে অভিমুখীন হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক করদ্বয়ে পবিত্রকুশধারণে পবিত্র হইয়া তিনটী প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইলে, তবে ওঙ্কার-উচ্চারণের যোগ্য হওয়া যায়। বেদাধ্যয়নের আরম্ভে ও পরিসমাপ্তি কালে দ্বিজাতিগণ যথাবিধি ওঙ্কার উচ্চারণ করিবেন। প্রত্যহ ব্রহ্মাঞ্জলি-করে অবস্থান-পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিবে (অধ্যয়ন কালের

অধীয়ীতাপ্যয়ং নিত্যং ব্রাহ্মণ্যাক্ষীয়তেঽন্যথা ।
যোঽধীয়ীত ঋচো নিত্যং ক্ষীরাহুত্যা স দেবতাঃ
প্রীণাতি তর্পয়ন্ত্যেনং কামৈস্তৃপ্তাঃ সদৈব হি ॥৪৬
যজূংষ্যধীতে 'নয়তং দধ্না প্রীণাতি দেবতাঃ ।
সামান্যধীতে প্রীণাতি ঘৃতাহুতিভিরন্বহম্ ॥৪৭
অথর্ব্বাঙ্গিরসো নিত্যং মধ্বা প্রীণাতি দেবতাঃ
বেদাঙ্গানি পুরাণানি মাংসৈশ্চ তর্পয়েৎ সুরান্
অপাং সমীপে নিয়তো নিত্যকং বিধিমাশ্রিতঃ
গায়ত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ ॥ ৪৯
সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাম্ ।
গায়ত্রীং বৈ জপেন্নিত্যং জপযজ্ঞঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

গায়ত্রীঞ্চৈব বেদাংস্তু তুলয়াতোলয়ৎ প্রভুঃ ।
একতশ্চতুরো বেদান্ গায়ত্রীঞ্চ তথৈকতঃ ॥৫১
ওঙ্কারমাদিতঃ কৃত্বা ব্যাহৃতীস্তদনন্তরম্ ।
ততোঽধীয়ীত সাবিত্রীমেকাগ্রঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥
পুরাকল্পে সমুৎপন্না ভূর্ভুবঃস্বঃ সনাতনাঃ ।
মহাব্যাহৃতয়স্তিস্রঃ সর্ব্বাশুভনিবর্হণাঃ ॥ ৫৩
প্রধানং পুরুষঃ কালো বিষ্ণুর্ব্রহ্মা মহেশ্বরঃ ।
সত্ত্বং রজস্তমস্তিস্রঃ ক্রমাদ্ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৪
ওঙ্কারস্তৎ পরংব্রহ্ম সাবিত্রী স্যাৎ তদক্ষরম্ ।
এষ মন্ত্রো মহাযোগঃ সারাৎসার উদাহৃতঃ ॥ ৫৫
যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ।
বিজ্ঞায়ার্থং ব্রহ্মচারী স যাতি পরমাং গতিম্ ॥৫৬
গায়ত্রী বেদজননী গায়ত্রী লোকপাবনী ।
উদ্ধারং বক্ষ্যতে তস্যাঃ শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥৫৭

কৃতাঞ্জলিকে ব্রহ্মাঞ্জলি বলে)। বেদ, সকল প্রাণীরই সনাতন চক্ষুঃস্বরূপ, এই জন্য নিত্য বেদাধ্যয়ন করিবে। বেদাধ্যয়ন না করিলে ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি নিত্য ঋগ্বেদাধ্যয়ন করে, ক্ষীরাহুতি দ্বারা দেবতাগণের যাদৃশ প্রীতি হয়, তিনি তদ্দ্বারা দেবতাদিগকে তাদৃশ প্রীত করিয়া থাকেন। দেবতারা তৃপ্ত হইয়া সর্ব্বকামনাসিদ্ধি দ্বারা সর্ব্বদা ইঁহাকে তৃপ্ত করেন। যিনি নিত্য যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি দধি দ্বারা দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া থাকেন। যিনি প্রত্যহ সামবেদ অধ্যয়ন করেন, ঘৃতাহুতি দ্বারা দেবতাদিগের যাদৃশ প্রীতি হয়, তিনি তদ্দ্বারা দেবতাদিগকে তাদৃশ প্রীত করিয়া থাকেন। আর যিনি নিত্য অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি মধু দ্বারা দেবতাদিগের প্রীতিসাধন করিয়া থাকেন। বেদাঙ্গ বা পুরাণ অধ্যয়ন করিলে, মাংস দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধন করা হয়। বহু বেদ-পাঠে অসমর্থ হইলে গ্রামের বহির্ভাগে নির্জ্জনস্থানে গমন করিয়া তথায় নদী নির্ঝরাদির জলসমীপে যত্নসহকারে স্বাধ্যায়াধ্যয়ন-বিধির নিত্যত্বে আস্থাবান হইয়া অনন্যমনে প্রণব ও ব্যাহৃতি-সংযুক্ত গায়ত্রী পাঠ করিবে। গায়ত্রীর সহস্রবার জপই শ্রেষ্ঠজপ, শতবার জপ মধ্যমজপ, তাহাতে অশক্ত হইলে দশবার জপ করিবে। এইরূপে কোনও এক প্রকারে গায়ত্রীজপ প্রত্যহ করিবে। এই গায়ত্রী-জপই ব্রহ্মযজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৪৩—৫০। জগদীশ্বর তারতম্য দেখিবার জন্য তুলাদণ্ডে গায়ত্রী ও চতুর্ব্বেদের পরিমাণ করিয়াছিলেন; তাহাতে একদিকে চারিবেদ ও অপরদিকে গায়ত্রী স্থাপিত হইলে উভয়ের পরিমাণ সমান হইয়াছিল। একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ওঙ্কার ও তাহার পর ব্যাহৃতি (অর্থাৎ মহাব্যাহৃতি ভূর্ভুবঃ স্বঃ) উচ্চারণ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবে। পূর্ব্বকল্পে সর্ব্ব অশুভনাশক ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিনটী সনাতন মহাব্যাহৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল। এই ব্যাহৃতিত্রয় যথাক্রমে প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল; বিষ্ণু ব্রহ্মা ও মহেশ্বর; এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকে। ওঙ্কার সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মস্বরূপ এবং সাবিত্রীও সেই অব্যয় ব্রহ্মস্বরূপ; এই মন্ত্র সারাৎসার মহাযোগ বলিয়া কথিত আছে। যে ব্রহ্মচারী অর্থজ্ঞানপূর্ব্বক প্রত্যহ বেদমাতা গায়ত্রী পাঠ করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। বেদের জননী গায়ত্রী লোক সকলকে পবিত্র করেন। হে মুনিপুঙ্গবগণ! সেই গায়ত্রীর উদ্ধার বলি-

দক্ষিণাগ্রাঃ পঞ্চ রেখাঃ পশ্চিমাগ্রাষ্টসংখ্যকাঃ।
লিখেদ্রেখাঃ প্রযত্নেন দ্বাত্রিংশৎ কোষ্ঠকং ভবেৎ
গায়ত্রীং বিলিখেৎ তেষু দ্বাত্রিংশদ্বর্ণরূপিণীম্।
পূরয়েৎ প্রতিলোমেন বামাবর্ত্তেন চোচ্চরেৎ॥
র্ব স্য প্র সে জ নঃ ব তু রে ধী চো সা র
যো দে বি।
ণি য দ ব য়ো যো র্গোৎস যং হি যাৎ দোম্
প ধি ভ ত॥
এবং ক্রমেণ চোদ্ধৃত্য প্রজপেৎ পাপমোচনীম্।
দ্বিজানাং ব্রহ্মনিষ্ঠানাং ব্রহ্মণ্যপদরূপিণীম্।
ন গায়ত্র্যাঃ পরং জপ্যমেতদ্বিজ্ঞায় মুচ্যতে। ৬১
শ্রাবণস্য তু মাসস্য পৌর্ণমাস্যাং দ্বিজোত্তমাঃ।

তেছি, শ্রবণ করুন। দক্ষিণাগ্র পাঁচটী রেখা ও তদুপরি পশ্চিমাগ্র নয়টী রেখা অঙ্কিত করিলে বত্রিশটী কোষ্ঠ হইবে। সেই বত্রিশটী কোষ্ঠে বত্রিশ-অক্ষররূপিণী গায়ত্রী লিখিবে। লিখিবার সময়ে (প্রতিপাদ) প্রতিলোমক্রমে লিখিবে এবং উচ্চারণ করিবার সময়ে বামাবর্ত্তে উচ্চারণ করিবে। গায়ত্রীর উদ্ধার এইরূপে করিতে হয়; যথা; —

৫	১৩	২১	২৯	২৮	২০	১২	৪
র্ব	স্য	প্র	সে	জ	নঃ	ব	তু
৬	১৪	২২	৩০	২৭	১৯	১১	৩
রে	ধী	চো	সা	র	য়ো	দে	বি
৭	১৫	২৩	৩১	২৬	১৮	১০	২
ণি	য	দ	ব	য়ো	য়ো	র্গো	ৎস
৮	১৬	২৪	৩২	২৫	১৭	৯	১
যং	হি	যাৎ	দোম্	প	ধি	ভ	ত

বামাবর্ত্তে পাঠ করিলে চতুষ্পদা গায়ত্রী হইবে * ব্রহ্মনিষ্ঠ দ্বিজগণের ব্রহ্মণ্যপদরূপিণী পাপমোচনী গায়ত্রীকে এইরূপে উদ্ধার করিয়া

আষাঢ্যাং প্রোষ্ঠপদ্যাং বা বেদোপকরণং স্মৃতম্
উৎসৃজ্য গ্রামনগরং মাসান্ বিপ্রোহর্দ্ধপঞ্চমান্
অধীয়ীত শুচৌ দেশে ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ॥৬৩
পুষ্যে তু ছন্দসাং কুর্য্যাদ্বহিরুৎসর্জ্জনং দ্বিজাঃ
মাঘশুক্লস্য বা প্রাপ্তে পূর্ব্বাহ্ণে প্রথমেহহনি।
ছন্দাংস্যূর্দ্ধমতোহভ্যস্যেচ্ছুক্লপক্ষেষু বৈ দ্বিজাঃ
বেদাঙ্গানি পুরাণানি কৃষ্ণপক্ষেষু মানবঃ॥৬৫
ইমান্ নিত্যমনধ্যায়ানধীয়ানো বিবর্জ্জয়েৎ।
অধ্যাপনং প্রকুর্ব্বাণো হ্যনধ্যায়ান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥
কর্ণশ্রবেহনিলে রাত্রৌ দিবা পাংশুসমূহনে।

জপ করে। ৫১—৬১। গায়ত্রীর পর আর কিছু জপ্য নাই, ইহা জানিয়া যিনি জপ করেন, তিনি মুক্ত হন। হে দ্বিজোত্তমগণ! শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে বা আষাঢী পূর্ণিমাতে অথবা ভাদ্রমাসের পূর্ণিমাতে প্রথমে স্ব স্ব গৃহ্যানুসারে বেদের উপাকর্ম্ম করিবে (বেদারম্ভের পূর্ব্বে আচার্য্যের উপাসনার্থ যে হোমাদি করা যায়, তাহাকে উপাকর্ম্ম বলে)। পরে গ্রাম এবং নগর পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধ-পঞ্চম মাস (সার্দ্ধ চারি মাস) কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী সমাহিত হইয়া শুদ্ধদেশে বেদাধ্যয়ন করিবে। হে দ্বিজগণ! অনন্তর বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া পৌষ মাসের পুষ্যানক্ষত্রে গ্রামের বহির্ভাগেই বেদের উৎসর্গক্রিয়া অর্থাৎ বিসর্জ্জন হোমাদি করিবে অথবা মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষের প্রথম দিনে পূর্ব্বাহ্ণে ঐ উৎসর্গ কর্ম্ম করিবে (যিনি ভাদ্রমাসের পূর্ণ-মাতে উপাকর্ম্ম করিয়াছেন, তিনিই মাঘমাসের শুক্লপ্রতিপদে উৎসর্গ করিবেন)। হে দ্বিজ-গণ! তাহার পর হইতে প্রতি শুক্লপক্ষে বেদপাঠ করিবেন। মানব, বেদাঙ্গ অর্থাৎ শিক্ষাকল্প ব্যাকরণাদি এবং পুরাণ-শাস্ত্র কৃষ্ণ-পক্ষে পাঠ করিবে। বেদপাঠী শিষ্য বক্ষ্যমাণ অনধ্যায়গুলি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে এবং সেই অনধ্যায় দিনগুলিতে অধ্যাপক-গণও অধ্যাপনাকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন। বর্ষাকালে রাত্রিতে বায়ুর অতিশয়

---

* চতুষ্পদা গায়ত্রী যথা :—
তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ পরো রজসে সাবদোম্।

বিদ্যুৎস্তনিতবর্ষেষু মহোল্কানাঞ্চ সংপ্লবে।
আকালিকমনধ্যায়মেতেষাহ প্রজাপতিঃ (১)॥
নির্ঘাতে ভূমিচলনে জ্যোতিষাঞ্চোপসর্জ্জনে।
এতানাকালিকান্ বিদ্যাদনধ্যায়ানৃতাবপি॥ ৬৮
প্রাদুষ্কৃতেষ্বগ্নিষু তু বিদ্যুৎস্তনিতনিস্বনে।
সজ্যোতিঃ স্যাদনধ্যায়মনৃতৌ চাভ্রদর্শনে॥৬৯
নিত্যানধ্যায় এব স্যাদ্‌গ্রামেষু নগরেষু চ।
ধর্ম্মনৈপুণ্যকামানাং পূতিগন্ধে চ নিত্যশঃ॥৭০

প্রবহণ শব্দ কর্ণে শুনিতে পাওয়া যাইলে এবং দিবাভাগে বায়ু দ্বারা ধূলিসমূহ উৎসারিত হইতে থাকিলে তাৎকালিক অনধ্যায় হয়। বিদ্যুৎ ও গর্জ্জনসমেত বর্ষা হইলে বা ইতস্ততঃ উল্কাপাত হইলে, আকালিক (যে সময় হইতে উহা আরম্ভ হয়, সেই অবধি পরদিনের সেই সময় পর্য্যন্ত) অনধ্যায় জানিবে,ইহা প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন। (বর্ষাকালে সন্ধ্যাতে হোমাগ্নি প্রজ্বালিত করিবার সময়ে ঐরূপ বিদ্যুৎ প্রভৃতি যুগপৎ উপস্থিত হইলে অনধ্যায় জানিবে। কিন্তু বর্ষা ভিন্ন অন্য ঋতুতে হোমাগ্নির সময়ে মেঘ হইলেই অনধ্যায় জানিবে)। যথা ঋতুতে অর্থাৎ বর্ষাকালেও নির্ঘাত অর্থাৎ আকাশসম্ভূত অস্বাভাবিক শব্দ হইয়া ভূমিকম্প হইলে ও চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উপসর্গ হইলে আকালিক অনধ্যায় জানিবে। হোমের জন্য অগ্নি জ্বালিত হইলে (অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে) বর্ষাভিন্ন কেবল বিদ্যুৎ ও গর্জ্জনধ্বনি হইলে এবং বর্ষাভিন্ন কালে মেঘদর্শন হইলে সজ্যোতিঃ (২) অনধ্যায় হইবে। যাঁহারা ধর্ম্মের আতিশয্য ইচ্ছা করেন বহুজন-

অন্তঃশবগতে গ্রামে বৃষলস্য চ সন্নিধৌ।
অনধ্যায়ো রুদ্যমানে সমবায়ে জনস্য চ॥ ৭১
উদকে মধ্যরাত্রে চ বিণ্মূত্রে চ বিবর্জ্জয়েৎ।
উচ্ছিষ্টঃ শ্রাদ্ধভুক্ চৈব মনসাপি ন চিন্তয়েৎ॥
প্রতিগৃহ্য দ্বিজো বিদ্বানেকোদ্দিষ্টস্য কেতনম্।
ত্র্যহং ন কীর্ত্তয়েদ্‌ব্রহ্ম রাজ্ঞো রাহোশ্চ সূতকে॥
যাবদেকোদ্দিষ্টভুজঃ স্নেহো গন্ধশ্চ তিষ্ঠতি।
বিপ্রস্য বিপুলে দেহে তাবদ্‌ব্রহ্ম ন কীর্ত্তয়েৎ॥
শয়ানঃ প্রৌঢপাদশ্চ কৃত্বা চৈব চাবসকথিকাম্।
নাধীয়ীতামিষং জগ্ধা সূতকাদ্যন্নমেব চ॥ ৭৫
নীহারে বাণপাতে চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
অমাবাস্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পৌর্ণমাস্যষ্টমীষু চ॥ ৭৬

সমাকীর্ণ গ্রাম ও নগরে অথবা দুর্গন্ধময় স্থানে তাঁহাদিগের পক্ষে নিত্য অনধ্যায় অর্থাৎ তাঁহারা তাদৃশ স্থানে থাকিবেন না। গ্রামের মধ্যে শব থাকিলে, অধার্ম্মিকজনের সন্নিধানে, রোদনধ্বনি কর্ণগোচর হইলে, ও অনেক লোকের সমাগম হইলে তথায় অনধ্যায় জানিবে। জলমধ্যে, মধ্যরাত্রে (অর্থাৎ রাত্রির মুহূর্ত্ত চতুষ্টয় কাল—যাহাকে মহানিশা বলে তখন) আর বিষ্ঠা-মূত্র পরিত্যাগের সময়, উচ্ছিষ্টমুখে অথবা শ্রাদ্ধ-ভোজনের দিবারাত্রে মনে মনেও বেদের চিন্তা করিবে না। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ প্রেতশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সেই দিনাবধি তিন দিবস বেদ অধ্যয়ন করিবেন না। রাজার অশৌচ জন্মিলে এবং চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণ হইলেও ত্রিরাত্র অনধ্যায় হয়। ৭২—৭৩। অথবা একোদ্দিষ্টভোজী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের বিপুল দেহে যে পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধীয় স্নেহ-দ্রব্য ও কুঙ্কুম-চন্দনাদির গন্ধ বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি বেদাধ্যয়ন করিবেন না। শয্যায় সমুদায় শরীর পাতিত করিয়া, প্রৌঢ়পাদ (উবু) হইয়া, জানুদ্বয়ে বস্ত্রাদি বন্ধন করিয়া, মাংস ভোজন বা জন্ম-মরণাশৌচের অন্ন খাইয়া বেদাধ্যয়ন করিবে না। কুজ্ঝটিকা হইলে, বাণপাত হইলে, প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার সময়ে এবং অমা-

(১) ইতঃপরম্—
"এতানভ্যুদিতান্ নিত্যমুদগ্রে হুক্তভাগ্নিষু।
তদা বিদ্যাদনধ্যায়মনৃতৌ চাভ্রদর্শনে॥"
শ্লোকোঽয়মধিকঃ কচিৎ পুস্তকে দৃশ্যতে।

(২) দিবসের সজ্যোতিঃ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আর রাত্রির সজ্যোতিঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত।

উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে ত্রিরাত্রং ক্ষপণং স্মৃতম্। অষ্টকাসু ত্বহোরাত্রমৃত্বন্তাসু চ রাত্রিষু। ৭৭
মার্গশীর্ষে তথা পৌষে মাঘমাসে তথৈব চ। তিস্রোঽষ্টকাঃ সমাখ্যাতাঃ কৃষ্ণপক্ষে তু সূরিভিঃ
শ্লেষ্মাতকস্য ছায়ায়াং শাল্মলের্মধুকস্য চ। কদাচিদপি নাধ্যেয়ং কোবিদারকপিত্থয়োঃ। ৭৮
সমানবিদ্যে চ মৃতে তথা সব্রহ্মচারিণি। আচার্য্যে সংস্থিতে বাপি ত্রিরাত্রং ক্ষপণং স্মৃতম্
ছিদ্রাণ্যেতানি বিপ্রাণাং যেঽনধ্যায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
হিংসন্তি রাক্ষসাস্তেষু তস্মাদেতানি বর্জ্জয়েৎ।
নৈত্যিকে নাস্ত্যনধ্যায়ঃ সন্ধ্যোপাসন এব চ। উপাকর্ম্মণি কর্ম্মান্তে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি। ৮২
একামৃচমথৈকং বা যজুঃ সামাথবা পুনঃ। অষ্টকাদ্যাস্বধীয়ীত মারুতে চ তিবায়তি। ৮৩
অনধ্যায়স্তু নাঙ্গেষু নেতিহাস-পুরাণয়োঃ। ন ধর্ম্মশাস্ত্রেষ্বন্যেষু পর্ব্বাণ্যেতানি বর্জ্জয়েৎ। ৮৪
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন কীর্ত্তিতো ব্রহ্মচারিণাম্। ব্রহ্মণাভিহিতঃ পূর্ব্বমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্। ৮৫
যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নমনধীত্য শ্রুতিং দ্বিজাঃ। স সম্মূঢ়ো ন সম্ভাষ্যো বেদবাহ্যো দ্বিজাতিভিঃ
ন বেদপাঠমাত্রেণ সন্তুষ্যোদেব বৈ দ্বিজঃ। এবমাচারহীনস্তু পঙ্কে গৌরিব সীদতি। ৮৭
যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদং বেদার্থং ন বিচারয়েৎ। স সান্বয়ঃ শূদ্রকল্পঃ পাত্রতাং ন প্রপদ্যতে। ৮৮
যদি চাত্যন্তিকং বাসং কর্ত্তুমিচ্ছতি বৈ গুরৌ। যুক্তঃ পরিচরেদেনমা শরীরাভিঘাতনাৎ। ৮৯
গত্বা বনং বা বিধিবজ্জুহুয়াজ্জাতবেদসম্। অভ্যাসেৎ স তদা নিত্যং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সমাহিতঃ।

অমা, চতুর্দ্দশী, পৌর্ণমাসী, অষ্টমী এই সকল তিথিতে অনধ্যায় জানিবে। উপাকর্ম্ম নামক ও উৎসর্গ নামক কর্ম্মের পর তিনরাত্রি অনধ্যায় জানিবে। তিন অষ্টকাতে এবং ঋতুর অবসান দিনে অহোরাত্র অনধ্যায় জানিবে। অগ্রহায়ণ মাসের, পৌষ মাসের এবং মাঘ মাসের তিনটী কৃষ্ণাষ্টমীকে পণ্ডিতেরা অষ্টকা বলিয়াছেন। শ্লেষ্মাতক (চালতা) বৃক্ষ, শিমূলবৃক্ষ, মধূক (মউল) বৃক্ষ, কোবিদার (রক্তকাঞ্চন) বৃক্ষ এবং কপিত্থ (কয়েৎ) বৃক্ষের ছায়ায় কদাচ অধ্যয়ন করিবে না সমানবিদ্য ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সতীর্থের (অর্থাৎ সমপাঠীর) মৃত্যু হইলে, এবং আচার্য্যের মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অনধ্যায় হইবে। যে সমুদয় অনধ্যায় কথিত হইল, সেই সমুদয় বিপ্রদিগের পক্ষে ছিদ্রস্বরূপ; রাক্ষসেরা সেই অনধ্যায়দিনে অধ্যয়নরূপ ছিদ্র প্রাপ্ত হইলে হিংসা করে, সেইজন্য এই সমুদায় অনধ্যায়দিনে অধ্যয়ন বর্জ্জন করিবে। নিত্যকর্ম্মে, সন্ধ্যোপাসনায়, উপাকর্ম্ম, আরব্ধকর্ম্মের পরিসমাপ্তিতে এবং হোমমন্ত্রে অনধ্যায়-দোষ হয় না। প্রবল বায়ু আরম্ভ হইলে বা অষ্টকাদিতেও ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ অথবা সামবেদের একটীমাত্র মন্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারে। ৭৭—৮৩। বেদাঙ্গ, মহাভারতাদি ইতিহাস ও পুরাণ এবং অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-পাঠে অনধ্যায়-দোষ হইবে না; এই সকলে কেবল পর্ব্বদিন অনধ্যায় জানিবে। ব্রহ্মচারীদিগের এই ধর্ম্ম আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। ভাবিতাত্মা ঋষিদিগের নিকট ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পূর্ব্বে ইহা উক্ত হইয়াছিল। হে দ্বিজগণ! যে দ্বিজাতি বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রাধ্যয়নে যত্ন করে, সে অতিশয় মূঢ় এবং বেদবহিষ্কৃত; দ্বিজাতিগণ তাহার সহিত আলাপ করিবেন না। দ্বিজ কেবল বেদপাঠ করিয়াই সন্তুষ্ট হইবেন না; কারণ বেদাধ্যায়ী দ্বিজ পূর্ব্বোক্ত আচারহীন হইলে কর্দ্দমপতিত গোরুর ন্যায় অবসন্ন হয়। যে বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়াও বেদার্থ বিচার করে না, সে সবংশে শূদ্রতুল্য হয় ও দানাদির পাত্ররূপে পরিগণিত হয় না। যদি গুরুগৃহে আজীবন বাস করিতে ইচ্ছা করে, তবে সেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শরীরনাশ পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্ত হইয়া গুরুর পরিচর্য্যা করিবে। অথবা বনে গমন করিয়া বিধিপূর্ব্বক অগ্নিতে হোম করিবে এবং তৎকালেও প্রত্যহ

সাবিত্রীং শতরুদ্রীয়ং বেদাঙ্গানি বিশেষতঃ।
অভ্যাসেৎ সততং যুক্তো ভস্মস্নানপরায়ণঃ ॥৯১
এতদ্বিধানং পরমং পুরাণং
বেদাগতঃ সম্যগিহেরিতং বঃ।
পুরা মহর্ষিপ্রবরানুপৃষ্টঃ
স্বায়ম্ভুবো যন্মনুরাহ দেবঃ ॥ ৯২
এবমীশ্বরসমর্পিতান্তরো
যোহনুতিষ্ঠতি বিধিং বিধানবিৎ।
মোহজালমপহায় সোহমৃতং
যাতি তৎ পদমনাময়ং শিবম্ ॥ ৯৩

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যায়াং বেদাধ্যয়নাদিক্রমো নাম চতুর্দ্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সমাহিত হইয়া বেদাভ্যাস করিবে ভস্মস্নান-পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে গায়ত্রী শতরুদ্রীয় ও বেদাঙ্গ সকল বিশেষরূপে অভ্যাস করিবে। বেদবেদাঙ্গ-সম্মত এই উৎকৃষ্ট পুরাণবিধি তোমাদের নিকটে বলিলাম। পূর্ব্বকালে দেব স্বায়ম্ভুব মনু, শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগকে ইহা বলিয়াছিলেন। যে বিধানজ্ঞ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক এই বিধি প্রতিপালন করেন, তিনি সংসারের মায়াজাল পরিত্যাগ করিয়া অনাময় পরম মঙ্গলকর, মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। ৮৪ –৯৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

বেদং বেদৌ তথা বেদান্ বিন্দ্যাদ্বাচতুরো দ্বিজঃ।
অধীত্য চাভিগম্যার্থং ততঃ স্নায়াদ্দ্বিজোত্তমাঃ ১

গুরবে তু ধনং দত্ত্বা স্নায়ীত তদনুজ্ঞয়া।
চীর্ণব্রতোহথ যুক্তাত্মা স শক্তঃ স্নাতুমর্হতি ॥২
বৈণবীং ধারয়েদ্যষ্টিমন্তর্বাসস্তথোত্তরম্।
যজ্ঞোপবীতদ্বিতয়ং সোদকঞ্চ কমণ্ডলুম্ ॥ ৩
ছত্রঞ্চোষ্ণীষমমলং পাদুকে চাপ্যুপানহৌ।
রৌক্মে চ কুণ্ডলে ধার্য্যে বুপ্তকেশনখঃ শুচিঃ ॥
স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্বহির্মাল্যং ন ধারয়েৎ।
অন্যত্র কাঞ্চনাদ্বিপ্রো ন রক্তাং বিভৃয়াৎ স্রজম্
শুক্লাম্বরধরো নিত্যঃ সুগন্ধঃ প্রিয়দর্শনঃ।
ন জীর্ণমলবদ্বাসা ভবেদ্বৈ বিভবে সতি ॥ ৬
ন রক্তমুল্বণঞ্চান্যধৃতং বাসো ন কুণ্ডিকাম্।
নোপানহৌ স্রজং বাথ পাদুকে ন প্রয়োজয়েৎ

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ দ্বিজাতিগণ নিজ শাখাধ্যয়নের পর এক বেদ, দুই বেদ, তিন বেদ, বা চারি বেদ অধ্যয়ন করিবেন। অধ্যয়ন করিয়া বেদ সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া পরে সমাবর্ত্তন স্নান করিবেন। গুরুকে ধনদ্বারা পরি তুষ্ট করিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন স্নান করিবেন। আচরিতব্রত শুদ্ধচেতাঃ, শক্তিমান্ ব্যক্তিই সমাবর্ত্তন স্নানের অধিকারী। স্নাতক বংশযষ্টি, অন্তর্ব্বাস, উত্তরীয় বস্ত্র, যজ্ঞোপবীতদ্বয় ও জলসহিত কমণ্ডলু, এই সকল ধারণ করিবেন নখ-কেশ কর্ত্তন করিয়া শুচি হইয়া ছত্র, নির্ম্মল উষ্ণীষ, চর্ম্মপাদুকা, কাষ্ঠপাদুকা ও স্বর্ণকুণ্ডল ধারণ করিবে। প্রত্যহ বেদাধ্যয়নরত হইবে। বহির্ম্মাল্য ধারণ করিবে না। মাল্য ব্যতীত অন্য রক্তমাল্য ধারণ করিবে না। শুক্লবস্ত্র পরিধান ও অঙ্গে সুগন্ধ লেপন করিবে। সর্ব্বদা প্রিয়দর্শন বিভবসত্ত্বে জীর্ণ বা মলিন বস্ত্র পরিধান না। রক্তবস্ত্র, উৎকট বস্ত্র বা অন্য পরিধৃত বস্ত্র পরিধান করিবে না এবং কমণ্ডলুও ধারণ করিবে না। এই

উপবীতমলঙ্কারং দর্ভান্ কৃষ্ণাজিনানি চ।
নাপসব্যং পরীদধ্যাদ্বাসো ন বিকৃতঞ্চ যৎ ॥ ৮
আহরেদ্বিধিবদ্দারান্ সদৃশানাত্মনঃ শুভান্।
রূপ-লক্ষণসংযুক্তান্ যোনিদোষবিবর্জ্জিতান্ ॥৯
অমাতৃগোত্রপ্রভবামসমানর্ষিগোত্রজাম্।
আহরেদ্ব্রাহ্মণো ভার্য্যাং শীলশৌচসমন্বিতাম্
ঋতুকালাভিগামী স্যাদ্যাবৎ পুত্রোঽভিজায়তে
বর্জ্জয়েৎ প্রতিষিদ্ধানি প্রযত্নেন দিনানি তু ॥ ১১
ষষ্ঠ্যষ্টমীং পঞ্চদশীং দ্বাদশীঞ্চ চতুর্দ্দশীম্।
ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যং ব্রাহ্মণঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১২
আদধীতাবসথ্যাগ্নিং জুহুয়াজ্জাতবেদসম্।
ব্রতানি স্নাতকো নিত্যং পাবনানি চ পালয়েৎ
বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
অকুর্ব্বাণঃ পতত্যাশু নরকান যাতি ভীষণান্।
অভ্যসেৎ প্রযতো বেদং মহাযজ্ঞাংশ্চ ভাবয়েৎ
কুর্য্যাদ্গৃহ্যাণি কর্ম্মাণি সন্ধ্যোপাসনমেব চ ॥ ১৫
সখ্যং সমাধিকৈঃ কুর্য্যাদর্চ্চয়েদীশ্বরং সদা।
দৈবতান্যপিগচ্ছেত কুর্য্যাদ্ভার্য্যাবিভূষণম্ (ক) ॥
ন ধর্ম্মং খ্যাপয়েদ্বিদ্বান্ ন পাপং গূহয়েদপি।
কুর্ব্বীতাত্মহিতং নিত্যং সর্ব্বভূতানুকম্পনম্ ॥ ১৭
বয়সঃ কর্ম্মণোঽর্থস্য শ্রুতস্যাভিজনস্য চ।
বেশবাগ্‌বুদ্ধিসারূপ্যমাচরেদ্বিচরেৎ সদা ॥ ১৮
শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতঃ সম্যক্ সাধুভির্যশ্চ সেবিতঃ।
তমাচারং নিষেবেত নেহেতান্যত্র কুত্রচিৎ ॥১৯
যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছংস্তরিষ্যতি

অভ্যধৃত চর্ম্মপাদুকা বা কাষ্ঠপাদুকা,মাল্য, উপবীত, অলঙ্কার, কুশ ও কৃষ্ণাজিনও ধারণ করিবে না। অপসব্য হইয়া থাকিবে না, বিকৃত বস্ত্র পরিধান করিবে না। রূপলক্ষণসম্পন্না, যোনি-দোষবিবর্জ্জিতা, মঙ্গলময়ী ও আত্ম-সবর্ণা স্ত্রীকে যথাবিধি বিবাহ করিবে। সমানগোত্রা সমানপ্রবরা বা মাতামহ-গোত্রা কন্যাকে বিবাহ করিবে না। শীলাযুক্তা ও শৌচাচারসম্পন্না কন্যাকে বিবাহ করিবে। ১—১০। যতদিন পর্য্যন্ত পুত্র জন্মিতে পারে সেই পর্য্যন্ত, ঋতুর্নিষিদ্ধ দিন ব্যতিরিক্ত ঋতু কালে, যত্নসহকারে ভার্য্যাতে অভিগমন করিবে। ষষ্ঠী, অষ্টমী, দ্বাদশী, চতুর্দ্দশী এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে ভার্য্যা গমন করিবে না। এই সকল তিথিতে ব্রাহ্মণ সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সদা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিবে। স্নাতক নিত্যই আবসথ্যাগ্নি গ্রহণ করিবে ও অগ্নিতে হোম করিবে এবং পবিত্রকারক ব্রত সমুদয় পালন করিবে। প্রত্যহ অনলস হইয়া বেদোক্ত স্বকীয় কার্য্য করিবে, তাহা না করিলে শীঘ্রই পতিত হয় ও দেহান্তে নরকে বাস করে। প্রযত হইয়া বেদপাঠ করিবে, মহাযজ্ঞ সমুদয় (অর্থাৎ বেদপাঠাদিরূপ পঞ্চ প্রকার যজ্ঞ) করিবে এবং গৃহ্যোক্ত কর্ম্ম সকল ও সন্ধ্যোপাসনা করিবে। আপনার সমান বা অধিক গুণাদিসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করিবে। সর্ব্বদা ঈশ্বর-আরাধনায় রত থাকিবে, সর্ব্বদা দেবপরায়ণ হইবে এবং ভার্য্যাকে ভূষিত করিবে। সর্ব্বদা লোকের নিকটে 'আমি এই ধর্ম্ম্য কার্য্য করিয়াছি' এরূপ প্রচার করিবে না এবং নিজের পাপ গোপন করিবে না। যাহাতে সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পা থাকে, এরূপ আপনার হিতজনক কার্য্য করিবে। আপনার যেমন বয়স, যেরূপ কর্ম্ম, যে পরিমাণ ধন, যে প্রকার বেদাধ্যয়ন ও যাদৃশ বংশমর্য্যাদা; সর্ব্বদা বেশভূষা বেদ, বাক্য ও বুদ্ধি তদনুরূপ করিয়া সুখে কালযাপন করিবে। শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত এবং সাধুজনকর্ত্তৃক সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠিত আচারেরই অনুষ্ঠান করিবে; অন্য কোন আচারে যত্ন করিবে না। পরস্পর বিরুদ্ধ উভয় ধর্ম্মেই সন্দেহ উপস্থিত হইলে, এইরূপ মীমাংসা করিবে যে, পিতা-পিতামহ প্রভৃতি যে সৎপথ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, সাধুদিগের অবলম্বিত সেই পথেই গমন করিতে হইবে; তাহাতেই সে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে।

(ক) ভার্য্যাভিপোষণমিতি বা পাঠঃ

নিত্যং স্বাধ্যায়শীলঃ স্যান্নিত্যং যজ্ঞোপবীতবান্।
সত্যবাদী জিতক্রোধো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২১
সন্ধ্যাস্নানপরো নিত্যং ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণঃ।
অনসূয়ী মৃদুর্দান্তো গৃহস্থঃ প্রেত্য বর্দ্ধতে ॥ ২২
বীতরাগভয়ক্রোধো লোভমোহবিবর্জ্জিতঃ।
সাবিত্রীজাপনিরতঃ শ্রাদ্ধকৃন্মুচ্যতে গৃহী ॥ ২৩
মাতাপিত্রোর্হিতে যুক্তো গোব্রাহ্মণহিতে রতঃ
দাতা যজ্বা দেবভক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
ত্রিবর্গসেবী সততং দেবতানাঞ্চ পূজনম্।
কুর্য্যাদহরহর্নিত্যং নমস্যেৎ প্রয়তঃ সুরান্ ॥ ২৫
বিভাগশীলঃ সততং ক্ষমাযুক্তো দয়ালুকঃ।
গৃহস্থস্তু সমাখ্যাতো ন গৃহেণ গৃহী ভবেৎ ॥২৬
ক্ষমা দয়া চ বিজ্ঞানং সত্যঞ্চৈব দমঃ শমঃ।
অধ্যাত্মনিরতজ্ঞানমেতদ্‌ব্রাহ্মণলক্ষণম্ ॥ ২৭
এতস্মান্ন প্রমাদ্যেত বিশেষেণ দ্বিজোত্তমঃ।
যথাশক্তি চরেৎ কর্ম্ম নিন্দিতানি বিবর্জ্জয়েৎ ॥২৮
বিধূয় মোহকলিলং লব্ধা যোগমনুত্তমম্।
গৃহস্থো মুচ্যতে বন্ধান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৯
বিগর্হাতিক্রমাক্ষেপ-হিংসা-বন্ধ-বধাত্মনাম্।
অন্যমন্যুসমুত্থানাং দোষাণাং মর্ষণং ক্ষমা ॥ ৩০
স্বদুঃখেষিব কারুণ্যং পরদুঃখেষু সৌহৃদাৎ।
দয়েতি মুনয়ঃ প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য সাধনম্ ॥ ৩১
চতুর্দ্দশানাং বিদ্যানাং ধারণং হি যথার্থতঃ।
বিজ্ঞানমিতি তদ্বিদ্যাদ্‌যেন ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতে ॥৩২
অধীত্য বিধিবদ্বেদানর্থঞ্চৈবোপলভ্য তু।
ধর্ম্মকার্য্যান্নিবৃত্তশ্চেন্ন তদ্বিজ্ঞানমিষ্যতে ॥ ৩৩
সত্যেন লোকান্ জয়তি সত্যং তৎ পরমং পদম্
যথাভূতপ্রবাদস্তু সত্যমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ৩৪
দমঃ শরীরোপরমঃ শমঃ প্রজ্ঞাপ্রসাদজঃ।
অধ্যাত্মমক্ষরং বিদ্যাদ্‌যত্র গত্বা ন শোচতি ॥৩৫

২১—২০। এইরূপ প্রত্যহ বেদাধ্যয়নকারী যজ্ঞোপবীতযুক্ত, সত্যবাদী ও জিতক্রোধ ব্যক্তিই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সন্ধ্যা স্নান ও ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণ, অনসূয়ী (অর্থাৎ পরগুণে দোষারোপবিহীন), মৃদু ও দান্ত (ইন্দ্রিয়দমনশীল) গৃহস্থ পরলোকে স্বর্গ প্রাপ্ত হন। যিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া বিষয়াসক্তি, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিধানানুসারে সাবিত্রীজপ ও শ্রাদ্ধ করেন, তিনি সংসার হইতে মুক্ত হন। যিনি সর্ব্বদা মাতা পিতা গোরু ও ব্রাহ্মণদিগের হিতসাধনে রত, দেব ভক্ত এবং দান ও যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, তিনি ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হন। গৃহী, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সতত এই ত্রিবর্গ সাধন করিবেন। প্রত্যহ শুদ্ধান্তঃকরণে দেবতাদিগকে প্রণাম ও তাঁহাদিগকে পূজা করিবেন। গৃহস্থিত, বিভাগশীল, সর্ব্বদা ক্ষমাযুক্ত ও দয়ালু ব্যক্তিকে গৃহস্থ বলে; কেবল গৃহে বাস করিলেই গৃহস্থ হইতে পারে না। ক্ষমা, দয়া, বিজ্ঞান, সত্য, দম, শম, ও অধ্যাত্মনিরত জ্ঞান এইগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। ব্রাহ্মণ এই সমস্ত গুণগুলি বিশেষরূপে প্রতিপালন করিবেন, কখনই তাহা হইতে হীন হইবেন না। আর নিন্দিত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাশক্তি সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। মোহজাল ছেদনপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠযোগ লাভ করিলে গৃহস্থ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২১—২৯। অন্যকর্ত্তৃক ক্রোধপূর্ব্বক কৃত নিন্দা, অতিক্রম (অনাদর), তিরস্কার, হিংসা, বন্ধন ও বধোদ্‌যোগরূপ দোষসমূহ সহ্য করার নাম ক্ষমা। আপনার দুঃখের ন্যায় পরের দুঃখে সুহৃদ্ভাবে করুণা করার নাম দয়া; মুনিগণ এই দয়াকে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের কারণ বলিয়াছেন। চতুর্দ্দশ বিদ্যার অর্থ জ্ঞানপূর্ব্বক ধারণের নাম বিজ্ঞান জানিবে। সেই বিজ্ঞান দ্বারা ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। যথাবিধি বেদ অধ্যয়নপূর্ব্বক তাহার অর্থ সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াও যদি ধর্ম্মকার্য্য না করে, তাহা হইলে তাহার সে জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায় না। যেরূপ ঘটনা হইয়াছে, সেইরূপ বলার নাম সত্য, ইহা মনীষিগণ বলিয়াছেন। সেই সত্য দ্বারা পরকালে লোকসমস্ত জয় করিতে পারে; সত্যই সেই পরমপদ। তপস্যাদি দ্বারা শরীরক্ষয়ের নাম দম। বুদ্ধি

যথা স দেবো ভগবান্ বিদ্যয়া বেদ্যতে পরঃ।
সাক্ষাদ্দেবো মহাদেবস্তজ্জ্ঞানমিতি কীর্ত্তিতম্
তন্নিষ্ঠস্তৎপরো বিদ্বান্ নিত্যমক্রোধনঃ শুচিঃ।
মহাযজ্ঞপরো বিদ্বান্ লভতে তদনুত্তমম্ ॥ ৩৭
ধর্ম্মস্যায়তনং যত্নাচ্ছরীরং পরিপালয়েৎ।
ন চ দেহং বিনা রুদ্রঃ পুরুষো বিদ্যতে পরঃ ॥
নিত্যং ধর্ম্মার্থকামেষু যুজ্যেত নিয়তো দ্বিজঃ।
ন ধর্ম্মবর্জ্জিতং কামমর্থং বা মনসা স্মরেৎ ॥৩৯
সীদন্নপি হি ধর্ম্মেণ ন ত্বধর্ম্মং সমাচরেৎ।
ধর্ম্মো হি ভগবান্ দেবো গতিঃ সর্ব্বেষু জন্তুষু
ভূতানাং প্রিয়কারী স্যান্ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ।
ন বেদ-দেবতানিন্দাং কুর্য্যাৎ তৈশ্চ ন সংবদেৎ
য ইমং নিয়তং বিপ্রো ধর্ম্মাধ্যায়ং পঠেচ্ছুচিঃ।
অধ্যাপয়েচ্ছ্রাবয়েদ্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৪২

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে
ব্রহ্মবিদ্যায়াং ধর্ম্মাধ্যায়ো নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ও প্রসন্নতাতে যাহা জন্মে, তাহার নাম শম। যেখানে গিয়া শোক করিতে না হয়, সেই অক্ষর পরব্রহ্মের নাম অধ্যাত্ম। যে বিদ্যা দ্বারা দেবাদিদেব ভগবান্ মহাদেবকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানা যায়, তাহা জ্ঞান নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মহাদেবে যাহার মতি, যিনি মহাদেবার্চ্চনপরায়ণ এবং নিত্য অক্রোধী ও শুচি, তিনিই বিদ্বান্; মহাযজ্ঞ-পরায়ণ সেই বিদ্বান্ই উৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। ধর্ম্মের গৃহস্বরূপ শরীরকে যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে। দেহ ব্যতীত সেই পরম-পুরুষ মহাদেবকে লাভ করা যায় না। গৃহী সর্ব্বদা সংযত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে নিরত থাকিবে, কিন্তু ধর্ম্মবর্জ্জিত অর্থ বা কাম মনেও চিন্তা করিবে না। ধর্ম্মকার্য্য দ্বারা অবসন্ন হইলেও কদাচ অধর্ম্ম আচরণ করিবে না। দেবরূপী ভগবান্ ধর্ম্মই সকল প্রাণীর গতি। সকল প্রাণীর প্রিয়কর্ম্ম করিবে, পরদ্রোহে কদাচ বুদ্ধি করিবে না, বেদ বা দেবতার নিন্দা করিবে না, এমন কি, যে দেবতার নিন্দা করে, তাহার সহিত আলাপ করিবে না। যে ব্রাহ্মণ শুচি হইয়া সর্ব্বদা এই ধর্ম্মাধ্যায় পাঠ করেন বা পাঠ করান অথবা অন্যকে শ্রবণ করান, তিনি দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া তথায় সম্মানিত হইয়া থাকেন। ৩০—৪২।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি নানৃতং বা বদেৎ ক্বচিৎ
নাহিতং নাপ্রিয়ং ব্রূয়ান্ন স্তেনঃ স্যাৎ কথঞ্চন ॥১
তৃণং বা যদি বা শাকং মৃদং বা জলমেব বা।
পরস্যাপহরন্ জন্তুর্নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ২
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ ন শূদ্রাৎ পতিতাদপি।
ন চান্যস্মাদশক্তশ্চ নিন্দিতান্ বর্জ্জয়েদ্বুধঃ ॥ ৩
নিত্যং যাচনকো ন স্যাৎ পুনস্তং নৈব যাচয়েৎ
প্রাণানপহরত্যেষ যাচকস্তস্য দুর্ম্মতিঃ ॥ ৪
ন দেবদ্রব্যহারী স্যাদ্বিশেষেণ দ্বিজোত্তমাঃ।
ব্রহ্মস্বং বা নাপহরেদাপদ্যপি কদাচন ॥ ৫

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—কোনও প্রাণীর হিংসা করিবে না। কখন মিথ্যা কথা বলিবে না। অহিতকর বা অপ্রিয় কথা বলিবে না। কোন-রূপে চুরি করিবে না। পরের তৃণ, শাক, মৃত্তিকা বা জল চুরি করিলেও মানব নরকে যায়। রাজা, শূদ্র এবং পতিত ব্যক্তির নিকট দান গ্রহণ করিবে না। যদি অশক্ত হয়, তাহা হইলে অন্য সকলের কাছেই প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে; কিন্তু পতিতের কাছে কখনই প্রতি-গ্রহ করিবে না। সর্ব্বদা যাচ্ঞা করিবে না এবং পুনঃপুন এক জনের নিকটে যাচ্ঞা করিবে না। প্রত্যহ একজনের নিকটে যাচ্ঞাকারী দুর্ম্মতি যাচক, তাহার প্রাণ হরণ করে। হে দ্বিজোত্তমগণ! আপৎকালে অর্থাৎ

ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে।
দেবস্বঞ্চাপি যত্নেন সদা পরিহরেৎ ততঃ ॥ ৬
পুষ্পে শাকোদকে কাষ্ঠে তথা মূলে তৃণে ফলে
অদত্তাদানমস্তেয়ং মনুঃ প্রাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৭
গৃহীতব্যানি পুষ্পাণি দেবার্চ্চনবিধৌ দ্বিজৈঃ।
নৈকস্মাদেব নিয়তমননুজ্ঞায় কেবলম্ ॥ ৮
তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেদ্বুধঃ
ধর্ম্মার্থং কেবলং বিপ্রা হ্যন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥
তিল-মুদ্গ-যবাদীনাং মুষ্টির্গ্রাহ্যা পথি স্থিতৈঃ।
ক্ষুধার্ত্তৈর্নান্যথা বিপ্রা ধর্ম্মবিদ্ভিরিতি স্থিতিঃ ॥ ১০
ন ধর্ম্মস্যাপদেশেন পাপং কৃত্বা ব্রতং চরেৎ।
ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্ব্বন্ স্ত্রীশূদ্রলম্ভনম্ ॥ ১১

প্রেত্যেহ চেদৃশো বিপ্রো গর্হ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ
ছদ্মনাচরিতং যচ্চ ব্রতং রক্ষাংসি গচ্ছতি ॥ ১২
অলিঙ্গী লিঙ্গিবেশেন যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরেদেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ চ জায়তে ॥
বৈড়ালব্রতিনঃ পাপা লোকে ধর্ম্মবিনাশকাঃ।
সদ্যঃ পতন্তি পাপেষু কর্ম্মণস্তস্য তৎ ফলম্ ॥ ১৪
পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বামাচারাংস্তথৈব চ।
পঞ্চরাত্রান্ পাশুপতান্ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ।
বেদনিন্দারতান্ মর্ত্ত্যান্ দেবনিন্দারতাংস্তথা।
দ্বিজনিন্দারতাংশ্চৈব মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ॥ ১৬
যাজনং যোনিসম্বন্ধং সহবাসঞ্চ ভাষণম্।
কুর্ব্বাণঃ পততে জন্তুস্তস্মাদ্‌যত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥ ১৭

অতি কষ্টে পতিত হইলেও কদাচ দেবদ্রব্য ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিবে না। মুনিগণ সর্পাদি-মুখনিঃসৃত বিষকে বিষ বলেন নাই, কিন্তু ব্রহ্মস্ব ও দেবস্বকেই বিষ বলিয়াছেন; অত-এব তাহা সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। শাক, জল, ফল, মূল ও তৃণ এই সমুদয় দ্রব্য দ্রব্য-স্বামী দান না করিলেও যদি গ্রহণ করা যায়, তথাপি তাহা চুরি বলিয়া গণ্য হয় না, প্রজা-পতি মনু এই কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, দেবপূজার নিমিত্ত দ্বিজগণ না বলিয়া পুষ্প গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাও স্বামীর অনুমতি ব্যতীত প্রত্যহ এক-স্থান হইতে গ্রহণ করিবে না। আর তৃণ, কাষ্ঠ, ফল ও পুষ্প এই সমস্ত অদত্ত বস্তু কেবল ধর্ম্মের নিমিত্তই পণ্ডিত ব্যক্তি প্রকাশ্য-রূপে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু উপভোগাদির জন্য গ্রহণ করিলে পতিত হইবেন। ক্ষুধা-প্রপীড়িত পথিক তিল, মুগ, যব প্রভৃতি মুষ্টিপরিমাণে গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত না হইলে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিবে না, ধর্ম্মবেত্তারা এই নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১—১০। পাপ করিয়া বাস্ত-বিক প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রাজাপত্যাদি ব্রত করি-বার সময়ে পাপ গোপন করিয়া "আমি পুণ্যার্থ এই ব্রতানুষ্ঠান করিতেছি, প্রায়শ্চিত্তার্থ নহে" এইরূপ বাক্যে স্ত্রী ও শূদ্রাদি ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিয়া কোন অনুষ্ঠান করিবে না। ছল করিয়া যে ব্রতের আচরণ করা হয়, তাহা রাক্ষসদিগের ভোগ্য হয় (সুতরাং তাহা নিষ্ফল), পরন্তু এরূপ ব্রতকারী ব্রাহ্মণ পর-লোকে ও ইহলোকে ব্রহ্মবাদিগণ কর্তৃক নিন্দিত হইয়া থাকে। যাহার যাহা লিঙ্গ নহে অর্থাৎ বর্ণাশ্রমবিহিত চিহ্ন নহে, সে যদি সেই সকল চিহ্নাদি ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সে বর্ণাশ্রমীদিগের পাপ গ্রহণ করে এবং সেই পাপে জন্মান্তরে তির্য্যক্‌-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ধর্ম্ম-বিনাশক, বিড়ালব্রতধারী সেই পাপিগণ পাপের ফলে সদ্যই পতিত হয়। তাহার সেই কর্ম্মের ইহাই ফল। পাষণ্ডী অর্থাৎ বেদ-বিরুদ্ধমার্গাবলম্বী, বর্ণান্তরবৃত্তিজীবী, পঞ্চ-রাত্রমতাবলম্বী, পাশুপতধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বাক্য দ্বারাও অর্চ্চনা করিবে না (পরন্তু অন্নদানে নিষেধ নাই)। বেদ-নিন্দারত, দেব-নিন্দা রত এবং ব্রাহ্মণ-নিন্দারত ব্যক্তিদিগকে মনে মনেও চিন্তা করিবে না। এই সকল পাপিগণ পতিত; ইহাদিগের সহিত যাজন, যোনিসম্বন্ধ (বিবাহাদি সম্বন্ধ), সহবাস (একাসনে বাস করা) ও সম্ভাষণ করিলেও

দেবদ্রোহাদ্‌গুরুদ্রোহঃ কোটিকোটিগুণাধিকঃ
জ্ঞানাপবাদো নাস্তিক্যং তস্মাৎ কোটিগুণাধিকঃ
গোভিশ্চ দৈবতৈর্বিপ্রৈঃ কৃষ্যা রাজোপসেবয়া
কুলান্যকুলতাং যান্তি যানি হীনানি বৃত্ততঃ ॥ ১৯
কুবিবাহৈঃ ক্রিয়ালোপৈর্বেদানধ্যয়নেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ ॥ ২০
অনৃতাৎ পারদার্য্যাচ্চ তথাভক্ষ্যস্য ভক্ষণাৎ।
অশ্রৌতধর্ম্মাচরণাৎ ক্ষিপ্রং নশ্যতি বৈ কুলম্ ॥
অশ্রোত্রিয়েষু বৈ দানাদ্বৃষলেষু তথৈব চ।
বিহিতাচারহীনেষু ক্ষিপ্রং নশ্যতি বৈ কুলম্ ॥ ২২
নাধার্ম্মিকৈর্বৃতে গ্রামে ন ব্যাধিবহুলে ভৃশম্।
ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেন্ন পাষণ্ডজনৈর্বৃতে ॥ ২৩
হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যে পূর্ব্বপশ্চিময়োঃ শুভম্।
মুক্তা সমুদ্রয়োর্দেশং নান্যত্র নিবসেদ্দ্বিজঃ ॥ ২৪

পতিত হইতে হয়। এইজন্য যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত এই সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। দেবদ্রোহ হইতে গুরুদ্রোহ কোটী গুণে অধিক দোষজনক। আবার জ্ঞানাপবাদ বা নাস্তিক্য, গুরুদ্রোহ অপেক্ষাও কোটীগুণে অধিক দোষজনক। গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা,কৃষ্যাদি বা রাজসেবা প্রভৃতির অপকর্ষ ঘটিলে কিম্বা কুলক্রমাগত সদাচার নষ্ট হইলে প্রশস্ত কুলেরও অপকর্ষ ঘটিয়া থাকে। কুবিবাহ, সৎক্রিয়ার অননুষ্ঠান, বেদ পাঠের অভাব এবং ব্রাহ্মণের অবমাননা করিলেও কুল দূষিত হয়। ১১—২০। মিথ্যাকথন, পরদারগমন, অভক্ষ্যভক্ষণ ও শ্রুতিবিরুদ্ধ ধর্ম্মাচরণহেতু কুল সত্বর নাশপ্রাপ্ত হয়। অশ্রোত্রিয় ও বিহিতাচারহীন দ্বিজগণকে এবং শূদ্রদিগকে দান করিলেও কুল অবনত হয়। যে গ্রামে বহুতর অধার্ম্মিক ও পাষণ্ডিগণ বাস করে তথায় এবং অত্যন্ত রোগবহুল-গ্রামে এবং শূদ্রের রাজ্যে বাস করিবে না। দ্বিজ হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যস্থলে বাস করিবে; আর পূর্ব্ব বা পশ্চিম সমুদ্রের তীরবর্ত্তী দেশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব বা পশ্চিম ভাগেও শুভ দেশে

কৃষ্ণো বা যত্র চরতি মৃগো নিত্যং স্বভাবতঃ।
পুণ্যাশ্চ বিশ্রুতা নদ্যস্তত্র বা নিবসেদ্দ্বিজঃ ॥২৫
অর্দ্ধক্রোশান্নদীকূলং বর্জ্জয়িত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
নান্যত্র নিবসেৎ পুণ্যং নান্ত্যজগ্রামসন্নিধৌ ॥ ২৬
ন সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন চণ্ডালৈর্ন পুক্কশৈঃ।
ন মূর্খৈর্নাবলিপ্তৈশ্চ নান্ত্যৈর্নান্ত্যাবসায়িভিঃ ॥২৭
একশয্যাসনং পঙ্‌ক্তির্ভাণ্ডপক্বান্নমিশ্রণম্।
যাজনাধ্যাপনে যোনিস্তথৈব সহভোজনম্ ॥ ২৮
সহাধ্যায়স্তু দশমঃ সহযাজনমেব চ।
একাদশৈতে নির্দ্দিষ্টা দোষাঃ সঙ্করসংজ্ঞিতাঃ॥২৯

বাস করিতে পারে, কিন্তু অন্যদেশে বাস করিবে না। যে দেশে প্রত্যহ কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ বিচরণ করে ও শাস্ত্রোক্ত পবিত্র নদী সকল বহিয়া থাকে, দ্বিজ সেই স্থানে বাস করিবে। ব্রাহ্মণ নদীসমীপবর্ত্তী অর্দ্ধক্রোশ-পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া বাস করিবে; এতাদ্ভিন্ন অন্যত্র পবিত্রভাবে বাস করিতে পারিবে না। চাণ্ডালাদির নিকটবর্ত্তী গ্রামেও বাস করিবে না। পতিত, চাণ্ডাল, পুক্কশ, মূর্খ, ধনাদিমদে গর্ব্বিত, রজকাদি নীচজাতি ও অন্ত্যাবসায়ীদিগের সহিত বাস করিবে না*। এই সকল ব্যক্তির সহিত একশয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন, এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন ভাণ্ডমিশ্রণ ও পক্বান্নের মিশ্রণ, ইহাদের পৌরোহিত্য, ইহাদিগকে অধ্যাপনা, ইহাদের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ, কালান্তরে বা এককালে একপাত্রে সহভোজন, একত্রে অধ্যয়ন ও একত্রে যাজন

* ব্রাহ্মণপরিণীতা শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র—নিষাদ জাতি। নিষাদের শূদ্রগর্ভোৎপন্ন পুত্রকে পুক্কশ এবং নিষাদীর গর্ভে চণ্ডালোৎপন্ন পুত্রকে অন্ত্যাবসায়ী কহে। অথবা চাণ্ডালাদি সপ্তজাতীয়ই অন্ত্যাবসায়ী।

যথা—

"চণ্ডালঃ শ্বপচঃ ক্ষত্তা সূতো বৈদেহকস্তথা।
মাগধায়োগবৌ চৈব সপ্তৈতেঽন্ত্যাবসায়িনঃ ॥"

সমীপে বাপ্যবস্থানাৎ প্যাপং সংক্রমতে নৃণাম্
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সঙ্করং বর্জ্জয়েদ্বুধঃ ॥ ৩০
একপঙক্ত্যুপবিষ্টা যে ন স্পৃশন্তি পরস্পরম্।
ভস্মনা কৃতমর্য্যাদা ন তেষাং সঙ্করো ভবেৎ ॥৩
অগ্নিনা ভস্মনা চৈব সলিলেন বিশেষতঃ।
দ্বারেণ স্তম্ভমার্গেণ ষড়্ভিঃ পঙক্তির্বিভিদ্যতে ॥
ন কুর্য্যাচ্ছুষ্কবৈরাণি বিবাদঞ্চৈব পৈশুনম্।
পরক্ষেত্রে গাং চরন্তীং ন চাচক্ষীত কস্যচিৎ ॥৩৩
ন সংবসেৎ সূতকিনা ন কঞ্চিন্মর্ম্মণি স্পৃশেৎ।
ন সূর্য্যপরিবেশং বা নেন্দ্রচাপং শবাগ্নিকম্ ॥৩৪
পরস্মৈ কথয়েদ্বিদ্বাঞ্শিনং বা কদাচন।
ন কুর্য্যাদ্বহুভিঃ সার্দ্ধং বিবাদং বন্ধুভিস্তথা ॥ ৩৫
আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ।

এই একাদশটী সঙ্করনামক দোষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এই সকল কার্য্য করিলে ইহাদের পাপে পাপী হইতে হয়, আর এই সকল ব্যক্তির নিকটে বাস করিলেও পাপ হয়; এজন্য যত্নের সহিত সঙ্করপাপজনক কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিবে। ২১—৩০। কিন্তু এক পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করিয়াও যদি ভস্ম দ্বারা সীমা নিবদ্ধ করে ও যদি পরস্পরকে স্পর্শ না করে, তাহা হইলে সঙ্কর-দোষ হয় না। অগ্নি, জল, ভস্ম, দ্বার, স্তম্ভ (থাম বা খুটী) এবং রাস্তা এই ছয় দ্রব্য দ্বারা এক পঙ্‌ক্তি পৃথক্ হইয়া যায় (ইহার মধ্যে যে কোনটী ব্যবধান থাকিলে পঙ্‌ক্তিদোষ হয় না)। নিষ্প্রয়োজন-শত্রুতা ও বিবাদ এবং খলতা করিবে না, আর পরের শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে গমন করিয়া গাভী শস্যাদি ভক্ষণ করিলে তাহা কাহাকেও বলিবে না। বিদ্বান্ ব্যক্তি অশৌচী ব্যক্তির সহিত বসবাস করিবে না; কাহাকেও মর্ম্মবেদনা দিবে না। সূর্য্যমণ্ডলের পরিবেশ,চন্দ্রের পরিবেশ, ইন্দ্রধনুঃ এবং শবাগ্নি অপরকে কহিয়া দেখাইবেনা। বহুলোকের সহিত এবং বন্ধুগণের সহিত বিবাদ করিবে না। পরের উপকার করিতে গিয়া আপনার প্রতিকূল কর্ম্ম করিবে না।

তিথিং পক্ষস্য ন ব্রূয়ান্ন নক্ষত্রাণি নির্দ্দিশেৎ॥৩৬
নোদক্যামভিভাষেত নাশুচিং বা দ্বিজোত্তমঃ।
ন দেব-গুরুবিপ্রাণাং দীয়মানন্তু বারয়েৎ॥ ৩৭
ন চাত্মানং প্রশংসেদ্বা পরনিন্দাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
বেদনিন্দাং দেবনিন্দাং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥৩৮
যস্তু দেবানৃষীন্ বিপ্রান্ বেদান্ বা নিন্দতি দ্বিজঃ।
ন তস্য নিষ্কৃতির্দ্দৃষ্টা শাস্ত্রেষিহ মুনীশ্বরাঃ ॥ ৩৯
নিন্দয়েদ্বৈ গুরূন্ দেবান্ বেদং বা সোপবৃংহণম্
কল্পকোটিশতং সাগ্রং রৌরবে পচ্যতে নরঃ ॥ ৪০
তূষ্ণীমাসীত নিন্দায়াং ন ব্রূয়াৎ কিঞ্চিদুত্তরম্।
কর্ণৌ পিধায় গন্তব্যং ন চৈতানবলোকয়েৎ ॥
বর্জ্জয়েদ্বৈ রহস্যঞ্চ পরেষাং গূহয়েদ্বুধঃ।
বিবাদং স্বজনৈঃ সার্দ্ধং ন কুর্য্যাদ্বৈ কদাচন ॥৪২

নিজের জন্ম সম্বন্ধে অমুক পক্ষীয় অমুক তিথিতে বা অমুক নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে, এরূপ কথা কাহাকেও বলিবে না। ব্রাহ্মণ, রজস্বলা বা অশুচি ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবে না। দেবতা, গুরু বা ব্রাহ্মণোদ্দেশে দান করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে দান হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবে না। নিজের প্রশংসা ও অপরের নিন্দা করিবে না। দেবতা-নিন্দা ও বেদনিন্দা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। হে মুনীশ্বরগণ! যে দ্বিজ দেবতা ঋষি ও ব্রাহ্মণের নিন্দা এবং বেদনিন্দা করে, সে ব্যক্তির নিষ্কৃতির উপায় কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না। যে ব্যক্তি গুরুনিন্দা, দেব-নিন্দা বা সোপবৃংহণ বেদের নিন্দা করে, সে ব্যক্তি শতকোটী কল্পেরও অধিক কাল নরকে বাস করে। ৩১—৪০। বেদ, গুরু বা দেব-তাদির নিন্দা শুনিলে, মৌনাবলম্বন করিবে, কিছুই উত্তর করিবে না; ঐ নিন্দাকারী ব্যক্তিদিগকে অবলোকন করিবে না এবং কর্ণ আচ্ছাদনপূর্ব্বক সে স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিবে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পরের গুপ্ত কথা আলোচনা করিবে না, বরং গোপন করিয়া রাখিবে। আত্মীয় ব্যক্তিদিগের সহিত

ন পাপং পাপিনং ব্রূয়াদপাপং বা দ্বিজোত্তমম্।
সত্যেন তুল্যদোষঃ স্যান্মিথ্যাদ্দিদোষবান্ ভবেৎ
যানি মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যশ্রূণি রোদনাৎ।
তানি পুত্রান্ পশূন্ ঘ্নন্তি তেষাং
মিথ্যাভিশংসিনাম্ ॥৪৪
ব্রহ্মহত্যা-সুরাপানে স্তেয়-গুর্ব্বঙ্গনাগমে।
দৃষ্টং বিশোধনং সদ্ভির্নাস্তি মিথ্যাভিশংসনে ॥
নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যং শশিনঞ্চ নিমিত্ততঃ।
নাস্তং যান্তং ন বারিস্থং নোপসৃষ্টং ন মধ্যগম্
তিরোহিতং বাসসা বা নাদর্শান্তরগামিণম্।
ন নগ্নাং স্ত্রিয়মীক্ষেত পুরুষং ন কদাচন ॥ ৪৭
ন চ মূত্রং পুরীষং বা ন চ সংস্পৃষ্টমৈথুনম্ ॥
নাশুচিঃ সূর্য্যসোমাদীন্ গ্রহানালোকয়েদ্বুধঃ ॥

পতিতব্যঙ্গচণ্ডালানুচ্ছিষ্টান্ নাবলোকয়েৎ।
নাভিভাষেত চ পরমুচ্ছিষ্টো বাবগুণ্ঠিতঃ ॥৪৯
ন স্পৃশেৎ প্রেতসংস্পর্শং ন ক্রুদ্ধস্য গুরোর্মুখম্ ...
ন তৈলোদকয়োশ্ছায়াং ন পত্নীং ভোজনে স...
নামুক্তবন্ধনং গাং বা নোন্মত্তং মত্তমেব বা ॥
নাশ্নীয়াদ্ভার্য্যয়া সার্দ্ধং নৈনামীক্ষেত মেহতীম্।
ক্ষুবতীং জৃম্ভমাণাং বা নাসনস্থাং যথাসুখম্ ॥৫১
নোদকে চাত্মনো রূপং শুভং বাশুভমেব বা।
ন লঙ্ঘয়েচ্চ মূত্রং বা নাধিতিষ্ঠেৎ কদাচন ॥ ৫২
ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ কৃশরং পায়সং দধি।
নোচ্ছিষ্টং বা ঘৃতমধু ন চ কৃষ্ণাজিনং হবিঃ ॥৫...
ন চৈবাস্মৈ ব্রতং দদ্যান্ন চ ধর্ম্মং বদেদ্বুধঃ।
ন চ ক্রোধবশং গচ্ছেদ্দ্বেষং রাগঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥

কখনই বিবাদ করিবে না। ব্রাহ্মণ, পাপীই হউক বা নিষ্পাপই হউক, তাহাকে 'পাপী, একথা বলিবে না; কারণ প্রকৃত পাপীকেও পাপী বলিলে তত্তুল্য পাপ হয় এবং যিনি পাপী নহেন, তাঁহাকে পাপী বলিলে মিথ্যা-কথন জন্য অধিক পাপী হইতে হয়। মিথ্যা-অপবাদগ্রস্ত হইয়া রোদন করিলে তাহার যে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়, সেই অশ্রুবিন্দুসকল ঐ অপবাদকারীর পুত্র ও পশুসমূহকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের স্বর্ণহরণ এবং গুরুপত্নীগমন বা বিমাতৃগমন এই সকল মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত প্রাণ-ত্যাগ; ইহা সাধুগণের নির্দ্দেশ; কিন্তু মিথ্যা-বাক্য কথনে পাপীর শুদ্ধি দেখা যায় না। উদয় হইতেছেন বা অস্ত যাইতেছেন, এমন সময়ে চন্দ্র বা সূর্য্যকে বিনা কারণে দর্শন করিবে না এবং আকাশমধ্যস্থ, জলবিম্ব-প্রতিগত বা রাহুগ্রস্ত চন্দ্র ও সূর্য্যকেও অকারণ দর্শন করিবে না। বস্ত্রাচ্ছাদিত ও আদর্শমধ্যগত চন্দ্রসূর্য্যকেও দর্শন করিবে না। বিবস্ত্রা স্ত্রী এবং বিবস্ত্র পুরুষকেও দর্শন করিবে না। মূত্র, পুরীষ বা সংস্পৃষ্ট মৈথুন ব্যক্তিকে দর্শন করিতে নাই। অশুচি হইয়া চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি দর্শন করিবে না। পতিত, বিকলাঙ্গ ও চাণ্ডাল এবং উচ্ছিষ্ট ব্যক্তিদিগকে দর্শন করিবে না। উচ্ছিষ্ট বা অবগুণ্ঠিত হইয়া কাহারও সহিত আলাপ করিবে না। প্রেতসংস্পর্শকারীকে স্পর্শ করিবে না। রাগান্বিত গুরুর মুখ দর্শন করিবে না; তৈল ও জলে ছায়া দর্শন করিবে না এবং পত্নী আহার করিতে বসিলে তাহাকে দর্শন করিবে না। অমুক্তবন্ধন গোরু এবং মত্ত ও উন্মত্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে না অর্থাৎ তাহাদিগের নিকটে যাইবে না। ৪৯—৫০। ভার্য্যার সহিত একত্রে আহার করিবে না। ভার্য্যা যখন প্রস্রাব করিতেছে বা হাঁচিতেছে বা হাই তুলিতেছে, বা যথেচ্ছভাবে বসিয়া আছে, তখন তাহাকে দর্শন করিবে না। ভালই হউক, মন্দই হউক, নিজের প্রতিবিম্ব জলে দর্শন করিবে না। কখন মূত্রলঙ্ঘন করিবে না, বা মূত্রের উপর দাঁড়াইবে না। শূদ্রকে জ্ঞানোপদেশ করিবে না; কৃশর (তিল-তণ্ডুল-পক্ব বস্তু), পায়স, দধি, ঘৃত ও মধু দিবে না। কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম ও হোমীয় দ্রব্য দিবে না এবং দাস ভিন্ন অন্য শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দিবে না। শূদ্রকে ব্রতোপদেশ বা ধর্ম্মোপদেশও করিবে না। ক্রোধের বশীভূত হইবে না এবং অনু-

লোভং দম্ভং তথা যত্নাদসূয়াং জ্ঞানকুৎসনম্।
মানং মোহং তথা ক্রোধং দ্বেষঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
ন কুর্য্যাৎ কস্যচিৎ পীড়াং সুতং শিষ্যঞ্চ
তাড়য়েৎ।
ন হীনানুপসেবেত ন চ তীক্ষ্ণমতীন্ কচিৎ॥৫৬
নাত্মানঞ্চাবমন্যেত দৈন্যং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
ন বিশিষ্টানসৎ কুর্য্যান্নাত্মানং বা শপেদ্বুধঃ॥
ন নখৈর্বিলিখেদ্ভূমিং গাঞ্চ সংবেশয়েন্ন হি।
ন নদীষু নদীং ব্রূয়াৎ পর্ব্বতেষু চ পর্ব্বতান্॥৫৭
আবাসে ভোজনে বাপি ন ত্যজেৎ সহযায়িনম্
নাবগাহেদপো নগ্নো বহ্নিঞ্চাপি ব্রজেৎ পদা॥
শিরোহভ্যঙ্গাবশিষ্টেন তৈলেনাঙ্গং ন লেপয়েৎ
ন শস্ত্রসর্পৈঃ ক্রীড়েত ন স্বানি খানি চ স্পৃশেৎ
রোমাণি চ রহস্যানি নাশিষ্টেন সহ ব্রজেৎ।
ন পাণি-পাদবাঙ্‌নেত্রচাপল্যং সমুপাশ্রয়েৎ॥৬১
ন শিশ্নোদরচাপল্যং ন চ শ্রবণয়োঃ কচিৎ॥
ন চাঙ্গনখবাদ্যং বৈ কুর্য্যান্নাঞ্জলিনা পিবেৎ॥
নাভিহন্যাজ্জলং পদ্ভ্যাং পাণিনা বা কদাচন।
ন শাতয়েদিষ্টকাভিঃ ফলানি ন ফলেন চ॥৬৩
ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত নাকর্ষেচ্চ পদাসনম্।
নখভেদনমাস্ফোটং ছেদনং বা বিলেখনম্॥৬৪
কুর্য্যাদ্বিমর্দ্দনং ধীমান্ নাকস্মাদেব নিষ্ফলম্।
নোৎসঙ্গে ভক্ষ্যান্ ভক্ষয়েৎ বৃথা চেষ্টাঞ্চ নাচরেৎ
ন নৃত্যেদথবা গায়েন্ন বাদিত্রাণি বাদয়েৎ।
ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণ্ডুয়েদাত্মনঃ শিরঃ
ন লৌকিকৈস্তবৈর্দেবাংস্তোষয়েত্তেষজৈরপি।
নাক্ষৈঃ ক্রীড়েন্ন ধাবেত নাপ্সু বিণ্মূত্রমাচরেৎ॥

রাগ বা দ্বেষ উভয়ই পরিত্যাগ করিবে। লোভ, অহঙ্কার, অসূয়া (পরশ্রী-কাতরতা), জ্ঞানীর নিন্দা, মান, মোহ, ক্রোধ ও দ্বেষ এই সমস্ত যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। কাহাকেও পীড়ন করিবে না, কিন্তু পুত্র এবং শিষ্যকে তাড়না করিবে। হীন ব্যক্তিগণের বা অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের আশ্রয় কখন লইবে না। জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের প্রতি অবজ্ঞা করিবেন না, যত্নপূর্ব্বক দীনতা বর্জ্জন করিবেন। সম্মানী ব্যক্তির অসম্মান করিবে না এবং আপনা-আপনি [illegible] করিবে না। নখ দ্বারা মৃত্তিকা অঙ্কিত করিবে না এবং গোরুকে শয়ন করাইবে না। বহু নদীকে একটী নদী বলিয়া এবং একটী পর্ব্বতকে বহু পর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে না। সঙ্গীকে ভোজনকালে বা বিশ্রাম কালে পরিত্যাগ করিবে না। বিবস্ত্র হইয়া অবগাহন করিবে না। অগ্নিতে পাদনিক্ষেপ করিবে না। প্রথমে মাথায় তৈল মাখিয়া অবশিষ্ট তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিবে না। সর্প ও অস্ত্র লইয়া খেলা করিবে না ও বিনাপ্রয়োজনে স্বীয় ইন্দ্রিয় সকল স্পর্শ করিবে না। ৫১—৬০। গুপ্ত-স্থানস্থিত রোম সকল স্পর্শ করিবে না। অশিষ্ট ব্যক্তির সহিত গমন করিবে না। হস্ত, পাদ, বাক্য ও চক্ষুর চপলতা পরিত্যাগ করিবে। শিশ্ন, উদর এবং কর্ণের চপলতা করিবে না অর্থাৎ সংযত হইবে। শরীর ও নখ বাজাইবে না। অঞ্জলি দ্বারা জল পান করিবে না। হস্ত বা পদ দ্বারা জলের প্রতিঘাত করিবে না। ইট ও ফল দ্বারা ফল ভাঙ্গিবে না। ম্লেচ্ছভাষা (যথা—ইংরেজী, পার্সী) শিক্ষা করিবে না; পদ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিবে না। নখ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে আঘাত বা নখবাদ্য করিবে না। নখ দ্বারা তৃণাদিচ্ছেদন কিংবা বিলেখন (ভূমিখননাদি) করিবে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অকারণ বা নিষ্ফল যুদ্ধ করিবেন না। ভক্ষ্যবস্তু ক্রোড়ে করিয়া (অর্থাৎ উরুর উপরে রাখিয়া বা কোঁচে করিয়া) ভক্ষণ করিবে না এবং যাহাতে দৃষ্ট বা অদৃষ্ট ফল নাই, এরূপ চেষ্টা করিবে না। বিনা প্রয়োজনে নৃত্য করিবে না, গান করিবে না ও বাদ্য বাজাইবে না। এককালে দুই হস্ত দ্বারা নিজের মাথা চুলকাইবে না। ঔষধ বা লৌকিক স্তব দ্বারা দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে না। অক্ষক্রীড়া করিবে

নোচ্ছিষ্টঃ সংবিশেন্নিত্যং ন নগ্নঃ স্নানমাচরেৎ
ন গচ্ছেন্ন পঠেদ্বাপি ন চৈব স্বশিরঃ স্পৃশেৎ॥
ন দন্তৈর্নখরোমাণি ছিন্দ্যাৎ সুপ্তং ন বোধয়েৎ
ন বালাতপমাসেবেৎ প্রেতধূমং বিবর্জ্জয়েৎ॥৬৯
নৈকঃ সুপ্যাচ্ছূন্যগেহে স্বয়ং নোপানহৌ হরেৎ
নাকারণাদ্বা নিষ্ঠীবেন্ন বাহুভ্যাং নদীং তরেৎ॥
ন পাদক্ষালনং কুর্য্যাৎ পাদেনৈব কদাচন।
নাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ পাদৌ ন কাংস্যে ধাবয়েদ্বুধঃ
নাতিপ্রসারয়েদ্দেবং ব্রাহ্মণান্ গামথাপি বা
বায়্বগ্নি-গুরু-বিপ্রান্ বা সূর্য্যং বা শশিনং প্রতি
অশুদ্ধঃ শয়নং যানং স্বাধ্যায়ং স্নান-ভোজনম্।
বহির্নিষ্ক্রমণঞ্চৈব ন কুর্ব্বীত কথঞ্চন॥৭৩
স্বপ্নমধ্যয়নং যানমুচ্চারং ভোজনং গতিম্।
উভয়োঃ সন্ধ্যয়োর্নিত্যং মধ্যাহ্নে তু বিবর্জ্জয়েৎ
ন স্পৃশেৎ পাণিনোচ্ছিষ্টো বিপ্রো
গোব্রাহ্মণানলান্।
ন চৈবান্নং পদা বাপি ন দেবপ্রতিমাং স্পৃশেৎ
নাশুদ্ধোঽগ্নিং পরিচরেন্ন দেবান্ কীর্ত্তয়েদৃষীন্।
নাবগাহেদগাধাম্বু ধারয়েন্নাগ্নিমেকতঃ॥৭৬
ন বামহস্তেনোদ্ধৃত্য পিবেদ্বক্ত্রেণ বা জলম্।
নোত্তরেদনুপস্পৃশ্য নাপ্সু রেতঃ সমুৎসৃজেৎ॥৭৭
অমেধ্যলিপ্তমন্যদ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা।
ব্যতিক্রমেন্ন স্রবন্তীং নাপ্সু মৈথুনমাচরেৎ॥৭৮
চৈত্যং বৃক্ষং ন বৈ ছিন্দ্যান্নাপ্সু ষ্ঠীবনমুৎসৃজেৎ
নাস্থি-ভস্ম-কপালানি ন কেশান্ ন চ কণ্টকান্
তুষাঙ্গারকরীষং বা নাধিতিষ্ঠেৎ কদাচন॥৭৯
ন চাগ্নিং লঙ্ঘয়েদ্ধীমান্ নোপদধ্যাদধঃ ক্বচিৎ।
ন চৈনং পাদতঃ কুর্য্যান্মুখেন ন ধমেদ্বুধঃ॥৮০

না, দৌড়িবে না এবং জলে বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া নিদ্রা যাইবে না, বিবস্ত্র হইয়া স্নান করিবে না এবং উচ্ছিষ্ট বা বিবস্ত্র হইয়া গমন, পাঠ ও শিরঃস্পর্শ করিতে নাই। দন্ত দ্বারা নখ বা লোম ছিঁড়িবে না এবং নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইবে না। প্রাতঃকালীন রৌদ্র ও চিতাধূম শরীরে লাগাইবে না। একাকী শূন্যগৃহে শয়ন করিবে না। স্বয়ং চর্ম্মপাদুকা বহন করিবে না; অকারণে থুথু ফেলিবে না এবং বাহু দ্বারা নদী পার হইবে না। ৬১—৭০। জ্ঞানী ব্যক্তি পদ দ্বারা পদপ্রক্ষালন করিবে না, অগ্নিতে পাদদ্বয় প্রতপ্ত করিবে না এবং কাংস্যপাত্রে পাদপ্রক্ষালন করিবে না। দেবতা, গুরু, বিপ্র, গো, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য ইহাদের বিষয়ে প্রবঞ্চনা করিবে না। অশুচি হইয়া শয়ন, যানারোহণ, বেদাধ্যয়ন, স্নান, ভোজন ও বহির্নিষ্ক্রমণ (অর্থাৎ বাহিরে বেড়ান) এই সকল কর্ম্ম কখনই করিবে না। শয়ন, অধ্যয়ন, যানারোহণ, বিষ্ঠামূত্রত্যাগ, ভোজন ও গমন এই সমস্ত কর্ম্ম উভয় সন্ধ্যাকালে (অতিপ্রত্যূষে ও পূর্ণ সায়ংকালে) এবং মধ্যাহ্ন সময়ে (অষ্টম মুহূর্ত্তে) যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় হস্ত দ্বারা গোরু, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, অন্ন এবং দেবতার প্রতিমূর্ত্তি স্পর্শ করিবে না ও পদ দ্বারা এই সকল কখনই স্পর্শ করিবে না। অশুচি ব্যক্তি অগ্নিপরিচর্য্যা করিবে না এবং দেবতা ও ঋষিদিগের নাম কীর্ত্তন করিবে না। অগাধ জলে অবগাহন করিবে না এবং এক হস্তে অগ্নি ধারণ করিবে না। বাম হস্ত দ্বারা জল তুলিয়া পান করিবে না ও উপুড় হইয়া পড়িয়া পশ্বাদিবৎ মুখ দ্বারা জল পান করিবে না, উচ্ছিষ্ট মুখে উত্তর দিবে না। জলে রেত ত্যাগ করিবে না। মলমূত্রাদি-অপবিত্রবস্তুস্পৃষ্ট বস্ত্রাদি ক্ষালনার্থ জলাশয়ে নিক্ষেপ করিবে না এবং রক্ত বা বিষও তাহাতে নিক্ষেপ করিবে না। বেগবতী নদী পার হইবে না এবং জলে মৈথুন আচরণ করিবে না। চৈত্যবৃক্ষ ছেদন করিবে না (যে বৃক্ষের তলায় গ্রাম্যদেবতাদির পূজা হইয়া থাকে, তাহাকে চৈত্য বলে।) জলে থুথু ফেলিবে না। অস্থি, ভস্ম, কপাল (খোলা খাবরা), কেশ, কণ্টক, তুষ, অঙ্গার ও শুষ্ক গোময়ের উপর কখনই আরোহণ করিবে না। বিদ্বান্ ব্যক্তি অগ্নি লঙ্ঘন করিবে না। শয্যার

ন কূপমবরোহেত নাচক্ষীতাশুচিঃ ক্বচিৎ।
অগ্নৌ ন প্রক্ষিপেদগ্নিং নাদ্ভিঃ প্রশময়েৎ তথা॥
সুহৃন্মরণমার্ত্তিং বা ন স্বয়ং শ্রাবয়েৎ পরান্।
অপণ্যং কূটপণ্যং বা বিক্রয়ে ন প্রযোজয়েৎ॥
ন বহ্নিং মুখনিশ্বাসৈর্জ্জ্বালয়েন্নাশুচির্বুধঃ।
পুণ্যস্নানোদকস্থানে সীমান্তং বা কৃষেন্ন তু॥৮৩
ন ভিন্দ্যাৎ পূর্ব্বসময়ং সত্যোপেতং কদাচন।
পরস্পরং পশূন্ ব্যালান্ পক্ষিণো নৈব যোধয়েৎ
পরবাধাং ন কুর্ব্বীত জলবাতাতপাদিভিঃ।
কারয়িত্বা স্বকর্ম্মাণি কারূন্ পশ্চান্ন বর্জ্জয়েৎ॥৮
সায়ং প্রাতর্গৃহদ্বারান্ ভিক্ষার্থং নাবঘাটয়েৎ।
বহির্ম্মাল্যং বহির্গন্ধং ভার্য্যয়া সহ ভোজনম্॥৮৬
বিগৃহ্য বাদং কুদ্বারপ্রবেশঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।

ন খাদন্ ব্রাহ্মণস্তিষ্ঠেন্ন জল্পেদ্বা হসন্ বুধঃ॥৮৭
স্বমগ্নিং নৈব হস্তেন স্পৃশেন্নাপ্সু চিরং বসেৎ।
ন পক্ষকেণোপধমেন্ন শূর্পেণ ন পাণিনা॥৮৮
মুখেনৈব ধমেদগ্নিং মুখাদগ্নিরজায়ত।
পরস্ত্রিয়ং ন ভাষেত নাযাজ্যং যাজয়েদ্বুধঃ॥৮৯
নৈকশ্চরেৎ সভাং বিপ্রঃ সমবায়ঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
ন দেবায়তনং গচ্ছেৎ কদাচিচ্চাপ্রদক্ষিণম্॥৯০
ন বীজয়েদ্বা বস্ত্রেণ ন দেবায়তনে স্বপেৎ।
নৈকোঽধ্বানং প্রপদ্যেত নাধার্ম্মিকজনৈঃ সহ
ন ব্যাধিদূষিতৈর্বাপি ন শূদ্রৈঃ পতিতৈর্ন বা।
নোপানদ্বর্জ্জিতোঽধ্বানং জলাদিরহিতস্তথা॥৯২
ন রাত্রৌ নারিণা সার্দ্ধং ন বিনা চ কমণ্ডলুম্।
নাগ্নি-গো-ব্রাহ্মণাদীনামন্তরেণ ব্রজেৎ ক্বচিৎ॥
ন বৎস্যন্তীং ন বিনতামতিক্রামেদ্দ্বিজোত্তমাঃ
ন নিন্দেদ্‌যোগিনঃ সিদ্ধান্ ব্রতিনো বা
যতীংস্তথা॥৯৪

অধোভাগে অগ্নি রাখিবে না। পায়ের নিকটে অগ্নি রাখিবে না; মুখ দ্বারা (ফু দিয়া) অগ্নি জ্বালিবে না। ৭১—৮০। অগ্নিতে অগ্নি প্রক্ষেপ করিবে না। জল দিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিবে না। কূপে নামিয়া স্নান করিবে না ও অশুচি অবস্থায় কখন কিছু বলিবে না। সুহৃদের মৃত্যু বা পীড়া অপর ব্যক্তিকে স্বয়ং শ্রবণ করাইবে না। বাণিজ্য করিতে গিয়া অবিক্রেয় বস্তু বা মিথ্যা কথা দ্বারা বঞ্চনা করিয়া কোনও বস্তু বিক্রয় করিবে না। জ্ঞানী ব্যক্তি মুখনিশ্বাস দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালন করিবে না। অশুচি হইয়া পুণ্যস্থানস্থ উদকে স্নান করিবে না। সীমান্ত ভূমি কর্ষণ করিবে না। পূর্ব্বে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া কখনই তাহা ভঙ্গ করিবে না। সর্প, পশু, পক্ষী ইহাদের পরস্পর যুদ্ধ লাগাইয়া দিবে না। জল, বায়ু বা রৌদ্র দ্বারা পরের পীড়া দিবে না। শিল্পীর নিকট হইতে কোন ভাল বস্তু প্রস্তুত করাইয়া লইয়া তাহার মজুরি না দিয়া তাড়াইয়া দিবে না। ভিক্ষার নিমিত্ত সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে গৃহদ্বারে আঘাত করিবে না। অন্যের ভোগাবশিষ্ট ত্যক্ত গন্ধ ও মাল্য ধারণ করিবে না। ভার্য্যার সহিত এক-পাত্রে ভোজন করিবে না। পথ ছাড়িয়া কুপথে যাইবে না। ব্রাহ্মণ খাইতে খাইতে দাঁড়াইবে না এবং হাসিতে হাসিতে কথা কহিবে না। স্বীয় অগ্নি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে না। জলে অধিককাল অবস্থিতি করিবে না। পাখা, শূর্প (কুলা) বা হস্ত দ্বারা স্বীয় অগ্নি প্রজ্বালন করিবে না। মুখ দ্বারাই অগ্নি প্রজ্বালন করিবে, যেহেতু মুখ হইতেই অগ্নি জন্মিয়াছে। পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করিবে না। অযাজ্য ব্যক্তির পৌরোহিত্য করিবে না। ব্রাহ্মণ একাকী সভায় গমন করিবে না এবং বহুলোক একত্রিত হইয়া দল বাঁধিয়াও যাইবে না। প্রদক্ষিণ না করিয়া দেবগৃহে প্রবেশ করিবে না। ৮১—৯০। বস্ত্র দ্বারা বায়ুসেবন করিবে না, দেবগৃহে নিদ্রা যাইবে না। একাকী বা অধার্ম্মিক ব্যক্তির সহিত পথে চলিবে না। পতিত, শূদ্র ও অত্যন্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত এবং পাদুকাবর্জ্জিত বা জলরহিত হইয়া পথ চলিবে না। রাত্রিতে পথ চলিবে না; শত্রুর সহিত এবং কমণ্ডলু না লইয়া পথ চলিবে না। অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণের মধ্য দিয়া কখন গমন করিবে না।

দেবতায়তনে প্রাজ্ঞো ন দেবানাঞ্চ সন্নিধৌ।
নাক্রামেৎ কামতশ্ছায়াং ব্রাহ্মণানাং গবামপি
স্বাস্তু নাক্রাময়েচ্ছায়াং পতিতাদ্যৈর্ন রোগিভিঃ
নাঙ্গার-ভস্ম-কেশাদিষধিতিষ্ঠেৎ কদাচন ॥ ৯৬
বর্জ্জয়েন্মার্জ্জনীরেণুং স্নানবস্ত্র ঘটোদকম্।
ন ভক্ষয়েদভক্ষ্যাণি নাপেয়ঞ্চ পিবেদ্দ্বিজঃ ॥৯৭

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্ম-বিদ্যায়ামাশ্রমাচারনিয়মধর্ম্মো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

নাদ্যাচ্ছূদ্রস্য বিপ্রোঽন্নং মোহাদ্বা যদি কামতঃ
স শূদ্রযোনিং ব্রজতি যস্তু ভুঙ্ক্তে হ্যনাপদি ॥ ১

ষণ্মাসান্ যো দ্বিজো ভুঙ্ক্তে শূদ্রস্যান্নং বিগর্হিতম্
জীবন্নেব ভবেচ্ছূদ্রো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে ॥
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রস্য চ মুনীশ্বরাঃ।
যস্যান্নেনোদরস্থেন মৃতস্তদ্যোনিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩
রাজান্নং নর্ত্তকান্নঞ্চ তক্ষোঽন্নং চর্ম্মকারিণঃ।
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ ষড়ন্নানি চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৪
চক্রোপজীবি-রজক-তস্কর-ধ্বজিনাং তথা।
গন্ধর্ব্ব-লোহকারান্নং সূতকান্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৫
কুলাল-চিত্রকর্ম্মান্নং বার্দ্ধুষেঃ পতিতস্য চ।
পৌনর্ভব-চ্ছাত্রিকয়োরভিশস্তস্য চৈব হি ॥ ৬
সুবর্ণকার-শৈলূষ-ব্যাধ-বদ্ধাতুরস্য চ।
চিকিৎসকস্য চৈবান্নং পুংশ্চল্যা দাম্ভিকস্য চ ॥ ৭
স্তেন-নাস্তিকয়োরন্নং দেবতানিন্দকস্য চ।
সোমবিক্রয়িণশ্চান্নং শ্বপাকস্য বিশেষতঃ ॥ ৮

হে ব্রাহ্মণগণ! আশ্রিত ও আশ্রয়গ্রহণেচ্ছুক স্ত্রীকে উপেক্ষা করিবে না। প্রাজ্ঞব্যক্তি দেব-গৃহে বা দেবতাসন্নিধানে কিংবা যতি, ব্রতী, যোগী ও সিদ্ধপুরুষদিগকে নিন্দা করিবে না। ইচ্ছা করিয়া গোরু ও ব্রাহ্মণের ছায়া লঙ্ঘন করিবে না! রোগী ও পতিতাদি ব্যক্তি দ্বারা নিজের ছায়া উল্লঙ্ঘন করাইবে না। অঙ্গার, কেশ ও ভস্মাদির উপর দাঁড়াইবে না। মার্জ্জনীর (ঝাঁটার) ধূলা গায়ে লাগিতে দিবে না এবং স্নান করিবার সময়ে, বস্ত্র প্রক্ষালন করিবার সময়ে ও কলসে জল পুরিবার সময়ে সেই জলের ছিটা গায়ে লাগিতে দিবে না। অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করিবে না ও অপেয় বস্তু পান করিবে না। ৯১—৯৭।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণ ভোজন করিবে না। আপৎকাল ভিন্ন জ্ঞানতই হউক বা অজ্ঞানতই হউক, যদি শূদ্রান্ন ভোজন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শূদ্র-যোনি প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ ছয়মাসকাল অতি নিন্দিত শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে বাঁচিয়া থাকিয়াই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় এবং মৃত হইলে কুকুরযোনি প্রাপ্ত হয়। হে মুনীশ্বরগণ! মরণসময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের মধ্যে যে বর্ণের অন্ন উদরে থাকিতে থাকিতে মৃত্যু হয়, মৃত ব্যক্তি সেই জাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। রাজার, নর্ত্তকের অন্ন, সূত্রধরের অন্ন, চর্ম্মকারের অন্ন, মিলিত জনসমূহের অর্থাৎ হোটেল প্রভৃতির অন্ন ও বেশ্যার অন্ন এই ছয় প্রকার অন্ন সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। চক্রোপজীবী (কলু), রজক, শৌণ্ডিক, গায়ক, কামার, অশৌচী ও তস্করের অন্ন সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। কুম্ভকার, চিত্রকর, বৃদ্ধিজীবী (সুদখোর), পতিত, পৌনর্ভব (দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তান), নাপিত ও অপবাদ-গ্রস্ত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না। সুবর্ণকার, নট (নর্ত্তক), ব্যাধ, বদ্ধ (কয়েদী) আতুর, চিকিৎসক, অসতী স্ত্রী ও দাম্ভিক এই সকল ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না

ভার্য্যাজিতস্য চৈবান্নং যস্য চোপপতির্গৃহে।
উচ্ছিষ্টস্য কদর্য্যস্য তথৈবোচ্ছিষ্টভোজিনঃ॥ ৯
অপঙ্‌ক্ত্যান্নঞ্চ সঙ্ঘান্নং শস্ত্রজীবস্য চৈব হি।
ক্লীবসন্ন্যাসিনোশ্চান্নং মত্তোন্মত্তস্য চৈব হি॥১
ভীতস্য রুদিতস্যান্নমবক্রুষ্টং পরিক্ষুতম্।
ব্রহ্মদ্বিষঃ পাপরুচেঃ শ্রাদ্ধান্নং সূতকস্য চ॥ ১১
বৃথাপাকস্য চৈবান্নং শঠান্নং চতুরস্য চ (১)।
অপ্রজানান্তু নারীণাং ভৃতকস্য (২) তথৈব চ॥
কারুকান্নং বিশেষেণ শস্ত্রবিক্রয়িণস্তথা।
শৌণ্ডান্নং ঘাণ্টিকান্নঞ্চ ভিষজামন্নমেব চ॥১৩

বিদ্ধপ্রজননস্যান্নং পরিবেত্রন্নমেব চ।
পুনর্ভুবো বিশেষেণ তথৈব দিধিষূপতেঃ॥১৪
অবজ্ঞাতঞ্চাবধূতং সরোষং বিস্ময়ান্বিতম্।
গুরোরপি ন ভোক্তব্যমন্নং সংকারবর্জ্জিতম্(৩)
দুষ্কৃতং হি মনুষ্যস্য সর্ব্বমন্নে ব্যবস্থিতম্।
যো যস্যান্নং সমশ্নাতি স তস্যাশ্নাতি কিল্বিষম্॥
আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ
কুশীলবঃ কুম্ভকারঃ ক্ষেত্রকর্ম্মক এব চ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না দত্ত্বা স্বল্পং পণং বুধৈঃ

চোর, নাস্তিক, দেবতা-নিন্দুক, সোম-বিক্রয়-কারী ও শ্বপাক * এই সকল ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না। যে স্ত্রৈণ ও যাহার গৃহে স্ত্রীর উপপতি বাস করে, তাহাদের অন্ন এবং উচ্ছিষ্ট, উচ্ছিষ্টভোজী ও কৃপণের অন্ন ভোজন করিবে না। পংক্তি-ভোজনের যোগ্য হইলেও পংক্তির বাহিরে প্রদত্ত অন্ন, বহু লোক একত্রিত হইয়া যে অন্ন দান করে সেই অন্ন, শস্ত্রজীবীর অন্ন, ক্লীব ও সন্ন্যাসীর অন্ন, মত্ত ও উন্মত্ত ব্যক্তির অন্ন, ভীত ও রুদিত ব্যক্তির অন্ন অবক্রুষ্ট (ভর্ৎসনা-পূর্ব্বক দত্ত) অন্ন ও পরিক্ষুত অর্থাৎ যে অন্নের উপর হাঁচি হইয়াছে সেই অন্ন, ব্রাহ্মণদ্বেষী, পাপমতি ও প্রেতশ্রাদ্ধীয় অন্ন এবং অশৌচান্ন এই সকল অন্ন ভোজন করিবে না।১—১১। বৃথাপক্ব (দেবাদি উদ্দেশে নহে কেবল নিজের জন্য পক্ব) অন্ন, শঠ ও চতুরের অন্ন এবং অপ্রজা (যাহার সন্তান জন্মে নাই) স্ত্রী ও ঠিকা মজুরের অন্ন ভোজন করিবে না। শিল্পী, শস্ত্রবিক্রয়ী, শৌণ্ডিক ও চিকিৎসকের অন্ন এবং ঘাণ্টিকের (ঘাটিদারের অথবা ঘণ্টা বাজাইয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের) অন্ন ভক্ষণ করিবে না। বিদ্ধ-লিঙ্গী, পরিবেত্তা (জ্যেষ্ঠভ্রাতা অনগ্নিক বা অবিবাহিত থাকিতে যে কনিষ্ঠ অগ্রে অগ্নি বা বিবাহ স্বীকার করে), পুনর্ভূ (পরপূর্ব্বা) ও দিধিষূপতি (৪) এই সকল ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না। অবজ্ঞাত বা অবধূত (পাদাদি দ্বারা স্পৃষ্ট) অন্ন ও বিস্ময়জনক অন্ন ভোজন করিবে না। এমন কি, গুরুর অন্নও সংকারবর্জ্জিত হইলে ভোজন করা উচিত নহে। মনুষ্যের সমস্ত পাপ অন্নে অবস্থান করে বলিয়া যে যাহার অন্ন ভোজন করে, সেই অন্নভোক্তাকে অন্নদাতার পাপ ভোগ করিতে হয়। যে যাহার কৃষিকর্ম্ম করে, যে পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র, যে যাহার গোপালন করে, যে যাহার দাস্যকর্ম্ম করে এবং যে যাহার ক্ষৌরকর্ম্ম করে, শূদ্রের মধ্যে ইহাদের সিদ্ধান্ন ভোজন করিতে পারা যায়; আর যে আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন করিয়াছে, তাহার অন্নও ভোজন করা যায়।

(১) পরান্নং শ্বশুরস্য চেতি পাঠান্তরং ক্বচিৎ
(২) কৃতঘ্নস্যেতি বা পাঠঃ।

* শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্র ক্ষত্তা এবং ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রাগর্ভসম্ভূত সন্তান উগ্র নাম প্রাপ্ত হয়। আর ক্ষত্তা হইতে উগ্রকন্যাসম্ভূত সন্তান শ্বপাক নামে প্রসিদ্ধ।

(৩) সংস্কারবর্জ্জিতমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

(৪) দিধিষূপতি—পুত্রোৎপাদনার্থ ধর্ম্মতঃ নিযুক্ত ভ্রাতৃপত্নীতে যে ব্যক্তি নিয়োগধর্ম্ম অতিক্রমপূর্ব্বক কামবশতঃ আসক্ত হয়। কেহ কেহ পরপূর্ব্বা-পতিকেও দিধিষূপতি বলেন।

পায়সং স্নেহপক্বং যদ্গোরসশ্চৈব শক্তবঃ।
পিণ্যাকশ্চৈব তৈলঞ্চ শূদ্রাদ্গ্রাহ্যং দ্বিজাতিভিঃ
বৃন্তাকং নালিকাশাকং কুসুম্ভাশ্মন্তকং তথা।
পলাণ্ডুং লশুনং শুক্তং নির্য্যাসঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ॥২০
ছত্রাকং বিড়্বরাহঞ্চ শেলুং পীযূষমেব চ।
বিলয়ং সুমুখঞ্চৈব করকাণি চ বর্জ্জয়েৎ॥ ২১
গৃঞ্জনং কিংশুকঞ্চৈব কুক্কুটঞ্চ তথৈব চ।
উদুম্বরমলাবুঞ্চ জগ্ধ্বা পতন্তি বৈ দ্বিজঃ॥ ২২
বৃথাকৃসরসংযাবৌ পায়সাপুপমেব চ।
অনুপাকৃতমাংসঞ্চ দেবান্নানি হবীংষি চ॥ ২৩
যবাগুং মাতুলুঙ্গঞ্চ মৎস্যানপ্যনুপাকৃতান্।
নীপং কপিত্থং প্লক্ষঞ্চ প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৪
পিণ্যাকঞ্চোদ্ধৃতস্নেহং দিবা ধানাস্তথৈব চ।
রাত্রৌ চ তিলসম্বদ্ধং প্রযত্নেন দধি ত্যজেৎ॥ ২৫
নাশ্নীয়াৎ পয়সা তক্রং ন বীজান্যুপজীবয়েৎ।
ক্রিয়াদুষ্টং ভাবদুষ্টমসৎসঙ্গং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৬
কেশকীটাবপন্নঞ্চ সহৃল্লেখঞ্চ নিত্যশঃ।
শ্বাঘ্রাতঞ্চ পুনঃ সিদ্ধং চণ্ডালাবেক্ষিতং তথা॥২৭
উদক্যয়া চ পতিতৈর্গবা চাঘ্রাতমেব চ।
অনর্চ্চিতং পর্য্যুষিতং পর্য্যাচান্তঞ্চ নিত্যশঃ॥ ২৮
কাককুক্কুটসংস্পৃষ্টং কৃমিভিশ্চৈব সংযুতম্।
মনুষ্যৈরপ্যবঘ্রাতং কুষ্ঠিনা স্পৃষ্টমেব চ॥ ২৯

নট, কুম্ভকার ও কৃষক ইহাদিগকে অল্প মূল্য দিয়া ইহাদের অন্ন ভোজন করিতে পারা যায়। পায়স, জলোপসেক ব্যতীত ঘৃতাদি স্নেহ দ্বারা পক্ববস্তু, শক্তু (ছাতু), পিণ্যাক (তিলের খৈল) ও তৈল এই সকল বস্তু ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারিবেন। বৃন্তাক (বেগুণ সদৃশ ফল-বিশেষ), নালিকা শাক (নালিতা শাক), কুসুম্ভ (কুসুম শাক), অশ্মন্তক (পাথরকুচি বা অম্ল কুচুই), পলাণ্ডু, লশুন, শুক্ত, ও নির্য্যাস এই সকল বস্তু ভক্ষণ করিবে না। ১১—২০। ছত্রাক (ভূমিতে উৎপন্ন অথবা বৃক্ষে উৎপন্ন বেঙের ছাতা), বিড়্বরাহ (গ্রাম্য শূকর), শেলু (চালিতা), পীযূষ (যে নবপ্রসূতা গাভীর প্রসবের পর দশ দিন অতীত হয় নাই, তাহার দুগ্ধ), বিলয় ও সুমুখশাক এবং করক (বর্ষোপল বা বাঁশের কোঁড়া) এই সকল বস্তু পরিত্যাগ করিবে। গৃঞ্জন (গাজর), কিংশুক, কুক্কুট, যজ্ঞোডুম্বর, অলাবু (নিঃস্বন্ধ লাউ) এই সকল বস্তু ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হন। কৃশর (তিল ও তণ্ডুলপক্ব বস্তু), সংযাব (ক্ষীরগুড় সংযুক্ত গোধূমচূর্ণ), পায়স ও অপূপ এই সকল বস্তু দেবোদ্দেশ ব্যতীত কেবল আত্মার্থে প্রস্তুত হইলে ভক্ষণ করিবে না। আর যে মাংস বা মৎস্য মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত হয় নাই তাহা, নিবেদনের পূর্ব্বে নৈবেদ্যাদি দেবান্ন কিংবা হোমের পূর্ব্বে ঘৃতাদি হবনীয় দ্রব্য এবং যবাগূ, মাতুলুঙ্গ (ছোলঙ্গ বা তিক্তাম্ল ক্ষুদ্র বাতাপীলেবু), কদম্ব, কপিত্থ (কয়েল), প্লক্ষ ও বকুল এই সকল বস্তুও যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। দিবা-ভাগে ঘোল প্রভৃতি উদ্ধৃতস্নেহ, পিণ্যাক (তিলের খৈল), ধানা (ভৃষ্টযবতণ্ডুল) এবং রাত্রিতে তিলসংযুক্ত দ্রব্য ও দধি ভক্ষণ করিবে না। দুগ্ধের সহিত তক্র ভক্ষণ করিবে না; বীজ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না; ক্রিয়াদুষ্ট (অর্থাৎ পাকাদি সময়ে অপবিত্র) অথবা ভাবদুষ্ট (যাহা দেখিতে বিষ্ঠাদি অপবিত্রবস্তুসদৃশ) দ্রব্য, এবং অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। কেশযুক্ত বা কীটযুক্ত কিম্বা মৃত্তিকা লিপ্ত অন্ন, গোরু বা কুকুর যে অন্ন ঘ্রাণ করিয়াছে, সিদ্ধ করিয়া অবতরণের পর পুনর্ব্বার সিদ্ধ করা অন্ন এবং চণ্ডাল রজস্বলা ও পতিত ব্যক্তির দৃষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না। অবজ্ঞার সহিত প্রদত্ত অন্ন, পর্য্যুষিত অন্ন, পর্য্যাচান্ত * অন্ন, কাক বা কুক্কুট সংস্পৃষ্ট অন্ন, কৃমিসংযুক্ত অন্ন, মনুষ্য যে অন্নের ঘ্রাণ

* একপংক্তিস্থ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের অপেক্ষা না করিয়া অগ্রে ভোজন-সমাপ্তি করিয়া আচমন করিলে পর অন্যান্য ব্রাহ্মণ-গণের অন্নকে পর্য্যাচান্ত বলা যায়।

ন রজস্বলয়া দত্তং ন পুংশ্চল্যা সরোষকম্।
মলবদ্বাসসা চাপি পরয়া নোপযোজয়েৎ ॥ ৩০
বিবৎসায়াশ্চ গোঃ ক্ষীরমৌষ্ট্রং বা নির্দ্দশস্থ চ
আবিকং সন্ধিনীক্ষীরমপেয়ং মনুরব্রবীৎ ॥ ৩১
বলাকং হংস দাত্যূহং কলবিঙ্কং শুকং তথা।
তথা কুররবল্লূরং জালপাদঞ্চ কোকিলম্ ॥ ৩২
চাষঞ্চ খঞ্জরীটঞ্চ শ্যেনং গৃধ্রং তথৈব চ।
উলূকং চক্রবাকঞ্চ ভাসং পারাবতং তথা ॥ ৩৩
কপোতং টিট্টিভঞ্চৈব গ্রামকুক্কুটমেব চ।
সিংহং ব্যাঘ্রঞ্চ মার্জ্জারং শ্বানং শূকরমেব চ ॥
শৃগালং মর্কটঞ্চৈব গর্দ্দভঞ্চ ন ভক্ষয়েৎ।
ন ভক্ষয়েৎ সর্ব্বমৃগান নাম্ভান্ বনচরান দ্বিজ ন

গোধা কূর্ম্মঃ শশঃ খড়্গী শল্লকী চেতি সপ্তমাঃ
ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখা নিত্যং মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥৩৬
মৎস্যান্ সশল্কান্ ভুঞ্জীয়ান্মাংসং রৌরবমেব চ।
নিবেদ্য দেবতাভ্যস্তু ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ নান্যথা ॥৩৭
ময়ূরং তিত্তিরিঞ্চৈব কপিঞ্জলকমেব চ।
বাদ্ধ্রীণসং বর্ত্তকঞ্চ ভক্ষ্যানাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৮
রাজীবান(১)সিংহতুণ্ডাংশ্চ তথা পাঠীনরোহিতৌ
মৎস্যেষ্বেতে সমুদ্দিষ্টা ভক্ষণীয়া মুনীশ্বরাঃ ॥ ৩৯
প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েদ্যাং মাংসঞ্চ দ্বিজকাম্যয়া
যথাবিধি নিযুক্তঞ্চ প্রাণানামপি চাত্যয়ে ॥ ৪০
ভক্ষয়েন্নৈব মাংসানি শেষভোজী ন লিপ্যতে
ঔষধার্থমশক্তো বা নিয়োগাদ্যজ্ঞকারণাৎ ॥ ৪১

লইয়াছে, তাদৃশ অন্ন এবং কুষ্ঠি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিবে না। রজস্বলা বা অসতী নারীর প্রদত্ত অন্ন অথবা ক্রোধপূর্ব্বক প্রদত্ত অন্ন এবং মলিনবস্ত্রপরিধায়িনী বা নিঃসম্পর্কীয়া রমণী কর্ত্তৃক প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিবে না। ২১—৩০। বৎসশূন্য গাভীর দুগ্ধ ও উষ্ট্রের দুগ্ধ পান করিবে না। প্রসবের পর দশ অতীত না হইলে সেই গাভীর দুগ্ধ পান করিবে না। মেষের দুগ্ধ ও সন্ধিনী (বৃষাক্রান্ত রজস্বলা) গাভীর দুগ্ধ পান করিবে না, মনু এই কথা বলিয়াছেন। বলাক, হংস,দাত্যূহ (ডাহুক), কলবিঙ্ক (চড়াইপাখী), শুক (টেয়াপাখী), কুরর, জালপাদ (যে সকল পক্ষীর পা জোড়া শরারি প্রভৃতি পক্ষী), বল্লূর (শুষ্কমাংস), কোকিল, চাষ (নীলকণ্ঠপক্ষী), খঞ্জরীট (খঞ্জনপক্ষী), শ্যেনপক্ষী, গৃধ্র (শকুনি), উলূক (পেঁচা), চক্রবাক, ভাসপক্ষী, পারাবত (পায়রা), কপোত (ঘুঘু) টিট্টিভপক্ষী এবং গ্রাম্যকুক্কুট এই সকল পক্ষী ভক্ষণ করিবে না আর সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়াল, কুকুর, শূকর (গ্রাম্য), শৃগাল, মর্কট ও গর্দ্দভ এই সকল পশু ভক্ষণ করিবে না। সাধারণ নিয়ম যে, বক্ষ্যমাণ প্রাণী সকল ভিন্ন অন্য ...ও

স্থলচর প্রাণী—কিছুই ভক্ষণ করিবে না। গোধা,কচ্ছপ,শশ (খরগোষ),খড়্গী (জলজন্তু বিশেষ), ও শল্লকী (শজারু).পঞ্চনখের মধ্যে এই পাঁচটী ভক্ষণীয়,প্রজাপতি মনু এই কথা বলিয়াছেন। শল্কযুক্ত (আঁইসযুক্ত) মৎস্য ও রুরুমৃগের মাংস দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করিবে ; নিবেদন না করিয়া ভক্ষণ করিবে না। ময়ূর, তিত্তিরপক্ষী,কপিঞ্জলপক্ষী (চাতকপক্ষী) বার্দ্ধ্রীণস ও বর্ত্তক ইহারা ভক্ষণীয়, মনু এই কথা বলিয়াছেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! রাজীব সিংহতুণ্ড (শকুলমৎস্য), পাঠীন ও রোহিত মৎস্য, মৎস্যের মধ্যে এই সকল ভক্ষণ করা যায়। যজ্ঞের হুতাবেশিষ্ট এই সকল প্রাণী মাংস ভক্ষণ করিতে পারে ; বহু ব্রাহ্মণের অনুরোধে এই সকল মাংস ভক্ষণ করিতে পারা যায় ; তই সকল মাংস যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধে দিতে নিযুক্ত হইলেও ভক্ষণীয় এবং ব্যাধি হেতুক বা আহারাভাবে প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলেও এই সব মাংস ভক্ষণ করিবে। ৩১—৪০। মাংস ভক্ষণ না করাই উচিত কিন্তু যজ্ঞের শেষভক্ষণকারী এবং ঔষধে

(১) শকরমিতি পাঠঃ

আমন্ত্রিতস্তু যঃ শ্রাদ্ধে দৈবে বা মাংসমুৎসৃজেৎ
যাবন্তি পশুরোমাণি তাবতো নরকান্ ব্রজেৎ ॥
অদেয়ং বাপ্যপেয়ঞ্চ তথৈবাস্পৃশ্যমেব চ।
দ্বিজাতীনামনালোক্যং নিত্যং মদ্যমিতি স্থিতিঃ
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মদ্যং নিত্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
পীত্বা পতিত কর্ম্মভ্যো ন সম্ভাষ্যো ভবেদ্দ্বিজৈঃ
ভক্ষয়িত্বা হ্যভক্ষ্যাণি পীত্বাপেয়ান্যপি দ্বিজঃ।
নাধিকারী ভবেৎ তাবদ্যাবৎ তন্ন ব্রজত্যধঃ
তস্মাৎ পরিহরেন্নিত্যমভক্ষ্যাণি প্রযত্নতঃ।
অপেয়ানি চ বিপ্রা বৈ তথা চেদ্যাতি রৌরবম্

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যায়াং ভক্ষ্যাভক্ষ্যনির্ণয়ো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অস্ত অশক্তিতে (আপৎকালে) ও যজ্ঞে নিযুক্ত হইয়া ভোজন করিলে দোষে লিপ্ত হইবে না। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত বা দৈবকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া মাংস ভক্ষণ না করে, সে ব্যক্তি পশুর যতগুলি লোম আছে, তত বৎসর নরকভোগ করিয়া থাকে। দ্বিজগণ কখন মদ্যের দান, পান, স্পর্শ বা দর্শন কিছুই করিবে না, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধ। সেইহেতু দ্বিজগণ যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা মদ্য পরিত্যাগ করিবে। মদ্যপান করিলে পতিত হয় এবং দ্বিজগণকর্ত্তৃক মদ্যপায়ী ব্যক্তি সম্ভাষণেরও অযোগ্য হয়। অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে বা অপেয় পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যতদিনে সে পাপমুক্ত না হইবে, ততদিন কর্ম্মাধিকারী হইবে না; হে বিপ্রগণ! অতএব নিত্যই যত্নপূর্ব্বক অভক্ষ্য-ভক্ষণ এবং অপেয়-পান পরিত্যাগ করিবে। ইহার অন্যথা করিলে নরকগামী হইবে। ৪১—৪৬।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ।
অহন্যহনি কর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণানাং মহামুনে।
তদাচক্ষ্বাখিলং কর্ম্ম যেন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১
ব্যাস উবাচ।
বক্ষ্যে সমাহিতা যূয়ং শৃণুধ্বং গদতো মম।
অহন্যহনি কর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণানাং ক্রমাদ্বিধিম্ ॥ ২
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে তূত্থায় ধর্ম্মমর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
কায়ক্লেশং তদুদ্ভূতং ধ্যায়েত মনসেশ্বরম্ ॥ ৩
উষঃকালেঽথ সম্প্রাপ্তে কৃত্বা চাবশ্যকং বুধঃ।
স্নায়ান্নদীষু শুদ্ধাসু শৌচং কৃত্বা যথাবিধি ॥ ৪
প্রাতঃস্নানেন পূয়ন্তে যেঽপি পাপকৃতো জনাঃ
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ ॥ ৫
প্রাতঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হি তৎ।
ঋষীণামৃষিতা নিত্যং প্রাতঃস্নানান্ন সংশয়ঃ ॥ ৬

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহামুনে! যাহা দ্বারা এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়, ব্রাহ্মণদিগের প্রতিদিন কর্ত্তব্য সেই কর্ম্ম সকল বলুন। ব্যাস বলিলেন,—ব্রাহ্মণগণের প্রতিদিন-কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল আমি ক্রমে ক্রমে বলিতেছি, তোমরা সমাহিতচিত্তে আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রা হইতে উঠিয়া মনে মনে ঈশ্বরের চিন্তা করিবে। ধর্ম্ম এবং অর্থ এবং কিরূপ কায়ক্লেশে তাহা লভ্য, ইহাও চিন্তা করিবে। পরে অরুণোদয় কাল প্রাপ্ত হইলে পণ্ডিতব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে অবশ্যকর্ত্তব্য শৌচাদিক্রিয়া সমাপন করিয়া পবিত্র নদীতে স্নান করিবেন। যাহারা পাপী, তাহারাও প্রাতঃস্নান করিলে পবিত্র হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে প্রাতঃস্নান করিবে। প্রাতঃস্নান দ্বারা দৃষ্টফল (মলাপকর্ষণ) ও অদৃষ্টফল (পুণ্য) হইয়া থাকে, এইজন্য মুনিগণ প্রাতঃস্নানকে প্রশংসা করেন। প্রত্যহ প্রাতঃস্নান

মুখে সুপ্তস্য সততং লালাদ্যাঃ সংস্রবন্তি হি।
ততো নৈবাচরেৎ কর্ম্মাণ্যকৃত্বা স্নানমাদিতঃ ॥৭
অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ দুঃস্বপ্নং দুর্ব্বিচিন্তিতম্।
প্রাতঃস্নানেন পাপানি পূয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮
ন চ স্নানং বিনা পুংসাং পাবনং কর্ম্মসু স্মৃতম্
হোমে জপ্যে বিশেষেণ তস্মাৎ স্নানং সমাচরেৎ
অশক্তাবশিরস্কং বা স্নানমস্য বিধীয়তে।
আর্দ্রেণ বাসসা বাথ মার্জ্জনং পাবনং স্মৃতম্ ॥
অসামর্থ্যে সমুৎপন্নে স্নানমেব সমাচরেৎ।
ব্রাহ্মাদীনি যথাশক্তি স্নানান্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১১
ব্রাহ্মমাগ্নেয়মুদ্দিষ্টং বায়ব্যং দিব্যমেব চ।
বারুণং যৌগিকং যচ্চ ষোঢ়া স্নানং প্রকীর্ত্তিতম্
ব্রাহ্মন্তু মার্জ্জনং মন্ত্রৈঃ কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ।
আগ্নেয়ং ভস্মনাপাদমস্তকাদ্দেহধূলনম্ ॥ ১৩
গবাং হি রজসা প্রোক্তং বায়ব্যং স্নানমুত্তমম্।
যৎ তু সাতপবর্ষেণ স্নানং তদ্দিব্যমুচ্যতে ॥ ১৪
বারুণঞ্চাবগাহস্তু মানসং স্বাত্মবেদনম্।
যৌগিকং স্নানমাখ্যাতং যোগে বিশ্বাদিচিন্তনম্
আত্মতীর্থমিতি খ্যাতং সেবিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
মনঃশুদ্ধিকরং পুংসাং নিত্যং তৎ স্নানমাচরেৎ
শক্তশ্চেদ্বারুণং বিদ্বান্ প্রাজাপত্যং তথৈব চ ॥
প্রক্ষাল্য দন্তকাষ্ঠং বৈ ভক্ষয়িত্বা বিধানতঃ।
আচম্য প্রয়তো নিত্যং স্নানং প্রাতঃ সমাচরেৎ
মধ্যাঙ্গুলিসমস্থৌল্যং দ্বাদশাঙ্গুলসম্মিতম্।
সত্বচং দন্তকাষ্ঠং স্যাৎ তদগ্রেণ তু ধাবয়েৎ ॥১৯
ক্ষীরিবৃক্ষসমুদ্ভূতং মালতীসম্ভবং শুভম্।
অপামার্গঞ্চ বিল্বঞ্চ করবীরং বিশেষতঃ ॥ ২০
বর্জ্জয়িত্বা নিন্দিতানি গৃহীত্বৈকং যথোদিতম্।
পরিহৃত্য দিনং পাপং ভক্ষয়েদ্বৈ বিধানবিৎ ॥২১

করিয়াই ঋষিদের ঋষিত্বপ্রাপ্তি হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। নিদ্রিত ব্যক্তির মুখ হইতে সর্ব্বদা লালাদি নির্গত হইয়া থাকে, সেইহেতু প্রথমে স্নান না করিয়া কোন বৈধ কর্ম্মাচরণ করিবে না। অলক্ষ্মী, কালকর্ণিকা, দুঃস্বপ্ন, দুষ্টচিন্তা—সমস্ত পাপই প্রাতঃস্নান দ্বারা নষ্ট হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অস্নাত ব্যক্তির কোন কর্ম্মেই পবিত্রতা জন্মে না,এইজন্য জপ-হোম প্রভৃতি কর্ম্মের পূর্ব্বে অবশ্য স্নান করিবে। পীড়াদিজন্য অশক্ত ব্যক্তি অশিরস্ক স্নান অর্থাৎ মস্তকে জল না দিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল প্রক্ষালন করিবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন করিবে। ইহা তাহার পবিত্রতাকারক। ১—১০। ইহাতেও অসমর্থ ব্যক্তি বক্ষ্যমাণ যে কোন প্রকার স্নান করিবে। অসামর্থ্য স্থলে মহর্ষিরা বলিয়াছেন, শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মাদি স্নান করা উচিত। ব্রাহ্ম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও যৌগিক এই ছয় প্রকার স্নান ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। উদক-বিন্দুসহ কুশ দ্বারা মন্ত্রপূর্ব্বক যে মার্জ্জন তাহার নাম ব্রাহ্মস্নান; আপাদমস্তক ভস্ম-লেপনের নাম আগ্নেয়স্নান; গোকুর পাদো-খিত ধূলি দ্বারা আপাদমস্তক ভূষিত করার নাম বায়ব্যস্নান; রৌদ্রলাগান ও বৃষ্টি-জল-লাগান দিব্য স্নান। মনে মনে আত্মচিন্তন-পূর্ব্বক অবগাহন করিয়া যে স্নান করা যায়, তাহার নাম বারুণ, এবং যোগস্থ হইয়া বিশ্বাদির চিন্তার নাম যৌগিকস্নান। ব্রহ্মবাদি-গণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এই যৌগিকস্নান আত্ম-তীর্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে। স্নান পুরুষ-দিগের অন্তঃশুদ্ধিকর, এইজন্য প্রত্যহ স্নান করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি শক্তি অনুসারে বারুণ বা প্রাজাপত্য (ব্রাহ্ম) স্নান করি-বেন। প্রথমে দন্তকাষ্ঠ প্রক্ষালন করত বিধানানুসারে ভক্ষণ করিয়া (অর্থাৎ তদ্দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করিয়া) আচমনপূর্ব্বক পবিত্র হইয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নান করিবে। দন্তকাষ্ঠ মধ্যমা অঙ্গুলির মত স্থূল, দ্বাদশ-অঙ্গুলপরিমিত দীর্ঘ ও ত্বক্‌যুক্ত হওয়া উচিত। তাহার অগ্রভাগ দ্বারা দন্তধাবন করিবে। ক্ষীরিবৃক্ষোৎপন্ন বা মালতীবৃক্ষোৎপন্ন এবং অপামার্গ (আপাঙ), বিল্ব বা করবীর বৃক্ষোৎপন্ন দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন বিশেষ শুভ। ১১—২০। বিধানবেত্তা ব্যক্তি নিন্দিত

নোৎপাটয়েদ্দন্তকাষ্ঠং নাঙ্গুল্যগ্রেণ ধারয়েৎ।
প্রক্ষাল্য ভঙ্ক্ত্বা তজ্জহ্যাচ্ছুচৌ দেশেসমাহিতঃ
স্নাত্বা সন্তর্পয়েদ্দেবানৃষীন্ পিতৃগণাংস্তথা।
আচম্য মন্ত্রবিন্নিত্যং পুনরাচম্য বাগ্যতঃ ॥ ২৩
সম্মার্জ্য মন্ত্রৈরাত্মানং কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ।
আপোহিষ্ঠাব্যাহৃতিভিঃ সাবিত্র্যা বারুণৈঃ শুভৈঃ ॥
ওঙ্কারব্যাহৃতিযুতাং গায়ত্রীং বেদমাতরম্।
জপ্ত্বা জলাঞ্জলিং দদ্যাদ্ভাস্করং প্রতি তন্মনাঃ ॥২৫
প্রাক্কালেষু সমাসীনো দর্ভেষু সুসমাহিতঃ।
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা ধ্যায়েৎ সন্ধ্যামিতি স্মৃতিঃ
যা সন্ধ্যা সা জগৎসূতির্মায়াতীতা হি নিষ্কলা।
ঐশ্বরী কেবলা শক্তিস্তত্ত্বত্রয়সমুদ্ভবা ॥ ২৭
ধ্যাত্বার্কমণ্ডলগতাং সাবিত্রীং বৈ জপেদ্বুধঃ।
প্রাঙ্মুখঃ সততং বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ
সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্বকর্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯
অনন্যচেতসঃ শান্তা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
উপাস্য বিধিবৎ সন্ধ্যাং প্রাপ্তাঃ পূর্বে পরাং গতিম্ ॥ ৩০
যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নং ধর্মকার্যে দ্বিজোত্তমঃ।
বিহায় সন্ধ্যাপ্রণতিং স যাতি নরকাযুতম্ ॥ ৩১
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ।
উপাসিতো ভবেৎ তেন দেবো যোগতনুঃ পরঃ
সহস্রপরমাং নিত্যাং শতমধ্যাং দশাবরাম্।
সাবিত্রীং বৈ জপেদ্বিদ্বান্ প্রাঙ্মুখঃ প্রয়তঃ স্থিতঃ
অথোপতিষ্ঠেদাদিত্যমুদয়ন্তং সমাহিতঃ।
মন্ত্রৈস্তু বিবিধৈঃ সৌরৈর্ঋগ্যজুঃসামসম্ভবৈঃ ॥ ৩৪
উপস্থায় মহাযোগং দেবদেবং দিবাকরম্।
কুর্বীত প্রণতিং ভূমৌ মূর্দ্ধ্না তেনৈব মন্ত্রতঃ ॥৩৫
ওঁ খদ্যোতায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।

সকল পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোক্ত একটী দন্তকাষ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক অনিষিদ্ধ দিনে তদ্দ্বারা দন্তধাবন করিবে। দন্তকাষ্ঠ উৎপাঠন করিবে না ও অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা ধারণ করিবে না। দন্তধাবনের পর দন্তকাষ্ঠ প্রক্ষালনপূর্ব্বক ভগ্ন করিয়া সাবধানে পবিত্র স্থানে তাহা পরিত্যাগ করিবে। মন্ত্রবিদ্ ব্যক্তি তদনন্তর স্নান করিয়া আচমনপূর্ব্বক প্রত্যহ দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। পরে পুনর্ব্বার আচমনপূর্ব্বক সংযতবাক্ হইয়া "অপোহিষ্ঠা"দি মন্ত্রত্রয় পাঠ করিয়া, ব্যাহৃতি পাঠ করত সাবিত্রী বা শুভ বারুণ মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশোদকবিন্দু দ্বারা দেহের সম্মার্জ্জন করিবে। পরে ওঙ্কার ও মহাব্যাহৃতিযুক্তা বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিয়া তদ্গতচিত্তে সূর্য্যকে জলাঞ্জলি দিবে। শুদ্ধান্তঃকরণে প্রাগগ্র কুশোপরি উপবেশন করত প্রথমে তিনটী প্রাণায়াম করিয়া পরে সন্ধ্যাধ্যান করিবে, ইহা শাস্ত্রের বিধান। যিনি সন্ধ্যা, তিনিই জগৎপ্রসবকর্ত্রী মায়াতীতা নিষ্কলা তত্ত্বত্রয়সমুৎপন্না কেবলা ঐশ্বরী শক্তি, বিদ্বান ব্রাহ্মণ অর্কমণ্ডলগতা সাবিত্রীকে ধ্যান করিয়া জপ করিবেন এবং সর্ব্বদা পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিবেন। সন্ধ্যাহীন ব্যক্তি সর্ব্বদাই অশুচি, সে কোন কর্ম্মেই অধিকারী হয় না। অতএব সে যে কিছু কর্ম্ম করে, তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না। অনন্যচেতা, শান্ত, বেদপারগ পূর্ব্বকালীন ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রানুসারে সন্ধ্যোপাসনা করিয়া উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২১—৩০। যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাপ্রণতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মকার্য্যে যত্নবান্ হয়, সে অযুত নরকে বাস করে। সেই হেতু অতি যত্নের সহিত সন্ধ্যোপাসনা করিবে। সেই সন্ধ্যোপাসনা দ্বারা যোগাত্মা পরম দেবের উপাসনা করা হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তি শুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশনপূর্ব্বক প্রত্যহ শ্রেষ্ঠ জপ সহস্রবার বা মধ্যম জপ শতবার, অথবা নিকৃষ্ট জপ দশবার গায়ত্রী জপ করিবেন। অনন্তর সমাহিতচিত্তে ঋক্‌যজুঃসামবেদোৎপন্ন বিবিধ সূর্য্য-মন্ত্র দ্বারা উদয়কালীন সূর্য্যের উপাসনা করিবে। এইরূপে মহাযোগী দেবাদিদেব দিবাকরের উপাসনা করিয়া "ওঁখদ্যোতায়" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ সূর্য্যমন্ত্র দ্বারা অবনতমস্তকে

নিবেদয়ামি চাত্মানং নমস্তে বিশ্বরূপিণে ॥ ৩৬
নমস্তে ঘৃণিনে তুভ্যং সূর্য্যায় ব্রহ্মরূপিণে।
ত্বমেব ব্রহ্ম পরমমাপো জ্যোতী রসোঽমৃতম্ ॥
ভূর্ভুবঃ স্বস্ত্বমোঙ্কারঃ শর্ব্বো রুদ্রঃ সনাতনঃ।
পুরুষঃ সন্মহোঽন্তস্থং প্রণমামি কপর্দ্দিনম্ ॥৩৮
ত্বমেব বিশ্বং বহুধা সদসৎ সূয়তে চ যৎ।
নমো রুদ্রায় সূর্য্যায় ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৩৯
প্রচেতসে নমস্তুভ্যং নমো মীঢ়ুষ্টমায় চ।
নমো নমস্তে রুদ্রায় ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৪০
হিরণ্যবাহবে তুভ্যং হিরণ্যপতয়ে নমঃ।
অম্বিকাপতয়ে তুভ্যমুমায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥ ৪১
নমোঽস্তু নীলগ্রীবায় নমস্তুভ্যং পিনাকিনে।
বিলোহিতায় ভর্গায় সহস্রাক্ষায় তে নমঃ ॥৪২
তমোঽপহায় তে নিত্যমাদিত্যায় নমোঽস্তু তে
নমস্তে বজ্রহস্তায় ত্র্যম্বকায় নমো নমঃ ॥ ৪৩
প্রপদ্যে ত্বাং বিরূপাক্ষং মহান্তং পরমেশ্বরম্ ।
হিরণ্ময়ে গৃহে গুপ্তমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৪৪
নমস্যামি পরং জ্যোতির্ব্রহ্মাণং ত্বাং পরামৃতম্
বিশ্বং পশুপতিং ভীমং নর-নারীশরীরিণম্ ॥৪৫
নমঃ সূর্য্যায় রুদ্রায় ভাস্বতে পরমেষ্ঠিনে।
উগ্রায় সর্ব্বভক্ষায় ত্বাং প্রপদ্যে সদৈব হি ॥৪৬
এতদ্বৈ সূর্য্যহৃদয়ং জপ্ত্বা স্তবমনুত্তমম্ ।
প্রাতঃকালেঽথ মধ্যাহ্নে নমস্কুর্য্যাদ্দিবাকরম্ ॥
ইদং পুত্রায় শিষ্যায় ধার্ম্মিকায় দ্বিজাতয়ে।
প্রদেয়ং সূর্য্যহৃদয়ং ব্রহ্মণা তু প্রদর্শিতম্ ॥ ৪৮
সর্ব্বপাপপ্রশমনং বেদসারসমুদ্ভবম্ ।
ব্রাহ্মণানাং হিতং পুণ্যমৃষিসঙ্ঘৈর্নিষেবিতম্ ॥৪৯
অথাগম্য গৃহং বিপ্রঃ সমাচম্য যথাবিধি।
প্রজ্বাল্য বহ্নিং বিধিবজ্জুহুয়াজ্জাতবেদসম্ ॥ ৫০

ভূমিতে প্রণাম করিবে। মন্ত্রার্থ যথা,—তুমি ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবস্বরূপ কারণত্রয়ের হেতু ও শান্ত, তুমি খখোল্ক নামে প্রসিদ্ধ, তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি; বিশ্বরূপী তোমাকে প্রণাম করিতেছি। তুমি ঘৃণী (দয়ালু) তুমিই সূর্য্য, তুমিই ব্রহ্মরূপী, তোমাকে নমস্কার। তুমিই পরব্রহ্ম, তুমিই অপ্ জ্যোতি রস ও অমৃত, তুমিই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই মহাব্যাহৃতিস্বরূপ, তুমিই ওঙ্কার, তুমিই সনাতন পুরুষ রুদ্র মহাদেব এবং তুমিই জীবদেহান্তর্বর্ত্তী পরম জ্যোতিঃ পরমাত্মা কপর্দ্দিস্বরূপ, তোমাকে প্রণাম করি। এই যে বিশ্ব বহুপ্রকারে সদসৎ (জীব-দেহাদিরূপ) প্রসব করিতেছে, ইহাও তুমি; তুমিই রুদ্র এবং তুমিই সূর্য্য; তোমাকে প্রণাম করি; আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি মীঢ়ুষ্টম তুমি বরুণ, তুমি রুদ্র; আমি তোমাকে বারংবার প্রণাম করি ও তোমার শরণাপন্ন হই। ৩১—৪০। তুমিই হিরণ্যবাহু, তুমি হিরণ্যপতি, তুমিই অম্বিকাপতি, তুমিই উমাপতি, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি নীলগ্রীব, তুমিই পিনাকী, তুমিই বিলোহিত, তুমি ভর্গ (ঐশ্বরতেজ) এবং তুমিই সহস্রাক্ষ; তোমাকে প্রণাম করি। তুমি তমোপহ আদিত্য, তোমাকে নিত্য প্রণাম করি। তুমি বজ্রহস্ত ও তুমিই ত্র্যম্বক, তোমাকে বারংবার প্রণাম করি। তুমি বিরূপাক্ষ, তুমি মহৎ, তুমি পরমেশ্বর, তুমি সর্ব্বদেহীর হিরণ্ময় গৃহের গুপ্তাত্মা, অতএব তোমার শরণাপন্ন হই। তুমি শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃপদার্থ, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই শ্রেষ্ঠ অমৃত, তুমিই বিশ্ব, তুমিই পশুপতি, তুমিই ভীম এবং তুমিই অর্দ্ধনারীশ্বররূপে বিরাজমান; তোমাকে প্রণাম করি। তুমিই সূর্য্য, রুদ্র, ভাস্বান্, পরমেষ্ঠী, উগ্র ও সর্ব্বভুক্ নামে প্রসিদ্ধ; আমি সর্ব্বদা তোমার শরণাপন্ন হই। প্রাতঃকালে এবং মধ্যাহ্নকালে এই শ্রেষ্ঠতম সূর্য্যহৃদয়-স্তব পাঠ করিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিবে। ব্রহ্মাকর্তৃক প্রদর্শিত এই সূর্য্যহৃদয়-স্তব (পাঠ করিবার জন্য) পুত্র, শিষ্য ও ধার্ম্মিক দ্বিজাতিগণকে উপদেশ করিবে। এই পবিত্র আদিত্যহৃদয়স্তোত্র সর্ব্বপাপনাশক, বেদসারসমুদ্ভূত, ব্রাহ্মণের হিতজনক ও ঋষিসমূহ কর্ত্তৃক নিষেবিত। অনন্তর গৃহে আগমন করিয়া বিধানানুসারে অগ্নি প্রজ্বালন করত যথাবিধি অগ্নিতে হোম

ঋত্বিক্ পুত্রোহথ পত্নী বা শিষ্যো বাপি সহোদরঃ।
প্রাপ্যানুজ্ঞাং বিশেষেণ জুহুয়ুর্বা যথাবিধি ॥ ৫১
পবিত্রপাণিঃ পূতাত্মা শুক্লাম্বরধরঃ শুচিঃ।
অনন্তমনসা নিত্যং জুহুযাৎ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫২
বিনা দর্ভেণ যৎ কর্ম্ম বিনা সূত্রেণ বা পুনঃ।
রাক্ষসং তদ্ভবেৎ সর্ব্বং নামুত্রেহ ফলপ্রদম্ ॥৫৩
দৈবতানি নমস্কুর্য্যাদুপহারান্ নিবেদয়েৎ।
দদ্যাৎ পুষ্পাদিকং তেষাং বৃদ্ধাংশ্চৈবাভিবাদয়েৎ
গুরুঞ্চৈবাপ্যুপাসীত হিতঞ্চাস্য সমাচরেৎ।
বেদাভ্যাসং ততঃ কুর্য্যাৎ প্রযত্নাচ্ছক্তিতো দ্বিজ
জপেদধ্যাপয়েচ্ছিষ্যান্ ধারয়েদ্বৈ বিচারয়েৎ।
অবেক্ষেতাথ শাস্ত্রেণ ধর্ম্মাদীনি দ্বিজোত্তমাঃ ॥
বৈদিকাংশ্চৈব নিগমান্ বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বশঃ।
উপেয়াদীশ্বরং বাথ যোগক্ষেমপ্রসিদ্ধয়ে।
সাধয়েদ্বিবিধানর্থান্ কুটুম্বার্থে দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৫৭

করিবে। ৪১—৫০। অথবা অনুমতি প্রাপ্ত হইলে, পুত্র, শিষ্য, পত্নী, সহোদর বা পুরোহিত ইঁহারাও বিধানানুসারে হোম করিতে পারেন। প্রত্যহ ইন্দ্রিয়সংযম করত শুদ্ধান্তঃকরণ ও শুচি হইয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান ও হস্তে পবিত্র ধারণ করিয়া অনন্যমনে হোম করিবেন। যজ্ঞোপবীত বা দর্ভশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে সেই কৃতকর্ম্মের ফল রাক্ষসেরা প্রাপ্ত হয়, অতএব ইহলোকে বা পরলোকে তাহা দ্বারা কোনই উপকার হয় না। তদনন্তর দেবতাদিগকে প্রণাম করিবে, তাঁহাদিগকে পুষ্পাদি ও নৈবেদ্যাদি উপহার প্রদান করিয়া বয়োধিক ব্যক্তিদিগকে অভিবাদন করিবে এবং গুরুর উপাসনা ও হিতকার্য্যে রত থাকিবে। তারপর ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক শক্ত্যনুসারে বেদাধ্যয়ন করিবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! ব্রাহ্মণ জপ করিবে, শিষ্যদিগকে বৈদিক নিগম সকল ও বেদাঙ্গ সকল অধ্যয়ন করাইবে, স্বয়ং অর্থগ্রহ করিবে এবং বেদাদির বিচার করিবে; শাস্ত্র দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণ করিবে; আর যোগক্ষেমের (অলব্ধলাভ ও

ততো মধ্যাহ্নসময়ে স্নানার্থং মৃদমাহরেৎ।
পুষ্পাক্ষতান্ কুশতিলান্ গোশকৃচ্ছুদ্ধমেব বা ॥
নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃসু চ।
স্নানং সমাচরেন্নিত্যং গর্ত্তপ্রস্রবণেষু চ ॥ ৫৯
পরকীয়নিপানেষু ন স্নায়াদ্বৈ কদাচন।
পঞ্চ পিণ্ডান্ সমুদ্ধৃত্য স্নায়াদ্বাসম্ভবে পুনঃ ॥ ৬০
মৃত্তিকয়া শিরঃ ক্ষাল্যং দ্বাভ্যাং নাভেস্তথোপরি
অধস্তু তিসৃভিঃ কায়ঃ পাদৌ ষড্ভিস্তথৈব চ
মৃত্তিকা চ সমুদ্দিষ্টা সার্দ্রামলকমাত্রিকা।
গোময়স্য প্রমাণং তৎ তেনাঙ্গং লেপয়েৎ পুনঃ
লেপয়িত্বা তীরসংস্থং তল্লিঙ্গৈরেব মন্ত্রতঃ।
প্রক্ষাল্যাচম্য বিধিবৎ ততঃ স্নায়াৎ সমাহিতঃ
অভিমন্ত্র্য জলং মন্ত্রৈস্তল্লিঙ্গৈর্বারুণৈঃ শুভৈঃ।

লব্ধরক্ষা) সিদ্ধির নিমিত্ত রাজার নিকটে গমন করিবে। কুটুম্বাদির নিমিত্ত বিবিধ অর্থ সংগ্রহ করিবে। তদনন্তর মধ্যাহ্ন সময়ে স্নানের নিমিত্ত মৃত্তিকা আহরণ করিবে। আর পুষ্প, আতপ তণ্ডুল, কুশ, তিল ও শুদ্ধ গোময় আহরণ করিবে। নদী, দেবখাত, তড়াগ, সরোবর, গর্ত্ত ও প্রস্রবণে প্রত্যহ স্নান করিবে। পরকীয় নিপানে (কূপনিকটস্থ চৌবাচ্ছায়) কখনই স্নান করিবে না। নদী, দেবখাতাদি বা স্বকীয় নিপানের অভাব হইলে পঞ্চ পিণ্ড মৃত্তিকা জলমধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া স্নান করিবে। ৫১—৬০। একটী কাঁচা আমলকী ফলের পরিমিত মৃত্তিকা লইয়া তাহার একটী দ্বারা শিরঃপ্রক্ষালন করিবে, নাভির উপরিভাগ দুইটী মৃত্তিকা দ্বারা প্রক্ষালন করিবে, নাভির অধোভাগ তিনটী মৃত্তিকা দ্বারা ক্ষালন করিবে, এবং পাদদেশ ছয়টী মৃত্তিকা দ্বারা ক্ষালন করিবে। যে যে অঙ্গ যেরূপ পরিমিত মৃত্তিকা দ্বারা প্রক্ষালন কথিত হইয়াছে, সেই সেই অঙ্গ সেই পরিমিত গোময় দ্বারাও ততবার লেপন করিবে। তীর-সংস্থিত হইয়া অঙ্গে মৃত্তিকা ও গোময় তদ্বিষয়ক মন্ত্র দ্বারা লেপন করিবে। অনন্তর প্রক্ষালন করিয়া, বিধানানুসারে আচমনপূর্ব্বক

ভাবপূতস্তদব্যক্তং ধ্যায়েদ্বৈ বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥ ৬৪
আপো নারায়ণোদ্ভূতাস্তা এবাস্যায়নং পুনঃ।
তস্মান্নারায়ণং দেবং স্নানকালে স্মরেদ্বুধঃ ॥ ৬৫
প্রেক্ষ্য সোঙ্কারমাদিত্যং ত্রির্নিমজ্জেজ্জলাশয়ে।
আচান্তঃ পুনরাচামেন্মন্ত্রেণানেন মন্ত্রবিৎ ॥ ৬৬
অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতোমুখঃ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কার আপো জ্যোতী রসোঽমৃতম্ ॥ ৬৭
দ্রুপদাং বা ত্রিরভ্যস্যেদ্ব্যাহৃতিং প্রণবান্বিতাম্
সাবিত্রীং বা জপেদ্বিদ্বাংস্তথা চৈবাঘমর্ষণম্ ॥ ৬৮
ততঃ সম্মার্জ্জনং কার্য্যমাপো হিষ্ঠা ময়ো ভুবঃ
ইদমাপঃ প্রবহত ব্যাহৃতিভিস্তথৈব চ ॥ ৬৯
তথাভিমন্ত্র্য তৎ তোয়মাপোহিষ্ঠাদিভির্মন্ত্রকৈঃ।

সমাহিতচিত্তে স্নান করিবে। অভিমন্ত্রণ-প্রকাশক শুভ বারুণ মন্ত্র দ্বারা জল অভিমন্ত্রিত করিয়া ভাবশুদ্ধ হইয়া অব্যক্ত অব্যয় বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে। জল নারায়ণ হইতে সমুদ্ভূত এবং জল নারায়ণের আশ্রয় স্থান (অর্থাৎ প্রলয়ান্তে নারায়ণ জল আশ্রয় করেন), অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি স্নানের সময় নারায়ণ দেবকে স্মরণ করিবে। ওঙ্কার উচ্চারণ করত সূর্য্য দর্শন করিয়া জলাশয়ে তিনবার নিমজ্জন করিবে। পূর্ব্বে কৃতাচমন হইলেও মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি "অন্তশ্চরসি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমন করিবে, যথা,—হে দেব! তুমিই ভূতসমূহের অন্তরে বিচরণ কর, তুমিই সকলের হৃদয়-গুহাতে বিচরণ কর, তুমিই বিশ্বতোমুখ, তুমিই যজ্ঞ, বষট্কার, তুমিই জল, তুমিই জ্যোতি, তুমিই রস এবং তুমিই অমৃত অর্থাৎ পরমাত্মা। পরে "দ্রুপদা" মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে, বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রণব ও মহাব্যাহৃতিযুক্তা সাবিত্রী তিনবার জপ করিবেন এবং অঘ-মর্ষণসূক্ত তিনবার পাঠ করিবেন। অনন্তর "আপোহিষ্ঠা ময়োভুবঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা "ইদমাপঃ প্রবহত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ও ব্যাহৃতি দ্বারা মার্জ্জন করিবে। "আপোহিষ্ঠা ময়োভুবঃ" ইত্যাদি তিন মন্ত্র দ্বারা সেই জল

অন্তর্জ্জলগতো মগ্নো জপেৎ ত্রিরঘমর্ষণম্ ॥ ৭০
দ্রুপদাং বাথ সাবিত্রীং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্
আবর্ত্তয়েচ্চ প্রণবং দেবং বা সংস্মরেদ্ধরিম্ ॥ ৭১
দ্রুপদাদিব যো মন্ত্রো যজুর্ব্বেদে প্রতিষ্ঠিতঃ।
অন্তর্জ্জলে ত্রিরাবর্ত্ত্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৭২
অপঃ পাণৌ সমাদায় জপ্ত্বা বৈ মার্জ্জনে কৃতে
বিন্যস্য মূর্দ্ধ্নি তৎ তোয়ং মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥
যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ সর্ব্বপাপাপনোদনঃ।
তথাঘমর্ষণং সূক্তং সর্ব্বপাপাপনোদনম্ ॥ ৭৪
অথোপতিষ্ঠেদাদিত্যমূর্দ্ধং পুষ্পাক্ষতান্বিতম্।
প্রক্ষিপ্যালোকয়েদ্দেবমূর্দ্ধং যস্তমসঃ পরঃ ॥ ৭৫
উদুত্যং চিত্রমিত্যেতৎ তচ্চক্ষুরিতি মন্ত্রতঃ।
হংসঃ শুচিষদেতেন সাবিত্র্যা চ বিশেষতঃ ॥ ৭৬
অন্যৈশ্চ বৈদিকৈর্মন্ত্রৈঃ সৌরৈঃ পাপপ্রণাশনৈঃ
সাবিত্রীং বৈ জপেৎ পশ্চাৎ পরমাঞ্চ চতুষ্পদাম্
পরংব্রহ্মস্বরূপাং তাং জপযজ্ঞঃ স বৈ স্মৃতঃ ॥ ৭৭

অভিমন্ত্রিত করিয়া জলমধ্যস্থিত হইয়া গল-দেশ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করত অঘমর্ষণসূক্ত তিনবার পাঠ করিবে। ৬১—৭০। "দ্রুপদা" মন্ত্র, সাবিত্রী ও "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" এই মন্ত্র আবৃত্তি করিবে এবং প্রণব (ওঙ্কার) আবৃত্তি করিবে অথবা হরি স্মরণ করিবে। জলমধ্যস্থিত হইয়া যজুর্ব্বেদোক্ত "দ্রুপদাদিব" মন্ত্র তিনবার পাঠ করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। মার্জ্জন কৃত হইলে পর, হস্তে জল রাখিয়া মন্ত্র জপ করিয়া সেই জল মস্তকে প্রক্ষেপ করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। আর যেমন যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ সমস্ত পাপ নষ্ট করেন, সেইরূপ অঘমর্ষণসূক্ত সমস্ত পাপই নাশ করিয়া থাকেন। অনন্তর সূর্য্যোপস্থান করিবে। ঊর্দ্ধে পুষ্পাক্ষতযুক্ত জল প্রক্ষেপ করত তমঃপরবর্ত্তী সূর্য্যকে ঊর্দ্ধে অবলোকন করিবে। 'উদুত্যং' 'চিত্রং' ও 'তচ্চক্ষু' মন্ত্র দ্বারা 'হংসঃ শুচিষৎ" মন্ত্রদ্বারা, সাবিত্রীদ্বারা এবং সূর্য্যবিষয়ক পাপনাশক অন্যান্য বৈদিক মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যোপস্থান করিবে। অনন্তর চতুষ্পদা সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মসদৃশী উৎকৃষ্টা সাবিত্রী

বিবিধানি পবিত্রাণি গুহ্যবিদ্যাস্তথৈব চ।
শতরুদ্রিয়মাথর্ব্বশিরঃ সৌরাংশ্চ শক্তিতঃ ॥ ৭৮
প্রাক্‌কূলেষু সমাসীনঃ কুশেষু প্রাঙ্মুখঃ শুচিঃ।
তিষ্ঠংশ্চ বীক্ষমাণোঽর্কং জপ্যং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ
স্ফাটিকেন্দ্রাক্ষরুদ্রাক্ষৈঃ পুত্রজীবসমুদ্ভবৈঃ।
কর্ত্তব্যা ত্বক্ষমালা স্যাদুত্তরাদুত্তমা স্মৃতা ॥ ৮০
জপকালে ন ভাষেত নান্যানি প্রেক্ষয়েদ্‌ বুধঃ।
ন কম্পয়েচ্ছিরোগ্রীবং দন্তান্ নৈব প্রকাশয়েৎ
গুহ্যকা রাক্ষসাঃ সিদ্ধা হরন্তি প্রসভং যতঃ।
একান্তেষু শুচৌ দেশে তস্মাজ্জপ্যং সমাচরেৎ
চাণ্ডালাশৌচিপতিতান্ দৃষ্ট্বাচম্য পুনর্জ্জপেৎ।
তৈরেব ভাষণং কৃত্বা স্নাত্বা চৈব পুনর্জ্জপেৎ ॥৮২
আচম্য প্রযতো নিত্যং জপেদশুচিদর্শনে।
সৌরান্ মন্ত্রাঞ্ছক্তিতো বৈ পাবমানীস্তু কামতঃ
যদি স্যাৎ ক্লিন্নবাসা বৈ বারিমধ্যগতো জপেৎ
অন্যথা তু শুচৌ দেশে দর্ভেষু সুসমাহিতঃ ॥৮৫
প্রদক্ষিণং সমাবৃত্য নমস্কৃত্য ততঃ ক্ষিতৌ।
আচম্য চ যথাশাস্ত্রং শক্ত্যা স্বাধ্যায়মাচরেৎ ॥৮৬
ততঃ সন্তর্পয়েদ্দেবানৃষীন্ পিতৃগণাংস্তথা।
আদাবোঙ্কারমুচ্চার্য্য নামান্তে তর্পয়ামি বঃ ॥৮৭
দেবান্ ব্রহ্মঋষীংশ্চৈব তর্পয়েদক্ষতোদকৈঃ।
তিলোদকৈঃ পিতৄন্ ভক্ত্যা স্বগৃহোক্তবিধানতঃ
দেবর্ষীংস্তর্পয়েদ্ধীমানুদকাঞ্জলিভিঃ পিতৄন্ ॥ ৮৮
যজ্ঞোপবীতী দেবানাং নিবীতী ঋষিতর্পণে।
প্রাচীনাবীতী পিত্র্যে তু স্বেন তীর্থেন ভাবতঃ
নিষ্পীড্য স্নানবস্ত্রন্তু সমাচম্য চ বাগ্‌যতঃ।

জপ করিবে। এই সাবিত্রীজপই জপযজ্ঞ বলিয়া কথিত হইয়াছে। তৎপরে বিবিধ পবিত্র মন্ত্র সকল, গুহ্যবিদ্যা, শতরুদ্রিয় মন্ত্র, আথর্ব্বশিরোমন্ত্র এবং সৌরমন্ত্র শক্ত্যনুসারে পাঠ করিবে। পূর্ব্বাগ্রে কুশোপরি পূর্ব্বমুখে, শুচি ও সমাধিস্থ হইয়া, উপবেশন করিয়া অথবা দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্য দর্শন করিতে করিতে জপ করিবে। স্ফাটিক, ইন্দ্রাক্ষ বা রুদ্রাক্ষ কিংবা পুত্রজীব এই সকল বস্তু দ্বারা জপমালা করিবে। এই মালা উত্তরোত্তর প্রশস্ত জানিবে। ৭১—৮০। পণ্ডিত ব্যক্তি জপকালে কথা কহিবে না, অন্য কিছু দর্শন করিবে না, মস্তক বা গ্রীবা কম্পন করিবে না এবং দন্ত প্রকাশ করিবে না। জপকালে এই সকল নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে গুহ্যক, রাক্ষস ও সিদ্ধগণ বলপূর্ব্বক জপ হরণ করে ;সেইজন্য নির্জ্জন ও শুদ্ধ স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক জপ করিবে। জপকালে চণ্ডাল পতিত এবং অশৌচী ব্যক্তিকে দর্শন করিলে আচমন করিয়া পুনর্ব্বার জপ করিবে। আর সেই সকল ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিলে স্নান করিয়া পুনর্ব্বার জপ করিবে। অশুচি ব্যক্তিকে দর্শন করিলে নিত্য পবিত্র ব্যক্তি যথাশক্তি সৌর মন্ত্র বা পাবমানী মন্ত্র ইচ্ছানুসারে জপ করিবে। যদি জপকর্ত্তা আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে জলমধ্যস্থিত হইয়া জপ করিবে। আর যদি শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন তাহা হইলে বিশুদ্ধ স্থানে কুশোপরি সমাহিত ভাবে উপবেশনপূর্ব্বক জপ করিবে। তদনন্তর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ ও ভূমিতে নমস্কার করিয়া আচমনপূর্ব্বক শক্ত্যনুসারে যথাশাস্ত্র বেদাধ্যয়ন করিবে। তদনন্তর দেব, ঋষি ও পিতৃগণকে তর্পণ করিবে। আদিতে ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়া পরে নামের শেষে "তর্পয়ামি বঃ" এইরূপ বলিবে। স্বীয় স্বীয় গৃহ্যানুসারে দেবতা ও ঋষিদিগকে যথাক্রমে যব ও আতপতণ্ডুলযুক্ত জল দ্বারা তর্পণ করিবে এবং পিতৃগণকে ভক্তিসহকারে তিলযুক্ত জল দ্বারা তর্পণ করিবে। দেবতর্পণ সময়ে উপবীতী হইবে, সনকাদি-ঋষিতর্পণ সময়ে নিবীতী হইবে। পিতৃতর্পণ সময়ে প্রাচীনাবীতী হইবে। স্ব স্ব তীর্থ দ্বারা ভক্তিভাবে দেবাদি তর্পণ করিবে। * অনন্তর বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক দান

* উপরিভাগের ১২ অঃ ১০।১১ শ্লোক ও ১৩অঃ ১৬—১৮ শ্লোক দেখ।

স্বৈর্মন্ত্রৈরর্চ্চয়েদ্দেবান্ পুষ্পৈঃ পত্রৈরথাম্বুভিঃ॥
ব্রহ্মাণং শঙ্করং সূর্য্যং তথৈব মধুসূদনম্।
অন্যাংশ্চাভিমতান্ দেবান্ ভক্ত্যা
চাক্রোধনো নরঃ॥ ৯১
প্রদদ্যাদ্বাথ পুষ্পাণি সূক্তেন পৌরুষেণ তু।
আপো বা দেবতাঃ সর্ব্বাস্তেন সম্যক্ সমর্চ্চিতাঃ
ধ্যাত্বা প্রণবপূর্ব্বং বৈ দৈবতানি সমাহিতঃ।
নমস্কারেণ পুষ্পাণি বিন্যসেদ্বৈ পৃথক্ পৃথক্॥৯৩
ন বিষ্ণ্বারাধনাৎ পুণ্যং বিদ্যতে কর্ম্ম বৈদিকম্।
তস্মাদনাদিমধ্যান্তং নিত্যমারাধয়েদ্ধরিম্॥ ৯৪
তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রেণ সূক্তেন পুরুষেণ তু।
ন তাভ্যাং সদৃশো মন্ত্রো বেদেষূক্তশ্চতুর্ষ্বপি॥৯৫
নিবেদয়েচ্চ স্বাত্মানং বিষ্ণাবমলতেজসি।
তদাত্মা তন্মনাঃ শান্তস্তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রতঃ॥ ৯৬
অথবা দেবমীশানং ভগবন্তং সনাতনম্।
আরাধয়েন্মহাদেবং ভাবপূতো মহেশ্বরম্॥ ৯৭

মন্ত্রেণ রুদ্রগায়ত্র্যা প্রণবেনাথ বা পুনঃ।
ঈশানেনাথবা রুদ্রৈস্ত্র্যম্বকেণ সমাহিতঃ॥ ৯৮
পুষ্পৈঃ পত্রৈরথাদ্ভির্বা চন্দনাদ্যৈর্ম্মহেশ্বরম্।
উক্ত্বা নমঃ শিবায়েতি মন্ত্রেণানেন বা জপেৎ॥
নমস্কুর্য্যান্মহাদেবং ঋতং মৃত্যুঞ্জয়মীশ্বরম্।
নিবেদয়ীত স্বাত্মানং যো ব্রাহ্মণমিতীশ্বরে॥১০০
প্রদক্ষিণং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ পঞ্চ ব্রহ্মাণি বৈ জপন
ধ্যায়ীত দেবমীশানং ব্যোমমধ্যগতং শিবম্॥১০১
অথাবলোকয়েদর্কং হংসঃ শুচিষদিত্যৃচা।
কুর্ব্বন্ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ গৃহং গত্বা সমাহিতঃ।
দেবযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং তথৈব চ।
মানুষং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ পঞ্চ যজ্ঞান্ প্রচক্ষতে॥ ১০৩
যদি স্যাৎ তর্পণাদর্ব্বাগ্ ব্রহ্মযজ্ঞঃ কৃতো ন হি।
কৃত্বা মনুষ্যযজ্ঞং বৈ ততঃ স্বাধ্যায়মাচরেৎ॥১০৪

করিয়া আচমনপূর্ব্বক সংযতবাক্ হইয়া পুষ্প, পত্র ও জল দ্বারা বক্ষ্যমাণ দেবতা সকলকে তাঁহাদিগের স্ব স্ব মন্ত্রে পূজা করিবে। ৮১—৯০। ব্রহ্মা, শঙ্কর, সূর্য্য, মধুসূদন (বিষ্ণু) ও অভিমত অন্যান্য দেবতা সকলকে ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পূজা করিবে। পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা দেবগণকে পুষ্প ও জল দিবে। তাহা হইলে সমস্ত দেবতা সম্যক্‌রূপে সমর্চ্চিত হইয়া থাকেন। সমাহিতচিত্তে দেবতা সকলকে ধ্যান করিয়া প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কারযুক্ত মন্ত্র দ্বারা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে পুষ্পাদি দান করিবে. বিষ্ণু-আরাধনা অপেক্ষা পুণ্যজনক অন্য কোন বৈদিক কর্ম্মই নাই; অতএব প্রতিদিন সেই অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত হরিকে অর্চ্চনা করিবে। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" এই মন্ত্রের সমান এবং পুরুষসূক্তের সমান মন্ত্র চতুর্ব্বেদের মধ্যে নাই। অনন্তর শান্তিপরায়ণ, তদ্গতচিত্ত ও তন্ময় হইয়া "তদ্বিষ্ণোঃ" মন্ত্র দ্বারা অমলতেজা বিষ্ণুকে স্বীয় আত্মা সমর্পণ করিবে। অথবা পবিত্রভাবে সেই সনাতন দেবাদিদেব মহাদেব ভগবান্ মহেশ্বর ঈশানকে আরাধনা করিবে। সমাহিতচিত্তে রুদ্রগায়ত্রী, প্রণব, ঈশানমন্ত্র, রুদ্রমন্ত্রসমূহ (শতরুদ্রীয়,) বা ত্র্যম্বকমন্ত্র পাঠ করিয়া পুষ্প বিল্বপত্র চন্দনাদি দ্বারা অথবা কেবল জল দ্বারাও মহেশ্বরকে পূজা করিবে; অথবা "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূজা এবং জপ করিবে। অনন্তর দেবাদিদেব মহাদেব মৃত্যুঞ্জয়কে নমস্কার করিবে এবং "যো ব্রাহ্মণং" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবে। ৯১—১০০। ব্রাহ্মণ পঞ্চব্রহ্ম জপ করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিয়া আকাশমধ্যগত দেবাদিদেব মহাদেব ঈশানকে ধ্যান করিবে। "হংসঃ শুচিষৎ" এই ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা সূর্য্য দর্শন করিবে। অনন্তর বিশুদ্ধান্তঃকরণে গৃহে গমন করিয়া পঞ্চমহাযজ্ঞ করিবে। দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মানুষযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ এই পাঁচটী যজ্ঞের নাম পঞ্চযজ্ঞ। যদি তর্পণের পূর্ব্বে ব্রহ্মযজ্ঞ করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অতিথিসেবারূপ মনুষ্যযজ্ঞ সমাপন করিয়া বেদের অধ্যয়ন বা অধ্যাপনারূপ ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে। বিশুদ্ধান্তঃকরণে হস্তে পবিত্র ধারণ করত দর্ভসমূহের

অগ্নেঃ পশ্চিমতো দেশে ভূতযজ্ঞাস্ত এব চ।
কুশপুঞ্জে সমাসীনঃ কুশপাণিঃ সমাহিতঃ ॥ ১০৫
শালাগ্নৌ লৌকিকে বাথ জলে ভূম্যামথাপি বা
বৈশ্বদেবশ্চ কর্ত্তব্যো দেবযজ্ঞঃ স বৈ স্মৃতঃ ॥
যদি স্যাল্লৌকিকে পকং ততোহন্নং তত্র হূয়তে
শালাগ্নৌ তত্র দেবান্নং বিধিরেষ সনাতনঃ ॥১০৭
দেবেভ্যশ্চ হুতাদন্নাচ্ছেষাদ্ভূতবলিং হরেৎ।
ভূতযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয়ো ভূতিদঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥
শ্বভ্যশ্চ শ্বপচেভ্যশ্চ পতিতাদিভ্য এব চ।
দদ্যাদ্ভূমৌ বহিশ্চান্নং পক্ষিভ্যো দ্বিজসত্তমাঃ ॥
সায়ঞ্চান্নস্য সিদ্ধস্য পত্ন্যমন্ত্রং বলিং হরেৎ।
ভূতযজ্ঞস্ত্বয়ং নিত্যং সায়ং প্রাতর্যথাবিধি ॥১০০
একন্তু ভোজয়েদ্বিপ্রং পিতৄনুদ্দিশ্য সত্তমম্।
নিত্যশ্রাদ্ধং তদুদ্দিষ্টং পিতৃযজ্ঞো গতিপ্রদঃ ॥
উদ্ধৃত্য বা যথাশক্তি কিঞ্চিদন্নং সমাহিতঃ।
বেদতত্ত্বার্থবিদুষে দ্বিজায়ৈবোপপাদয়েৎ ॥ ১১২
পূজয়েদতিথিং নিত্যং নমস্যেদর্চ্চয়েদ্দ্বিজঃ।
মনোবাক্কর্ম্মভিঃ শান্তমাগতং স্বগৃহং ততঃ ॥
অন্বারব্ধেন সব্যেন পাণিনা দক্ষিণেন তু।
হন্তকারমথাগ্রং বা ভিক্ষাং বা শক্তিতো দ্বিজঃ
দদ্যাদতিথয়ে নিত্যং বুধ্যেত পরমেশ্বরম্ ॥ ১১৪
ভিক্ষামাহুর্গ্রাসমাত্রামগ্রং তৎ স্যাচ্চতুর্গুণম্।
পুষ্কলং হন্তকারন্তু তচ্চতুর্গুণমিষ্যতে ॥ ১১৫
গোদোহকালমাত্রং বৈ প্রতীক্ষ্যো হ্যতিথিঃ স্বয়ম্
অভ্যাগতান্ যথাশক্তি পূজয়েদতিথীন্ সদা ॥
ভিক্ষাং বৈ ভিক্ষবে দদ্যাদ্বিধিবদ্ব্রহ্মচারিণে।
দদ্যাদন্নং যথাশক্তি হ্যর্থিভ্যো লোভবর্জ্জিতঃ ॥
সর্ব্বেষামপ্যলাভে হি ত্বন্নং গোভ্যো নিবেদয়েৎ
ভুঞ্জীত বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং বাগ্‌যতোহন্নমকুৎসয়ন্ ॥
অকৃত্বা তু দ্বিজঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ দ্বিজোত্তমাঃ।
ভুঞ্জীত চেৎ স মূঢাত্মা তির্য্যগ্‌যোনিং স গচ্ছতি

উপর উপবেশনপূর্ব্বক অগ্নির পশ্চিম দিকে পশুপক্ষ্যাদিকে অন্নাদিপ্রদানরূপ ভূতযজ্ঞ সমাপন করিবে। শালাগ্নিতে বা লৌকিকাগ্নিতে অথবা জলে বা ভূমিতে বৈশ্বদেব হোম করিবে; ইহাই দেবযজ্ঞ বলিয়া কথিত আছে। যদি লৌকিকাগ্নিতে অন্ন পাক করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে লৌকিকাগ্নিতেই হোম করিবে। যদি শালাগ্নিতে অন্ন পাক করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে শালাগ্নিতেই বৈশ্বদেব হোম করিবে, ইহা সনাতন বিধি। বৈশ্বদেব হোমের অবশিষ্ট অন্ন দ্বারা ভূতবলি কর্ম্ম করিবে। এইটী সকল প্রাণীর ঐশ্বর্য্যপ্রদ ভূতযজ্ঞ জানিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পতিত চণ্ডাল, কুক্কুর ও পক্ষীদিগকে বাহিরে ভূমিতে অন্ন দিবে এবং সায়ংকালে পত্নী সিদ্ধান্ন দ্বারা অমন্ত্রক বলি প্রদান করিবে। প্রত্যহ সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে বিধানানুসারে এই ভূতযজ্ঞ করিবে। ১০১—১১০। প্রতিদিন পিতৃলোককে উদ্দেশ করিয়া একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, অথবা ঐ অন্ন কিঞ্চিৎ লইয়া সমাহিত চিত্তে বেদার্থবেত্তা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহারই নাম নিত্যশ্রাদ্ধ ও ইহাই গতিপ্রদ পিতৃযজ্ঞ। অনন্তর স্বগৃহে আগত শান্ত অতিথিকে প্রত্যহ মন, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা পূজা করিবে ও প্রণাম করিবে। বামহস্তকে অন্বারব্ধ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অতিথিদিগকে প্রত্যহ শক্তি অনুসারে বক্ষ্যমাণ হন্তকার, অগ্র বা ভিক্ষা দান করিবে এবং অতিথিকে পরমেশ্বর বলিয়াই জানিবে। গ্রাস-পরিমিত অন্নের নাম ভিক্ষা, তাহার চতুর্গুণ-পরিমিত অন্নের নাম অগ্র এবং তাহার চতুর্গুণ পরিমিত পুষ্কল অন্নের নাম হন্তকার। গোদোহনযোগ্যকাল অতিথির নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। অভ্যাগত অতিথিদিগকে সর্ব্বদা শক্ত্যনুসারে পূজা করিবে। ভিক্ষুক ও ব্রহ্মচারীকে বিধানানুসারে ভিক্ষা দান করিবে এবং লোভশূন্য হইয়া শক্ত্যনুসারে যাচকদিগকে অন্ন দান করিবে। এই সকলের অলাভ হইলে কেবলমাত্র গোরুদিগকে অন্ন প্রদান করিবে, তাহাতেই তাহার সমস্ত সুসিদ্ধ হইবে। পরে অন্নের নিন্দা না করিয়া মৌনভাবে বন্ধুদিগের সহিত ভোজন করিবে। হে দ্বিজসত্তমগণ!

বেদাভ্যাসোঽন্বহং শক্ত্যা মহাযজ্ঞক্রিয়াক্ষমাঃ।
নাশয়ন্ত্যাশু পাপানি দেবতাভ্যর্চ্চনং তথা॥১২০
যো মোহাদথবাজ্ঞানাদকৃত্বা দেবতার্চ্চনম্।
ভুঙ্‌ক্তে স যাতি নরকং শূকরেষ্বভিজায়তে॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কৃত্বা কর্ম্মাণি বৈ দ্বিজঃ।
ভুঞ্জীত স্বজনৈঃ সার্দ্ধং স যাতি পরমাং গতিম্॥

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্ম-বিদ্যায়াং ব্রাহ্মণানাং নিত্যক্রিয়াবিধি-র্নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত সূর্য্যাভিমুখ এব বা।
আসীনঃ স্বাসনে শুদ্ধে ভূম্যাং পাদৌ নিধায় চ
আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ
শ্রিয়ং প্রত্যঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে ঋতং ভুঙ্‌ক্তে হ্যুদঙ্মুখঃ॥
পঞ্চার্দ্রো ভোজনং কুর্য্যাদ্ভূমৌ পাত্রং নিধায় চ
উপবাসেন তৎ তুল্যং মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥ ৩
উপলিপ্তে শুচৌ দেশে পাদৌ প্রক্ষাল্য বৈ করৌ।
আচম্যার্দ্রাননোঽক্রোধঃ পঞ্চার্দ্রো ভোজনং চরেৎ॥ ৪
মহাব্যাহৃতিভিস্ত্বন্নং পরিধায়োদকেন তু।
অমৃতোপস্তরণমসীত্যাপোঽশানক্রিয়াং চরেৎ॥
স্বাহাপ্রণবসংযুক্তাং প্রাণায়াদ্যাহুতিং ততঃ।
অপানায় ততো হুত্বা ব্যানায় তদনন্তরম্॥ ৬
উদানায় ততঃ কুর্য্যাৎ সমানায়েতি পঞ্চমীম্।
বিজ্ঞায় তত্ত্বমেতেষাং জুহুয়াদাত্মনি দ্বিজঃ॥ ৭

যে ব্রাহ্মণ পঞ্চমহাযজ্ঞ না করিয়া অন্ন ভোজন করে, সে দুর্ম্মতি তির্য্যকযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিতে অসমর্থ হইলে প্রত্যহ যথাশক্তি বেদাভ্যাস এবং দেবতাপূজা মাত্র করিবে। তাহাতেই তাহার সকল পাপ নষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি মোহ বা অজ্ঞান বশতঃ দেবতাপূজা না করিয়া ভোজন করে, সে ব্যক্তি দেহান্তে নরক ভোগ করে এবং তাহার পর শূকরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অতএব যে ব্রাহ্মণ বিধানানুসারে কর্ম্ম সকল যত্নের সহিত সম্পন্ন করিয়া আত্মীয়গণের সহিত ভোজন করেন, তিনি উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। ১১১—১২২।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—ভূমিতে পদ সংলগ্ন করিয়া শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে বা সূর্য্যাভিমুখে অন্ন ভোজন করিবে। আয়ুর্বৃদ্ধি কামনাকারী পূর্ব্বমুখে ভোজন করিবে, যশো-বৃদ্ধি কামনাকারী দক্ষিণমুখে ভোজন করিবে, সম্পদ্-বৃদ্ধি-কামনাকারী পশ্চিমমুখে ভোজন করিবে এবং সত্য-ফলকামী ব্যক্তি উত্তরমুখে ভোজন করিবে। পঞ্চার্দ্র হইয়া (বক্ষ্যমাণ পঞ্চ অঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া) অন্নপাত্র ভূমিতে রাখিয়া ভোজন করিবে, মনু প্রজাপতি এইরূপ ভোজনকে উপবাসের সমান বলিয়াছেন। গোময়াদি দ্বারা বিলেপিত শুদ্ধ স্থানে পাদদ্বয়, হস্তদ্বয় ও মুখ এই পঞ্চস্থান প্রক্ষালনপূর্ব্বক পঞ্চার্দ্র হইয়া (উপবেশন করত) আচমন করিয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোজন করিবে। মহাব্যাহৃতি পাঠ করত জল দ্বারা অন্ন পরিবেষ্টন করিয়া "অমৃতোপস্তরণমসি" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জল পান (গণ্ডূষ) করিবে। অনন্তর 'প্রাণায় স্বাহা' বলিয়া প্রথমে প্রাণাহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে 'অপানায় স্বাহা' বলিয়া অপানাহুতি, 'ব্যানায় স্বাহা' বলিয়া ব্যানাহুতি, 'উদানায় স্বাহা' বলিয়া উদানাহুতি এবং সর্ব্বশেষে 'সমানায় স্বাহা' বলিয়া পঞ্চমী আহুতি দিবে। ইহাদিগের যথার্থ স্বরূপ চিন্তা করিয়া আত্মাতে এই পঞ্চ প্রাণাহুতি প্রদান করিবে। দেবগণ, প্রজাপতি এবং আত্মাকে

শেষমন্নং যথাকামং ভুঞ্জীত ব্যঞ্জনৈর্যুতম্‌ ।
ধ্যাত্বা তন্মনসা দেবানাত্মানং বৈ প্রজাপতিম্‌ ।
অমৃতাপিধানমসীত্যুপরিষ্টাদপঃ পিবেৎ ।
আচান্তঃ পুনরাচামেদয়ং গৌরিতি মন্ত্রতঃ ॥ ৯
দ্রুপদাং বা ত্রিরাবর্ত্ত্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনীম্‌ ।
প্রাণানাং গ্রন্থিরসীত্যালভেতুদরং ততঃ ॥১০
আচম্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রেণ পাদাঙ্গুষ্ঠেহথ দক্ষিণে ।
নিস্রাবয়েদ্ধস্তজলমূর্দ্ধহস্তঃ সমাহিতঃ ॥ ১১
কৃতানুমন্ত্রণং কুর্য্যাৎ সন্ধ্যায়ামিতি মন্ত্রতঃ ।
অথ মন্ত্রেণ স্বাত্মানং যোজয়েদ্‌ব্রাহ্মণেতি হি ॥
সর্ব্বেষামেব যোগানামাত্মযোগঃ স্মৃতঃ পরঃ ।
যোহনেন বিধিনা কুর্য্যাৎ স যাতি ব্রহ্মণঃ ক্ষয়ম্‌
যজ্ঞোপবীতী ভুঞ্জীত স্রগ্‌গন্ধালঙ্কৃতঃ শুচিঃ ।
সায়ম্প্রাতর্নান্তরা বৈ সন্ধ্যায়াস্তু বিশেষতঃ ॥১৪
নাদ্যাৎ সূর্য্যগ্রহাৎ পূর্ব্বং প্রতিসায়ং শশিগ্রহাৎ
গ্রহকালে ন চাশ্নীয়াৎ স্নাত্বাশ্নীয়াদ্বিমুক্তয়োঃ ।
মুক্তে শশিনি চাশ্নীয়াদ্যদি ন স্যান্মহানিশা ।
অমুক্তয়োরস্তগয়োরদ্যাদ্দৃষ্ট্বা পরেহহনি ॥ ১৬
নাশ্নীয়াৎ প্রেক্ষমাণানামপ্রদায় চ দুর্ম্মতিঃ ।
যজ্ঞাবশিষ্টমদ্যাদ্বা ন ক্রুদ্ধো নান্যমানসঃ ॥ ১৭
আত্মার্থং ভোজনং যস্য রত্যর্থং যস্য মৈথুনম্‌ ।
বৃত্ত্যর্থং যস্য চাধীতং নিষ্ফলং তস্য জীবিতম্‌ ॥
যদ্ভুঙ্‌ক্তে বেষ্টিতশিরা যচ্চ ভুঙ্‌ক্তে বিদিঙ্মুখঃ
সোপানৎকশ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বং বিদ্যাত্তদাসুরম্‌ ॥১৯
নার্দ্ধরাত্রে ন মধ্যাহ্নে নাজীর্ণে নার্দ্রবস্ত্রধৃক্‌ ।
ন চ ভিন্নাসনগতো ন যানসংস্থিতোহপি বা ॥

মনে মনে চিন্তা করত অবশিষ্ট অন্ন ইচ্ছানুসারে ব্যঞ্জনসংযুক্ত করিয়া মনোযোগপূর্ব্বক ভোজন করিবে। ভোজনানন্তর "অমৃতাপিধানমসি" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জল পান (গণ্ডূষ) করিবে। অনন্তর আচমন করিয়া "অয়ং গৌ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পুনরায় আচমন করিবে। তৎপরে সর্ব্বপাপনাশক "দ্রুপদা" মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া "প্রাণানাং গ্রন্থিরসি" এই মন্ত্রে উদর স্পর্শ করিবে। ১—১০। সমাহিতচিত্তে আচমন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বারা অগ্রে বামপাদাঙ্গুষ্ঠে পরে দক্ষিণপাদাঙ্গুষ্ঠে জল প্রদান করিবে। অনন্তর হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক হস্তস্থিত জল অপসারিত করিবে। পরে "সন্ধ্যায়াং"মন্ত্র দ্বারা কৃতানুমন্ত্রণ করিবে। অনন্তর "ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আত্মযোগ করিবে। সর্ব্বপ্রকার যোগের মধ্যে আত্মযোগই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। যে ব্যক্তি এই বিধানানুসারে আত্মযোগ করিয়া থাকেন, তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন। গন্ধ-মাল্যে অলঙ্কৃত,শুচি ও উপবীতী হইয়া ভোজন করিবে। সায়ংকাল বা প্রাতঃকালের মধ্যে বিশেষতঃ পূর্ণ সন্ধ্যাকালে ভোজন করিবে না। সূর্য্যগ্রহণের পূর্ব্বেও ভোজন করিবে না, চন্দ্রগ্রহণের পূর্ব্বে সায়ংকাল হইতে আর ভোজন করিবে না এবং চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণ সময়ে ভোজন করিবে না; গ্রহণ বিমুক্ত হইলে স্নান করিয়া ভোজন করিবে। কিন্তু মহানিশার সময় যদি চন্দ্র গ্রহণবিমুক্ত হয়, তাহা হইবে ভোজন করিবে না এবং চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রস্তাস্ত হইলেও ভোজন করিবে না, পরদিন মুক্তি দর্শন করিয়া ভোজন করিবে। দুর্ম্মতি মানবও ভোজনদর্শনকারী বুভুক্ষিত ব্যক্তিকে না দিয়া ভোজন করিবে না। যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিবে, কিন্তু ক্রুদ্ধ বা অন্যমনা হইয়া ভোজন করিবে না। যে ব্যক্তি নিজের নিমিত্ত পাক করিয়া নিজেই ভোজন করে, যে ব্যক্তি কামোপভোগের নিমিত্ত মৈথুন করে এবং যে ব্যক্তি অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত অধ্যয়ন করে, তাহাদের জীবন নিষ্ফল জানিবে। বেষ্টিতশিরা হইয়া, বিদিঙ্মুখ হইয়া (অগ্ন্যাদি কোণে মুখ করিয়া) কিংবা চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিয়া, ভোজন করিলে সেই ভোজন অসুরের তৃপ্তিকর হয় জানিবে। সম্পূর্ণ অর্দ্ধরাত্রে বা সম্পূর্ণ মধ্যাহ্ন সময়ে ভোজন করিবে না। অজীর্ণ হইলে ভোজন করিবে না; আর্দ্রবস্ত্র পরিধান, ভগ্নাসনে উপবেশন এবং যানে আরোহণ

ন ভিন্নভাজনে চৈব ন ভূম্যাং ন চ পাণিষু ।
নোচ্ছিষ্টো ঘৃতমাদদ্যান্ন মূর্দ্ধানং স্পৃশেদপি ॥২১
ন ব্রহ্ম কীর্ত্তয়ন্নাপি ন নিঃশেষং ন ভার্য্যয়া ।
নান্ধকারে ন সন্ধ্যায়াং ন চ দেবালয়াদিষু ॥২২
নৈকবস্ত্রস্তু ভুঞ্জীত ন যান-শয়নস্থিতঃ ।
ন পাদুকাংস্থিতো বা ন হসন্ বিলপন্নপি । ২৩
ভুক্ত্বা বৈ সুখম আস্থায় তদন্নং পরিণাময়েৎ ।
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদার্থানুপবৃংহয়েৎ ।২৪
ততঃ সন্ধ্যামুপাসীত পূর্ব্বোক্তবিধিনা শুচিঃ ।
আসীনশ্চ জপেদ্দেবীং গায়ত্রীং পশ্চিমাং প্রতি
নোপতিষ্ঠতি যঃ পূর্ব্বাং নাপি সন্ধ্যান্তু পশ্চিমাম্
স শূদ্রেণ সমো লোকে সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ ।২৬
হুত্বাগ্নিং বিধিবন্মন্ত্রৈর্ভুক্ত্বা যজ্ঞাবশিষ্টকম্ ।
সভৃত্যবান্ধবজনঃ স্বপেচ্ছুষ্কপাদো নিশি । ২৭
নোত্তরাভিমুখঃ স্বপ্যাৎ পশ্চিমাভিমুখো ন চ ।
ন চাকাশে ন নগ্নো বা নাশুচির্নাসনে ক্বচিৎ ।
ন শীর্ণায়ান্তু খট্টায়াং শূন্যাগারে ন চৈব হি ।
নানুবংশে ন পালাশে শয়নে বা কদাচন ।
ইত্যেতদখিলেনোক্তমহন্যহনি বৈ ময়া ।
ব্রাহ্মণানাং কৃত্যজাতমপবর্গফলপ্রদম্ ॥ ৩০
নাস্তিক্যাদথবালস্যাদ্ব্রাহ্মণো ন করোতি যঃ ।
স যাতি নরকান্ ঘোরান্ কাকযোনৌ চ জায়তে ।
নান্যো বিমুক্তয়ে পন্থা মুক্ত্বাশ্রমবিধিং স্বকম্ ।
তস্মাৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত তুষ্টয়ে পরমেষ্ঠিনঃ ॥৩২

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্ম-
বিদ্যায়াং ভোজনাদিনিয়মবিধির্নামৈ-
কোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

করিয়া ভোজন করিবে না। ১১—২০। ভগ্ন পাত্রে বা কোন প্রাণীর উপর রাখিয়া এবং মৃত্তিকার উপর রাখিয়া ভোজন করিবে না। আহারে প্রবৃত্ত হইয়া ঘৃতগ্রহণ বা মস্তকস্পর্শ করিবে না। ভোজন করিতে করিতে বেদ পাঠ করিবে না। নিঃশেষ করিয়া ভোজন করিবে না। ভার্য্যার সহিত ভোজন করিবে না। অন্ধকারে উভয় সন্ধ্যাকালে এবং দেবালয়ে ভোজন করিবে না। এক বস্ত্রে ভোজন করিবে না। যানস্থিত হইয়া বা শয়ন করিয়া ভোজন করিবে না। কাষ্ঠপাদুকা পরিধান করিয়া এবং হাসিতে হাসিতে বা বিলাপ করিতে করিতে ভোজন করিবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভুক্ত অন্ন পরিপাক না হয়, ভোজনের পর ততক্ষণ সুখে উপবেশন করিবে এবং ইতিহাস-পুরাণাদিরূপ বেদার্থ ব্যাখ্যা করিবে। তদনন্তর শুচি হইয়া উপবেশন করত পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা করিবে। পশ্চিমাভিমুখ হইয়া গায়ত্রীজপ করিবে। যে ব্রাহ্মণ বিধানানুসারে প্রাতঃসন্ধ্যা বা সায়ংসন্ধ্যা না করিয়া ভোজনাদি করে, সে সর্ব্বকর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া শূদ্রতুল্য হয়। সায়ংকালেও বিধিপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিবে। পরে পা মুছিয়া শুষ্কপদে ভৃত্য ও বান্ধববর্গের সহিত শয়ন করিবে। উত্তরাভিমুখে বা পশ্চিমাভিমুখে (উত্তরশিরাঃ বা পশ্চিমশিরাঃ হইয়া) শয়ন করিবে না। অনাবৃত স্থানে বা বিবস্ত্র ও অশুচি হইয়া শয়ন করিবে না এবং বসিবার আসনে শয়ন করিবে না। ভগ্ন খট্টায় বা জনশূন্য গৃহে বা বাঁশযুক্ত খট্টায় বা পলাশ-নির্ম্মিত খট্টায় কখনই শয়ন করিবে না। ব্রাহ্মণদিগের প্রতিদিন কর্ত্তব্য মোক্ষফলদায়ক কর্ম্মসমূহ আমা কর্ত্তৃক এই কথিত হইল। নাস্তিক্যবশতঃ বা আলস্যবশতঃ যে ব্রাহ্মণ এই বিধি সকল পালন না করে, সে দেহান্তে ঘোরতর নরকে গমন করে ও তৎপরে কাক-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। স্বীয় আশ্রমবিধি ছাড়া অন্য কিছুই মুক্তির উপায় নাই; অতএব পরমেষ্ঠীর সন্তোষের নিমিত্ত কথিত কর্ম্ম সকলের যত্নপূর্ব্বক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান করিবে। ২১—৩২।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ

ব্যাস উবাচ।

অথ শ্রাদ্ধমমাবাস্যাং প্রাপ্য কার্যং দ্বিজোত্তমৈঃ
পিণ্ডান্বাহার্য্যকং ভক্ত্যা ভুক্তি মুক্তিফলপ্রদম্। ১
পিণ্ডান্বাহার্য্যকং শ্রাদ্ধং ক্ষীণে রাজনি শস্যতে
অপরাহ্নে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তেনামিষেণ চ। ২
প্রতিপৎপ্রভৃতি হ্যন্যাস্তিথয়ঃ কৃষ্ণপক্ষকে।
চতুর্দ্দশীং বর্জ্জয়িত্বা প্রশস্তা হ্যুত্তরোত্তরাঃ। ৩
অমাবস্যাষ্টকাস্তিস্রঃ পৌষমাসাদিষু ত্রিষু।
তিস্রস্তস্বষ্টকাঃ পুণ্যা মাঘী পঞ্চদশী তথা। ৪
ত্রয়োদশী মঘাযুক্তা বর্ষাসু চ বিশেষতঃ।
শস্যপাকঃ শ্রাদ্ধকালা নিত্যাঃ প্রোক্তা দিনেদিনে
নৈমিত্তিকস্তু কর্ত্তব্যং গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ।
বান্ধবানাঞ্চ মরণে (ক) নারকী স্যাদতোঽন্যথা
কাম্যানি চৈব শ্রাদ্ধানি শস্যন্তে গ্রহণাদিষু।
অয়নে বিষুবে চৈব ব্যতীপাতে ত্বনন্তকম্। ৭
সংক্রান্ত্যামক্ষয়ং শ্রাদ্ধং তথা জন্মদিনেষ্বপি।
নক্ষত্রেষু চ সর্ব্বেষু কার্য্যং কাম্যং বিশেষতঃ। ৮
স্বর্গঞ্চ লভতে কৃত্বা কৃত্তিকাসু দ্বিজোত্তমঃ।
অপত্যমথ রোহিণ্যাং সৌম্যে তু ব্রহ্মবর্চ্চসম্। ৯
রৌদ্রাণাং কর্ম্মণাং সিদ্ধিমার্দ্রায়াং শৌর্য্যমেব চ
পুনর্ব্বসৌ তথা ভূমিং শ্রিয়ং পুষ্যে তথৈব চ।
সর্ব্বান্ কামাংস্তথা সার্পে পিত্র্যে
সৌভাগ্যমেব চ।
আর্য্যম্নে তু ধনং বিন্দ্যাৎ ফল্গুন্যাং পাপনাশনম্।
জ্ঞাতিশ্রৈষ্ঠ্যং তথা হস্তে চিত্রায়াঞ্চ বহূন্ সুতান্
বাণিজ্যসিদ্ধিং স্বাতৌ তু বিশাখাসু সুবর্ণকম্।

বিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—দ্বিজগণ অমাবস্যা তিথিতে ভক্তিসহকারে ভোগ-মোক্ষ-প্রদ পিণ্ডান্বাহার্য্যক নামক শ্রাদ্ধ করিবে। অমাবস্যা তিথিতে অপরাহ্ণকালে প্রশস্ত আমিষ দ্বারা পিণ্ডান্বাহার্য্যক শ্রাদ্ধ করা অতীব প্রশস্ত। (কেবল অমাবস্যা কেন,) প্রতিপৎ প্রভৃতি কৃষ্ণপক্ষের সমস্ত তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে, কেবল চতুর্দ্দশীতে পারিবে না। কিন্তু উত্তরোত্তর তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে প্রশস্ত ফল হইবে। সকল অমাবস্যা, গৌণপৌষীয়, গৌণ-মাঘীয় ও গৌণফাল্গুনীয় কৃষ্ণাষ্টমীত্রয়, মাঘ-মাসীয় পঞ্চদশী, বর্ষাকালের মঘাযুক্তা ত্রয়োদশী ও যে সময়ে শস্য পরিপক্ক হয়,—এই সকল কালে বিহিত শ্রাদ্ধ এবং প্রতিদিন বিহিত শ্রাদ্ধ, এই সকল শ্রাদ্ধ নিত্য জানিবে, অর্থাৎ ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য, না করিলে পাপ হয়। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ এবং বান্ধব-দিগের (আত্মীয়দিগের) মৃত্যু-নিমিত্ত শ্রাদ্ধের নাম নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ। এই নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা না করিলে নরকপ্রাপ্তি হয়। চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণকালে ও বক্ষ্যমাণ অন্যকালে কাম্য শ্রাদ্ধ সকল প্রশস্তফলদায়ক হয়। উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, বিষুব এবং ব্যতীপাত যোগে শ্রাদ্ধ করিলে অনন্ত ফল হয়। সংক্রান্তি ও জন্মদিনে কৃত শ্রাদ্ধ অক্ষয়-ফলের নিমিত্ত হয়। আর, সমস্ত নক্ষত্রে এই সকল বিশেষ ফলের নিমিত্ত কাম্য শ্রাদ্ধ করিবে;—ব্রাহ্মণ কৃত্তিকাতে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গ লাভ করেন। রোহিণী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে পুত্র লাভ হয়। মৃগশিরা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হন। আর্দ্রা-নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে উগ্র কর্ম্মের সিদ্ধি ও শৌর্য্য প্রাপ্ত হন। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ভূমি ও পুষ্যা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে লক্ষ্মী প্রাপ্ত হন। ১—১০। অশ্লেষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সমস্ত অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্ত হন। মঘা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ব্রাহ্মণের সমস্ত পাপনাশ এবং আর্য্যম্ন অর্থাৎ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ধনপ্রাপ্তি হয়। হস্তানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও চিত্রানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বহু পুত্রবান্..

(ক) বান্ধবানাং বিজ্ঞায়েতি পাঠান্তরম্

মৈত্রে বহূনি মিত্রাণি রাজ্যং শাক্রে তথৈব চ।
মূলে কৃষিং লভেদ্‌যানং সিদ্ধিমাপ্নোতি শ্রাদ্ধদঃ
সর্ব্বান্ কামান্ বৈশ্বদেবে শ্রৈষ্ঠ্যন্তু শ্রবণে পুনঃ।
ধনিষ্ঠায়াং তথা কামানপ্সুপে চ পরং বলম্ ॥ ১৪
অজৈকপাদে কুপ্যং স্যাদহির্ব্বুধ্নে গৃহং শুভম্।
রেবত্যাং বহবো গাবো হ্যশ্বিন্যাং তুরগাংস্তথা।
যাম্যে তু জীবিতন্তু স্যাদ্‌যদি শ্রাদ্ধং প্রযচ্ছতি॥
আদিত্যবারেহপ্যারোগ্যং চন্দ্রে সৌভাগ্যমেব চ
কুজে সর্ব্বত্র বিজয়ং সর্ব্বান কামান্ বুধে ন তু।
বিদ্যামভীষ্টান্তু গুরৌ ধনং বৈ ভার্গবে পুনঃ।
শনৈশ্চরে লভেদায়ুঃ প্রতিপৎসু সুতান শুভান

কন্যকাং বৈ দ্বিতীয়ায়াং তৃতীয়ায়াস্তু বেদিনঃ।
পশূন্ ক্ষুদ্রাংশ্চতুর্থ্যাং বৈ পঞ্চম্যাং শোভনান্ সুতান্
ষষ্ঠ্যাং ঘৃতং কৃষিঞ্চাপি সপ্তম্যাঞ্চ ধনং নরঃ।
অষ্টম্যামপি বাণিজ্যং লভতে শ্রাদ্ধদঃ সদা ॥ ১৯
স্যান্নবম্যামেকখুরং দশম্যাং দ্বিখুরং বহু।
একাদশ্যাং তথা রূপ্যং ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ সুতান্ ॥
দ্বাদশ্যাং জাতরূপঞ্চ রজতং কুপ্যমেব চ।
জ্ঞাতিশ্রৈষ্ঠ্যং ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাস্তু কুপ্রজাঃ।
পঞ্চদশ্যাং সর্ব্বকামান্ প্রাপ্নোতি শ্রাদ্ধদঃ সদা ॥
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং ন কর্ত্তব্যং চতুর্দ্দশ্যাং দ্বিজাতিভিঃ
শস্ত্রেণ তু হতানান্তু শ্রাদ্ধং তত্র প্রকল্পয়েৎ ॥ ২২
দ্রব্যব্রাহ্মণসম্পত্তৌ ন কালনিয়মঃ কৃতঃ।

হয়। স্বাতি নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বাণিজ্য-সিদ্ধি ও বিশাখা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সুবর্ণ লাভ হয়। অনুরাধা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বহু মিত্র লাভ হয়। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রাজ্যপ্রাপ্তি হয়। মূলানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে কৃষিকার্য্যে লাভ এবং পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সমস্ত কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করেন। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সমস্ত অভিলষিত দ্রব্য লাভ হয়। শ্রবণা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রেষ্ঠত্ব এবং ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সমস্ত অভিলষিত দ্রব্য লাভ করেন। শতভিষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রেষ্ঠ বল প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সুবর্ণ রজত ভিন্ন ধাতু দ্রব্য লাভ হয়। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে উত্তম গৃহ প্রাপ্ত হন। রেবতী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বহু গোরু লাভ করেন। অশ্বিনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বহু অশ্ব লাভ করেন। আর ভরণী নক্ষত্রে যদি শ্রাদ্ধ করেন, তবে দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। রবিবারে শ্রাদ্ধ করিলে আরোগ্যপ্রাপ্তি হয়। সোমবারে শ্রাদ্ধ করিলে সৌভাগ্য হয়। মঙ্গলবারে শ্রাদ্ধ করিলে সর্ব্বত্র বিজয় হয়। বুধবারে শ্রাদ্ধ করিলে সমস্ত অভিলষিত দ্রব্য লাভ হয়। বৃহস্পতিবারে শ্রাদ্ধ করিলে বিদ্যা ও অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। শুক্রবারে শ্রাদ্ধ করিলে ধনলাভ এবং শনিবারে শ্রাদ্ধ করিলে দীর্ঘ পরমায়ু লাভ হয়। প্রতিপৎ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে উৎকৃষ্ট পুত্র লাভ হয়। দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে কন্যা লাভ হয়। তৃতীয়া তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে বেদী অর্থাৎ বহুজ্ঞ হয়। চতুর্থীতে শ্রাদ্ধ করিলে ক্ষুদ্র পশু লাভ হয়। পঞ্চমীতে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ হয়। ষষ্ঠীতে শ্রাদ্ধ করিলে ঘৃতপ্রাপ্তি ও কৃষিকার্য্যে লাভ হয়। সপ্তমীতে শ্রাদ্ধ করিলে মানব ধনবান্ হয়। অষ্টমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বাণিজ্যে সর্ব্বদা লাভবান্ হয়। নবমীতে শ্রাদ্ধ করিলে একখুর (অশ্বাদি) পশু লাভ হয়। দশমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বহু দ্বিখুর (গবাদি) পশু লাভ হয়। একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে রৌপ্যলাভ ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন বহুপুত্র লাভ হয়। ১১—২০। দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্ণ, রজত ও অন্য ধাতু লাভ হয়। ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব-প্রাপ্তি হয়। চতুর্দ্দশীতে শ্রাদ্ধ করিলে কুসন্তান হয়। পঞ্চদশীতে (অমাবস্যায়) শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা সর্ব্বদা সমস্ত অভিলষিত দ্রব্য লাভ করিতে পারেন। (চতুর্দ্দশীতে শ্রাদ্ধ করিলে কুসন্তান হয় বলিয়া) চতুর্দ্দশীতে শ্রাদ্ধ করিবে না। কেবল শস্ত্রাহত ব্যক্তিদিগের শ্রাদ্ধ চতুর্দ্দশীতেই করিতে হইবে।

তস্মাদ্ভোগাপবর্গার্থং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২৩
কর্ম্মারম্ভেষু সর্ব্বেষু কুর্য্যাদভ্যুদয়ে পুনঃ।
পুত্রজন্মাদিষু শ্রাদ্ধং পার্ব্বণং পর্ব্বসু স্মৃতম্ ॥ ২৪
অহন্যহনি নিত্যং স্যাৎ কাম্যং নৈমিত্তিকং পুনঃ
একোদ্দিষ্টাদি বিজ্ঞেয়ং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধন্তু পার্ব্বণম্ ॥ ২৫
এতৎ পঞ্চবিধং শ্রাদ্ধং মনুনা পরিকীর্ত্তিতম্।
যাত্রায়াং ষষ্ঠমাখ্যাতং তৎ প্রযত্নেন পালয়েৎ ॥
শুদ্ধয়ে সপ্তমং শ্রাদ্ধং ব্রহ্মণা পরিভাষিতম্।
দৈবিকঞ্চাষ্টমং শ্রাদ্ধং যৎ কৃত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ ॥
সন্ধ্যা-রাত্র্যো ন কর্ত্তব্যং রাহোরন্যত্র দর্শনাৎ।
দেশানাঞ্চ বিশেষেণ ভবেৎ পুণ্যমনন্তকম্ ॥২৮
গঙ্গায়ামক্ষয়ং শ্রাদ্ধং প্রয়াগেঽমরকণ্টকে।
গায়ন্তি পিতরো গাথাং কীর্ত্তয়ন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৯
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রাঃ শীলবন্তো গুণান্বিতাঃ।
তেষান্তু সমবেতানাং যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ ॥ (১)
গয়াং প্রাপ্যানুষঙ্গেণ যদি শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ।
তারিতাঃ পিতরস্তেন স যাতি পরমাং গতিম্ ॥
বরাহপর্ব্বতে চৈব গয়ায়াঞ্চ বিশেষতঃ।
বারাণস্যাং বিশেষেণ যত্র দেবঃ স্বয়ং হরঃ ॥ ৩২
গঙ্গাদ্বারে প্রভাসে তু বিল্বকে নীলপর্ব্বতে।
কুরুক্ষেত্রে চ কুব্জাম্রে ভৃগুতুঙ্গে মহালয়ে ॥৩৩
কেদারে ফল্গুতীর্থে চ নৈমিষারণ্য এব চ।
সরস্বত্যাং বিশেষেণ পুষ্করে চ বিশেষতঃ ॥ ৩৪
নর্ম্মদায়াং কুশাবর্ত্তে শ্রীশৈলে ভদ্রকর্ণকে।
বেত্রবত্যাং বিপাশায়াং গোদাবর্য্যাং বিশেষতঃ
এবমাদিষু চান্যেষু তীর্থেষু পুলিনেষু চ।
নদীনাঞ্চৈব তীরেষু তুষ্যন্তি পিতরঃ সদা ॥ ৩৬
ব্রীহিভিশ্চ যবৈর্মাষৈরদ্ভির্মূলফলেন বা।
শ্যামাকৈশ্চ শুভৈঃ শাকৈর্নীবারৈশ্চ প্রিয়ঙ্গুভিঃ।

উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বা উৎকৃষ্ট বস্তুর লাভ হইলেই শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাতে কোন কালনিয়ম নাই, অতএব ভোগ বা মুক্তিলাভের নিমিত্ত দ্বিজাতিগণ তখন শ্রাদ্ধ করিবেন। পুত্রজন্মাদি সমস্ত কর্ম্মের আরম্ভ এবং অভ্যুদয়কার্য্যের নিমিত্ত শ্রাদ্ধ করিবে। পর্ব্বদিনে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিবে। প্রতিদিন কর্ত্তব্য (ও অষ্টকাদি) নিত্যশ্রাদ্ধ, কাম্যশ্রাদ্ধ,একোদ্দিষ্টাদি নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, এই পঞ্চপ্রকার শ্রাদ্ধ মনু বলিয়াছেন। তীর্থযাত্রা-নিমিত্তক শ্রাদ্ধ ষষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে, এই শ্রাদ্ধ যত্নপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবে। প্রায়শ্চিত্তকালে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ—সপ্তম, ইহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন। যে শ্রাদ্ধ করিলে ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়, সেই দৈবিকশ্রাদ্ধই অষ্টম শ্রাদ্ধ জানিবে। সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ করিবে না; কিন্তু সন্ধ্যা বা রাত্রিকালে গ্রহণ হইলে শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে। স্থানবিশেষে শ্রাদ্ধ সকল অনন্তপুণ্যজনক হইয়া থাকে। যথা;—গঙ্গা, অমরকণ্টক পর্ব্বত ও প্রয়াগতীর্থে কৃতশ্রাদ্ধ অনন্তফলপ্রদ হয়। পিতৃগণ এই গাথা গান করিয়া থাকেন এবং বিদ্বান সকল ইহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, শীলবান ও গুণান্বিত বহু পুত্রই অভিলাষ করা উচিত, কারণ এই সকল বহু পুত্রের মধ্যে যদি কেহ পিণ্ডদান করিতে গয়ায় যায়। যদি অন্য প্রসঙ্গক্রমেও গয়ায় গিয়া শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে সেই শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণ নরক হইতে উত্তীর্ণ হন এবং সেই শ্রাদ্ধকর্ত্তাও শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হন। ২১—৩১। বরাহপর্ব্বত, গয়া, দেবাদিদেব মহাদেবের বাসস্থান বারাণসী, গঙ্গাদ্বার, প্রভাসক্ষেত্র, বিল্বকতীর্থ, নীলপর্ব্বত, কুরুক্ষেত্র, কুব্জাম্র, ভৃগুতুঙ্গ, মহালয়, কেদারতীর্থ, ফল্গুতীর্থ, নৈমিষারণ্য, সরস্বতীতীর, পুষ্করক্ষেত্র, নর্ম্মদা-তীর, কুশাবর্ত্ত, শ্রীশৈল, ভদ্রকর্ণক, বেত্রবতী, বিপাশা ও গোদাবরী নদীর তীর এই সকল স্থান ও এই প্রকার অন্যান্য তীর্থ এবং পুলিন (চড়া) ও নদীতীরে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। ব্রীহি (হৈমন্তিক ধান্য) যব, মাষ, জল, মূল, ফল,

(১) এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ। যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ইতি পাঠান্তরং কচিৎ পুস্তকে।

গোধূমৈশ্চ তিলৈর্মুদ্গৈর্মাসং প্রীণয়তে পিতৃন্।
আম্রান্ পাণিনরতানিক্ষূন্ মৃদ্বীকাংশ্চ সদাড়িমান
বিদারীশ্চ ভরুণ্ডাংশ্চ শ্রাদ্ধকালে প্রদাপয়েৎ ॥
লাজান মধুযুতান্ দদ্যাচ্ছক্তূন শর্করয়া সহ।
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধে প্রযত্নেন শৃঙ্গাটক-কশেরুকান ॥৩৯
দ্বৌ মাসৌ মৎস্যমাংসেন ত্রীন মাসান হারিণেনতু,
ঔরভ্রেণাথ চতুরঃ শাকুনেনেহ পঞ্চ তু ॥ ৪০
ষণ্মাসাংশ্ছাগমাংসেন পার্ষতেনেহ সপ্ত বৈ।
অষ্টাবেণস্য মাংসেন রৌরবেণ নবৈব তু ॥৪১
দশ মাসাংস্তু তৃপ্যন্তি বরাহমহিষামিষৈঃ।
শশকূর্ম্ময়োস্তু মাংসেন মাসানেকাদশৈব তু ॥৪২
সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন তু।
বাধ্রীণসস্য মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ৪৩
কালশাকং মহাশল্কং খড়্গলোহামিষং মধু।
আনন্ত্যায়ৈব কল্প্যন্তে মুন্যন্নানি চ সর্ব্বশঃ ॥ ৪৪
ক্রীত্বা লব্ধা স্বয়ং বাথ মৃতানাহৃত্য বৈ দ্বিজঃ।
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধে প্রযত্নেন তদস্যাক্ষয়মুচ্যতে ॥ ৪৫
পিপ্পলীং ক্রমুকঞ্চৈব তথা চৈব মসূরকম্।
কুষ্মাণ্ডালাবুবার্ত্তাকুভূস্তৃণং সুরসং তথা ॥ ৪৬
কুসুম্ভ-পিণ্ডমূলং বৈ তণ্ডুলীয়কমেব চ।
রাজমাষাংস্তথা ক্ষীরং মাহিষাজং বিবর্জ্জয়েৎ ।
কোদ্রবান কোবিদারাংশ্চ পালক্যাং মরিচাংস্তথা
বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বযত্নেন শ্রাদ্ধকালে দ্বিজোত্তমঃ ॥৪৮

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্ম-বিদ্যায়াং শ্রাদ্ধকল্পে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

শ্যামাক (শ্যামাধান), উত্তম শাণ, নীবার (উড়িধান), প্রিয়ঙ্গু, গোধূম, তিল ও মুদ্গ এই সকল বস্তু দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ একমাস কাল পরিতৃপ্ত থাকেন। আম্র, পাণিরত (করমর্দ্দক) ইক্ষু, মৃদ্বীকা (দ্রাক্ষা), দাড়িম, বিদারী ও ভরুণ্ডা শ্রাদ্ধকালে পিতৃ-উদ্দেশে প্রদান করিবে। মধুসংযুক্ত লাজা (খই), শর্করাসংযুক্ত শক্তু, শৃঙ্গাটক (পানি-ফল) ও কশেরুক (কেশুর) এই সকল বস্তু অতি যত্নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধে দান করিবে। ৩২—৩৯। মৎস্য মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ দুইমাস পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। হরিণমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে তিনমাস পর্য্যন্ত তৃপ্ত থাকেন। মেষমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে চারিমাস এবং পক্ষিমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পঞ্চমাস পরিতৃপ্ত থাকেন। ছাগমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে ছয়মাস, পৃষত (মৃগবিশেষ) মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে সপ্ত-মাস, এণমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে আটমাস এবং রুরুমৃগের মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে নয়মাস পরিতৃপ্ত থাকেন। বরাহ বা মহিষ-মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে দশমাস এবং শশ বা কূর্ম্মমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে একাদশমাস পরিতৃপ্ত থাকেন। গব্যদুগ্ধ বা তাহার পায়স দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ সংবৎসর-কাল তৃপ্ত থাকেন। আর বাধ্রীণস মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। কালশাক নামক শাক, যে সকল মৎস্যে বড় বড় আঁইশ আছে—সেই সকল মৎস্য, গণ্ডারের মাংস, রক্তবর্ণ ছাগের মাংস, মধু এবং মুনিজনভক্ষ্য নীবারাদি অন্ন শ্রাদ্ধে প্রদান করিলে পিতৃলোকের অনন্তকালের জন্য তৃপ্তি সাধিত হয়। ক্রয়লব্ধ মাংস, প্রতিগ্রহলব্ধ মাংস অথবা স্বয়ংমৃত পশুর মাংস —যেরূপই হউক, শ্রাদ্ধে মাংস প্রদান করিবে, তদ্দ্বারা অক্ষয় ফল লাভ হয়। পিপ্পলী, ক্রমুকফল (সুপারি), মসূর, কুমড়া, লাউ, বেগুণ, ভূস্তৃণ, সুরস, কুসুম্ভ, পিণ্ডমূল, তণ্ডুলীয় (নটেশাক), রাজমাষ (বরবটী) এবং মহিষ বা ছাগলের দুগ্ধ, এ সমস্তই শ্রাদ্ধে পরিত্যাগ করিবে। কোদ্রব (কেদোধানের চাউল), কোবিদার, পালংশাক ও মরিচ, এই সমস্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধে দান করিবে না। ৪০—৪৮।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

স্নাত্বা যথোক্তং সন্তর্প্য পিতৄংশ্চন্দ্রক্ষয়ে দ্বিজঃ।
পিণ্ডান্বাহার্য্যকং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ সৌম্যমনাঃ শুচিঃ
পূর্ব্বমেব পরীক্ষেত ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
তীর্থং তদ্ধব্য-কব্যানাং প্রদানানাঞ্চ স স্মৃতঃ ॥২
যে সোমপা বিরজসো ধর্ম্মজ্ঞাঃ শান্তচেতসঃ।
ব্রতিনো নিয়মস্থাশ্চ ঋতুকালাভিগামিনঃ ॥ ৩
পঞ্চাগ্নিরপ্যধীযানো যজুর্ব্বেদবিদেব চ।
বহ্বৃচশ্চ ত্রিসৌপর্ণ-স্ত্রিমধুর্ব্বাথ যো ভবেৎ ॥ ৪
ত্রিণাচিকেতশ্ছন্দোগো্যা জ্যেষ্ঠসামগ এব চ।
অথর্ব্বশিরসোঽধ্যেতা রুদ্রাধ্যায়ী বিশেষতঃ ॥৫
অগ্নিহোত্রপরো বিদ্বান্ ন্যায়বিচ্চ ষডঙ্গবিৎ।
মন্ত্র-ব্রাহ্মণবিচ্চৈব যশ্চ স্যাদ্ধর্ম্মপাঠকঃ ॥ ৬
ঋষিব্রতী ঋষীকশ্চ তথা দ্বাদশবার্ষিকঃ।
ব্রহ্মদেয়ানুসন্ত নো গর্ভশুদ্ধঃ সহস্রদঃ ॥ ৭
চান্দ্রায়ণব্রতচরঃ সত্যবাদী পুরাণবিৎ।
গুরুদেবাগ্নিপূজাসু প্রসক্তো জ্ঞানতৎপরঃ ॥ ৮
বিমুক্তঃ সর্ব্বতো ধীরো ব্রহ্মভূতো দ্বিজোত্তমঃ।
মহাদেবার্চ্চনরতো বৈষ্ণবঃ পঙ্ক্তিপাবনঃ ॥ ৯
অহিংসানিরতো নিত্যমপ্রতিগ্রহণস্তথা।
সত্রী চ দাননিরতো বিজ্ঞেয়ঃ পঙ্ক্তিপাবনঃ ॥১০
মাতাপিত্রোর্হিতে যুক্তঃ প্রাতঃস্নায়ী তথা দ্বিজঃ।
অধ্যাত্মবিন্মুনি-র্দান্তো বিজ্ঞেয়ঃ পঙ্ক্তিপাবনঃ
জ্ঞাননিষ্ঠো মহাযোগী বেদান্তার্থবিচিন্তকঃ।
শ্রদ্ধালুঃ শ্রাদ্ধনিরতো ব্রাহ্মণঃ পঙ্ক্তিপাবনঃ ॥১২
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতো ব্রহ্মচর্য্যপরঃ সদা।
আথর্ব্বণো মুমুক্ষুশ্চ ব্রাহ্মণঃ পঙ্ক্তিপাবনঃ ॥১৩
অসমানপ্রবরকো হ্যসগোত্রস্তথৈব চ।

একবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—অমাবস্যা তিথিতে স্নান করিয়া যথোক্ত বিধানে (অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় গৃহ্যানুসারে) পিতৃগণের তর্পণ সমাধা করিয়া ও শুচি হইয়া, ব্রাহ্মণ শুদ্ধান্তঃকরণে পিণ্ডান্বাহার্য্যক শ্রাদ্ধ করিবে। দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে অগ্রে বেদপারগ ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিবে; যেহেতু বেদজ্ঞ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণই হব্য-কব্য দান ও অপর দানের উপযুক্ত পাত্র। সোমপায়ী, রজোগুণহীন, ধর্ম্মজ্ঞ, শান্তচেতাঃ, ব্রতী, নিয়মস্থ ও ঋতুকালাভিগামী ব্যক্তি সকল পঙ্ক্তিপাবন। পঞ্চাগ্নি-হোমকর্ত্তা, অধ্যয়নকারী, যজুর্ব্বেদবেত্তা, বহ্বৃচ, ত্রিসৌপর্ণ, ত্রিমধু, ত্রিণাচিকেত, সামবেদাধ্যায়ী, জ্যেষ্ঠসামগ, * অথর্ব্বশিরোধ্যায়ী, রুদ্রাধ্যায়ী, অগ্নিহোত্র-পরায়ণ, বিদ্বান্, ন্যায়বেত্তা, শিক্ষাকল্পাদি ষড়ঙ্গবেত্তা, মন্ত্রজ্ঞ, মন্ত্রের ব্রাহ্মণভাগবেত্তা, ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠক, ঋষিচান্দ্রায়ণ-ব্রতানুষ্ঠায়ী, ঋষিব্রতানুষ্ঠায়ী, দ্বাদশবার্ষিক-ব্রতকারী, ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান, গর্ভাধানাদিসংস্কার-বিশুদ্ধ এবং বহুদাতা এই সকল ব্যক্তি পংক্তিপাবন। চান্দ্রায়ণব্রতকারী, সত্যবাদী, পুরাণবেত্তা, গুরু-দেবতাপূজাপরায়ণ, অগ্নিহোত্রী, জ্ঞানরত; সর্ব্বপ্রকারে বিমুক্ত (বিধিনিষেধাতীত), ব্রহ্মজ্ঞ, মহাদেব-পূজাপরায়ণ ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা পংক্তিপাবন। অহিংসারত, নিত্য, অপ্রতিগ্রহকারী, যাজ্ঞিক ও দাননিরত ব্রাহ্মণ পংক্তিপাবন। ১—১০। মাতাপিতার হিতকর্ম্মে রত, প্রাতঃস্নায়ী, অধ্যাত্মবিদ্যাবিদ্, মুনিব্রতাবলম্বী ও দান্ত (ইন্দ্রিয়দমনশীল) ব্রাহ্মণ পংক্তিপাবন। জ্ঞানী, মহাযোগী, বেদান্তার্থচিন্তাকারী, শ্রদ্ধালু ও শ্রাদ্ধনিরত ব্রাহ্মণ পংক্তিপাবন। কৃত-সমাবর্ত্তন-স্নান, সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, অথর্ব্ববেদাধ্যায়ী, মুমুক্ষু, এবং অসমান-প্রবর, অস-

* ঋগ্‌বেদের অংশবিশেষ ত্রিসুপর্ণ; মধুবাতাদি ঋকত্রয়—ত্রিমধু এবং যজুর্ব্বেদের অংশবিশেষ ত্রিণাচিকেত। এতৎপাঠী বা এতদ্‌ব্রতানুষ্ঠায়ীরা যথাক্রমে—ত্রিসৌপর্ণ, ত্রিমধু ও ত্রিণাচিকেত। সামবেদের আরণ্যকপারককে জ্যেষ্ঠসামগ বলে।

অসম্বন্ধী চ বিজ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণঃ পঙ্‌ক্তিপাবনঃ ॥১৪
ভোজয়েদ্‌যোগিনং শান্তং তত্ত্বজ্ঞানরতং যতিম্‌ ।
অলাভে নৈষ্ঠিকং দান্তমুপকুর্ব্বাণকং তথা ॥ ১৫
তদলাভে গৃহস্থন্তু মুমুক্ষুং সঙ্গবর্জ্জিতম্‌ ।
সর্ব্বালাভে সাধকং বা গৃহস্থমপি ভোজয়েৎ ॥
প্রকৃতের্গুণতত্ত্বজ্ঞো যস্যাশ্নাতি যতির্হবিঃ ।
ফলং বেদবিদাং তস্য সহস্রাদতিরিচ্যতে ॥ ১৭
তস্মাদ্‌যত্নেন যোগীন্দ্রমীশ্বরজ্ঞানতৎপরম্‌ ।
ভোজয়েদ্ধব্যকব্যেষু অলাভাদিতরান্‌ দ্বিজান্‌ ॥
এষ বৈ প্রথমঃ কল্পঃ প্রদানে হব্যকব্যয়োঃ ।
অনুকল্পস্ত্বয়ং জ্ঞেয়ঃ সদা সদ্ভিরনুষ্ঠিতঃ ॥ ১৯
মাতামহং মাতুলঞ্চ স্বস্রীয়ং শ্বশুরং গুরুম্‌ ।
দৌহিত্রং বিট্‌পতিং বন্ধুমৃত্বিগ্‌যাজ্যৌ চ ভোজয়েৎ ॥ ২০
ন শ্রাদ্ধে ভোজয়েন্মিত্রং ধনৈঃ কার্য্যোঽস্য সংগ্রহঃ ।
পৈশাচী দক্ষিণা সা হি নেহামুত্র ফলপ্রদা ॥ ২১
কামং শ্রাদ্ধেঽর্চ্চয়েন্মিত্রং নাভিরূপমপি ত্বরিম্‌
দ্বিষতা হি হবির্ভুক্তং ভবতি প্রেত্য নিষ্ফলম্‌ ॥
ব্রাহ্মণো হ্যনধীয়ানস্তৃণাগ্নিরিব শাম্যতি ।
তস্মৈ হব্যং ন দাতব্যং ন হি ভস্মনি হূয়তে ॥
যথোষরে বীজমুপ্ত্বা ন বপ্তা লভতে ফলম্‌ ।
তথানৃচে হবির্দত্ত্বা ন দাতা লভতে ফলম্‌ ॥ ২৪
যাবতো গ্রসতে পিণ্ডান্‌ হব্যকব্যেষ্বমন্ত্রবিৎ ।
তাবতো গ্রসতে প্রেত্য দীপ্তান্‌ স্থূলাংস্ত্বয়োগুড়ান্‌ ॥ ২৫
অপি বিদ্যাকুলৈর্যুক্তা হীনবৃত্তা নরাধমাঃ ।
যত্রৈতে ভুঞ্জতে হব্যং তদ্ভবেদাসুরং দ্বিজাঃ ॥

মান-গোত্র ও সম্বন্ধবিহীন ব্রাহ্মণ সকল পংক্তিপাবন জানিবে। যোগী, শান্ত ও তত্ত্বজ্ঞানী যতিকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে, ইহার অলাভ হইলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীকে ভোজন করাইবে। ইহাদের অভাবে মুমুক্ষু ও বিষয়াসক্তি-বর্জ্জিত গৃহস্থকে ভোজন করাইবে। এই সকলের অলাভ হইলে সাধক গৃহস্থকে ভোজন করাইবে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হব্যাদি ভোজন করিলে যে ফল হয়, প্রকৃতির গুণতত্ত্বজ্ঞ যতি হব্যাদি ভোজন করিলে তাহার সহস্রগুণ অধিক ফল হয়। অতএব দৈব ও পৈত্র্য কার্য্যে যত্ন সহকারে ঈশ্বর-জ্ঞান-পরায়ণ যোগিশ্রেষ্ঠগণকে ভোজন করাইবে। ইহাদের অলাভ হইলে অন্য ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। হব্য-কব্যপ্রদানে এইটীই মুখ্যকল্প। ইহাদের অলাভ হইলে সাধুগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বক্ষ্যমাণ ব্যক্তিগণ অনুকল্প জানিবে। মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু, (আচার্য্য বা বিদ্যাগুরু), দৌহিত্র, জামাতা, বন্ধু, অর্থাৎ মাতৃস্বসৃপুত্র, পিতৃস্বসৃপুত্র পুরোহিত ও শিষ্য এই দশ জনকে ভোজন করাইতে পারে। ১১—২০। শ্রাদ্ধে মিত্রকে ভোজন করাইবে না; ধন দ্বারা মিত্রের সহিত মিত্রতা সম্পাদন করিবে। পিশাচবৎ আচারবান্‌ ও দক্ষিণালুব্ধ ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইবে না; যেহেতু এই সকল লোককে ভোজন করাইলে ইহলোকে ও পরলোকে কোনই ফল হয় না। অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভোজনযোগ্য ব্যক্তির অভাবে মিত্রকেও ভোজন করাইতে পারিবে, কিন্তু শত্রু পণ্ডিত হইলেও তাহাকে ভোজন করাইবে না। যেহেতু শত্রু যে হবি ভোজন করে, সে হবি পরলোকে ফলপ্রদ হয় না। মূর্খ ব্রাহ্মণ তৃণাগ্নির ন্যায় আপনা-আপনিই নিস্তেজ হয়, অতএব তাহাকে হব্যাদি দান করিবে না; যেহেতু কেহই ভস্মে হোম করে না। যেমন উষর ভূমিতে বীজ বপন করিলে, বপনকর্ত্তা ফলভাগী হয় না, সেইরূপ বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে হব্যাদি দান করিলে হব্যাদিদাতা ফলভাগী হয় না। মন্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তি হব্য কব্যের যত পরিমিত পিণ্ড ভোজন করিয়া থাকে, পরলোকে তত পরিমিত প্রজ্বলিত লৌহবর্ত্তুল ভক্ষণ করিয়া থাকে। বিদ্যাসম্পন্ন ও সৎকুলোৎপন্ন হইয়া যে নরাধম ব্রাহ্মণ হীনবৃত্তি অবলম্বন করে, সে ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে সেই

যস্য বেদশ্চ বেদী চ বিচ্ছিদ্যেতে ত্রিপূরুষম্।
স বৈ দুর্ব্রাহ্মণো নার্হঃ শ্রাদ্ধাদিষু কদাচন ॥ ২৭
শূদ্রপ্রেষ্যো ভৃতো রাজ্ঞো বৃষলো গ্রামযাজকঃ
বধবন্ধোপজীবী চ ষড়েতে ব্রহ্মবন্ধবঃ ॥ ২৮
দত্তানুযোগো বৃত্ত্যর্থং পতিতান্ মনুরব্রবীৎ।
বেদবিক্রয়িণো হ্যেতে শ্রাদ্ধাদিষু বিগর্হিতাঃ ॥
সুতবিক্রয়িণো যে তু পরপূর্ব্বাসমুদ্ভবাঃ।
অসমানান্ যাজয়ন্তি পতিতাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
অসংস্কৃতাধ্যাপকা যে ভৃত্যর্থেঽধ্যায়ন্তি যে।
অধীয়তে তথা বেদান্ পতিতাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ
বৃদ্ধশ্রাবকনির্গ্রন্থাঃ পঞ্চরাত্রবিদো জনাঃ।
কাপালিকাঃ পাশুপতাঃ পাষণ্ডা যে চ তদ্বিধাঃ॥
যস্যাশ্নন্তি হবীংষ্যেতে দুরাত্মানস্তু তামসাঃ।
ন তস্য তদ্ভবেচ্ছ্রাদ্ধং প্রেত্য চেহ ফলপ্রদম্ ॥৩৩
অনাশ্রমী যো দ্বিজঃ স্যাদাশ্রমী বা নিরর্থকঃ।
মিথ্যাশ্রমী চ তে বিপ্রা বিজ্ঞেয়াঃ
পঙ্‌ক্তিদূষকাঃ ॥ ৩৪
দুশ্চর্ম্মা কুনখী কুষ্ঠী শ্বিত্রী চ শ্যাবদন্তকঃ।
বিদ্ধপ্রজননশ্চৈব স্তেনঃ ক্লীবোঽথ নাস্তিকঃ
মদ্যপো বৃষলীসক্তো বীরহা দিধিষূপতিঃ।
অগারদাহী কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়িণো দ্বিজাঃ ॥৩৬
পরিবেত্তা চ হিংস্রশ্চ পরিবিত্তির্নিরাকৃতিঃ।
পৌনর্ভবঃ কুসীদী চ তথা নক্ষত্রসূচকঃ ॥ ৩৭
গীতবাদিত্রশীলশ্চ ব্যাধিতঃ কাণ এব চ।
হীনাঙ্গশ্চাতিরিক্তাঙ্গো হ্যবকীর্ণী তথৈব চ ॥৩৮

হব্য কব্য অসুরের তৃপ্তিজনক হয়। যাহাদের তিন পুরুষ পর্য্যন্ত বেদ ও বেদী (বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ) বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহারা কুৎসিত ব্রাহ্মণ এবং তাহারা শ্রাদ্ধাদি ভোজনের অযোগ্য। শূদ্রের দাস, রাজার বেতনগ্রাহী, শূদ্রযাজক, গ্রামযাজক এবং বধ ও বন্ধনদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী এই ছয় জন ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ অধম ব্রাহ্মণ। যাহারা প্রশ্নের উত্তর করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে এবং প্রাগুক্ত ব্রাহ্মণদিগকে পতিত বলিয়াছেন। ইহাদিগকে এবং যাহারা বেদবিক্রয়ী (অর্থাৎ যাহারা বেদপাঠ, বেদাধ্যাপনা ও বেদগ্রন্থবিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে) তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে না। কন্যাপুত্রবিক্রয়ী, পরপূর্ব্বা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ও নীচ বর্ণের যাজনকর্ত্তা, ইহারা সকলেই পতিত, মুনিগণ ইহা বলিয়াছেন। ১১—৩০। সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন ভাষা যে অধ্যাপনা করে ও যাহারা বেতন গ্রহণ করিয়া বেদপাঠ ও বেদের অধ্যাপনা করে, তাহারা সকলেই পতিত; ইহা মুনিগণ বলিয়াছেন। অধ্যয়ন না করিয়া কেবল বৃদ্ধদিগের নিকটে শাস্ত্র শ্রবণ মাত্র করে এমত ব্যক্তি, নির্গ্রন্থ, পঞ্চরাত্রপ্রন্থাধ্যায়ী, কাপালিক ও পাশুপতশাস্ত্রাধ্যায়ী, পাষণ্ড এবং পাষণ্ডতুল্য—এই সকল নিন্দিত দুরাত্মগণ যাহার শ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করে, তাহার কৃত শ্রাদ্ধ ইহলোকে বা পরলোকে কোনই ফলপ্রদ হয় না। যে অনাশ্রমী ও যে আশ্রমে থাকিয়াও আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করে না এবং মিথ্যাশ্রমী (ধূর্ত্ত), ইহারা সকলেই পংক্তিদূষক জানিবে। দুশ্চর্ম্মা, কুনখী (কুৎসিত-নখরোগবিশিষ্ট), কুষ্ঠ বা শ্বিত্ররোগাক্রান্ত, শ্যাবদন্তক, বিদ্ধলিঙ্গ, চোর, ক্লীব, নাস্তিক, মদ্যপায়ী, শূদ্রাগামী, বীরঘাতী, দিধিষূপতি (ধর্ম্মতঃ নিযুক্তা মৃতভ্রাতৃপত্নীতে কামবশতঃ আসক্ত), গৃহদাহী, কুণ্ডাশী (জারজান্নভোজী) ও সোমবিক্রয়কারী ব্রাহ্মণ সকল এবং পরিবেত্তা, হিংস্রক, পরিবিত্তি* নিরাকৃতি (পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠানরহিত) পুনর্ভূ স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান, টাকার সুদগ্রহণকারী এবং নক্ষত্রসূচক (মূর্খ-গণক) ইহারা সকলেই পঙ্‌ক্তিদূষক জানিবে। গীতবাদ্যানুরক্ত, পাপরোগী, কাণ (একচক্ষুহীন),

* জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনগ্নিক বা অবিবাহিত থাকিতে, যে কনিষ্ঠ অগ্রে বিবাহ বা অগ্নি স্বীকার করে, সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিবেত্তা ও সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিবিত্তি বলে।

কন্যাদূষী কুণ্ড-গোলাবভিশস্তোঽথ দেবলঃ।
মিত্রধ্রুক্ পিশুনশ্চৈব নিত্যং ভার্য্যানুবর্ত্তকঃ॥
মাতাপিত্রোর্গুরোস্ত্যাগী দারত্যাগী তথৈব চ।
গোত্রস্পৃগ্‌ভ্রষ্টশৌচশ্চ কাণ্ডপৃষ্ঠস্তথৈব চ॥ ৪০
অনপত্যঃ কূটসাক্ষী পাচকো রঙ্গজীবকঃ।
সমুদ্রযায়ী কৃতহা তথা সময়ভেদকঃ॥ ৪১
বেদনিন্দারতশ্চৈব দেবনিন্দাপরস্তথা।
দ্বিজনিন্দারতশ্চৈব বর্জ্জ্যাঃ শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মসু॥৪২
কৃতঘ্নঃ পিশুনঃ ক্রূরো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।
মিত্রধ্রুক্ কুহকশ্চৈব বিশেষাৎ পঙ্‌ক্তিদূষকাঃ
সর্ব্বে পুনরভোজ্যান্না ন দানার্হাঃ স্বকর্ম্মসু।
ব্রহ্মহা চাভিশস্তশ্চ বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥ ৪৪
শূদ্রান্নরসপুষ্টাঙ্গঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতঃ।

অঙ্গহীন বা অধিকাঙ্গবিশিষ্ট, অবকীর্ণী (ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় যোষিদ্‌গামী) কুমারীগামী, কুণ্ড (পতিসত্ত্বে জারজ পুত্র), গোলক (বিধবা-গর্ভজাত পুত্র), অভিশস্ত (অপবাদগ্রস্ত), দেবল (পূজারি ব্রাহ্মণ) মিত্রধ্রুক্ (ক্রোধ-বশতঃ মিত্রের অপকারকারী), ক্রূর, সর্ব্বদা ভার্য্যার আজ্ঞাকারী, খল, মাতা পিতা বা গুরুত্যাগকারী, ভার্য্যাত্যাগকারী, গোত্রস্পৃক্ (সগোত্রাগামী), ভ্রষ্টাচারী, কাণ্ডপৃষ্ঠ (অস্ত্র-ব্যবহারজীবী), পুত্রহীন, কূটসাক্ষী, পাচক, রঙ্গদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী, সমুদ্রযাত্রাকারী, অকৃতজ্ঞ এবং প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী, এই সকল ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তিদূষক। বেদনিন্দা ও দেব-নিন্দাকারী, এবং দ্বিজনিন্দায় রত ব্রাহ্মণ-দিগকে শ্রাদ্ধাদিতে পরিত্যাগ করিবে। কৃতঘ্ন, খল, ক্রূর, নাস্তিক, বেদনিন্দাকারী, মিত্রবঞ্চক ও ঐন্দ্রজালিক এই সকল ব্রাহ্মণ বিশেষরূপে পঙ্‌ক্তিদূষক জানিবে। পূর্ব্বোক্ত নিন্দিত ব্রাহ্মণগণ সকলেই শ্রাদ্ধান্ন ভোজনের অযোগ্য (বা তাহাদের অন্ন ভোজনের অযোগ্য) ও স্বকীয় কর্ম্মে দানের অযোগ্য। আর ব্রহ্মহত্যাকারী বা পরিবাদগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে যত্নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধে পরিত্যাগ করিবে। শূদ্রের অন্নরসাদি দ্বারা শরীর-পোষণকারী ও

মহাযজ্ঞবিহীনশ্চ ব্রাহ্মণঃ পঙ্‌ক্তিদূষকঃ॥ ৪৫
অধীতনাশনশ্চৈব স্নান-দানবিবর্জ্জিতঃ।
তামসো রাজসশ্চৈব ব্রাহ্মণঃ পঙ্‌ক্তিদূষকঃ॥ ৪৬
বহুনাত্র কিমুক্তেন বিহিতান্ যে ন কুর্ব্বতে।
নিন্দিতানাচরন্ত্যেতে বর্জ্জ্যাঃ শ্রাদ্ধে প্রযত্নতঃ॥

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্ম-বিদ্যায়াং শ্রাদ্ধকল্পে একবিংশো-ঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।
গোময়েনোদকৈর্ভূমিং শোধয়িত্বা সমাহিতঃ।
সন্নিমন্ত্র্য দ্বিজান্ সর্ব্বান্ স ধৃতিঃ সন্নিমন্ত্রয়েৎ॥
শ্বো ভবিষ্যতি মে শ্রাদ্ধং পূর্ব্বেদ্যুরভিপূজ্য চ
অসম্ভবে পরেদ্যুর্ব্বা যথোক্তৈর্লক্ষণৈর্যুতান্॥২

সন্ধ্যোপাসনা পরিত্যাগকারী এবং মহা-যজ্ঞের অননুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ সকল পঙ্‌ক্তি-দূষক জানিবে। বেদ পড়িয়া যে ব্রাহ্মণ বেদ ভুলিয়া গিয়াছে এবং স্নান-দান-পরিত্যাগ-কারী, তমোগুণাবলম্বী বা রজোগুণাবলম্বী ব্রাহ্মণকে পঙ্‌ক্তিদূষক জানিবে। আর অধিক কি বলিব, যে সকল ব্যক্তি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে এবং নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা সকলেই শ্রাদ্ধ-ভোজ-নের অযোগ্য জানিবে। ৩১—৪৭।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—গোময় ও জলদ্বারা সমাহিতচিত্তে ভূমি শোধন করিয়া, শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন 'আগামী কল্য আমি শ্রাদ্ধ করিব' এই বলিয়া পূর্ব্বোক্তলক্ষণসমন্বিত নিমন্ত্রণ-যোগ্য ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া সাধুলোক-দ্বারা নিমন্ত্রণ করিবে। পূর্ব্বদিনের অসম্ভব

তস্য তে পিতরঃ শ্রুত্বা শ্রাদ্ধকালমুপস্থিতম্।
অন্যোন্যং মনসা ধ্যাত্বা সম্পতন্তি মনোজবাঃ॥
তৈর্ব্রাহ্মণৈঃ সহাশ্নন্তি পিতরো হ্যন্তরীক্ষগাঃ।
বায়ুভূতাশ্চ তিষ্ঠন্তি ভুক্ত্বা যান্তি পরাং গতিম্
আমন্ত্রিতাশ্চ তে বিপ্রাঃ শ্রাদ্ধকাল উপস্থিতে।
বসেয়ুর্নিয়তাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণাঃ॥ ৫
অক্রোধনোঽত্বরোঽমত্তঃ সত্যবাদী সমাহিতঃ।
ভারং মৈথুনমধ্বানং শ্রাদ্ধকৃদ্বর্জ্জয়েদ্ধ্রুবম্॥ ৬
আমন্ত্রিতো ব্রাহ্মণো বৈ যোঽন্যস্মৈ কুরুতে
ক্ষণম্।
স যাতি নরকং ঘোরং শূকরত্বং প্রয়াতি চ॥ ৭
আমন্ত্রয়িত্বা যো মোহাদন্যঞ্চামন্ত্রয়েদ্দ্বিজঃ।
স তস্মাদধিকঃ পাপী বিষ্ঠাকীটোঽভিজায়তে॥

শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতো বিপ্রো মৈথুনং যোঽধিগচ্ছতি
ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি তির্য্যগ্‌যোনৌ চ জায়তে
নিমন্ত্রিতস্তু যো বিপ্রো হ্যধ্বানং যাতি দুর্ম্মতিঃ
ভবন্তি পিতরস্তস্য তন্মাসং পাংশুভোজনাঃ॥১০
নিমন্ত্রিতস্তু যঃ শ্রাদ্ধে কুর্য্যাদ্বৈ কলহং দ্বিজঃ।
ভবন্তি পিতরস্তস্য তন্মাসং মলভোজনাঃ॥১১
তস্মান্নিমন্ত্রিতঃ শ্রাদ্ধে নিয়তাত্মা ভবেদ্দ্বিজঃ।
অক্রোধনঃ শৌচপরঃ কর্ত্তা চৈব জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
শ্বোভূতে দক্ষিণাং গত্বা দিশং দর্ভান্ সমাহিতঃ
সমূলানাহরেদ্বারি দক্ষিণাগ্রান্ সুনির্ম্মলান্॥ ১৩
দক্ষিণাপ্রবণং স্নিগ্ধং বিভক্তং শুভলক্ষণম্।
শুচিং দেশং বিবিক্তঞ্চ গোময়েনোপলেপয়েৎ
নদীতীরেষু তীর্থেষু স্বভূমৌ চৈব সানুষু।
বিবিক্তেষু চ তুষ্যন্তি দত্তেন পিতরঃ সদা॥১৫

হইলে উক্ত বিধানানুসারে পরদিনেও (শ্রাদ্ধ দিনেও) নিমন্ত্রণ করিতে পারে। এইরূপে ব্রাহ্মণগণের নিমন্ত্রণ করা হইলে, সেই শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তির পিতৃগণ সকলে "শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইয়াছে, মনে মনে এই চিন্তা করিয়া, মনের ন্যায় বেগে সত্বর শ্রাদ্ধকালে আসিয়া উপস্থিত হন। অন্তরীক্ষচারী পিতৃগণ সেই ব্রাহ্মণগণের সহিত ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বায়ুস্বরূপ হইয়া অবস্থান করেন এবং শ্রাদ্ধ ভোজন করিয়া উৎকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হন। শ্রাদ্ধকালে উপস্থিত হইলে, যে সকল ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইবেন, তাঁহারা সকলেই নিয়মিত ও ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইয়া বাস করিবেন। যিনি শ্রাদ্ধ করিবেন, তিনি ক্রোধ, ত্বরা (ব্যস্ততা), ও মত্ততা পরিত্যাগ করিবেন, সত্যবাদী ও সাবধান হইবেন। কোনও ভারবহনকর্ম্ম, মৈথুন ও অধ্বগমন পরিত্যাগ করিবেন। একজনের নিকট নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহার গৃহে ভোজন না করিয়া যে ব্রাহ্মণ অন্যের নিকট ভোজন করে, সে ঘোরতর নরকে বাস করিয়া শূকরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। আর যে ব্যক্তি এক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করত অন্য ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, তাহাকে উহা হইতেও অধিক পাপী জানিবে; সে মরিয়া বিষ্ঠার কীট হইবে। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া যে ব্রাহ্মণ মৈথুন আচরণ করে, সে ব্রহ্মহত্যাকারীর পাপ প্রাপ্ত হয় এবং তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। নিমন্ত্রিত হইয়া যে ব্রাহ্মণ পথগমন করে, তাহার পিতৃগণ সেই মাস পাংশু (ধূলা) ভোজন করেন। যে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া কলহ করে, সেই মাস তাহার পিতৃগণ মল ভোজন করেন। ১—১১। অতএব ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া নিয়তাত্মা, অক্রোধী ও শৌচপরায়ণ হইবেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তাও জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই সমস্ত আচরণ করিবেন এবং শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিনে সমাহিতচিত্তে দক্ষিণদিকে গমন করিয়া সুনির্ম্মল সমূল দক্ষিণাগ্র কুশ সকল ও জল আহরণ করিবেন। দক্ষিণাপ্রবণ (দক্ষিণে ক্রমাবনত), স্নিগ্ধ, বিভক্ত, (অন্য সম্বন্ধ রহিত) বিবিক্ত (সুপ্রকাশ—অন্ধকাররহিত) ও শুভলক্ষণ শুচি স্থানকে গোময়াদি দ্বারা লেপন করিবে। নদীতীর তীর্থ, স্বকীয়ভূমি, সানু (পর্ব্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমি) ও বিজন এই সকল স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।

পারক্যে ভূমিভাগে তু পিতৃণাং নৈব নির্ব্বপেৎ
স্বামিভিস্তদ্বিহন্যেত মোহাদ্‌যৎ ক্রিয়তে নরৈঃ
অটব্যঃ পর্ব্বতাঃ পুণ্যাস্তীর্থান্যায়তনানি চ।
সর্ব্বাণ্যস্বামিকান্যাহুর্ন হ্যেতেষু পরিগ্রহঃ॥ ১৭
তিলান্ প্রবিকিরেৎ তত্র সর্ব্বতো বন্ধয়েদজান
অসুরোপহতং সর্ব্বং তিলৈঃ শুধ্যত্যজেন তু॥
ততোঽন্নং বহুসংস্কারং নৈকব্যঞ্জনমধ্যগম্।
চোষ্য-পেয়সমৃদ্ধঞ্চ যথাশক্তি প্রকল্পয়েৎ॥ ১৯
ততো নিবৃত্তে মধ্যাহ্নে লুপ্তরোম-নখান্ দ্বিজান্
অবগম্য যথামার্গং প্রযচ্ছেদ্দন্তধাবনম্॥ ২০
তৈলেনাভ্যঞ্জনং স্নানং স্নানীয়ঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
পাত্রৈরৌদুম্বরৈর্দদ্যাদ্বৈশ্বদৈবত্যপূর্ব্বকম্॥ ২১
ততঃ স্নানান্নিবৃত্তেভ্যঃ প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ সম্প্রযচ্ছেদ্‌যথাক্রমম্॥ ২২
যে চাত্র বিশ্বদেবানাং বিপ্রাঃ পূর্ব্বং নিমন্ত্রিতাঃ
প্রাঙ্মুখান্যাসনান্যেষাং ত্রিদর্ভোপহতানি চ॥২৩
দক্ষিণামুখমুক্তানি পিতৄণামাসনানি চ।
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু প্রোক্ষিতানি তিলোদকৈঃ
তেষূপবেশয়েদেতানাসনং সংস্পৃশন্নপি।
আসধ্বমিতি সঞ্জল্পন্নাসীরংস্তে পৃথক্ পৃথক্॥২৫
দ্বৌ দৈবে প্রাঙ্মুখৌ পিত্র্যে ত্রয়শ্চোদঙ্মুখাস্তথা
একৈকং তত্র দৈবস্তু পিতৃমাতামহেষ্বপি॥ ২৬
সৎক্রিয়াং দেশকালৌ চ শৌচং ব্রাহ্মণসম্পদম্
পঞ্চৈতান্ বিস্তরো হন্তি তস্মান্নেহেত বিস্তরম্॥
অপি বা ভোজয়েদেকং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
শ্রুতশীলাদিসম্পন্নমলক্ষণবিবর্জ্জিতম্॥ ২৮
উদ্ধৃত্য পাত্রে চান্নং তৎ সর্ব্বস্মাৎ প্রকৃতাৎ ততঃ
দেবতায়তনে বাসৌ নিবেদ্যান্যৎ প্রবর্ত্তয়েৎ॥
প্রাস্যেদন্নং তদগ্নৌ তু দদ্যাদ্বৈ ব্রহ্মচারিণে।
তস্মাদেকমপি শ্রেষ্ঠং বিদ্বাংসং ভোজয়েদ্দ্বিজম্

পরকীয়-ভূমিতে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ কখনই করিবে না। মোহবশতঃ পরকীয়-ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিলে, ভূস্বামী শ্রাদ্ধীয় অন্নাদি বিহত (দূষিত) করিয়া থাকেন। অটবী, পর্ব্বত, পুণ্যস্থান ও তীর্থ সকল এবং দেবালয় এই সকল স্থান অস্বামিক বলিয়া মুনিগণকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ইহাতে পরিগ্রহ হয় না। শ্রাদ্ধীয়ভূমির সর্ব্বদিকে তিল বিক্ষেপণ করিয়া ছাগ বন্ধন করিবে। যেহেতু অসুরোপহত সমস্ত দোষই তিলবিক্ষেপে ও ছাগবন্ধনে নষ্ট হয়। তদনন্তর বহুপ্রকারে সংস্কৃত, চোষ্য পেয়-সংযুক্ত, অনেকব্যঞ্জন-মধ্যস্থিত অন্ন যথাশক্তি পরিকল্পনা করিবে। মধ্যাহ্নের পরিসমাপ্তি হইলে, যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষৌরাদি-ক্রিয়া সমাপন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে নিয়মানুসারে দন্তকাষ্ঠ দিবে। ১২—২০। অভ্যঞ্জনোপযোগী তৈল, স্নানীয় বস্ত্র ও স্নানীয় জল বৈশ্বদেবত্য মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ঔডুম্বরপাত্রে প্রদান করিবে। অনন্তর স্নান-ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে, কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুত্থান করত যথাক্রমে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দিবে। বিশ্বদেব পক্ষে যে সকল ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, তাঁহাদের আসন দর্ভত্রয়ে উপহত ও পূর্ব্বমুখী করিয়া প্রদান করিবে। দক্ষিণাগ্রকুশোপরি দক্ষিণ-মুখ ও তিলোদকদ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া পিতৃ-ব্রাহ্মণের আসন দিবে। 'উপবেশন করুন' এই কথা ব্রাহ্মণদিগকে বলিয়া পূর্ব্বোক্ত পৃথক্ পৃথক্ আসনে আসনস্পর্শপূর্ব্বক উপ-বেশন করাইবে। দেবপক্ষে দুইটী ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বাভিমুখে বসাইবে; পিতৃপক্ষে তিনটী ব্রাহ্মণকে উত্তরাভিমুখে বসাইবে। ঐ দুইটী ব্রাহ্মণ পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে একএকটী দেবতাস্বরূপ, ইহাতে অধিক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে না, যেহেতু ব্রাহ্মণাধিক্য হইলে, দেশ, কাল, সৎকার, শৌচ ও ব্রাহ্মণসম্পদ্ এই পাঁচটীই নষ্ট হয়। অথবা দুর্লক্ষণ-বিবর্জ্জিত, শ্রুতশীলাদি-সম্পন্ন ও বেদপারগ একটী ব্রাহ্মণই ভোজন করাইবে। সমস্ত প্রকৃত বস্তু হইতে অন্ন উদ্ধার করিয়া দেবপক্ষের অগ্নৌৎসর্গের পর, পিত্রাদির উদ্দেশে অন্নাদি দান করিবে। শ্রাদ্ধীয় অন্ন সকল ব্রাহ্মণ-গণকে ভোজন করাইলে বা ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে দান করিলে 'অগ্নৌকরণ' হয়; সেই হেতু শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ একটীকেও ভোজন

ভিক্ষুকো ব্রহ্মচারী বা ভোজনার্থমুপস্থিতঃ।
উপবিষ্টস্ত যঃ শ্রাদ্ধে কামং তমপি ভোজয়েৎ
অতিথির্যস্ত নাশ্নাতি ন তচ্ছ্রাদ্ধং প্রশস্যতে।
তস্মাৎ প্রযত্নাৎ শ্রাদ্ধেষু পূজ্যা হ্যতিথয়ো দ্বিজৈঃ
আতিথ্যরহিতে শ্রাদ্ধে ভুঞ্জতে যে দ্বিজাতয়ঃ।
কাকযোনিং ব্রজন্ত্যেতে দাতা চৈব ন সংশয়ঃ
হীনাঙ্গঃ পতিতঃ কুষ্ঠী ব্রণী পুক্কশনাস্তিকৌ।
কুক্কুটঃ শূকরশ্বানৌ বর্জ্জ্যাঃ শ্রাদ্ধেষু দূরতঃ॥৩৪
বীভৎসমশুচিং নগ্নং মত্তং ধূর্ত্তং রজস্বলাম্।
নীলকাষায়বসনপাষণ্ডাংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৩৫
যৎ তত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম পৈতৃকে ব্রাহ্মণান্ প্রতি
তৎ সর্ব্বমেব কর্ত্তব্যং বৈশ্বদৈবত্যপূর্ব্বকম্॥৩৬
যথোপবিষ্টান্ সর্ব্বাংস্তানলঙ্কুর্য্যাদ্বিভূষণৈঃ।
স্রগদামভিঃ শিরোবেষ্টৈর্ধূপবাসোঽনুলেপনৈঃ

ততস্ত্বাবাহয়েদ্দেবান্ ব্রাহ্মণানামনুজ্ঞয়া।
উদঙ্মুখো যথান্যায়ং বিশ্বে দেবা স ইত্যৃচা॥
দ্বে পবিত্রে গৃহীত্বাথ ভাজনে ক্ষালিতে পুনঃ।
শন্নো দেবী জলং ক্ষিপ্ত্বা যবোঽসীতি
যবাংস্তথা॥ ৩৯
যা দিব্যা ইতি মন্ত্রেণ হস্তে ত্বর্ঘ্যং বিনিক্ষিপেৎ
প্রদদ্যাদ্গন্ধমাল্যানি ধূপাদীনি চ শক্তিতঃ॥৪০
অপসব্যং ততঃ কৃত্বা পিতৄণাং দক্ষিণামুখঃ।
আবাহনং ততঃ কুর্য্যাদুশন্তস্ত্বেত্যৃচা বুধঃ॥ ৪১
আবাহ্য তদনুজ্ঞাতো জপেদায়ান্তু নস্ততঃ।
শন্নো দেবোদকং পাত্রে তিলোঽসীতি
তিলাংস্তথা॥ ৪২
ক্ষিপ্ত্বা চার্ঘ্যং যথাপূর্ব্বং দত্ত্বা হস্তেষু বা পুনঃ।
সংস্রবাংশ্চ ততঃ সর্ব্বান্ পাত্রে কুর্য্যাৎসমাহিতঃ

করাইবে। ২১—৩০। ভিক্ষুক বা ব্রহ্মচারী ভোজনের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া উপবিষ্ট হইলে, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধসময়ে উৎকৃষ্টরূপে ভোজন করাইবে। যে শ্রাদ্ধে অতিথি ভোজন হয় না, সেই শ্রাদ্ধ প্রশস্তফলদানে সমর্থ হয় না। এই হেতু শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইলে অতিশয় যত্নপূর্ব্বক অতিথি ভোজন করাইবে। অতিথিভোজনরহিত শ্রাদ্ধে যে সকল ব্রাহ্মণ ভোজন করে এবং যে শ্রাদ্ধ করে, তাহারা কাকযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, ইহাতে সংশয় নাই। অঙ্গহীন, পতিত, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, ক্ষতাশৌচ-বিশিষ্ট, পুক্কশ (চণ্ডালবিশেষ), নাস্তিক, কুক্কুট, শূকর ও কুকুর ইহাদিগকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। (অর্থাৎ শ্রাদ্ধীয় অন্ন যেন ইহারা ভোজন করিতে বা দেখিতে না পায়)। বীভৎস (ঘৃণিত), অশুচি, নগ্ন, মত্ত, ধূর্ত্ত, রজস্বলা নীল বা কাষায়বস্ত্রপরিধায়ী ও পাষণ্ড ব্যক্তিদিগকে শ্রাদ্ধ সময়ে পরিত্যাগ করিবে। শ্রাদ্ধে পৈতৃকব্রাহ্মণোদ্দেশে যে সকল কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহা বৈশ্বদেব বিধানানুসারে করিবে। যথাসুখে আসনে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণদিগকে অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। মাল্য, সূত্র, গন্ধ, শিরোবেষ্টন, বস্ত্র এবং চন্দনাদি দ্বারাও অলঙ্কৃত করিবে ; তদনন্তর উত্তরাভিমুখ হইয়া ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি লইয়া শাস্ত্রানুসারে "বিশ্বে দেবা সঃ" এই ঋক্‌মন্ত্রদ্বারা আহ্বান করিবে। অনন্তর অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করিয়া দুইটী পবিত্র গ্রহণপূর্ব্বক "শন্নো দেবী" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জল ক্ষেপণ করিবে ; পরে "যবোঽসি" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যব নিক্ষেপ করিবে। পরে "যা দিব্যা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণহস্তে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। অনন্তর শক্ত্যনুসারে গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দীপাদি দান করিবে। ৩১—৪০। তদনন্তর বিদ্বান্ শ্রাদ্ধকর্ত্তা দক্ষিণামুখ ও অপসব্য হইয়া "উশন্তস্ত্বা" এই ঋক্‌মন্ত্রদ্বারা পিতৃগণের আবাহন করিবে। অনন্তর পিতৃব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে "আয়ান্তু নঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তারপর "শন্নো দেবী" এই মন্ত্রদ্বারা জল এবং "তিলোঽসি" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য-পাত্রে তিল দিবে। যথাপূর্ব্ব ব্রাহ্মণহস্তে অর্ঘ্য দান করিবে। অনন্তর সমাহিত হইয়া পিতামহপাত্র ও প্রপিতামহপাত্রের সংস্রব অর্থাৎ অর্ঘ্যের অবশিষ্ট জল

পিতৃভ্যঃ স্থানমসীতি ন্যুব্জপাত্রং নিধাপয়েৎ।
অগ্নৌকরিষ্যেত্যাদায় পৃচ্ছেদন্নং ঘৃতপ্লুতম্।
কুরুষ্বেত্যভ্যনুজ্ঞাতো জুহুয়াদুপবীতবান্ ॥ ৪৪
যজ্ঞোপবীতিনা হোমঃ কর্ত্তব্যঃ কুশপাণিনা।
প্রাচীনাবীতিনা পিত্র্যং বৈশ্বদেবন্তু হোমযেৎ
দক্ষিণং পাতয়েজ্জানুং দেবান্ পরিচরন্ সদা।
পিতৄণাং পরিচর্য্যাসু পাতয়েদিতরং তথা ॥ ৪৬
সোমায় বৈ পিতৃমতে স্বধা নম ইতি ব্রুবন্।
অগ্নয়ে কব্যবাহায় স্বধেতি জুহুয়াৎ ততঃ ॥৪৭
অগ্ন্যভাবে তু বিপ্রস্য পাণাবেবোপপাদয়েৎ।
মহাদেবান্তিকে বাথ গোষ্ঠে বা সুসমাহিতঃ ॥৪৮
ততস্তৈরভ্যনুজ্ঞাতো গত্বা বৈ দক্ষিণাং দিশম্
গোময়েনোপলিপ্যাথ স্থানং কুর্য্যাৎ সসৈকতম্
মণ্ডলং চতুরস্রং বা দক্ষিণাপ্রবণং শুভম্।
ত্রিরুল্লিখেৎ তস্য মধ্যং দর্ভেণৈকেন চৈব হি ॥
ততঃ সংস্তীর্য্য তৎ স্থানে দর্ভান্ বৈ
দক্ষিণাগ্রকান্।
ত্রীন্ পিণ্ডান্ নির্ব্বপেৎ তত্র হবিঃশেষাৎ সমাহিতঃ
ন্যুপ্য পিণ্ডাংস্তু তং হস্তং নিমৃজ্যাল্লেপ-
ভোজিনাম্ ॥
তেষু দর্ভেষথাচম্য ত্রিরাচম্য শনৈরসূন্।
ষড়ৃতূংশ্চ নমস্কুর্য্যাৎ পিতৄনেব চ মন্ত্রবিৎ ॥৫২
উদকং নিনয়েচ্ছেষং শনৈঃ পিণ্ডান্তিকে পুনঃ।
অবজিঘ্রেচ্চ তান্ পিণ্ডান্ যথান্যুপ্তান্
সমাহিতঃ ॥ ৫৩
অথ পিণ্ডাচ্চ শিষ্টান্নং বিধিবদ্ভোজয়েদ্দ্বিজান্।
মাংসান্যপূপান্ বিবিধান্ দদ্যাৎ কৃশর-পায়সম্
সূপশাকফলানিক্ষূন্ পয়ো দধি ঘৃতং মধু।
অন্নঞ্চৈব যথাকামং বিবিধং ভোজ্যপেয়কম্ ॥৫৫
যদ্যদিষ্টং দ্বিজেন্দ্রাণাং তৎ সর্ব্বং বিনিবেদয়েৎ

পিতৃপাত্রে রাখিবে। অনন্তর "পিতৃভ্য স্থানমসি" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্যপাত্র ন্যুব্জ (উপুড়) করিবে। তদনন্তর ঘৃতযুক্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া "অগ্নৌ করিষ্যে" এই কথা ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে। ব্রাহ্মণগণ "কুরুষ্ব" এই কথা বলিলে, উপবীতী হইয়া হোম করিবে (অথবা ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে)। কুশপাণি ও যজ্ঞোপবীতী হইয়া উক্ত হোম (বা অন্নদান) করিবে; আর পৈত্র হোম ও বৈশ্বদেব হোম প্রাচীনাবীতী হইয়া করিবে। পাতিতদক্ষিণজানু হইয়া দেবকার্য্য করিবে,এবং পাতিত বামজানু হইয়া পিতৃকার্য্য করিবে। "সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া এবং "অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হোম করিবে। অগ্নির অভাব হইলে ব্রাহ্মণের হস্তেই হোম (দান) করিবে। কিম্বা সমাহিত চিত্তে মহাদেবের নিকটে অথবা গোষ্ঠে হোম করিবে। তদনন্তর পিতৃব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইলে, দক্ষিণ দিকে গমন করত সিকতাময় ভূমি গোময়দ্বারা উপলেপন করিবে, পরে সেই স্থানে দক্ষিণাপ্রবণ মণ্ডলাকার (বৃত্ত) বা চতুষ্কোণ স্থান করিবে। তাহার মধ্যদেশে কুশদ্বারা তিন স্থানে তিনবার (দেবপক্ষ, মাতামহপক্ষ ও পিতৃপক্ষের) উল্লিখন করিবে। ৪১—৫০। উক্ত স্থানে দক্ষিণাগ্র কুশগুচ্ছ আস্তরণ করিয়া হবির অবশিষ্টাংশ (হোমের অন্ন) দ্বারা তিনটী পিণ্ড দান করিবে। পিণ্ড দান করিয়া সেই হস্ত লেপভোজী পিতৃগণের উদ্দেশে উক্ত কুশমূলে নির্ম্মার্জ্জন (হস্তলগ্নপিণ্ডান্ন কুশদ্বারা মার্জ্জন) করিবে। অনন্তর তিনবার আচমন করিয়া ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ ও মন্ত্রপাঠ করত ষড়্ঋতু ও পিতৃগণকে নমস্কার করিবে। সমাহিত হইয়া ক্রমপ্রদত্ত পিণ্ডের সমীপে যথাক্রমে ধীরে ধীরে জল দান করিবে এবং যথাক্রমে আঘ্রাণ করিবে। অনন্তর পিণ্ডের অবশিষ্ট অন্ন সকল বিধানানুসারে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে এবং মাংস, বিবিধ প্রকার অপূপ (পিঠা), তিলমোদক, পায়স, দাইল, শাক, ইক্ষু, ফল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, দাতার অভিলষিত বহুবিধ ভোজ্য পেয়

ধান্যাংস্তিলাংশ্চ বিবিধান্ শর্করা বিবিধাস্তথা।
উষ্ণমন্নং দ্বিজাতিভ্যো দাতব্যং শ্রেয় ইচ্ছতা।
অন্যত্র ফলমূলেভ্যঃ পানকেভ্যস্তথৈব চ॥ ৫৭
ন ভূমৌ পাতয়েজ্জানুং ন কুপ্যেন্নানৃতং বদেৎ
ন পাদেন স্পৃশেদন্নং ন চৈতদবধূনয়েৎ॥ ৫৮
ক্রোধেনৈব চ যদ্দত্তং যদ্দত্তং ত্বরয়া পুনঃ। *
যাতুধানা বিলুম্পন্তি জল্পতা চোপপাদিতম্॥৫৯
স্বিন্নগাত্রো ন তিষ্ঠেত সন্নিধৌ চ দ্বিজন্মনাম্।
ন চাত্র শ্যেন-কাকাদীন্ পক্ষিণঃ প্রতিষেধয়েৎ
তদ্রূপাঃ পিতরস্তত্র সমায়ান্তি বুভুক্ষবঃ॥ ৬০
ন দদ্যাৎ তত্র হস্তেন প্রত্যক্ষং লবণং তথা।
ন চায়সেন পাত্রেণ ন চৈবাশ্রদ্ধয়া পুনঃ॥ ৬১
কাঞ্চনেন তু পাত্রেণ রাজতৌদুম্বরেণ বা।
দত্তমক্ষয়তাং যাতি খড়্গেন চ বিশেষতঃ॥ ৬২
পাত্রে তু মৃন্ময়ে যো বৈ শ্রাদ্ধে বৈ ভোজয়েদ্দ্বিজান্।
স যাতি নরকং ঘোরং ভোক্তা চৈব পুরোধসা॥
ন পঙ্‌ক্ত্যাং বিষমং দদ্যান্ন যাচেত ন দাপয়েৎ
যাচিতা দাপিতা দাতা নরকান্ যান্তি ভীষণান্॥
ভুঞ্জীরন্ বাগ্‌যতাঃ শিষ্টা ন ব্রূয়ুঃ প্রাকৃতান্ গুণান্।
তাবদ্ধি পিতরোঽশ্নন্তি যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ
নাগ্রাসনোপবিষ্টস্তু ভুঞ্জীত প্রথমং দ্বিজঃ॥ ৬৬
বহূনাং পশ্যতাং সোঽজ্ঞঃ পঙ্‌ক্ত্যা হরতি কিল্বিষম্।
ন কিঞ্চিদ্বর্জ্জয়েচ্ছ্রাদ্ধে নিযুক্তস্তু দ্বিজোত্তমঃ।

প্রভৃতি ও ব্রাহ্মণের ইচ্ছানুরূপ বিবিধপ্রকার অন্নপানাদি এবং তিল ও শর্করা ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিবে। মঙ্গলকামী ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে উষ্ণ অন্ন ভোজন করাইবেন। কিন্তু ফল, মূল, জল, এই সকল বস্তু উষ্ণ দিবেন না। তৎকালে জানু ভূমিতে পাতিত করিবে না, ক্রুদ্ধ হইবে না, মিথ্যা বাক্য বলিবে না, পদদ্বারা অন্ন স্পর্শ করিবে না ও পদদ্বয় কম্পন করিবে না। ক্রোধযুক্ত হইয়া বা অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত যে সকল বস্তু দান করা যায়, তাহা রাক্ষসগণ হরণ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণের নিকটে আর্দ্রগাত্র হইয়া থাকিবে না এবং শ্রাদ্ধকালে শ্যেন-কাকাদি পক্ষিগণকে তাড়াইয়া দিবে না; যেহেতু ক্ষুধার্ত্ত পিতৃগণ সেই প্রকার রূপ ধরিয়া আগমন করেন।৫১—৬০। হস্তদ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লবণ দিবে না, লৌহ পাত্র দ্বারা পরিবেশন করিবে না ও অশ্রদ্ধা করিয়া কোন বস্তু দান করিবে না। স্বর্ণপাত্র, রজতপাত্র বা উড়ুম্বরনির্ম্মিত পাত্রে যাহা পরিবেশন করা যায়, তাহা অক্ষয় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। খড়্গপাত্র (গণ্ডারচর্ম্মনির্ম্মিত পাত্র) দ্বারা দত্ত বস্তু বিশেষ ফল জন্মাইয়া থাকে। শ্রাদ্ধকালে মৃন্ময় পাত্রে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলে, দাতা পুরোহিত ও ভোক্তা তিন জনেই ঘোরতর নরকে গমন করে। এক পঙ্‌ক্তিতে বিষম দিবে না (অর্থাৎ কাহাকেও অধিক বা কাহাকেও অল্প করিয়া দিবে না), যাচ্ঞা করিবে না এবং কাহাকেও অধিক বা অল্প দেওয়াইবে না। যাহারা এইরূপ যাচ্ঞা করে, এইরূপ দান করে বা দেওয়ায়, তাহারা সকলেই ভীষণ-নরকগামী হয়। শিষ্ট সকল সংযতবাক্ হইয়া ভোজন করিবেন, এবং পক্ক বস্তুর গুণাগুণ কিছুই বলিবেন না। পিতৃগণ সেই পর্য্যন্তই ভোজন করেন, যে পর্য্যন্ত হবির কোন গুণাগুণ বলা না হয়। আসনে অগ্রে উপবিষ্ট হইয়া সকলের অগ্রেই যে ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে আরম্ভ করে, তৎপঙ্‌ক্তিস্থিত দর্শনকারী বহু ব্রাহ্মণের পাপ তাহাতে সংক্রমিত হয়। শ্রাদ্ধে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ কিছুই পরিত্যাগ করিবেন না। মাংসভোজনে কোন কারণে নিষেধ থাকিলেও শ্রাদ্ধনিযুক্ত

---

* ক্রোধেনৈব চ যদ্দত্তং যদ্‌ভুক্তং ত্বরয়াবিধৌ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ন মাংসস্য নিষেধেন ন চান্যস্যান্নমীক্ষয়েৎ ॥ ৬৭।
যো নাশ্নাতি দ্বিজো মাংসং নিযুক্তঃ পিতৃকর্ম্মণি
স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্
স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েদেষাং ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
ইতিহাস-পুরাণানি শ্রাদ্ধকল্পাংশ্চ শোভনান্ ॥৬৯।
ততোঽন্নমুৎসৃজেদ্ভুক্তেষ্বগ্রতো বিকিরন্ ভুবি।
পৃষ্ট্বা তদন্নমিত্যেব তৃপ্তানাচাময়েৎ ততঃ ॥ ৭০
আচান্তাননুজানীয়াদভিতো রম্যতামিতি।
স্বধাস্ত্বিতি চ তে ক্রয়ুর্ব্রাহ্মণাস্তদনন্তরম্ ॥ ৭১
ততো ভুক্তবতাং তেষামন্নশেষং নিবেদয়েৎ।
যথা ক্রয়ুস্তথা কুর্য্যাদনুজ্ঞাতস্তু তৈর্দ্বিজৈঃ ॥ ৭২
পিত্র্যে স্বদিতমিত্যেব বাচ্যং গোষ্ঠেষু সুশ্রিতম্
সম্পন্নমিত্যভ্যুদয়ে দৈবে রুচিতমিত্যপি ॥ ৭৩
বিসৃজ্য ব্রাহ্মণাংস্তান্ বৈ পিতৃপূর্ব্বন্তু বাগ্যতঃ
দক্ষিণাং দিশমাকাঙ্ক্ষন্ যাচেতেমান্ বরান্
পিতৃন ॥ ৭৪

দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি ॥
অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি।
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন ॥ ৭৬
পিণ্ডাংস্তু গোঽজবিপ্রেভ্যো দদ্যাদগ্নৌ-
জলেঽপি বা
মধ্যমন্তু ততঃ পিণ্ডমদ্যাৎ পত্নী সুতার্থিনী ॥ ৭৭
প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য জ্ঞাতিং শেষেণ তোষয়েৎ
জ্ঞাতিষ্বপিচতুষ্টেষু স্বান্ ভৃত্যান্ ভোজয়েৎ
ততঃ
পশ্চাৎ স্বয়ঞ্চ পত্নীভিঃ শেষমন্নং সমাচরেৎ।
নোদ্বাসয়েৎ তদুচ্ছিষ্টং যাবন্নাস্তং গতো রবিঃ
ব্রহ্মচারী ভবেতান্তু দম্পতী রজনীন্তু তাম্।
দত্ত্বা শ্রাদ্ধং তথা ভুক্ত্বা সেবতে যস্তু মৈথুনম্।
মহারৌরবমাসাদ্য কীটযোনিং ব্রজেৎ পুনঃ ॥৮০

ব্রাহ্মণ তাহা ভক্ষণ করিবেন ও অন্যের অন্নের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন না। শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইয়া যে ব্রাহ্মণ মাংস ভোজন না করে, সে একবিংশতি বার পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও অতি সুন্দর শ্রাদ্ধকল্প ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করাইবে। তদনন্তর অন্ন উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ভুক্ত ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখবর্ত্তী ভূমিতে সেই অন্ন বিক্ষিপ্ত করিবে। তদনন্তর তৃপ্ত ব্রাহ্মণদিগকে আচমন করাইয়া দিবে। ৬১—৭০। "অভিরম্যতাং" এই বলিয়া ভুক্ত ব্রাহ্মণদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ তাহাকে "স্বধাস্তু" এই কথা বলিবেন; সেই ভুক্ত ব্রাহ্মণগণ ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন সকল যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিবে। পিতৃকর্ম্মে "স্বদিতং" গোষ্ঠশ্রাদ্ধে "সুশ্রিতং", আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে "সম্পন্নং"ও দেবশ্রাদ্ধে "রুচিতং" এই কথা বলিবে। অনন্তর সংযতবাক্ হইয়া পিতৃপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ সকলকে বিসর্জ্জন করিয়া দক্ষিণ দিকে পিতৃগণকে উদ্দেশ করত বক্ষ্যমাণ বর যাচ্ঞা করিবে,—আমাদের দাতা সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন, বেদ ও সন্ততি সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, আমাদের শরীর হইতে শ্রদ্ধা অপগত না হউক, আমাদের দেয় বস্তু বহু হউক, বহু অন্ন হউক, প্রত্যহ যেন অতিথি লাভ করি, অনেকেই যেন আমাদের নিকটে যাচ্ঞা করে, কিন্তু আমাদিগকে যেন কাহারও কাছে যাচ্ঞা না করিতে হয়। শ্রাদ্ধীয় পিণ্ড সকল গো, ব্রাহ্মণ বা অজদিগকে দিবে অথবা জলে নিক্ষেপ করিবে। পত্নী পুত্রাকাঙ্ক্ষা করিলে, মধ্যম পিণ্ড অর্থাৎ পিতামহপিণ্ড ভোজন করিবেন। অনন্তর হস্তদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন পূর্ব্বক শেষ বস্তু দ্বারা প্রথমে স্বীয় জ্ঞাতি ও পরে ভৃত্যবর্গকে পরিতুষ্ট করিয়া ভোজন করাইবে। এই সকল ব্যক্তির ভোজন হইলে অবশিষ্টান্ন স্বয়ং পত্নীর সহিত ভোজন করিবে। যে পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব অস্তমিত না হন, সেই কালপর্য্যন্ত সেই উচ্ছিষ্ট স্থান উপলেপন করিবে না। শ্রাদ্ধদিনের রাত্রিতে পতি-পত্নী ব্রহ্মচারী হইয়া যাপন করিবেন। শ্রাদ্ধ করিয়া বা শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া যে ব্যক্তি

শুচিরক্রোধনঃ শান্তঃ সত্যবাদী সমাহিতঃ।
স্বাধ্যায়ঞ্চ তথাধ্বানং কর্ত্তা ভোক্তা চ বর্জ্জয়েৎ
শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরশ্রাদ্ধে ভুঞ্জতে যে দ্বিজাতয়ঃ।
মহাপাতকিভিস্তুল্যা যান্তি তে নরকান্ বহূন্ ॥৮২
এষ বোঽভিহিতঃ সম্যক্ শ্রাদ্ধকল্পঃ সমাসতঃ।
অনেন বর্ত্তয়েন্নিত্যমুদাসীনোঽথ তত্ত্ববিৎ ॥ ৮৩
অনগ্নিরধ্বগো বাপি ব্রাহ্মণো ব্যসনান্বিতঃ।
আমশ্রাদ্ধং দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্বৃষলস্তু সদৈব হি ॥ ৮৪
আমশ্রাদ্ধং যদা কুর্য্যাদ্বিধিজ্ঞঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
তেনাগ্নৌকরণং কুর্য্যাৎ পিণ্ডাংস্তেনৈব নির্বপেৎ
যোঽনেন বিধিনা শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বৈ শান্তমানসঃ।
ব্যপেতকল্মষো নিত্যং যতিনাং বর্ত্তয়েৎ পদম্
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্দ্বিজোত্তমঃ।
আরাধিতো ভবেদীশস্তেন সম্যক্ সনাতনঃ ॥৮৭
অপি মূলৈঃ ফলৈর্বাপি প্রকুর্য্যান্নির্ধনো দ্বিজঃ।
তিলোদকৈস্তর্পয়িত্বা পিতৄন্ স্নাত্বা সমাহিতঃ ॥
ন জীবৎপিতৃকো দদ্যাদ্ধোমান্তং বা বিধীয়তে
যেষাং বাপি পিতা দদ্যাৎ তেষাঞ্চৈকে প্রচক্ষতে ॥
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
যো যস্য ম্রিয়তে তস্মৈ দেয়ং নান্যস্য তেন তু
ভোজয়েদ্বাপি জীবন্তং যথাকামন্তু ভক্তিতঃ।
ন জীবন্তমতিক্রম্য কিঞ্চিদ্দদ্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥৯১
দ্ব্যামুষ্যায়ণিকো দদ্যাদ্বীজি-ক্ষেত্রিকয়োঃ সমম্
অধিকারী ভবেৎ সোঽথ নিয়োগোৎপাদিতো যদি।
অনিযুক্তাৎ সুতো যশ্চ শুক্রতো জায়তে ত্বিহ
প্রদদ্যাদ্বীজিনে পিণ্ডং ক্ষেত্রিণে তু ততোঽন্যথা ॥ ৯৪
দ্বৌ পিণ্ডৌ নির্ব্বপেৎ তাভ্যাং ক্ষেত্রিণে বীজিনে তথা।

মৈথুন করে, সে মহারৌরব নরক ভোগ করিয়া কীটযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৭১—৮০। শান্ত, সত্যবাদী, শুচি, অক্রোধী ও সমাহিত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা বা শ্রাদ্ধভোক্তা বেদাধ্যয়ন ও অধ্বগমন পরিত্যাগ করিবে। যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ করিয়া অপরের শ্রাদ্ধে ভোজন করে, সেই ব্রাহ্মণ মহাপাতকীর তুল্য হয় ও বহুতর নরকে গমন করে। আমি সঙ্ক্ষেপে তোমাদিগকে এই সকল শ্রাদ্ধকল্প বলিলাম। কি উদাসীন, কি তত্ত্বজ্ঞ, সকলেই এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইবেন। বিপৎপাত হইলে বা অগ্ন্যাদি অভাবে ব্রাহ্মণ আমান্নদ্বারাও শ্রাদ্ধ করিবেন। শূদ্র সর্ব্বদাই আমান্নদ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রদ্ধাবান্ বিধিজ্ঞ যে অন্নে আম শ্রাদ্ধ করিবেন, সেই প্রকার আমান্নদ্বারাই অগ্নৌকরণ এবং পিণ্ডদান করিবেন। শান্তচিত্ত হইয়া যে ব্যক্তি এই নিয়মানুসারে শ্রাদ্ধ করিবে, সে ব্যক্তি নিষ্পাপ হইয়া যতিদিগের লভ্য নিত্য পদ প্রাপ্ত হইবে। অতএব যত্নসহকারে ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধ করিবেন, তাহা হইলেই সনাতন মহাদেবও সম্যক্রূপে আরাধিত হইবেন। নির্ধন ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া তিলোদকদ্বারা পিতৃলোকদিগকে তর্পিত করত সমাহিতচিত্তে ফল বা মূল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে পারে। জীবৎপিতৃক ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবে না, কিন্তু কেহ কেহ বলেন, পিতা যাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিবেন, তিনিও তাহাদের শ্রাদ্ধ করিতে পারেন। পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ ইহাঁদের মধ্যে যাঁহার মৃত্যু হইবে, তাঁহাকেই শ্রাদ্ধ দিবে, অন্যকে দিবে না। ৮১—৯০। ইহাঁরা জীবিত থাকিলে, এই সকল ব্যক্তিকেই ভোজন করাইবে। জীবিত ব্যক্তিকে না দিয়া কোন কাজ করিবে না। যদি দ্ব্যামুষ্যায়ণিক * পুত্র যদি নিয়োগ বশতঃ উৎপাদিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তুমি আমার এই স্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন কর, এই প্রকার নিয়োগে যদি উৎপন্ন হয়, তবে সেই পুত্র বীজী ও ক্ষেত্রীকে সমান দান করিতে অধিকারী হইবে। যে পুত্র অনিয়োগোৎপাদিত হইবে, সে কেবল জন্মদাতাকেই পিণ্ড দান করিবে। যদি নিয়োগোৎপাদিত হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রীকেও পিণ্ডদান করিবে;

* যাহার দুই পিতা—জারজ।

কীর্ত্তয়েদথ চৈবাস্মিন্ বীজিনং ক্ষেত্রিণং ততঃ
মৃতাহনি তু কর্ত্তব্যমেকোদ্দিষ্টং বিধানতঃ।
অশৌচে স্বে পরিক্ষীণে কাম্যং বৈ কামতঃ
পুনঃ ॥ ৯৫
পূর্ব্বাহ্ণে চৈব কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধমভ্যুদয়ার্থিনা।
দেববৎ সর্ব্বমেবং স্যাদ্ যবৈঃ কার্য্যা তিলক্রিয়া
দর্ভাশ্চ ঋজবঃ কার্য্যা যুগ্মান্ বৈ ভোজয়েদ্দ্বিজান্
নান্দীমুখাস্তু পিতরঃ প্রীয়ন্তামিতি বাচয়েৎ ॥৯৭
মাতৃশ্রাদ্ধন্তু পূর্ব্বং স্যাৎ পিতৃণাং তদনন্তরম্।
ততো মাতামহানান্তু বৃদ্ধৌ শ্রাদ্ধত্রয়ং স্মৃতম্ ॥৯৮
দৈবপূর্ব্বং প্রদদ্যাদ্বৈ ন কুর্য্যাদপ্রদক্ষিণম্।
প্রাঙ্মুখো নির্ব্বপেৎ পিণ্ডানুপবীতী সমাহিতঃ ॥
পূর্ব্বন্তু মাতরঃ পূজ্যা ভক্ত্যা বৈ সগণেশ্বরাঃ।
স্থণ্ডিলেষু বিচিত্রেষু প্রতিমাসু দ্বিজাতিষু ॥১০০
পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্গন্ধাদ্যৈর্ভূষণৈরপি।
পূজয়িত্বা মাতৃগণং কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধত্রয়ং দ্বিজঃ ॥১০১
অকৃত্বা মাতৃযাগন্তু যঃ শ্রাদ্ধন্তু নিবেশয়েৎ।
তস্য ক্রোধসমাবিষ্টা হিংসামিচ্ছন্তি মাতরঃ ॥১১২

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যায়াং শ্রাদ্ধকল্পে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

কিন্তু সেই ব্যক্তি শ্রাদ্ধে অগ্রে বীজীর, অনন্তর ক্ষেত্রীর নামোল্লেখপূর্ব্বক দুই পিণ্ড দান করিবে। মৃততিথিতে বিধানানুসারে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। স্বীয় অশৌচ অপগত হইলে, ইচ্ছাপূর্ব্বক কাম্যশ্রাদ্ধ করিতে পারিবে। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ পূর্ব্বাহ্ণে করিবে। ইহাতে দেবশ্রাদ্ধের ন্যায় সমস্ত কার্য্য করিবে এবং তিলের কার্য্য সমস্তই যব দ্বারা সমাপন করিবে। ইহাতে পিতৃপক্ষে ভুগ্ন কুশ না দিয়া ঋজু দর্ভ (সোজা কুশ) দিবে এবং যুগ্ম ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। "নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং" এইরূপ পাঠ করিবে। অর্থাৎ অন্য শ্রাদ্ধে যেখানে যেখানে কেবল 'পিতঃ' 'পিতুঃ' এইরূপ পিতৃশব্দ থাকিবে, নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধে সেইখানে সেইখানে পিতৃপদের "নান্দীমুখ" এই বিশেষণ দিবে। যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্বেদীর) নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে প্রথমে মাতৃদিগের, অনন্তর পিতৃদিগের ও তদনন্তর মাতামহদিগের এই তিনপ্রকার শ্রাদ্ধ হইবে। উক্ত তিন শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে দেবশ্রাদ্ধ করিবে এবং প্রদক্ষিণ না করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে না। সমাহিতচিত্তে উপবীতী হইয়া পূর্ব্বমুখে পিণ্ড দান করিবে। বিচিত্র স্থণ্ডিলে, প্রতিমায় বা ব্রাহ্মণে ভক্তিসহকারে প্রথমতঃ গণেশ ও ষোড়শমাতৃকার পূজা করিবে। পুষ্প, গন্ধ, ধূপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি এবং বহুপ্রকার অলঙ্কারদ্বারা মাতৃগণের পূজা করিয়া শ্রাদ্ধত্রয় সম্পন্ন করিবে। যে ব্যক্তি উক্ত ষোড়শমাতৃকার পূজা না করিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করে, মাতৃগণ তাহার উপর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে হিংসা করেন। ৯১—১০২।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

দশাহং প্রাহুরাশৌচং সপিণ্ডেষু বিপশ্চিতঃ।
মৃতেষু বাপি জাতেষু ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তমাঃ
নিত্যানি চৈব কর্ম্মাণি কাম্যানি চ বিশেষতঃ।
ন কুর্য্যাদ্বিহিতং কিঞ্চিৎ স্বাধ্যায়ং মনসাপি চ ॥
শুচীনক্রোধনান্ভূমাঞ্ছালাগ্নৌ ভাবয়েদ্দ্বিজান্।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! সপিণ্ড-জননে বা সপিণ্ড-মরণে ব্রাহ্মণের দশাহাশৌচ মুনিগণ বলিয়াছেন। এই অশৌচাবস্থায় নিত্য, কাম্য বা অন্য বিহিত কর্ম্ম কিছুই করিবে না এবং মনেও বেদের আলোচনা করিবে না। শুচি, অক্রোধী, শান্ত ব্রাহ্মণদিগকে শালাগ্নিতে হোম করিবার জন্য নিযুক্ত

শুষ্কান্নেন ফলৈর্বাপি বৈতানান্ জুহুয়াৎ তথা ॥৩
ন স্পৃশেয়ুরিমানন্যে ন চ তেভ্যঃ সমাহরেৎ।
চতুর্থে পঞ্চমে চাহ্নি সংস্পর্শঃ কথিতো বুধৈঃ ॥৪
সূতকে তু সপিণ্ডানাং সংস্পর্শো নৈব দুষ্যতি
সূতকং সূতিকাঞ্চৈব বর্জ্জয়িত্বা নৃণং পুনঃ ॥ ৫
অধীয়ানস্তথা যজ্বা বেদবিচ্চ পিতা ভবেৎ।
স্পৃশ্যাঃ স্যুঃ সর্ব্ব এবৈতে স্নানান্মাতা দশাহতঃ
দশাহং নির্গুণে প্রোক্তমাশৌচং বাতিনির্গুণে
এক-দ্বি-ত্রিগুণৈর্যুক্তশ্চতুস্ত্র্যেকদিনৈঃ শুচিঃ ॥ ৭
দশাহাৎ তু পরং সম্যগধীয়ীত জুহোতি চ।
চতুর্থে তস্য সংস্পর্শং মনুঃ প্রাহ প্রজাপতিঃ ॥৮
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ।
যথেষ্টাচরণস্যেহ মরণান্তমশৌচকম্ ॥ ৯
ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা ব্রাহ্মণানামশৌচকম্।
প্রাক্ সংস্কারাৎ ত্রিরাত্রং স্যাদ্দশরাত্রং ততঃ পরম্ ॥ ১০
ঊর্দ্ধ্বং দ্বিবার্ষিকে প্রেতে মাতাপিত্রোস্তদিষ্যতে।
ত্রিরাত্রেণ শুচিস্তন্যো যদি হ্যত্যন্তনির্গুণঃ ॥ ১১
অজাতদন্তমরণে পিত্রোরেকাহমিষ্যতে।
জাতদন্তে ত্রিরাত্রং স্যাদ্‌যদি স্যাতাং তু নির্গুণৌ
আ দন্তজননাৎ সদ্য আ চূড়াদেকরাত্রকম্।
ত্রিরাত্রমৌপনয়নাৎ স পণ্ড নামশৌচকম্ ॥ ১৩
জাতমাত্রস্য বালস্য যদি স্যান্মরণং পিতুঃ।
মাতুশ্চ সূতকং তৎ স্যাৎ পিতা চাস্পৃশ্য এব চ
সদ্যঃশৌচং সপিণ্ডানাং কর্ত্তব্যং সোদরস্য তু।
ঊর্দ্ধ্বং দশাহাদেকাহং সোদরো যদি নির্গুণঃ ॥১৫
ততোর্দ্ধং দন্তজননাৎ সপিণ্ডানামশৌচকম্।
একরাত্রং নির্গুণানাং চৌড়াদূর্দ্ধং ত্রিরাত্রকম্ ॥
অজাতদন্তমরণং সম্ভবেদ্‌যদি সত্তমাঃ।

করিবে পরন্তু নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণ শুষ্কান্ন বা ফল দ্বারা যজ্ঞীয় অগ্নিতে হোম করিবে। অন্য ব্যক্তিসকল অশৌচী ব্যক্তিদিগকে স্পর্শ এবং অশৌচীর নিকট হইতে কোনও বস্তু গ্রহণ করিবে না। চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে। জননাশৌচে সপিণ্ডাদির স্পর্শে দোষ নাই, কিন্তু কেবল বালক ও প্রসূতিকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। বেদাধ্যায়ী, যাগকর্ত্তা ও বেদজ্ঞ পিতা এবং অন্যান্য সকলে স্নান করিলেই স্পৃশ্য হইবেন, আর দশাহ অতীত হইলে মাতাও স্পর্শযোগ্যা হইবেন। এই দশাহাশৌচ নির্গুণ বা অতি নির্গুণের পক্ষে জানিবে। একটী গুণ, দুইটি গুণ বা তিনটীগুণযুক্ত ব্রাহ্মণের যথাক্রমে চারিদিন, তিনদিন ও একদিন গত হইলে শুদ্ধি জানিবে। দশাহ অতীত হইলে অধ্যয়ন ও হোমাদি সম্যক্ করিবে এবং চতুর্থ দিন অতীত হইলে সংস্পর্শদোষ থাকিবে না, মনু প্রজাপতি এই কথা বলিয়াছেন। ক্রিয়াহীন, মূর্খ, মহারোগগ্রস্ত ও যথেষ্টাচারী ব্যক্তিদিগের যাবজ্জীবনই অশৌচ জানিবে। ব্রাহ্মণদিগের ত্রিরাত্র বা দশরাত্র অশৌচ জানিবে। উপনয়ন সংস্কারের পূর্ব্বে মরণ হইলে ত্রিরাত্র এবং উপনয়নসংস্কারের পরে মরণ হইলে দশরাত্র অশৌচ হইবে। ১—১০। দুই বর্ষের ন্যূন-বয়স্ক শিশুর মৃত্যু হইলে মাতাপিতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে এবং অত্যন্ত নির্গুণ সপিণ্ডের ত্রিরাত্রাশৌচ জানিবে। অজাতদন্ত বালকের মরণে মাতা-পিতার একাহ অশৌচ হইবে এবং জাতদন্ত বালকের মৃত্যু হইলে অত্যন্ত নির্গুণ মাতা-পিতার ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে। দন্ত জন্মিবার পূর্ব্বে বালকের মরণে সদ্যঃশৌচ, চূড়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বালক মরণে একাহাশৌচ ও উপনয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ, এইগুলি সপিণ্ডের পক্ষে জানিবে। বালকের জন্ম হইবার পর, যদি অশৌচের মধ্যে মরণ হয়, তাহা হইলে পিতা ও মাতার অস্পৃশ্যত্বযুক্ত সম্পূর্ণাশৌচ হইবে; সপিণ্ডদিগের ও সহোদরের সদ্যঃশৌচ, কিন্তু সহোদর নির্গুণ হইলে দশদিনের পরেও একাহ অশৌচ হইবে। দন্ত জননের পর বালকের মৃত্যু হইলে নির্গুণ সপিণ্ডদিগের একাহ অশৌচ হইবে এবং চূড়ার পর মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ জানি-

একরাত্রং সপিণ্ডানাং যদি তেঽত্যন্তনির্গুণাঃ ॥
ব্রতাদেশাৎ সপিণ্ডানামর্বাক্স্নানং বিধীয়তে।
সর্ব্বেষামেব গুণিনামূর্দ্ধন্তু বিষয়ঃ পুনঃ ॥ ১৮
অর্ব্বাক্ ষণ্মাসতঃ স্ত্রীণাং যদি স্যাদ্গর্ভসংস্রবঃ
তদা মাসসমৈস্তাসামশৌচং দিবসৈঃ স্মৃতম্ ॥ ১৯
তত ঊর্দ্ধন্তু পতনে স্ত্রীণাং স্যাদ্দশরাত্রকম্।
সদ্যঃশৌচং সপিণ্ডানাং গর্ভস্রাবাচ্চ বা ততঃ ॥
গর্ভচ্যুতাদহোরাত্রং সপিণ্ডেঽত্যন্তনির্গুণে।
যথেষ্টাচরণে জ্ঞাতৌ ত্রিরাত্রমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২১
যদি স্যাৎ সূতকে সূতির্মরণে বা মৃতির্ভবেৎ।
শেষেণৈব ভবেচ্ছুদ্ধিরহঃশেষে দ্বিরাত্রকম্ ॥ ২২
মরণোৎপত্তিযোগে তু মরণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।
অঘবৃদ্ধিমদাশৌচমূর্দ্ধং চেৎ তেন শুধ্যতি ॥ ২৩
অথ চেৎ পঞ্চমীং রাত্রিমতীত্য পরতো ভবেৎ
অঘবৃদ্ধিমদাশৌচং তদা পূর্ব্বেণ শুধ্যতি ॥ ২৪
দেশান্তরগতং শ্রুত্বা সূতকং শাবমেব চ।
তাবদপ্রযতো মর্ত্ত্যো যাবচ্ছেষঃ সমাপ্যতে ॥২৫
অতীতে সূতকে প্রোক্তং সপিণ্ডানাং
ত্রিরাত্রকম্।
তথৈব মরণে স্নানমূর্দ্ধং সংবৎসরাদ্যদি ॥ ২৬
বেদার্থবিচ্ছাধীয়ানো যোঽগ্নিবান্ বৃত্তিকর্ষিতঃ
সদ্যঃশৌচং ভবেৎ তস্য সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা ॥২৭
স্ত্রীণামসংস্কৃতানাস্তু প্রদানাৎ পরতঃ সদা।
সপিণ্ডানাং ত্রিরাত্রং স্যাৎ সংস্কারে ভর্ত্তুরেব হি
অ স্বদত্তকন্যানামশৌচং মরণে স্মৃতম্।

বে। অজাতদন্ত বালকমরণে অত্যন্ত নির্গুণ সপিণ্ডের একরাত্র অশৌচ হইবে, উপনয়নের পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে সগুণ সপিণ্ডের সম্বন্ধে স্নান বিহিত হইয়াছে এবং উপনয়নের পর মরণেও স্নান-বিধান আছে। ষণ্মাসের মধ্যে স্ত্রীদিগের গর্ভস্রাব হইলে, যত মাসের গর্ভ, ততসংখ্যক দিন অশৌচ হইবে। ষণ্মাসের পর গর্ভস্রাব হইলে স্ত্রীর দশরাত্র অশৌচ হইবে, সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ হইবে; কিন্তু যদি সপ্তম বা অষ্টম মাসে বালক জন্মিয়াই সেই দিন মরে, তাহা হইলে গর্ভস্রাবাশৌচের ন্যায় অশৌচ জানিবে। গর্ভস্রাবে অত্যন্ত নির্গুণ সপিণ্ডের একরাত্র অশৌচ হইবে। যথেষ্টাচারী জ্ঞাতির ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। ১১—২১। যদি জননাশৌচের মধ্যে জননাশৌচ হয়, এবং মরণাশৌচ মধ্যে মরণাশৌচ হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বাশৌচের যে কয়েক দিন অবশিষ্ট আছে, তাহাতেই দুই অশৌচ যাইবে; কিন্তু যদি পূর্ব্বাশৌচের শেষদিনে অশৌচ হয়, তাহা হইলে দুই দিন অশৌচ বৃদ্ধি হইবে। যদি মরণাশৌচের মধ্যে জননাশৌচ হয় এবং জননাশৌচের মধ্যে মরণাশৌচ হয়, তাহা হইলে মরণাশৌচ দ্বারাই জননাশৌচ যাইবে। যদি মরণাশৌচ মধ্যে জননাশৌচ হয়, বা জননাশৌচমধ্যে মরণাশৌচ হয়, তবে মরণাশৌচই গুরুতর। যদি কোনও অশৌচের পরার্দ্ধে (সম্পূর্ণ অশৌচের অর্দ্ধেক-দিন গত হইলে) অঘবৃদ্ধিমৎ অশৌচ হয়, তাহা হইলে, অঘবৃদ্ধিমৎ অশৌচেই পূর্ব্বাশৌচ যাইবে। যদি কোনও অশৌচের পাঁচদিন অতীত না হইলে (পূর্ব্বার্দ্ধে) অঘবৃদ্ধ অশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচেই অঘবৃদ্ধি অশৌচ যাইবে। স্থানান্তরে থাকিয়া জননাশৌচ বা মরণাশৌচ শ্রবণ করিলে, অশৌচের যে কয়েক দিন অবশিষ্ট আছে, সেই কয়েক দিন অশৌচ হইবে। সংবৎসরের মধ্যে অতীত মরণাশৌচ শ্রবণ করিলে সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। সংবৎসরের পর শ্রবণ করিলে স্নান-মাত্রেই শুদ্ধি হয়। বেদার্থবেত্তা, অধ্যয়নকর্ত্তা ও অগ্নিহোত্রী এই সকল ব্যক্তির সকলকালেই সকল প্রকার অশৌচই তৎক্ষণাৎ নাশ হইবে। অবস্থাবিশেষে অর্থাৎ বৃত্ত্যর্থ জাতিগত কার্য্যে সকলেরই তৎক্ষণাৎ অশৌচ যায় (যেমন মোদক জাতীয়দিগের মিষ্টান্ন পাকে)। বাগ্দানের পর বিবাহসংস্কারের পূর্ব্বে স্ত্রীদিগের মৃত্যু হইলে সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে; বিবাহসংস্কার হইয়া মৃত্যু হইলে কেবল ভর্ত্তার (ভর্ত্তৃসপিণ্ডের) অশৌচ হইবে। বাগ-

ঊনদ্বিবর্ষামরণে সদ্যঃশৌচমুদাহৃতম্ ॥ ২৯
আ দন্তাৎ সোদরে সদ্য আ চূড়াদেকরাত্রকম্।
আ প্রদানাৎ ত্রিরাত্রং স্যাদ্দশরাত্রমতঃ পরম্ ॥
মাতামহানাং মরণে ত্রিরাত্রং স্যাদশৌচকম্।
একোদকানাং মরণে সূতকে চৈতদেব হি ॥ ৩১
পক্ষিণী যোনিসম্বন্ধে বান্ধবেষু তথৈব চ।
একরাত্রং সমুদ্দিষ্টং গুরৌ সব্রহ্মচারিণি ॥ ৩২
প্রেতে রাজনি সজ্যোতির্যস্য স্যাদ্বিষয়ে স্থিতঃ
গৃহে মৃতাসু দত্তাসু কন্যাসু চ ত্র্যহং পিতুঃ ॥৩৩
পরপূর্ব্বাসু ভার্য্যাসু পুত্রেষু কৃতকেষু চ।
ত্রিরাত্রং স্যাৎ তথাচার্য্যে স্বভার্য্যাস্বন্যগাসু চ ॥
আচার্য্যপুত্রে পত্ন্যাঞ্চ অহোরাত্রমুদাহৃতম্।

একাহং স্যাদুপাধ্যায়ে স্বগ্রামে শ্রোত্রিয়েঽপি চ
ত্রিরাত্রমসপিণ্ডেষু স্বগৃহে সংস্থিতেষু চ।
একাহঞ্চ স্বসর্য্যে স্যাদেকরাত্রং তদিষ্যতে ॥৩৬
ত্রিরাত্রং শ্বশ্রূমরণাচ্ছ্বশুরে চৈতদেব হি।
সদ্যঃশৌচ সমুদ্দিষ্টং সগোত্রে সংস্থিতে সতি
শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ ৩৮
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রদায়াদা যে স্যুর্বিপ্রস্য বান্ধবাঃ।
তেষামশৌচে বিপ্রস্য দশাহাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥৩৯
রাজন্যবৈশ্যাবপ্যেবং হীনবর্ণাসু যোনিষু ॥
স্বমেব শৌচং কুর্য্যাতাং বিশুদ্ধ্যর্থমসংশয়ম্ ॥৪০
সর্ব্বে তূত্তরবর্ণানামশৌচং কুর্য্যুরাদৃতাঃ।

দানের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে একদিন অশৌচ হইবে। দুই বৎসর বয়সের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ অর্থাৎ স্নানের পরই অশৌচনিবৃত্তি হইবে। দন্তজননের পূর্ব্বে ভগিনীমরণে ভ্রাতার সদ্যঃশৌচ হইবে; দুই বৎসরের পূর্ব্বে মরণে ভ্রাতার একাহ অশৌচ হইবে; বিবাহ পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। বিবাহের পর (গোত্রান্তরিতা হইয়া) ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হইলে ভর্ত্তৃসপিণ্ডদিগের দশরাত্র অশৌচ হইবে। ২২—৩০। মাতামহের মরণে দৌহিত্রের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। সমানোদকের মরণে বা জননে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। যাহাদিগের সহিত যোনিসম্বন্ধ আছে (অর্থাৎ পিতৃষসের, ভাগিনেয় ইত্যাদি) ও পিতৃবন্ধু এই সকল ব্যক্তির মরণে পক্ষিণী (এক রাত্রি তৎপূর্ব্বপর-দিবা; কোথাও বা দুইদিনের রাত্রি ও তন্মধ্য দিবা) অশৌচ হইবে। গুরুমরণে একাহ অশৌচ ও সব্রহ্মচারি-মরণে একাহ অশৌচ হইবে। যাহার অধিকারে বাস করা যায়, সেই ক্ষত্রিয় রাজার মৃত্যু হইলে সজ্যোতি অশৌচ হইবে। দত্তা কন্যার পিতৃগৃহে মৃত্যু হইলে পিতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। যে নারী পূর্ব্বে অন্য পুরুষের ভার্য্যা ছিল, তাহার মরণে ও তদ্‌গর্ভজাত পুত্রের মরণে এবং কৃতক পুত্রের মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে। আচার্য্যমরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। অন্যপুরুষগতা ভার্য্যার মৃত্যু হইলেও ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। আচার্য্যপুত্র ও আচার্য্যপত্নীর মৃত্যু হইলে অহোরাত্র অশৌচ হইবে এবং উপাধ্যায় ও স্বগ্রামস্থিত শ্রোত্রিয়ের মৃত্যু হইলে একরাত্র অশৌচ হইবে। পিতৃষসেয় ও মাতৃষসেয় বা অন্য কোনও একাহ বা পক্ষিণী-অশৌচ-সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বগৃহে মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। অন্যগ্রামস্থিত শ্রোত্রিয়াদির স্বগৃহে মরণে একাহ অশৌচ হইবে ও শিষ্যমরণে গুরুর একাহ অশৌচ হইবে। শ্বশ্রূ (শাশুড়ী) ও শ্বশুরের মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে; সগোত্রের মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ হইবে। ব্রাহ্মণ দশদিনে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে এবং শূদ্র একমাসে অর্থাৎ ত্রিশ দিনে শুদ্ধ হয়। ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা বা শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন বান্ধবের জননে বা মরণে ব্রাহ্মণ দশ দিনেই শুদ্ধ হইবেন। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পক্ষেও এই প্রকার হীনবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের জননে বা মরণে স্বজাত্যুক্ত অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়, তাহাতেই তাহাদের শুদ্ধি হইবে। ৩১—৪০। সকল বর্ণই স্ব স্ব বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবর্ণ সপিণ্ডের জনন বা মরণে

তদ্বর্ণবিধিদৃষ্টেন স্বস্তু শৌচং স্বযোনিষু ॥ ৪১
সদ্রাত্রং বা ত্রিরাত্রং স্যাদেকরাত্রং ক্রমেণ তু।
বৈশ্যক্ষত্রিয়বিপ্রাণাং শূদ্রেষ্বাশৌচমেব হি ॥ ৪২
অর্দ্ধমাসোহথ ষড়্রাত্রং ত্রিরাত্রং দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
শূদ্রক্ষত্রিয়বিপ্রাণাং বৈশ্যেষ্বাশৌচমিষ্যতে ॥ ৪৩
ষড়্রাত্রং বৈ দশাহঞ্চ বিপ্রাণাং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ।
অশৌচং ক্ষত্রিয়ে প্রোক্তং ক্রমেণ দ্বিজপুঙ্গবাঃ
শূদ্রবিট্‌ক্ষত্রিয়াণান্তু ব্রাহ্মণস্য তথৈব চ।
দশরাত্রেণ শুদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ কমলাপতিঃ ॥ ৪৫
অসপিণ্ডং দ্বিজং প্রেতং বিপ্রো নির্হৃত্য বন্ধুবৎ
অশিত্বা চ সহোষিত্বা দশরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ৪৬
যদ্যন্নমত্তি তেষান্তু ত্রিরাত্রেণ ততঃ শুচিঃ।
অনদংস্ত্বন্নমহ্না তু ন চ তস্মিন্ গৃহে বসেৎ ॥৪৭
সোদকেষ্বথ তদেব স্যান্মাতুরাপ্তেষু বন্ধুষু।
দশাহেন শবস্পর্শী সপিণ্ডশ্চৈব শুধ্যতি ॥ ৪৮
যদি নির্হরতি প্রেতং লোভাক্রান্তমানসঃ।
দশাহেন দ্বিজঃ শুধ্যেদ্দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ ॥ ৪৯
অর্দ্ধমাসেন বৈশ্যস্তু শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি।
ষড়্রাত্রেণাথবা সর্ব্বে ত্রিরাত্রেণাথবা পুনঃ ॥ ৫০
অনাথঞ্চৈব নির্হৃত্য ব্রাহ্মণং ধনবর্জ্জিতম্।
স্নাত্বা সম্প্রাশ্য চ ঘৃতং শুধ্যন্তি ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৫১
অবরশ্চেদ্বরং বর্ণমবরঞ্চ বরো যদি।
অশৌচে সংস্পৃশেৎ স্নেহাৎ তদাশৌচেন
শুধ্যতি ॥ ৫২
প্রেতীভূতং দ্বিজং বিপ্রো হ্যনুগচ্ছেত কামতঃ
স্নাত্বা সচেলং স্পৃষ্ট্বাগ্নিং ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি
একাহাৎ ক্ষত্রিয়ে শুদ্ধির্বৈশ্যে স্যাচ্চ দ্ব্যহেন তু

তত্তদ্বর্ণের নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে সাবধানে অশৌচ গ্রহণ করিবে। (যথা ;—ক্ষত্রিয়া-পুত্র নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্রাহ্মণের মরণে দশদিন অশৌচ পালন করিবে, ইত্যাদি।) আর স্বজাতীয় সপিণ্ডের জনন বা মরণে স্ববর্ণবিহিত অশৌচ গ্রহণ করিবে। কিন্তু শূদ্র-সপিণ্ডের জনন বা মরণে বৈশ্যের ছয় রাত্রি, ক্ষত্রিয়ের তিন রাত্রি ও ব্রাহ্মণের এক রাত্রি অশৌচ; হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! বৈশ্য-সপিণ্ডের জনন বা মরণে শূদ্রের অর্দ্ধমাস (১৫ দিন), ক্ষত্রিয়ের ছয় রাত্রি ও ব্রাহ্মণের তিন রাত্রি অশৌচ; ক্ষত্রিয় সপিণ্ডের জনন বা মরণে ব্রাহ্মণের ছয় দিন ও বৈশ্য-শূদ্রের দশাহ (? দ্বাদশাহ) অশৌচ আর ব্রাহ্মণ-সপিণ্ডের জনন বা মরণে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের দশাহে শুদ্ধি হইবে। ইহা কমলাপতি বিষ্ণু বলিয়াছেন। অসপিণ্ড মৃত ব্রাহ্মণকে বন্ধুর ন্যায় দহন-বহন করিয়া ব্রাহ্মণ যদি তাহার সপিণ্ডের অন্ন ভোজন করত সেই গৃহে বাস করেন, তাহা হইলে দশরাত্রের পর শুদ্ধ হইবেন। যদি কেবল তাহাদের অন্ন ভোজন করেন, তবে ত্রিরাত্র গত হইলে শুদ্ধ হন। যদি অন্ন ভোজন ও তাহার গৃহে বাস না করেন, তাহা হইলে সেই দিনেই শুদ্ধ হন। সমানোদক ও মাতৃবন্ধুর দহন বহন করিয়া ত্রিরাত্র গত হইলে শুদ্ধ হন। দহন-বহনকারী সপিণ্ড দশদিনে শুদ্ধ হন। লোভ-বশতঃ শবদাহ করিলে ব্রাহ্মণ দশদিনে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে ও শূদ্র ত্রিশ দিনে শুদ্ধ হয় অথবা সকলেই ছয়-রাত্রে শুদ্ধ হয়, অথবা ত্রিরাত্র গতে সকলেই শুদ্ধ হইবে। অনাথ ধনহীন ব্রাহ্মণকে দহন বহন করিলে, স্নানানন্তর ঘৃতপ্রাশন করিলে সকলেই শুদ্ধ হইবেন। উৎকৃষ্ট বর্ণ যদি অপকৃষ্ট বর্ণের দহন-বহনাদি কার্য্য করে, তাহা হইলে সেই অপকৃষ্ট বর্ণের যে অশৌচ বিহিত আছে, তাহা প্রতিপালন করিবে এবং অপকৃষ্ট ব্যক্তি যদি উৎকৃষ্ট বর্ণের দহন বহন করে, তাহা হইলে সেই উৎকৃষ্ট বর্ণের যে অশৌচ বিহিত আছে, তাহা প্রতিপালন করিবে। অশুচি ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে স্নানানন্তর শুদ্ধ হইবে। স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক যে ব্রাহ্মণ মৃত ব্রাহ্মণের অনুগমন করিবেন, তিনি স্নান করিয়া অগ্নিস্পর্শপূর্ব্বক ঘৃত পান করিলে শুদ্ধ হইবেন। শবানুগমন করিয়া ক্ষত্রিয় একাহের পর শুদ্ধ হইবে, বৈশ্য দুই দিনের পর, শূদ্র তিন দিনের পর শুদ্ধ

শূদ্রে দিনত্রয়ং প্রোক্তং প্রাণায়ামশতং পুনঃ॥
অনস্থিসঞ্চিতে শূদ্রে রৌতি চেদ্‌ব্রাহ্মণঃ স্বকৈঃ
ত্রিরাত্রং স্যাৎ তথাশৌচমেকাহস্ত্বন্যথা স্মৃতম্॥
অস্থিসঞ্চয়নাদর্ব্বাগেকাহঃ ক্ষত্রবৈশ্যয়োঃ।
অন্যথা চৈব সজ্যোতির্ব্রাহ্মণে স্নানমেব তু॥৫৬
অনস্থিসঞ্চিতে বিপ্রো ব্রাহ্মণো রৌতি চেৎ তদা।
স্নানেনৈব ভবেচ্ছুদ্ধিঃ সচেলেন ন সংশয়ঃ॥৫৭
যস্তৈঃ সহাশনং কুর্য্যাচ্ছয়নাদীনি চৈব হি।
বান্ধবো বাপরো বাপি স দশাহেন শুধ্যতি॥৫৮
যস্তেষাং সমমশ্নাতি সকৃদেবাপি কামতঃ।
তদাশৌচে নিবৃত্তেঽসৌ স্নানং কৃত্বা বিশুধ্যতি
যাবৎ তদন্নমশ্নাতি দুর্ভিক্ষাভিহতো নরঃ।
তাবন্ত্যহান্যশৌচং স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তং ততশ্চরেৎ

দাহাদ্যশৌচং কর্ত্তব্যং দ্বিজানামগ্নিহোত্রিণাম্
সপিণ্ডানাঞ্চ মরণে মরণাদিতরেষু চ॥৬১
সপিণ্ডতা চ পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে।
সমানোদকভাবস্তু জন্মনাম্নোরবেদনে॥৬২
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
লেপভাজস্ত্রয়ো জ্ঞেয়াঃ সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্
অপ্রত্তানাং তথা স্ত্রীণাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্।
তাসান্তু ভর্ত্তৃসাপিণ্ড্যং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ॥
যে চৈকজাতা বহবো ভিন্নযোনয় এব চ।
ভিন্নবর্ণাস্তু সাপিণ্ড্যং ভবেৎ তেষাং ত্রিপুরুষম্
কারবঃ শিল্পিনো বৈদ্যা দাসীদাসাস্তথৈব চ।
দাতারো নিয়মাশ্চৈব ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মচারিণৌ॥৬৬
সত্রিণো ব্রতিনস্তাবৎ সদ্যঃশৌচা উদাহৃতাঃ।
রাজা চৈবাভিষিক্তশ্চ অন্নসত্রিণ এব চ॥৬৭
যজ্ঞে বিবাহকালে চ দেবযাগে তথৈব চ।

হইবে, কিন্তু সকলকেই শত বার প্রাণায়াম করিতে হইবে। যদি ব্রাহ্মণ (শূদ্রগৃহে গমন করিয়া) শূদ্রের অস্থিসঞ্চয়নের পূর্ব্বে বিলাপ করেন, তাহা হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে; অন্যত্র রোদন করিলে একরাত্র অতীত হইলে শুদ্ধ হইবেন। অস্থি-সঞ্চয়নের পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যদি শূদ্রগৃহে গমন করিয়া রোদন করে, তাহা হইলে একাহ অশৌচ হইবে, অন্যত্র রোদন করিলে সজ্যোতিঃ অশৌচ হইবে, এবং ব্রাহ্মণের অস্থি সঞ্চয়নের পূর্ব্বে বৈশ্য বা শূদ্র যদি ঐরূপ রোদন করে, তাহা হইলে স্নানমাত্র করিবে। ব্রাহ্মণের অস্থিসঞ্চয়নের পূর্ব্বে যদি ব্রাহ্মণ তাহার গৃহে গমন করিয়া রোদন করে, তাহা হইলে সবস্ত্র স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। অশৌচী ব্যক্তির সহিত যে ব্যক্তি উপবেশন, শয়ন বা ভোজনাদি প্রকৃষ্টরূপে করিবে, সে বান্ধব হউক বা পরই হউক, দশাহ অশৌচ প্রতিপালন করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক একবারও অশৌচীর অন্ন ভক্ষণ করে, অশৌচ নিবৃত্ত হইলে পর স্নান করিয়া সে শুদ্ধ হইবে। দুর্ভিক্ষপ্রপী-ড়িত ব্যক্তি যত দিন অশুচির অন্ন ভক্ষণ করিবে, তত দিন অশৌচ হইবে, অশৌচ অপগত হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৪১—৬০। সাগ্নিক দ্বিজদিগের দাহ অবধি অশৌচ পালন করিবে। সপিণ্ডমরণে ও সপিণ্ডজননে অশৌচ পালন করিবে। সপ্তম পুরুষ অতীত হইলে সপিণ্ডতা নিবৃত্ত হইবে। (স্বকীয় বংশের) কোন পুরুষের সন্তান, তাহার জন্ম ও নামের অজ্ঞানে সমানোদকতা নিবৃত্ত হইবে। পিতা, পিতামহ ও প্রপিতা-মহ এবং বৃদ্ধ-প্রপিতামহাদি লেপভোজী তিন জন ও স্বয়ং, এই প্রকার সপ্তপুরুষে সপি-ণ্ডতা জানিবে। অদত্তা কন্যার সপ্তপুরুষে সাপিণ্ড্য ও দত্তা কন্যার ভর্ত্তৃকুলে সাপিণ্ড্য, ইহা দেব পিতামহ বলিয়াছেন। এক পুরুষ কর্ত্তৃক ভিন্নবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রসকলের ত্রৈপুরুষিক সাপিণ্ড্য হইবে। কারুকর্ম্মকারী, শিল্পকর্ম্মকারী, বৈদ্য, দাসী, দাস, দাতা, ব্রতানুরক্ত, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মচারী, যজ্ঞকারী ও ব্রতী ইহাদিগের সদ্যঃশৌচ জানিবে। রাজা, অভিষিক্ত ব্যক্তি ও অন্নদাতা ইহাদিগের সদ্যঃশৌচ জানিবে। আরব্ধযজ্ঞে, আরব্ধ-

সদ্যঃশৌচং সমাখ্যাতং দুর্ভিক্ষে চাপ্যুপপ্লবে।৬৮
সদাহবহতানাঞ্চ বিদ্যুতা পার্থিবৈর্দ্বিজৈঃ।
সদ্যঃশৌচং সমাখ্যাতং সর্পাদিমরণে তথা ॥৬৯
অগ্নিমরুৎপ্রপতনে বীরাধ্বন্যপ্যনাশকে।
গোব্রাহ্মণার্থে সন্ন্যস্তে সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥৭০
নৈষ্ঠিকানাং বনস্থানাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
নাশৌচং কীর্ত্ত্যতে সদ্ভিঃ পতিতে চ তথা মৃতে॥
পতিতানাং ন দাহঃ স্যান্নান্ত্যেষ্টির্নাস্থিসঞ্চয়ঃ।
নাশ্রুপাতো ন পিণ্ডো বা কার্য্যং শ্রাদ্ধাদিকং
কচিৎ ॥ ৭২
ব্যাপাদয়েৎ তথাত্মানং স্বয়ং যোঽগ্নিবিষাদিভিঃ
বিহিতং তস্য নাশৌচং নাগ্নির্নাপ্যুদকাদিকম্ ॥
অথ কশ্চিৎ প্রমাদেন ম্রিয়তেঽগ্নিবিষাদিভিঃ।
তস্যাশৌচং বিধাতব্যং কার্য্যঞ্চৈবোদকাদিকম্ ॥
জাতে কুমারে তদহঃ কামং কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহম্।
হিরণ্যধান্যগোবাসস্তিলান্নগুড়সর্পিষাম্ ॥ ৭৫
ফলানি পুষ্পং শাকঞ্চ লবণং কাষ্ঠমেব চ।
তোয়ং দধি ঘৃতং তৈলমৌষধং ক্ষীরমেব চ।
আশৌচিনো গৃহাদ্‌গ্রাহ্যং শুষ্কান্নঞ্চৈব নিত্যশঃ
আহিতাগ্নির্যথান্যায়ং দগ্ধব্যস্ত্রিভিরগ্নিভিঃ।
অনাহিতাগ্নির্গৃহ্যেণ লৌকিকেনেতরো জনঃ ৭৭
দেহাভাবাৎ পলাশৈস্তু কৃত্বা প্রতিকৃতিং পুনঃ।
দাহঃ কার্য্যো যথান্যায়ং সপিণ্ডৈঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতৈঃ ॥
সকৃৎ প্রসিঞ্চেদুদকং নামগোত্রেণ বাগ্যতাঃ।
দশাহং বান্ধবাঃ শ্রাদ্ধং সর্ব্বে চৈবার্দ্রবাসসঃ ॥৭৯
পিণ্ডং প্রতিদিনং দদ্যুঃ সায়ং প্রাতর্যথাবিধি।
প্রেতায় চ গৃহদ্বারি চতুর্থে ভোজয়েদ্‌দ্বিজান্ ॥৮০
দ্বিতীয়েঽহনি কর্ত্তব্যং ক্ষুরকর্ম্ম সবান্ধবৈঃ।
চতুর্থে বান্ধবৈঃ সর্ব্বৈরস্থ্নাং সঞ্চয়নং ভবেৎ।৮১
পূর্ব্বান্ প্রযুঞ্জয়েদ্বিপ্রান্ যুগ্মান্ সুশ্রদ্ধয়া শুচীন্।

বিবাহে ও আরব্ধদেবপূজায় তৎক্ষণের জন্য শুদ্ধি জানিবে এবং দুর্ভিক্ষ ও নগর-গ্রাম-দাহাদি উপপ্লবে সদ্যঃশৌচ জানিবে। যুদ্ধে মৃত বা বিদ্যুৎ, রাজা, পক্ষী ও সর্পাদি দ্বারা হত হইলে সদ্যঃশৌচ হইবে। অগ্নি বা বায়ুতে মৃত্যু হইলে, দুর্গমপথ-গমনে মরণ হইলে, অনশনব্রত করিয়া মরণ হইলে, গো বা ব্রাহ্মণার্থে মরণ হইলে অথবা সন্ন্যাসী হইয়া মরণ হইলে সদ্যঃশৌচ হইবে। ৬৯—৭০। নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী, বান-প্রস্থধর্ম্মাবলম্বী, যতি ও উপকুর্ব্বাণকব্রহ্মচারীর মৃত্যুতে এবং পতিত ব্যক্তির মৃত্যুতে সাধুগণকর্তৃক অশৌচ কীর্ত্তিত হয় নাই। পতিত ব্যক্তির মরণে দাহ, অস্থিসঞ্চয় বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিছুই নাই এবং অশ্রুপাত, পিণ্ডদান বা শ্রাদ্ধাদি কিছুই করিবে না। যে ব্যক্তি স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নি বা বিষাদি দ্বারা স্বীয় আত্মাকে নষ্ট করে, তাহার অশৌচ বা অগ্নিসংস্কার কিংবা জল-পিণ্ডাদিদান কিছুই বিহিত নাই। যদি প্রমাদবশতঃ অগ্নি বা বিষাদিতে মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহার শ্রাদ্ধাদি করিবে এবং তাহার অশৌচ প্রতিপালন করিবে। পুত্রের জন্ম হইলে সেই দিনে হিরণ্য, বস্ত্র, গোরু, ধান্য, তিল, অন্ন, গুড় ও ঘৃত এই সকল বস্তু ইচ্ছানুসারে প্রতিগ্রহ করিবে। অশৌচী ব্যক্তির নিকট হইতে ফল, পুষ্প, শাক, লবণ, কাষ্ঠ, জল, দধি, ঘৃত, তৈল, ঔষধ, ক্ষীর ও শুষ্কান্ন এই সকল বস্তু প্রত্যহ গ্রহণ করিতে পারিবে। আহিতাগ্নিকে তিন প্রকার অগ্নি দ্বারা শাস্ত্রানুসারে দাহ করিবে। অনাহিতাগ্নিকে গৃহোক্ত বিহিত অগ্নি দ্বারা দাহ করিবে। অন্য ব্যক্তিদিগকে লৌকিকাগ্নিতে দাহ করিবে। মৃতদেহের অভাবে পলাশপত্র দ্বারা মৃতব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সপিণ্ডগণ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যথান্যায়ে তাহা দাহ করিবেন। দশদিন পর্য্যন্ত বান্ধব সকল আর্দ্রবস্ত্র ও সংযতবাক্‌ হইয়া নামগোত্র উচ্চারণ করিয়া একবার তর্পণ করিবেন। প্রতিদিন গৃহের বহির্ভাগে সায়ং ও প্রাতঃকালে প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। দ্বিতীয় দিনে বান্ধবের সহিত ক্ষুরকর্ম্ম করিবে ও চতুর্থদিনে অস্থিসঞ্চয়ন করিবে। শুচি পূর্ব্বমুখ যুগ্মব্রাহ্মণদিগকে

পঞ্চমে নবমে চৈব তথৈবৈকাদশেঽহনি।
অযুগ্মান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ নবশ্রাদ্ধন্তু তদ্বিদুঃ॥৮২
একাদশেঽহ্নি কুর্ব্বীত প্রেতমুদ্দিশ্য ভাবতঃ।
দ্বাদশে বাঽহ্নি কর্ত্তব্যং নবমেঽপ্যথ বাহনি॥৮৩
একং পবিত্রমেকোঽর্ঘঃ পিণ্ডপাত্রং তথৈব চ।
এবং মৃতাহ্নি কর্ত্তব্যং প্রতিমাসন্তু বৎসরম্॥৮৪
সপিণ্ডীকরণং প্রোক্তং পূর্ণে সংবৎসরে পুনঃ।
কুর্য্যাচ্চত্বারি পাত্রাণি প্রেতাদীনাং দ্বিজোত্তমাঃ
প্রেতার্ঘং পিতৃপাত্রেষু পাত্রমাসেচয়েৎ ততঃ।
যে সমানা ইতি দ্বাভ্যাং পিণ্ডানপ্যেবমেব হি॥
সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধং দেবপূর্ব্বং বিধীয়তে।
পিতৄনাবাহয়েত্তত্র পুনঃ প্রেতং বিনির্দ্দিশেৎ॥
যে সপিণ্ডীকৃতাঃ প্রেতা ন তেষাং স্যাঃ পৃথক্‌ক্রিয়া
যস্তু কুর্য্যাৎ পৃথক্‌পিণ্ডং পিতৃহা সোঽভিজায়তে

মৃতে পিতরি বৈ পুত্রঃ পিণ্ডমব্দং সমাচরেৎ।
দদ্যাচ্চান্নং সোদকুম্ভং প্রত্যহং প্রেতধর্ম্মতঃ॥৮৯
পার্ব্বণেন বিধানেন সাংবৎসরিকমিষ্যতে।
প্রতি সংবৎসরং কুর্য্যাদ্বিধিরেষ সনাতনঃ॥৯০
মাতাপিত্রোঃ সুতৈঃ কার্য্যং পিণ্ডদানাদিকঞ্চ যৎ
পত্নী কুর্য্যাৎ সুতাভাবে পত্ন্যভাবে তু সোদরঃ॥৯১
অনেনৈব বিধানেন জীবঃ শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ।
কৃত্বা দানাদিকং সর্ব্বং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সমাহিতঃ॥৯২
এষ বঃ কথিতঃ সম্যগ্‌গৃহস্থানাং ক্রিয়াবিধিঃ।
স্ত্রীণান্তু ভর্ত্তৃশুশ্রূষা ধর্ম্মো নান্য ইহেষ্যতে॥৯৩
স্বধর্ম্মতৎপরা নিত্যমীশ্বরার্পিতমানসঃ।
প্রাপ্নুবন্তি পরং স্থানং যদুক্তং বেদবাদিভিঃ॥৯৪

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যায়ামশৌচবিধর্ম নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

অতি শ্রদ্ধার সহিত ভোজন করাইবে এবং মরণের পঞ্চম দিনে, নবমদিনে, একাদশদিনে অযুগ্ম ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে, ইহারই নাম নবশ্রাদ্ধ। ৭১—৮২। একাদশ দিবসে বা দ্বাদশ দিবসে অথবা নবম দিবসে প্রেতকে উদ্দেশ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে। এই শ্রাদ্ধে একটী পবিত্র, একটী অর্ঘ্য এবং একটী পিণ্ড দিবে। এই প্রকার প্রতি মাসের ও প্রতি বৎসরের মৃতাহে শ্রাদ্ধ করিবে। সংবৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ করিবে। প্রেত, পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের উদ্দেশে এক একটী করিয়া চারিটী অর্ঘ্যপাত্র করিবে। 'যে সমানাঃ' এই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ পূর্ব্বক পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ-পাত্রে প্রেতার্ঘ্য মিশ্রিত করিবে এবং প্রেত-পিণ্ডও ঐরূপ পিতামহাদি-পিণ্ডত্রয়ে মিশ্রিত করিবে। দেবশ্রাদ্ধপূর্ব্বক সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিবে; তদনন্তর পিতামহাদির আবাহন করিবে ও তদনন্তর প্রেতের আবাহন করিবে। যে সকল প্রেতের সপিণ্ডীকরণ করা হইয়াছে, তাহাদের প্রেতপদ উল্লেখ করিয়া কার্য্য করিবে না; যে ব্যক্তি সপিণ্ডীকৃত প্রেতের প্রেতপদ উল্লেখ করিয়া কার্য্য করে, সে পিতৃ-হত্যার পাপভাগী হয়। পিতার মৃত্যু হইলে এক বৎসরকাল পিণ্ডদান করিবে এবং প্রত্যহ প্রেতধর্ম্মানুসারে এক বৎসরকাল অম্বুঘটশ্রাদ্ধ করিবে। প্রতিসংবৎসর পার্ব্বণ-বিধানে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করিবে, ইহা সনাতন বিধি। মাতা-পিতার পিণ্ডদানাদি যে কিছু কার্য্য, তাহা পুত্র করিবেন; পুত্রের অভাবে কন্যা, কন্যার অভাবে পত্নী এবং পত্নীর অভাবে সহোদর ভ্রাতা করিবেন। মনুষ্য সকল সমাহিতচিত্তে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দানাদি করিয়া এই বিধানমতে শ্রাদ্ধ করিবেন। গৃহস্থের এই ক্রিয়াবিধি সম্যক্‌রূপে আপনাদিগকে বলিলাম। কিন্তু স্ত্রীদিগের পক্ষে ভর্ত্তৃশুশ্রূষা ভিন্ন অন্য কোনও ধর্ম্ম নাই। স্বধর্ম্মতৎপর ও সর্ব্বদা ঈশ্বরার্পিতচেতাঃ ব্যক্তিগণ বেদবাদিপ্রোক্ত সেই উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়। ৮৩—৯৪।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অগ্নিহোত্রন্তু জুহুয়াৎ সায়ম্প্রাতর্যথাবিধি।
দর্শেন চৈব পক্ষান্তে পৌর্ণমাসেন চৈব হি ॥ ১
শস্যান্তে নবশস্যেষ্ট্যা তথর্ত্ত্বন্তে দ্বিজোঽধ্বরৈঃ।
পশুনা ত্বয়নস্যান্তে সমান্তে সৌমিকৈর্ম্মখৈঃ ॥ ২
নানিষ্ট্বা নবশস্যেষ্ট্যা পশুনা বাগ্নিমান্ দ্বিজঃ।
ন চান্নমদ্যা ন্মাংসং বা দীর্ঘমায়ুর্জ্জিজীবিষুঃ ॥ ৩
নবেনান্নেন চানিষ্ট্বা পশুহব্যেন চাগ্নয়ঃ।
প্রাণানেবাত্তুমিচ্ছন্তি নবান্নামিষগৃদ্ধিনঃ ॥ ৪
সাবিত্রান্ শান্তিহোমাংশ্চ কুর্য্যাৎ পর্ব্বসু নিত্যশঃ।
পিতৄংশ্চৈবাষ্টকাঃ সর্ব্বে নিত্যমন্বষ্টকাসু চ ॥ ৫
এষ ধর্ম্মঃ পরো নিত্যমপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে।
ত্রয়াণ মিহ বর্ণানাং গৃহস্থাশ্রমবাসিনাম্ ॥ ৬
নাস্তিক্যাদথ বালস্যাদ্‌যোঽগ্নীন্ নাধাতুমিচ্ছতি
যজেত বা ন যজ্ঞেন স যাতি নরকান্ বহূন্ ॥ ৭
তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরব-রৌরবৌ।
কুম্ভীপাকং বৈতরণীমসিপত্রবনং তথা ॥ ৮
অন্যাংশ্চ নরকান ঘোরান্ সম্প্রাপ্যান্তে স দুর্ম্মতিঃ।
অন্ত্যজানাং কুলে বিপ্রাঃ শূদ্রযোনৌ চ জায়তে ॥ ৯
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ব্রাহ্মণো হি বিশেষতঃ।
আধায়াগ্নিং বিশুদ্ধাত্মা যজেত পরমেশ্বরম্ ॥ ১০
অগ্নিহোত্রাৎ পরো ধর্ম্মো দ্বিজানাং নেহ বিদ্যতে।
তস্মাদারাধয়েন্নিত্যমগ্নিহোত্রেণ শাশ্বতম্ ॥ ১১
যশ্চাধায়াগ্নিমালস্যান্ন পশ্চাদেনমিচ্ছতি।
স সম্মূঢ়ো ন সম্ভাষ্যঃ কিং পুনর্নাস্তিকো জনঃ ॥
যস্য বৈ বার্ষিকং ভক্তং পর্য্যাপ্তং ভৃত্যবৃত্তয়ে।
অধিকং বা ভবেদ্‌যস্য স সোমং পাতুমর্হতি ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে বিধানানুসারে অগ্নিহোত্র হোম করিবে। কৃষ্ণপক্ষান্তে (অমাবস্যায়) দর্শনামক যাগ এবং শুক্লপক্ষশেষে (পূর্ণিমাতে) পৌর্ণমাসনামক যাগ করিবে। নূতন শস্য প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ তাহা দ্বারা যজ্ঞ করিবে; ঋতুর অন্তে চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞ করিবে; অয়নের অন্তে পশুযজ্ঞ করিবে এবং বৎসরের অন্ত হইলে সোমরসসাধ্য অগ্নিষ্টোমাদি যাগ করিবে। দীর্ঘ কাল বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছুক সাগ্নিক ব্রাহ্মণ নবশস্যেষ্টি এবং পশুযাগ না করিয়া অন্ন বা মাংস ভক্ষণ করিবে না। যাহারা নবান্ন দ্বারা যাগ না করিয়া বা পশুহব্য দ্বারা যাগ না করিয়া নবান্ন বা মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা স্বীয় প্রাণকেই ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে। প্রতিপর্ব্বে সাবিত্রীহোম ও শান্তিহোম করিবে। আর অষ্টকা অন্বষ্টকায় সকলেই পিতৃদিগের নিত্য শ্রাদ্ধ করিবে। গৃহস্থাশ্রমী ত্রৈবর্ণিকদিগের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) এই গুলি নিত্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; অন্যগুলি অধর্ম্ম বলিয়া কথিত আছে। নাস্তিক্য বা আলস্য বশতঃ যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ অগ্ন্যাধান না করে বা যজ্ঞ না করে, সে বহুতর নরক ভোগ করে এবং তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, কুম্ভীপাক, বৈতরণী, অসিপত্রবন এবং অন্যান্য, ঘোরতর বহুতর নরক ভোগ করিয়া সেই দুর্ম্মতি বিপ্র অন্ত্যজকুলে বা শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। সেই হেতু ব্রাহ্মণ অতি যত্নসহকারে অগ্ন্যাধান করিয়া বিশুদ্ধাত্মা হইয়া পরমেশ্বরকে পূজা করিবে। ১—১০। ব্রাহ্মণদিগের অগ্নিহোত্র অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, সেই হেতু তাঁহারা নিরন্তর অগ্নিহোত্র দ্বারাই ঈশ্বর-আরাধনা করিবেন। যে ব্যক্তি সাগ্নিক হইয়া পরে আলস্যবশতঃ অগ্নিহোত্র না করে, তাহার সহিত বাক্যালাপ করিবে না। সে ভিন্ন নাস্তিক আর অন্য নাই। যাহার পোষ্যবর্গের জীবিকার জন্য ত্রৈবার্ষিক আহার্য্য সামগ্রী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে অথবা যাহার তাহা অপেক্ষা অধিক

এষ বৈ সর্ব্বযজ্ঞানাং সোমঃ প্রথম ইষ্যতে।
সোমেনারাধয়েদ্দেবং সোমলোকমহেশ্বরম্ ॥১৪
ন সোমযাগাদধিকো মহেশারাধনে ক্রতুঃ।
সমো বা বিদ্যতে তস্মাৎ সোমেনাভ্যর্চ্চয়েৎ
পরম্ ॥ ১৫
পিতামহেন বিপ্রাণামাদাবভিহিতঃ শুভঃ।
ধর্ম্মো বিমুক্তয়ে সাক্ষাচ্ছ্রৌতঃ স্মার্ত্তো দ্বিধা
পুনঃ ॥ ১৬
শ্রৌতস্ত্রেতাগ্নিসম্বন্ধাৎ স্মার্ত্তঃ পূর্ব্বং ময়োদিতঃ
শ্রেয়স্করতমঃ শ্রৌতস্তস্মাচ্ছ্রৌতং সমাচরেৎ ॥১৭
উভাবপি হি তৌ ধর্ম্মৌ বেদাদেব বিনিঃসৃতৌ
শিষ্টাচারস্তৃতীয়ঃ স্যাচ্ছ্রুতিস্মৃত্যোরলাভতঃ ॥১৮
ধর্ম্মেণাধিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।
তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়া নিত্যমাত্মগুণান্বিতাঃ ॥
তেষামভিমতো যঃ স্যাচ্চেতসা নিত্যমেব হি।
স ধর্ম্মঃ কথিতঃ সদ্ভির্নান্যেষামিতি ধারণা ॥ ২০
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রাণি বেদানামুপবৃংহণম্।
একস্মাদ্‌ব্রহ্মবিজ্ঞানং ধর্ম্মজ্ঞানং তথৈকতঃ ॥২১
ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং তৎ প্রমাণতরং স্মৃতম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণানি ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণাঃ ॥ ২২
নান্যতো জায়তে ধর্ম্মো ব্রহ্মবিদ্যা চ বৈদিকী।
তস্মাদ্ধর্ম্মং পুরাণঞ্চ শ্রদ্ধাতব্যং মনীষিভিঃ ॥২৩

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্ম-
বিদ্যায়ামগ্নিহোত্রাদিনিয়মো নাম
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

আছে, সেই ব্যক্তিই সোমযাগ করিতে পারিবে। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে সোমযাগই অতিশ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। সোম-লোকস্থিত মহেশ্বরকে সোমযাগ দ্বারা আরাধনা করিবে। মহাদেবের আরাধনা করিতে সোমযাগ অপেক্ষা আর কোনও শ্রেষ্ঠ যাগ নাই কিংবা তাহার সমানও কোনও যাগ নাই। অতএব সোমযাগ দ্বারাই সেই শ্রেষ্ঠতম মহাদেবের আরাধনা করিবে। ব্রাহ্মণদিগের মুক্তির নিমিত্ত পিতামহ ব্রহ্মা প্রথমতঃ যে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়াছেন, উহা শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ভেদে দ্বিবিধ। শ্রৌতধর্ম্ম ত্রেতাগ্নিসম্বন্ধজন্য। আর স্মার্ত্তধর্ম্ম পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি। শ্রৌতধর্ম্মই অতীব শ্রেয়স্কর; অতএব শ্রৌত-ধর্ম্মেরই আচরণ করিবে। উভয় প্রকার ধর্ম্মই বেদ হইতে বিনিঃসৃত, অতএব উভয় প্রকার ধর্ম্মই শ্রেয়স্কর। শ্রুতিস্মৃতির অভাবে সাধুজনের আচরিত ধর্ম্মই তৃতীয় প্রকার ধর্ম্ম জানিবে। যাঁহারা সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ ধর্ম্মতঃ অধ্যয়ন করিয়াছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ আত্ম-গুণান্বিত ব্রাহ্মণ সকলকে শিষ্ট (সাধু) বলিয়া জানিবে। নিরন্তর বিচার দ্বারা যাহা তাঁহাদের অভিমত, সাধুগণ তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য-বিধলোকের আচরিত কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই, ইহাই নিশ্চয়। পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র বেদের বিস্তৃতি; তন্মধ্যে একটী হইতে (পুরাণ হইতে) ব্রহ্মবিজ্ঞান হয় ও অপরটী হইতে (ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে) ধর্ম্মজ্ঞান হয়। যাঁহারা ধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র উৎকৃষ্ট প্রমাণ এবং হে ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ দ্বিজগণ! আপনাদের পুরা-ণই শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ। ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ ব্যতীত অন্য কিছু হইতেই ধর্ম্ম এবং বেদ-বিহিত ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় না; সেই হেতু ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণের প্রতি পণ্ডিত-গণের শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য। ১১—২৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

এষ বোঽভিহিতঃ কৃৎস্নো গৃহস্থাশ্রমবাসিনঃ।
দ্বিজাতেঃ পরমো ধর্ম্মো বর্ত্তনানি নিবোধত॥১
দ্বিবিধস্তু গৃহী জ্ঞেয়ঃ সাধকশ্চাপ্যসাধকঃ।
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ পূর্ব্বস্যাহুঃ প্রতিগ্রহম্।
কুসীদকৃষিবাণিজ্যং প্রকুর্ব্বীতাস্বয়ংকৃতম্॥২
কৃষেরভাবে বাণিজ্যং তদভাবে কুসীদকম্।
আপৎকল্পস্ত্বয়ং জ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বোক্তো মুখ্য ইষ্যতে
স্বয়ং বা কর্ষণং কুর্য্যাদ্বাণিজ্যং বা কুসীদকম্।
কষ্টা পাপীয়সী বৃত্তিঃ কুসীদং তদ্বিবর্জ্জয়েৎ॥৪
ক্ষাত্রবৃত্তিং পরাং প্রাহুর্ন স্বয়ংকর্ষণং দ্বিজৈঃ।
তস্মাৎ ক্ষাত্রেণ বর্ত্তেত বর্ত্ততে নাপদি দ্বিজঃ॥
তেন চৈবাপ্যজীবংস্তু বৈশ্যবৃত্তিঃ কৃষিং ব্রজেৎ
ন কথঞ্চন কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ কর্ম্ম কর্ষণম্॥৬
লব্ধলাভঃ পিতৄন্ দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চাপি পূজয়েৎ
তে তৃপ্তাস্তস্য তং দোষং শময়ন্তি ন সংশয়ঃ॥৭
দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ দদ্যাদ্ভাগন্তু বিংশকম্।
ত্রিংশদ্ভাগং ব্রাহ্মণানাং কৃষিং কুর্ব্বন্ ন দুষ্যতি
বাণিজ্যে দ্বিগুণং দদ্যাৎ কুসীদী ত্রিগুণং পুনঃ
কৃষিপালান্ন দোষেণ যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥৯
শিলোঞ্ছং বাপ্যাদদীত গৃহস্থঃ সাধকঃ পুনঃ।
বিদ্যাশিল্পাদয়স্ত্বন্যে বহবো বৃত্তিহেতবঃ॥১০
অসাধকস্তু যঃ প্রোক্তো গৃহস্থাশ্রমসংস্থিতঃ।
শিলোঞ্ছে তস্য কথিতে দ্বে বৃত্তী পরমর্ষিভিঃ॥১১
অমৃতেনাথবা জীবেন্মৃতেনাপ্যথবাপদি।
অযাচিতং স্যাদমৃতং মৃতং ভৈক্ষন্তু যাচিতম্॥
কুশূলধান্যকো বা স্যাৎ কুম্ভীধান্যক এব চ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—আশ্রমবাসী গৃহস্থ দ্বিজাতিগণের এই নিখিল পরম ধর্ম্ম তোমাদিগকে বলিলাম; এখন তোমাদের অবলম্বনীয় বৃত্তি বলিব, শ্রবণ কর। সাধক ও অসাধক এই দুইপ্রকার গৃহী জানিবে। ইহার মধ্যে সাধক গৃহী বৃত্তির জন্য অধ্যাপনা, প্রতিগ্রহ ও যাজন করিবে, কুসীদ (অর্থাৎ সুদী কারবার), কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যও করিতে পারিবেন, কিন্তু স্বয়ং না করিয়া অন্য দ্বারা করাইবেন। কৃষিকার্য্যের অভাবে বাণিজ্য করাইবেন এবং বাণিজ্যের অভাব হইলে কুসীদ করিবেন। আপৎকালেই কৃষি, বাণিজ্য বা কুসীদ করিবেন; আর অধ্যাপনা যাজন ও প্রতিগ্রহ মুখ্য কল্প জানিবে। অথবা স্বয়ংই বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য বা কুসীদকর্ম্ম করিবেন, কিন্তু কুসীদ অতি পাপজনক জীবিকা, তাহা পরিত্যাগ করাই উচিত। ঋষিগণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন; কিন্তু স্বয়ং কর্ষণকে ভাল বলেন নাই, সেই হেতু ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রিয়বৃত্তিতে থাকিলেও আপদে পতিত হন না। ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেও জীবিকা নির্ব্বাহ না করিতে পারেন, তাহা হইলেই বৈশ্যধর্ম্মাবলম্বন করিতে পারিবেন। তথাপি ব্রাহ্মণ স্বয়ং কখনই কৃষিকর্ম্ম করিবেন না। লাভ হইলে পিতৃ, দেবতা এবং ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিবে। ইঁহারা তৃপ্ত হইয়া তাহার কৃষিকর্ম্মজনিত দোষসকল নষ্ট করিবেন। দেবতা ও পিতৃগণকে উপার্জ্জিত বস্তুর বিংশভাগের একভাগ দিবে এবং ত্রিংশৎ ভাগের এক ভাগ ব্রাহ্মণদিগকে দিবে, তাহা হইলে কৃষিকর্ম্মে দোষ হইবে না। বাণিজ্য কর্ম্মে কৃষি অপেক্ষা দ্বিগুণ দিবে ও কুসীদকর্ম্মে তিন গুণ দিবে এইরূপ দান করিলে এই সকল কর্ম্মে দোষ হইবে না, ইহাতে সংশয় নাই। অথবা সাধক গৃহস্থ শিলোঞ্ছবৃত্তিও অবলম্বন করিতে পারে। তাহার বিদ্যা-শিল্পাদি অন্যরূপ আরও বহুতর জীবিকার উপায় আছে। ১—১০। অসাধক গৃহস্থেরও শিল ও উঞ্ছ নামে পূর্ব্বোক্ত দুইটী বৃত্তি ঋষিগণকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। অথবা 'অমৃত' দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। আর আপৎকালে 'মৃত' দ্বারাও জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে। অযাচিত বস্তুর নাম অমৃত

ত্র্যৈহিকো বাপি ভবেদশ্বস্তনিক এব চ ॥ ১৩
চতুর্ণামপি বৈ তেষাং দ্বিজানাং গৃহমেধিনাম্।
শ্রেয়ান্ পরঃ পরো জ্ঞেয়ো ধর্ম্মতো লোকজিত্তমঃ
ষট্‌কর্ম্মকো ভবেৎ তেষাং ত্রিভিরন্যঃ প্রবর্ত্ততে
দ্বাভ্যামেকশ্চতুর্থস্তু ব্রহ্মসত্রেণ জীবতি ॥ ১৫
বর্ত্তয়ংস্তু শিলোঞ্ছাভ্যামগ্নিহোত্রপরায়ণঃ।
ইষ্টীঃ পার্ব্বায়ণান্তীয়াঃ কেবলা নির্ব্বপেৎ সদা ॥
ন লোকবৃত্তং বর্ত্তেত বৃত্তিহেতোঃ কথঞ্চন।
অজিহ্মামশঠাং শুদ্ধাং জীবেদ্‌ব্রাহ্মণজীবিকাম্
যাচিত্বা বাথ সদ্ভ্যোঽন্নং পিতৄন্ দেবাংস্তু তোষয়েৎ।
যাচয়েদ্বা শুচিং দান্তং ন তু তৃপ্যেৎ স্বয়ং ততঃ
যস্তু দ্রব্যার্জ্জনং কৃত্বা গৃহস্থাংস্তোষয়েন্ন তু।
দেবান্ পিতৄংস্তু বিধিনা শুনাং যোনিং ব্রজত্যসৌ ॥ ১৯
ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ শ্রেয়ো মোক্ষশ্চতুষ্টয়ম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ কামঃ স্যাদ্‌ব্রাহ্মণানান্তু নেতরঃ ॥ ২০
যোঽর্থো ধর্ম্মায় নাত্মার্থং সোঽর্থো নার্থস্তথেতরঃ।
তস্মাদর্থং সমাসাদ্য দদ্যাদ্বৈ জুহুয়াদ্দ্বিজঃ ॥ ২১

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যায়াং দ্বিবিধগৃহিবৃত্তিকথনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

এবং ভিক্ষালব্ধ বস্তুর নাম মৃত। কুশূলধান্যক বা কুম্ভীধান্যক বা ত্র্যৈহিক অথবা অশ্বস্তনিক হইবে *। কুশূলধান্যাদি তিন প্রকার সঞ্চয়ী এবং অসঞ্চয়ী এক প্রকার, এই চারি প্রকার গৃহস্থ ব্রাহ্মণের মধ্যে উত্তরোত্তরকে প্রশস্ত জানিবে। কারণ, বৃত্তিসঙ্কোচরূপ সংযম-ধর্ম্মানুসারে তাঁহারা পরকালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকজয়ী হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে বহুপোষ্যবর্গসম্পন্ন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ঋত, অযাচিত, ভৈক্ষ্য, কৃষি, বাণিজ্য এবং কুসীদ এই ষট্‌কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। তদপেক্ষা অল্প পরিবার সম্পন্ন গৃহস্থ যাজন,অধ্যাপনা এবং প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। তদপেক্ষাও অল্পপোষ্য হইলে অধ্যাপন এবং যাজন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। আর যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পপরিবারসম্পন্ন, তিনি কেবল অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। শিলোঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ দ্বিজ, ধনসাধ্য পুণ্যকার্য্যে অক্ষমবিধায় কেবলমাত্র অগ্নিহোত্রপরায়ণ হইবেন এবং পর্ব্ব ও অয়নান্তে যে সকল যজ্ঞ (অর্থাৎ দর্শ পৌর্ণমাসাদি যজ্ঞ) করিতে হয়, তাহা করিবেন। অল্পসত্ত্ব প্রাকৃত জনেরা জীবিকার দায়ে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা,তোষামোদ, স্বগুণানুখ্যাপন, প্রভুর অনুরূপ বেশাদিধারণ ইত্যাদি নানা অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু জীবিকার জন্য সেই লোকবৃত্তির অনুকরণ করিবে না। যাহা দম্ভ ব্যাজাদি শূন্য, সরল, যে জীবিকালাভে কিছুমাত্র শঠতা বা বঞ্চনা করিতে হয় না, যাহা অতি বিশুদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে পাপের সংস্পর্শমাত্রও নাই—এইরূপ ব্রাহ্মণজীবিকা যজন-যাজনাদিদ্বারা গৃহস্থ ব্রাহ্মণ জীবন যাপন করিবেন। সাধুদিগের নিকট হইতে অন্ন যাচ্‌ঞা করিয়া দেবতা ও পিতৃদিগের তুষ্টি করিবে অথবা শুচি সন্ন্যাসীদিগকে দান করিবে, কিন্তু স্বয়ং তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হইবে না। যে ব্যক্তি দ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া গৃহস্থ, দেবতা এবং পিতৃলোককে বিধিপূর্ব্বক তুষ্ট না করে, সে কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটীই শ্রেয়স্কর। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মের অবিরোধী কাম অবলম্বনীয়, কিন্তু ধর্ম্মবিরুদ্ধ

* সঞ্চিত ধান্য দ্বারা যাহার তিন বৎসর বা তদধিক কাল চলে, তাহাকে কুশূলধান্যক এবং যাহার এক বৎসর বা তদধিক কিছুকাল চলে, তাহাকে কুম্ভীধান্যক বলা যায়। সপরিবারে তিন দিন চলে, এরূপ সঞ্চয়ের চেষ্টা যে করে, তাহার নাম ত্র্যৈহিক আর আগামী কল্য খাইবার জন্য যাহার কিছুমাত্র সঞ্চয় না থাকে সে অশ্বস্তনিক।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি দানধর্ম্মমনুত্তমম্।
ব্রহ্মণাভিহিতং পূর্ব্বমৃষীণাং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ১
অর্থানামুচিতে পাত্রে শ্রদ্ধয়া প্রতিপাদনম্।
দানমিত্যভিনির্দ্দিষ্টং ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদম্॥
যদ্দদাতি বিশিষ্টেভ্যঃ শিষ্টেভ্যঃ শ্রদ্ধয়া যুতঃ।
তদ্বৈ বিত্তমহং মন্যে শেষং কস্যাপি রক্ষতি॥ ৩
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং দানমুচ্যতে
চতুর্থং বিমলং প্রোক্তং সর্ব্বদানোত্তমোত্তমম্।
অহন্যহনি যৎকিঞ্চিদ্দীয়তেঽনুপকারিণে।
অনুদ্দিশ্য ফলং তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণায় তু নিত্যকম্॥৫
যৎ তু পাপোপশান্ত্যর্থং দীয়তে বিদুষাং করে
নৈমিত্তিকং তদুদ্দিষ্টং দানং সদ্ভিরনুষ্ঠিতম্॥ ৬
অপত্যবিজয়ৈশ্বর্য্যস্বর্গার্থং যৎ প্রদীয়তে।
দানং তৎ কাম্যমাখ্যাতমৃষিভির্ধর্ম্মচিন্তকৈঃ॥ ৭
যদীশ্বরপ্রীণনার্থং ব্রহ্মবিৎসু প্রদীয়তে।
চেতসা ধর্ম্মযুক্তেন দানং তদ্বিমলং শিবম্॥ ৮
দানধর্ম্মং নিষেবেত পাত্রমাসাদ্য শক্তিতঃ।
উৎপৎস্যতে হি তৎ পাত্রং যৎ তারয়তি সর্ব্বতঃ
কুটুম্বভক্তবসনাদ্দেয়ং যদতিরিচ্যতে।
অন্যথা দীয়তে যদ্ধি ন তদ্দানং ফলপ্রদম্॥১০
শ্রোত্রিয়ায় কুলীনায় বিনীতায় তপস্বিনে।
ব্রতস্থায় দরিদ্রায় প্রদেয়ং ভক্তিপূর্ব্বকম্॥ ১১
যস্তু দদ্যান্মহীং ভক্ত্যা ব্রাহ্মণায়াহিতাগ্নয়ে।

কাম কখনই অবলম্বনীয় নহে। যে অর্থ কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত সঞ্চিত—আত্মনিমিত্ত নহে, সেই অর্থই অর্থ; যে অর্থ নিজের জন্য সঞ্চিত,—ধর্ম্মার্থ নহে, তাহা অর্থই নহে। অত-এব দ্বিজ অর্থ সঞ্চয় করিয়া সৎপাত্রে দান করিবে ও যজ্ঞ করিবে। ১১—২১।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৫॥

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—পূর্ব্বে স্বয়ং ব্রহ্মা, ব্রহ্ম-বাদী ঋষিগণকে যে অনুত্তম দানধর্ম্ম বলিয়া-ছিলেন, অনন্তর আমি তাহা বলিতেছি। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সৎপাত্রে অর্থের যে প্রতিপাদন, তাহাই ভুক্তি-মুক্তি-ফলপ্রদ দান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। শ্রদ্ধান্বিত হইয়া বিশিষ্ট শিষ্টদিগকে যাহা দান করা যায়, তাহাকেই আমি বিত্ত বলিয়া বিবেচনা করি; নতুবা দান না করিয়া যাহা রাখে, সে ধন অন্যের ধন, তাহার নহে—সে রক্ষা করে মাত্র। দান প্রথমতঃ তিন প্রকার; নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য; আর চতুর্থ বিমল নামক দান; এই দান সকল দান অপেক্ষা অতিশয় উত্তম। উপকারীকে নহে—সাধারণ ব্রাহ্মণকে, ফল উদ্দেশ না করিয়া, অহরহ যে কিছু দান করা হয়, তাহা নিত্যদান। পাপনাশার্থ পণ্ডিত-দিগের হস্তে সাধু ব্যক্তিগণ যে দানানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাকে নৈমিত্তিক দান বলা যায়। সন্তান, বিজয়, ঐশ্বর্য্য বা স্বর্গ প্রভৃ-তির জন্য যে দান, তাহাই ধর্ম্মচিন্তক ঋষিগণ-কর্তৃক কাম্যদান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ধর্ম্মযুক্তচিত্তে বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকে ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত যে দান করা যায়, তাহাকে মঙ্গলজনক বিমলনামক দান বলে। সৎপাত্র প্রাপ্ত হইলেই শক্ত্যনুসারে দানরূপ ধর্ম্মের সেবা করিবে। কারণ এইরূপ সর্ব্বদা দান-শীল ব্যক্তির নিকটে কদাচিৎ এরূপ দানপাত্রও উপস্থিত হন,—যিনি তাঁহার দান গ্রহণ করিয়া দাতাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে নিস্তার করিতে সমর্থ। কুটুম্বাদির ভরণ-পোষণ করিয়া যাহা অতিরিক্ত থাকিবে, তাহাই দান করিবে; কুটুম্ব-ভরণ-পোষণ না করিয়া দান করিলে, সে দান ফলপ্রদ হয় না। ১—১০। শ্রোত্রিয়, কুলীন, বিনীত, তপস্বী, ব্রহ্মচারী ও দরিদ্র ইহাদিগকে ভক্তিপূর্ব্বক দান করিবে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করে সে সেই পরম স্থান প্রাপ্ত হয়—যে

স যাতি পরমং স্থানং যত্র গত্বা ন শোচতি। ১২
ইক্ষুভিঃ সন্ততাং ভূমিং যবগোধূমশালিনীম্।
দদাতি বেদবিদুষে যঃ স ভূয়ো ন জায়তে ॥১৩
গোচর্ম্মমাত্রামপি বা যো ভূমিং সম্প্রযচ্ছতি।
ব্রাহ্মণায় দরিদ্রায় সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ১৪
ভূমিদানাৎ পরং দানং বিদ্যতে নেহ কিঞ্চন।
অন্নদানং তেন তুল্যং বিদ্যাদানং ততোঽধিকম্
যো ব্রাহ্মণায় শান্তায় শুচয়ে ধর্ম্মশালিনে।
দদাতি বিদ্যাং বিধিনা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
দদ্যাদহরহস্ত্বন্নং শ্রদ্ধয়া ব্রহ্মচারিণে।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মণঃ স্থানমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭
গৃহস্থায়ান্নদানেন ফলং নাপ্নোতি মানবঃ।
আমমেবাস্য দাতব্যং দত্ত্বাপ্নোতি পরাং গতিম্
বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্যান্তু ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা
উপোষ্য বিধিনা শান্তান্ শুচীন্ প্রযতমানসঃ।
পূজয়িত্বা তিলৈঃ কৃষ্ণৈর্ম্মধুনা চ বিশেষতঃ।
গন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য বাচয়িত্বা স্বয়ং বদেৎ ॥২০
প্রীয়তাং ধর্ম্মরাজেতি যদ্বা মানসি বর্ত্ততে।
যাবজ্জীবং কৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥২১
কৃষ্ণাজিনে তিলান্ কৃত্বা হিরণ্যং মধুসর্পিষী।
দদাতি যস্তু বিপ্রায় সর্ব্বং তরতি দুষ্কৃতম্ ॥ ২২
কৃতান্নমুদকুম্ভঞ্চ বৈশাখ্যাঞ্চ বিশেষতঃ।
নির্দ্দিশ্য ধর্ম্মরাজায় বিপ্রেভ্যো মুচ্যতে ভয়াৎ ॥
সুবর্ণতিলযুক্তৈস্তু ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা।
তর্পয়েদুদপাত্রাণি ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ২৪
মাঘমাসে তমিস্রে তু দ্বাদশ্যাং সমুপোষিতঃ।
শুক্লাম্বরধরঃ কৃষ্ণৈস্তিলৈর্হুত্বা হুতাশনম্ ॥ ২৫
প্রদদ্যাদ্ ব্রাহ্মণেভ্যস্তু তিলানেব সমাহিতঃ।
জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং সর্ব্বং তরতি বৈ দ্বিজঃ
অমাবাস্যামনুপ্রাপ্য ব্রাহ্মণায় তপস্বিনে।
যৎকিঞ্চিদ্দেবদেবেশং দদ্যাদ্বোদ্দিশ্য শঙ্করম্ ॥ ২৭

স্থানে গমন করিলে আর কোনও প্রকার শোকভাগী হইতে হয় না। যে ব্যক্তি ইক্ষু, যব ও গোধূমযুক্ত ভূমি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি গোচর্ম্মপরিমিত ভূমি দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দান করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ভূমিদান হইতে শ্রেষ্ঠ দান আর পৃথিবীতে কিছুই নাই। অন্নদান ভূমিদানের তুল্য কিন্তু বিদ্যাদান তাহা অপেক্ষাও অধিক ফলজনক। যে ব্যক্তি শান্ত শুদ্ধাচারী ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণকে বিধিপূর্ব্বক বিদ্যাদান করে, সে ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রত্যহ ব্রহ্মচারীকে অন্নদান করে, সে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। গৃহস্থকে অন্নদান করিলে মনুষ্যগণ ফলভাগী হয় না; গৃহস্থকে দান করিতে হইলে আমান্ন (অর্থাৎ তণ্ডুল) দান করা উচিত; তাহা করিলে দাতা অতি শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হন। বৈশাখী পূর্ণিমায় উপবাসপূর্ব্বক বিশুদ্ধান্তঃকরণে শান্ত ও শুদ্ধাচারী সাতটী বা পাঁচটী ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণতিল ও মধু দ্বারা বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া বিশেষরূপে গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে, পরে "হে ধর্ম্মরাজ! তোমার প্রীতি হউক" এই কথা সেই ব্রাহ্মণদিগকে বলাইবে ও স্বয়ং বলিবে। অথবা মনে অন্য কোনও কামনা থাকিলে তাহাও বলাইবে ও স্বয়ং বলিবে। এইরূপ করিলে যাবজ্জীবনকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ হয়। ১১—২১। যে ব্যক্তি কৃষ্ণসারের চর্ম্মে হিরণ্য, তিল, মধু ও ঘৃত এই সকল বস্তু ব্রাহ্মণকে দান করেন তিনি সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় কৃতান্ন (পক্বান্ন—শক্তু) ও জলপূর্ণ কুম্ভ ধর্ম্মরাজের উদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলে ভয় হইতে মুক্ত হয়। আর, সাতটী বা পাঁচটী সৎপাত্র ব্রাহ্মণকে সুবর্ণযুক্ত তিলের সহিত জলদানদ্বারা তর্পণ করিলে (অর্থাৎ সুবর্ণ তিল ও জল দান করিলে), ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে নিস্তার পায়। মাঘ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশীতে উপবাসপূর্ব্বক শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া অগ্নিতে কৃষ্ণতিল দ্বারা হোম করত সমাহিতচিত্তে ব্রাহ্মণদিগকে তিল দান করিলে জন্মাবধিকৃত সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। অমাবস্যা তিথিতে "উমা সহিত

প্রীয়তামীশ্বরঃ সোমো মহাদেবঃ সনাতনঃ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ২৮
যস্তু কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং স্নাত্বা দেবং পিনাকিনম্।
আরাধয়েদ্দ্বিজমুখে ন তস্যাস্তি পুনর্ভবঃ ॥ ২৯
কৃষ্ণাষ্টম্যাং বিশেষেণ ধার্ম্মিকায় দ্বিজাতয়ে।
স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্য যথান্যায়ং পাদপ্রক্ষালনাদিভিঃ ॥৩০
প্রীয়তাং মে মহাদেবো দদ্যাদ্দ্রব্যং স্বকীয়কম্
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ প্রপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥
দ্বিজৈঃ কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণাষ্টম্যাং বিশেষতঃ।
অমাবাস্যান্তু বৈ ভক্তৈঃ পূজনীয়স্ত্রিলোচনঃ ॥৩২
একাদশ্যাং নিরাহারো দ্বাদশ্যাং পুরুষোত্তমম্।
অর্চ্চয়েদ্‌ব্রাহ্মণমুখে স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥ ৩৩
এষা তিথির্বৈষ্ণবী স্যাদ্‌দ্বাদশী শুক্লপক্ষকে।
তস্যামারাধয়েদ্দেবং প্রযত্নেন জনার্দ্দনম্ ॥ ৩৪
যৎকিঞ্চিদ্দেবমীশানমুদ্দিশ্য ব্রাহ্মণে শুচৌ।
দীয়তে বিষ্ণবে বাপি তদনন্তফলং স্মৃতম্ ॥ ৩৫
যো হি যাং দেবতামিচ্ছেৎ সমারাধয়িতুং নরঃ।
ব্রাহ্মণান্ পূজয়েদ্বিদ্বান্ স তস্যাস্তোষহেতুতঃ ॥
দ্বিজানাং বপুরাস্থায় নিত্যং তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ।
পূজ্যন্তে ব্রাহ্মণালাভে প্রতিমাদিষ্বপি ক্বচিৎ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তত্তৎফলমভীপ্সুভিঃ।
দ্বিজেষু দেবতা নিত্যং পূজনীয়া বিশেষতঃ ॥৩৮
বিভূতিকামঃ সততং পূজয়েদ্বৈ পুরন্দরম্।
ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু ব্রহ্মাণং ব্রহ্মকামুকঃ ॥ ৩৯
আরোগ্যকামোঽথ রবিং ধনকামো হুতাশনম্।
কর্ম্মণাং সিদ্ধিকামস্তু পূজয়েদ্বৈ বিনায়কম্ ॥ ৪০
ভোগকামস্তু শশিনং বলকামঃ সমীরণম্।
মুমুক্ষুঃ সর্ব্বসংসারাৎ প্রযত্নেনার্চ্চয়েদ্ধরিম্ ॥৪১
যস্তু যোগং তথা মোক্ষমিচ্ছেৎ তজ্জ্ঞানমৈশ্বরম্
সোঽর্চ্চয়েদ্বৈ বিরূপাক্ষং প্রযত্নেন মহেশ্বরম্ ॥৪২

ঈশ্বর সনাতন মহাদেব প্রীত হউন” এই বলিয়া দেবদেবেশ মহাদেবের উদ্দেশে তপস্বী ব্রাহ্মণকে যাহা কিছু দান করা যায়, তদ্দ্বারা সপ্তজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি স্নান করিয়া কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে মহাদেবের আরাধনা-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করায়, তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। কৃষ্ণাষ্টমীতে স্নানপূর্ব্বক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণদিগকে যথাবিধি পাদপ্রক্ষালনাদি দ্বারা বিশেষরূপে পূজা করিয়া “মহাদেব আমার প্রতি প্রীত হউন” এই বলিয়া স্বকীয় দ্রব্য দান করিবে। তাহা হইলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ২২—৩১। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী কৃষ্ণাষ্টমী ও অমাবস্যাতে ভক্ত ব্রাহ্মণগণ বিশেষরূপে মহাদেবকে পূজা করিবে। একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে পুরুষোত্তম বিষ্ণুর পূজাপূর্ব্বক বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে পরমগতি লাভ হয়। শুক্লপক্ষীয় এই দ্বাদশী তিথি বিষ্ণুসম্বন্ধীয়। অতএব এই দ্বাদশীতে দেব জনার্দ্দনকে অতি যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে। এই তিথিতে দেবাদিদেব মহাদেবকে উদ্দেশ করিয়া বা বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণকে যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাতে অনন্ত ফল হয়, ইহা ঋষিগণ কর্ত্তৃক কথিত আছে। যে মানব যে দেবতাকে আরাধনা করিতে ইচ্ছা করিবে, সেই বিদ্বান্ সেই দেবতার সন্তোষের জন্য ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিবেন; কারণ ব্রাহ্মণদিগের শরীরে সর্ব্বদা দেবতাসকল বাস করেন। ব্রাহ্মণের অলাভ হইলে কখনও কখনও প্রতিমাদিতেও দেবতারা পূজিত হইয়া থাকেন। সেই হেতু দেবতাবিশেষে ফলবিশেষের কামনা করিয়া প্রযত্নসহকারে ব্রাহ্মণেই বিশেষ করিয়া দেবতাপূজা করিবে। ঐশ্বর্য্যকামী সর্ব্বদা ইন্দ্রকে পূজা করিবে। ব্রহ্মবর্চ্চসকামী ও ব্রহ্ম প্রাপ্তীচ্ছুগণ ব্রহ্মাকে পূজা করিবেন। আরোগ্যকামী সূর্য্যপূজা করিবেন। ধনকামী হুতাশনকে পূজা করিবেন। সর্ব্বকর্ম্মসিদ্ধিকামী গণেশকে পূজা করিবেন।৩২—৪০। ভোগকামী শশীকে পূজা করিবেন। বলকামী বায়ুকে পূজা করিবেন; সর্ব্বসংসারমুমুক্ষু ব্যক্তি অতি যত্নপূর্ব্বক হরিকে পূজা করিবেন। যিনি যোগ, মোক্ষ বা ঐশ্বর জ্ঞান ইচ্ছা করিবেন, তিনি অতি যত্নপূর্ব্বক

যো বাঞ্ছতি মহাভোগান্ জ্ঞানান চ মহেশ্বরম্
স পূজয়তি ভূতেশং কেশবঞ্চাপি ভোগিনম্।
বারিদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি ধনমক্ষয়মন্নদঃ।
তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দীপদশ্চক্ষুরুত্তমম্। ৪৪
ভূমিদঃ সর্ব্বমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুর্হিরণ্যদঃ।
গৃহদোঽগ্র্যাণি বেশ্মানি রূপ্যদো রূপমুত্তমম্।
বাসোদশ্চন্দ্রসালোক্যমশ্বদো যানমুত্তমম্।
অনডুদ্দঃ শ্রিয়ং পুষ্টাং গোদো হৃধ্নস্য বিষ্টপম্।
যানশয্যাপ্রদো ভার্য্যামৈশ্বর্য্যমভয়প্রদঃ।
ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্ম শাশ্বতম্।
ধান্যান্যপি যথাশক্তি বিপ্রেষু প্রতিপাদয়েৎ।
বেদবিৎসু বিশিষ্টেষু প্রেত্য স্বর্গং সমশ্নুতে। ৪৮
গবাং ঘাসপ্রদানেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে
ইন্ধনানাং প্রদানেন দীপ্তাগ্নির্জায়তে নরঃ। ৪৯
ফলমূলানি শাকানি ভোজ্যানি বিবিধানি চ।
প্রদদ্যাদ্ ব্রাহ্মণেভ্যস্তু মুদা যুক্তঃ সদা ভবেৎ।
ঔষধং স্নেহমাহারং রোগিণে রোগশান্তয়ে।
দদানো রোগরহিতঃ সুখী দীর্ঘায়ুরেব চ। ৫১
অসিপত্রবনং দুর্গং ক্ষুরধারাসমন্বিতম্।
তীব্রতাপঞ্চ তরতি ছত্রোপানৎপ্রদো নরঃ। ৫২
যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাস্য দয়িতং গৃহে।
তত্তদ্গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা। ৫৩
অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
সংক্রান্ত্যাদিষু কালেষু দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্।
প্রয়াগাদিষু তীর্থেষু পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ।
দত্ত্বা চাক্ষয়মাপ্নোতি নদীষু চ নদেষু চ। ৫৫
দানধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো ভূতানাং নেহ বিদ্যতে।
তস্মাদ্বিপ্রায় দাতব্যং শ্রোত্রিয়ায় দ্বিজাতিভিঃ।

বিরূপাক্ষ মহাদেবকে পূজা করিবেন। যিনি মহাভোগসমূহ বা জ্ঞান ইচ্ছা করিবেন, তিনি ভূতেশ মহাদেব বা অনন্তরূপী কেশবকে পূজা করিবেন। জলদান করিলে তৃপ্তিলাভ হয়। অন্নদান করিলে অক্ষয় ধন লাভ হয়। তিলদান করিলে মনোমত সন্তান-সন্ততি লাভ হয়। দীপদান করিলে উত্তম চক্ষুঃ লাভ হয়, ভূমি দান করিলে তৃপ্তি, অক্ষয় ধন, অভিলষিত সন্তান, উত্তম চক্ষু ও আধিপত্য এই সমস্তই লাভ হয়। সুবর্ণদান করিলে দীর্ঘ পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হয়। গৃহদান করিলে উত্তম অট্টালিকা লাভ হয়। রৌপ্যদান করিলে উত্তম রূপ লাভ হয়। বস্ত্র দান করিলে চন্দ্রলোকে বাস করে। ঘোটক দান করিলে উত্তম যান (শিবিকাদি) লাভ করে। বলীবর্দ্দ দান করিলে, অতুল সম্পত্তি লাভ হয় এবং গাভীদান করিলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। যানদান বা শয্যাদান করিলে মনোমত স্ত্রী লাভ হয়। ভীতকে অভয়দান করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য হয়। ধান্যদান করিলে চিরস্থায়ী সুখ লাভ হয়। বেদ প্রদান করিলে অবিনশ্বর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি শক্ত্যনুসারে বেদবিদ্-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে ধান্য প্রদান করে, সে পরলোকে স্বর্গভোগ করে। গোরুদিগকে ঘাস প্রদান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। ইন্ধন প্রদান করিলে মনুষ্য দীপ্তাগ্নি হয় (অর্থাৎ পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি হয়)। ফল, মূল, শাক ও বিবিধপ্রকার ভোজ্য দ্রব্য যে ব্রাহ্মণদিগকে দিবে, সে সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত হইবে। ৪১—৫০। যে ব্যক্তি রোগীর রোগশান্তির নিমিত্ত ঔষধ, স্নেহদ্রব্য ও আহার্য্য সামগ্রী দান করে, সে রোগরহিত হইয়া সুখ ও দীর্ঘ জীবন লাভ করে। যে ব্যক্তি ছত্র ও চর্ম্মপাদুকা দান করে, সে ক্ষুরধার-সমন্বিত অসি-পত্রবন-নামক নরক এবং তাহার তীব্র তাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়। ইহ-সংসারে যাহা যাহা ইষ্টতম ও নিজ গৃহে যাহা অতি মনোরম অক্ষয়-পুণ্য-ইচ্ছুক ব্যক্তি সেই সকল বস্তু গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। অয়ন ও বিষুব-সংক্রান্তিতে, চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণে এবং সংক্রান্ত্যাদিকালে দত্ত বস্তু অক্ষয়-ফলজনক হয়। প্রয়াগাদি তীর্থে, দেবালয়ে ও নদ-নদীতে সৎপাত্রে দান করিলে তাহা অক্ষয়-ফলজনক হয়। দানধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠধর্ম প্রাণীদিগের আর কিছুই নাই; সেই হেতু দ্বিজাতিগণ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে দান করি-

স্বর্গায়ুর্ভূতিকামেন তথা পাপোপশান্তয়ে।
মুমুক্ষুণা চ দাতব্যং ব্রাহ্মণেভ্যস্তথাহবহম্ ॥ ৫৭
দানন্তু যো মোহাদ্গোবিপ্রাগ্নিসুরেষু চ।
নিবারয়তি পাপাত্মা তির্য্যগ্‌যোনিং ব্রজেৎ তু সঃ॥
যস্তু দ্রব্যার্জ্জনং কৃত্বা নার্চ্চয়েদ্‌ব্রাহ্মণান্ সুরান্
সর্ব্বস্বমপহৃত্যৈনং রাষ্ট্রাদ্বিপ্রতিবাসয়েৎ ॥ ৫৯
যস্তু দুর্ভিক্ষবেলায়ামন্নাদ্যং ন প্রযচ্ছতি।
ম্রিয়মাণেষু বিপ্রেষু (ক) ব্রহ্মহা স তু গর্হিতঃ ॥
তস্মান্ন প্রতিগৃহ্ণীয়ান্ন বৈ দেয়ঞ্চ তস্য হি।
অঙ্কয়িত্বা স্বকাদ্রাষ্ট্রাৎ তং রাজা বিপ্রবাসয়েৎ ॥
যস্তসদ্ভ্যো দদাতীহ স্বদ্রব্যং ব্রহ্মসাধনম্।
স পূর্ব্বাভ্যধিকঃ পাপী নরকে পচ্যতে নরঃ ॥ ৬০
স্বাধ্যায়বন্তো যে বিপ্রা বিদ্যাবন্তো জিতেন্দ্রিয়া
সত্যসংযমসংযুক্তাস্তেভ্যো দদ্যাদ্বিজোত্তমাঃ ॥
সুভুক্তমপি বিদ্বাংসং ধার্ম্মিকং ভোজয়েদ্বিজম্
ন তু মূর্খমবৃত্তস্থং দশরাত্রমুপোষিতম্ ॥ ৬৪
সন্নিকৃষ্টমতিক্রম্য শ্রোত্রিয়ং যঃ প্রযচ্ছতি।
স তেন কর্ম্মণা পাপী দহত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥ ৬৫
যদি স্যাদধিকো বিপ্রঃ শীলবিদ্যাদিভিঃ স্বয়ম্।
তস্মৈ যত্নেন দাতব্যমতিক্রম্যাপি সন্নিধিম্ ॥৬৬
যোঽর্চ্চিতং প্রতিগৃহ্ণাতি দদাত্যর্চ্চিতমেব বা।
তাবুভৌ গচ্ছতঃ স্বর্গং নরকন্তু বিপর্য্যয়ে ॥ ৬৭
ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত নাস্তিকে হৈতুকেঽপি চ।
ন পাষণ্ডেষু সর্ব্বেষু নাবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ ॥ ৬৮
অপূপঞ্চ হিরণ্যঞ্চ গামশ্বং পৃথিবীং তিলান্।
অবিদ্বান্ প্রতিগৃহ্ণানো ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ ॥
দ্বিজাতিভ্যো ধনং লিপ্সেৎ প্রশস্তেভ্যো দ্বিজোত্তমঃ।

বেন। স্বর্গ, আয়ু ও ঐশ্বর্য্যকামী বা মুমুক্ষু ব্যক্তির অথবা পাপীর পাপক্ষয়ের নিমিত্ত প্রত্যহ ব্রাহ্মণদিগকে দান করা বিধেয়। গো, বিপ্র, অগ্নি বা অন্য দেবতাদিগকে দান করিবার সময়ে যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ তাহা নিবারণ করে, সে পাপাত্মা জন্মান্তরে তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি দ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা দেবতা ও ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা না করে, রাজা তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি অন্নাভাবে ম্রিয়মাণ বিপ্রদিগকে (পাঠান্তরে—ক্ষুধা-পীড়িত যে জাতিই হউক, তাহাদিগকে), অন্নাদি দান না করে, সেই ব্যক্তি নিন্দিত ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। ৫৭—৬০। এইরূপ ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করিবে না ও ইহাকে দানও করিবে না। রাজা এই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করিয়া দিয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্মসাধন স্বীয় দ্রব্য অসাধু ব্যক্তিকে দান করে, সে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি হইতেও অধিক পাপী হয় ও পরলোকে নরক প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে সকল ব্রাহ্মণ বেদাধ্যায়ী, বিদ্বান্, জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ ও সংযম-পরায়ণ তাঁহাদিগকেই দান করিবে। বিদ্বান্ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ উত্তমরূপে ভোজন করিলেও তাঁহাকেই ভোজন করাইবে। অধার্ম্মিক মূর্খ দশরাত্র উপবাসী থাকিলেও কখনই তাঁহাকে ভোজন করাইবে না। যে ব্যক্তি সন্নিহিত শ্রোত্রিয়কে অতিক্রম করিয়া অন্য ব্রাহ্মণকে দান করে, সেই পাপী সেই পাপে বংশের সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত দগ্ধ করে। দূরস্থ ব্রাহ্মণ যদি বিদ্যা-শীলাদিতে অধিক হয়, তাহা হইলে সন্নিহিত ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়াও ইহাকেই যত্নপূর্ব্বক দান করিবে। যে অর্চ্চিত বস্তু দান করে বা যে অর্চ্চিত বস্তু প্রতিগ্রহ করে, উভয়েই স্বর্গে গমন করে। ইহার বিপরীত হইলে, উভয়েই নরকগামী হয়। নাস্তিক, হৈতুক, (অসৎ তার্কিক), পাষণ্ড ও বেদজ্ঞানবর্জ্জিত ব্যক্তিকে জল পর্য্যন্ত দান করিবে না। হিরণ্য, অপূপ, গো, অশ্ব, ভূমি ও তিল এই সকল বস্তু অবিদ্বান্ ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করিলে, সে কাষ্ঠের ন্যায়

(ক) 'সর্ব্বেষ্বি' কচিৎ পাঠঃ।

অপি রাজন্যবৈশ্যাভ্যাং ন তু শূদ্রাৎ কথঞ্চন ।
বৃত্তিসঙ্কোচমন্বিচ্ছেন্নেহেত ধনবিস্তরম্ ।
ধনলোভপ্রসক্তস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥ ৭১
বেদানধীত্য সকলান্ যজ্ঞাংশ্চাবাপ্য সর্ব্বশঃ ।
ন তাং গতিমবাপ্নোতি সঙ্কোচাদ্যামবাপ্নুয়াৎ ॥
প্রতিগ্রহরুচির্ন স্যাদ্যাত্রার্থন্তু ধনং হরেৎ ।
স্থিত্যর্থাদধিকং গৃহ্নন্ ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্
যস্তু যাচনকো নিত্যং ন স স্বর্গস্য ভাজনম্ ।
উদ্বেজয়তি ভূতানি যথা চৌরস্তথৈব সঃ ॥ ৭৪
গুরূন্ ভৃত্যাংশ্চোজ্জিহীর্ষন্নর্চ্চিষ্যন্ দেবতাতিথীন্ ।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্নীয়ান্ন তু তৃপ্যেৎ স্বয়ং ততঃ ॥৭৫
এবং গৃহস্থো যুক্তাত্মা দেবতাতিথিপূজকঃ ।
বর্ত্তমানঃ সংযতাত্মা যাতি তৎ পরমং পদম্ ॥৭৬

ভস্মীভূত হয়। দ্বিজোত্তম প্রশস্ত-ব্রাহ্মণ হইতেই প্রতিগ্রহ ইচ্ছা করিবেন। অভাবে ক্ষত্রিয় বৈশ্য হইতেও প্রতিগ্রহ করিতে পারা যায়, কিন্তু শূদ্র হইতে যে কোন প্রকারেই প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে না। ৬১—৭০। ব্রাহ্মণ বৃত্তির সঙ্কোচ ইচ্ছা করিবে, ধনের বিস্তার ইচ্ছা করিবে না। যেহেতু ধনলোভী ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হয়। সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া ও সমস্ত যজ্ঞ করিয়াও ধনসঙ্কোচকারীর মত গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। প্রতিগ্রহে অতিশয় আসক্ত হইবে না, কেবল জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী ধন আহরণ করিবে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী ধন অপেক্ষা অধিক গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ অধোগতি প্রাপ্ত হন। যে সর্ব্বদা যাচ্ঞা করে, সে স্বর্গের উপযুক্ত পাত্র ত নহেই, প্রত্যুত সে গৃহস্থদিগের নিত্য উদ্বেজনকারী চোরের তুল্য। গুরু ও ভৃত্যাদির ভরণপোষণ বা দেবতা-অতিথির অর্চনার জন্য সকল বর্ণের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করিতে পারেন, কিন্তু এই প্রতিগৃহীত বস্তু দ্বারা স্বয়ং তৃপ্ত হইতে পারিবেন না। দেবতা ও অতিথির পূজক সংযতাত্মা গৃহস্থ এই প্রকারে থাকিলে পরম পদ প্রাপ্ত

পুত্রে নিধায় বা সর্ব্বং গত্বারণ্যন্তু তত্ত্ববিৎ ।
একাকী বিচরেন্নিত্যমুদাসীনঃ সমাহিতঃ ॥ ৭৭
এষ বঃ কথিতো ধর্ম্মো গৃহস্থানাং দ্বিজোত্তমাঃ ।
জ্ঞাত্বা তু তিষ্ঠেন্নিয়তং তথানুষ্ঠাপয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ৭৮
ইতি দেবমনাদিমেকমীশং
গৃহধর্ম্মেণ সমর্চ্চয়েদজস্রম্ ।
সমতীত্য সর্ব্বভূতযোনিং
প্রকৃতিং পরং ন যাতি জন্ম ॥ ৭৯

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যায়াং দানধর্ম্মাদিকথনং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

ব্যাস উবাচ ।
এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা দ্বিতীয়ং ভাগমায়ুষঃ ।
বানপ্রস্থাশ্রমং গচ্ছেৎ সদারঃ সাগ্নিরেব বা ॥ ১

হয়। অথবা পুত্রের উপর সমস্ত বিত্তাদি সমর্পণপূর্ব্বক তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি অরণ্যে গমন করিয়া উদাসীন ও সমাহিত হইয়া একাকী বিচরণ করিবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনাদিগকে এই সকল গৃহস্থধর্ম্ম বলিলাম। এই সকল জানিয়া এইমত চলিবেন ও ব্রাহ্মণ সকলকে এইরূপ অনুষ্ঠান করাইবেন। যে ব্যক্তি অনাদিদেব অদ্বিতীয় মহেশ্বরকে গৃহ-ধর্ম্মানুসারে নিরন্তর অর্চ্চনা করে, সে ব্যক্তি সমস্ত ভূতযোনি প্রকৃতিকে অতিক্রম করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৭১—৭৯।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—এই প্রকার গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক আয়ুর দ্বিতীয় ভাগ অতিবাহিত করিয়া অগ্নি ও ভার্য্যার সহিত বান-

নিক্ষিপ্য ভার্য্যাং পুত্রেষু গচ্ছেদ্বনমথাপি বা।
দৃষ্ট্বাপত্যস্য চাপত্যং জর্জ্জরীকৃতবিগ্রহঃ॥ ২
শুক্লপক্ষস্য পূর্ব্বাহ্নে প্রশস্তে চোত্তরায়ণে।
গত্বারণ্যং নিয়মবাংস্তপঃ কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ॥ ৩
ফলমূলানি পূতানি নিত্যমাহারমাহরেৎ।
যতাহারো ভবেৎ তেন পূজয়েৎ পিতৃদেবতাঃ
পূজয়েদতিথীন্ নিত্যং স্নাত্বা চাভ্যর্চ্চ্য সুরান্
গৃহানাগত্য চাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ সমাহিতঃ॥৫
জটাং বৈ বিভৃয়ান্নিত্যং নখরোমাণি নোৎসৃজেৎ
স্বাধ্যায়ং সর্ব্বদা কুর্য্যান্নিযচ্ছেদ্বাচমন্যতঃ॥ ৬
অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহুয়াৎ পঞ্চ যজ্ঞান্ সমাচরেৎ।
মুন্যন্নৈর্বিবিধৈর্বন্যৈঃ শাকমূলফলেন চ॥ ৭
চীরবাসা ভবেন্নিত্যং স্নায়াত্ত্রিষবণং শুচিঃ।
সর্ব্বভূতানুকম্পী স্যাৎ প্রতিগ্রহবিবর্জ্জিতঃ॥ ৮
দর্শপৌর্ণমাসেন যজেত নিয়তং দ্বিজঃ।
ঋক্ষেষ্ট্যাগ্রয়ণে চৈব চাতুর্ম্মাস্যানি চাহরেৎ॥৯
উত্তরায়ণঞ্চ ক্রমশো দক্ষস্যায়নমেব চ।
বাসন্তৈঃ শারদৈর্মেধ্যৈর্মুন্যন্নৈঃ স্বয়মাহৃতৈঃ॥১০
পুরোডাশাংশ্চরূংশ্চৈব বিধিবন্নির্ব্বপেৎ পৃথক্।
দেবতাভ্যশ্চ তদ্ধুত্বা বন্যং মেধ্যতরং হবিঃ॥১১
শেষং সমুপভুঞ্জীত লবণঞ্চ স্বয়ং কৃতম্।
বর্জ্জয়েন্মধু-মাংসানি ভৌমানি কবকানি চ॥ ১২
ভূস্তৃণং শিগ্রুকঞ্চৈব শ্লেষ্মাতকফলানি চ।
ন ফালকৃষ্টমশ্নীয়াদুৎসৃষ্টমপি কেনচিৎ॥ ১৩
ন গ্রামজাতান্যার্ত্তোঽপি পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
শ্রাবণেনৈব বিধিনা বহ্নিং পরিচরেৎ সদা॥১৪
ন দ্রুহ্যেৎ সর্ব্বভূতানি নির্দ্বন্দ্বো নির্ভয়ো ভবেৎ
ন নক্তং কিঞ্চিদশ্নীয়াদ্রাত্রৌ ধ্যানপরো ভবেৎ॥
জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধস্তত্ত্বজ্ঞানবিচিন্তকঃ।
ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যং ন পত্নীমপি সংশ্রয়েৎ॥ ১৬

প্রস্থাশ্রমে গমন করিবে। অথবা শরীর জরাক্রান্ত হইলে, পুত্রের কাছে ভার্য্যাকে অর্পণ করিয়া বনে গমন করিবে। উত্তরায়ণের শুক্লপক্ষীয় প্রশস্ত দিনের পূর্ব্বাহ্নে বনে গমন করিয়া নিয়মবান্ ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে তপস্যা করিবে। প্রত্যহ আহারের নিমিত্ত পবিত্র ফল মূল আহরণ করিবে এবং সংযতাহারী হইবে ও ফল-মূলদ্বারা দেবতা ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিবে। স্নান করিয়া প্রত্যহ দেবতা-দিগের পূজা করিবে ও অতিথিদিগের পূজা করিবে। অনন্তর গৃহে (কুটীরে) গমন করিয়া সমাহিতচিত্তে অষ্টগ্রাস মাত্র ভক্ষণ করিবে। সর্ব্বদা জটা ধারণ করিবে; নখ ও রোম সকল ছেদন করিবে না; সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন করিবে এবং অন্যের সহিত বাক্যালাপ করিবে না। মুনিদিগের ভক্ষণীয় বিবিধ বন্য বন্য শাক, মূল বা ফল দ্বারা অগ্নিহোত্র ও পঞ্চ যজ্ঞ করিবে। সর্ব্বদা বল্কল পরিধান করিবে। ত্রিসন্ধ্য স্নান করিবে, সর্ব্ব প্রাণীতে দয়াবান্ হইবে। কাহারও নিকট প্রতিগ্রহ করিবে না। নিয়ত দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ করিবে; নক্ষত্র যাগ, নবশস্যেষ্টি ও চাতুর্ম্মাস্য যাগ করিবে। বসন্ত ও শরৎকালসম্ভূত নীবারাদি স্বয়ং আহরণ করিয়া বিধানানুসারে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন যাগ সম্পাদন করিবে। ১—১০। উক্ত নীবারাদি দ্বারা পুরোডাশ ও চরু পৃথক্ পৃথক রূপে প্রস্তুত করিবে এবং উহা পিতৃগণ ও দেবতাদিগকে নিবেদন করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে, যেহেতু উহাই পবিত্র বন্য হবিঃ। আপনি স্বয়ং লবণ প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিবে। মধু, মাংস, ভূমি-জাত ছত্রাক, ভূস্তৃণ (মালবদেশীয় শাকবিশেষ) ও শ্লেষ্মাতক ফল (চালতা) বর্জ্জন করিবে। ফালকৃষ্ট ভূমিতে উৎপন্ন শস্যাদি ও কাহারও উৎসৃষ্ট পদার্থ ভক্ষণ করিবে না। ক্ষুধা-প্রপীড়িত হইলেও গ্রামজাত পুষ্প বা ফল ভক্ষণ করিবে না এবং শ্রাবণ-বিধি অনুসারে সর্ব্বদা অগ্নির পরিচর্য্যা করিবে। প্রাণি-সকলের দ্রোহ করিবে না, সর্ব্বদা বিবাদশূন্য ও নির্ভয় হইবে। রাত্রিতে কিছুই ভোজন করিবে না, রাত্রিকালে কেবল ধ্যানতৎপর হইবে। সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ

বৃত্ত পত্ন্যা বনং গত্বা মৈথুনং কামতশ্চরেৎ।
তদ্‌ব্রতং তস্য লুপ্যেত প্রায়শ্চিত্তীয়তে দ্বিজঃ॥
তত্র যো জায়তে গর্ভো ন সংস্পৃশ্যো দ্বিজাতিভিঃ।
ন চ বেদেঽধিকারোঽস্য তদ্বংশেঽপ্যেবমেব হি
অধঃ শয়ীত নিয়তং সাবিত্রীজপতৎপরঃ।
শরণ্যং সর্ব্বভূতানাং সংবিভাগরতঃ সদা॥১৯
পরিবাদং মৃষাবাদং নিদ্রালস্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
একাগ্নিরনিকেতঃ স্যাৎ প্রোক্ষিতাং ভূমিমাশ্রয়েৎ॥ ২০
মৃগৈঃ সহ চরেদ্বাসং তৈঃ সহৈব চ সংবশেৎ।
শিলায়াং বা শর্করায়াং শয়ীত সুসমাহিতঃ॥২১
সদ্যঃপ্রক্ষালকো বা স্যান্মাসসঞ্চয়িকোঽপি বা।
ষণ্মাসনিচয়ো বা স্যাৎ সমানিচয় এব চ॥ ২২
ত্যজেদাশ্বযুজে মাসি মুন্যন্নং পূর্ব্বসঞ্চিতম্।
জীর্ণানি চৈব বাসাংসি শাক-মূল ফলানি চ॥২৩
দন্তোলূখলিকো বা স্যাৎ কাপোতীংবৃত্তিমাশ্রয়েৎ
অশ্মকুট্টো ভবেদ্বাপি কালপক্বভুগেব চ॥ ২৪
নক্তঞ্চান্নং সমশ্নীয়াদ্দিবা চাহৃত্য শক্তিতঃ।
চতুর্থকালিকো বা স্যাৎ স্যাদ্বা চাষ্টমকালিকঃ॥২৫
চান্দ্রায়ণবিধানৈর্বা শুক্লে কৃষ্ণে চ বর্ত্তয়েৎ।
পক্ষে পক্ষে সমশ্নীয়াদ্‌যবাগূং কথিতাং সকৃৎ॥
পুষ্পমূল-ফলৈর্বাপি কেবলৈর্বর্ত্তয়েৎ সদা।
স্বাভাবিকৈঃ স্বয়ংশীর্ণৈর্বৈখানসমতে স্থিতঃ॥ ২৭
ভূমৌ বা পরিবর্ত্তেত তিষ্ঠেদ্বা প্রপদৈর্দিনম্।
স্থানাসনাভ্যাং বিহরেন্ন কচিদ্ধৈর্য্যমুৎসৃজেৎ॥২৮
গ্রীষ্মে পঞ্চতপাস্তদ্বদ্বর্ষাস্বভ্রাবকাশকঃ।

হইবে, তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম প্রতি-পালন করিবে ও পত্নীর সহিত সহবাস করিবে না। যে ব্যক্তি বনে গমন করত কামাতুর হইয়া পত্নীতে উপগত হয়, তাহার সেই ব্রত নষ্ট হয় ও সেই ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্তী জানিবে। বানপ্রস্থাশ্রমে উৎপাদিত সন্তানের সহিত আলাপাদি করিবে না, আর সেই বালকের ও সেই বালক বংশীয়দিগের বেদপাঠে অধিকার থাকিবে না। নিয়ত ভূমিতে শয়ন করিবে, সাবিত্রীজপ-পরায়ণ হইবে, সমস্ত প্রাণীকে রক্ষা করিতে চেষ্টাবান্ হইবে ও সর্ব্বদা সংবিভাগরত হইবে। পরিবাদ, মিথ্যা-বাক্য, নিদ্রা ও আলস্য পরিত্যাগ করিবে। একাগ্নি হইবে। অনিকেত (গৃহশূন্য) হইবে। প্রোক্ষিত ভূমিকে আশ্রয় করিবে। ১৯—২০। মৃগের সহিত বিচরণ করিবে, মৃগের সহিত নিদ্রা যাইবে, শিলা বা কাঁকরে সমাহিতচিত্তে শয়ন করিবে। একাহমাত্র নির্ব্বাহের উপযুক্ত ফলাদি বা এক মাসের ব্যয়োপযুক্ত ফলাদি কিংবা ছয় মাসের, বা এক বৎসরের উপযুক্ত নীবারাদি অন্ন সঞ্চয় করিবে। পূর্ব্বসঞ্চিত উদ্বর্ত্তিত নীবারাদি অন্ন, জীর্ণ বস্ত্র ও শাক-ফলমূলাদি সমুদায়ই আশ্বিন মাসে পরিত্যাগ করিবে। দন্তকেই উদূখল-মুষল করিয়া আহার করিবে (কাঁচা ধান্যাদি চিবাইয়া তুষাদি-রহিত করত খাইবে), কপোতবৃত্তি (খুঁটিয়া খাওয়া) অবলম্বন করিবে কিংবা পাষাণ দ্বারা চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিবে। যথাকাল-পরিপক্ক বস্তু ভক্ষণ করিবে। শক্ত্যনুসারে দিবাভাগে অন্ন আহরণ করিয়া, সায়াহ্নে ভোজন করিবে। অথবা একদিন উপবাস করিয়া দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে ভোজন করিবে অথবা তিন দিন উপবাস করিয়া চতুর্থ দিন রাত্রিতে ভোজন করিবে। শুক্ল-কৃষ্ণভেদে চান্দ্রায়ণ ব্রতদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে অথবা পূর্ণিমা-অমাবস্যা-দিনে সিদ্ধ যবাগূ আহার করিবে। অথবা স্বয়ংপতিত স্বাভাবিক ফল-মূল-পুষ্পাদি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে; ইহাই বানপ্রস্থমতে থাকা জানিবে। কেবল ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিবে অথবা (কিম্বা কেবল নিয়মিত স্থানে ও আসনে একবার উত্থিত হইবে, একবার পর্য্যটন করিবে), পাদাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া দিনযাপন করিবে, কিছুকাল উত্থিত ও কিছুকাল উপবিষ্ট থাকিবে, (নিয়ত পর্য্যটন করিবে না) এবং কোন সময়েই ধৈর্য্য ত্যাগ করিবে না। গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা হইবে, বর্ষাকালে বৃষ্টি-

আর্দ্রবাসাস্ত হেমন্তে ক্রমশো বর্দ্ধয়ংস্তপঃ ॥২৯
উপস্পৃশ্য ত্রিষবণং পিতৃদেবাংশ্চ তর্পয়েৎ।
একপাদেন তিষ্ঠেত মরীচীন্ বা পিবেৎ তদা ॥
পঞ্চাগ্নির্ধূমপো বা স্যাদূষ্মপঃ সোমপোঽথবা।
পয়ঃ পিবেচ্ছুক্লপক্ষে কৃষ্ণপক্ষে চ গোময়ম্ ॥ ৩১
শীর্ণপর্ণাশনো বা স্যাৎ কৃচ্ছ্রৈর্বা বর্তয়েৎ সদা।
যোগাভ্যাসরতশ্চৈব রুদ্রাধ্যায়ী ভবেৎ সদা।
অথর্ববশিরসোঽধ্যেতা বেদান্তাভ্যাসতৎপরঃ ॥
যমান্ সেবেত সততং নিয়মাংশ্চাপ্যতন্দ্রিতঃ।
কৃষ্ণাজিনী সোত্তরীয়ঃ শুক্লযজ্ঞোপবীতবান্ ॥ ৩
অথ চাগ্নীন্ সমারোপ্য স্বাত্মনি ধ্যানতৎপরঃ।
অনগ্নিরনিকেতঃ স্যান্মুনির্মোক্ষপরো ভবেৎ ॥৩৪
তাপসেষ্বেব বিপ্রেষু যাত্রিকং ভৈক্ষমাহরেৎ।
গৃহমেধিষু চান্যেষু দ্বিজেষু বনবাসিষু ॥ ৩৫

গ্রামাদাহৃত্য চাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ বনে বসন্।
প্রতিগৃহ্য পুটেনৈব পাণিনা খণ্ডকেন বা ॥ ৩৬
বিবিধাশ্চোপনিষদ আত্মসংসিদ্ধয়ে জপেৎ।
বিদ্যাবিশেষান্ সাবিত্রীঃ রুদ্রাধ্যায়ং তথৈব চ
মহাপ্রাস্থানিকং বাঽসৌ কুর্য্যাদনশনন্তু বা।
অগ্নিপ্রবেশমন্যদ্বা ব্রহ্মার্পণবিধৌ স্থিতঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যায়াং বানপ্রস্থাশ্রমধর্ম্মো নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

ব্যাস উবাচ।

এবং বনাশ্রমে স্থিত্বা তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং সন্ন্যাসেন নয়েৎ ক্রমাৎ ॥
অগ্নীনাত্মনি সংস্থাপ্য দ্বিজঃ প্রব্রজিতো ভবেৎ
যোগাভ্যাসরতঃ শান্তো ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণঃ ॥ ২

ধারায় দণ্ডায়মান হইবে, হেমন্তকালে আর্দ্র বসন পরিধান করিবে; এইরূপে ক্রমে ক্রমে তপস্যার বৃদ্ধি করিবে। ত্রিসন্ধ্য স্নান করিবে, পিতৃ ও দেবতাদিগের তর্পণ করিবে, একপদে দণ্ডায়মান থাকিবে এবং সর্বদা কিরণমাত্র ভক্ষণ করিবে। অথবা পঞ্চাগ্নি হইয়া উষ্ণধূম পান করিবে, উষ্মপায়ী হইবে, সোমপান করিবে, শুক্লপক্ষে দুগ্ধ পান করিবে ও কৃষ্ণপক্ষে গোময় ভক্ষণ করিবে। গলিত পত্র সকল ভক্ষণ করিবে অথবা সর্বদা প্রাজাপত্যাদি ব্রত করিবে; যোগাভ্যাস করিবে, রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিবে, অথর্ববেদের শিরোভাগ অধ্যয়ন করিবে এবং বেদান্তাভ্যাসপরায়ণ হইবে। সর্বদা সংযমী হইবে, অতন্দ্রিত হইয়া নিয়ম সকল অবলম্বন করিবে। উত্তরীয় ও কৃষ্ণমৃগচর্ম্মধারী হইবে এবং শুক্লযজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। আত্মাতে অগ্নিআরোপণ করিয়া ধ্যানতৎপর হইবে এবং মৌনব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক অগ্নিশূন্য ও অনিকেতন-গৃহ হইয়া মোক্ষতৎপর হইবে। ফল-মূলের অভাবে তপস্বী ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে প্রাণধারণের উপযুক্ত ভিক্ষা আহরণ করিবে। যদি তথায় তাদৃশ ব্রাহ্মণ না থাকেন, তাহা হইলে অন্যান্য বনবাসী গৃহস্থ দ্বিজাতির নিকট হইতেও ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। এইরূপ ভিক্ষার অসম্ভবে গ্রাম হইতে পত্রপুটে, শরাবাদিখণ্ডে বা হস্তেই ভিক্ষা আহরণ করিয়া বনে বাস করত অষ্টগ্রাস মাত্র ভোজন করিবে। আত্মসংশোধনের জন্য বিবিধ উপনিষৎ পাঠ করিবে এবং বিশেষ বিদ্যা, সাবিত্রী ও রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিবে। অনন্তর ব্রহ্মার্পণবিধিতে অবস্থিত হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মময় হইয়া অনশন-ব্রত কিংবা অগ্নিপ্রবেশরূপ মহাপ্রাস্থানিক কার্য্য (মৃত্যুর উপায়) অবলম্বন করিবে। ২১—৩৮।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—এই প্রকার বানপ্রস্থাশ্রমে থাকিয়া আয়ুর তৃতীয় ভাগ অতিবাহিত করত আয়ুর চতুর্থ ভাগে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। শান্ত, যোগাভ্যাসরত, ব্রহ্মবিদ্যা-

যদা মনসি সঞ্জাতং বৈতৃষ্ণং সর্ব্ববস্তুষু।
তদা সন্ন্যাসমিচ্ছন্তি পতিতঃ স্যাদ্বিপর্য্যয়ে ॥ ৩
প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিমাগ্নেয়ীমথবা পুনঃ।
দান্তঃ পক্বকষায়োঽসৌ ব্রহ্মাশ্রমমুপাশ্রয়েৎ ॥
জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কেচিদ্বেদসন্ন্যাসিনঃ পরে।
কর্ম্মসন্ন্যাসিনস্ত্বন্যে ত্রিবিধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫
যঃ সর্ব্বসঙ্গনির্ম্মুক্তো নির্দ্বন্দ্বশ্চৈব নির্ভয়ঃ।
প্রোচ্যতে জ্ঞানসন্ন্যাসী স্বাত্মন্যেব ব্যবস্থিতঃ ॥
বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ।
প্রোচ্যতে বেদসন্ন্যাসী মুমুক্ষুর্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৭
যস্ত্বগ্নীনাত্মসাৎ কৃত্বা ব্রহ্মার্পণপরো দ্বিজঃ।
স জ্ঞেয়ঃ কর্ম্মসন্ন্যাসী মহাযজ্ঞপরায়ণঃ ॥ ৮
ত্রয়াণামপি চৈতেষাং যোগী ত্বভ্যধিকো মতঃ।
ন তস্য বিদ্যতে কার্য্যং ন লিঙ্গং বা বিপশ্চিতঃ
নির্ম্মমো নির্ভয়ঃ শান্তো নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ।
জীর্ণকৌপীনবাসাঃ স্যান্নগ্নো বা ধ্যানতৎপরঃ ॥
ব্রহ্মচারী মিতগ্রাসী গ্রামাৎ অন্নং সমাহরেৎ।
অধ্যাত্মমতিরাসীত নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ ॥ ১১
নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নিদেশং ভৃতকো যথা ॥ ১২
নাধ্যেতব্যং ন বক্তব্যং ন শ্রোতব্যং কদাচন।
এবং জ্ঞানপরো যোগী ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১৩
একবাসাথবা বিদ্বান্ কৌপীনাচ্ছাদনস্তথা।
মুণ্ডী শিখী বাথ ভবেৎ ত্রিদণ্ডী নিষ্পরিগ্রহঃ ॥
কাষায়বাসাঃ সততং ধ্যানযোগপরায়ণঃ।
গ্রামান্তে বৃক্ষমূলে বা বসেদ্দেবালয়েঽপি বা ॥

পরায়ণ ব্রাহ্মণ আত্মাতে অগ্নি সংস্থাপন করিয়া প্রব্রজ্যা করিবেন। যখন সর্ব্ববস্তুতেই বিতৃষ্ণা জন্মিবে, তখনই সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। ইহার বিপরীত হইলে পতিত হইতে হয়। ইন্দ্রিয়দমনশীল ও পরিপক্ব হইয়া প্রাজাপত্য অথবা আগ্নেয় যাগ করত কাষায়-বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সন্ন্যাসআশ্রম গ্রহণ করিবেন। সন্ন্যাসী তিনপ্রকার;—জ্ঞান-সন্ন্যাসী, বেদসন্ন্যাসী ও কর্ম্মসন্ন্যাসী। যিনি সমস্ত বিষয়ে আসক্তিরহিত, ভয়বর্জ্জিত, শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব-বিনির্ম্মুক্ত এবং আত্মচিন্তা-পরায়ণ, তিনি জ্ঞানসন্ন্যাসী বলিয়া কথিত হন। যিনি শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব-রহিত ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া নিত্য বেদাভ্যাস করেন, বিজিতেন্দ্রিয় সেই মুমুক্ষু বেদসন্ন্যাসী বলিয়া কথিত। যে ব্রাহ্মণ অগ্নি সকল আত্মসাৎ করিয়া মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং সমস্তই পরব্রহ্মে সমর্পণ করেন, তিনি কর্ম্মসন্ন্যাসী বলিয়া কথিত। এই তিন প্রকার সন্ন্যাসীর মধ্যে যিনি যোগী তিনিই শ্রেষ্ঠতম। জ্ঞানী যোগীর কোন কার্য্য বা কোন চিহ্নাদি কিছুই নাই। তিনি জীর্ণ কৌপীন বা জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া কিংবা উলঙ্গ অবস্থায় মমতাশূন্য, নির্ভয়, শান্ত, শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্ব-রহিত ও পরিগ্রহ-বিবর্জ্জিত হইয়া ধ্যানতৎপর হইবেন। ১—১০। সন্ন্যাসী পরিমিত-গ্রাসভোজী ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া গ্রাম হইতে অন্ন আহরণ করিবেন; সর্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ হইয়া উপবিষ্ট থাকিবেন, কোন বিষয়ের অপেক্ষা রাখিবেন না; সর্ব্ববিষয়ে নিঃস্পৃহ হইবেন এবং আত্মাকে সহায় করিয়া (অর্থাৎ একাকী) মোক্ষার্থী হইয়া ইহলোকে বিচরণ করিবেন। মরণ হউক, বা পরমায়ু বৃদ্ধি হউক বলিয়া তিনি কামনা করিবেন না। ভৃত্য যেমন প্রভুর আদেশকেই অপেক্ষা করে, সেইরূপ কেবল কর্ম্মাধীন জীবনকাল বা মরণকাল প্রতীক্ষা করিবেন। কখন বেদাদি অধ্যয়ন করিবেন না, বেদাদি শ্রবণ করিবেন না ও বেদাদির উপদেশ দিবেন না। এইরূপ জ্ঞানতৎপর যোগীই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন। বিদ্বান সন্ন্যাসী একবস্ত্র পরিধান করিবেন অথবা কৌপীন ধারণ করিবেন। মস্তক মুণ্ডন করিবেন অথবা সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া কেবলমাত্র শিখাধারী হইবেন। পরিগ্রহ-শূন্য ও ত্রিদণ্ড (বাঙ্মনঃকায়সংযম) ধারণ করিবেন। কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া গ্রামের

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেৎ কচিৎ ॥ ১৬

যস্তু মোহেন বান্যস্মাদেকান্নাদী ভবেদ্‌যতিঃ।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ কাচিদ্ধর্ম্মশাস্ত্রেষু কথ্যতে ॥ ১৭

রাগদ্বেষবিমুক্তাত্মা সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
প্রাণিহিংসানিবৃত্তশ্চ মৌনী স্যাৎ সর্ব্বনিস্পৃহঃ
দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ
সত্যপূতাং বদেদ্বাণীং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥ ১৯

নৈকত্র নিবসেদ্দেশে বর্ষাভ্যোঽন্যত্র ভিক্ষুকঃ।
স্নানশৌচরতো নিত্যং কমণ্ডলুকরঃ শুচিঃ ॥ ২০

ব্রহ্মচর্য্যরতো নিত্যং বনবাসরতো ভবেৎ।
মোক্ষশাস্ত্রেষু নিরতো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
দম্ভাহঙ্কারনির্মুক্তো নিন্দাপৈশুন্যবর্জ্জিতঃ।

আত্মজ্ঞানগুণোপেতো [illegible] প্নুয়াৎ ॥ ২২

অভ্যসেৎ সততং বেদং প্রণবাখ্যং সনাতনম্।
স্নাত্বাচম্য বিধানেন শুচির্দেবালয়াদিষু ॥ ২৩

যজ্ঞোপবীতী শান্তাত্মা কুশপাণিঃ সমাহিতঃ।
ধৌতকাষায়বসনো ভস্মচ্ছন্নতনূরুহঃ ॥ ২৪

অধিযজ্ঞং ব্রহ্ম জপেদাধিদৈবিকমেব বা।
আধ্যাত্মিকঞ্চ সততং বেদান্তাভিহিতঞ্চ যৎ ॥
পত্রেষু চাথ নিবসন্ ব্রহ্মচারী যতির্মুনিঃ।
বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং স যাতি পরমাং গতিম্
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ পরম্।
ক্ষমা দয়া চ সন্তোষো ব্রতান্যস্য বিশেষতঃ ॥২৭

বেদান্তজ্ঞাননিষ্ঠো বা পঞ্চ যজ্ঞান্ সমাহিতঃ।
কুর্য্যাদহরহঃ স্নাত্বা ভিক্ষান্নেনৈব তেন হি ॥ ২৮

হোমমন্ত্রান্ জপেন্নিত্যং হোমকালে সমাহিতঃ।

প্রান্তভাগে বৃক্ষমূলে অথবা দেবালয়ে ধ্যান বা যোগে তৎপর হইয়া বাস করিবেন। শত্রু, মিত্র, মান, অপমান সকল বিষয়েই সমান জ্ঞান করিবেন। প্রত্যহ ভৈক্ষ্য বস্তুদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন; কিন্তু প্রত্যহ এক জনের নিকট হইতে কখন অন্ন ভিক্ষা করিবেন না। যে যতি মোহবশতঃ বা অন্য কারণে প্রত্যহ এক জনের নিকট অন্ন ভিক্ষা করিয়া ভোজন করে, কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার সেই পাপের কোনই নিষ্কৃতি কথিত হয় নাই। যতি রাগদ্বেষরহিত হইবেন; পাষাণ, লোষ্ট্র কাঞ্চন, সমান দেখিবেন, প্রাণিহিংসা হইতে নিবৃত্ত হইবেন, সর্ব্ব বস্তুতে নিঃস্পৃহ ও মৌনী হইবেন। পথ দেখিয়া দেখিয়া পাদবিক্ষেপ করিবেন, বস্ত্র-দ্বারা ছাঁকিয়া জল পান করিবেন; কথা কহিতে হইলে সত্য বলিবেন; মনঃপূত কার্য্য করিবেন অথবা মনকে পবিত্র করিবেন। ভিক্ষুক বর্ষা ভিন্ন অন্যকালে একস্থানে বাস করিবেন না, কমণ্ডলুমাত্র ধারণ করিয়া ও শুচি হইয়া সর্ব্বদা স্নান ও শৌচক্রিয়ায় রত থাকিবেন। ১১—২০। আর সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্য ও বনবাসে রত হইবেন। মোক্ষশাস্ত্রে নিরত, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী, জিতেন্দ্রিয়, দম্ভ অহঙ্কার নিন্দা ও পৈশুন্যরহিত এবং আত্মজ্ঞান-গুণ-যুক্ত যতি মোক্ষপ্রাপ্ত হন। স্নান করিয়া বিধানানুসারে আচমনপূর্ব্বক শুচি হইয়া দেবালয়াদিতে নিরন্তর দেবরূপী সনাতন প্রণব জপ করিবেন। ধৌত-কাষায় বস্ত্র পরিধান ও ভস্ম দ্বারা লোম সকল আবৃত করিয়া যজ্ঞোপবীতী কুশপাণি ও শান্তাত্মা হইবেন এবং যজ্ঞবিষয়ক যে সকল বেদমন্ত্র আছে, দেবতাবিষয়ক যে সকল বেদমন্ত্র আছে, পরমাত্মবিষয়ক যে সকল বেদ আছে ও বেদান্তে (উপনিষদাদিতে) অভিহিত যে সকল শ্রুতি, এই সমুদায় একাগ্রচিত্তে নিরন্তর পাঠ করিবেন। ব্রহ্মচারী ও মৌনব্রতাবলম্বী যে যতি পর্ণকুটীরে বাস করিয়া প্রত্যহ বেদ-মন্ত্র জপ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, দয়া ও সন্তোষ এই সকল ব্রত বিশেষ-রূপে প্রতিপালন করা যতির কর্ত্তব্য। যতি বেদান্ত-জ্ঞাননিষ্ঠ হইবে অথবা প্রতিদিন স্নান করিয়া সমাহিত-চিত্তে ভিক্ষান্ন দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ সমাধা করিবে। হোমের সময়ে সমাহিতচিত্তে হোমমন্ত্র পাঠ করিবে। প্রতি-

স্বাধ্যায়ঞ্চান্বহং কুর্য্যাৎ সাবিত্রীং সন্ধ্যয়োর্জপেৎ
ধ্যায়ীত সততং দেবমেকান্তে পরমেশ্বরম্।
একান্নং বর্জ্জয়েন্নিত্যং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্
একবাসা দ্বিবাসা বা শিখী যজ্ঞোপবীতবান্।
কমণ্ডলুধরো বিদ্বাংস্ত্রিদণ্ডী যাতি তৎপরম্ ॥৩১

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যতিধর্ম্মো নামাষ্টা-
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

এবং স্বাশ্রমনিষ্ঠানাং যতীনং নিয়তাত্মনাম্।
ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তনং প্রোক্তং ফলমূলৈরথাপি বা
এককালং চরেদ্ভৈক্ষং ন প্রসজ্জেত বিস্তরে।
ভৈক্ষ্যপ্রসক্তো হি যতির্বিষয়েষ্বপি সজ্জতি ॥২
সপ্তাগারং চরেদ্ভৈক্ষমলাভে তু পুনশ্চরেৎ।

প্রক্ষাল্য পাত্রে ভুঞ্জীত অদ্ভিঃ প্রক্ষালয়েৎ পুনঃ
অথবান্যদুপাদায় পাত্রে ভুঞ্জীত নিত্যশঃ।
ভুক্ত্বা তৎ সংমৃজেৎ পাত্রং যাত্রামাত্রমলোলুপঃ
বিধূমে সন্নমুষলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে।
বৃত্তে শরাবসম্পাতে ভিক্ষাং নিত্যং যতিশ্চরেৎ
গোদোহমাত্রং তিষ্ঠেত কালং ভিক্ষুরধোমুখঃ।
ভিক্ষেত্যুক্ত্বা সকৃৎ তুষ্ণীমশ্নীয়াদ্বাগ্যতঃ শুচিঃ
প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ সমাচম্য যথাবিধি।
আদিত্যং দর্শয়িত্বান্নং ভুঞ্জীত প্রাঙ্মুখোত্তরঃ
হুত্বা প্রাণাহুতীঃ পঞ্চ গ্রাসানষ্টৌ সমাহিতঃ।
আচম্য দেবং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ীত পরমেশ্বরম্ ॥ ৮

দিন বেদমন্ত্রজপরূপ বেদাধ্যয়ন করিবে; উভয় সন্ধ্যাতে গায়ত্রী জপ করিবে। সর্ব্বদা নির্জ্জনে পরমেশ্বরকে ধ্যান করিবে, সর্ব্বতোভাবে কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিবে। একবস্ত্র পরিধান অথবা দুই বস্ত্র (কৌপীন ও বহির্ব্বাস) পরিধান, কমণ্ডলু ধারণ এবং ত্রিদণ্ড ধারণ করিবে। এই সব করিলেই বিদ্বান্ যতি সেই পরমব্রহ্ম লাভ করিতে পারেন। ২১—৩১।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—এইরূপ স্বীয় আশ্রমতৎপর সংযতাত্মা যতিগণ ভিক্ষালব্ধ বস্তুদ্বারা অথবা ফলমূলদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে; এক সময়েই ভিক্ষা করিবে। অধিক ভিক্ষা করিবে না। যেহেতু ভিক্ষাতে অত্যন্ত আসক্ত হইলে বিষয়েও আসক্ত হয়। সাত বাড়ী ভিক্ষা করিবে। সপ্তবাটী হইতে ভৈক্ষ্য বস্তুর অলাভ হইলে পুনর্ব্বার ভিক্ষা আহরণ করিবে। পাত্র প্রক্ষালন করিয়া সেই পাত্রে ভোজন করিবে এবং ভোজনান্তে পুনর্ব্বার তাহা প্রক্ষালন করিয়া লইবে। অথবা প্রত্যহ নূতন পাত্র আহরণ করিয়া তাহাতে ভোজন করিবে। কিন্তু পাত্র প্রক্ষালন করিয়া লইতে হইলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অলোলুপ হইয়া একটী মাত্র পাত্র মার্জ্জন করিয়া লইবে। গৃহস্থের গৃহে পাকধূম বিগত হইলে, উদূখল মুষলের কার্য্য সমাধান হইলে, পাকাগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, গৃহস্থপর্য্যন্ত সমুদয় লোকের আহার সমাপন ও আহারের উচ্ছিষ্ট-পত্রাদি ফেলিলে, (অর্থাৎ শেষত্রিমুহূর্ত্তাত্মক সায়াহ্নকালে তাহার মধ্যে সন্ধ্যাকাল ত্যাগ করিয়া) যতি ভিক্ষাচরণ করিবে। ভিক্ষুক 'ভিক্ষা দিউন' এই কথা বলিয়া গোদোহনের উপযুক্ত সময় (দুই দণ্ড) অধোমুখে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবেন। তিনি শুচি ও বাগ্যত হইয়া একবার ভোজন করিবেন। হস্ত-পদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক যথাবিধি আচমন করিয়া, সূর্য্যকে অন্ন প্রদর্শন করত পূর্ব্বমুখ হইয়া, ধীরে ধীরে ভোজন করিবে। প্রথমে 'প্রাণায় স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, পঞ্চ-প্রাণাহুতি প্রদানপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া অষ্টগ্রাস ভোজন করিবে; অনন্তর

অলাবুপাত্রং দারুময়ং মৃণ্ময়ং বৈণবং ততঃ ।
চত্বারি যতিপাত্রাণি মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৯
প্রাগ্রাত্রে পররাত্রে চ মধ্যরাত্রে তথৈব চ ।
সন্ধ্যাস্বগ্নিবিশেষেণ চিন্তয়েন্নিত্যমীশ্বরম্ ॥১০
কৃত্বা হৃৎপদ্মনিলয়ে বিশ্বাখ্যং বিশ্বসম্ভবম্ ।
আত্মানং সর্ব্বভূতানাং পরস্তাৎ তমসঃ স্থিতম্
সর্ব্বস্যাধারমব্যক্তমানন্দং জ্যোতিরব্যয়ম্ ।
প্রধানপুরুষাতীতমাকাশকুহরং শিবম্ ॥ ১২
তদন্তঃসর্ব্বভাবানামীশ্বরং ব্রহ্মরূপিণম্ ।
ধ্যায়েদনাদিমধ্যান্তমানন্দাখ্যগুণালয়ম্ ॥ ১৩
মহান্তং পুরুষং ব্রহ্ম ব্রহ্মাণং সত্যমব্যয়ম্ ।
নিতেতরাকৃণাকারং মহেশং বিশ্বরূপিণম্ ॥১৪
ওঙ্কারেণার্থ চাত্মানং সংস্থাপ্য পরমাত্মনি ।
আকাশে দেবমীশানং ধ্যায়ীতাকাশমধ্যগম্ ॥
কারণং সর্ব্বভাবানামানন্দৈকসমাশ্রয়ম্ ।
পুরাণং পুরুষং শুভ্রং ধ্যায়ন্ মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥

আচমনপূর্ব্বক সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের চিন্তা করিবে। অলাবুপাত্র, কাষ্ঠপাত্র, মৃণ্ময়পাত্র ও বংশনির্ম্মিত পাত্র—এই চারিটী পাত্র যতিদিগের পাত্র বলিয়া প্রজাপতি মনু নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। রাত্রির প্রথমে, মধ্যরাত্রে, রাত্রির শেষভাগে এবং বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে ঈশ্বরকে অগ্নিবিশেষে চিন্তা করিবে।১—১০। প্রথমে হৃৎপদ্মনিলয়ে বিশ্বরূপ অথচ বিশ্বের কারণ, সর্ব্বভূতের আত্মা, তমোগুণাবস্থিত অথচ তমোতীত, সকলের আধার-স্বরূপ, অব্যক্ত, আনন্দময়, অবিনাশী, প্রকৃতি পুরুষাতীত, আকাশস্বরূপ,মঙ্গলময় জ্যোতির ধ্যান করিবে। অনন্তর তন্মধ্যে সর্ব্বলোকেশ্বর, ব্রহ্মরূপী, আদি-মধ্য-অন্তরহিত,সত্ত্বগুণাবস্থিত, অবিনাশী, সত্যস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী, পরব্রহ্ম, মহাপুরুষ বিশ্বরূপী, নীললোহিত পরমেশ্বরের ধ্যান করিবে। ওঙ্কারদ্বারা আকাশরূপ পরমাত্মাতে আত্মাকে সংস্থাপন করিয়া, আকাশমধ্যস্থিত দেব ঈশানকে ধ্যান করিবে। সর্ব্বভাবের কারণ, আনন্দাশ্রয় শুদ্ধ সেই পুরাণ পুরুষকে ধ্যান করিলে

যদ্বা গুহায়াং প্রকৃতৌ জগৎসম্মোহনালয়ে ।
বিচিন্ত্য পরমং ব্যোম সর্ব্বভূতৈককারণম্ ॥ ১৭
জীবনং সর্ব্বভূতানাং যত্র লোকঃ প্রলীয়তে ।
আনন্দং ব্রহ্মণঃ সূক্ষ্মঃ যৎ পশ্যন্তি মুমুক্ষবঃ ১৮
তন্মধ্যে নিহিতং ব্রহ্ম কেবলং জ্ঞানলক্ষণম্ ।
অনন্তং সত্যমীশানং বিচিন্ত্যাসীত সংযতঃ ॥১৯
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং জ্ঞানং যতীনামেতদীরিতম্ ।
যে হনুতিষ্ঠেত সততং সোঽশ্নুতে যোগমৈশ্বরম্
তস্মাদ্ধ্যানরতো নিত্যমাত্মবিদ্যাপরায়ণঃ ।
জ্ঞানং সমভ্যসেদ্‌ব্রাহ্মং যেন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥
মত্বা পৃথক্ স্বমাত্মানং সর্ব্বস্মাদেব কেবলম্ ।
আনন্দমজরং জ্ঞানং ধ্যায়ীত চ পুনঃ পরম্ ॥ ২২
যস্মাদ্ভবন্তি ভূতানি যদ্‌গত্বা নেহ জায়তে ।
স তস্মাদীশ্বরো দেবঃ পরস্তাদযোঽধিতিষ্ঠতি ॥

সংসারবন্ধন হইতে জীবের মুক্তি হয়। অথবা জগৎসম্মোহনের আলয় যে মূলপ্রকৃতি, সেই প্রকৃতিরূপ গুহামধ্যে সর্ব্বভূতের একমাত্র কারণ, সর্ব্বভূতের জীবন, সর্ব্বভূতের লয়স্থান, ব্রহ্মানন্দস্বরূপ এবং যাঁহাকে মুমুক্ষুগণ সূক্ষ্মরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, তাদৃশ পরম ব্যোমাকাশের চিন্তা করিয়া তন্মধ্যনিহিত, কেবল জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত পরমার্থ, সত্য এবং সর্ব্বেশ্বর যে পরব্রহ্ম, তাঁহাকে চিন্তা করত, সংযত হইয়া উপবিষ্ট থাকিবে। আমি যতিদিগের অতি গুহ্যতম জ্ঞানের বিষয় বলিলাম; যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ইহার অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি ঐশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইবেন। ১১—২০। সেই হেতু ধ্যানরত এবং সর্ব্বদা আত্মবিদ্যাপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করিবে; সেই ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করিলে, সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সকল পদার্থ হইতে স্বীয় আত্মাকে পৃথক্ বিবেচনা করিয়া, অদ্বিতীয়, অজর, আনন্দস্বরূপ শ্রেষ্ঠজ্ঞানের ধ্যান করিবে। যাঁহা হইতে প্রাণী সকল উৎপন্ন হয়, যাঁহাকে পাইলে প্রাণিসকল পুনর্ব্বার ইহসংসারে জন্মগ্রহণ করে না, সকলকেই অতিক্রম করিয়া যিনি অবস্থিতি করেন,

যদন্তরে তদ্‌গগনং শাশ্বতং শিবমব্যয়ম্।
যদংশস্তৎপরো যস্ত স দেবঃ স্যান্মহেশ্বরঃ ॥ ২৪
ব্রতানি যানি ভিক্ষূণাং তথৈবোপব্রতানি চ।
একৈকাতিক্রমে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥
উপেত্য তু স্ত্রিয়ং কামাৎ প্রায়শ্চিত্তং সমাহিতঃ
প্রাণায়মসমাযুক্তং কুর্য্যাৎ সান্তপনং শুচিঃ ॥ ২৬

ততশ্চরেত নিয়মাৎ কৃচ্ছ্রং সংযতমানসঃ।
পুনরাশ্রমমাগম্য চরেদ্ভিক্ষুরতন্দ্রিতঃ ॥ ২৭
ন নর্ম্মযুক্তমনৃতং হিনস্তীতি মনীষিণঃ।
তথাপি ন চ কর্ত্তব্যং প্রসঙ্গো হ্যেষ দারুণঃ ॥২৮

তিনিই সেই দেব ঈশ্বর। মঙ্গলময়, অব্যয় শাশ্বত, ঈশ্বাখ্য গগন যাঁহার অংশ, এবং তাঁহার পরবর্ত্তী যিনি, তিনিই মহেশ্বর পদ-বাচ্য। ভিক্ষুদিগের যতগুলি ব্রত আছে, বা যতগুলি উপব্রত আছে, ইহার কোনটী না করিলে, তাঁহাদের যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি। কামবশতঃ স্ত্রীগমন করিলে, সমাহিতচিত্ত শুচি হইয়া, প্রাণায়াম-সমাযুক্ত সান্তপন প্রায়শ্চিত্ত করিবে। *

তদনন্তর যথানিয়মে সংযতমানসে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। পরে সেই সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া,সাবধানে বিচরণ করিবে। মনীষী সকল পরিহাসযুক্ত মিথ্যাকথনকে যদিও দোষ

* ৩৩শ অধ্যায় পর্য্যন্ত ইহাতে বিবিধ প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, এজন্য সান্তপনাদি ব্রত কি, তাহা বিবৃত হইতেছে, যথা ;—

সান্তপন—এই ব্রতের অনুষ্ঠানে গোমূত্র, গোময়, গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি, গব্য ঘৃত এবং কুশজল পান করিয়া পরদিবস উপবাস করিবে।

মহাসান্তপন—সান্তপন ব্রতে গোমূত্রাদি যে ছয়টি দ্রব্য উক্ত হইয়াছে, তাহার এক একটীমাত্র আহার করিয়া ক্রমে ছয় দিন অতিবাহিত করিবে এবং সপ্তম দিনে উপবাসী থাকিবে, এইরূপ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

প্রাজাপত্য বা কৃচ্ছ্র—এই ব্রতে প্রথম তিন দিন কুক্কুটাণ্ড-প্রমাণ ষড়্‌বিংশতি গ্রাস দিবাভাগে ভোজন্ করিবে; তারপর তিন দিন দ্বাবিংশতি গ্রাস সায়ংকালে ভোজন করিবে। তারপর তিন দিন অযাচিত-ভাবে—যখন উপস্থিত হইবে—তখন চতুর্ব্বিংশতি গ্রাস ভোজন করিবে; সুতরাং এই ব্রত দ্বাদশদিন-সাধ্য।

অতিকৃচ্ছ্র—এই ব্রত করিতে হইলে প্রথম তিন দিন দিবাভাগে এক এক গ্রাস; দ্বিতীয় তিন দিন সায়ংকালে এক এক গ্রাস ও তৃতীয় তিন দিন অযাচিত-ভাবে উপস্থিত অন্ন এক এক গ্রাস ভোজন করিবে এবং শেষ তিন দিন্ উপবাস করিবে। ইহাও দ্বাদশাহ-সাধ্য।

পরাক—এই ব্রতে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া দ্বাদশাহ উপবাস করিতে হয়।

তপ্তকৃচ্ছ্র—এই ব্রত করিতে হইলে সমাহিতভাবে থাকিয়া একবার মাত্র স্নান করিয়া প্রতি তিনদিন জল দুগ্ধ ও ঘৃত উষ্ণ করিয়া পান করিবে এবং শেষ তিন দিন উষ্ণ বায়ু ভক্ষণ করিবে। এই ব্রতও দ্বাদশাহসাধ্য।

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র—একবিংশতি দিন দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিলে এই ব্রত আচরিত হয়।

পাদকৃচ্ছ্র—এই ব্রতে একদিন একভক্ত, একদিন নক্ত, একদিন অযাচিত ভোজন এবং একদিন উপবাস করিতে হয়।

চান্দ্রায়ণ—এই ব্রত আচরণ করিতে হইলে ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিয়া পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিবে, তৎপরে কৃষ্ণ প্রতিপদ্ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক এক গ্রাস ভোজন কমাইবে। পরে অমাবস্যায় উপবাস করিয়া শুক্ল-প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার প্রতিদিন এক এক গ্রাসের বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিবে।

একরাত্রোপবাসশ্চ প্রাণায়ামশতং তথা।
উক্তানৃতং প্রকর্তব্যং যতিনা ধর্মলিপ্সুনা ॥ ২৯
পরমাপদগতেনাপি ন কার্য্যং স্তেয়মন্ততঃ।
স্তেয়াদভ্যধিকঃ কশ্চিন্নাস্ত্যধর্ম্ম ইতি শ্রুতিঃ ॥৩০
হিংসা চৈষা পরা দিষ্টা যা চাত্মজ্ঞাননাশিকা।
যদেতদ্দ্রবিণং নাম প্রাণা হ্যেতে বহিশ্চরাঃ ॥
স তস্য হরতি প্রাণান্ যো যস্য হরতে ধনম্।
এতৎ কৃত্বা স দুষ্টাত্মা ভিন্নবৃত্তো ব্রতাচ্চ্যুতঃ।
ভূয়ো নির্ব্বেদমাপন্নশ্চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ॥ ৩২
বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন সংবৎসরমিতি শ্রুতিঃ।
ভূয়ো নির্ব্বেদমাপন্নশ্চরেদ্ভিক্ষুরতন্দ্রিতঃ ॥ ৩৩
অকস্মাদেব হিংসান্তু যদি ভিক্ষুঃ সমাচরেৎ।
কুর্য্যাৎ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রন্তু চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥ ৩৪

স্কন্দেন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যাৎ স্ত্রিয়ং দৃষ্টা যতির্যদি।
তেন ধারয়িতব্যা বৈ প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ।
দিবাস্কন্নে ত্রিরাত্রং স্যাৎ প্রাণায়ামশতং তথা ॥
একান্নে মধুমাংসে চ নবশ্রাদ্ধে তথৈব চ।
প্রত্যক্ষলবণে চোক্তং প্রাজাপত্যং বিশোধনম্
ধ্যাননিষ্ঠস্য সততং নশ্যতে সর্ব্বপাতকম্।
তস্মান্মহেশ্বরং জ্ঞাত্বা তদ্ধ্যানপরমো ভবেৎ ॥৩৭
যদব্রহ্ম পরমং জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠাক্ষরমব্যয়ম্।
যোঽন্তরা পরমং ব্রহ্ম স বিজ্ঞেয়ো মহেশ্বরঃ ॥
এষ দেবো মহাদেবঃ কেবলঃ পরমঃ শিবঃ।
তদেবাক্ষরমদ্বৈতং তদাদিত্যান্তরং পরম্ ॥ ৩৯
যস্মান্মহীয়তে দেবঃ স্বধাম্নি জ্ঞানসংস্থিতে।
আত্মযোগাহ্বয়ে তত্ত্বে মহাদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥৪০
নান্যং দেবং মহাদেবাদ্ব্যতিরিক্তং প্রপশ্যতি।

বলেন নাই, তথাপি ভিক্ষু তাহা করিবেন না। কারণ এই মিথ্যাপ্রসঙ্গ অতি ভয়ানক পাপ জনক। ধর্ম্মলিপ্স যতি মিথ্যা কথা বলিয়া একরাত্র উপবাস এবং শত প্রাণায়াম করিবে। অতিশয় আপৎকাল উপস্থিত হইলেও ভিক্ষু অন্যের বস্তু অপহরণ করিবেন না। চুরি অপেক্ষা অধিক অধর্ম্ম শাস্ত্রে আর কিছু কথিত নাই। ২১—৩০। এই চৌর্য্যই উৎকট হিংসা শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, কারণ, যাহা দ্রবিণ (ধন) নামে অভিহিত হয়, উহাই মানবগণের বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ। যে ব্যক্তি যাহার ধন অপহরণ করে, সে তাহার প্রাণই অপহরণ করে (অর্থাৎ একজনের প্রাণ নষ্ট করিলে যেমন পাপ হয়, একজনকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ধন অপহরণ করিলেও তেমনি পাপ হয়)। এই চৌর্য্যরূপ হিংসা যে কেবল ধনীর প্রাণ-ঘাতিনী হয় তাহা নহে, তদ্দ্বারা চৌর্য্যকর্ত্তার স্বীয় জ্ঞানেরও বিনাশ হইয়া থাকে। যে দুরাচার এই প্রকার কাহারও ধন অপহরণ করিবে, সে বিহিত আচার ও ব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইবে। কিন্তু সেই কার্য্যজন্য নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলে ভিক্ষু শাস্ত্রদৃষ্ট-বিধানানুসারে সংবৎসর চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবেন। ভিক্ষু যদি অকস্মাৎ (অর্থাৎ অজ্ঞান-বশতঃ) হিংসা করেন, তাহা হইলে, কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র অথবা চান্দ্রায়ণ করিবেন। যতির যদি ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত স্ত্রী দেখিয়া রেতঃপাত হয়, তাহা হইলে ষোড়শটী প্রাণায়াম করিবে। দিবাভাগে রেতঃক্ষরণ হইলে, ত্রিরাত্র উপবাস এবং শত-প্রাণায়াম কর্ত্তব্য। প্রত্যহ এক জনের নিকট ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিলে বা মধু মাংস ভক্ষণ করিলে কিংবা নবশ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করিলে অথবা প্রত্যক্ষতঃ লবণ ভক্ষণ করিলে শুদ্ধির জন্য প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। সর্ব্বদা ধ্যাননিষ্ঠতা যতিদিগের সমস্ত পাপ নষ্ট করে; সেই হেতু-মহেশ্বরকে জানিয়া তাঁহার ধ্যানে রত থাকিবে। জ্যোতির্ম্ময়, অক্ষর, অব্যয় যে পরমব্রহ্ম, সেই পরমব্রহ্মে যিনি অবস্থিত, তাঁহাকেই মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। এই যে দেব মহাদেব—ইনিই কেবল শ্রেষ্ঠ, কল্যাণপ্রদ; জ্যোতির্ম্ময়, অক্ষর, দ্বিতীয়রহিত পরমব্রহ্ম; ফলতঃ সেই মহেশ্বর ও পরমব্রহ্ম একই পদার্থ। মহাদেব শব্দের যোগার্থও এই যে, জ্ঞানসংস্থিত স্বীয় ধামে আত্মযোগাখ্য তত্ত্বে পূজিত হন বলিয়া সেই মহাদেব নামে স্মৃত হইয়া

তমেবাত্মানমবেতি যঃ স যাতি পরং পদম্ ॥৪১
মন্যন্তে যে স্বমাত্মানং বিভিন্নং পরমেশ্বরাৎ।
ন তে পশ্যন্তি তং দেবং বৃথা তেষাং পরিশ্রমঃ ॥
একমেব পরং ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বমব্যয়ম্।
স দেবস্তু মহাদেবো নৈতদ্বিজ্ঞায় বধ্যতে ॥ ৪৩
তস্মাদ্‌যজেত নিয়তং যতিঃ সংযতমানসঃ।
জ্ঞানযোগরতঃ শান্তো মহাদেবপরায়ণঃ ॥ ৪৪
এষ বঃ কথিতো বিপ্রা যতীনামাশ্রমঃ শুভঃ।
পিতামহেন বিভুনা মুনীনাং পূর্ব্বমীরিতঃ ॥ ৪৫
নাপুত্রশিষ্যযোগিভ্যো দদ্যাদিদমনুত্তমম্।
প্রোক্তং স্বয়ম্ভুবা জ্ঞানং যতিধর্ম্মাশ্রয়ং শুভম্ ॥৪৬
ইতি যতিনিয়মানামেতদুক্তং বিধানং
পশুপতিপরিতোষে যদ্ভবেদেকহেতুঃ।
ন ভবতি পুনরেষামুদ্ভবো বা বিনাশঃ
প্রণিহিতমনসা যে নিত্যমেবাচরন্তি ॥ ৪৭

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যতিধর্ম্মো নামৈকোন-
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

থাকেন। ৩১—৪০। যিনি অন্য দেবতাকে মহাদেব হইতে ভিন্ন দেখেন না এবং সেই মহাদেবকেই যিনি আত্মা বলিয়া বিবেচনা করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি পরমেশ্বর হইতে স্বীয় আত্মা বিভিন্ন বিবেচনা করে, সে ব্যক্তি সেই পরম দেবকে দেখিতে পায় না, তাদৃশ লোকের পরিশ্রম সকল বৃথা হয়। সেই অব্যয় তত্ত্বস্বরূপ একমাত্র পরব্রহ্মই বিজ্ঞেয়; আর সেই ব্রহ্মই মহাদেব, এইরূপ জানিতে পারিলে, ভব সংসারে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। সেই হেতু যতি সতত সংযত চিত্তে জ্ঞানযোগরত, শান্ত ও মহাদেবপরায়ণ হইয়া যজন করিবে। হে বিপ্রগণ! যতিদিগের এই শুভ আশ্রমধর্ম্ম তোমাদিগের নিকট কথিত হইল। পূর্ব্বে ভগবান পিতামহ পরমেশ্বর ব্রহ্মা মুনিগণ-সমীপে ইহা বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত যতিধর্ম্মাশ্রয়স্বরূপ এই শুভ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, পুত্র শিষ্য ও যোগী ভিন্ন অন্যকে উপদেশ করিবে না। যতিদিগের নিয়ম-বিধান এই কথিত হইল. এই সকল নিয়মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার প্রতি পশুপতি মহাদেব অতিশয় পরিতুষ্ট হন। যে সকল যতি নিবিষ্টচিত্তে প্রতিদিন এই নিয়মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের আর জন্ম বা বিনাশ হয় না। ৪১—৪৭।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তবিধিং শুভম্
হিতায় সর্ব্ববিপ্রাণাং পাপানামপনুত্তয়ে ॥ ১
অকৃত্বা বিহিতং কর্ম্ম কৃত্বা নিন্দিতমেব চ।
দোষমাপ্নোতি পুরুষঃ প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্ ॥
প্রায়শ্চিত্তমকৃত্বা তু ন তিষ্ঠেদ্‌ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ।

ত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—ব্রাহ্মণগণের হিতের নিমিত্ত পাপসমূহের নাশহেতু শুভজনক প্রায়শ্চিত্তবিধি বলিতেছি। * শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান ও শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য মানবগণ পাপগ্রস্ত হইয়া থাকে, প্রায়শ্চিত্ত করিলে ঐ পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া ক্ষণকালও অবস্থিতি করিবে না।

* অধিকারভেদে এবং জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত ইত্যাদি ভেদে পাপ নানাবিধ। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে একজাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে যেখানে পুনরুক্তি বা মতভেদ আছে, সেইখানে পূর্ব্বোক্ত পাপভেদ অবলম্বন করিয়াই মীমাংসা করিতে হইবে।

যদক্রয়ুর্ব্রাহ্মণাঃ শান্ত বিদ্বাংসস্তৎ সমাচরেৎ ॥
বেদার্থবিত্তমঃ শান্তো ধর্ম্মকামোহগ্নিমান্ দ্বিজঃ
স এব স্যাৎ পরো ধর্ম্মো যমেকোঽপি ব্যবস্থতি
অনাহিতাগ্নয়ো বিপ্রাস্ত্রয়ো বেদার্থপারগাঃ।
যদ্ব্রুয়ুর্ধর্ম্মকামাস্তে তজ্জ্ঞেয়ং ধর্ম্মসাধনম্ ॥ ৫
অনেকধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা ঊহাপোহবিশারদাঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নাঃ সপ্তৈতে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬
মীমাংসান্যায়তত্ত্বজ্ঞা বেদান্তকুশলা দ্বিজাঃ।
একবিংশতি বিখ্যাতাঃ প্রায়শ্চিত্তং বদন্তি বৈ ॥
ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেনো গুরুতল্পগ এব চ।
মহাপাতকিনস্ত্বেতে যশ্চৈতৈঃ সহ সংবিশেৎ ॥ ৮
সংবৎসরন্তু পতিতৈঃ সংসর্গং কুরুতে তু যঃ।
যানশয্যাসনৈর্নিত্যং জানন্ বৈ পতিতো ভবেৎ
যাজনং যোনিসম্বন্ধং তথৈবাধ্যাপনং দ্বিজঃ।
কৃত্বা সদ্যঃ পতেজ্জ্ঞানাৎ সহভোজনমেব চ ॥
অবিজ্ঞায়াথ যো মোহাৎ কুর্য্যাদধ্যাপনং দ্বিজঃ
সংবৎসরেণ পততি সহাধ্যয়নমেব চ ॥ ১১
ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি কুটিং কৃত্বা বনে বসেৎ।
ভৈক্ষ্যাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং কৃত্বা শবশিরোধ্বজম্ ॥ ১২
ব্রাহ্মণাবসথান্ সর্ব্বান্ দেবাগারাণি বর্জ্জয়েৎ।
বিনিন্দন্ স্বয়মাত্মানং ব্রাহ্মণং তঞ্চ সংস্মরন্ ॥ ১৩
অসঙ্কল্পিতযোগ্যানি সপ্তাগারাণি সংবিশেৎ।
বিধূমে শনকৈর্নিত্যং ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে ॥ ১৪
এককালং চরেদ্ভৈক্ষ্যং দোষং বিখ্যাপয়ন্ নৃণাম্
বন্যমূলফলৈর্বাপি বর্ত্তয়েদ্ধৈর্য্যমাশ্রিতঃ ॥ ১৫
কপালপাণিঃ খট্বাঙ্গী ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণঃ।
পূর্ণে তু দ্বাদশে বর্ষে ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ১৬

শান্ত ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিবেন, তাহাই করা উচিত। শ্রেষ্ঠ বেদার্থবেত্তা, শান্ত, ধর্ম্মকর্ম্মানুরক্ত সাগ্নিক এক ব্রাহ্মণও যে কর্ম্ম করিতে ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকেন, সেই কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। নিরগ্নি অথচ বেদপারগ হইলে, তিনজন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মার্থী হইয়া, যে কর্ম্মকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, সেই কর্ম্মই ধর্ম্মসাধন জানিবে। অনেক ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, ঊহাপোহবিশারদ (তর্ক সিদ্ধান্তপারগ), বেদাধ্যয়নশীল, সাতজন ব্রাহ্মণের বাক্য ধর্ম্মকার্য্যে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। মীমাংসা-ন্যায়তত্ত্বজ্ঞ ও বেদান্তশাস্ত্রে নিপুণ একবিংশতি সংখ্যক ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে উপদেশ করিবেন। ব্রহ্মহত্যাকারী, নিষিদ্ধমদ্যপায়ী, ব্রাহ্মণের সুবর্ণাপহারী ও গুরুপত্নীগামী ইহারা সকলেই মহাপাতকী; এবং ইহাদিগের সহিত যাহারা এক বৎসর পর্য্যন্ত সংসর্গ করে, তাহারাও মহাপাতকী। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক অবিচ্ছেদে সংবৎসর কাল পতিতের সহিত একযানারোহণ, একশয্যায় শয়ন ও একাসনে উপবেশন করে, সেও পতিত হয়। জ্ঞানপূর্ব্বক পতিত কন্যাকে বিবাহ বা পতিত ব্যক্তির যাজন-কর্ম্ম করিলে অথবা পতিত ব্যক্তিকে অধ্যাপনা করিলে, কিংবা পতিত ব্যক্তির সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে, দ্বিজগণ সদ্যই পতিত হইয়া থাকে।১-১০। যে ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ পতিত ব্যক্তিকে অধ্যাপন করে অথবা পতিত ব্যক্তির সহিত একত্র অধ্যয়ন করে, তাহারা সংবৎসরে পতিত হয়। ব্রহ্মহত্যাকারী আত্মশুদ্ধির জন্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দ্বাদশবর্ষকাল বনে বাস করিবে এবং হত ব্রাহ্মণের মস্তক বা অন্য মৃত ব্যক্তির কপাল চিহ্নস্বরূপ হস্তে লইয়া ভিক্ষা করিবে; কিন্তু দেবগৃহ ও ব্রাহ্মণালয় পরিত্যাগ করিবে। সেই হত ব্রাহ্মণকে স্মরণ করিতে করিতে ও স্বয়ং আত্মগ্লানি করিতে করিতে পূর্ব্বে সঙ্কল্পিত নহে—এমত সপ্ত গৃহে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করিবে। গৃহস্থের গৃহে পাক-ধূম বিগত হইলে, পাকাগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, ভুক্তোচ্ছিষ্টাদি পরিত্যক্ত হইলে অর্থাৎ দিবসের অপরাহ্ণ-ভাগে, মনুষ্যদিগের নিকট স্বীয় পাপ খ্যাপনপূর্ব্বক, এক সময়ে ভিক্ষা আহরণ করিবে। অথবা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বনজাত ফলমূল দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। হত ব্রাহ্মণের কপাল হস্তে করিয়া, খট্বাঙ্গ ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইবে; এইরূপে দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হইলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ

অকামতঃ কৃতে পাপে প্রায়শ্চিত্তমিদং শুভম্।
কামতো মরণাচ্ছুদ্ধির্জ্ঞেয়া নান্যেন কেনচিৎ॥
কুর্য্যাদনশনং বাথ ভৃগোঃ পতনমেব বা।
জ্বলিতং বা বিশেদগ্নিং জলং বা প্রবিশেৎ স্বয়ম্
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা সম্যক্‌প্রাণান্ পরিত্যজেৎ
ব্রহ্মহত্যাপনোদার্থমন্তরা বা মৃতস্য তু॥ ১৯
দীর্ঘাময়াবিনং বিপ্রং কৃত্বানাময়মেব বা।
দত্ত্বা চান্নং সুবিদুষে ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥
অশ্বমেধাবভৃথকে স্নাত্বা বৈ শুধ্যতে দ্বিজঃ।
সর্ব্বস্বং বা বেদবিদে ব্রাহ্মণায় প্রদায় চ॥ ২১
সরস্বত্যাস্ত্বরুণয়া সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে।
শুধ্যেৎ ত্রিষবণস্নানাৎ ত্রিরাত্রোপোষিতো দ্বিজঃ
গত্বা রামেশ্বরং পুণ্যং স্নাত্বা চৈব মহোদধৌ।
ব্রহ্মচর্য্যাদিভির্যুক্তো দৃষ্ট্বা রুদ্রং বিমোচয়েৎ॥২

কপালমোচনং নাম তীর্থং দেবস্য শূলিনঃ।
স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্য পিতৄন্ দেবান্ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥ ২৪
যত্র দেবাধিদেবেন ভৈরবেণামিতৌজসা।
কপালং স্থাপিতং পূর্ব্বং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥২৫
সমভ্যর্চ্চ্য মহাদেবং তত্র ভৈরবরূপিণম্।
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ স্নাত্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥২৬

ইতি শ্রী কার্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে
ব্রহ্মবিদ্যায়াং প্রায়শ্চিত্তকথনে
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

হইতে মুক্ত হইবে। অজ্ঞানতঃ ব্রহ্মহত্যা করিলে, এই প্রায়শ্চিত্ত শুভজনক জানিবে। কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করিলে প্রাণত্যাগ ভিন্ন তাহার আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যাকারী স্বয়ং অনশন ব্রত করিবে অথবা পর্ব্বতাদি উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইবে কিংবা প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ বা জলমধ্যে প্রবেশ করিবে। ব্রহ্মহত্যাকারী যদি ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে নিষ্কৃতির জন্য ব্রাহ্মণার্থে বা গবার্থে প্রাণত্যাগ করে, অথবা যদি অত্যন্ত রোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে রোগ হইতে মুক্ত করে, এবং এই সকলের সঙ্গে যদি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে অন্নদানে পরিতৃপ্ত করে তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১১—২০। অশ্বমেধে অবভৃথ স্নান করিলে অথবা বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব দান করিলে ব্রহ্মঘাতী দ্বিজ ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রহ্মঘাতক ত্রিরাত্র উপবাস করত যদি অরুণা নদীর সহিত সরস্বতী নদীর লোকবিশ্রুত সঙ্গমস্থলে ত্রৈকালিক স্নান করে, তাহা হইলেও ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হয়; ব্রহ্মচর্য্যাদিযুক্ত হইয়া, পবিত্র রামেশ্বর তীর্থে গমনপূর্ব্বক মহাসমুদ্রে স্নান করিয়া, মহেশ্বরকে দর্শন করিলেও শুদ্ধ হয়। ব্রহ্মঘ্ন মানব দেবাদিদেব মহাদেবের কপাল-মোচন নামক তীর্থে গমন করিয়া, স্নানপূর্ব্বক দেবতা ও পিতৃলোকের অর্চনা করিলে, ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে স্থানে অপরিমিত প্রভাবশালী দেবাদিদেব ভৈরবকর্ত্তৃক পূর্ব্বে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার কপাল স্থাপিত হইয়াছে, সেই স্থানে স্নানপূর্ব্বক ভৈরবরূপী মহাদেবকে পূজা করিয়া, পিতৃলোকের তর্পণ করিলে, ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ২১—২৬।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

কথং দেবেন রুদ্রেণ শঙ্করেণামিতৌজসা।
কপালং ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বং স্থাপিতং দেহজং ভুবি॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—পূর্ব্বকালে অমিতপ্রভাবশালী দেব শঙ্কর কি নিমিত্ত ব্রহ্মার দেহজ কপাল পৃথিবীতে সংস্থাপন করিয়া-

ব্যাস উবাচ।

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ পুণ্যাং কথাং প পপ্রণাশিনীম্।
মাহাত্ম্যং দেবদেবস্য মহাদেবস্য ধীমতঃ॥ ২
পুরা পিতামহং দেবং মেরুশৃঙ্গে মহর্ষয়ঃ।
প্রোচুঃ প্রণম্য লোকাদিং কিমেকং তত্ত্বমব্যয়ম্
স মায়য়া মহেশস্য মোহিতো লোকসম্ভবঃ।
অবিজ্ঞায় পরং ভাবং স্বাত্মানং প্রাহ চর্ষিণাম্॥
অহং ধাতা জগদ্‌যোনিঃ স্বয়ম্ভূরেক ঈশ্বরঃ।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম মামভ্যর্চ্চ্য বিমুচ্যতে॥ ৫
অহং হি সর্ব্বদেবানাং প্রবর্ত্তকনিবর্ত্তকঃ।
ন বিদ্যতে চাভ্যধিকো মত্তো লোকেষু কশ্চন
তস্যৈবং মন্যমানস্য যজ্ঞো নারায়ণাংশজঃ।
প্রোবাচ প্রহসন্ বাক্যং রোষতাম্রবিলোচনঃ॥
কিং কারণমিদং ব্রহ্মন্ বর্ত্তাতে তব সাম্প্রতম্।
অজ্ঞানযোগযুক্তস্য ন ত্বেতদুচিতং তব॥ ৮

অহং ধাতা হি লোকানাং যজ্ঞো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
ন মামৃতেঽস্য জগতো জীবনং সর্ব্বদা কচিৎ॥
অহমেব পরং জ্যোতিরহমেব পরা গতিঃ।
মৎপ্রেরিতেন ভবতা সৃষ্টং ভুবনমণ্ডলম্॥ ১০
এবং বিবদতোর্ম্মোহাৎ পরস্পরজয়ৈষিণোঃ।
আজগ্মুর্যত্র তৌ দেবৌ বেদাশ্চত্বার এব হি॥ ১১
অন্বীক্ষ্য দেবং ব্রহ্মাণং যজ্ঞাত্মানঞ্চ সংস্থিতম্।
প্রোচুঃ সংবিগ্নহৃদয়া যাথাত্ম্যং পরমেষ্ঠিনঃ॥ ১২

ঋগ্বেদ উবাচ।

যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যস্মাৎ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
যদাহুস্তৎ পরং তত্ত্বং স দেবঃ স্যান্মহেশ্বরঃ॥ ১৩

যজুর্ব্বেদ উবাচ।

যো যজ্ঞৈরখিলৈরীশো যোগেন চ সমর্চ্চ্যতে।
যমাহুরীশ্বরং দেবং স দেবঃ স্যান্মহেশ্বরঃ॥ ১৪

সামবেদ উবাচ।

যেনেদং ভ্রামতে বিশ্বং যদাকাশান্তরং শিবম্।

ছিলেন? ব্যাস কহিলেন,—হে ঋষিগণ! আপনারা সেই পাপবিনাশিনী পুণ্যকথা ও দেবাদিদেব মহামতি মহাদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে মহর্ষিগণ সুমেরু-শৃঙ্গোপরি লোকাদিদেব পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া "অব্যয় তত্ত্ব কি" এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা মহাদেবের মায়ায় মোহিত হওয়ায় পরমভাব না জানিয়া ঋষিদিগের নিকটে স্বীয় আত্মা-কেই সেই অব্যয়তত্ত্ব বলিয়া এইরূপে বর্ণন করিতে লাগিলেন,—আমিই বিধাতা, আমিই জগৎকারণ, আমি স্বয়ম্ভু, অদ্বিতীয় ব্রহ্মার মনে এইরূপ মিথ্যা ধারণা জন্মিয়াছে, বুঝিয়া আমাকে অর্চ্চনা করিলে মানবগণ সংসার হইতে বিমুক্ত হয়। আমি সমস্ত দেবতা-দিগের প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক; এই সংসারমধ্যে আমা হইতে শ্রেষ্ঠপদার্থ আর কিছুই নাই। ব্রহ্মা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে, নারায়ণাংশজ যজ্ঞরূপী বিষ্ণু ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া হাস্য করিয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সম্প্রতি তোমার এরূপ বলিবার কারণ কি আছে? তুমি অজ্ঞান-রোগযুক্ত, তোমার এ সকল কথা বলা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমি যজ্ঞ, আমি সর্ব্বলোকের বিধাতা; আমি প্রভু নারায়ণ, আমা ব্যতীত এই জগৎ কখন ক্ষণকালের জন্যও জীবিত থাকিতে পারে না। আমিই পরমজ্যোতিঃ, আমিই শ্রেষ্ঠগতি; আমার আদেশেই তুমি এই ভুবনমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছ। ১—১০। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পরস্পর বিজিগীষু হইয়া মোহবশতঃ এইরূপ বলিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদের নিকটে বেদচতুষ্টয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেব প্রজাপতি ব্রহ্মা ও যজ্ঞাত্মা বিষ্ণুকে অবস্থিত দর্শন করিয়া তাঁহারা সংবিগ্নহৃদয়ে পরমেষ্ঠী মহেশ্বরের যাথাত্ম্য বলিতে লাগিলেন। ঋগ্বেদ বলিলেন, প্রাণিগণ যাঁহার মধ্যস্থিত ও যাঁহা হইতে সমস্ত প্রবর্ত্তিত হইতেছে এবং মুনিগণ যাঁহাকে সেই শ্রেষ্ঠতত্ত্ব বলিয়া থাকেন, তিনিই দেবাদি-দেব মহাদেব। যজুর্ব্বেদ বলিলেন,—যিনি অখিল যজ্ঞ ও যোগদ্বারা সমর্চ্চিত হইতেছেন ও যে দেবকে মুনিগণ ঈশ্বর বলিয়া থাকেন; সেই দেবই মহেশ্বর। সামবেদ বলিলেন,—

যোগিভিশ্চিন্ত্যতে তত্ত্বং মহাদেবঃ স শঙ্করঃ ॥১৬

অথর্ব্ব বেদ উবাচ।

যং প্রপশ্যন্তি দেবেশং যতন্তো যতয়ঃ পরম্।
মহেশং পুরুষং রুদ্রং স দেবো ভগবান্ ভবঃ।
এবং স ভগবান্ ব্রহ্মা বেদানামীরিতং শুভম্
শ্রুত্বা বিহস্য বিশ্বাত্মা ততশ্চাহ বিমোহিতঃ ॥১৭

পিতামহ উবাচ।

কথং তৎ পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতম্।
রমতে ভার্য্যয়া সার্দ্ধং প্রমথৈশ্চাতিগর্ব্বিতঃ ॥১৮
ইতীরিতেহথ ভগবান প্রণবাত্মা সনাতনঃ।
অমূর্ত্তো মূর্ত্তিমান্ ভূত্বা বচঃ প্রাহ পিতামহম্ ॥

প্রণব উবাচ।

ন হ্যেষ ভগবান পত্ন্যা স্বাত্মনো ব্যতিরিক্তয়া
কদাচিদ্রমতে রুদ্রস্তাদৃশো হি মহেশ্বরঃ ॥২০
অয়ং স ভগবানীশঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ সনাতনঃ।
স্বানন্দভূতা কথিতা দেবী নাগন্তুকা শিবা ॥২১
ইত্যেবমুক্তেহপি তদা যজ্ঞমূর্ত্তেরজস্য চ।
নাজ্ঞানম অগমন্নাশমীশ্বস্যৈব মায়য়া ॥ ২২
তদন্তরে মহাজ্যোতির্বিরিঞ্চো বিশ্বভাবনঃ।
প্রাদর্শয়দদ্ভুতং দিব্যং পূরয়ন্ গগনান্তরম্ ॥ ২৩
তন্মধ্যসংস্থিতং জ্যোতির্ম্মণ্ডলং তেজসোজ্জ্বলম্
ব্যোমমধ্যগতং দিব্যং প্রাদুরাসীদ্দ্বিজোত্তমাঃ ॥
স দৃষ্ট্বা বদনং দিব্যমূর্দ্ধং লোকপিতামহঃ।
তৈজসং মণ্ডলং ঘোরমলোকয়দনিন্দিতম্ ॥ ২৫
প্রজজ্বালাতিকোপেন ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং শিরঃ।
ক্ষণাদপশ্যৎ স মহান্ পুরুষো নীললোহিতঃ ॥
ত্রিশূলী পিঙ্গলো দেবো নাগযজ্ঞোপবীতবান্।
তং প্রাহ ভগবান্ ব্রহ্মা শঙ্করং নীললোহিতম্
জানামি পূর্ব্বং ভগবান ললাটাদেব শঙ্করম্।
প্রাদুর্ভূতং মহেশান মামতঃ শরণং ব্রজ ॥ ২৮
শ্রুত্বা সগর্ব্ববচনং পদ্মযোনেরথেশ্বরঃ।

যিনি এই বিশ্বকে ভ্রমণ করাইতেছেন এবং যোগিগণ আকাশমধ্যস্থ মঙ্গলময় যে তত্ত্বকে সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকেন, তিনিই মহাদেব। অথর্ব্ববেদ বলিলেন,—যে রুদ্ররূপী পরমপুরুষ মহেশকে যতিগণ যত্নপূর্ব্বক দর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই ভগবান্ মহাদেব। বিশ্বাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মা বেদচতুষ্টয়কর্ত্তৃক কথিত এই শুভজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া মোহবশতঃ হাস্য করিয়া বলিলেন,—প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভার্য্যার সহিত যে ক্রীড়া করে, সেই শিব, কেমন করিয়া সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত ও পরব্রহ্মপদবাচ্য? ব্রহ্মা এই প্রকার বলিলে, প্রণবাত্মা সনাতন ভগবান্, স্বভাবতঃ অমূর্ত্ত হইলেও তৎকালে মূর্ত্তিমান হইয়া, ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ভগবান্ রুদ্র স্বীয় আত্মা ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও পত্নীর সহিত ক্রীড়া করেন না; ইনিই মহেশ্বর। এই সেই ভগবান্ স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ ও সনাতন মহেশ্বর; অনাদি শিবা দেবী ইহার আত্মানন্দস্বরূপা বলিয়া কথিত। পরন্তু ইনি আগন্তুকা শক্তি নহেন।

১১—২১ প্রণব এই প্রকার বলিলেও, ঈশ্বরেরই মায়ায় মোহিত থাকায় ব্রহ্মার ও যজ্ঞমূর্ত্তি বিষ্ণুর অজ্ঞান নাশ হইল না। ইত্যবসরে বিশ্বস্রষ্টা বিরিঞ্চি একটী অদ্ভুত দিব্য মহাজ্যোতি দর্শন করিলেন। ঐ মহাজ্যোতিদ্বারা গগনমণ্ডল পরিপূরিত হইয়াছিল। হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর উহার মধ্যে আর একটী দিব্যজ্যোতি প্রাদুর্ভূত হইল; এই জ্যোতি তেজোময় মণ্ডলাকৃতি। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ দর্শন করিলেন। সেই অনিন্দিত ভয়ানক তৈজস মণ্ডল দর্শন করিয়া ব্রহ্মার ঊর্দ্ধভাগের পঞ্চম মস্তক তখন অতিকোপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; পরন্তু ক্ষণকালের মধ্যেই সেই তেজোমণ্ডলও ত্রিশূলধারী, পিঙ্গলবর্ণ এবং নাগযজ্ঞোপবীতশালী নীললোহিত মহাপুরুষরূপে পরিণত হইল। তখন ভগবান ব্রহ্মা সেই নীললোহিত শঙ্করকে বলিলেন, আমি ভগবান্, হে মহেশ্বর! আমি জানি তুমি আমার ললাট হইতে পূর্ব্বে এই শঙ্কররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ; অতএব তুমি আমার শরণাপন্ন হও। মহেশ্বর, পদ্মযোনির এই

প্রাহিণোৎ পুরুষং কালং ভৈরবং লোকদাহকম্॥
স কৃত্বা সুমহদ্যুদ্ধং ব্রহ্মণা কালভৈরবঃ।
প্রচকর্ত্তাস্য বদনং বিরিঞ্চস্যাথ পঞ্চমম্॥ ৩০
নিকৃত্তবদনো দেবো ব্রহ্মা দেবেন শম্ভুনা।
মমার চেশো যোগেন জীবিতং প্রাপ বিশ্বকৃৎ॥
অথান্বপশ্যদীশানং মণ্ডলান্তরসংস্থিতম্।
সমাসীনং মহাদেব্যা মহাদেবং ত্রিলোচনম্॥ ৩২
ভুজঙ্গরাজবলয়ং চন্দ্রাবয়বভূষণম্।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং জটাজূটবিরাজিতম্॥ ৩৩
শার্দ্দূলচর্ম্মবসনং দিব্যমালাসমন্বিতম্।
ত্রিশূলপাণিং দুষ্প্রেক্ষ্যং যোগিনং ভূতিভূষণম্॥
যমন্তরা যোগনিষ্ঠাঃ প্রপশ্যন্তি হৃদীশ্বরম্।
তমাদিমেকং ব্রহ্মাণং মহাদেবং দদর্শ হ॥ ৩৫
যস্য সা পরমা দেবী শক্তিরাকাশসংস্থিতা।
সোহনন্তৈশ্বর্য্যযোগাত্মা মহেশো দৃশ্যতে কিল॥
যস্যাশেষজগদ্বীজং বিলয়ং যাতি মোহনম্।
সকৃৎ প্রণামমাত্রেণ স রুদ্রঃ খলু দৃশ্যতে॥ ৩৭
যেহথ নাচারনিরতাস্তদ্ভক্তাশ্চৈব কেবলম্।
বিলোচয়তি লোকাত্মা নায়কো দৃশ্যতে কিল॥
যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।
অর্চ্চয়ন্তি সদা লিঙ্গং স শিবঃ খলু দৃশ্যতে॥৩৯
যস্যাশেষজগৎসূতির্বিজ্ঞানতনুরীশ্বরঃ।
ন মুঞ্চতি সদা পার্শ্বং শঙ্করোহসৌ চ দৃশ্যতে॥
বিদ্যাসহায়ো ভগবান্ যস্যাসৌ মণ্ডলান্তরম্।
হিরণ্যগর্ভপুত্রোহসাবীশ্বরো দৃশ্যতে পরঃ॥৪১
পুষ্পং বা যদি বা পত্রং যৎপাদযুগলে জলম্।
দত্ত্বা তরতি সংসারং রুদ্রোহসৌ দৃশ্যতে কিল॥
তৎসন্নিধানে সকলং নিয়চ্ছতি সনাতনঃ।
কালং কিল নিয়োগাত্মা কালঃ কালো হি দৃশ্যতে

সগর্ব্ব বচন শ্রবণ করিয়া লোকদাহক কালভৈরবকে প্রেরণ করিলেন। কালভৈরব ব্রহ্মার সহিত সুমহদ্ যুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক কর্ত্তন করিলেন (তখন ব্রহ্মার পাঁচটী মস্তক ছিল। তদবধি ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ হইলেন)। দেবদেব শম্ভু কর্ত্তৃক ছিন্নবদন হইয়াই ব্রহ্মার মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু বিশ্বকর্ত্তা মহেশ যোগ-দ্বারা তাঁহাকে জীবিত করিয়া দিলেন। ভুজঙ্গ-রাজ (বাসুকি) যাঁহার বলয় (করভূষণ), অর্দ্ধচন্দ্র যাঁহার শিরোভূষণ, যিনি কোটি-সূর্য্যসদৃশ, যিনি জটাসমূহে সুশোভিত, ব্যাঘ্র-চর্ম্ম যাঁহার বস্ত্র, যিনি দিব্য অক্ষমালাযুক্ত ও ভস্ম যাঁহার ভূষণ এতাদৃশ ত্রিলোচন ত্রিশূল-পাণি দুষ্প্রেক্ষ্য মহাযোগী মহাদেব মহেশ্বরকে, দেব প্রজাপতি ব্রহ্মা জীবিত হইয়া, মণ্ডলমধ্যস্থিত ও মহাদেবীর সহিত সমাবিষ্ট দর্শন করিয়াছিলেন। যোগনিষ্ঠ যোগিগণ যাঁহাকে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বররূপে দর্শন করিয়া থাকেন, সেই অদ্বিতীয় আদি পুরুষ ব্রহ্মরূপী মহাদেবকে তিনি দর্শন করিতে লাগিলেন। আকাশসংস্থিতা সেই শ্রেষ্ঠা দেবী যাঁহার শক্তি, অনন্তৈশ্বর্য্য যোগাত্মা সেই মহেশ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। যাঁহাকে একবার মাত্র প্রণাম করিলে মুক্তকারক অশেষ জগদ্বীজ বিনষ্ট হয়, সেই রুদ্র ব্রহ্মাকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। লোকে আচারনিষ্ঠ না হইয়াও কেবলমাত্র তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইলেই যাঁহাকে দর্শন করিতে পারে, সেই লোকাত্মা লোকনায়ক মহাদেব ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রহ্ম-বাদী ঋষিগণ সর্ব্বদা যাঁহার লিঙ্গ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই শিব দৃষ্ট হইতে লাগি-লেন। অশেষ জগৎপ্রসূতি প্রকৃতি কখনই যাঁহার পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন না, বিজ্ঞান-তনু ঈশ্বর সেই শঙ্কর ব্রহ্মাকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেন। ২১—৪০। যাঁহার মণ্ডলান্তরে এই বিদ্যাসহায় ভগবান্ হিরণ্যগর্ভপুত্র রুদ্র অব-স্থিত সেই পরমেশ্বর দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। যাঁহার পাদপদ্মযুগলে পুষ্প পত্র বা জল দান করিলে মানব সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়, সেই রুদ্র দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সনাতন কাল তাঁহার সন্নিধানে থাকিয়া তাঁহারই নিয়োগে সকলের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন, সুতরাং কালেরও কাল সেই শঙ্কর দৃষ্ট হইতে লাগি-

জীবনং সর্ব্বলোকানাং ত্রিলোকস্যৈব ভূষণম্।
সোমঃ স দৃশ্যতে দেবঃ সোমো যস্য বিভূষণম্
দেব্যা সহ সদা সাক্ষাদ্‌যস্য যোগস্বভাবতঃ।
গীয়তে পরমা মুক্তির্মহাদেবঃ স দৃশ্যতে। ৪৫
যোগিনো যোগতত্ত্বজ্ঞা বিয়োগাভিমুখানিশম্।
যোগং ধ্যায়ন্তি দেব্যাসৌ স যোগী দৃশ্যতে কিল
সোঽন্ববীক্ষ্য মহাদেবং মহাদেব্যা সনাতনম্।
বরাসনে সমাসীনমবাপ পরমাং স্মৃতিম্। ৪৭
লব্ধা মাহেশ্বরীং দিব্যাং সংস্মৃতিং ভগবানজঃ।
তোষয়ামাস বরদং সোমং সোমার্দ্ধভূষণম্। ৪৮

ব্রহ্মোবাচ।

নমো দেবায় মহতে মহাদেব্যৈ নমো নমঃ।
নমঃ শিবায় শান্তায় শিবায়ৈ সততং নমঃ। ৪৯
নমোঽস্তু ব্রহ্মণে তুভ্যং বিদ্যায়ৈ তে নমো নমঃ
মহেশায় নমস্তুভ্যং মূলপ্রকৃতয়ে নমঃ। ৫০
নমো বিজ্ঞানদেহায় চিতয়ে তে নমো নমঃ।
নমোঽস্তু কালকালায় ঈশ্বরায়ৈ নমো নমঃ। ৫১
নমো নমোঽস্তু রুদ্রায় রুদ্রাণ্যৈ তে নমো নমঃ
নমো নমস্তে কালায় মায়ায়ৈ তে নমো নমঃ। ৫২
নিয়ন্ত্রে সর্ব্বকার্য্যাণাং ক্ষোভিকায়ৈ নমো নমঃ।
নমোঽস্তু তে প্রকৃতয়ে নমো নারায়ণায় চ। ৫৩
যোগদায়ৈ নমস্তুভ্যং যোগিনাং গুরবে নমঃ।
নমঃ সংসারনাশায় সংসারোৎপত্তয়ে নমঃ। ৫৪
নিত্যানন্দায় বিভবে নমোঽস্ত্বানন্দমূর্ত্তয়ে।
নমঃ কার্য্যবিহীনায় বিশ্বপ্রকৃতয়ে নমঃ। ৫৫
ওঙ্কারমূর্ত্তয়ে তুভ্যং তদন্তঃসংস্থিতায় চ।
নমস্তে ব্যোমসংস্থায় ব্যোমশক্ত্যৈ নমো নমঃ।
ইতি সোমাষ্টকেনেশং প্রণিপত্য পিতামহঃ।

লেন। সর্ব্বলোকের জীবন ও স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের ভূষণ চন্দ্র যাঁহার আভরণ, সেই মহাদেব উমার সহিত দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। দেবীর সহিত যাঁহার যোগ স্বাভাবিক পরম মুক্তি বলিয়া সর্ব্বদা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই মহাদেব দেবীর সহিত সাক্ষাৎ দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। বিয়োগাভিমুখ যোগতত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ নিরন্তর যাঁহাকে যোগরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন, দেবীর সহিত সেই যোগপুরুষ দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। মহাদেবীর সহিত বরাসনে উপবিষ্ট সনাতন মহাদেবকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা পরমা স্মৃতি প্রাপ্ত হইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা মহেশ্বর সম্বন্ধে পরমা স্মৃতি লাভ করিয়া উমা সহিত সোমার্দ্ধভূষণ মহাদেবকে এইরূপ স্তবে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ৪১—৪৮।

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাদেবকে নমস্কার, মহাদেবীকে নমস্কার। শান্ত-মূর্ত্তি শিব ও শিবাকে সতত নমস্কার করি। তুমি ব্রহ্মা, তোমাকে নমস্কার করি; তুমি বিদ্যা (অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি) তোমাকে বারংবার নমস্কার! তুমি মহেশ, তোমাকে নমস্কার; তুমি মূল-প্রকৃতি, তোমাকেও নমস্কার করি; তুমি বিজ্ঞান-দেহ, তোমাকে নমস্কার করি; তুমি চিতি (নির্ব্বিষয় জ্ঞান) স্বরূপা, তোমাকেও পুনঃপুন নমস্কার; তুমি কালেরও সংহারকর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার; তুমি ঈশ্বরা, তোমাকেও নমস্কার করি। রুদ্রকে বারংবার নমস্কার করি। রুদ্রাণীকেও পুনঃপুন নমস্কার। তুমি কালস্বরূপ, তোমাকে বারংবার নমস্কার; তুমি মায়াস্বরূপা, তোমাকেও বারংবার নমস্কার করি। তুমি সর্ব্বকার্য্যের নিয়োগকর্ত্তা, তোমাকে বারংবার নমস্কার; আর তুমি ক্ষোভিকা, তোমাকেও বারংবার নমস্কার; সুতরাং নারায়ণস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি; এবং প্রকৃতিরূপিণী তোমাকেও নমস্কার করি; তুমিই যোগীদিগের গুরু, তোমাকে নমস্কার; তুমি যোগদাত্রী, তোমাকেও নমস্কার; তুমি সংসার-নাশক আর তুমি সংসারোৎপাদিকা, তোমাদিগকে নমস্কার করি। তুমি নিত্যানন্দ-বিগ্রহ, তুমি প্রভু, তোমাকে নমস্কার; তুমি আনন্দমূর্ত্তিরূপিণী, তোমাকেও নমস্কার। তুমি কার্য্যবিহীন আর তুমি বিশ্বপ্রকৃতি, তোমাদিগকে নমস্কার করি। তুমি ওঙ্কারমূর্ত্তি পরমেশ্বরী এবং তুমি ওঙ্কারমধ্যে অবস্থিত পরমেশ্বর; তুমি আকাশশক্তি এবং তুমি আকাশে সংস্থিত; তোমাদিগকে নমস্কার

পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ গৃণন্ বৈ শতরুদ্রিয়ম্ ॥৫৭
অথ দেবো মহাদেবঃ প্রণতার্ত্তিহরোহরঃ।
প্রোবাচোত্থাপ্য হস্তাভ্যাং প্রীতোঽস্মি তব সাম্প্রত ॥ ৫৮
দত্ত্বাস্মৈ পরমং যোগমৈশ্বর্য্যমতুলং মহৎ।
প্রোবাচাগ্রে স্থিতং রুদ্রং নীললোহিতমীশ্বরম্॥৫৯
এষ ব্রহ্মাস্য জগতঃ সম্পূজ্যঃ প্রথমঃ স্থিতঃ।
আত্মনা রক্ষণীয়স্তে গুণজ্যেষ্ঠঃ পিতা তব ॥ ৬০
অয়ং পুরাণঃ পুরুষো ন হন্তব্যস্ত্বয়ানঘ।
স যোগৈশ্বর্য্যমাহাত্ম্যান্মামেব পরমং গতঃ॥ ৬১
অয়ঞ্চ যজ্ঞো-গর্ব্বোঽসৌ সগর্ব্বো ভবতানঘ।
শাসিতব্যো বিরিঞ্চস্য ধারণীয়ং শিরস্ত্বয়া ॥ ৬২
ব্রহ্মহত্যাপনোদার্থং ব্রতং লোকে প্রদর্শয়ন্।
চরস্ব সততং ভিক্ষাং সংস্থাপয় সুরদ্বিজান্ ॥৬৩

ইত্যেতদুক্ত্বা বচনং ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
স্থানং স্বাভাবিকং দিব্যং যযৌ তৎ পরমং পদম্
ততঃ স ভগবানীশঃ কপর্দ্দী নীললোহিতঃ।
গ্রাহয়ামাস বদনং ব্রহ্মণঃ কালভৈরবম্ ॥ ৬৪
চর ত্বং পাপনাশার্থং ব্রতং লোকে হিতাবহম্।
কপালহস্তো ভগবান্ ভিক্ষাং গৃহ্লাতু সর্ব্বতঃ ॥
উক্তৈবং প্রাহিণোৎ কন্যাং ব্রহ্মহত্যেতি বিশ্রুতাম্।
দংষ্ট্রাকরালবদনাং জ্বালামালাবিভূষণাম্ ॥ ৬৭
যাবদ্বারাণসীং দিব্যাং পুরীমেষ গমিষ্যতি।
তাবৎ ত্বং ভীষণে কালমনুগচ্ছ ত্রিশূলিনম্ ॥৬৮
এবমাভাষ্য কালাগ্নিং প্রাহ লোকমহেশ্বরম্।
অটস্ব লোকানখিলান্ ভৈক্ষার্থী মন্নিয়োগতঃ ॥৬৯
যদা দ্রক্ষ্যসি দেবেশং নারায়ণমনাময়ম্।
তদাসৌ বক্ষ্যতি স্পষ্টমুপায়ং পাপশোধনম্ ॥৭০
স দেবদেবতাবাক্যমাকর্ণ্য ভগবান্ হরঃ।

করি। ব্রহ্মা এই প্রকার সোমাষ্টক, (উমা-সহিত শঙ্করের অষ্টশ্লোকাত্মক স্তোত্র) দ্বারা প্রণাম করিয়া শতরুদ্রিয় গান করিতে করিতে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। অনন্তর প্রণতজনের পীড়ানাশক মহাদেব ব্রহ্মাকে হস্তদ্বয়দ্বারা উত্তোলন করত বলিলেন,—সম্প্রতি তোমার প্রতি আমি প্রীত হইয়াছি তারপর মহাদেব ব্রহ্মাকে পরমযোগ ও অতুল মহৎ ঐশ্বর্য্য দান করিয়া সম্মুখে অবস্থিত নীললোহিত মহেশ্বর রুদ্রকে বলিলেন,—জগতের প্রথম স্থিত ও পূজনীয় এই ব্রহ্মাকে তুমি স্বয়ং রক্ষা করিবে। ইনি গুণজ্যেষ্ঠ, ইনি তোমার পিতা। হে অনঘ! এই আদিপুরুষকে বধ করা তোমার উচিত নহে, ইনি যোগৈশ্বর্য্য-মাহাত্ম্যে আমারই শরণাপন্ন হইয়াছেন। ৪৯—৬১। এই দেখ যজ্ঞও,—যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্; হে অনঘ! তাহা হইলে এই সগর্ব্ব যজ্ঞকেও তোমার শাসন করা উচিত। সম্প্রতি বিরিঞ্চির এই ছিন্ন মস্তক তোমাকে ধারণ করিতে হইবে। তুমি ব্রহ্মহত্যা-পাপনাশের নিমিত্ত পৃথিবীতে ব্রত প্রদর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বদা ভিক্ষা কর এবং তদ্দ্বারা দেব-দ্বিজগণকে সংস্থাপন কর। ভগবান্ মহেশ্বর এই বলিয়া সেই পরমপদ স্বাভাবিক দিব্যস্থানে গমন করিলেন। তদনন্তর কপর্দ্দী ভগবান্ নীললোহিত কালভৈরবকে ব্রহ্মার ঐ পঞ্চম বদন গ্রহণ করাইয়াছিলেন। "লোকহিতকর এই ব্রত ব্রহ্মহত্যা-পাপনাশের নিমিত্ত অনুষ্ঠান কর এবং এই কপাল হস্তে লইয়া ভিক্ষা গ্রহণ কর" কালভৈরবকে এই কথা বলিয়া দংষ্ট্রা-করাল-বদনা জ্বালামালাবিভূষণা ব্রহ্মহত্যা নামে বিখ্যাতা কন্যাকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন যে, এই কালভৈরবের দিব্য বারাণসী পুরীতে গমন করিতে যতদিন লাগিবে, হে ভীষণে! সেই কালপর্য্যন্ত তুমি ত্রিশূলী কালভৈরবের অনুগমন কর। ভগবান্, ব্রহ্মহত্যাকে এইরূপ আদেশ করিয়া লোক-মহেশ্বর কালভৈরবকে বলিলেন,—আমার নিয়োগ হেতু ভিক্ষার্থী হইয়া অখিল জগৎ ভ্রমণ কর। যে সময় তুমি অনাময় নারায়ণকে দর্শন করিবে, সেই সময় তিনি পাপশোধনের স্পষ্ট উপায় বলিয়া দিবেন। ৬২—৭০। দেবদেব কপর্দ্দীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বাত্মা

কপালপাণির্বিশ্বাত্মা চচার ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৭১
আস্থায় বিকৃতং বেশং দীপ্যমানং স্বতেজসা।
শ্রীমৎ পবিত্রং রুচিরং লোচনত্রয়সংযুতম্ ॥ ৭২
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশৈঃ প্রমথৈশ্চাতিগর্ব্বিতৈঃ।
ভাতি কালাগ্নিনয়নো মহাদেবঃ সমাবৃতঃ ॥ ৭৩
পীত্বা তদমৃতং দিব্যমানন্দং পরমেষ্ঠিনঃ।
লীলাবিলাসবহুলো লোকানাগচ্ছতীশ্বরঃ ॥ ৭৪
তং দৃষ্ট্বা কালবদনং শঙ্করং কালভৈরবম্।
রূপলাবণ্যসম্পন্নং নারীকুলমগাদনু ॥ ৭৫
গায়ন্তি বিবিধং গীতং নৃত্যন্তি পুরতঃ প্রভোঃ
সস্মিতং প্রেক্ষ্য বদনং চক্রুর্ভ্রূভঙ্গমেব চ ॥ ৭৬
স দেবদানবাদীনাং দেশানভ্যেত্য শূলধৃক্।
জগাম বিষ্ণোর্ভুবনং যত্রাস্তে পুরুষোত্তমঃ ॥৭৭
সম্প্রাপ্য দিব্যভবনং শঙ্করো লোকশঙ্করঃ।
সহৈব ভূতপ্রবরৈঃ প্রবেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ৭৮

অবিজ্ঞায় পরং ভাবং দিব্যং তৎ পারমেশ্বরম্।
ন্যবারয়ৎ ত্রিশূলাঙ্কং দ্বারপালো মহাবলঃ ॥ ৭৯
শঙ্খ-চক্র-গদাপাণিঃ পীতবাসা মহাভুজঃ।
বিষক্সেন ইতি খ্যাতো বিষ্ণোরংশসমুদ্ভবঃ ॥
অথৈনং শঙ্করগণো যুযুধে বিষ্ণুসম্ভবম্।
ভীষণো ভৈরবাদেশাৎ কালবেগ ইতি স্মৃতঃ ॥
বিজিত্য তং কালবেগং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
রুদ্রাবাভিমুখং রুদ্রং চিক্ষেপ চ সুদর্শনম্ ॥ ৮২
অথ দেবো মহাদেবস্ত্রিপুরারিস্ত্রিশূলভৃৎ।
তমাপতন্তং সাবজ্ঞমালোকয়দমিত্রজিৎ ॥ ৮৩
তদন্তরে মহদ্ভূতং যুগান্তদহনোপমম্।
শূলেনোরসি নির্ভিদ্য পাতয়ামাস তং ভুবি ॥ ৮৪
স শূলাভিহতোঽত্যর্থং ত্যক্ত্বা স্বং পরমং বলম্
তত্যাজ জীবিতং দৃষ্ট্বা মৃত্যুং ব্যাধিহতা ইব ॥

ভগবান্ কালভৈরব কপালপাণি হইয়া বিকৃত-বেশে ভুবনত্রয় বিচরণ করিয়াছিলেন। বিকৃত হইলেও ঐ বেশ স্বীয় তেজঃপুঞ্জদ্বারা দীপ্যমান, অতিসুন্দর, লোচনত্রয়বিশিষ্ট শ্রীমান্ ও পবিত্র। কোটিসূর্য্যসদৃশ অতি গর্ব্বিত প্রমথগণে সমাবৃত হইয়া কালাগ্নিনয়ন মহাদেব তখন শোভা পাইতে লাগিলেন। পরমেষ্ঠীর অমৃত স্বরূপ সেই দিব্য আনন্দ পান করত লীলাবিলাসবহুল ঈশ্বর লোক-সমীপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন; তৎকালে নারীকুল সেই কালবদন কালভৈরব শঙ্করকে রূপলাবণ্যসম্পন্ন দর্শন করিয়া তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল; তাহারা প্রভুর সম্মুখে বিবিধপ্রকার গান ও নৃত্য করিতে লাগিল এবং ভগবানের সস্মিত বদন দর্শন করিয়া ভ্রূভঙ্গী করিতে লাগিল। শূলধারী মহাদেব দেবদানবাদির দেশ সকলে গমন করিয়া পরে, যে স্থানে পুরুষোত্তম অবস্থান করিতে-ছেন, সেই বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। লোকহিতকর শঙ্কর বিষ্ণুর দিব্য ভবন প্রাপ্ত হইয়া ভূতপ্রবরগণের সহিতই তাহাতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। বিষ্ণুর অংশসমুদ্ভূত শঙ্খ-চক্র-গদাপাণি, পীতবস্ত্রপরিধায়ী, বিষক্সেন নামে বিখ্যাত মহাভুজ মহাবল-শালী দ্বারপাল, পরমেশ্বরের দিব্য পরমভাব না জানিয়া, ত্রিশূলপাণি মহাদেবকে তাহাতে প্রবেশ করিতে বারণ করিয়াছিলেন। অনন্তর কালবেগ নামে বিখ্যাত ভয়ঙ্কর শঙ্কর-গণ কালভৈরবের আদেশে সেই বিষ্ণুসম্ভব দ্বারপালের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। দ্বারপাল বিষ্বক্সেন কালবেগনামক গণকে জয় করিয়া ক্রোধসংরক্ত লোচনে রুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইয়া রুদ্রের প্রতি সুদর্শন ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ত্রিপুরারি ত্রিশূলধারী, শত্রুজেতা দেব মহাদেব সেই বিষ্বক্সেনকে আক্রমণ করিতে উদ্যত দেখিয়া অবজ্ঞার সহিত দর্শন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রলয়ানলসদৃশ তেজস্বী ভূতনাথ শূলদ্বারা বক্ষ বিদারণ করত বিষক্ সেনাকে ভূতলশায়ী করিলেন। বিষ্বক্সেন শূল দ্বারা অতিশয় অভিহত হইয়া স্বীয় পরম বল পরিত্যাগ করিয়া, ব্যাধিহত ব্যক্তির ন্যায়, মৃত্যুদর্শনপূর্ব্বক জীবন ত্যাগ করিলেন।

নিহত্য বিষ্ণুপুরুষং সার্দ্ধং প্রমথপুঙ্গবৈঃ।
বিবেশ চান্তরগৃহং সমাদায় কলেবরম্ ॥ ৮৬
বীক্ষ্য তং জগতো হেতুমীশ্বরং ভগবান্ হরিঃ।
শিরাং ললাটাৎ সম্ভেদ্য রক্তধারামপাতয়ৎ ॥ ৮৭
গৃহাণ ভিক্ষাং ভগবন্ মদীয়ামমিতদ্যুতে।
ন বিদ্যতেঽন্যা হ্যুচিতা তব ত্রিপুরমর্দ্দন ॥ ৮৮
ন সম্পূর্ণং কপালং তদ্ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু সা চ ধারা প্রবাহিতা ॥ ৮৯
অথাব্রবীৎ কালরুদ্রং হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
সংস্তূয় বিবিধৈর্ভাবৈর্বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ৯০
কিমর্থমেতদ্বদনং ব্রহ্মণো ভবতা ধৃতম্।
প্রোবাচ বৃত্তমখিলং দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৯১
সমাহূয় হৃষীকেশো ব্রহ্মহত্যামথাচ্যুতঃ।
প্রার্থয়ামাস ভগবান্ বিমুঞ্চেতি ত্রিশূলিনম্ ॥ ৯২
ন তত্যাজাথ সা পার্শ্বং ব্যাহৃতাপি মুরারিণা।

চিরং ধ্যাত্বা জগদ্যোনিং শঙ্করং প্রাহ সর্ব্ববিৎ
ব্রজস্ব ভগবন্ দিব্যাং পুরীং বারাণসীং শুভাম্
যত্রাখিলজগদ্দোষান্ ক্ষিপ্রং নাশয়তীশ্বরঃ ॥ ৯৪
ততঃ সর্ব্বাণি ভূতানি তীর্থান্যায়তনানি চ।
জগাম লীলয়া দেবো লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥
সংস্তূয়মানঃ প্রমথৈর্মহাযোগৈরিতস্ততঃ।
নৃত্যমানো মহাযোগী হস্তন্যস্তকলেবরঃ ॥ ৯৬
তমভ্যধাবদ্ভগবান হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
সমাস্থায় পরং রূপং নৃত্যদর্শনলালসঃ ॥ ৯৭
নিরীক্ষমাণো গোবিন্দং বৃষেন্দ্রাঙ্কিতশাসনঃ।
সস্মেয়োঽনন্তযোগাত্মা নৃত্যতি স্ম পুনঃপুনঃ ॥৯৮
অথ সানুচরো রুদ্রঃ সহরির্ধর্ম্মবাহনঃ।
ভেজে মহাদেবপুরীং বারাণসীতি বিশ্রুতাম্ ॥৯৯
প্রবিষ্টমাত্রে বিশ্বেশে ব্রহ্মহত্যা কপর্দ্দিনি।
হা হেত্যুক্ত্বা সনাদং সা পাতালং প্রাপ দুঃখিতা

মহাদেব বিষ্ণুপুরুষকে এইরূপে বধ করিয়া তাঁহার কলেবর গ্রহণ করত প্রমথপুঙ্গবদিগের সহিত বিষ্ণুর অন্তঃপুরগৃহে প্রবেশ করিলেন। ভগবান্ হরি, জগৎকারণ ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া ললাটশিরা সম্ভেদ করত রক্তধারা বাহির করিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—হে অমিতদ্যুতে! হে ভগবন্! আমার এই ভিক্ষা গ্রহণ কর; হে ত্রিপুরমর্দ্দন! তোমার সম্বন্ধে অন্য ভিক্ষা উচিত নহে। তদনন্তর দিব্য সহস্র বৎসরের মধ্যেও পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার কপাল সম্পূর্ণ (যোচিত) হইল না এবং সেই রক্তধারাও দিব্য সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। ৮৬—৮৯। অনন্তর প্রভু নারায়ণ হরি বহুমানপূর্ব্বক বিবিধভাবে স্তব করিয়া কালরুদ্রকে বলিলেন,—আপনি কি নিমিত্ত ব্রহ্মার এই বদনধারণ করিয়াছেন? তচ্ছ্রবণে দেবদেব মহেশ্বর সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। হৃষীকেশ ভগবান্ অচ্যুত তখন ব্রহ্মহত্যাকে আহ্বান করিয়া প্রার্থনা করিলেন,—তুমি ত্রিশূলীকে পরিত্যাগ কর। ব্রহ্মহত্যা মুরারিকর্ত্তৃক এইরূপ কথিতা হইলেও ত্রিশূলীর পার্শ্ব পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর

সর্ব্ববিৎ বিষ্ণু কিয়ৎকাল ধ্যান করিয়া জগদ্যোনি শঙ্করকে বলিলেন,—হে ভগবন্! যে স্থানে মহেশ্বর অখিল জগতের দোষসমূহ অতি সত্বর নাশ করিয়া থাকেন, তুমি সেই অতি পবিত্র দিব্য বারাণসী পুরীতে গমন কর। তদনন্তর চারিদিকে মহাযোগী প্রমথগণ কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান মহাযোগী মহাদেব বিষক্সেনের কলেবর হস্তে ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে লোকসমূহের হিতকামনায় লীলাবশতঃ গোপনীয় সমস্ত তীর্থ ও দেবালয়সমূহে গমন করিয়াছিলেন। নারায়ণ হরি নৃত্যদর্শনেচ্ছু হইয়া পরম রূপ ধারণকরত মহাদেবের অনুগমন করিয়াছিলেন। বৃষভবাহন অনন্ত যোগাত্মা মহাদেব গোবিন্দকে দর্শন করিতে করিতে ঈষদ্ধাস্যের সহিত পুনঃপুন নৃত্য করিয়াছিলেন। অনন্তর নারায়ণ ও অনুচরগণের সহিত ধর্ম্মবাহন রুদ্র, বারাণসী নামে বিখ্যাতা মহাদেব-পুরীতে উপনীত হইলেন। ৯০—৯৯। কপর্দ্দী বিশ্বেশ্বর বারাণসী-প্রবেশ করিবামাত্রই ব্রহ্মহত্যা হা হা শব্দে আর্ত্তনাদ করত দুঃখিতা হইয়া পাতালে

প্রবিশ্ত পরমং স্থানং কপালং ব্রহ্মণো হরঃ।
গণানামগ্রতো দেবঃ স্থাপয়ামাস শঙ্করঃ॥ ১০১
স্থাপয়িত্বা মহাদেবো দদৌ তচ্চ কলেবরম্।
উক্ত্বা স জীবমস্তীতি বিষ্ণবেঽসৌ ঘৃণানিধিঃ॥
যে স্মরন্তি মমাজস্রং কাপালং বেষমুত্তমম্।
তেষাং বিনশ্যতি ক্ষিপ্রমিহামুত্র চ পাতকম্॥
আগম্য তীর্থপ্রবরে স্নানং কৃত্বা বিধানতঃ।
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবান্ মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥
অশাশ্বতং জগজ্জ্ঞাত্বা যেঽস্মিন্ স্থানে বসন্তি বৈ।
দেহান্তে তৎ পরং জ্ঞানং দদামি পরমং পদম্॥
ইতীদমুক্ত্বা ভগবান্ সমালিঙ্গ্য জনার্দ্দনম্।
সহৈব প্রমথেশানৈঃ ক্ষণাদন্তরধীয়ত॥ ১০৬
স লব্ধা ভগবান্ কৃষ্ণো বিষক্‌সেনং ত্রিশূলিনঃ
স্বং দেশমগমৎ তূর্ণং গৃহীত্বা পরমং বপুঃ॥১০৭
এতদ্বঃ কথিতং পুণ্যং মহাপাতকনাশনম্।
কপালমোচনং তীর্থং স্থাণোঃ প্রিয়তরং শুভম্॥
য ইমং পঠতেঽধ্যায়ং ব্রাহ্মণানাং সমীপতঃ।
মানসৈর্বাচিকৈঃ পাপৈঃ কায়িকৈশ্চ প্রমুচ্যতে॥

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে
কপালমোচনমাহাত্ম্যং নামৈক-
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥

ব্যাস উবাচ।

সুরাপস্তু সুরাং তপ্তামগ্নিবর্ণাং স্বয়ং পিবেৎ।
নির্দ্দগ্ধকায়ঃ স তয়া মুচ্যতে চ দ্বিজোত্তমঃ॥ ১
গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা গোশকৃদ্রসমেব বা।
পয়ো ঘৃতং জলং বাথ মুচ্যতে পাতকাৎ ততঃ
জলার্দ্রবাসাঃ প্রয়তো ধ্যাত্বা নারায়ণং হরিম্।
ব্রহ্মহত্যাব্রতঞ্চাথ চরেৎ তৎপাপশান্তয়ে॥ ৩
সুবর্ণস্তেয়কৃদ্বিপ্রো রাজানমভিগম্য তু।

প্রবেশ করিয়াছিল। মহাদেব পরম স্থানে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মার কপাল, গণসকলের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। দয়ানিধি মহাদেব কপাল স্থাপন করিয়া "জীবন প্রাপ্ত হউক" এই বলিয়া বিষ্ণুকে বিষক্‌সেনের কলেবর প্রদান করিয়াছিলেন। "যে ব্যক্তি আমার উত্তম কপালযুক্ত রূপ সর্ব্বদা স্মরণ করিবে, তাহাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক পাপসমূহ অতি সত্বর নষ্ট হইবে। মানবগণ এই তীর্থ-প্রবরে আগমন করিয়া স্নান করত পিতৃ ও দেবতাগণের তর্পণ করিলে, ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যে ব্যক্তি এই জগৎকে অনিত্য জানিয়া এই তীর্থে বাস করিবে, দেহান্তকালে আমি তাহাকে পরম জ্ঞান ও পরমপদ প্রদান করিব।" ভগবান্ মহাদেব এই কথা বলিয়া জনার্দ্দনকে আলিঙ্গন করত ক্ষণকালমধ্যে প্রমথগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। ভগবান্ কৃষ্ণও ত্রিশূলী হইতে বিষক্‌সেনকে লাভ করিয়া পরম শরীর ধারণ করত অতি সত্বর স্বীয় স্থানে গমন করিলেন। মহাদেবের অতিপ্রিয় শুভজনক ও মহাপাতক-নাশক কপালমোচননামক তীর্থের বিষয় আপনাদিগের নিকটে এই কথিত হইল। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণসমীপে এই অধ্যায় পাঠ করে, সে কায়িক, বাচিক ও মানসিক সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১০০—১০৯।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩১॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ অগ্নি-বর্ণ তপ্ত সুরা স্বয়ং পান করিবে। সেই অগ্নি-বর্ণ সুরাদ্বারা শরীর দগ্ধ হইলে পাপ হইতে সে মুক্ত হইবে। অথবা গোমূত্র বা গোময়রস বা গব্য দুগ্ধ বা ঘৃত অথবা জল অগ্নিবর্ণ করিয়া পান করিবে; তাহাদ্বারা শরীর দগ্ধ হইলেই সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অথবা পাপক্ষয়ের নিমিত্ত জলার্দ্র বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শুচি ও বিষ্ণু-ধ্যান-পরায়ণ হইয়া ব্রহ্মহত্যা-ব্রতানুষ্ঠান করিবে। সুবর্ণস্তেয়কারী (ব্রাহ্মণ-স্বামিক-অশীতিরক্তিকামান-সুবর্ণাপহারী) দ্বিজ

স্বকর্ম্ম খ্যাপয়ন্ ব্রূয়াৎ ভবানমুশাস্বিতি ॥ ৪
গৃহীত্বা মুষলং রাজা সকৃদ্ধন্যাৎ তু তং স্বয়ম্।
বধেন শুধ্যতে স্তেনো ব্রাহ্মণস্তপসাথবা ॥ ৫
স্কন্ধেনাদায় মুষলং লকুচং বাপি খাদিরম্।
শক্তিঞ্চাদায় তীক্ষ্ণাগ্রামায়সং দণ্ডমেব বা ॥ ৬
রাজা স্তেন চ গন্তব্যো মুক্তকেশেন ধাবতা।
আচক্ষাণেন তৎ পাপমেতৎকর্ম্মাস্মি শাধি মাম্
শাসনাদ্বা বিমোক্ষাদ্বা স্তেনঃ স্তেয়াদ্বিমুচ্যতে।
অশাসিত্বা তু তং রাজা স্তেনস্যাপ্নোতি কিল্বিষম্
তপসাপনোত্তুমিচ্ছংস্তু সুবর্ণস্তেয়জং মলম্।
চীরবাসা দ্বিজোঽরণ্যে চরেদ্ব্রহ্মহণো ব্রতম্ ॥৯
স্নাত্বাশ্বমেধাবভৃথে পূতঃ স্যাদথবা দ্বিজঃ।
প্রদদ্যাদ্বাথ বিপ্রেভ্যঃ স্বাত্মতুল্যং হিরণ্যকম্ ॥
চরেদ্বা বৎসরং কৃচ্ছ্রং ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণঃ।
ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণহারী তু তৎপাপস্যাপনুত্তয়ে ॥ ১১

রাজার নিকটে যাইয়া বলিবে, "মহারাজ! আমি সুবর্ণ অপহরণ করিয়াছি, আমাকে শাসন করুন।" রাজা মুষল গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বয়ং তাঁহাকে একবার আঘাত করিবেন। মৃত্যু হইলে সুবর্ণহারী পাপ হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ কেবল তপস্যাদ্বারাও সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। লকুচ অথবা খদিরকাষ্ঠ-নির্ম্মিত মুষল তীক্ষ্ণাগ্র শক্তি (লৌহাস্ত্রবিশেষ) ও লৌহদণ্ড ইহার অন্যতম স্কন্ধে লইয়া মুক্তকেশে দ্রুতগমনে রাজসমীপে গমন করিয়া স্বকীয় সেই পাপ-প্রকাশপূর্ব্বক বলিবে যে, এই কর্ম্ম আমি করিয়াছি, ইহা দ্বারা আমার শাসন করুন। রাজার শাসনে বা রাজার ক্ষমায় সুবর্ণাপহারী পাপ হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু রাজা তাহাকে যদি শাসন না করেন, তবে রাজাই সেই পাপে লিপ্ত হইবেন। তপস্যা দ্বারা সুবর্ণস্তেয়-পাপনাশেচ্ছু হইলে ব্রাহ্মণ চীর পরিধান করিয়া অরণ্যে ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে অথবা ব্রাহ্মণ অশ্বমেধাবভৃথে স্নান করিবে অথবা স্বীয় শরীর-পরিমিত সুবর্ণ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। অথবা সুবর্ণাপ-

গুরোর্ভার্য্যাং সমারুহ্য ব্রাহ্মণঃ কামমোহিতঃ।
আলিঙ্গয়েৎ স্ত্রিয়ং তপ্তাং দীপ্তাং কার্ষ্ণায়সীং
কৃতাম্ ॥১২
স্বয়ং বা শিশ্ন বৃষণাবুৎকৃত্যাধায় চাঞ্জলৌ।
অভিগচ্ছেদ্দক্ষিণাশামানিপাতাদজিহ্মগঃ ॥ ১৩
গুর্ব্বর্থং বা হতঃ শুধ্যেচ্চরেদ্বা ব্রহ্মহং ব্রতম্।
শাখাং বা কণ্টকোপেতাং পরিষ্বজ্যাথ বৎসরম্
অধঃ শয়ীত নিয়তো মুচ্যতে গুরুতল্পগঃ ॥ ১৪
কৃচ্ছ্রং বাব্দং চরেদ্বিপ্রশ্চীরবাসাঃ সমাহিতঃ।
অশ্বমেধাবভৃথকে স্নাত্বা বা শুধ্যতে দ্বিজঃ ॥ ১৫
কালেঽষ্টমে বা ভুঞ্জানো ব্রহ্মচারী সদাব্রতী।
স্থানাশনাভ্যাং বিহরংস্ত্রিরহ্নোঽভ্যুপয়ন্নপঃ ॥ ১৬

হারী ব্রাহ্মণ তৎপাপক্ষয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইয়া এক বৎসরকাল ব্রতানুষ্ঠান করিবে। ১—১১। কামাতুর হইয়া গুরু-পত্নীগমন করিলে লৌহ দ্বারা স্ত্রী-আকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তাহা উত্তপ্ত করিয়াও আলিঙ্গন করিবে। অথবা স্বয়ং স্বীয় লিঙ্গ অণ্ডকোষ ছেদন করত স্বহস্তে লইয়া, যতক্ষণ দেহ-পাত না হয়, ততক্ষণ বক্রগতি পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিবে। অথবা গুরুর কার্য্যার্থে হত হইলে শুদ্ধ হইবে, অথবা ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে অথবা কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ-শাখা আলিঙ্গন করিয়া বৎসর ব্যাপিয়া নিয়ত অধঃশয়ন করিবে; তাহা হইলে গুরুতল্পগ পাপমুক্ত হইবে। অথবা বল্কল পরিধানপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া সংবৎসর ব্যাপিয়া প্রাজাপত্য-ব্রত করিলে বা অশ্বমেধাবভৃথে স্নান করিলে মুক্ত হইবে। গুরুপত্নীগামী ব্যক্তি তিন বৎসর কাল সর্ব্বদা ব্রতী, ব্রহ্মচারী ও অষ্টমকালে ভোজনকারী * হইবে; তিন দিন অন্তর জলমাত্র পান করিবে এবং

* তিন দিন উপবাস করিয়া চতুর্থ দিনের রাত্রিতে যে ভোজন করে, তাহাকে অষ্টমকালে ভোজনকারী বলে।

অধঃশায়ী ত্রিভির্বর্ষৈস্তদ্ব্যপোহতি পাতকম্ ।
চান্দ্রায়ণানি বা কুর্য্যাৎ পঞ্চচত্বারি বা পুনঃ ॥১৭
পতিতৈঃ সম্প্রযুক্তানামথ বক্ষ্যামি নিষ্কৃতিম্ ।
পতিতেন তু সংসর্গং যো যেন কুরুতে দ্বিজঃ ।
স তৎপাপাপনোদার্থং তস্যৈব ব্রতমাচরেৎ ॥১৮
তপ্তকৃচ্ছ্রং চরেদ্বাংথ সবৎসরমতন্দ্রিতঃ ।
ষাণ্মাসিকে তু সংসর্গে প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমর্হতি ॥ ১৯
এভিব্র তৈরপোহন্তি মহাপাতকিনো মলম্ ।
পুণ্যতীর্থাভিগমনাৎ পৃথিব্যাং বাথ নিষ্কৃতিঃ ॥২০
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমম্
কৃত্বা তৈশ্চাপি সংসর্গং ব্রাহ্মণঃ কামচারতঃ ॥২১
কুর্য্যাদনশনং বিপ্রঃ পুণ্যতীর্থে সমাহিতঃ ।
জলন্তং বা বিশেদগ্নিং ধ্যাত্বা দেবং কপর্দ্দিনম্ ।
ন হ্যন্যা নিষ্কৃতিদৃষ্টা মুনিভির্ধর্ম্মবাদিভিঃ ।

অধঃশায়ী হইবে ; স্থানাসনে (*) বিরহণকারী হইবে ; তবে তৎপাপ হইতে মুক্ত হইবে। অথবা চারিটী বা পাঁচটী চান্দ্রায়ণ করিলে মুক্ত হইবে। পতিত সংসর্গীর নিষ্কৃতি বলিতেছি। যে ব্যক্তি যেরূপ পতিতের সহিত সংসর্গ করিবে, তাহারও সেই পাপ হইবে, তৎপাপনাশের নিমিত্ত সেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে সে ব্যক্তি নিরলস হইয়া সংবৎসর কাল তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে। ছয় মাস সংসর্গ করিলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে অর্থাৎ ছয় মাস তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে। এই সকল ব্রত করিলে মহাপাতকীর পাপনাশ হইবে। অথবা পৃথিবীস্থ পুণ্যতীর্থে পর্য্যটন করিলেও পাপক্ষয় হইবে ১২—২০। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয় গুর্ব্বঙ্গনা-গমন ও এই সকল ব্যক্তিদের সহিত জ্ঞানত সংসর্গ করিলে ব্রাহ্মণ অনশন করিবে অথবা সমাহিত চিত্তে সমস্ত পুণ্যতীর্থে পর্য্যটন করিবে অথবা মহাদেবকে ধ্যান করত জলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। মহাপাতকীর পক্ষে

তস্মাৎ পুণ্যেষু তীর্থেষু দহন্ বাপি স্বদেহকম্ ॥
গত্বা দুহিতরং বিপ্রঃ স্বসারং বা স্নুষামপি ।
প্রবিশেজ্জ্বলনং দীপ্তং মতিপূর্ব্বমতি স্থিতিঃ ॥
মাতৃষসাং মাতুলানীং তথৈব চ পিতৃষসাম্ ।
ভাগিনেয়ীং সমারুহ্য কুর্য্যাৎ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রকম্ ॥
চান্দ্রায়ণং বা কুর্ব্বীত তস্য পাপস্য শান্তয়ে ।
ধ্যায়ন্ দেবং জগদ্যোনিমনাদিনিধনং হরিম্ ॥
ভ্রাতৃভার্য্যাং সমারুহ্য কুর্য্যাৎ তৎপাপশান্তয়ে ।
চান্দ্রায়ণানি চত্বারি পঞ্চ বা সুসমাহিতঃ ॥ ২৭
পিতৃষস্রেয়ীং গত্বা তু স্বস্রীয়াং মাতুরেব চ ।
মাতুলস্য সুতাং বাপি গত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥
সখিভার্য্যাং সমারুহ্য গত্বা শ্যালীং তথৈব চ ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ ॥
উদক্যাগমনে বিপ্রস্ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি ।
চাণ্ডালীগমনে চৈব তপ্তকৃচ্ছ্রত্রয়ং বিদুঃ ।
শুদ্ধিঃ সান্তপনেন স্যান্নান্যথা নিষ্কৃতিঃ স্মৃতা ॥ ৩০

ব্রহ্মবাদী ঋষিগণকর্ত্তৃক ইহা ভিন্ন আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, অতএব মহাপাতকী পুণ্যতীর্থে পর্য্যটন অথবা স্বীয় দেহকে দগ্ধ করিবে। স্বীয় দুহিতা, ভগিনী বা পুত্রবধূতে জ্ঞানতঃ গমন করিলে জলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে; ইহাই শাস্ত্রমর্য্যাদা। মাতৃষসা, পিতৃষসা, মাতুলানী বা ভাগিনেয়ীগমন করিলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে ; অথবা সেই পাপের শান্তির জন্য জগদ্যোনি অনাদিনিধন হরিকে ধ্যান করত চন্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ভ্রাতৃভার্য্যা-গমন করিলে সেই পাপ-শান্তির নিমিত্ত সমাহিত হইয়া চারিটী বা পাঁচটী চান্দ্রায়ণ করিবে। পিতৃষসার কন্যা (পিসতুত ভগিনী), মাতৃষসার কন্যা (মাসতুত ভগিনী) বা মাতুলকন্যা গমন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। সখার ভার্য্যা বা শ্যালী গমন করিলে অহোরাত্র উপবাস করিয়া তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে। ঋতুমতী গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে। চাণ্ডালী গমন করিলে তিনটী তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে, অথবা সান্তপন ব্রত করিবে; ইহা ভিন্ন নিষ্কৃতি নাই ২১—৩০

* স্থানাসনে বিহরণ লুটিয়া লুটিয়া যাওয়া অথবা স্বেচ্ছাবিচরণ অর্থাৎ কিছুকাল বসিয়া কিছুকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া বিচরণ করা।

মাতৃগোত্রাং সমারুহ্য সমানপ্রবরাং তথা।
চান্দ্রায়ণেন শুধ্যেত প্রযতাত্মা সমাহিতঃ ॥ ৩১
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণীং গত্বা কৃচ্ছ্রমেকং সমাচরেৎ।
কন্যকাং দূষয়িত্বা তু চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ॥৩২
অমানুষীষু পুরুষ উদক্যায়ামযোনিষু।
রেতঃ সিক্ত্বা জলে চৈব কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ
বন্ধকীগমনে বিপ্রস্ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি।
গবি মৈথুনমাসেব্য চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ॥ ৩৪
অজাবিমৈথুনং কৃত্বা প্রাজাপত্যং চরেদ্দ্বিজঃ।
পতিতাঞ্চ স্ত্রিয়ং গত্বা ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্বিশুধ্যতি ॥
পুক্কশীগমনে চৈব কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৩৬
নটীং শৈলূষকাঞ্চৈব রজকীং বেণুজীবিনাম্।
গত্বা চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ তথা ধর্ম্মোপজীবিনীম্ ॥
ব্রহ্মচারী স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ কথঞ্চিৎ কামমোহিতঃ।
সপ্তাগারং চরেদ্ভৈক্ষং বসিত্বা গর্দ্দভাজিনম্ ॥ ৩৮
উপস্পৃশেৎ ত্রিষবণং স্বপাপং পরিকীর্ত্তয়ন্।
সংবৎসরেণ চৈকেন তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥

মাতৃগোত্রা বা সমানপ্রবরাগমন করিলে বিশুদ্ধ চিত্তে চান্দ্রায়ণ করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ যদি অন্য ব্রাহ্মণীতে গমন করেন, তাহা হইলে একবৎসর কৃচ্ছ্র (প্রাজাপত্য) এবং কন্যা (অবিবাহিতা বা অনৃতুমতী) গমন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। মনুষ্যভিন্নে, ঋতুমতীতে, যোনিভিন্ন স্থানে ও জলে, রেতঃসেক করিলে সান্তপন ব্রত করিবে। অসতী স্ত্রী গমন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। গো-গমন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ছাগী বা মেষী গমন করিলে প্রাজাপত্য করিবে। পতিতা স্ত্রী গমন করিলে তিনটী প্রাজা-পত্য করিবে। পুক্কশী গমন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, নটী, শৈলূষী, রজকী, বংশজীবিকী এবং চর্ম্মোপজীবিনী রমণী গমন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। ব্রহ্মচারী যদি কামমোহিত হইয়া স্ত্রী গমন করে, তবে গর্দ্দভচর্ম্ম পরিধান করিয়া সপ্ত গৃহে ভিক্ষা করিবে এবং নিজের পাপ খ্যাপন করিয়া ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে; এইরূপ ব্রত এক

ব্রহ্মহত্যাব্রতঞ্চাপি ষণ্মাসানাচরেদ্‌যতী।
খুচাত্তে হ্যবকীর্ণী তু ব্রাহ্মণানুমতে স্থিতঃ ॥ ৪০
সপ্তরাত্রমকৃত্বা তু ভৈক্ষচর্য্যাগ্নিপূজনম্।
রেতসশ্চ সমুৎসর্গে প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥ ৪১
ওঙ্কারপূর্ব্বিকাভিস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ সদা।
সংবৎসরন্তু যজ্ঞানো নক্তং ভিক্ষাশনঃ শুচিঃ ॥৪২
সাবিত্রীঞ্চ জপেচ্চৈব নিত্যং ক্রোধবিবর্জ্জিতঃ।
নদীতীরেষু তীর্থেষু তস্মাৎ পাপাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৪৩
হত্বা তু ক্ষত্রিয়ং বিপ্রঃ কুর্য্যাদ্‌ব্রহ্মহণো ব্রতম্।
অকামতোবৈ ষণ্মাসান্ দদ্যাৎ পঞ্চশতং গবাম্ ॥
অব্দং চরেদ্ধ্যানযুক্তো বনবাসী সমাহিতঃ।
প্রাজাপত্যং সান্তপনং তপ্তকৃচ্ছ্রন্তু বা স্বয়ম্ ॥ ৪৫
প্রমাথ্য কামতো বৈশ্যং কুর্য্যাৎ সংবৎসরত্রয়ম্।
গোসহস্রন্তু পাদন্তু কুর্য্যাদ্‌ব্রহ্মহণো ব্রতম্।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রৌ বা কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥ ৪৬

বৎসর করিলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অথবা যতি ছয়মাস ব্রাহ্মণানুমতিস্থিত হইয়া ব্রহ্মহত্যা-ব্রত করিবে, তাহা হইলে অবকীর্ণীর * পাপ হইতে মুক্ত হইবে।৩১—৪০।—রেতঃ সমুৎসর্গ হইলে ভৈক্ষচর্য্যা ও অগ্নিপূজন সপ্তরাত্র না করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ওঙ্কার-পূর্ব্বক মহাব্যাহৃতিদ্বারা সংবৎসর কাল হোম করিবে, শুচি হইয়া রাত্রিতে ভৈক্ষ্য বস্তু আহার করিবে, নদীতীরে বা তীর্থে ক্রোধ-বিবর্জ্জিত হইয়া সাবিত্রী জপ করিবে; তাহা হইলে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে কিন্তু অজ্ঞানতঃ বধ করিলে ছয়মাস ব্যাপিয়া পঞ্চাশৎ গোরু দান করিবে। অথবা বনে বাস করত ধ্যানযুক্ত হইয়া সমাহিত চিত্তে সংবৎসরকাল প্রাজাপত্য, সান্তপন, অথবা তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। জ্ঞানপূর্ব্বক বৈশ্যহত্যা করিলে তিনবৎসর ব্যাপিয়া সহস্র গোরু দান করিবে অথবা ব্রহ্মহত্যা-ব্রতের পাদ (সিকি) প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অথবা কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র

* রেতঃসেককারী ব্রহ্মচারীর নাম অবকীর্ণী।

সংবৎসরং ব্রতং কুর্য্যাচ্ছূদ্রং হত্বা প্রমাদতঃ।
গোসহস্রার্দ্ধপাদঞ্চ দদ্যাৎ তৎপাপশান্তয়ে ॥ ৪৭
অষ্টৌ বর্ষাণি ষট্ ত্রীণি কুর্য্যাদ্ব্রহ্মহণো ব্রতম্
হত্বা তু ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চৈব যথাক্রমম্ ॥ ৪৮
নিহত্য ব্রাহ্মণীং বিপ্রস্ত্বষ্টবর্ষং ব্রতং চরেৎ।
রাজকন্যাং বর্ষষট্কং বৈশ্যাং সংবৎসরত্রয়ম্ ॥
সংবৎসরেণ শুধ্যেত শূদ্রাং হত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
বৈশ্যাং হত্বা দ্বিজাতিস্তু কিঞ্চিদ্দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে॥
অন্ত্যজানাং বধে চৈব কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্।
পরাকেণাথবা শুদ্ধিরিত্যাহ ভগবান্ মনুঃ ॥ ৫১
মণ্ডূকং নকুলং কাকং বিড়ুবরাহঞ্চ মূষকম্।
শ্বানং হত্বা দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ ষোড়শাংশং মহাব্রতম্
পয়ঃ পিবেৎ ত্রিরাত্রন্তু শ্বানং হত্বা হ্যতন্দ্রিতঃ।
মার্জ্জারং বাথ নকুলং যোজনঞ্চাধ্বনো ব্রজেৎ ॥
কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রন্তু কুর্য্যাদশ্ববধে দ্বিজঃ।
অর্চ্চাং কার্ষ্ণায়সীং দদ্যাৎ সর্পং হত্বা
দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৫৪
পলালভারকং ষণ্ডে সসীকঞ্চৈকমাষকম্।
ঘৃতকুম্ভং বরাহে তু তিলদ্রোণন্তু তিত্তিরে ॥৫৫
শুকে দ্বিহায়নং বৎসং ক্রৌঞ্চং হত্বা ত্রিহায়নম্।
হত্বা হংসং বলাকাঞ্চ বকং বর্হিণমেব চ ॥ ৫৬
বানরং শ্যেনভাসৌ চ স্পর্শয়েদ্ ব্রাহ্মণায় গাম্।
ক্রব্যাদাংস্তু মৃগান্ হত্বা ধেনুং দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্
অক্রব্যাদান্ বৎসতরীমুষ্ট্রং হত্বা তু কৃষ্ণলম্।
কিঞ্চিদেব তু বিপ্রায় দদ্যাদস্থিমতাং বধে ॥৫৮
অনস্থ্নাঞ্চৈব হিংসায়াং প্রাণায়ামেন শুধ্যতি।
ফলদানান্তু বৃক্ষাণাং ছেদনে জপ্যমৃক্শতম্ ॥৫৯
গুল্মবল্লীলতানান্তু পুষ্পিতানাঞ্চ বীরুধাম্।
অন্যেষাঞ্চৈব বৃক্ষাণাং সরসানাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৬০

বা চন্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। জ্ঞানপূর্ব্বক শূদ্র-হত্যা করিলে সংবৎসরকাল ব্রত করিবে অথবা সেই পাপ-ক্ষয়ের নিমিত্ত পাঁচশত বা আড়াই শত গোরু দান করিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রহত্যা করিলে যথাক্রমে আট বৎসর, ছয় বৎসর ও তিন বৎসর ব্রহ্মহত্যা ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণী-হত্যাকারী ব্রাহ্মণ আট বৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে। ক্ষত্রিয়কন্যা-হত্যাকারী ব্রাহ্মণ ছয় বৎসর ব্রত করিবে। বৈশ্য রমণী হত্যাকারী ব্রাহ্মণ তিনবৎসর ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ শূদ্রহত্যা করিলে সংবৎ-সর ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে। বেশ্যাহত্যাকারী দ্বিজাতি, ব্রাহ্মণকে কিছু দান করিলে শুদ্ধ হইবে। ৪১—৫০। অন্ত্যজ-জাতীয় রমণী বধ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে অথবা পরাক ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে, ভগবান্ মনু এই কথা বলিয়াছেন। ভেক, নকুল, কাক, গ্রাম্যশূকর, মূষিক ও কুকুর হত্যা করিলে মহাব্রতের (দ্বাদশবার্ষিক ব্রতবিশেষের) ষোড়শাংশ প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। অথবা কুকুরহত্যাকারী নিরলস হইয়া ত্রিরাত্র পয়ঃ পান করিবে। বিড়াল বা নকুল বধ করিলে যোজনপরিমিত পথ গমন করিবে। ব্রাহ্মণ অশ্ববধ করিয়া দ্বাদশরাত্র ব্রত করিবে; সর্পহত্যা করিয়া এক ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণলৌহময় অর্চ্চা (প্রতিমা) প্রদান করিবে। নপুংসককে বধ করিলে একভার (১৮০০০) তোলা পলাল (খড়) প্রদান করিবে। অথবা ব্রাহ্মণকে একমাষকপরি-মিত সীসক দান করিবে। বরাহ হত্যা করিলে ঘৃতকুম্ভ এবং তিত্তির-পক্ষী হত্যা করিলে এক দ্রোণ (৩২ সের) পরিমাণ তিল দান করিবে। শুকপক্ষী বধ করিলে দ্বিবর্ষীয় গোরু দান করিবে; ক্রৌঞ্চ বধ করিলে তিন-বৎসরবয়স্ক গোরু দান কর্ত্তব্য; এবং হংস, বলাকা, বক, ময়ূর, বানর, শ্যেন পক্ষী ও ভাসপক্ষী বধ করিলে ব্রাহ্মণকে একটী গোরু দান করিবে। আর মাংসভক্ষণশীল ব্যাঘ্রাদি বধ করিলে পয়স্বিনী ধেনু দান করিবে। হরিণাদি পশু বধ করিলে বৎসতরী দান করিবে। উষ্ট্র বধ করিলে একরতি স্বর্ণ দান করিবে। অস্থিযুক্ত প্রাণী বধ করিলে ব্রাহ্মণদিগকে কিঞ্চিৎ দান করিবে। অস্থি-হীন প্রাণীর বধে প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধ হইবে। ফলবান্ বৃক্ষের ছেদনে ঋক্শত জপ করিবে। গুল্ম বল্লী, ও লতা ছেদন

কলপুষ্পোদ্ভবানাঞ্চ ঘৃতপ্রাশো বিশোধনম্।
হস্তিনাঞ্চ বধে দৃষ্টং তপ্তকৃচ্ছ্রং বিশোধনম্ ॥৬১
চান্দ্রায়ণং পরাকং বা গাং হত্বা তু প্রমাদতঃ।
মতিপূর্ব্ববধে চাস্যাঃ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥৬২

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে
ব্রহ্মবিদ্যায়াং প্রায়শ্চিত্তনিয়মে
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

মনুষ্যাণান্তু হরণং কৃত্বা স্ত্রীণাং গৃহস্য চ।
বাপীকূপজলানাঞ্চ শুধ্যেচ্চান্দ্রায়ণেন তু ॥ ১
দ্রব্যাণামল্পসারাণাং স্তেয়ং কৃত্বান্যবেশ্মনঃ।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং তন্নির্য্যাত্যাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ২
ধান্যান্নধনচৌর্য্যন্তু কৃত্বা কামাদ্দ্বিজোত্তমঃ।
সজাতীয়গৃহাদেব কৃচ্ছ্রার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ॥ ৩

করিলে এবং কলপুষ্পবিশিষ্ট বৃক্ষলতাদির ছেদনে ঘৃতপ্রাশনই প্রায়শ্চিত্ত। হস্তী বধ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অজ্ঞানপূর্ব্বক গোহত্যা করিলে চন্দ্রায়ণ বা পরাক ব্রত করিবে; কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক গোহত্যা করিলে প্রায়শ্চিত্ত নাই জানিবে। ৫১—৬২।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—পুরুষহরণ, স্ত্রীহরণ বা গৃহহরণ করিলে এবং বাপী ও কূপের জল হরণ করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে। অল্পমূল্য দ্রব্য, যাহার বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত কথিত নাই, এমত ত্রপু সীসক প্রভৃতির চৌর্য্যে, ঐ সকল দ্রব্য তৎস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিয়া সান্তপন ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ ইচ্ছাপূর্ব্বক সজাতীয় গৃহ হইতে ধান্য ও ভক্ষ্যাদি

ভক্ষ্যভোজ্যাপহরণে যানশয্যাসনস্য চ।
পুষ্প-মূল-ফলানাঞ্চ পঞ্চগব্যং বিশোধনম্ ॥ ৪
তৃণ-কাষ্ঠ-দ্রুমাণাঞ্চ শুষ্কান্নস্য গুড়স্য চ।
চৈল-চর্ম্মামিষাণাঞ্চ ত্রিরাত্রং স্যাদভোজনম্ ॥ ৫
মণি-মুক্তা-প্রবালানাং তাম্রস্য রজতস্য চ।
অয়ঃকাংস্যোপলানাঞ্চ দ্বাদশাহং কণাদনম্ ॥ ৬
কার্পাসকীটজোর্ণানাং দ্বিশফৈকশফস্য চ।
পুষ্পগন্ধৌষধীনাঞ্চ পিবেচ্চৈব ত্র্যহং পয়ঃ ॥ ৭
নরমাংসাশনং কৃত্বা চান্দ্রায়ণমথাচরেৎ।
কাকঞ্চৈব তথা শ্বানং জগ্ধ্বা হস্তিনমেব বা।
বরাহং কুক্কুটং বাথ তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥ ৮
ক্রব্যাদানাঞ্চ মাংসানি পুরীষং মূত্রমেব বা।
গো-গোমায়ু-কপীনাশ্চ তদেব ব্রতমাচরেৎ।
উপোষ্য দ্বাদশাহঞ্চ কুষ্মাণ্ডৈর্জ্জুহুয়াদ্ঘৃতম্ ॥ ৯

ধন চৌর্য্য করিয়া একবৎসর প্রাজাপত্য করিলে শুদ্ধ হইবে। মোদকাদি ভক্ষ্য দ্রব্য, পায়সাদি ভোজ্য দ্রব্য, শকটাদি যান, শয্যা, আসন, পুষ্প, মূল, ও ফলের অপহরণে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। তৃণ কাষ্ঠ বৃক্ষ শুষ্কান্ন (তণ্ডুলাদি), গুড়, বস্ত্র, চর্ম্ম ও মাংসের অপহরণে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাম্র, রজত, লৌহ, কাংস্য ও পাষাণ ইহার মধ্যে যে কোন দ্রব্যের হরণে দ্বাদশ দিন তণ্ডুল-কণা ভক্ষণ করিবে। কার্পাস বস্ত্র, পট্ট-বস্ত্র, ঊর্ণানির্ম্মিত কম্বলাদি, দ্বিশফ (গবাদি), একশফ (অশ্বাদি), পুষ্প (মনুসম্মত পাঠ—পক্ষী। তাহাই সঙ্গত), চন্দনাদি গন্ধৌষধি, এই সকল বস্তুর অপহরণে তিনদিন দুগ্ধপান প্রায়শ্চিত্ত। নরমাংস ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। কাক, কুক্কুর, হস্তী, গ্রাম্যশূকর, গ্রাম্য-কুক্কুট এই সকল ভক্ষণ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র করিয়া শুদ্ধ হইবে। ক্রব্যাদ (আম-মাংসভোজী পশু-পক্ষী) গোরু (ষাঁড়), শৃগাল ও বানর এই সকল জন্তুর মাংস, বিষ্ঠা বা মূত্র ভক্ষণ করিলেও তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে এবং দ্বাদশ দিন উপবাস করিয়া কুষ্মাণ্ডমন্ত্র দ্বারা ঘৃতাহুতি দান

নকুলোলূকমার্জ্জারান্ জগ্ধ্বা সান্তপনং চরেৎ ।
শ্বাপদোষ্ট্র-খরান্ জগ্ধ্বা তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ।
প্রকুর্য্যাচ্চৈব সংস্কারং পূর্ব্বেণ বিধিনৈব তু ॥১১
বককৈব বলাকাঞ্চ হংসং কারণ্ডবং তথা ।
চক্রবাকপলং জগ্ধ্বা দ্বাদশাহমভোজনম্ ॥ ১২
কপোতং টিট্টিভাংশ্চৈব শুকং সারসমেব চ ।
উলূকং জালপাদঞ্চ জগ্ধ্বাপ্যেতদ্‌ব্রতং চরেৎ ॥১৩
শিশুমারং তথা চাষং মৎস্যমাংসং তথৈব চ ।
জগ্ধ্বা চৈব কটাহারমেতদেব ব্রতং চরেৎ ॥ ১৪
কোকিলঞ্চৈব মৎস্যাদান্ মণ্ডূকং ভুজগং তথা ।
গোমূত্রযাবকাহারো মাসেনৈকেন শুধ্যতি ॥১৫
জলেচরাংশ্চ জলজান্ প্রণুদানথ বিষ্কিরান্ ।
রক্তপাদাংস্তথা জগ্ধ্বা সপ্তাহঞ্চৈতদাচরেৎ ॥ ১৬
শুনো মাংসং শুষ্কমাংসমাত্মার্থঞ্চ তথা কৃতম্ ।
ভুক্ত্বা মাসং চরেদেতৎ তৎপাপস্যাপনুত্তয়ে ॥
বার্ত্তাকং মূলকং শিগ্রুং কুটকং চটকং তথা ।
প্রাজাপত্যং চরেজ্জগ্ধ্বা শঙ্খং কুম্ভীরমেব বা ॥১৮
পলাণ্ডুং লশুনঞ্চৈব ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ।
নালিকাং তণ্ডুলীয়ঞ্চ প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি ॥ ১৯
অশ্মান্তকং তথা পোতং তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ।
প্রাজাপত্যেন শুদ্ধিঃ স্যাৎ কুসুম্ভস্য চ ভক্ষণে
অলাবুং কিংশুকঞ্চৈব ভুক্ত্বাপ্যেতদ্‌ব্রতং চরেৎ
উড়ুম্বরঞ্চ কামেন তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥ ২১
বৃথাকৃসর-সংযাব-পায়সাপূপসঙ্কুলম্ ।
ভুক্ত্বা চৈবংবিধঞ্চান্যৎ ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি ॥ ২২
পীত্বা ক্ষীরাণ্যপেয়ানি ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।
গোমূত্রযাবকাহারো মাসেনৈকেন শুধ্যতি ॥২৩

করিবে। নকুল (বেজী), পেচক ও বিড়াল ভক্ষণ করিলে সান্তপন ব্রত করিবে। ১—১০। শ্বাপদ উষ্ট্র ও গর্দ্দভ ভক্ষণ করিলে শুদ্ধির জন্য তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে এবং পূর্ব্ব-বিধানমত সংস্কার করিবে। বক, বলাকা, হংস, কারণ্ডব (হংস বিশেষ) ও চক্রবাকের মাংস ভোজন করিলে দ্বাদশাহ উপবাস করিবে। কপোত, টিট্টিভপক্ষী, শুকপক্ষী, সারস, পেচক ও শরারিপক্ষী ভক্ষণ করিলে দ্বাদশাহ উপবাস করিবে। শিশুমার (জল-জন্তু বিশেষ), চাষ (নীলকণ্ঠপক্ষী) ও মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিলে কটাহার (সময়বদ্ধ আহার অর্থাৎ যখন ইচ্ছা তখনই আহার না করা) হইয়াও পূর্ব্বোক্ত ব্রত (দ্বাদশাহ উপবাস) করিবে। কোকিল, মৎস্যাদ (দেড়ে প্রভৃতি), ভেক ও সর্প এই সকল ভক্ষণ করিলে এক মাস গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ যাবক (যবান্ন) আহার করিলে শুদ্ধ হইবে। জল-চর, জলজ, প্রতুদ (চঞ্চু দ্বারা যাহারা ঠোক্‌রায়—কাক- ময়ূরাদি) পক্ষী, বিষ্কির পক্ষী (যাহারা খাইবার সময়ে ছড়াইয়া খায়—তিত্তিরাদি), রক্তপাদ এই সকল পক্ষী ভক্ষণ করিলে সপ্তাহ গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ যাবক আহার করিবে। কুক্কুরমাংস, শুষ্কমাংস ও স্বীয় উদরতৃপ্তির জন্য আহৃত মাংস (বৃথা-মাংস) ভোজন করিলে সেই পাপক্ষয়ের জন্য এক মাস গোমূত্রের সহিত পক্ক যাবক আহার করিবে। বার্ত্তাক (বেগুন-সদৃশ ফলবিশেষ), মূলক, শিগ্রু (শজিনা), কুটক ও চটক এই সকল ভক্ষণ করিয়া প্রাজাপত্য করিবে। শঙ্খ ও কুম্ভীর ভক্ষণ করিলে প্রাজাপত্য করিবে। পলাণ্ডু বা লশুন ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। নালিকাশাক (মিষ্টপত্র নালিতা-শাক) ও তণ্ডুলীয় শাক (ক্ষুদেনটে কাঁটা-নটে) ভক্ষণ করিলে প্রাজাপত্য করিবে। অশ্মন্তক (অম্লকুচই) ও পোত (হরিতাল) ভক্ষণ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধ হইবে। কুসুম্ভ ভক্ষণ করিলে প্রাজাপত্য করিবে। ১১—২০। অলাবু (নিঃস্বত্ব লাউ বা তিৎ-লাউ) ও কিংশুক (পলাশ) ভক্ষণ করিলে প্রাজাপত্য করিবে। যজ্ঞডুম্বুর ভক্ষণ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র করিয়া শুদ্ধ হইবে। দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া বা যোগাদি ব্যতিরেকে কৃশর (তিল ও তণ্ডুল সিদ্ধ অন্ন), সংযাব (ঘৃত, ক্ষীর, গুড় ও গোধূমচূর্ণ পাকোৎপন্ন বস্তু), পায়স, অপূপ (পিষ্টক), এই সকল বস্তু এবং এই প্রকার অন্য বস্তু ভক্ষণ করিলে

অনির্দ্দশাহং গোক্ষীরং মাহিষকাজমেব চ।
সন্ধিন্যাশ্চ বিবৎসায়াঃ পিবন্ ক্ষীরমিদং চরেৎ
এতেষাঞ্চ বিকারাণি পীত্বা মোহেন মানবঃ।
গোমূত্রযাবকাহারঃ সপ্তরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ২৫
ভুক্ত্বা চৈব নবশ্রাদ্ধে মৃতকে সূতকে তথা।
চান্দ্রায়ণেন শুধ্যেত ব্রাহ্মণঃ সুসমাহিতঃ ॥ ২৬
যস্যাগ্নৌ হূয়তে নিত্যমন্নস্যাগ্রং ন দীয়তে।
চান্দ্রায়ণং চরেৎ সম্যক্ তস্যান্নপ্রাশনে দ্বিজঃ ॥
অভোজ্যানান্তু সর্ব্বেষাং ভুক্ত্বা চান্নমুপস্কৃতম্।
অন্ত্যাবসায়িনাঞ্চৈব তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥২৮
চণ্ডালান্নং দ্বিজো ভুক্ত্বা সম্যক্ চান্দ্রায়ণং চরেৎ
বুদ্ধিপূর্ব্বন্তু কৃচ্ছ্রাব্দং পুনঃ সংস্কারমেব চ ॥ ২৯

ত্রিরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে। অপেয় দুগ্ধ (উষ্ট্রী প্রভৃতির দুগ্ধ) পান করিয়া সমাহিতভাবে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক গোমূত্রযাবকাহারী হইলে (অর্থাৎ গোমূত্রসিদ্ধ যবান্ন ভোজন করিলে) এক মাসে শুদ্ধ হইবে। প্রসবের পর দশাহ অতীত না হইলে সেই প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ বা ঐরূপ দশাহ অতীত না হইলে মহিষীর দুগ্ধ বা অজার দুগ্ধ বা বৃষসঙ্গতা গাভীর দুগ্ধ কিংবা বৎসহীন গাভীর দুগ্ধ পান করিলে শুদ্ধির জন্য এক মাস গোমূত্র যাবকাহারী হইবে। আর এই সকল দুগ্ধ এইরূপ দোষযুক্ত না হইলেও যদি বিকারপ্রাপ্ত হয়, তবে তাহা পান করিয়া সাত রাত্রি গোমূত্রযাবকাহারী হইলে শুদ্ধ হইবে। নবশ্রাদ্ধে অথবা জননাশৌচী বা মরণাশৌচীর অন্ন ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। যিনি প্রত্যহ অগ্নিহোত্র করেন, কিন্তু অন্নের অগ্রভাগ দান করেন না; তাঁহার অন্ন ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণে শুদ্ধ হইবে। অভোজ্যজাতিদিগের পকান্ন ও অন্ত্যাবসায়ীদিগের পকান্ন ভোজন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ, চাণ্ডালান্ন ভোজন করিলে যথাবিধি চান্দ্রায়ণ করিবে; বুদ্ধিপূর্ব্বক ভোজন করিলে সংবৎসর প্রাজাপত্য করিবে ও তাহার পুনঃ

অসুরামদ্যপানেন কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্।
অভোজ্যান্নন্তু ভুক্ত্বা তু প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি ॥
বিণ্মূত্রপ্রাশনং কৃত্বা রেতসশ্চৈতদাচরেৎ।
অনাদিষ্টে তু চৈকাহং সর্ব্বত্র তু যথার্থতঃ ॥ ৩১
বিড়্বরাহখরোষ্ট্রাণাং গোমায়োঃ কপিকাকয়োঃ।
প্রাশ্য মূত্রপুরীষাণি দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৩২
অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরাসংস্পৃষ্টমেব চ।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩৩
ক্রব্যাদাং পক্ষিণাঞ্চৈব প্রাশ্য মূত্রপুরীষকম্।
মহাসান্তপনং মোহাৎ তথা কুর্য্যাদ্দ্বিজোত্তমঃ ॥
ভাস-মণ্ডূক কুররে বিষ্কিরে কৃচ্ছ্রমাচরেৎ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টভোজনে ॥
ক্ষত্রিয়ে তপ্তকৃচ্ছ্রং স্যাদ্বৈশ্যে চৈবাতিকৃচ্ছ্রকম্।

সংস্কার করিতে হইবে। সুরা ভিন্ন অন্য মদ্য পান করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। * অভোজ্যান্ন ভোজন করিলে প্রাজাপত্য করিবে। ২১—৩০। বিষ্ঠা, মূত্র ও রেতঃ ভক্ষণ করিলে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। অনাদিষ্ট পাপে সর্ব্বত্রই যথানিয়মে একাহ উপবাস করিবে। গ্রাম্যশূকর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, শৃগাল, বানর বা কাক এই সকল প্রাণীর মূত্র বা বিষ্ঠা ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ করিবে। দ্বিজগণ মনুষ্যের বিষ্ঠা, মূত্র অথবা সুরাসংস্পৃষ্ট বস্তু অজ্ঞানপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে পুনর্ব্বার তাহার উপনয়ন-সংস্কার করিতে হয়। আমমংসভোজী ব্যাঘ্রাদি পশু বা পক্ষীর বিষ্ঠা মূত্র অজ্ঞানতঃ ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ মহাসান্তপন ব্রত করিবে। ভাসপক্ষী, ভেক, কুররপক্ষী ও বিষ্কির এই সকল ভক্ষণ করিলে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট বস্তু ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ প্রাজাপত্য ব্রতে শুদ্ধ হইবে। ক্ষত্রিয়োচ্ছিষ্ট ভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র, বৈশ্যোচ্ছিষ্টভোজনে অতিকৃচ্ছ্র এবং

* সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত ৩২শ অধ্যায়ের প্রথমে বলা হইয়াছে।

শূদ্রোচ্ছিষ্টং দ্বিজো ভুক্ত্বা কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্
সুরায়া ভাণ্ডকে বারি পীত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ।
সমুচ্ছিষ্টং দ্বিজো ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি।
গোমূত্রযাবকাহারঃ পীতশেষঞ্চ বা গবাম্ ॥ ৩৭
অপো মূত্রপুরীষাদ্যৈর্দূষিতাঃ প্রাশয়েদ্যদি।
তদা সান্তপনং কৃচ্ছ্রং ব্রতং পাপবিশোধনম্ ॥৩৮
চাণ্ডালকূপভাণ্ডেষু যদি জ্ঞানাৎ পিবেজ্জলম্।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং ব্রাহ্মণঃ পাপশোধনম্ ॥৩৯
চণ্ডালেন তু সংস্পৃষ্টং পীত্বা বারি দ্বিজোত্তমঃ
ত্রিরাত্রব্রতমুখ্যেন পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৪০
মহাপাতকিসংস্পর্শে ভুক্ত্বা স্নাত্বা দ্বিজো যদি।
বুদ্ধিপূর্ব্বন্তু মূঢ়াত্মা তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ ॥ ৪১
স্পৃষ্ট্বা মহাপাতকিনং চণ্ডালং বা রজস্বলাম্।
প্রমাদাদ্ভোজনং কৃত্বা ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি ॥৪২
স্নানার্হো যদি ভুঞ্জীত হ্যহোরাত্রেণ শুধ্যতি।
বুদ্ধিপূর্ব্বন্তু কৃচ্ছ্রেণ ভগবানাহ পাদ্মজঃ ॥ ৪৩

শূদ্রের উচ্ছিষ্ট বস্তু ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ করিবে। সুরাপাত্রে জল পান করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ করিবে। উচ্ছিষ্ট জল পান করিলে ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র উপবাসে শুদ্ধ হইবে। গোরুর পীতশেষ জল পান করিলে গোমূত্র-যাবকাহারী হইবে। মূত্র বা বিষ্ঠাদি-দ্বারা দূষিত জল পান করিলে বিশুদ্ধির নিমিত্ত সান্তপন ব্রত করিবে। চণ্ডালের কূপে বা ভাণ্ডে জ্ঞানপূর্ব্বক জল পান করিলে ব্রাহ্মণ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত সান্তপন ব্রত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। চণ্ডালসংস্পৃষ্ট জল পান করিলে ব্রাহ্মণ পঞ্চগব্য পান করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। ৩৭—৪০। মহাপাতকি-সংস্পর্শ থাকিতে থাকিতে যদি জ্ঞানপূর্ব্বক স্নান-ভোজন করে, তাহা হইলে সেই মূঢ়াত্মা তপ্ত-কৃচ্ছ্র করিবে। মহাপাতকী, চণ্ডাল বা ঋতু-মতী স্পর্শ করিয়া যদি ব্রাহ্মন অজ্ঞান বশতঃ ভোজন করেন, তাহা হইলে ত্রিরাত্র উপবাসে শুদ্ধ হইবেন। স্নানার্হ ব্যক্তি যদি স্নান না করিয়া অজ্ঞানতঃ ভোজন করেন, তাহা হইলে অহোরাত্র উপবাসে শুদ্ধ হইবেন। আর

ভুক্ত্বা পর্য্যুষিতাদীনি গবাদিপ্রতিদূষিতম্।
ভুক্তোপবাসং কুর্ব্বীত কৃচ্ছ্রপাদমথাপি বা ॥ ৪৪
সংবৎসরান্তে কৃচ্ছ্রন্তু চরেদ্বিপ্রঃ পুনঃপুনঃ।
অজ্ঞানভুক্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞাতস্য তু বিশেষতঃ ॥ ৪৫
ব্রাত্যানাং যাজনং কৃত্বা পরেষামন্ত্যকর্ম্ম চ।
অভিচারমহীনঞ্চ ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্বিশুধ্যতি ॥ ৪৬
ব্রাহ্মণাদিহতানান্তু কৃত্বা দাহাদিকং দ্বিজঃ।
গোমূত্রযাবকাহারঃ প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি ॥৪৭
তৈলাভ্যক্তোঽথবান্তো বা কুর্য্যান্মূত্র-পুরীষকে
অহোরাত্রেণ শুধ্যেত শ্মশ্রুকর্ম্মণি মৈথুনে ॥৪৮
একাহেন বিবাহাগ্নিং পরিহার্য্য দ্বিজোত্তমঃ।
ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যেত ত্রিরাত্রাৎ ষড়হঃ পরম্ ॥৪৯

বুদ্ধিপূর্ব্বক ভোজন করিলে প্রাজাপত্য ব্রতে শুদ্ধ হইবেন; ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু এই কথা বলিয়াছেন। পর্য্যুষিতাদি বস্তু ভোজন করিলে বা গবাদি দূষিত (গবাঘ্রাতাদি) বস্তু ভোজন করিলে উপবাস করিবে অথবা কৃচ্ছ্র-পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সংবৎসরকাল অজ্ঞা-নত অভক্ষ্যভক্ষণ (অর্থাৎ পতিতসংস্পৃষ্টান্ন প্রভৃতির ভক্ষণ) করিলে বারংবার প্রাজাপত্য করিবে; জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিলে আরও অধিক প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রাত্যদিগের (সংস্কারহীন বা অযোগ্য কালে উপনীতগণের) যাজনিক কর্ম্ম করিলে বা নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি-কর্ম্ম করিলে, অথবা মারণ প্রভৃতি অভিচার কর্ম্ম করিলে কিংবা অহীন-নামক যাগ করিলে, তিন প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণাদির শাপাদি দ্বারা নিহত ব্যক্তির দাহাদি কর্ম্ম করিলে গোমূত্র-যাবকাহারী হইয়া প্রাজাপত্যব্রত করিলেই শুদ্ধ হইবে। তৈলা-ভ্যক্ত করিয়া) তৈল মাখিয়া কিংবা বমন করিয়া যদি মূত্রপুরীষোৎসর্গ বা ক্ষৌরাদি কর্ম্ম কিংবা মৈথুন করে, তবে অহোরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ প্রমাদ বশতঃ একদিন মাত্র বিবাহাগ্নি পরিহার করিলে অর্থাৎ হোমাদি না করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে; তিন দিন পরিত্যাগ করিলে ছয় দিন

দশাহং দ্বাদশাহং বা পরিহৃর্য্য প্রমাদতঃ।
কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ তৎপাপস্যোপশান্তয়ে॥
পতিতাদ্দ্ব্যমাদায় তদুৎসর্গেণ শুধ্যতি।
চরেচ্চ বিধিনা কৃচ্ছ্রমিত্যাহ ভগবান্ মনুঃ॥ ৫১
অনাশকান্নিবৃত্তাস্তু প্রব্রজ্যাবসিতাস্তথা।
চরেয়ুস্ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি ত্রীণি চান্দ্রায়ণানি চ ॥৫৩
পুনশ্চ জাতকর্ম্মাদি-সংস্কারৈঃ সংস্কৃতা দ্বিজাঃ।
শুধ্যেয়ুস্তদ্ব্রতং সম্যক্ চরেয়ুর্ধর্ম্মদর্শিনঃ॥ ৫৩
অনুপাসিতসন্ধ্যস্তু তদহর্জাপকো বসেৎ।
অনশ্নন্ সংযতমনা রাত্রৌ চেদ্রাত্রিমেব হি ॥৫৪
অকৃত্বা সমিদাধানং শুচিঃ স্নাত্বা সমাহিতঃ।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রস্য জপং কুর্য্যাদ্বিশুদ্ধয়ে॥ ৫৫
উপবাসী চরেৎ সন্ধ্যাং গৃহস্থো হি প্রমাদতঃ॥
স্নাত্বা বিশুধ্যতে সদ্যঃ পরিশ্রান্তশ্চ সংযমাৎ॥ ৫৬

বেদোদিতানি নিত্যানিকর্ম্মাণি চ বিলোপ্য তু।
স্নাতকো ব্রতলোপন্তু কৃত্বা চোপবসেদ্দিনম্॥ ৫৭
সংবৎসরং চরেৎ কৃচ্ছ্রমগ্ন্যুৎসাদী দ্বিজোত্তমঃ।
চান্দ্রায়ণং চরেদ্ব্রাত্যো গোপ্রদানেন শুধ্যতি॥
নাস্তিক্যং যদি কুর্ব্বীত প্রাজাপত্যং চরেদ্দ্বিজঃ
দেবদ্রোহং গুরুদ্রোহং তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥৫৯
ষষ্ঠান্নকালতা মাসং সংহিতাজপ এব চ।
হোমাশ্চ শাকলা নিত্যমযাজ্যানাং বিশোধনম্
নীলং রক্তং বসিত্বা চ ব্রাহ্মণো বস্ত্রমেব হি।
অহোরাত্রোষিতঃ স্নাতঃ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৬১
উষ্ট্রযানং সমারুহ্য খরযানঞ্চ কামতঃ।
ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যেচ্চ নগ্নো বা প্রবিশেজ্জলম্॥
বেদধর্ম্মপুরাণানাং চণ্ডালস্য তু ভাষণে।
চান্দ্রায়ণেন শুদ্ধিঃ স্যান্ন হ্যন্যা তস্য নিষ্কৃতিঃ ॥৬৩

উপবাসে শুদ্ধ হইবে। আর দশ বার দিন পরিত্যাগ করিলে সেই পাপক্ষয়ের জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ৪১—৫০। পতিত ব্যক্তির নিকট দ্রব্য গ্রহণ করিলে তাহা পরিত্যাগ করত বিধিপূর্ব্বক প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে ভগবান্ মনু এই কথা বলিয়াছেন। অনশন অর্থাৎ প্রায়োপবেশন ব্রত হইতে ভ্রষ্ট ও প্রব্রজ্যাচ্যুত ব্যক্তি তিনটী প্রাজাপত্য ও তিনটী চান্দ্রায়ণ করিবে; তৎপরে পুনর্ব্বার জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণগণ শুদ্ধ হইবেন এবং ধর্ম্মদর্শী হইয়া সম্যক্‌রূপে সেই ব্রতাচরণ করিবেন। (ব্রহ্মচারী) সন্ধ্যা উপাসনা না করিলে সেই দিন ভোজন না করিয়া সংযতমনা হইয়া জপপরায়ণ হইবেন। যদি সায়ংসন্ধ্যা না করেন, তাহা হইলে সেই রাত্রিতে ভোজন না করিয়া জপ-পরায়ণ হইবেন। (ব্রহ্মচারী) সমিদাধান না করিলে বিশুদ্ধির নিমিত্ত স্নান করিয়া শুচি হইয়া সমাহিত-চিত্তে অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। গৃহস্থ যদি অনবধানতা বশতঃ সন্ধ্যা না করে, তবে স্নানান্তর উপবাস করিয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিবে। আর বিশেষরূপ শ্রম হওয়াতে যদি সন্ধ্যা করিতে অসমর্থ হয়, তবে উপবাস মাত্র করিয়া শুদ্ধ হইবে। যদি বেদবিহিত নিত্য কর্ম্ম সকল ও ব্রত লোপ করে, তবে স্নাতক ব্রাহ্মণ একদিন উপবাস করিবে। অগ্নি-পরিত্যাগকারী ব্রাহ্মণ সংবৎসর প্রাজাপত্য করিবেন। ব্রাত্যদ্বিজ চান্দ্রায়ণ এবং গোরু দান করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ নাস্তিকতা করিলে প্রাজাপত্য করিবে। আর দেবদ্রোহ বা গুরুদ্রোহ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। সংহিতা জপপরায়ণ হইয়া দুই দিন উপবাস পূর্ব্বক তৃতীয় দিন রাত্রে ভোজন ও প্রত্যহ "দেবকৃতস্যৈনস" ইত্যাদি শাকল-মন্ত্রে শাকল হোম করিবে; এক মাস কাল এইরূপ ব্রতাচরণ অযাজ্য-যাজনের প্রায়শ্চিত্ত। ৫১—৬০। ব্রাহ্মণ যদি নীল বা রক্ত বস্ত্র পরিধান করেন, তাহা হইলে অহোরাত্র উপবাস করিয়া স্নান করত পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবেন। জ্ঞানপূর্ব্বক উষ্ট্রযান বা গর্দ্দভযানে আরোহণ করিলে কিম্বা বিবস্ত্র হইয়া জলে অবগাহন করিলে ত্রিরাত্র উপবাসে বিশুদ্ধ হইবেন। চণ্ডালদিগের নিকট বেদ বা ধর্ম্ম কিংবা পুরাণাদি বলিলে চান্দ্রায়ণে শুদ্ধ হইবে, ইহা ভিন্ন অন্য নিষ্কৃতি

উদ্বন্ধনাদিনিহতং সংস্পৃশ্য ব্রাহ্মণঃ কচিৎ।
চান্দ্রায়ণেন শুদ্ধঃ স্যাৎ প্রাজাপত্যেন বা পুনঃ
উচ্ছিষ্টো যদ্যনাচান্তশ্চাণ্ডালাদীন্ স্পৃশেদ্দ্বিজঃ
প্রমাদাদ্বৈ জপেৎ স্নাত্বা গায়ত্র্যষ্টসহস্রকম্ ॥৬৫
দ্রুপদানাং শতং বাপি ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
ত্রিরাত্রোপোষিতঃ সম্যক্ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥
চাণ্ডালপতিতাদীংশ্চ কামাদ্যঃ সংস্পৃশেদ্দ্বিজঃ।
উচ্ছিষ্টস্তত্র কুর্ব্বীত প্রাজাপত্যং বিশুদ্ধয়ে॥ ৬৭
চাণ্ডালসূতকিশবাংস্তথা নারীং রজস্বলাম্।
স্পৃষ্ট্বা স্নায়াদ্বিশুদ্ধ্যর্থং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ ॥৬৮
চাণ্ডালসূতকিশবৈঃ সংস্পৃষ্টং সংস্পৃশেদ্যদি।
ততঃ স্নাত্বাথ আচম্য জপং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ॥
তৎস্পৃষ্টস্পর্শিনং স্পৃষ্ট্বা বুদ্ধিপূর্ব্বং দ্বিজোত্তমঃ।
স্নাত্বাচামেদ্বিশুদ্ধ্যর্থং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ ॥ ৭০
ভুঞ্জানস্য তু বিপ্রস্য কদাচিৎ সংস্রবেদ্ গুদম্।
কৃত্বা শৌচং ততঃ স্নায়াদুপোষ্য জুহুয়াদ্ঘৃতম্ ॥
চাণ্ডালন্তু শবং স্পৃষ্ট্বা কৃচ্ছ্রং কৃত্বা বিশুধ্যতি।
দৃষ্ট্বাভ্যক্তমসংস্পৃশ্য অহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥৭২
সুরাং স্পৃষ্ট্বা দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ প্রাণায়ামত্রয়ং শুচিঃ
পলাণ্ডুং লশুনঞ্চৈব ঘৃতং প্রাশ্য ততঃ শুচিঃ ॥
ব্রাহ্মণস্তু শুনা দষ্টস্ত্র্যহং সায়ং পয়ঃ পিবেৎ।
দষ্টস্য তদেব দ্বিগুণং ভবেৎ ॥ ৭৪
স্যাদেতৎ ত্রিগুণং বাহ্বোর্মূর্দ্ধ্নি চ স্যাচ্চতুর্গুণম্
স্নাত্বা জপেদ্বা সাবিত্রীং শ্বভির্দষ্টো দ্বিজোত্তমঃ ॥
অনির্ব্বর্ত্ত্য মহাযজ্ঞান্ যোভুঙ্‌ক্তে তু দ্বিজোত্তমঃ
অনাতুরঃ সতি ধনে কৃচ্ছ্রার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ॥ ৭৬
আহিতাগ্নিরুপস্থানং ন কুর্য্যাদ্যস্তু পর্ব্বণি।
ঋতৌ ন গচ্ছেদ্ভার্য্যাং বা সোঽপি কৃচ্ছ্রার্দ্ধমাচরেৎ
বিনাদ্ভিরপ্সু নাপ্যার্ত্তঃ শরীরং সন্নিবেশ্য চ।

নাই। যদি ব্রাহ্মণ উদ্বন্ধনাদিতে মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করেন, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণ অথবা প্রাজাপত্য ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবেন। উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণ যদি আচমনের পূর্ব্বে প্রমাদবশতঃ চণ্ডালাদিকে স্পর্শ করে তাহা হইলে স্নান করিয়া অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। ব্রহ্মচারী ঐরূপ করিলে সমাহিত হইয়া দ্রুপদা-মন্ত্র শতবার জপ করিবেন এবং ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবেন। যে উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণ ইচ্ছাপূর্ব্বক চণ্ডালাদিকে স্পর্শ করে, সে বিশুদ্ধির নিমিত্ত প্রাজাপত্যব্রত করিবে। চণ্ডাল, অশৌচী শব কিংবা রজস্বলাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হইবে, এই কথা পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন। চণ্ডাল,অশৌচী, বা শবস্পর্শকারী ব্যক্তিকে যদি কেহ স্পর্শ করে, তাহা হইলে সে স্নান করিয়া আচমণ করত সমাহিতচিত্তে জপ করিবে। চণ্ডালাদিস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে যে স্পর্শ করিয়াছে, তাহাকে জ্ঞানপূর্ব্বক স্পর্শ করিলে বিশুদ্ধির নিমিত্ত স্নান করিয়া আচমন করিবে, পিতামহ প্রজাপতি এই কথা বলিয়াছেন। ৬১—৭০। ভোজন করিতে করিতে যদি ব্রাহ্মণের মল-নিঃসরণ হয় তাহা হইলে শৌচ করিয়া স্নান করিবে এবং উপবাস করিয়া ঘৃতাহুতি দান করিবে। চণ্ডালের শব স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ প্রাজাপত্যব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে। অভ্যক্ত অবস্থায় স্পর্শ না করিয়া কেবলমাত্র দেখিলে, অহোরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ যদি সুরাস্পর্শ করে, তাহা হইলে তিনটী প্রাণায়াম করিয়া শুচি হইবে। পলাণ্ডু ও লশুন স্পর্শ করিলে ঘৃত-প্রাশন করিয়া শুচি হইবে। কুক্কুরে দংশন করিলে ব্রাহ্মণ তিন দিন সায়ংকালে পয়ঃ পান করিবে। নাভির উর্দ্ধদেশে দংশন করিলে ছয় দিন, বাহুতে দংশন করিলে নয় দিন এবং মস্তকে দংশন করিলে বার দিন, সায়ংকালে পয়ঃপান করিবে। অথবা কুক্কুরদষ্ট ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন। নীরোগ ব্রাহ্মণ ধন থাকিতেও যদি পঞ্চযজ্ঞ না করিয়া ভোজন করেন, তাহা হইলে অর্দ্ধপ্রাজাপত্য (তিন দিন উপবাস) করিয়া শুদ্ধ হইবেন। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যদি পর্ব্বতিথিতে অগ্নিহোত্র না করেন, তাহা হইলে অর্দ্ধপ্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে সকল ব্যক্তি ঋতুকালে ভার্য্যাতে উপগত না হয়, তাহারাও অর্দ্ধ-

সচেলো জলমাপ্লুত্য গামালভ্য বিশুধ্যতি ॥৭৮
বুদ্ধিপূর্ব্বন্তভ্যুদিতে জপেদন্তর্জ্জলে দ্বিজঃ।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু ত্র্যহঞ্চোপবসেদ্‌ব্রতী ॥ ৭৯
অনুগম্যেচ্ছয়া শূদ্রং প্রেতীভূতং দ্বিজোত্তমঃ।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রঞ্চ জপং কুর্য্যান্নদীষু চ ॥ ৮০
কৃত্বা তু শপথান্ বিপ্রো বিপ্রস্যাবধিসংযুতম্।
স চৈব যাবকান্নেন কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্ ॥৮১
পঙ্‌ক্ত্যাং বিষমদানঞ্চ কৃত্বা কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি।
ছায়াং শ্বপাকস্যারুহ্য স্নাত্বা সম্প্রাশয়েদ্‌ঘৃতম্ ॥
ঈক্ষেদাদিত্যমশুচির্দৃষ্ট্বা ম্লেচ্ছান্নমেব বা।
মানুষঞ্চাস্থি সংস্পৃশ্য স্নানং কৃত্বা বিশুধ্যতি ॥
কৃত্বা তু মিথ্যাধ্যয়নং চরেদ্ভৈক্ষন্তু বৎসরম্।
কৃতঘ্নো ব্রাহ্মণগৃহে পঞ্চসংবৎসরব্রতী ॥ ৮৪
হুঙ্কারং ব্রাহ্মণস্যোক্ত্বা ত্বঙ্কারঞ্চ গরীয়সঃ।
স্নাত্বানশ্নন্নহঃশেষং প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ ॥ ৮৫
তাড়য়িত্বা তৃণেনাপি কণ্ঠে বদ্ধাথ বাসসা।
বিবাদে চাপি নির্জ্জিত্য প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ ॥
অবগূর্য্য চরেৎ কৃচ্ছ্রমতিকৃচ্ছ্রং নিপাতনে।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রৌ কুর্ব্বীত বিপ্রস্যোৎপাদ্য
শোণিতম্ ॥ ৮৭
গুরোরাক্রোশমনৃতং কৃত্বা কুর্য্যাদ্বিশোধনম্।
একরাত্রং নিরাহারস্তৎপাপস্যাপনুত্তয়ে ॥ ৮৮
দেবর্ষীণামভিমুখং ষ্ঠীবনাক্রোশনে কৃতে।
উল্কয়া চ দহেজ্জিহ্বাং দাতব্যঞ্চ হিরণ্যকম্ ॥৮৯
দেবোদ্যানেষু যঃ কুর্য্যান্মূত্রোচ্চারং সকৃদ্দ্বিজঃ।
ছিন্দ্যাচ্ছিশ্নং বিশুদ্ধ্যর্থং চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্॥

প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে। বিনা রোগে যদি মল-মূত্র ত্যাগ করিবার পর জলশৌচ না করে বা জলমধ্যে অঙ্গ নিমজ্জিত করিয়া শৌচ করে, তাহা হইলে, ঐ ব্যক্তি সেই বস্ত্রসহিত স্নান করিয়া গোস্পর্শ করিলে শুদ্ধ হয়। জ্ঞানপূর্ব্বক উহা করিলে ব্রাহ্মণ সূর্য্যোদয় হইতে জলমধ্যে স্থিত হইয়া অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে ও ব্রতী হইয়া তিন দিন উপবাস করিবে। ব্রাহ্মণ যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক মৃতশূদ্রের অনুগমন করে, তাহা হইলে নদীতীরে যাইয়া অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। ৭১—৮০। ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রের নিকট অবধি সংযুক্ত শপথ করে, তাহা হইলে যাবকান্ন দ্বারা চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। এক পঙ্‌ক্তির মধ্যে কাহাকেও অধিক বা অল্প পরিবেশন করিলে প্রাজাপত্য করিবে। চাণ্ডালাদির ছায়া স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া ঘৃতপ্রাশন করিবে। ম্লেচ্ছান্ন-দর্শনে অশুচি হইলে সূর্য্য দর্শন করিবে। মানুষের অস্থি স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। মিথ্যা অধ্যয়ন করিলে এক বৎসর ভিক্ষা করিবে। কৃতঘ্ন ব্যক্তি ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক পঞ্চ বৎসর ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণকে হুঙ্কার করিলে (ধমক দিলে) ও গুরুতর ব্যক্তিকে 'তুমি' বাক্য বলিলে ("তুই তোকারি করিলে) স্নান করিয়া, যখন বলা হইয়াছে তখন হইতে, দিনশেষ পর্য্যন্ত ভোজন করিবে না এবং যাঁহাকে ঐরূপ বলা হইয়াছিল, তাঁহার পা ধরিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে। ব্রাহ্মণকে তৃণ দ্বারাও তাড়ন করিলে বা তাঁহার গলায় কাপড় দিলে বা বাক্‌কলহে জয় করিলে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে। ব্রাহ্মণকে হননেচ্ছায় দণ্ড উত্তোলন করিলে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। দণ্ড দ্বারা আঘাত করিলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণের রক্তপাত করিলে প্রাজাপত্য ও অতিকৃচ্ছ্র করিবে। গুরুর আক্রোশজনক কর্ম্ম করিলে বা তাঁহার নিকট মিথ্যা কথা বলিলে ঐ পাপের বিশুদ্ধির জন্য একদিন উপবাস করিবে। দেবতা ও ঋষিদিগের অভিমুখ হইয়া ষ্ঠীবন (থুতু) ফেলিলে বা তাঁহাদিগের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিলে অগ্নি দ্বারা জিহ্বাকে পোড়াইয়া ফেলিবে ও ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণ দান করিবে। দেবোদ্যানে যে ব্রাহ্মণ মূত্র বা বিষ্ঠা ত্যাগ করে, সে সেই পাপক্ষয়ের জন্য শিশ্ন ছেদন করিয়া চান্দ্রায়ণব্রত করিলে শুদ্ধ হয় ।৮১—৯০।

দেবতায়তনে মূত্রং কৃত্বা মোহাদ্দ্বিজোত্তমঃ।
শিশ্নস্যোৎকর্ত্তনং কৃত্বা চান্দ্রায়ণমথাচরেৎ ॥ ৯১
দেবতানামৃষীণাঞ্চ দেবানাঞ্চৈব কুৎসনম্।
কৃত্বা সম্যক্ প্রকুর্ব্বীত প্রাজাপত্যং দ্বিজোত্তমঃ
তৈস্তু সম্ভাষণং কৃত্বা স্নাত্বা দেবং সমর্চ্চয়েৎ।
দৃষ্ট্বা বীক্ষেত ভাস্বন্তং স্মৃত্বা বিশ্বেশ্বরং স্মরেৎ॥
যঃ সর্ব্বভূতাধিপতিং বিশ্বেশানং বিনিন্দতি।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৯৪
চান্দ্রায়ণং চরেৎ পূর্ব্বং কৃচ্ছ্রঞ্চৈবাতিকৃচ্ছ্রকম্।
প্রপন্নঃ শরণং দেবং তস্মাৎপাপাদ্বিমুচ্যতে ॥৯৫
সর্ব্বস্বদানং বিধিবৎ পাতকানাং বিশোধনম্।
চান্দ্রায়ণঞ্চ বিধিনা কৃচ্ছ্রঞ্চৈবাতিকৃচ্ছ্রকম্ ॥ ৯৬
পুণ্যক্ষেত্রাভিগমনং সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
দেবতাভ্যর্চ্চনং নৃণামশেষাঘবিনাশনম্ ॥ ৯৭
অমাবাস্যাং তিথিং প্রাপ্য যঃ সমারাধয়েদ্ভবম্
ব্রাহ্মণান্ পূজয়িত্বা তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৮
কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহাদেবীং তথা কৃষ্ণচতুর্দ্দশীম্।
সম্পূজ্য ব্রাহ্মণমুখে সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৯
ত্রয়োদশ্যাং তথা রাত্রৌ সোপহারং ত্রিলোচনম্
ইষ্ট্বেশং প্রথমে যামে মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥১০০
উপোষিতশ্চতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে সমাহিতঃ।
যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বপাপক্ষয়ায় চ ॥ ১০১
প্রত্যেকং তিলসংযুক্তান্ দদ্যাৎসপ্তোদকাঞ্জলীন
স্নাত্বা দদ্যাচ্চ পূর্ব্বাহ্নে মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥
ব্রহ্মচর্য্যমধঃশয্যা উপবাসো দ্বিজার্চ্চনম্।
ব্রতেষেতেষু কুর্ব্বীত শান্তঃ সংযতমানসঃ ॥ ১০৩
অমাবাস্যায়াং ব্রহ্মাণং সমুদ্দিশ্য পিতামহম্।
ব্রাহ্মণাংস্ত্রীন্ সমভ্যর্চ্চ্য মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥
ষষ্ঠ্যামুপোষিতো দেবং শুক্লপক্ষে সমাহিতঃ।
সপ্তম্যামর্চ্চয়েদ্ভানুং মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥১০৫
ভরণ্যাঞ্চ চতুর্থ্যাঞ্চ শনৈশ্চরদিনে যমম্।

অজ্ঞানপূর্ব্বক যে ব্রাহ্মণ দেবগৃহে মূত্র ত্যাগ করে, সে শিশ্ন-ছেদন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিলে শুদ্ধ হয়। দেবতা বা ঋষি বা দেবতুল্য ব্যক্তিদিগের নিন্দা করিলে ব্রাহ্মণ সম্যক্‌রূপে প্রাজাপত্য ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। দেবাদি-নিন্দক ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলে স্নান করিয়া দেবতার অর্চ্চনা, করিবে উহাকে দর্শন করিলে সূর্য্য দর্শন করিবে এবং উহাকে স্মরণ করিলে বিশ্বেশ্বর মহাদেবকে স্মরণ করিবে। কিন্তু সর্ব্বভূতাধিপতি বিশ্বেশ্বরকে জ্ঞানপূর্ব্বক নিন্দা করিলে শত বর্ষেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার শরণাগত হইয়া অগ্রে চান্দ্রায়ণ, পরে প্রাজাপত্য ও তৎপরে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। বিধানানুসারে সর্ব্বস্ব দানে পাতকীর বিশুদ্ধি হয় এবং বিধানানুসারে প্রাজাপত্য বা অতিকৃচ্ছ্র কিংবা চান্দ্রায়ণও পাপীর বিশুদ্ধির কারণ। পুণ্যক্ষেত্রগমনও সর্ব্বপাপের বিনাশক আর দেবতা-পূজাও মনুষ্যদিগের সর্ব্বপ্রকার পাপনাশক। অমাবস্যা তিথিতে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া মহাদেবকে পূজা করে, সে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়। কৃষ্ণাষ্টমীতে বা কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীতে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া মহাদেবী দুর্গার পূজা করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। ত্রয়োদশীর রাত্রির প্রথম প্রহরে উপহারের সহিত ত্রিলোচনকে পূজা করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ৯১—১০০। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া সমাহিত চিত্তে সর্ব্বপাপক্ষয়ের জন্য যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল ও সর্ব্বপাপক্ষয় এই সাতজনকে প্রত্যেকের উদ্দেশে তিলসংযুক্ত উদকাঞ্জলি দান করিবে। স্নান করিয়া পূর্ব্বাহ্নে এইরূপ উদকাঞ্জলি দান করিতে হয়, তাহাতে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি হয়। সমস্ত ব্রতেই শান্ত ও সংযতমনা হইয়া ব্রহ্মচর্য্য, ব্রাহ্মণের পূজা, উপবাস ও অধঃশয়ন করিবে। অমাবস্যা তিথিতে পিতামহ ব্রহ্মার উদ্দেশে তিনটী ব্রাহ্মণের সম্যক্‌রূপে পূজা করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি সপ্তমীতে সমাহিত-চিত্তে সূর্য্যপূজা করে, সে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়। শনি-

পূজয়েৎ সপ্তজন্মোত্থৈর্মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥
একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্।
দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥১০৭
তপো জপস্তীর্থসেবা দেবব্রাহ্মণপূজনম্।
গ্রহণাদিষু কালেষু মহাপাতকশোধনম্॥ ১০৮
যঃ সর্ব্বপাপযুক্তোঽপি পুণ্যতীর্থেষু মানবঃ।
নিয়মেন ত্যজেৎ প্রাণান্ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥
ব্রহ্মঘ্নং বা কৃতঘ্নং বা মহাপাতকদূষিতম্।
ভর্ত্তারমুদ্ধরেন্নারী প্রবিষ্টা সহ পাবকম্॥ ১১০
এতদেব পরং স্ত্রীণাং প্রায়শ্চিত্তং বিদুর্বুধাঃ।
সর্ব্বপাপসমস্তুতৌ নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১১১
পতিব্রতা তু যা নারী ভর্ত্তৃশুশ্রূষণে রতা।
ন তস্যা বিদ্যতে পাপমিহ লোকে পরত্র চ॥১১২
পতিব্রতা ধর্ম্মরতা ভদ্রাণ্যেব ন সংশয়ঃ।
নাস্যাঃ পরাভবং কর্ত্তুং শক্নোতীহ জনঃ ক্বচিৎ॥
যথা রামস্য সুভগা সীতা ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা।
পত্নী দাশরথের্দেবী বিজিগ্যে রাক্ষসেশ্বরম্॥১১৪
রামস্য ভার্য্যাং সুভগাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
সীতাং বিশালনয়নাং চকমে কালনোদিতঃ॥১১৫
গৃহীত্বা মায়য়া বেষং চরন্তীং বিজনে বনে।
সমাহর্ত্তুং মতিং চক্রে তাপসঃ কিল ভাবিনীম্॥
বিজ্ঞায় সা চ তদ্ভাবং স্মৃত্বা দাশরথিং পতিম্।
জগাম শরণং বহ্নিমাবসথ্যং শুচিস্মিতা॥ ১১৭
উপতস্থে মহাযোগং সর্ব্বলোকবিদাহকম্।
কৃতাঞ্জলিঃ রামপত্নী সাক্ষাৎ পতিমিবাচ্যুতম্॥
নমস্যামি মহাযোগং কৃশানুং গহ্বরং পরম্।
দাহকং সর্ব্বভূতানামীশানং কালরূপিণম্॥১১৯
নমস্যে পাবকং দেবং সাক্ষিণং বিশ্বতোমুখম্।
আত্মানং দীপ্তবপুষং সর্ব্বভূতহৃদি স্থিতম্॥ ১২০
প্রপদ্যে শরণং বহ্নিং ব্রহ্মণ্যং ব্রহ্মরূপিণম্।

বারে ভরণীনক্ষত্র ও চতুর্থী তিথি হইলে, সেই দিনে যে ব্যক্তি যমের পূজা করে, সে সপ্ত-জন্মোত্থিত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি শুক্লপক্ষের একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে ভগবান্ জনার্দ্দনের পূজা করে, সে মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। গ্রহণ প্রভৃতি কালে জপ, তীর্থসেবা, তপস্যা এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা এই সকল কর্ম্ম করিলে মহাপাপ পর্য্যন্ত নাশ হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার পাপে পাপী হইয়াও পুণ্যতীর্থে নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে, সে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তি লাভ করে। স্বামী ব্রহ্মঘ্ন, কৃতঘ্ন বা মহা-পাতকী হইলেও সহমৃতা রমণী সেই স্বামীকে উদ্ধার করে। ১০১—১১০। স্ত্রীলোকেরা যে কোনও পাপ করুক না কেন, সহগমনই তাহা-দের পক্ষে একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া কথিত আছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। স্বামিসেবানুরতা পতিব্রতা স্ত্রীকে ইহলোকে ও পরলোকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। পতিব্রতা ও ধর্ম্মাচরণরতা কামিনী সকল মঙ্গল লাভ করে, তাহাতে সংশয় নাই। ঐরূপ স্ত্রীকে ইহলোকে কোনও সময়েই কেহ পরাভব করেতে সমর্থ হয় না। দেখ, ত্রিলোকবিখ্যাতা সুভগা রামপত্নী সীতা কেবলমাত্র সতীত্ব-ধর্ম্ম-বলেই রাক্ষসেশ্বর রাবণকে জয় করিয়াছিলেন। একদা রাক্ষসেশ্বর রাবণ কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিশালনয়না রামপত্নী সীতাকে কামনা করিয়াছিল। রাক্ষসেশ্বর রাবণ মায়া-তাপস-বেশ ধারণ করিয়া বিজনবনে বিচরণকারিণী ভাবিনী সীতাকে হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া-ছিল। সেই শুচিস্মিতা সীতা রাবণের মনো-ভাব অবগত হইয়া স্বীয় পতি দাশরথি রামকে স্মরণপূর্ব্বক স্মিতমুখে আবসথ্যাগ্নির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। রামপত্নী সীতা কৃতাঞ্জলি হইয়া স্বীয় পতি সাক্ষাৎ বিষ্ণুর স্বরূপ জ্ঞানে মহা-যোগস্বরূপ ও সর্ব্বলোকবিদাহক অগ্নিকে এই-রূপে আরাধনা করিতে লাগিলেন ;—যিনি মহাযোগস্বরূপ, যিনি গহ্বর (অর্থাৎ অনির্ব্বচ-নীয় তত্ত্ব) এবং যিনি সর্ব্বপ্রাণীর দাহক, সর্ব্ব-ভূতের ঈশ্বর ও সর্ব্বভূতের সংহারক, সেই পরম বহ্নিকে নমস্কার করি। যিনি সাক্ষী, সর্ব্বতোমুখ, প্রদীপ্তবপু এবং যিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত-আত্মস্বরূপ, সেই পাবকদেবকে নম-স্কার করি। ১১১—১২০। যিনি ব্রাহ্মণগণের

যোগিনং কৃত্তিবসনং ভূতেশং পরমং পদম্॥১২১
তং প্রপদ্যে জগন্মূর্ত্তিং প্রভবং সর্ব্বতেজস'ম্।
মহাযোগেশ্বরং বহ্নিমাদিত্যং পরমেষ্ঠিনম্ ॥১২২
প্রপদ্যে শরণং রুদ্রং মহাগ্রাসং ত্রিশূলিনম্।
কালাগ্নিং যোগিনামীশং ভোগমোক্ষফলপ্রদম্।
প্রপদ্যে ত্বাং বিরূপাক্ষং ভূর্ভুবঃস্বঃস্বরূপিণম্।
হিরণ্ময়ে গৃহে গুপ্তং মহান্তমমিতৌজসম্ ॥ ১২৪
বৈশ্বানরং প্রপদ্যেঽহং সর্ব্বভূতেষবস্থিতম্।
হব্যকব্যবহং দেবং প্রপদ্যে বহ্নিমীশ্বরম্ ॥ ১২৫
প্রপদ্যে তৎপরং তত্ত্বং বরেণ্যং সবিতুঃ শিবম্।
স্বর্গমগ্নিং পরংজ্যোতী রক্ষ মাং হব্যবাহন ॥ ১২৬
ইতি বহ্ন্যষ্টকং জপ্ত্বা রামপত্নী যশস্বিনী।
ধ্যায়ন্তী মনসা তস্থৌ রামমুন্মীলিতেক্ষণা ॥ ১২৭
অথাবসথ্যাদ্ভগবান্ হব্যবাহো মহেশ্বরঃ।

আবিরাসীৎ সুদীপ্তাত্মা তেজসা নির্দ্দহন্নিব ॥১২৮
সৃষ্ট্বা মায়াময়ীং সীতাং স রাবণবধেচ্ছয়া।
সীতামাদায় রামেষ্টাং পাবকোঽন্তরধীয়তে ॥১২৯
তাং দৃষ্ট্বা তাদৃশীং সীতাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
সমাদায় যযৌ লঙ্কাং সাগরান্তরসংস্থিতাম্ ॥ ১৩০
কৃত্বাথ রাবণবধং রামো লক্ষ্মণসংযুতঃ।
সমদায়াভবৎ সীতাং শঙ্কাকুলিতমানসঃ ॥ ১৩১
সা প্রত্যয়ায় ভূতানাং সীতা মায়াময়ী পুনঃ।
বিবেশ পাবকং দীপ্তং দদাহ জ্বলনোঽপি তাম্
দগ্ধ্বা মায়াময়ীং সীতাং ভগবানুগ্রদীধিতিঃ।
রামায়াদর্শয়ৎ সীতাং পাবকোঽভূৎ সুরপ্রিয়ঃ ॥
প্রগৃহ্য ভর্ত্তুশ্চরণৌ করাভ্যাং সা সুমধ্যমা।
চকার প্রণতিং ভূমৌ রামায় জনকাত্মজা ॥ ১৩৪
দৃষ্ট্বা হৃষ্টমনা রামো বিস্ময়াকুললোচনঃ।
ননাম বহ্নিং শিরসা তোষয়ামাস রাঘবঃ ॥ ১৩৫

হিতজনক, সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, যোগী, মৃগচর্ম্ম-পরিধায়ী, সর্ব্বভূতের ঈশ্বর এবং পরমপদস্বরূপ, এতাদৃশ বহ্নির শরণাপন্ন হই। জগন্মূর্ত্তি, সর্ব্বতেজের উৎপত্তি স্থান, মহাযোগেশ্বর, আদিত্য, সর্ব্বতেজের প্রভব এবং প্রজাপতি-স্বরূপ সেই বহ্নির শরণাপন্ন হই। যিনি মহাগ্রাস (অর্থাৎ সর্ব্বসংহারক,) ত্রিশূল-ধারী, সর্ব্বযোগীশ্বর, ভুক্তিমুক্তিপ্রদ, সেই কালাগ্নিরুদ্রস্বরূপ বহ্নির শরণাপন্ন হই। হে বহ্নে! তুমি বিরূপাক্ষ, মহাব্যাহৃতিস্বরূপ, হিরণ্ময়গৃহে অব্যক্তরূপে স্থিত, মহান্ এবং অমিততেজা, তোমার শরণাপন্ন হই। যিনি সর্ব্ব প্রাণীতে অবস্থিত, সেই বৈশ্বানরের শরণা-পন্ন হই এবং যিনি হব্যকব্যবাহক ও ঈশ্বর, আমি সেই বহ্নিদেবের শরণাপন্ন হই। যিনি জগৎপ্রসবিতা সবিতার আকাশমণ্ডলস্থ পরম-জ্যোতিঃস্বরূপ, বরেণ্য (জন্ম-মৃত্যুদুঃখাদিভীরু জনগণের উপাসনীয়) মঙ্গলময় পরম তত্ত্ব, সেই বহ্নির শরণাপন্ন হই। হে হব্যবাহন! তুমি আমাকে রক্ষা কর। এই প্রকারে বহ্ন্য-ষ্টক মন্ত্র জপ করিয়া রাম-পত্নী যশস্বিনী সীতা উন্মীলিত নয়নে রামকে মনেমনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ হব্যবাহন মহেশ্বর,

যেন তেজ দ্বারা দহন করিবার নিমিত্তই, সুদী-প্তাত্মা হইয়া আবসথ্য অগ্নি হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই ভগবান্ রাবণ-বধের ইচ্ছায় মায়াময়ী সীতার সৃষ্টি করিয়া রামাভি-লষিতা সীতাকে গ্রহণ করত অন্তর্দ্ধান করি-লেন। রাক্ষসেশ্বর রাবণ সেই মায়াময়ী সীতাকে দর্শনপূর্ব্বক গ্রহণ করত সাগরান্তর্ব্বর্ত্তী লঙ্কাতে গমন করিল। ১২১—১৩০। তদনন্তর লক্ষ্মণের সহিত রাম, রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে গ্রহণ করিতে শঙ্কাকুলিত হইয়া-ছিলেন। সেই মায়াময়ী সীতা সকলের বিশ্বাসের জন্য পুনর্ব্বার অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন এবং অগ্নিও সেই সীতাকে দগ্ধ করিয়া-ছিলেন। উগ্রদীধিতি ভগবান্ অগ্নি মায়াময়ী সীতাকে দগ্ধ করিয়া রামকে প্রকৃত সীতা দেখাইয়াছিলেন. এইজন্য অগ্নি দেবতাদিগের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিলেন। তখন কৃশমধ্যা জনকাত্মজা সীতা হস্তদ্বয় দ্বারা স্বামীর চরণদ্বয় গ্রহণ করিয়া রামোদ্দেশে ভূমিতে প্রণাম করিলেন। এইরূপ বিচিত্রতা দর্শনে বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচন রাম হৃষ্টান্তঃকরণে মস্তকদ্বারা নমস্কার করিয়া বহ্নিকে সন্তোষিত করিলেন।

উবাচ বহ্নিং ভগবন্ কিমেষা বরবর্ণিনী।
দগ্ধা ভগবতা পূর্ব্বং দৃষ্টা মৎপার্শ্বমাগতা॥ ১৩৬
তমাহ দেবো লোকানাং দাহকো হব্যবাহনঃ।
যথাবৃত্তং দাশরথিং ভূতানামেব সন্নিধৌ॥ ১৩৭
ইয়ং সা মিথিলেশেন পার্ব্বতীং রুদ্রবল্লভাম্।
আরাধ্য লব্ধা তপসা দেব্যাশ্চাত্যন্তবল্লভা॥ ১৩৮
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণোপেতা সুশীলেয়ং পতিব্রতা।
ভবানীপার্শ্বমানীতা ময়া রাবণকামিতা॥ ১৩৯
যা নীতা রাক্ষসেশেন সীতা সা ভস্মতাং গতা।
ময়া মায়াময়ী সৃষ্টা রাবণস্য বধায় সা॥ ১৪০
যদর্থং ভবতা দৃষ্টো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
ময়োপসংহৃতা চৈব হতো লোকবিনাশনঃ॥ ১৪১
গৃহাণ বিমলামেনাং জানকীং বচনান্মম।
পশ্য নারায়ণং দেবং স্বাত্মানং প্রভবাব্যয়ম্॥ ১৪২
ইত্যুক্ত্বা ভগবাংশ্চণ্ডো বিশ্বার্চ্চির্বিশ্বতোমুখঃ।
মানিতো রাঘবেণাগ্নির্ভূতৈশ্চান্তরধীয়ত॥ ১৪৩
এতৎ পতিব্রতানাং বৈ মাহাত্ম্যং কথিতং ময়া।
স্ত্রীণাং সর্ব্বাঘশমনং প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম্॥ ১৪৪
অশেষপাপসংযুক্তঃ পুরুষোঽপি সুসংযতঃ।
স্বদেহং পুণ্যতীর্থেষু ত্যক্ত্বা মুচ্যেত কিল্বিষাৎ॥
পৃথিব্যাং সর্ব্বতীর্থেষু স্নাত্বা পুণ্যেষু বা দ্বিজঃ।
মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ সঞ্চিতৈরপি পুরুষঃ॥
ইত্যেষ মানবো ধর্ম্মো যুষ্মাকং কথিতো ময়া।
মহেশারাধনার্থায় জ্ঞানযোগশ্চ শাশ্বতঃ॥ ১৪৭
যোঽনেন বিধিনা যুক্তং জ্ঞানযোগং সমাচরেৎ।
স পশ্যতি মহাদেবং নান্যঃ কল্পশতৈরপি॥ ১৪৮
স্থাপয়েদ্ যঃ পরং ধর্ম্মং জ্ঞানং তৎ পারমেশ্বরম্
ন তস্মাদধিকো লোকে স যোগী পরমো মতঃ॥
যঃ সংস্থাপয়িতুং শক্তো ন কুর্য্যান্মোহিতো জনঃ।
স যোগযুক্তোঽপি মুনির্নাত্যর্থং ভগবৎপ্রিয়ঃ॥১৫০

তদনন্তর অগ্নিকে বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি ত ইঁহাকে এখনই দগ্ধ করিলেন, তবে পুনর্ব্বার কি সৃষ্ট হইয়া ইনি আমার নিকট আসিলেন? সর্ব্বলোক-বিদাহক হব্য-বাহন অগ্নিদেব সমস্ত লোকের সাক্ষাতেই দাশরথি রামকে এই যথাপূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন,—মিথিলেশ্বর জনক হরপ্রিয়া পার্ব্বতীকে তপস্যাদ্বারা আরাধনা করিয়া দেবীর প্রিয়া এই সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন। ভর্ত্তৃ-শুশ্রূষাপরায়ণা, পতিব্রতা, সুশীলা এই সীতাকে রাবণকামিতা দেখিয়া আমি ভবানীপার্শ্বে রাখিয়াছিলাম। রাবণ যে সীতাকে হরণ করিয়াছিল, সে সীতা ভস্মীভূত হইয়াছে। রাবণবধের জন্যই আমি সেই মায়াসীতার সৃষ্টি করিয়াছিলাম। যাহার নিমিত্ত আপনি রাক্ষসেশ্বর রাবণকে দর্শন করিলেন,সেই মায়া-ময়ী সীতা আমাকর্ত্তৃক উপসংহৃতা হইয়াছে। এক্ষণে লোক-বিনাশন রাবণও হত হইয়াছে। অতএব আমি বলিতেছি, এই বিমলা (অর্থাৎ পাপশূন্যা জানকীকে) গ্রহণ করুন এবং আপ-নাকে অবিনাশী কারণ দেবনারায়ণ বলিয়া চিন্তা করুন। বিশ্বার্চ্চির্বিশ্বতোমুখ ভগবান্ অগ্নি এই প্রকার বলিয়া এবং রামচন্দ্র ও প্রাণিগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। পতি-ব্রতা স্ত্রীদিগের এই মাহাত্ম্য আমাকর্ত্তৃক কথিত হইল; মুনিগণ কহিয়াছেন, ইহাই স্ত্রীদিগের সর্ব্বপাপপ্রণাশক প্রায়শ্চিত্ত। নানাবিধ পাপ-সংযুক্ত পুরুষও যদি সুসংযত হইয়া পুণ্য তীর্থে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। পৃথিবীস্থিত পুণ্যতীর্থ-সমূহে স্নান করিলে সঞ্চিত পাতক হইতে পুরুষ মুক্ত হয়। ১৩১—১৪৬। স্বায়ম্ভুব মনুর মতানুসারী এই সকল ধর্ম্ম তোমাদের নিকট বলিলাম এবং মহেশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত নিত্য জ্ঞানযোগও বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি এই বিধানানুসারে জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই মহাদেবকে দর্শন করিতে পারেন, অন্য ব্যক্তি শতকল্পেও তাঁহার দর্শন পায় না। যে ব্যক্তি ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানরূপ পরম ধর্ম্ম স্থাপনা করে, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক ইহলোকে কেহই নাই এবং সেই ব্যক্তিই পরম যোগী। যে ব্যক্তি এইরূপ ধর্ম্মস্থাপনে সমর্থ হইয়াও মোহ বশতঃ এই ধর্ম্ম সংস্থাপন করে না, সে মুনি বা যোগযুক্ত হইলেও ভগবানের

তস্মাৎ সদৈব দাতব্যং ব্রাহ্মণেষ বিশেষতঃ।
ধর্ম্মযুক্তেষু শান্তেষু শ্রদ্ধয়া চান্বিতেষু বৈ ॥ ১৫১
যঃ পঠেদ্ভবতাং নিত্যং সংবাদং মম চৈব হি।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো গচ্ছেত পরমাং গতিম্ ॥১৫
শ্রাদ্ধে বা দৈবিকে কার্য্যে ব্রাহ্মণানাঞ্চ সন্নিধৌ।
পঠেত নিত্যং সুমনাঃ শ্রোতব্যঞ্চ দ্বিজাতিভিঃ ॥
যোঽর্থং বিচার্য্য যুক্তাত্মা শ্রাবয়েদ্বা দ্বিজান্ শুচীন্
স দোষকঞ্চুকং ত্যক্ত্বা যাতি দেবং মহেশ্বরম্ ॥
এতাবদুক্ত্বা ভগবান্ ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
সমাশ্বাস্য মুনীন্ সূতং জগাম চ যথাগতম্ ॥ ১৫৫

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্মবিদ্যায়াং প্রায়শ্চিত্তবিবেকো নাম
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ৩৩
ব্যাসগীতা সমাপ্তা

অত্যন্ত প্রিয় হয় না। অতএব সর্ব্বদা এই জ্ঞানের দান করিবে; বিশেষতঃ ধর্ম্মযুক্ত শান্ত ও শ্রদ্ধান্বিত ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। যে ব্যক্তি এই ব্যাসঋষি-সংবাদ প্রত্যহ পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। শ্রাদ্ধ বা দৈবকার্য্যে অথবা ব্রাহ্মণের সন্নিধানে সুমনাঃ হইয়া প্রত্যহ ইহা পাঠ করিবে এবং দ্বিজগণ প্রত্যহ ইহা শ্রবণ করিবেন। যে যুক্তাত্মা ব্যক্তি ইহার অর্থ বিচার করিয়া শুচি ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করায়, সে ব্যক্তি দোষকঞ্চুক অর্থাৎ দোষরূপ আবরণ পরিত্যাগ করিয়া মহেশ্বরসমীপে গমন করে। সত্যবতী-সুত ভগবান ব্যাস এই প্রকার বাক্য দ্বারা মুনিদিগকে ও সূতকে সমাশ্বাসিত করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। ১৪৭—১৫৫।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥
ব্যাসগীতা সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।
তীর্থানি যানি লোকেঽস্মিন্ বিশ্রুতানি মহান্ত্যপি
তানি ত্বং কথয়াস্মাকং রোমহর্ষণ সাম্প্রতম্ ॥ ১
রোমহর্ষণ উবাচ।
শৃণুধ্বং কথয়িষ্যেঽহং তীর্থানি বিবিধানি চ।
কথিতানি পুরাণেষু মুনিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ২
যত্র স্নানং জপো হোমঃ শ্রাদ্ধদানাদিকং কৃতম্।
একৈকশো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥ ৩
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রয়াগং প্রথিতং তীর্থং যস্য মাহাত্ম্যমীরিতম ॥ ৪
অন্যচ্চ তীর্থপ্রবরং কুরূণাং দেববন্দিতম্।
ঋষীণামাশ্রমৈর্জুষ্টং সর্ব্বপাপবিশোধনম্ ॥ ৫
তত্র স্নাত্বা বিশুদ্ধাত্মা দম্ভ-মাৎসর্য্যবর্জ্জিতঃ।
দদাতি যৎ কিঞ্চিদপি পুনাত্যুভয়তঃ কুলম্ ॥ ৬
পরং গুহ্যং গয়াতীর্থং পিতৄণাঞ্চাতিদুর্লভম্।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে রোমহর্ষণ। সম্প্রতি জগতে যে সকল মহাতীর্থ ও বিখ্যাত তীর্থ আছে, সে সকল আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর। রোমহর্ষণ বলিলেন,—ব্রহ্মাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক পুরাণে কথিত বিবিধ তীর্থ সকল আমি বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। হে মহর্ষিগণ। যে স্থানে স্নান, জপ, হোম, শ্রাদ্ধ ও দানাদি ইহার এক একটি কৃত হইলেও তাহা সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করে, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার ক্ষেত্র সেই পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণ তীর্থ প্রয়াগ নামে বিখ্যাত। তাহার মাহাত্ম্য আমি ইতি-পূর্ব্বে আপনাদিগকে বলিয়াছি। কুরুক্ষেত্র নামে আর এক উৎকৃষ্ট তীর্থ আছে, উহা দেবতাদিগেরও বন্দিত। ঐ তীর্থ ঋষিগণের আশ্রমবিশিষ্ট ও সর্ব্বপাপবিনাশন। দম্ভ ও মাৎসর্য্যরহিত এবং বিশুদ্ধাত্মা হইয়া ঐ তীর্থে স্নানপূর্ব্বক যাহা কিছু দান করা যায়, তাহা দাতার উভয় কুল পবিত্র করে। গয়াতীর্থ

কৃত্বা পিণ্ডপ্রদানন্তু ন ভূয়ো জায়তে নরঃ ॥ ৭
সকৃদ্গয়াভিগমনং কৃত্বা পিণ্ডং দদাতি যঃ।
তারিতাঃ পিতরস্তেন যাস্যন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৮
তত্র লোকহিতার্থায় রুদ্রেণ পরমাত্মনা।
শিলাতলে পদং ন্যস্তং পিতৄন্ তত্র প্রসাদয়েৎ ॥৯
গয়াভিগমনং কর্ত্তুং যঃ শক্তো নাভিগচ্ছতি।
শোচন্তি পিতরস্তং বৈ বৃথা তস্য পরিশ্রমঃ ॥ ১০
গায়ন্তি পিতরো গাথাঃ কীর্ত্তয়ন্তি মহর্ষয়ঃ।
গয়াং যাস্যতি যঃ কশ্চিৎ সোঽস্মান্
সন্তারয়িষ্যতি ॥১১
যদি স্যাৎ পাতকোপেতঃ স্বধর্ম্মপরিবর্জ্জিতঃ।
গয়াং যাস্যতি বংশোত্থঃ সোঽস্মান্ সন্তারয়িষ্যতি
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রাঃ শীলবন্তো গুণান্বিতাঃ।
তেষান্তু সমবেতানাং যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ব্রাহ্মণস্তু বিশেষতঃ।
প্রদদ্যাদ্বিধিবৎ পিণ্ডান্ গয়াং গত্বা সমাহিতঃ॥১৩
ধন্যাস্তু খলু তে মর্ত্ত্যা গয়ায়াং পিণ্ডদায়িনঃ।
কুলান্যুভয়তঃ সপ্ত সমুদ্ধৃত্যাপ্নুয়ুঃ পরম্ ॥ ১৫
অন্যচ্চ তীর্থপ্রবরং সিদ্ধাবাসমুদাহৃতম্।
প্রভাসমিতি বিখ্যাতং যত্রাস্তে ভগবান্ ভবঃ ॥
তত্র স্নানং ততঃ শ্রাদ্ধং ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনম্।
কৃত্বা লোকমবাপ্নোতি ব্রহ্মণোঽক্ষয়মুত্তমম্ ॥১৭
তীর্থং ত্রৈয়ম্বকং নাম সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্।
পূজয়িত্বা-তত্র রুদ্রং জ্যোতিষ্টোমফলং লভেৎ ॥
সুপর্ণাক্ষং মহাদেবং সমভ্যর্চ্চ্য কপর্দ্দিনম্।
ব্রাহ্মণান পূজয়িত্বা চ গাণপত্যং লভেদ্ ধ্রুবম্ ॥
সোমেশ্বরং তীর্থবরং রুদ্রস্য পরমেষ্ঠিনঃ।
সর্ব্বব্যাধিহরং পুণ্যং রুদ্রসালোক্যকারণম্ ॥ ২০
তীর্থানাং পরমং তীর্থং বিজয়ং নাম শোভনম্।

অতি গুহ্যতীর্থ ও পিতৃলোকের অতি দুর্লভ। সে স্থানে পিণ্ডদান করিলে মনুষ্য পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি একবারও গয়ায় গমন করিয়া পিণ্ড দান করে, তাহার পিতৃলোক তৎকর্তৃক উদ্ধারিত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন। পরমাত্মা রুদ্র সর্ব্বলোক-হিতের নিমিত্ত গয়াতীর্থে শিলাতলে পদন্যাস করিয়াছেন; ঐ স্থানে পিণ্ডদানাদি দ্বারা পিতৃগণের প্রীত্যুৎপাদন করিতে হয় গয়া-তীর্থে গমন করিতে সমর্থ হইয়াও যে ব্যক্তি গমন না করে, সেই ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া পিতৃলোক দুঃখ করিয়া থাকেন; সুতরাং তাহার অন্যান্য কর্ম্ম করা বৃথা পরিশ্রম মাত্র ১—১০। গয়া সম্বন্ধে পিতৃগণ যে গাথাগুলি গান করেন, মহর্ষিগণ তাহা এইরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যথা;—"বংশের যে কেহ গয়া যাইবে, সে-ই আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। আমাদিগের বংশসম্ভূত কোনও ব্যক্তি যদি পাপী ও স্বধর্ম্মপরিবর্জ্জিত হইয়াও গয়ায় গমন করে, তথাপি সে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। সুশীল এবং সদ্গুণাক্রান্ত বহুপুত্রের বাসনা করিতে হয়, যেহেতু তৎসমুদায়ের মধ্যে কেহ না কেহ গয়ায় গমন করিতে পারে।" এই কারণে সর্ব্ববর্ণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রযত্নে গয়ায় গমন করিয়া একাগ্রচিত্তে বিধানানুসারে পিণ্ড দান করিবে। যে সকল মানব গয়ায় পিণ্ডদান করে, তাহারাই ধন্য। তাহারা পিতৃ-কুল ও মাতামহকুল এই উভয় কুলের সপ্তম-পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়া স্বয়ং পরম স্থান প্রাপ্ত হয়। প্রভাস নামে বিখ্যাত অন্য আর একটী তীর্থপ্রবর আছে। তাহা সিদ্ধাবাস (সিদ্ধগণের আবাসভূমি) বলিয়া কথিত হয়। সেখানে ভগবান মহাদেব বাস করিতেছেন। ঐ তীর্থে স্নানান্তর ব্রাহ্মণপূজা করিলে মানবগণ উত্তম অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বদেবনমস্কৃত ত্র্যম্বক-নামক যে তীর্থ আছে, সেখানে রুদ্রের পূজা করিলে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং তথায় সুপর্ণাক্ষ-নামক মহাদেবকে অর্চনা করিলে ও ব্রাহ্মণ-দিগকে পূজা করিলে নিশ্চয় গাণপত্য লাভ করে। পরমেষ্ঠী মহাদেবের সোমেশ্বর নামে যে শ্রেষ্ঠতীর্থ আছে, তাহা সর্ব্বব্যাধি-বিনাশন, পবিত্র ও রুদ্রসালোক্যের (অর্থাৎ রুদ্রলোকে বাসরূপ মুক্তিবিশেষের) কারণ। ১১—২০। বিজয়-নামক যে সুন্দর তীর্থ, উহা সকল তীর্থ

তত্র লিঙ্গং মহেশস্য বিজয়ং নাম বিশ্রুতম্ ॥২১
ষণ্মাসং নিয়তাহারো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
উষিত্বা তত্র বিপ্রেন্দ্রাঃ প্রযান্তি পরমং পদম্ ॥২২
অন্যচ্চ তীর্থপ্রবরং পূর্ব্বদেশেষু শোভনম্।
একাম্রং দেবদেবস্য গাণপত্য-ফলপ্রদম্ ॥ ২৩
দত্ত্বাত্র শিবভক্তানাং কিঞ্চিচ্ছশ্বন্মহীং শুভাম্।
সার্ব্বভৌমো ভবেদ্রাজা মুমুক্ষুর্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥২৪
মহানদীজলং পুণ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
গ্রহণে তদুপস্পৃশ্য মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২৫
অন্যা চ বিরজা নাম নদী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা।
তস্যাং স্নাত্বা নরো বিপ্রা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
তীর্থং নারায়ণস্যান্যন্নাম্না তু পুরুষোত্তমম্।
তত্র নারায়ণঃ শ্রীমানাস্তে পরমপুরুষঃ ॥ ২৭
পূজয়িত্বা পরং বিষ্ণুং স্নাত্বা তত্র দ্বিজোত্তমঃ।
ব্রাহ্মণান্ পূজয়িত্বা তু বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥২৮
তীর্থানাং পরমং তীর্থং গোকর্ণং নাম বিশ্রুতম্।
সর্ব্বপাপহরং শম্ভোর্নিবাসঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২৯
দৃষ্ট্বা লিঙ্গন্তু দেবস্য গোকর্ণেশ্বরমুত্তমম্।
ঈপ্সিতাঁল্লভতে কামান্ রুদ্রস্য দয়িতো ভবেৎ ॥
উত্তরঞ্চাপি গোকর্ণং লিঙ্গং দেবস্য শূলিনঃ।
মহাদেবঞ্চার্চ্চয়িত্বা শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১
তত্র দেবো মহাদেবঃ স্থাণুরিত্যভিবিশ্রুতঃ।
তং দৃষ্ট্বা সর্ব্বপাপেভ্যস্তৎক্ষণান্মুচ্যতে নরঃ ॥ ৩২
অন্যৎ কুব্জাশ্রমং পুণ্যং স্থানং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ।
সম্পূজ্য পুরুষং বিষ্ণুং শ্বেতদ্বীপে মহীয়তে ॥৩৩
যত্র নারায়ণো দেবো রুদ্রেণ ত্রিপুরারিণা।
কৃত্বা যজ্ঞস্য মথনং দক্ষস্য তু বিসর্জ্জিতঃ ॥ ৩৪
সমন্তাদ্‌যোজনং ক্ষেত্রং সিদ্ধর্ষিগণসেবিতম্।
পুণ্যমায়তনং বিষ্ণোস্তত্রাস্তে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩৫
অন্যৎ কোকামুখং বিষ্ণোস্তীর্থমদ্ভুতকর্ম্মণঃ।

হইতে শ্রেষ্ঠতীর্থ। এই তীর্থে মহাদেবের বিজয়-নামক একটি বিখ্যাত লিঙ্গ আছে। এইস্থানে ছয়মাস কাল সংযতাহার, সমাহিত-চিত্ত ও ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিলে বিপ্রগণ পরমপদ প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বদেশে মহাদেবের একাম্র-নামক অপর একটী সুন্দর তীর্থপ্রবর আছে। সেই তীর্থে গমন করিলে গাণপত্য-প্রাপ্তি হয়। এইস্থানে শিবভক্তের উদ্দেশে অল্পপরিমাণেও ভূমি দান করিলে বিষয়ানু-রাগী ব্যক্তি সার্ব্বভৌম রাজা হয় এবং মুমুক্ষু মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। মহানদীর অতি পবিত্র জল সর্ব্ববিধ পাপ নষ্ট করে। গ্রহণ-সময়ে ঐ জল স্পর্শ করিলে মানব সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয়। হে বিপ্রগণ। ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা বিরজা নামে অন্য একটি নদী আছে, যদ্যপি মানবগন তাহাতে স্নান করে তাহা হইলে ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। ভগবান্ নারায়ণের পুরুষোত্তম-নামক অন্য একটী তীর্থ আছে; ঐ তীর্থে পরমপুরুষ শ্রীমন্নারায়ণ দেব বিরাজ করিতেছেন। ঐ স্থানে স্নান করিয়া পরমপুরুষ বিষ্ণুর পূজা করত ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয়। তীর্থের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপাপহর গোকর্ণ নামে বিশ্রুত একটী তীর্থ আছে; তাহা পরমেষ্ঠী শম্ভুর নিবাসভূমি। ২১—২৯। মহাদেবের অত্যুত্তম লিঙ্গ গোকর্ণে-শ্বরকে দর্শন করিলে মানব বাঞ্ছিত ফল লাভ করে এবং ভগবান্ মহাদেবের প্রিয় হয়। উত্তর গোকর্ণেও শূলধারি-মহাদেবের লিঙ্গ আছে; তথায় মহাদেবের পূজা করিলে শিব-সাযুজ্যপ্রাপ্তি হয়। উত্তর-গোকর্ণে দেবদেব মহাদেব স্থাণু নামে বিখ্যাত; তাঁহাকে দর্শন করিলে মনুষ্যগণ তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। মহাত্মা বিষ্ণুর কুব্জাশ্রম নামে অন্য একটি অতি পবিত্র স্থান আছে, এই স্থানে মহাপুরুষ বিষ্ণুকে পূজা করিলে দেহান্তে শ্বেতদ্বীপে সম্মানিত হয় (বিষ্ণুলোকে গমন করে)। এই স্থানে ত্রিপুরারি রুদ্র দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিয়া দেব নারায়ণকে পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন। সেই ক্ষেত্র সিদ্ধ-ঋষিসমূহসেবিত, চতুর্দ্দিকে যোজন-পরিমিত ও বিষ্ণুর অতি পবিত্র আয়তন; তাহাতে পুরুষোত্তম বিষ্ণু বিরাজমান। অদ্ভুতকর্ম্মা বিষ্ণুর কোকামুখ নামে আর একটি তীর্থ আছে; ঐ স্থানে

মুক্তোঽত্র পাতকৈর্মর্ত্ত্যো বিষ্ণুসারূপ্যমাপ্নুয়াৎ ॥
শালগ্রামং মহাতীর্থং বিষ্ণোঃ প্রীতিবিবর্দ্ধনম্।
প্রাণাংস্তত্র নরস্ত্যক্ত্বা হৃষীকেশং প্রপশ্যতি ॥ ৩৭
অশ্বতীর্থমিতি খ্যাতং সিদ্ধাবাসং সুপাবনম্।
আস্তে হয়শিরা নিত্যং তত্র নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥৩৮
তীর্থং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং (ক) ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ
পুষ্করং সর্ব্বপাপঘ্নং মৃতানাং ব্রহ্মলোকদম্ ॥ ৩৯
মনসা সংস্মরেদ্ যস্তু পুষ্করং বৈ দ্বিজোত্তমঃ।
পূয়তে পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ শক্রেণ সহ মোদতে ॥৪০
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সযক্ষোরগরাক্ষসাঃ।
উপাসতে সিদ্ধসঙ্ঘা ব্রহ্মাণং পদ্মসম্ভবম্ ॥ ৪১
তত্র স্নাত্বা লভেচ্ছুদ্ধো ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিন।
পূজয়িত্বা দ্বিজবরা ব্রহ্মাণং সম্প্রপশ্যতি ॥ ৪২

তত্রাভিগম্য দেবেশং পুরুহূতমনিন্দিতম্।
তদ্রূপো জায়তে মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥
সপ্তগোদাবরং তীর্থং ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিষেবিতম্।
পূজয়িত্বা তত্র রুদ্রমশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৪৪
যত্র মঙ্কণকো রুদ্রং প্রপন্নঃ পরমেশ্বরম্।
আরাধয়ামাস হরং পঞ্চাক্ষরপরায়ণঃ ॥ ৪৫
নমঃ শিবায়েতি মুনির্জপন্ পঞ্চাক্ষরম্বিদম্।
আরাধয়ামাস শিবং তপসা গোবৃষধ্বজম্ ॥ ৪৬
প্রজজ্বালাথ তপসা মুনির্মঙ্কণকস্তদা।
ননর্ত্ত হর্ষবেগেণ জ্ঞাত্বা রুদ্রং সমাগতম্।
তং প্রাহ ভগবান্ রুদ্রঃ কিমর্থং নর্ত্তিতং ত্বয়া ॥
দৃষ্ট্বাপি দেবমীশানং নৃত্যতি স্ম পুনঃপুনঃ।
সোঽন্বীক্ষ্য ভগবানীশঃ সগর্ব্বং গর্ব্বশান্তয়ে ॥ ৪৮
স্বকং দেহং বিদার্য্যাসৌ ভস্মরাশিমদর্শয়ৎ।

গমন করিলে মনুষ্য সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুসারূপ্য (বিষ্ণুর তুল্য রূপ) প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুর প্রীতিবিবর্দ্ধন, শালগ্রাম নামে একটি মহাতীর্থ আছে; মানবগণ এই স্থানে প্রাণ ত্যাগ করিলে হৃষীকেশকে দর্শন করিয়া থাকে (তাহার সামীপ্যমুক্তি হয়)। সিদ্ধদিগের বাসস্থান অশ্বতীর্থ নামে বিখ্যাত অতি পবিত্রতাকারক একটি তীর্থ আছে, ঐ তীর্থে ভগবান্ নারায়ণ হয়গ্রীবরূপে সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার ত্রৈলোক্যবিশ্রুত পুষ্কর নামে একটি তীর্থ আছে; উহা সর্ব্ব-পাপনাশক; তথায় মরিলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। যে দ্বিজোত্তম মনে মনেও পুষ্করতীর্থ স্মরণ করেন, তিনি সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হন এবং দেহান্তে ইন্দ্রলোকে ইন্দ্রের সহিত আনন্দ উপভোগ করেন। ৩০—৪০। সেই পুষ্করক্ষেত্রে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সিদ্ধ, উরগ ও রাক্ষসগণ ইঁহারা সকলেই পদ্মযোনি ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মনুষ্যগণ সে স্থানে স্নান করিলে শুদ্ধ হয় এবং পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে পূজা করিলে ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে পাবে। সেই স্থানে অনিন্দিত দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাগত হইলে (পূজা করিলে) মনুষ্যগণের সমস্ত অভিলষিত ফল লাভ হয় ও পরলোকে ইন্দ্রত্বপদ লাভ হয়। ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক পরিষেবিত সপ্তগোদা-বর নামে একটী তীর্থ আছে; তথায় মহা-দেবকে পূজা করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। সেই স্থানে মঙ্কণক মুনি পরমেশ্বর রুদ্রের শরণাগত ও পঞ্চাক্ষরপরায়ণ হইয়া মহা-দেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। সেই মুনি "নমঃ শিবায়" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করত তপস্যা দ্বারা বৃষধ্বজ মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর মঙ্কণক মুনি তপস্যা দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন (তখন তাঁহার তপঃসিদ্ধি হইল) এবং ভগবান রুদ্রকে সমাগত জানিয়া হর্ষ-বেগে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভগবান রুদ্র মুনির এই প্রকার নৃত্য দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন—তুমি কি নিমিত্ত এরূপ নৃত্য করিতেছ? মঙ্কণক মুনি মহাদেব মহেশ্বরকে দর্শন করিয়াও পুনঃপুন নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভগবান্ মহেশ্বর মুনিকে গর্ব্বযুক্ত দেখিয়া গর্ব্বশান্তির

(ক) ইতঃপরং ক্বচিৎ পুস্তকে—"সিদ্ধাবাসং সুশোভনম্। তত্রাস্তি পুণ্যদং তীর্থমিতি পাদ-দ্বয়মধিকং দৃশ্যতে।

পশ্চেনং মচ্ছরীরোত্থং ভস্মাপি ত্বং দ্বিজোত্তম।
মাহাত্ম্যমেতৎ তপসস্ত্বাদৃশোঽন্যোঽপি বিদ্যতে
যৎ সগর্ব্বং হি ভবতা নর্ত্তিতং মুনিপুঙ্গব।
ন যুক্তং তাপসস্যৈতৎ ত্বত্তোঽপ্যত্যধিকো হ্যহম্
ইত্যাভাষ্য মুনিশ্রেষ্ঠং স রুদ্রঃ কিল বিশ্বদৃক্।
আস্থায় পরমং ভাবং ননর্ত্ত জগতো হরঃ॥ ৫১
সহস্রশীর্ষা ভূত্বা স সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
দংষ্ট্রাকরালবদনো জ্বালামালী ভয়ঙ্করঃ॥ ৫২
সোঽন্বপশ্যদথেশস্য পার্শ্বে তস্য ত্রিশূলিনঃ।
বিশাললোচনামেকাং দেবীং চারুবিলাসিনীম্॥
সূর্য্যাযুতসমাকারাং প্রসন্নবদনাং শিবাম্।
সস্মিতং প্রেক্ষ্য বিশ্বেশং তিষ্ঠন্তীমমিতদ্যুতিম্॥
দৃষ্ট্বা সন্ত্রস্তহৃদয়ো বেপমানো মুনীশ্বরঃ।
ননাম শিরসা রুদ্রং রুদ্রাধ্যায়ং জপন বশী॥ ৫৫
প্রসন্নো ভগবানীশস্ত্র্যম্বকো ভক্তবৎসলঃ।
পূর্ব্ববেষং স জগৃহে দেবী চান্তর্হিতাভবৎ॥ ৫৬
আলিঙ্গ্য ভক্তং প্রণতং দেবদেবঃ স্বয়ং শিবঃ।
ন ভেতব্যং ত্বয়া বৎস প্রাহ কিং তে দদাম্যহম্
প্রণম্য মূর্দ্ধ্না গিরিশং হরং ত্রিপুরসূদনম্।
বিজ্ঞাপয়ামাস তদা হৃষ্টঃ প্রষ্টুমনা মুনিঃ॥ ৫৮
নমোঽস্তু তে মহাদেব মহেশ্বর নমোঽস্তু তে।
কিমেতদ্ভগবদ্রূপং সুঘোরং বিশ্বতোমুখম্॥ ৫৯
কা চ সা ভগবৎপার্শ্বে রাজমানা ব্যবস্থিতা।
অন্তর্হিতৈব সহসা সর্ব্বমিচ্ছামি বেদিতুম্॥ ৬০
ইত্যুক্তো ব্যাজহারেশস্তদা মঙ্কণকং হরঃ।
মহেশঃ স্বাত্মনো যোগং দেবীঞ্চ ত্রিপুরানলঃ॥
অহং সহস্রনয়নঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বতোমুখঃ।
দাহকঃ সর্ব্বপাশানাং কালঃ কালহরো হরঃ॥ ৬২
ময়ৈব প্রের্য্যতে বিশ্বং চেতনাচেতনাত্মকম্।

নিমিত্ত স্বকীয় দেহ বিদারণপূর্ব্বক তাঁহাকে ভস্মের রাশি দেখাইলেন এবং বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম। আমার শরীরোত্থিত এই ভস্মরাশি তুমি দর্শন কর, ইহা তপস্যার মাহাত্ম্য! তোমার ন্যায় তপস্বী আরও আছে। কিন্তু হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি যে সগর্ব্বে এই নৃত্য করিয়াছ, ইহা তাপসের পক্ষে অতীব অযুক্ত। দেখ, তোমা অপেক্ষাও আমি তপস্যায় অধিক শ্রেষ্ঠ।৪১—৫০। বিশ্বদর্শী জগৎসংহারকর্ত্তা রুদ্র, মুনিশ্রেষ্ঠকে এইরূপ বলিয়া পরম ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রচরণ, দংষ্ট্রাকরালবদন, অর্চিস্মান্ ও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর মঙ্কণক-ঋষি সেই মহাদেবের পার্শ্ববর্ত্তিনী, বিশাল-লোচনা, মনোহর বিলাসশালিনী, অযুতসূর্য্যবৎ প্রকাশমানা, প্রসন্নবদনা রমণীয়া এক দেবীকে দর্শন করিলেন। ঐ অমিতদ্যুতিশালিনী দেবী ঈষৎ হাস্য সহকারে বিশ্বেশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। এইরূপ সন্দর্শন করিয়া জিতেন্দ্রিয় মঙ্কণক মুনি ভয়ে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া রুদ্রাধ্যায় জপ করত অবনত মস্তকে ভগবান্ রুদ্রকে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ মহেশ্বর মুনির প্রতি প্রসন্ন হইয়া সেই ভয়ঙ্কর রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বরূপ ধারণ করিলেন এবং দেবীও অন্তর্হিতা হইলেন। প্রণত ভক্ত মঙ্কণক মুনিকে দেবদেব মহাদেব স্বয়ং আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন;—হে বৎস! তোমার কোনও ভয় নাই। তোমাকে কি দান করিব, বল। তখন মঙ্কণকমুনি হৃষ্ট হইয়া ত্রিপুরসূদন মহাদেবকে নতমস্তকে প্রণাম করত জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছায় বলিলেন,—হে মহাদেব! আপনাকে নমস্কার করি। হে মহেশ্বর! আপনাকে নমস্কার করি। আপনার এই যে বিশ্বতোমুখ অতি ভয়ানক রূপ, ইহা কি? আর যিনি আপনার পার্শ্বে বিরাজমানা ছিলেন এবং সহসা অন্তর্হিতা হইলেন, তিনিই বা কে? এই সমস্ত জানিবার ইচ্ছা করি।" ৫১—৬০। মঙ্কণক মুনি মহাদেবকে এই প্রকার বলিলে ত্রিপুরদাহক মহেশ্বর আপনার যোগ ও দেবীর বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণন করিতে লাগিলেন,—আমি সহস্রনয়ন, সর্ব্বপ্রাণীর আত্মা ও আমি সর্ব্বতোমুখ; আমি সমস্ত পাশের (সংসারবন্ধনের) দাহক; আমি কালস্বরূপ ও কালহর মহাদেব হর। চেতনা-

সোঽন্তর্যামী স পুরুষো হ্যহং বৈ পুরুষোত্তমঃ ॥
তস্য সা পরমা মায়া প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা।
প্রোচ্যতে মুনিভিঃ শক্তির্জগদ্যোনিঃ সনাতনী॥
স এষ মায়য়া বিশ্বং ব্যামোহয়তি বিশ্বকৃৎ।
নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তো মায়ারূপ ইতি শ্রুতিঃ ॥
এবমেতৎ জগৎ সর্বং সর্বদা স্থাপয়াম্যহম্।
যোজয়ামি প্রকৃত্যাহং পুরুষং পঞ্চবিংশকম্ ॥৬৬
তয়া স সঙ্গতো দেবঃ কূটস্থঃ সর্বগোঽমলঃ।
সৃজত্যশেষমেবেদং স্বমূর্ত্তেঃ প্রকৃতেরজঃ ॥ ৬৭
স দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা বিশ্বরূপঃ পিতামহঃ ॥৬৮
তবৈতৎ কথিতং সম্যক্ স্রষ্টৃত্বং পরমেষ্ঠিনঃ।

একোঽহং ভগবান্ কালো হ্যনাদিশ্চান্তকৃদ্বিভুঃ॥
সমাস্থায় পরং ভাবং প্রোক্তো রুদ্রো মনীষিভিঃ।
মমৈব সা পরা শক্তির্দেবী বিদ্যেতি বিশ্রুতা।
দৃষ্টা হি ভবতা নূনং বিদ্যাদেহঃ স্বয়ং ততঃ ॥৭০
এবমেতানি তত্ত্বানি প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।
বিষ্ণুর্ব্রহ্মা চ ভগবান্ রুদ্রঃ কাল ইতি শ্রুতিঃ॥৭১
ত্রয়মেতদনাদ্যন্তং ব্রহ্মণ্যেব ব্যবস্থিতম্।
তদাত্মকং তদব্যক্তং তদক্ষরমিতি শ্রুতিঃ ॥৭২
আত্মানন্দপরং তত্ত্বং চিন্মাত্রং পরমং পদম্।
আকাশং নিষ্কলং ব্রহ্ম তস্মাদন্যন্ন বিদ্যতে ॥৭৩
এবং বিজ্ঞায় ভবতা ভক্তিযোগাশ্রয়েণ তু।
সম্পূজ্যো বন্দনীয়োঽহং ততস্তং পশ্যসীশ্বরম্ ॥
এতাবদুক্ত্বা ভগবান্ জগামাদর্শনং হরঃ।

ত্মক বিশ্বকে আমি প্রেরণ করিয়া থাকি; অতএব আমিই সেই অন্তর্যামী পুরুষ এবং পুরুষোত্তমও আমিই (অর্থাৎ আমিই জীবাত্মা ও পরমাত্মা)। ত্রিগুণময়ী যে মূলপ্রকৃতি, তিনি সেই পুরুষোত্তমেরই পরমা মায়া। মুনিগণ সেই মায়াশক্তিকেই জগদ্যোনি সনাতনী বলিয়া থাকেন। সেই পরম অব্যক্ত বিশ্বস্রষ্টা নারায়ণ স্বীয় মায়া দ্বারা সমস্ত জগৎকে বিমোহিত করিয়া থাকেন, এইরূপ শ্রুতি আছে। ঐ নারায়ণ স্বরূপে আমি এই সমস্ত জগৎকে এবম্প্রকারে সর্বদা স্ব স্ব কার্য্যে স্থাপন করিয়া থাকি এবং পঞ্চবিংশ-তত্ত্বরূপী পুরুষকে প্রকৃতির সহিত যুক্ত করিয়া থাকি। * সর্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিত্য, কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ ঐ অনাদি নারায়ণদেব স্বকীয় শক্তিরূপ প্রকৃতির সহিত সঙ্গত হইয়া স্বীয় মূর্ত্তি প্রকৃতি হইতে এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মায়াসঙ্গত বিশ্বরূপ ভগবান্ নারায়ণদেবই সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরমেষ্ঠীর সৃষ্টিকারকত্ব তোমার নিকটে সম্যক্রূপে এই উক্ত হইল। অদ্বিতীয় ও বিভু (সর্বব্যাপী) আমিই ভগবান্ অনাদি কালস্বরূপ এবং জগতের অন্তকারী; পরম ভাব আশ্রয় করিয়া আমিই মনীষিগণ কর্ত্তৃক রুদ্রপদ-বাচ্য হইয়া থাকি। হে বৎস! যে দেবীকে আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী দেখিয়াছিলে, তিনি আমারই শক্তি বিদ্যানামে প্রসিদ্ধা। অতএব তুমি স্বয়ং আমার ঐ বিদ্যা-দেহ দেখিয়াছ। ৬৯—৭০। এই সমস্ত তত্ত্ব (জগতের প্রকৃত অবস্থা) এইরূপ। প্রকৃতি ও জীবের ঈশ্বর আমিই—স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এবং সর্বভূতের লয়কারক ভগবান্ রুদ্র; এইরূপ শ্রুতি আছে। উৎপত্তিবিনাশরহিত এই তিনটী তত্ত্বই (পদার্থই) পরব্রহ্মে ব্যবস্থিত; এই নিমিত্ত এই তিন পদার্থই ব্রহ্মাত্মক, অব্যক্ত ও অক্ষর; শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে। আত্মানন্দময়, তত্ত্বস্বরূপ, চিন্মাত্র, পরমপদ (সর্বভূতের পরম স্থান) আকাশবৎ সর্বব্যাপী ও নিষ্কল (নিরংশ) যে ব্রহ্ম, তদ্ভিন্ন জগতে অন্য পদার্থ কিছুই নাই। এই প্রকার জানিয়া তুমি ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্বক আমার পূজা ও বন্দনা কর, তাহা হইলেই ঈশ্বরকে তত্ত্ব

* সাংখ্য মতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অর্থাৎ পদার্থ; তন্মধ্যে চতুর্বিংশতি পদার্থ জড় অর্থাৎ অচেতন আর পঞ্চবিংশতির পূরণীভূত পদার্থটী চিৎ অর্থাৎ চেতন পদার্থ, তাহাকেই পুরুষ বলে। ঐ পুরুষ প্রকৃতির সহিত যোগে জীব নামে বিখ্যাত হন।

তত্রৈব ভক্তিযোগেন রুদ্রমারাধয়ন্মুনিঃ ॥ ৭৫
এতৎ পবিত্রমতুলং তীর্থং ব্রহ্মর্ষিসেবিতম্ ।
সংসেব্য ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে তীর্থোপাখ্যানে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অন্যৎ পবিত্রং বিপুলং তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্
রুদ্রকোটিরিতি খ্যাতং রুদ্রস্য পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১
পুরা পুণ্যতমে কালে দেবদর্শনতৎপরাঃ ।
কোটিব্রহ্মর্ষয়ো দান্তাস্তং দেশমগমন্ পরম্ ॥ ২
অহং দ্রক্ষ্যামি গিরিশং পূর্ব্বমেব পিনাকিনম্ ।
অন্যোন্যং ভক্তিযুক্তানাং বিবাদোঽভূন্মহান্ কিল
তেষাং ভক্তিং তদা দৃষ্ট্বা গিরিশো যোগিনাং গুরুঃ ।
কোটিরূপোঽভবদ্রুদ্রো রুদ্রকোটিস্ততঃ স্মৃতঃ ॥
তে স্ম সর্ব্বে মহাদেবং হরং গিরিগুহাশয়ম্ ।
পশ্যন্তঃ পার্ব্বতীনাথং হৃষ্টপুষ্টধিয়োঽভবন্ ॥ ৫
অনাদ্যন্তং মহাদেবং পূর্ব্বমেবাহমীশ্বরম্ ।
দৃষ্টবানিতি ভক্ত্যা তে রুদ্রন্যস্তধিয়োঽভবন্ ॥ ৬
অথান্তরীক্ষে বিমলং পশ্যন্তি স্ম মহত্তরম্ ।
জ্যোতিস্তত্রৈব তে সর্ব্বে লীনাস্তৎ পরং পদম্ ॥ ৭
যতঃ স দেবোঽধ্যুষিতস্তীর্থং পুণ্যতমং শুভম্ ।
দৃষ্ট্বা রুদ্রং সমভ্যর্চ্চ্য রুদ্রসামীপ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮
অন্যচ্চ তীর্থপ্রবরং নাম্না মধুবনং শুভম্ ।
তত্র গত্বা নিয়মবানিন্দ্রস্যার্দ্ধাসনং লভেৎ ॥ ৯
অথান্যা পদ্মনগরী (ক) দেশঃ পুণ্যতমঃ শুভঃ ।
তত্র গত্বা পিতৄন্ পূজ্য কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥

দেখিতে পাইবে। এই সকল কথা বলিয়া ভগবান্ মহাদেব অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর মঙ্কণকমুনি সেই সপ্তগোদাবর তীর্থেই ভক্তি-সহকারে রুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মর্ষিগণের সেবিত পবিত্র ও তুলনারহিত এই সপ্তগোদাবর তীর্থ সেবা করিলে জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ সর্ব্বপাতক হইতে বিমুক্ত হয়। ৭১-৭৬।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—পরমেষ্ঠী রুদ্রের ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত অতি বিস্তৃত রুদ্রকোটী নামে অন্য একটী পবিত্র তীর্থ আছে। পূর্ব্বে পুণ্যতমকালে জিতেন্দ্রিয় কোটী ব্রহ্মর্ষি দেবদর্শন-তৎপর হইয়া সেই প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। ভক্তিযুক্ত ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে "পিনাকী গিরিশকে আমি পূর্ব্বে দর্শন করিব, আমি পূর্ব্বে দর্শন করিব" এইরূপে পরস্পর মহান্ বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন যোগীদিগের গুরু মহাদেব রুদ্র, ব্রহ্মর্ষিদিগের ভক্তি দর্শন করিয়া কোটীরূপ হইয়াছিলেন; সেইজন্য ঐ তীর্থ রুদ্রকোটী নামে বিখ্যাত। ব্রহ্মর্ষিগণ, গিরিগুহাশায়ী মহাদেব পার্ব্বতীনাথকে দর্শন করত সকলেই বিশেষ সানন্দচিত্ত হইয়াছিলেন। "উৎপত্তি-বিনাশরহিত ঈশ্বর মহাদেবকে আমিই পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছি" এই ভাবিয়া ব্রহ্মর্ষিগণ ভক্তিতে রুদ্রগতচেতা হইয়াছিলেন। তদনন্তর তাঁহারা আকাশে একটী নির্ম্মল ও অতি মহান জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছিলেন; ঐ পরম-জ্যোতিতেই তাঁহারা সকলে পরমপদে বিলীন হইয়াছিলেন। অতি পবিত্র ঐ শুভ-তীর্থে ভগবান রুদ্র অধিবাস করিয়াছেন, এই নিমিত্ত ঐ স্থানে রুদ্রদেবের দর্শন ও অভ্যর্চ্চন করিলে রুদ্রসমীপে বাস হয়। মধুবন নামে অন্য আর একটী শুভতীর্থ আছে; ঐ স্থানে গমন করিয়া নিয়মবান্ হইলে, ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ হয়। (অর্থাৎ দেহান্তে ইন্দ্রলোকে যাইয়া ইন্দ্রের সহিত একাসনে উপবেশন করিতে পায়।) অন্য আর একটী পদ্মনগরী (বা পুষ্পনগরী) নামে পুণ্যতম দেশ আছে।

(ক) পুষ্পনগরীতি পাঠান্তরম্ ।

কালঞ্জরং মহাতীর্থং লোকে রুদ্রো মহেশ্বরঃ।
কালং জরিতবান্ দেবো যত্র ভক্তপ্রিয়ো হরঃ
শ্বেতো নাম শিব-ভক্তো রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা।
তদাশীস্তন্নমস্কারঃ পূজয়ামাস শূলিনম্ ॥ ১২
সংস্থাপ্য বিধিনা লিঙ্গং ভক্তিযোগপুরঃসরঃ।
জজাপ রুদ্রমনিশং তত্র সন্ন্যস্তমানসঃ ॥ ১৩
সিতং কালোহথ দীপ্তাত্মা শূলমাদায় ভীষণম্।
নেতুমভ্যাগতো দেশং স রাজা যত্র তিষ্ঠতি ॥১৪
বীক্ষ্য রাজা ভয়াবিষ্টঃ শূলহস্তং সমাগতম্।
কালং কালকরং ঘোরং ভীষণং চণ্ডদীধিতিম্।
উভাভ্যামথ হস্তাভ্যাং স্পৃষ্ট্বাসৌ লিঙ্গমুত্তমম্।
ননাম শিরসা রুদ্রং জজাপ শতরুদ্রিয়ম্ ॥ ১৬
জপন্তমাহ রাজানং নমন্তমস্কৃদ্‌ভবম্।
এহেহীতি পুরঃ স্থিত্বা কৃতান্তঃ প্রহসন্নিব ॥১৭

তমুবাচ ভয়াবিষ্টো রাজা রুদ্রপরায়ণঃ।
একমীশার্চ্চনরতং বিহায়ান্যান্ নিষূদয় ॥ ১৮
ইত্যুক্তবন্তং ভগবানব্রবীদ্ভীতমানসম্।
রুদ্রার্চ্চনরতো বান্যো মদ্বশে কো ন তিষ্ঠতি ॥১৯
এবমুক্ত্বা স রাজানং কালো লোকপ্রকালনঃ।
ববন্ধ পাশৈ রাজাপি জজাপ শতরুদ্রিয়ম্ ॥ ২০
অথান্তরীক্ষে বিপুলং দীপ্যমানং
তেজোরাশিং ভূতভর্ত্তুঃ পুরাণম্।
জ্বালামালাসংবৃতং ব্যাপ্য বিশ্বং
প্রাদুর্ভূতং সংস্থিতং সন্দদর্শ ॥ ২১
তন্মধ্যেঽসৌ পুরুষং রুক্মবর্ণং
দেব্যা দেবং চন্দ্রলেখোজ্জ্বলাঙ্গম্।
তেজোরূপং পশ্যতি স্মাতিহৃষ্টো
মেনে চাস্মন্নাথ আগচ্ছতীতি ॥ ২২
আগচ্ছন্তং নাতিদূরেঽথ দৃষ্ট্বা
কালো রুদ্রং দেবদেব্যা মহেশম্।

ঐ স্থানে গমন করিয়া পিতৃলোকের পূজা করিলে স্ববংশীয় শত পুরুষের উদ্ধার হয়। ১—১০। জগন্মধ্যে কালঞ্জর নামে একটী মহাতীর্থ আছে, তথায় সংহারকর্ত্তা ভক্তপ্রিয় ভগবান্ মহেশ্বর রুদ্রদেব কালকে জীর্ণ (বিনষ্ট) করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে শিবভক্ত শ্বেত-নামক রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ ঐ স্থানে যথাবিধি শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক শিবাভিলাষী ও শিব-নমস্কারী হইয়া শিবের পূজা করিয়াছিলেন এবং ভক্তি-যোগসহকারে শিবন্যস্তচেতা হইয়া নিরন্তর রুদ্রমন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। অনন্তর যে স্থানে শ্বেত-রাজর্ষি ছিলেন, তাঁহাকে স্বপুরে লইয়া যাইবার জন্য প্রদীপ্তশরীর কাল, ভীষণ শূল গ্রহণ করিয়া ঐ স্থানে আগত হইয়াছিলেন। সর্ব্বভূতের লয়কারক,ভয়ানক ঘোররূপ, প্রচণ্ড-দীধিতি কালকে শূলহস্তে সমাগত দেখিয়া শ্বেত-রাজর্ষি ভয়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। তখন তিনি উভয় হস্ত দ্বারা অত্যুত্তম শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিয়া অবনতমস্তকে রুদ্রকে নমস্কার করিতে লাগিলেন ও শতরুদ্রিয় নামক বৈদিকমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। রাজা শতরুদ্রিয় জপ ও বারংবার শিবকে নমস্কার করিতে থাকিলে, কৃতান্ত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উপ-হাসপূর্ব্বক "এস" "এস" বলিতে লাগিলেন; রুদ্রপরায়ণ রাজা ভীত হইয়া কৃতান্তকে বলি-লেন যে, একমাত্র মহাদেবার্চ্চনারত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিগণকে বিনাশ কর। রাজা ভয়াবিষ্টচিত্তে এইরূপ বলিলে ভগবান্ কৃতান্ত তাঁহাকে বলিলেন যে, শিবা-র্চ্চনরতই হউক বা অন্যই হউক, কোন্ ব্যক্তি আমার বশীভূত না হয়? সর্ব্বলোকের লয়-কারক কাল রাজাকে এইরূপ বলিয়া পাশদ্বারা বন্ধন করিলেন, কিন্তু রাজা তখনও শতরুদ্রিয় জপ করিতে লাগিলেন। ১১—২০। অন-ন্তর রাজর্ষি শ্বেত দেখিলেন যে, ভূতপতি মহা-দেবের প্রদীপ্ত জ্বালাবলিযুক্ত, পুরাণ (অনাদি) বিপুল তেজোরাশি বিশ্বব্যাপকরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। রাজা ঐ তেজোমধ্যে দেবীর সহিত বর্ত্তমান স্বর্ণবর্ণ ও চন্দ্রলেখা-শোভিতাঙ্গ তেজোময় পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। তাহা দেখিয়া তিনি অতি হৃষ্ট হইলেন এবং বুঝিলেন যে, আমার নাথ আসিতেছেন। অনন্তর মহাদেবীর সহিত মহেশ্বর রুদ্রকে অনতিদূরে

ব্যপেতভীরখিলেশৈকনাথং
রাজর্ষিং তং নেতুমভ্যাজগাম ॥ ২৩
আলোক্যাসৌ ভগবানুগ্রকর্ম্মা
দেবো রুদ্রো ভূতভর্ত্তা পুরাণঃ।
এবং ভক্তং সত্বরং মাং স্মরন্তং
দেহীতীমং কালরূপং মমেতি ॥ ২৪
শ্রুত্বা বাক্যং গোপতেরুগ্রভাবঃ
কালাত্মাসৌ মন্যমানঃ স্বভাবম্।
বদ্ধা ভক্তং পুনরেবাথ পাশৈঃ
ক্রুদ্ধো রুদ্রম্ভিদুদ্রাব বেগাৎ ॥ ২৫
প্রেক্ষ্যায়ান্তং শৈলপুত্রীমথেশঃ
সোহম্বীক্ষ্যান্তে বিশ্বমায়াবিধিজ্ঞঃ।
সাবজ্ঞং বৈ বামপাদেন কালং
রাজ্ঞশ্চৈনং পশ্যতো হ্যাজঘান ॥ ২৬
মমার সোহতিভীষণো মহেশপাদঘাতিতঃ।
ররাজ দেবতাপতিঃ সহোময়া পিনাকধৃক্ ॥ ২৭
নিরীক্ষ্য দেবমীশ্বরং প্রহৃষ্টমানসো হরম্।
ননাম সাম্বমব্যয়ং স রাজপুঙ্গবস্তদা ॥ ২৮
নমো ভবায় হেতবে হরায় বিশ্বশম্ভবে।
নমঃ শিবায় ধীমতে নমোঽপবর্গদায়িনে ॥ ২৯
নমো নমো নমোঽস্তু তে মহাবিভূতয়ে নমঃ।
বিভাগহীনরূপিণে নমো নরাধিপায় তে ॥ ৩০
নমোঽস্তু তে গণেশ্বর প্রপন্নদুঃখনাশন।
অনাদিনিত্যভূতয়ে বরাহশৃঙ্গধারিণে ॥ ৩১
নমো বৃষধ্বজায় তে কপালমালিনে নমঃ।
নমো মহানটায় তে বিবাহবে হরায় তে (১)॥৩২
অথানুগৃহ্য শঙ্করঃ প্রণামতৎপরং নৃপম্।
স্বগাণপত্যমব্যয়ং স্বরূপতামথো দদৌ ॥ ৩৩

আসিতে দেখিয়া এবং রাজর্ষিকে অখিলেশ্বর মহাদেবের শরণাগত জানিয়াও কাল নির্ভয়-চিত্তে তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। পুরাণপুরুষ ভূতপতি ভগবান্ উগ্রকর্ম্মা দেব রুদ্র তাহা দেখিয়া কালকে বলিলেন,—"এ আমার ভক্ত, আমাকে ব্যগ্রভাবে স্মরণ করিতেছে, অতএব ইহাকে আমার নিকটে দেও। বৃষভবাহন মহাদেবের এই-রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াও নিজের কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কাল উগ্রভাবে সেই শিব-ভক্তকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিলেন এবং ক্রুদ্ধভাবে (আক্রমণার্থ) রুদ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। কাল আগত হইতেছে দেখিয়া বিশ্বমায়াবিধানবিদ্ মহাদেব শৈলপুত্রীর প্রতি কটাক্ষপাতপূর্ব্বক রাজর্ষির সমক্ষেই অবজ্ঞার সহিত বামপদ দ্বারা কালকে আঘাত করিলেন। মহেশ্বরের পদাঘাতে অতিভীষণ কাল পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল এবং দেবতাধিপতি মহেশ্বর উমার সহিত বিরাজ করিতে লাগিলেন। ২১—২৭। তৎকালে সেই রাজপুঙ্গব শ্রেষ্ঠ, দেব ঈশ্বর হরকে দেখিয়া সত্ত্বগুণাশ্রয় সেই অব্যয় পুরুষকে হৃষ্টমানসে নমস্কার করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—জগতের কারণ ভবকে নমস্কার; বিশ্বমঙ্গল-বিধাতা হরকে নমস্কার; ধীমান্ শিবের প্রতি নমস্কার; অপ-বর্গপ্রদাতা মহাদেবের প্রতি নমস্কার। তুমি মহাবিভূতিশালী, তোমার উদ্দেশে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার। তোমার রূপের বিভাগ নাই, তুমি নরাধিপতি, তোমাকে নমস্কার। হে গণেশ্বর! হে প্রপন্নদুঃখনাশন! তোমাকে নমস্কার। তুমি অনাদি নিত্য অভ্যুদয়-সম্পন্ন ও বরাহশৃঙ্গধারী, (২) তোমাকে নম-স্কার। তুমি বৃষধ্বজ, তোমার প্রতি নমস্কার। তুমি কপালমালী, তোমার প্রতি নমস্কার। তুমি মহানট (নর্ত্তক), তুমি বিবাহু, (অর্থাৎ নৃত্যকালে বিবিধ প্রকার বাহুসঞ্চালনকারী) তুমি হর, তোমার প্রতি নমস্কার। অনন্তর প্রণাম-তৎপর রাজাকে মহাদেব অনুগ্রহ

(১) ইতঃ পরং—"বিভূতিভূষণায় তে নমো মহাজটায় তে" ইতি পদ্যার্দ্ধমধিকং ক্বচিৎ।

(২) নারায়ণ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করার পরে মহাদেব শরভমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই বরাহকে বধ করেন। বধ করিয়া তাঁহার দন্ত লইয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞ-বরাহের লোমই কুশরূপে পরিণত হইয়াছে।

সহোময়া সপার্ষদঃ সরাজপুঙ্গবো হরঃ।
মুনীশসিদ্ধবন্দিতঃ ক্ষণাদদৃশ্যতামগাৎ ॥ ৩৪
কালে মহেশনিহতে লোকনাথঃ পিতামহঃ।
অযাচত বরং রুদ্রং সজীবোহয়ং ভবত্বিতি ॥৩৫
নাস্তি কশ্চিদপীশান দোষলেশো বৃষধ্বজ।
কৃতান্তস্যৈব ভবতা তৎকার্য্যে বিনিযোজিতঃ॥৩৬
স দেবদেববচনাদ্দেবদেবেশ্বরো হরঃ।
তথাস্ত্বিত্যাহ বিশ্বাত্মা সোঽপি তাদৃগ্বিধোঽভবৎ
ইত্যেতৎ পরমং তীর্থং কালঞ্জরমিতি শ্রুতিঃ।
গত্বাভ্যর্চ্চ্য মহাদেবং গাণপত্যঞ্চ বিন্দতি ॥ ৩৮

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে তীর্থোপাখ্যানে কালবধে পঞ্চ-ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৫॥

করিয়া স্বকীয় অক্ষয় গাণপত্যপদ ও সারূপ্য (শিবের তুল্যরূপ) প্রদান করিলেন! অনন্তর, উমা পারিষদবর্গ এবং শ্বেত-নামক রাজপুঙ্গবের সহিত মহেশ্বর হর, মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণের বন্দিত হইয়া, ক্ষণকালমধ্যে অদৃশ্যতা প্রাপ্ত (অন্তর্হিত) হইলেন। মহেশ কর্তৃক কাল নিহত হইলে,লোকনাথ পিতামহ ব্রহ্মা "কাল জীবিত হউক" বলিয়া রুদ্রসমীপে বরপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন,—হে ঈশান! হে বৃষধ্বজ! কৃতান্তের দোষের লেশমাত্রও নাই, কারণ আপনিই কৃতান্তকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। দেবদেব ব্রহ্মার বাক্যানুসারে সেই দেবদেবেশ্বর বিশ্বাত্মা মহেশ্বর "তথাস্তু" এই কথা বলিলেন এবং কালও জীবন প্রাপ্ত হইলেন। এই পরমতীর্থ এইরূপে কালঞ্জর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, শুনা যায়। তথায় গমনপূর্ব্বক মহাদেবের অভ্যর্চ্চনা করিলে গাণপত্যপদ-লাভ হয়। ২৮—৩৮।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ইদমন্যৎ পরং স্থানং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং মহৎ।
মহাদেবস্য দেবস্য মহালয় ইতি শ্রুতিঃ ॥ ১
তত্র দেবাধিদেবেন রুদ্রেণ ত্রিপুরারিণা।
শিলাতলে পদং ন্যস্তং নাস্তিকানাং নিদর্শনম্॥২
তত্র পাশুপতাঃ শান্তা ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহাঃ।
উপাসতে মহাদেবং বেদাধ্যয়নতৎপরাঃ ॥৩
স্নাত্বা তত্র পদং শার্বং দৃষ্ট্বা ভক্তিপুরঃসরম্।
নমস্কৃত্যাথ শিরসা রুদ্রসামীপ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪
অন্যচ্চ দেবদেবস্য স্থানং শম্ভোর্মহাত্মনঃ।
কেদারমিতি বিখ্যাতং সিদ্ধানামালয়ঃ শুভম্ ॥
তত্র স্নাত্বা মহাদেবমভ্যর্চ্চ্য বৃষকেতনম্।
পীত্বা চৈবোদকং শুদ্ধং গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬
শ্রাদ্ধদানাদিকং কৃত্বা হ্যক্ষয়ং লভতে ফলম্।
দ্বিজাতিপ্রবরৈর্জুষ্টং যোগিভির্জিতমানসৈঃ ॥৭

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—দেবদেব মহাদেবের অতি গোপনীয় ও মহৎ আর একটী উৎকৃষ্ট স্থান আছে; তাহা মহালয় নামে প্রসিদ্ধ। মহালয় তীর্থে দেবাদিদেব ত্রিপুরারি রুদ্র নাস্তিক-দিগের নিদর্শনস্বরূপ শিলাতলে পদন্যাস করিয়াছিলেন; সেইস্থানে ভস্মবিভূষিত-কলেবর শান্ত পাশুপতগণ বেদাধ্যয়নপরায়ণ হইয়া মহাদেবকে উপাসনা করিয়া থাকেন। তথায় স্নান করিয়া ভক্তিসহকারে রুদ্রপদ দর্শন ও অবনত-মস্তকে মহাদেবকে নমস্কার করিলে রুদ্রসামীপ্য লাভ হয়। দেবদেব মহাত্মা শম্ভুর কেদার নামে বিখ্যাত আর একটী স্থান আছে; উহা সিদ্ধদিগের অতি পবিত্র আবাসভূমি। ঐস্থানে স্নান করিয়া বৃষবাহন মহাদেবকে পূজা করিলে এবং অতি পবিত্র উদক পান করিলে গাণপত্যপ্রাপ্তি হয়। কেদারতীর্থে শ্রাদ্ধ ও দানাদি করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। সংযতাত্মা যোগী ও দ্বিজাতি-

তীর্থং প্লক্ষাবতরণং সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
তত্রাভ্যর্চ্চ্য শ্রীনিবাসং বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৮
অন্যচ্চ মগধারণ্যং স্বর্গলোকগতিপ্রদম্।
অক্ষয়ং বিন্দতে স্বর্গং তত্র গত্বা দ্বিজোত্তমঃ ॥৯
তীর্থং কনখলং পুণ্যং মহাপাতকনাশনম্।
যত্র দেবেন রুদ্রেণ যজ্ঞো দক্ষস্য নাশিতঃ ॥ ১০
তত্র গঙ্গামুপস্পৃশ্য শুচির্ভাবসমন্বিতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈস্তু ব্রহ্মলোকে বসেন্নরঃ ॥ ১১
মহাতীর্থমিতি খ্যাতং পুণ্যং নারায়ণপ্রিয়ম্।
তত্রাভ্যর্চ্চ্য হৃষীকেশং শ্বেতদ্বীপং নিগচ্ছতি ॥
অন্যচ্চ তীর্থপ্রবরং নাম্না শ্রীপর্ব্বতং শুভম্।
অত্র প্রাণান্ পরিত্যজ্য রুদ্রস্য দয়িতো ভবেৎ ॥
তত্র সন্নিহিতো রুদ্রো দেব্যা সহ মহেশ্বরঃ।
স্নানপিণ্ডাদিকং তত্র দত্তমক্ষয়মুত্তমম্ ॥ ১৪
গোদাবরী নদী পুণ্যা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী।
তত্র স্নাত্বা পিতৃন্ দেবাংস্তর্পয়িত্বা যথাবিধি।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ১৫
পবিত্রসলিলা পুণ্যা কাবেরী বিপুলা নদী।
তস্যাং স্নাত্বোদকং কৃত্বা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥
ত্রিরাত্রোপোষিতেনাথ একরাত্রোষিতেন বা(ক)
দ্বিজাতীনান্তু কথিতং তীর্থানামিহ সেবনম্ ॥১৭
যস্য বাঙ্মনসে শুদ্ধে হস্তপাদৌ চ সংযতৌ।
অলোলুপো ব্রহ্মচারী তীর্থানাং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥
স্বামিতীর্থং মহাতীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
তত্র সন্নিহিতো নিত্যং স্কন্দোঽমরনমস্কৃতঃ ॥ ১৯
স্নাত্বা কুমারধারায়াং কৃত্বা দেবাদিতর্পণম্।
আরাধ্য ষণ্মুখং দেবং স্কন্দেন সহ মোদতে ॥ ২০
নদী ত্রৈলোক্যবিখ্যাতা তাম্রপর্ণীতি নামতঃ।
তত্র স্নাত্বা পিতৃন্ ভক্ত্যা তর্পয়িত্বা যথাবিধি।

শ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক সেবিত সর্ব্বপাপনাশন প্লক্ষাবতরণ নামে একটী তীর্থ আছে, এই তীর্থে শ্রীনিবাস বিষ্ণুর পূজা করিলে বিষ্ণুলোকে সাদরে বাস হয়। স্বর্গলোকগতি-প্রদ মগধারণ্য নামে অন্য আর একটী তীর্থ আছে; ব্রাহ্মণ ঐস্থানে গমন করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেন। ১—৯। মহাপাতকের নাশক কনখল নামে একটী পবিত্র তীর্থ আছে —যেস্থানে দেবাদিদেব রুদ্র দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিলেন; ঐ তীর্থে শুচি ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে মানব সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় ও ব্রহ্মলোকে বাস করে। নারায়ণের অতি প্রিয় মহাতীর্থ নামে বিখ্যাত একটী পবিত্র তীর্থ আছে; ঐস্থানে হৃষীকেশের অর্চ্চনা করিলে শ্বেতদ্বীপে (বিষ্ণুলোকে) বাস হয়। তীর্থশ্রেষ্ঠ অতি পবিত্র শ্রীপর্ব্বত নামে অন্য একটী তীর্থ আছে; এই স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে মানব মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয় হয়। ঐস্থানে দেবীর সহিত মহেশ্বর রুদ্র সন্নিহিত আছেন। ঐস্থানে স্নান, দান ও শ্রাদ্ধাদি করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী অতি পুণ্যা গোদাবরী নামে নদী আছে; ঐ নদীতে স্নান করিয়া বিধানানুসারে দেবতা ও পিতৃ-লোকের তর্পণ করিলে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া সহস্রগোদানের ফল লাভ করে। পবিত্রসলিলা অতি বিপুলা কাবেরী নামে একটী পুণ্যা নদী আছে, ঐ কাবেরী নদীতে স্নান করিয়া তর্পণ করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। ত্রিরাত্র উপবাস বা একরাত্র উপবাস দ্বারা দ্বিজাতি-দিগের তীর্থসেবন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। আর যে ব্যক্তির বাক্য ও মন শুদ্ধ, হস্ত ও পদ সংযত এবং যে ব্যক্তি অলুব্ধ ও জিতেন্দ্রিয়, সেই ব্যক্তিই তীর্থ সকলের ফল প্রাপ্ত হয়। ত্রিভুবনে বিখ্যাত স্বামিতীর্থ নামে একটী মহাতীর্থ আছে; দেবগণ-বন্দিত স্কন্দ সেইস্থানে নিত্য সন্নিহিত আছেন। তথায় কুমার-ধারায় স্নান করত দেবাদির তর্পণ করিলে, এবং ষড়ানন দেব স্কন্দকে পূজা করিলে দেহান্তে কার্ত্তিকেয়ের সহিত আনন্দ উপভোগ করে। ১০—২০। তাম্রপর্ণী নামে যে ত্রিভুবনবিখ্যাত একটী নদী আছে; ঐ

(ক) ইতঃ পরং—বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো রুদ্র-সারূপ্যমাপ্নুয়াদিত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিদ্দৃশ্যতে।

পাপকর্ত্তৄনপি পিতৄংস্তারয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১
চন্দ্রতীর্থমিতি খ্যাতং কাবের্য্যাঃ প্রভবেঽক্ষয়ম্‌।
তীর্থে তত্র ভবেদ্দত্তং মৃতানাং সদ্গতিপ্রদম্‌ ॥
বিন্ধ্যপাদে প্রপশ্যন্তি দেবদেবং সদাশিবম্‌।
ভক্ত্যা যে তে ন পশ্যন্তি যমস্য বদনং দ্বিজাঃ ॥
দেবিকায়াং বৃষো নাম তীর্থং সিদ্ধনিষেবিতম্‌।
তত্র স্নাত্বোদকং কৃত্বা যোগসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি ॥ ২৪
দশাশ্বমেধিকং তীর্থং সর্ব্বপাপবিনাশনম্‌।
দশানামশ্বমেধানাং তত্রাপ্নোতি ফলং নরঃ ॥ ২৫
পুণ্ডরীকং তথা তীর্থং ব্রাহ্মণৈরুপশোভিতম্‌।
তত্রাভিগম্য যুক্তাত্মা পৌণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥
তীর্থেভ্যঃ পরমং তীর্থং ব্রহ্মতীর্থমিতি শ্রুতম্‌ ॥
ব্রহ্মাণমর্চ্চয়িত্বাত্র ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২৭
সরস্বত্যা বিনশনং প্লক্ষপ্রস্রবণং শুভম্‌।
ব্যাসতীর্থমিতি খ্যাতং মৈনাকঞ্চ নগোত্তমঃ।
যমুনাপ্রভবশ্চৈব সর্ব্বপাপবিনাশনঃ ॥ ২৮
পিতৄণাং দুহিতা দেবী গন্ধকালীতি বিশ্রুতা।
তস্যাং স্নাত্বা দিবং যান্তি মৃতো জাতিস্মরো
ভবেৎ ॥ ২৯
কুবেরতুঙ্গং পাপঘ্নং সিদ্ধচারণসেবিতম্‌।
প্রাণাংস্তত্র পরিত্যজ্য কুবেরানুচরো ভবেৎ ॥
উমাতুঙ্গমিতি খ্যাতং যত্র সা রুদ্রবল্লভা।
তত্রাভ্যর্চ্চ্য মহাদেবীং গোসহস্রফলং লভেৎ ॥
ভৃগুতুঙ্গে তপস্তপ্তং শ্রাদ্ধং দানং তথা কৃতম্‌।
কুলান্যুভয়তঃ সপ্ত পুনাতীতি মতির্মম ॥ ৩২
কাশ্যপস্য মহাতীর্থং কালসর্পিরিতি শ্রুতম্‌।
তত্র শ্রাদ্ধানি দেয়ানি নিত্যং পাপক্ষয়েচ্ছয়া ॥৩৩
দশার্ণায়াং তথা দানং শ্রাদ্ধং হোমস্তপো জপঃ।
অক্ষয়ঞ্চাব্যয়ঞ্চৈব কৃতং ভবতি সর্ব্বদা ॥ ৩৪

নদীতে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক বিধানানুসারে পিতৃলোকের তর্পণ করিলে পাপকারী (নরকস্থ) পিতৃগণকে উদ্ধার করিতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চন্দ্রতীর্থ নামে বিখ্যাত তীর্থ আছে; ঐ তীর্থ কাবেরীর উৎপত্তি-স্থান। তাহাতে দত্ত-বস্তু অক্ষয়-ফলজনক এবং মৃতদিগের সদ্গতি-প্রদায়ক হয়। হে দ্বিজগণ! যে সকল ব্যক্তি ভক্তি সহকারে বিন্ধ্যপাদে দেবাদিদেব সদাশিবকে দর্শন করেন, তাঁহাদিগকে আর যমের মুখ দর্শন করিতে হয় না। দেবিকা নদীতে সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সেবিত বৃষ নামে একটী তীর্থ আছে, ঐ তীর্থে স্নান করিয়া তর্পণ করিলে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি ত হয়ই, পরন্তু যোগসিদ্ধিও লাভ হয়। সর্ব্বপাপ-বিনাশন দশাশ্বমেধিক নামে একটী তীর্থ আছে; এই তীর্থে স্নান করিলে মানব দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত পুণ্ডরীক নামে একটী তীর্থ আছে; সমাহিত হইয়া ঐ তীর্থে গমন করিলে পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তীর্থসমূহের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মতীর্থ নামে বিশ্রুত একটী তীর্থ আছে; এই তীর্থে ব্রহ্মার পূজা করিলে ব্রহ্মলোকে সসম্মানে বাস হয়। সরস্বতী নদীর বিনশন (অন্তর্দ্ধান দেশ), রমণীয় প্লক্ষপ্রস্রবণ, ব্যাসতীর্থ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাক এবং যমুনা-প্রভব,—এই সকল তীর্থ সর্ব্বপাপবিনাশক। পিতৃগণের দুহিতা দেবীরূপা গন্ধকালী নামে বিশ্রুতা একটী নদী আছে; ঐ নদীতে স্নান করিলে স্বর্গ লাভ হয় এবং ঐ নদীতে মৃত-ব্যক্তি জন্মান্তরে জাতিস্মরত্ব লাভ করে। সিদ্ধচারণগণ কর্ত্তৃক পরিষেবিত কুবেরতুঙ্গ নামে পাপঘ্ন একটী তীর্থ আছে; এই তীর্থে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে কুবেরের অনুচর হয়। ২১—৩০। উমাতুঙ্গ নামে একটী তীর্থ আছে—যেখানে সেই রুদ্রবল্লভা উমাদেবী সতত বিরাজমানা আছেন। সেই স্থানে ঐ মহাদেবীকে পূজা করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ হয়। ভৃগুতুঙ্গ তীর্থে তপস্যা, শ্রাদ্ধ ও দান করিলে, তাহা পিতৃকুল ও মাতামহ-কুলের সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করে, আমার এইরূপ বিবেচনা। কাশ্যপের কালসর্পিঃ নামে বিশ্রুত একটী মহাতীর্থ আছে; পাপক্ষয়ের নিমিত্ত ঐ তীর্থে প্রত্যহ শ্রাদ্ধ ও দান করিবে। দশার্ণ তীর্থে দান, শ্রাদ্ধ, হোম, তপস্যা ও জপ

তীর্থং দ্বিজাতিভির্জুষ্টং নাম্না বৈ কুরুজাঙ্গলম্
দত্ত্বাত্র দানং বিধিবদ্ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৩৫
বৈতরণ্যাং মহাতীর্থে স্বর্ণবেদ্যাং তথৈব চ।
ব্রহ্মপৃষ্ঠে চ শিরসি (ক) ব্রহ্মণঃ পরমে শুভে ॥৩৬
ভরতস্যাশ্রমে পুণ্যে পুণ্যে গৃধ্রবনে শুভে।
মহাহ্রদে চ কৌশিক্যাং দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥
মুণ্ডপৃষ্ঠে পদং ন্যস্তং মহাদেবেন ধীমতা।
হিতায় সর্ব্বভূতানাং নাস্তিকানাং নিদর্শনম্ ॥ ৩৮
অল্পেনাপি তু কালেন নরো ধর্ম্মপরায়ণঃ।
পাপ্মানমুৎসৃজেদ্যত্র জীর্ণাংত্বচমিবোরগঃ ॥ ৩৯
নাম্না কনকনন্দেতি তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
উদীচ্যাং মুণ্ডপৃষ্ঠস্য ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্।
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি কুশীলা বা দ্বিজাতয়ঃ ॥৪০
দত্তং বাপি সদা শ্রাদ্ধমক্ষয়ং সমুদাহৃতম্।

ঋণৈস্ত্রিভির্নরঃ স্নাত্বা মুচ্যতে ক্ষীণকল্মষঃ ॥ ৪১
মানসে সরসি স্নাত্বা শক্রস্যার্দ্ধাসনং লভেৎ।
উত্তরং মানসং গত্বা সিদ্ধিং প্রাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥
তস্মিন্ নির্ব্বর্ত্তয়েচ্ছ্রাদ্ধং যথাশক্তি যথাবলম্।
স কামান লভতে দিব্যান মোক্ষোপায়শ্চবিন্দতি॥
পর্ব্বতো হিমবান্ নাম নানাধাতুবিভূষিতঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি সাশীতিস্ত্বায়তো গিরিঃ ॥
সিদ্ধচারণসঙ্কীর্ণো দেবর্ষিগণসেবিতঃ।
তত্র পুষ্করিণী রম্যা সুষুম্না নাম নামতঃ ॥ ৪৫
তত্র গত্বা দ্বিজো বিদ্বান ব্রহ্মহত্যাং বিমুঞ্চতি।
শ্রাদ্ধং ভবতি চাক্ষয্যং তত্র দত্তং মহোদয়ম্।
তারয়েচ্চ পিতৄন্ সম্যগ্ দশ পূর্ব্বান দশাপরান
সর্ব্বত্র হিমবান পুণ্যো গঙ্গা পুণ্যা সমন্ততঃ।
নদ্যঃ সমুদ্রগাঃ পুণ্যাঃ সমুদ্রাশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৪৭
বদর্য্যাশ্রমমাসাদ্য মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষাৎ।
তত্র নারায়ণো দেবো নরেণাস্তে সনাতনঃ ॥ ৪৮

করিলে সর্ব্বদা অক্ষয় ও অব্যয় (অবিকারী) ফল হয়। দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক সেবিত কুরুজাঙ্গল নামে একটী তীর্থ আছে; ঐ তীর্থে বিধানানুসারে দান করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া আদর লাভ করে। বৈতরণী মহাতীর্থে স্বর্ণবেদীতে, ব্রহ্মপৃষ্ঠে (বা ধর্ম্মপৃষ্ঠে), ব্রহ্মার অতি মনোহর সরোবরে,পুণ্যজনক ভরতাশ্রমে, পবিত্র মনোহর গৃধ্রবনে, মহাহ্রদে ও কৌশিকী নদীতে দান করিলে অক্ষয় ফললাভ হয়। সর্ব্বভূতের হিতের নিমিত্ত ধীমান্ মহাদেব মুণ্ডপৃষ্ঠ তীর্থে নাস্তিকদিগের নিদর্শনস্বরূপ পদন্যাস করিয়াছেন। সর্প যেরূপ জীর্ণ-চর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেই স্থানে ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যও সেইরূপ অল্পকালেই পাপকে পরিত্যাগ করিতে পারে। মুণ্ডপৃষ্ঠের উত্তরদিকে ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক সেবিত ত্রিভুবন-বিখ্যাত কনকনন্দা নামে একটী তীর্থ আছে; ঐ নদীতে স্নান করিলে অসৎ কুচরিত্র দ্বিজগণও স্বর্গে গমন করে এবং সর্ব্বদা (যখন ইচ্ছা) দান বা শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয়ফল হয়, ইহা মুনিগণ কর্ত্তৃক কথিত আছে। মানবগণ ঐ স্থানে স্নান

করিলে নিষ্পাপ হইয়া তিনটী ঋণ (দেব-পিতৃ-মনুষ্য-ঋণ) হইতে মুক্ত হয়। মানস সরোবরে স্নান করিলে ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ হয়। উত্তর-মানস সরোবরে গমন করিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধি লাভ হয়। ঐ স্থানে যে ব্যক্তি শক্ত্যনুসারে দৃঢ়ভক্তিসহকারে শ্রাদ্ধ করে, সে ব্যক্তি দিব্য ভোগসমূহ লাভ করে ও মোক্ষপথ প্রাপ্ত হয়। অশীতিসহস্রযোজন বিস্তৃত নানাপ্রকার ধাতুসমূহে বিভূষিত সিদ্ধচারণগণ-সঙ্কীর্ণ, দেবর্ষিগণসেবিত হিমবান্ নামে পর্ব্বত আছে; ঐ পর্ব্বতমধ্যে সুষুম্না নামে একটী অতি রমণীয়া পুষ্করিণী আছে। বিদ্বান ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয় ফল ও দান করিলে মহাসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং পিতৃলোকদিগকে উদ্ধার করেন; ঊর্দ্ধ দশপুরুষ ও নিম্ন দশপুরুষকেও উদ্ধার করেন। হিমবান পর্ব্বত ও গঙ্গা সর্ব্বত্রই পবিত্র। সমুদ্রগামিনী নদী সকল পুণ্যা ও সমুদ্র সকল বিশেষরূপে পুণ্যজনক। বদর্য্যাশ্রম প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত

(ক) ধর্ম্মপৃষ্ঠে চ সরসীতি পাঠান্তরম্।

অক্ষয়ং তত্র দানং স্যাজ্জপ্যং বাপি তথাবিধম্।
মহাদেবপ্রিয়ং তীর্থং পাবনং তদ্বিশেষতঃ।
তারয়েচ্চ পিতৄন্ সর্ব্বান্ দত্বা শ্রাদ্ধং সমাহিতঃ।
দেবদারুবনং পুণ্যং সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বসেবিতম্।
মহতা দেবদেবেন তত্র দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫০
মোহয়িত্বা মুনীন্ সর্ব্বান্ সমস্তৈঃ সম্প্রপূজিতঃ।
প্রসন্নো ভগবানীশো মুনীন্দ্রান্ প্রাহ ভাবিতান্।
ইহাশ্রমবরে রম্যে নিবসিষ্যথ সর্ব্বদা।
মদ্ভাবনাসমাযুক্তাস্ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যথ ॥ ৫২
যেঽত্র মামর্চ্চয়ন্তীহ লোকে ধর্ম্মপরায়ণাঃ।
তেষাং দদামি পরমং গাণপত্যং হি শাশ্বতম্।
অত্র নিত্যং বসিষ্যামি সহ নারায়ণেন তু।
প্রাণানিহ নরস্ত্যক্ত্বা ন ভূয়ো জন্ম চাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৪
সংস্মরন্তি চ যে তীর্থং দেশান্তরগতা জনাঃ।

হয়। সেই স্থানে সনাতন দেব নারায়ণ ঋষি নর ঋষির সহিত বাস করিতেছেন। অতিশয় পবিত্রতাকারক সেই তীর্থ মহাদেবের প্রিয়। সেই স্থানে দান ও জপ করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়; সমাহিত-চিত্তে শ্রাদ্ধ করিলে সমস্ত পিতৃগণের উদ্ধার হয়। সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক সেবিত এবং মহাদেব কর্ত্তৃক অধ্যুষিত দেবদারুবন-নামক তীর্থ অতি পবিত্র; ঐ স্থানে দান করিলে মহাফল লাভ হয়। ৪১—৫০। মহাদেব এই স্থানবাসী সমস্ত মুনিকে মোহিত করিয়াছিলেন। পরে ঐ সমস্ত মুনীন্দ্রগণ পূজা করিলে, ভগবান্ মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—"সর্ব্বদা আমার ধ্যানপরায়ণ হইয়া এই রমণীয় শ্রেষ্ঠ আশ্রমে তোমরা বাস করিবে, তাহা হইলে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ইহলোকে ধর্ম্মপরায়ণ যে সকল মানব এই স্থানে আমার অর্চ্চনা করিবে, আমি তাহাদিগকে অবিনাশী গাণপত্যপদ প্রদান করিব। এই স্থানে আমি নারায়ণের সহিত সর্ব্বদা বাস করিব। মনুষ্যগণ এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিলে পুনর্ব্বার আর জন্ম প্রাপ্ত হইবে না। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে

তেষাঞ্চ সর্ব্বপাপানি নাশয়ামি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫৫
শ্রাদ্ধং দানং তপো হোমঃ পিণ্ডনির্ব্বপণং তথা।
ধ্যানং জপশ্চ নিয়মঃ সর্ব্বমত্রাক্ষয়ং কৃতম্ ॥ ৫৬
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দ্রষ্টব্যং হি দ্বিজাতিভিঃ।
দেবদারুবনং পুণ্যং মহাদেবনিষেবিতম্ ॥ ৫৭
যত্রেশ্বরো মহাদেবো বিষ্ণুর্ব্বা পুরুষোত্তমঃ।
তত্র সন্নিহিতা গঙ্গা তীর্থান্যায়তনানি চ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে তীর্থোপাখ্যানে ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।
কথং দারুবনং প্রাপ্তো ভগবান্ গোবৃষধ্বজঃ।
মোহয়ামাস বিপ্রেন্দ্রান্ সূত তদ্বক্তুমর্হসি। ১
সূত উবাচ।
পুরা দারুবনে রম্যে দেবসিদ্ধনিষেবিতে।

সকল ব্যক্তি দেশান্তরিত হইয়াও এই তীর্থের স্মরণ করিবে, তাহাদিগের সমস্ত পাপ আমি নাশ করিব। এই স্থানে শ্রাদ্ধ, দান, তপস্যা, হোম, পিণ্ডদান, ধ্যান, জপ এবং ব্রতাদি করিলে, তৎসমস্ত অক্ষয়ফলজনক হয়। সেইহেতু মহাদেব-নিষেবিত, পবিত্র দেবদারুবন সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রাহ্মণগণের দর্শন করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে ঈশ্বর মহাদেব ও পুরুষোত্তম বিষ্ণু বাস করিতেছেন, সেই স্থানে গঙ্গা, তীর্থ ও আয়তনসমূহ (দেবাদি-বন্দনস্থান—দেবালয়) সতত সন্নিহিত। ৫১—৫৮।

ষট্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! ভগবান্ বৃষভধ্বজ কি নিমিত্ত দেবদারুবনে উপস্থিত হইয়া বিপ্রগণকে মোহিত করিয়াছিলেন? তাহা বল। সূত বলিলেন,—দেবসিদ্ধ

সপুত্রদারা মুনয়স্তপশ্চেরুঃ সহস্রশঃ ॥ ২
প্রবৃত্তং বিবিধং কর্ম্ম প্রকুর্ব্বাণা যথাবিধি ।
যজন্তি বিবিধৈর্যজ্ঞৈস্তপন্তি চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৩
তেষাং প্রবৃত্তিবিন্যস্ত-চেতসামথ শূলভৃৎ ।
ব্যাখ্যাপয়ন্ সদা দোষং যযৌ দারুবনং হরঃ ॥৪
কৃত্বা বিশ্বগুরুং বিষ্ণুং পার্শ্বে দেবো মহেশ্বরঃ ।
যযৌ নিবৃত্তবিজ্ঞানস্থাপনার্থঞ্চ শঙ্করঃ ॥ ৫
আস্থায় বিপুলং বেষমূনবিংশতিবৎসরঃ ।
লীলালসো মহাবাহুঃ পীনাঙ্গশ্চারুলোচনঃ ॥ ৬
চামীকরবপুঃ শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ ।
মত্তমাতঙ্গগমনো দিগ্বাসা জগদীশ্বরঃ ॥ ৭
জাম্বূনদময়ীং মালাং সর্ব্বরত্নৈরলঙ্কৃতাম্ ।
দধানো ভগবানীশঃ সমাগচ্ছতি সস্মিতঃ ॥ ৮
যোহনন্তঃ পুরুষো যোনির্লোকানামব্যয়ো হরিঃ ।
স্ত্রীবেষং বিষ্ণুরাস্থায় সোহনুগচ্ছতি শূলিনম্ ॥৯

সম্পূর্ণচন্দ্রবদনং পীনোন্নতপয়োধরম্ ।
শুচিস্মিতং সুপ্রসন্নং রণন্নূপুরকদ্বয়ম্ ॥ ১০
সুপীতবসনং দিব্যং শ্যামলং চারুলোচনম্ ।
উদারহংসগমনং বিলাসি-সুমনোহরম্ ॥ ১১
এবং স ভগবানীশো দেবদারুবনং হরঃ ।
চচার হরিণা সার্দ্ধং মায়য়া মোহয়ন্ জগৎ ॥ ১২
দৃষ্ট্বা চরন্তং বিশ্বেশং তত্র তত্র পিনাকিনম্ ।
মায়য়া মোহিতা নার্য্যো দেবদেবং সমন্বয়ুঃ ॥১৩
বিস্রস্তবস্ত্রা ভরণাস্ত্যক্ত্বা লজ্জাং পতিব্রতাঃ ।
সহৈব তেন কামার্ত্তা বিলাসিন্যশ্চরন্তি হি ॥ ১৪
ঋষীণাং পুত্রকা যে স্যুর্যুবানো জিতমানসাঃ ।
অন্বগচ্ছন্ হৃষীকেশং সর্ব্বে কামপ্রপীড়িতাঃ ॥

গায়ন্তি নৃত্যন্তি বিলাসযুক্তা
নারীগণা নায়কমেকমীশম্ ।
দৃষ্ট্বা সপত্নীকমতীবকান্ত-
মিষ্টিঃ তথালিঙ্গতমাচরন্তি ॥ ১৬

ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সেবিত রমণীয় দেবদারুবনে পূর্ব্বকালে সহস্র সহস্র মুনি পুত্রকলত্রের সহিত তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন। ঐ মহর্ষিগণ নানাবিধ কাম্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিবিধ যজ্ঞ ও তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কামনাসক্ত-চেতা ঐ মুনিগণের দোষ খ্যাপনের (চিরদিনের মত কলঙ্ক রটাইবার বা প্রবৃত্তিমার্গের দোষ-প্রদর্শনের) নিমিত্ত ভগবান্ মহাদেব দেবদারুবনে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব মহেশ্বর শঙ্কর বিশ্বগুরু ভগবান্ (দেবীরূপধারী) বিষ্ণুকে পার্শ্বে করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের প্রশস্ততাজ্ঞাপনের নিমিত্ত ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন। লীলামন্দগতি, আজানুলম্বিতবাহু, স্থূলাঙ্গ, চারুলোচন, স্বর্ণালঙ্কারযুক্ত, শ্রীমান্, পূর্ণেন্দুসদৃশ-মুখ, মত্তহস্তিবৎ-গমনশালী, দিগম্বর, নানারত্নযুক্ত-স্বর্ণময়-মালাধারী, ঈষৎহাস্যযুক্ত, ঊনবিংশতিবর্ষ বয়স্ক—এইরূপ বেশধারী হইয়া ভগবান্ মহাদেব তথায় আগমন করিলেন। যে অনন্ত অবিনাশী পুরুষ হরি সর্ব্বলোকের উৎপত্তি-নিদান, সেই বিষ্ণু স্ত্রীবেশ ধারণপূর্ব্বক মহাদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ঐ সুমনোহর স্ত্রীবেশ পূর্ণচন্দ্রানন পীনোন্নত-পয়োধর, চারুলোচন-সম্পন্ন, বিলাস (ক্রীড়ারত), শ্যামল, শুচিস্মিত ও সুপ্রসন্ন। তাঁহার পরিধানে পীতবসন ছিল এবং তাঁহার গমন রাজহংসের ন্যায় সুন্দর ও গমনকালে নূপুরযুগল শব্দিত হইতেছিল। ১—১১। ভগবান্ মহেশ্বর স্বীয় মায়া দ্বারা জগৎ মোহিত করত স্ত্রীবেশধারী হরির সহিত এবম্প্রকারে দেবদারুবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বেশ্বর পিনাকী মহাদেবকে এইরূপে বিচরণ করিতে দেখিয়া তত্রস্থ নারীগণ মায়ামোহিত হইয়া মহাদেবের অনুগামিনী হইয়াছিল। পতিব্রতা বলিয়া ঐ নারীগণের খ্যাতি ছিল, কিন্তু এক্ষণে মহাদেবকে তদ্রূপে দর্শন করিয়া তাহারা কামার্ত্তা হইল এবং স্খলদ্বস্ত্রা ও স্খলদাভরণা বিলাসিনীর (বেশ্যার) ন্যায় লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণের তরুণবয়স্ক পুত্রেরা জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, কিন্তু তৎকালে কামার্ত্ত হইয়া তাঁহারা স্ত্রীবেশধারী হৃষীকেশের অনুগমন করিলেন। বিলাসযুক্ত-নারীগণ সপত্নীক

তে সন্নিপত্য স্মিতমাচরন্তি
গায়ন্তি গীতানি মুনীশপুত্রাঃ।
আলোক্য পদ্মাপতিমাদিদেবং
ভ্রূভঙ্গমস্তে বিচরন্তি তেন ॥ ১৭
আসামথৈষামপি বাসুদেবো
মায়ী মুরারির্মনসি প্রবিষ্টঃ।
করোতি ভোগান মনসি প্রবৃত্তিং
মায়ানুভূতান্ স ইতীব সম্যক্ ॥ ১৮
বিভাতি বিশ্বামরবিশ্বনাথঃ
সমাধবঃ স্ত্রীগণসন্নিবিষ্টঃ।
অশেষশক্ত্যা সময়ং নিবিষ্টো
যথৈকশক্ত্যা সহ দেবদেবঃ ॥ ১৯
করোতি নিত্যং পরমং প্রধানং
তদা বিরূঢ়ঃ পুনরেব ভূয়ঃ।
যযৌ সমারুহ্য হরিঃ স্বভাবং
তমীদৃশং নাম তমাদিদেবম্ ॥ ২০

দৃষ্ট্বা নারীকুলং রুদ্রং পুত্রানপি চ কেশবম্।
মোহয়ন্তং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কোপং সন্দধিরে ভৃশম্ ॥
অতীব পরুষং বাক্যং প্রোচুর্দেবং কপর্দিনম্।
শেপুশ্চ শাপৈর্বিবিধৈর্মায়য়া তস্য মোহিতাঃ ॥২২
তপাংসি তেষাং সর্বেষাং প্রত্যাহন্যন্ত শঙ্করে।
যথাদিত্যপ্রতীকাশে তারকা নভসি স্থিতাঃ ॥২৩
তৎ ভর্ৎস্য তাপসা বিপ্রাঃ সমেত্য বৃষভধ্বজম্
কো ভবানিতি দেবেশং পৃচ্ছন্তি স্ম
বিমোহিতাঃ ॥ ২৪
সোঽব্রবীদ্ভগবানীশস্তপশ্চর্তুমিহাগতঃ।
ইদানীং ভার্যয়া দেশে ভবদ্ভিরিহ সুব্রতাঃ ॥২৫
তস্য তে বাক্যমাকর্ণ্য ভৃগ্বাদ্যা মুনিপুঙ্গবাঃ।
ঊচুর্গৃহীত্বা বসনং ত্যক্ত্বা ভার্য্যাং তপশ্চর ॥

মহেশ্বরকে অতি মনোহর এবং অদ্বিতীয় নায়ক দেখিয়া নৃত্য ও গান করিতে লাগিল এবং সময়ে সময়ে অভিলষিত আলিঙ্গনও করিতে লাগিল। আর সেই মুনিকুমার যুবকগণ নিকটে আসিয়া আদিদেব স্ত্রীবেশধারী লক্ষ্মী-পতিকে দেখিয়া অল্প অল্প হাস্য করিতে লাগিল এবং নৃত্য-গীত করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা ভ্রূভঙ্গ করিতে লাগিল। এই-রূপে তাহারা তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই মায়ী মুরারি বাসুদেব ঐ স্ত্রীসংহতির এবং মুনিকুমারগণের মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উপভোগ ও তাহাদের মনঃ-প্রবৃত্তির উৎপাদন করিতে লাগিলেন। মায়া মোহিত হওয়ায় তাঁহারা ঐ উপভোগ যেন সম্পূর্ণরূপে অনুভবই করিতে লাগিল। অশেষ শক্তিসমন্বিতা শক্তিপ্রধানা পার্ব্বতীর সহিত অবস্থানকালে মহাদেব যদ্রূপ শোভিত হন, সেই ঋষিপত্নীগণ ও স্ত্রীবেশধারী মাধবের সহিত অবস্থিত হইয়া অমরগণপ্রভু বিশ্বনাথ তদ্রূপ শোভা পাইয়াছিলেন। তৎকালে তত্ত্বোদর্শী মহাদেব (নারীকুলের) প্রকৃত্যা-রূঢ় হইলেন এবং আদি-দেব নারায়ণ (যুবক-গণের) স্বভাবারোহণ করিয়া তাহাদিগকে চালিত করিতে লাগিলেন। ১২—২০। রুদ্র নারীগণকে মোহিত করিতেছেন এবং কেশব পুত্রগণকে মোহিত করিতেছেন, ইহা দেখিয়া মুনিগণ কুপিত হইলেন। ঋষিগণ হরমায়ায় মোহিত হইয়া দেবদেব কপর্দ্দীর প্রতি অতিশয় নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিলেন এবং বহুবিধ অভিশাপ দিতে লাগিলেন। যেমন আদিত্য প্রভাযুক্ত আকাশে তারকাগণের প্রভা প্রত্যা-হত হয় অর্থাৎ তদীয় প্রভা ফলবতী হয় না, সেইরূপ মুনিগণের তপোবল মহাদেবে প্রতি-ঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল; অর্থাৎ তপোবলে তাঁহাদিগের অভিশাপ অন্য সমীপে যদ্রূপ ফলবান্ হয়, শিবসমীপে তাদৃশ ফলোৎপাদন করিতে পারে নাই। মায়াবিমোহিত তপস্বী বিপ্রগণ শিবকে নির্ভর্ৎসনপূর্ব্বক শিবসমীপে সমাগত হইয়া "তুমি কে" ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ মহেশ্বর বলিলেন যে, হে সুব্রতগণ! আমি আপনাদিগের সহিত তপস্যা করিবার নিমিত্ত এই দেশে ভার্য্যা সমভিব্যাহারে ইদানীং আগমন করিয়াছি। মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভৃগুপ্রমুখ মহর্ষিগণ বলিলেন যে, বস্ত্র পরিধান করিয়াও

অথোবাচ বিশ্বেশঃ পিনাকী নীললোহিতঃ।
সম্প্রেক্ষ্য জগতাং যোনিং পার্শ্বস্থঞ্চ জনার্দ্দনম্
কথং ভবদ্ভিরুদিতং স্বভার্য্যাপোষণোৎসুকৈঃ।
ত্যক্তব্যা মম ভার্য্যেতি ধর্ম্মজ্ঞৈঃ শান্তমানসৈঃ॥
ঋষয় উচুঃ।
ব্যভিচাররতা ভার্য্যাঃ সন্ত্যাজ্যাঃ পতিনেরিতাঃ।
অস্মাভিরেষা সুভগা তাদৃশী ত্যাগমর্হতি॥ ২৯
মহাদেব উবাচ।
ন কদাচিদিয়ং বিপ্রা মনসাপ্যন্যমিচ্ছতি।
নাহমেনামপি তথা বিমুঞ্চামি কদাচন॥ ৩০
ঋষয় উচুঃ।
দৃষ্ট্বা ব্যভিচরন্তীহ হ্যস্মাভিঃ পুরুষাধম।
উক্তং হ্যসত্যং ভবতা গম্যতাং ক্ষিপ্রমেব হি॥৩১
এবমুক্তো মহাদেবঃ সত্যমেব ময়েরিতম্।
ভবতাং প্রতিভাতেয়েত্যুক্ত্বাসৌ বিচচার হ॥৩২

সোহগচ্ছদ্ধরিণা সার্দ্ধং মুনীন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
বসিষ্ঠস্যাশ্রমং পুণ্যং ভিক্ষার্থী পরমেশ্বরঃ॥ ৩৩
দৃষ্ট্বা সমাগতং দেবং ভিক্ষমাণমরুন্ধতী।
বসিষ্ঠস্য প্রিয়া ভক্ত্যা প্রত্যুদ্‌গম্য ননাম তম্॥
প্রক্ষাল্য পাদৌ বিমলং দত্ত্বা চাসনমুত্তমম্।
সম্প্রেক্ষ্য শিথিলং গাত্রমভিঘাতহতং দ্বিজৈঃ॥
সন্ধয়ামাস ভৈষজ্যৈর্বিষণ্ণবদনা সতী।
চকার মহতীং পূজাং প্রার্থয়ামাস ভার্য্যয়া॥ ৩৬
কো ভবান্ কুত আয়াতঃ কিমাচারোভবানিতি
উচ্যতামাহ ভগবান্ সিদ্ধানাং প্রবরো হ্যহম্॥৩৭
যদেতন্মণ্ডলং শুদ্ধং ভাতি ব্রহ্মময়ং সদা।
এষৈব দেবতা মহ্যং ধারয়ামি সদৈব তু॥ ৩৮
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ শ্রীমাননুগৃহ্য পতিব্রতাম্।
তাড়য়াঞ্চক্রিরে দণ্ডৈর্যষ্টিভির্মুষ্টিভির্দ্বিজাঃ॥ ৩৯

ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া তপস্যাচরণ কর। অনন্তর মহাদেব হাস্যপূর্ব্বক পার্শ্বস্থ জগদ্‌যোনি জনার্দ্দনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—আপনারা সকলেই স্বীয় স্বীয় ভার্য্যার ভরণপোষণে নিয়ত উৎসুক, তবে, এতাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞ ও শান্তমনাঃ হইয়াও আপনারা কিরূপে বলিলেন যে, আমাকে ভার্য্যা পরিত্যাগ করিতে হইবে? ঋষিগণ বলিলেন,—ব্যভিচারিণী পত্নীকে পতি পরিত্যাগ করিবেন, ইহা আমরা শাস্ত্রে বলিয়াছি। তোমার এই সুভগা পত্নী ব্যভিচারিণী, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করা উচিত। মহাদেব বলিলেন,—হে বিপ্র! আমার এই পত্নী কখনও মনে মনেও অন্যকে কামনা করে না। অতএব আমি ইহাকে কখনও পরিত্যাগ করিব না। ২৯—৩০। ঋষিগণ বলিলেন,—হে পুরুষাধম! আমরা ইহাকে ব্যভিচারিণী দেখিতেছি, তোমার বাক্য মিথ্যা; অতএব তুমি শীঘ্র এখান হইতে গমন কর। ঋষিগণ এইরূপ বলিলে "আমি সত্যই বলিয়াছি, তোমাদের নিকটে ইনি ব্যভিচারিণীরূপে প্রতিভাত হইতেছেন (হউন)" মহাদেব এইরূপ বলিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর হরির সহিত ভিক্ষার্থী হইয়া পরমেশ্বর মুনিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বসিষ্ঠের পুণ্যাশ্রমে গমন করিলেন। দেবদেব ভিক্ষার্থী হইয়া সমাগত হইতেছেন দেখিয়া বসিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক ভক্তিসৎকারে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। অনন্তর পাদপ্রক্ষালন ও উত্তম নির্ম্মল আসন প্রদানপূর্ব্বক, ব্রাহ্মণদিগের দণ্ডাঘাতে শরীর ভগ্ন ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে দেখিয়া বিষণ্ণবদনে নানাবিধ ঔষধ দ্বারা তাহা সংযোজিত করিয়া দিলেন এবং সভার্য্য যোগীর মহতী পূজা করিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কে, কোথা হইতে আসিতেছেন? আপনার কি আচার?—এই সমস্ত বলুন। ভগবান্ বলিলেন,—আমি সিদ্ধপ্রবর। ব্রহ্মময় এই যে বিশুদ্ধ মণ্ডল সর্ব্বদা প্রকাশমান আছেন, ইনিই আমার দেবতা, আমি তাঁহাকে সর্ব্বদা ধারণা (নিশ্চলচিত্তে ভাবনা) করিয়া থাকি। এইরূপ বলিয়া শ্রীমান্ মহাদেব অরুন্ধতীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া তথা হইতে গমন করিলেন। ঋষিরাও পুনর্ব্বার দণ্ড, যষ্টি ও মুষ্টিদ্বারা তাড়না করিতে লাগি-

দৃষ্ট্বা চরন্তং গিরিশং নগ্নং বিকৃতলক্ষণম্।
প্রোচুরেতদ্বান লিঙ্গমুৎপাটয়ত্ব দুর্মতে॥ ৪০
তানব্রবীন্মহাযোগী করিষ্যামীতি শঙ্করঃ।
যুষ্মাকং মামকে লিঙ্গে যদি দ্বেষোঽভিজায়তে॥
ইত্যুক্ত্বোৎপাটয়ামাস ভগবান্ ভগনেত্রহা।
নাপশ্যংস্তৎক্ষণাচ্ছেশং কেশবং লিঙ্গমেব চ॥
তদোৎপাতা বভূবুর্হি লোকানাং ভয়শংসিনঃ।
ন রাজত সহস্রাংশুশ্চচাল পৃথিবী পুনঃ।
নিষ্প্রভাশ্চ গ্রহাঃ সর্ব্বে চক্ষুভে চ মহোদধিঃ॥
অপশ্যচ্চানসূয়াত্রেঃ স্বপ্নং ভার্য্যা পতিব্রতা।
কথয়ামাস বিপ্রাণাং ভয়াদাকুলিতেন্দ্রিয়া॥ ৪৪
তেজসা ভাসয়ন্ কৃৎস্নং নারায়ণসহায়বান্।
ভিক্ষমাণঃ শিবো নূনং দৃষ্টোঽস্মাকং গৃহেস্বিতে
তস্যা বচনমাকর্ণ্য শঙ্কমানা মহর্ষয়ঃ।
সর্ব্বে জগ্মুর্মহাযোগং ব্রহ্মাণং বিশ্বসম্ভবম্॥ ৪৬
উপাস্যমানমমলৈর্যোগিভির্ব্রহ্মবিত্তমৈঃ।
চতুর্ব্বেদৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিঃ সাবিত্র্যা সহিতং প্রভুম্॥ ৪৭
আসীনমাসনে রম্যে নানাশ্চর্য্যসমন্বিতে।
প্রভাসহস্রকলিলে জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিসংযুতে॥ ৪৮
বিভ্রাজমানং বপুষা সস্মিতং শুভ্রলোচনম্।
চতুর্মুখং মহাবাহুং ছন্দোময়মজং পরম্॥ ৪৯
বিলোক্য দেববপুষং প্রসন্নবদনং শুচিম্।
শিরোভির্ধরণীং গত্বা তোষয়ামাসুরীশ্বরম্॥
তান্ প্রসন্নো মহাদেবশ্চতুর্মূর্ত্তিশ্চতুর্মুখঃ।
ব্যাজহার মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কিমাগমনকারণম্॥ ৫১
তস্য তে বৃত্তমখিলং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
জ্ঞাপয়াঞ্চক্রিরে সর্ব্বে কৃত্বা শিরসি চাঞ্জলিম্॥

লেন। অনন্তর শিবকে উলঙ্গ ও বিকৃত-লক্ষণ হইয়া ভ্রমণ করিতে দেখিয়া ঋষিগণ বলিলেন,—রে দুর্ম্মতে! তুই এই লিঙ্গ উৎপাটন কর্। ৩১—৪০। মহাযোগী শঙ্কর তাঁহাদিগকে বলিলেন,—যদি আমার এই লিঙ্গে তোমাদিগের দ্বেষ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে উৎপাটন করিব। এই বলিয়া ভগনেত্রহা ভগবান্ লিঙ্গোৎপাটন করিলেন। কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহারা আর মহাদেব, কেশব এবং লিঙ্গ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তৎকালে সর্ব্বলোক-ভয়াবহ উৎপাত সকল উপস্থিত হইল; সহস্রাংশু সূর্য্যের প্রভা রহিল না; পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল এবং সমস্ত গ্রহই নিষ্প্রভ ও মহোদধি চঞ্চল হইতে লাগিল। এমন সময় অত্রি মুনির ভার্য্যা পতিব্রতা অনসূয়া স্বপ্ন দেখিলেন ও ভয়াকুলিত চিত্তে সেই ব্রাহ্মণদিগের নিকট বলিলেন,—আমরা যাঁহাকে এইমাত্র দেখিয়াছি, তিনি নিশ্চয়ই ভগবান্ মহেশ্বর, স্বীয় তেজ দ্বারা সমস্ত বনকে উদ্দীপিত করত নারায়ণের সহিত আমাদিগের গৃহে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। অনসূয়ার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণ সকলে শঙ্কাকুল হইয়া মহাযোগী বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন। নানা আশ্চর্য্যসমন্বিত প্রভাসহস্র-সমাচ্ছন্ন, জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিসংযুক্ত রমণীয় আসনে সাবিত্রীর সহিত উপবিষ্ট হইয়া প্রভু ব্রহ্মা তখন ব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠ নিষ্পাপ যোগিগণ ও মূর্ত্তিমান্ চতুর্ব্বেদ কর্ত্তৃক উপাসিত হইতেছিলেন। সস্মিত-বদন, শুভ্রবক্ত্র, শোভিত-লোচন, চতুর্ম্মুখ, মহাবাহু, ছন্দোময়, পরম পুরুষ ঐ ব্রহ্মা তখন স্বীয় শরীর-কান্তি দ্বারা শোভা পাইতেছিলেন। অনন্তর পবিত্র প্রসন্নবদন দেববপুঃ ব্রহ্মাকে অবলোকনপূর্ব্বক ঋষিগণ ভূ-শিরঃ-সংযোগরূপ প্রণাম দ্বারা তাঁহাকে সন্তোষিত করিয়াছিলেন। ৪১—৫০। চতুর্ম্মূর্ত্তিধর, * দেবদেব, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া সেই মুনিগণকে বলিলেন,—হে মুনি-শ্রেষ্ঠগণ! তোমরা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? তখন মুনিগণ মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক সেই পরমাত্মা ব্রহ্মার সমীপে সমস্ত

* বিরাট্, সূত্রাত্মা, অব্যাকৃত ও তুরীয়—পরমেশ্বর এই চারি মূর্ত্তিতে বিদ্যমান আছেন বলিয়া ব্রহ্মাকে "চতুর্ম্মূর্ত্তিধর" বলা হইয়াছে।

ঋষয় ঊচুঃ।

কশ্চিদ্দারুবনং পুণ্যং পুরুষোঽতীবশোভনঃ।
ভার্য্যয়া চারুসর্ব্বাঙ্গ্যা প্রবিষ্টো নগ্ন এব হি॥৫৩
মোহয়ামাস বপুষা নারীণাং কুলমীশ্বরঃ।
কন্যকানাং প্রিয়া চাস্য দূষয়ামাস পুত্রকান্॥
অস্মাভির্বিবিধাঃ শাপাঃ প্রযুক্তাশ্চ পরাহতাঃ।
তাড়িতোঽস্মাভিরত্যর্থং লিঙ্গন্তু বিনিপাতিতম্
অন্তর্হিতশ্চ ভগবান্ সভার্য্যো লিঙ্গমেব চ।
উৎপাতাশ্চাভবন্ ঘোরাঃ সর্ব্বভূতভয়ঙ্করাঃ॥৫৬
ক এষ পুরুষো দেব ভীতাঃ স্ম পুরুষোত্তম।
ভবন্তমেব শরণং প্রপন্না বয়মচ্যুত॥৫৭
ত্বং হি বেৎসি জগত্যস্মিন্ যৎকিঞ্চিদিহ চেষ্টিতম্
অনুগ্রহেণ যুক্তেন তদস্মানুপপালয়॥৫৮
বিজ্ঞাপিতো মুনিগণৈর্বিশ্বাত্মা কমলোদ্ভবঃ।

বৃত্তান্ত এইরূপে বিজ্ঞাপন করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন,—অতি সুন্দর এক পুরুষ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী ভার্য্যার সহিত উলঙ্গ হইয়া পবিত্র দেবদারুবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি শরীর-সৌন্দর্য্য দ্বারা আমাদিগের পত্নী ও কন্যাগণকে মোহিত করিয়াছিলেন, আর তাঁহার ভার্য্যা আমাদিগের পুত্রগণকে দূষিত করিয়াছিল। আমরা তাঁহার প্রতি বহুপ্রকার শাপ দিলাম, কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইল। পরে তাঁহাকে অতিশয় তাড়না করিলাম ও তাঁহার লিঙ্গও নিপাতিত করিয়াছিলাম। লিঙ্গ-নিপাতনের পরেই ঐ ভগবান্, তাঁহার ভার্য্যা ও সেই উৎপাটিত লিঙ্গ—সমস্তই অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং সর্ব্বভূতের ভয়ঙ্কর ঘোর উৎপাত সকল উপস্থিত হইল। হে দেব! সেই পুরুষ কে? হে পুরুষোত্তম! আমরা ভীত হইয়াছি, হে অচ্যুত! এজন্য আমরা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! এই জগতে যে কোন ক্রিয়া হয়, আপনি তাহা সকলেই জানেন। অতএব উপযুক্ত অনুগ্রহ দ্বারা আমাদিগকে পালন করুন। ৫১—৫৮। মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত

ধ্যাত্বা দেবং ত্রিশূলাঙ্কং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥৫৯

ব্রহ্মোবাচ।

হা কষ্টং ভবতামদ্য জাতং সর্ব্বার্থনাশনম্।
ধিগ্বলং ধিক্ তপশ্চর্য্যা মিথ্যৈব ভবতামিহ॥৬০
সম্প্রাপ্য পুণ্যসংস্কারান্ নিধীনাং পরমং নিধিম্
উপেক্ষিতং বৃথাভাবৈর্ভবদ্ভিরিহ মোহিতৈঃ॥৬১
কাঙ্ক্ষন্তি যোগিনো নিত্যং যতন্তো যতয়ো নিধিম্।
যমেব তং সমাসাদ্য হা ভবদ্ভিরুপেক্ষিতম্॥৬২
যং সমাসাদ্য দেবানামৈশ্বর্য্যমখিলং ধ্রুবম্।
তমাসাদ্যাক্ষয়ং দেবং হা ভবদ্ভিরুপেক্ষিতম্(১)
যমর্চ্চয়িত্বা সততং বিশ্বেশত্বমিদং মম।
স দেবোপেক্ষিতো দৃষ্টা নিধানং ভাগ্যবর্জ্জিতাঃ
যস্মিন্ সমাহিতং দিব্যমৈশ্বর্য্যং যত্তদব্যয়ম্।

হইয়া বিশ্বাত্মা কমলযোনি ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের ধ্যান করত বলিতে লাগিলেন,—হা কষ্ট! অদ্য তোমাদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ঐ দারুবনকে ধিক্ এবং তোমাদের তপস্যাকেও ধিক্। আর তোমরা যে এই দারুবনে তপশ্চর্য্যা করিয়াছ, সে সমস্তই মিথ্যা। পুঞ্জপুঞ্জপুণ্যফললভ্য নিধিগণের নিধিস্বরূপ ভগবান্ মহাদেবকে লাভ করিয়াও উপেক্ষা করিলে। তোমরা যে বৃথা ভাবে সমাহিত হইয়াছ। যোগী ও যতিগণ যে নিধিকে সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, হা! তোমরা সেই নিধিকে প্রাপ্ত হইয়াও উপেক্ষা করিলে! যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া দেবতাদিগের এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য অবিনশ্বর হইয়াছে, হা! সেই অক্ষয় দেবকে প্রাপ্ত হইয়া তোমরা উপেক্ষা করিয়াছ! যাঁহাকে সর্ব্বদা অর্চ্চনা করিয়া আমি বিশ্বপতি হইয়াছি, সেই পরমনিধি মহাদেবকে প্রাপ্ত হইয়াও উপেক্ষা করিয়াছ! তোমরা কি দুর্ভাগ্য!

১। "যজন্তি যজ্ঞৈর্বিবিধৈর্যৎপ্রাপ্ত্যৈ বেদবাদিনঃ মহানিধিং সমাসাদ্য হা ভবদ্ভিরুপেক্ষিতম্ ইতি কচিৎ পাঠান্তরম্।

তমাসাদ্য নিধিং ব্রহ্ম হা ভবদ্ভির্ব্যর্থীকৃতম্ ॥ ৬৫
এষ দেবো মহাদেবো বিজ্ঞেয়স্তু মহেশ্বরঃ।
ন তস্য পরমং কিঞ্চিৎ পদং সমধিগম্যতে ॥ ৬৬
দেবতানামৃষীণাং বা পিতৃণাঞ্চাপি শাশ্বতঃ।
সহস্রযুগপর্য্যন্তে প্রলয়ে সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৬৭
সংহরত্যেষ ভগবান্ কালো ভূত্বা মহেশ্বরঃ।
এষ চৈব প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সৃজত্যেকঃ স্বতেজসা ॥
এষ চক্রী চক্রবর্ত্তী শ্রীবৎসকৃতলক্ষণঃ।
যোগী কৃতযুগে দেবস্ত্রেতায়াং যজ্ঞ এব চ।
দ্বাপরে ভগবান্ কালো ধর্ম্মকেতুঃ কলৌ যুগে
রুদ্রস্য মূর্ত্তয়স্তিস্রো যাভির্বিশ্বমিদং ততম্।
তমো হ্যগ্নী রজো ব্রহ্মা সত্ত্বং বিষ্ণুরিতি স্মৃতিঃ
মূর্ত্তিরন্যা স্মৃতা চাস্য দিগ্বাসা বৈ শিবা ধ্রুবা।
যত্র তিষ্ঠতি তদ্ব্রহ্ম যোগেন তু সমন্বিতম্ ॥ ৭১
যা চাস্য পার্শ্বগা ভার্য্যা ভবদ্ভিরভিভাষিতা।
স হি নারায়ণো দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ৭২
তস্মাৎ সর্ব্বমিদং জাতং তত্রৈব চ লয়ং ব্রজেৎ
স এষ মোহয়েৎ কৃৎস্নং স এষ চ পরা গতিঃ ॥ ৭৩
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
একশৃঙ্গো মহানাত্মা পুরাণোঽক্ষরো হরিঃ ॥ ৭৪
চতুর্বেদশ্চতুর্ম্মূর্ত্তিস্ত্রিগুণঃ পরমেশ্বরঃ।
একমূর্ত্তিরনন্তাত্মা নারায়ণ ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৭৫
স তস্য গর্ভো ভগবানাপোময়তনুঃ প্রভুঃ।
স্তূয়তে বিবিধৈর্মন্ত্রৈর্ব্রাহ্মণৈর্মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৭৬
স হৃত্য সকলং বিশ্বং কল্পান্তে পুরুষোত্তমঃ।
শেতে যোগামৃতং পীত্বা যত্তদ্বিষ্ণোঃ পরং পদম্
ন জায়তে ন ম্রিয়তে বর্দ্ধতে ন চ বিশ্বদৃক্।
মূলপ্রকৃতিরব্যক্তা গীয়তে বৈদিকৈরজঃ ॥ ৭৮
ততো নিশায়াং ব্যুষ্টায়াং সিসৃক্ষুরখিলং জগৎ।

যিনি প্রসিদ্ধ অব্যয় দিব্য ঐশ্বর্য্যের আধার, সেই নিধিস্বরূপ পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া এ কি করিলে! ইহাঁকে দেবদেব মহাদেব মহেশ্বর বলিয়া জানিবে; তাঁহার পরমপদ কিছুমাত্র জানিতে পারা যায় না। সহস্রযুগান্তে কি দেবতা, কি ঋষি, কি পিতৃলোক, সমস্ত দেহীরই প্রলয় হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ দেব নিত্য অর্থাৎ অবিনশ্বর। এই ভগবান্ মহেশ্বর কালস্বরূপ হইয়া সমস্ত প্রজাসংহতিকে সংহার করেন; ইনিই আবার স্বকীয় তেজ দ্বারা সমগ্র প্রজা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইনি চক্রবর্ত্তী (অশেষ ভুবনের অধিপতি); ইনি চক্রধারী ও শ্রীবৎসলাঞ্ছন অর্থাৎ বিষ্ণুস্বরূপ। ইনি সত্যযুগে যোগিপদ-বাচ্য, ত্রেতাযুগে যজ্ঞস্বরূপ, দ্বাপরযুগে কালস্বরূপ এবং কলিযুগে ধর্ম্মকেতু। রুদ্রের গুণত্রয়াত্মক তিনটী মূর্ত্তি—যদ্দ্বারা এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়াছে; তাঁহার একমূর্ত্তি তমোগুণপ্রধান অগ্নি, অপর মূর্ত্তি রজোগুণপ্রধান ব্রহ্মা, তৃতীয় মূর্ত্তি সত্ত্বগুণপ্রধান বিষ্ণু, শাস্ত্রে এইরূপ বলিয়া থাকে। ইহাঁর মঙ্গলময় নিত্য অপর আর একটী মূর্ত্তি আছে, তাহা দিগম্বর, ঐ মূর্ত্তিতে পরব্রহ্ম যোগাবিষ্ট হইয়া নিত্য অবস্থান করেন।

৫৯—৭১। তোমরা যাঁহাকে ঐ দেবের পার্শ্ববর্ত্তিনী ভার্য্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, তিনি সনাতন পরমাত্মা নারায়ণ দেব। তাঁহা হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে। তিনি সমস্ত জগৎকে মোহিত করেন অথচ তিনিই পরম গতি। ইনিই সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ ও সহস্রচরণ, পুরুষ, অদ্বিতীয়, প্রধান, পরমাত্মা, পুরাণাত্মা, (অর্থাৎ অনাদি), অক্ষর (অর্থাৎ অবিনাশী) হরি। একমূর্ত্তি, অনন্তাত্মা নারায়ণ—চতুর্ব্বেদ, চতুর্ম্মূর্ত্তি, ত্রিগুণ ও পরমেশ্বর বলিয়া বেদে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। জলময় তনু প্রভু সেই পরম ব্রহ্মের গর্ভস্বরূপ; মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণেরা বিবিধ মন্ত্র দ্বারা ইহারই স্তব করিয়া থাকেন। ভগবান্ পুরুষোত্তম কল্পান্তে সমস্ত বিশ্ব সংহার করিয়া যে যোগামৃত আস্বাদনপূর্ব্বক অধিষ্ঠান করেন, উহাই বিষ্ণুর পরম পদ। ইহাঁর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বৃদ্ধি নাই,—ইনি অজ, বিশ্বদর্শী, বেদ-বেত্তারা তাঁহাকেই অব্যক্ত মূল প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। তদনন্তর প্রলয়কাল গত হইলে ভগবান্ জগৎসৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া

অজনাভৌ তু তদ্বীজং ক্ষিপত্যেষ মহেশ্বরঃ ॥৭৯
তং মাং বিত্ত মহাত্মানং ব্রহ্মাণং বিশ্বতোমুখম্
মহান্তং পুরুষং বিশ্বমপাং গর্ভমনুত্তমম ॥ ৮০
ন তং জানীত জনকং মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
দেবদেবং মহাদেবং ভূতানামীশ্বরং হরম্ ॥ ৮১
এষ দেবো মহাদেবো হ্যনাদির্ভগবান্ হরঃ।
বিষ্ণুনা সহ সংযুক্তঃ করোতি বিকরোতি চ ॥
ন তস্য বিদ্যতে কার্য্যং ন তস্মাদ্বিদ্যতে পরম্
স বেদান্ প্রদদৌ পূর্ব্বং যোগমায়াতনুর্মম ॥৮৩
স মায়ী মায়য়া সর্ব্বং করোতি বিকরোতি চ।
তমেব মুক্তয়ে জ্ঞাত্বা ব্রজধ্বং শরণং শিবম্ ॥ ৮৫
ইতীরিতা ভগবতা মরীচিপ্রমুখা বিভুম্।
প্রণম্য দেবং ব্রহ্মাণং পৃচ্ছন্তি স্ম সমাহিতাঃ ॥৮

মুনয় উচুঃ।

কথং পশ্যেম তং দেবং পুনরেব পিনাকিনম্।
ব্রূহি বিশ্বামরেশান ত্রাতা ত্বং শরণৈষিণাম্ ॥৮৬

ব্রহ্মোবাচ।

যদ্দৃষ্টং ভবতা তস্য লিঙ্গং ভুবি নিপাতিতম্।
তল্লিঙ্গানুকৃতীশস্য কৃত্বা লিঙ্গমনুত্তমম্ ॥ ৮৭
পূজয়ধ্বং সপত্নীকাঃ সাদরং পুত্রসংযুতাঃ।
বৈদিকৈরেব নিয়মৈর্বিবিধৈর্ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৮৮
সংস্থাপ্য শাঙ্করৈর্মন্ত্রৈঋগ্‌যজুঃসামসম্ভবৈঃ।
তপঃ পরং সমাস্থায় গৃণন্তঃ শতরুদ্রিয়ম্ ॥ ৮৯
সমাহিতাঃ পূজয়ধ্বং সপুত্রাঃ সহ বন্ধুভিঃ।
সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা শূলপাণিং প্রপদ্যথ ॥ ৯০
ততো দ্রক্ষ্যথ দেবেশং দুর্দ্দর্শমকৃতাত্মভিঃ।
যং দৃষ্ট্বা সর্ব্বমজ্ঞানমধর্ম্মঞ্চ প্রণশ্যতি ॥ ৯১
ততঃ প্রণম্য বরদং ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।
জগ্মুঃ সংহৃষ্টমনসো দেবদারুবনং পুনঃ ॥ ৯২
আরাধয়িতুমারব্ধা ব্রহ্মণা কথিতং তথা।
অজানন্তঃ পরং ভাবং বীতরাগা বিমৎসরাঃ ॥৯৩
স্থণ্ডিলেষু বিচিত্রেষু পর্ব্বতানাং গুহাসু চ।
নদীনাঞ্চ বিবিক্তেষু পুলিনেষু শুভেষু চ ॥ ৯৪

অজনাভিতে (জলে) বীজ প্রক্ষেপ করেন। জলমধ্যে প্রক্ষিপ্ত ঐ বীজকেই এই ব্রহ্মা ও বিশ্ব বলিয়া জান। আমিই সেই মহাত্মা, বিশ্বতোমুখ, মহাপুরুষ ব্রহ্মা। তাঁহার মায়ায় মোহিত বলিয়া সর্ব্বজনক সেই দেবদেব মহাদেব ভূতপতি হরকে তোমরা জানিতে পার না। এই অনাদি ভগবান্ মহাদেব হরই বিষ্ণুর সহিত সঙ্গত হইয়া সমস্ত জগতের সৃষ্টি সংহার করিয়া থাকেন। তাঁহার কোনও কার্য্য নাই, তাঁহা হইতে কোনও পদার্থ ভিন্ন নহে। সেই যোগমায়া-দেহধারী প্রভুই আমাকে বেদ সকল প্রদান করিয়াছেন। সেই মায়াবান্ মায়া দ্বারা সকল পদার্থের সৃষ্টি ও বিকার করেন; তোমরা ইহা জানিয়া মুক্তির নিমিত্ত সেই শিবের শরণাপন্ন হও। ৭২—৮৪। ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ সমাহিত হইয়া বিভু দেব ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নিখিলদেবেশ্বর! আমরা পুনর্ব্বার কিরূপে সেই মহেশ্বরকে দর্শন করিব, তাহা বলুন। যেহেতু আপনি শরণাগতপরিত্রাতা। ব্রহ্মা বলিলেন,—তাঁহার যে লিঙ্গকে তোমরা ভূমিতে নিপাতিত দর্শন করিয়াছিলে, ঐ লিঙ্গের সদৃশ একটী মাহেশ্বর লিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক পুত্র-কলত্রের সহিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সাদরে বিবিধ বৈদিকনিয়মে পূজা কর। তোমরা বন্ধু ও পুত্রগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া শতরুদ্রীয়পাঠ ও পরম তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক ঋগ্-যজুঃসামসম্ভব শাঙ্কর মন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাহিতভাবে পূজা কর এবং সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ শূলপাণির শরণাপন্ন হও; তাহা হইলেই অকৃতাত্মা পুরুষদিগের দুর্দ্দর্শ সেই দেবাধিপতি মহাদেবকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। তাঁহাকে দর্শন করিলে অজ্ঞান ও সমস্ত অধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৮৫—৯১। তদনন্তর মহর্ষিগণ অমিততেজস্বী বরদ ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক হৃষ্টমনে দেবদারুবনে পুনর্ব্বার গমন করিলেন। পরমপদার্থের অনভিজ্ঞ মহর্ষিগণ বীতরাগ ও বিমৎসর হইয়া বিচিত্র স্থণ্ডিল, পর্ব্বতগুহা, নির্জ্জন শুভ নদী-

শৈবালভোজনাঃ কেচিৎ কেচিদন্তর্জলেশয়াঃ।
কেচিদভ্রাবকাশাস্তু পাদাঙ্গুষ্ঠে হ্যধিষ্ঠিতাঃ ॥৯৫
দন্তোলুখলিনস্ত্বন্যে হ্যশ্মকুট্টাস্তথা পরে।
শাকপর্ণাশনাঃ কেচিৎ সম্প্রক্ষালা মরীচিপাঃ ॥৯৬
বৃক্ষমূলনিকেতাশ্চ শিলাশয্যাস্তথাপরে।
কালং নয়ন্তি তপসা পূজয়ন্তো মহেশ্বরম্ ॥ ৯৭
ততস্তেষাং প্রসাদার্থং প্রপন্নার্ত্তিহরো হরঃ।
চকার ভগবান্ বুদ্ধিং প্রবোধায় বৃষধ্বজঃ ॥৯৮
দেবঃ কৃতযুগে হ্যস্মিন্ শৃঙ্গে হিমবতঃ শুভে।
দেবদারুবনং প্রাপ্তঃ প্রসন্নঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৯৯
ভস্মপাণ্ডুরদিগ্ধাঙ্গো নগ্নো বিকৃতলক্ষণঃ।
উল্মুকব্যগ্রহস্তশ্চ রক্তপিঙ্গললোচনঃ ॥ ১০০
ক্বচিচ্চ হসতে রৌদ্রং ক্বচিদ্গায়তি বিস্মিতঃ।
ক্বচিন্নৃত্যতি শৃঙ্গারী ক্বচিদ্রৌতি মুহুর্ম্মুহুঃ ॥১০১

আশ্রমে হ্যটতে ভিক্ষুর্যাচতে চ পুনঃপুনঃ।
মায়াং কৃত্বাত্মনো রূপং দেবস্তদ্বনভাগতঃ ॥ ১০২
কৃত্বা গিরিসুতাং গৌরীং পার্শ্বে দেবঃ পিনাকধৃক্
সা চ পূর্ব্ববদ্দেবেশী দেবদারুবনং গতা ॥ ১০৩
দৃষ্ট্বা সমাগতং দেবং দেব্যা সহ কপর্দ্দিনম্।
প্রণেমুঃ শিরসা ভূমৌ তোষয়ামাসুরীশ্বরম্ ॥১০৪
বৈদিকৈর্বিবিধৈর্মন্ত্রৈঃ স্তোত্রৈর্মাহেশ্বরৈঃ শুভৈঃ।
অথর্ব্বশিরসা চান্যে রুদ্রাদ্যৈরার্চ্চয়ন্ ভবম্ ॥১০৫
নমো দেবাধিদেবায় মহাদেবায় তে নমঃ।
ত্র্যম্বকায় নমস্তুভ্যং ত্রিশূলবরধারিণে ॥ ১০৬
নমো দিগ্বাসসে তুভ্যং বিকৃতায় পিনাকিনে।
সর্ব্বপ্রণতদেহায় স্বয়মপ্রণতাত্মনে ॥ ১০৭

পুলিন প্রভৃতিতে ব্রহ্মার আদেশানুসারে মহাদেবের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ শৈবালমাত্রভোজী, কেহ বা জলমধ্যে অবস্থিত; আর কেহ বা অনাবৃত স্থানে পাদাঙ্গুষ্ঠ মাত্র দ্বারা ভূমি স্পর্শ করত উপবিষ্ট ছিলেন। কেহ কেহ দন্তোলূখলী (অর্থাৎ দন্ত দ্বারা নিস্তুষ করিয়া ভোজনকারী) হইয়া, কেহ কেহ শিলাকুট্টিতমাত্র-ভোজী হইয়া, কেহ কেহ শাকপর্ণমাত্রভোজী হইয়া, কেহ স্নানপরায়ণ ও কেহ মরীচিমাত্রপায়ী হইয়া, কেহ কেহ বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া, আর কেহ বা শিলাশায়ী হইয়া তপস্যা দ্বারা মহেশ্বরের পূজা করত কালযাপন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর শরণাগত-দুঃখহর ভগবান্ বৃষধ্বজ হর মুনিগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রবোধিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দেবদেব পরমেশ্বর প্রসাদার্থ রক্তপিঙ্গললোচন, ভস্মলিপ্তকলেবর, দিগম্বর, বিকৃতবেশ ও হস্ত দ্বারা জ্বলদঙ্গারধারী হইয়া, সেই সত্যযুগে হিমালয়শৃঙ্গস্থিত রমণীয় দেবদারুবনে উপস্থিত হইলেন। ৯২—১০০। তিনি কখনও ভয়ানক হাস্য করিতে লাগিলেন, কখনও বিস্মিত হইয়া গান করিতে লাগিলেন, কখনও শৃঙ্গাররসাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং কখনও বা বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। তিনি ভিক্ষুরূপে আশ্রমে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন ও পুনঃপুন অন্নাদি যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন। এতাদৃশ মায়াময় রূপধারণপূর্ব্বক গিরিসুতা গৌরীকে পার্শ্ববর্ত্তিনী করিয়া দেব পিনাকধারী ঐ বনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে নারায়ণ যেরূপ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, গিরিসুতাও ঐরূপ রূপ ধারণপূর্ব্বক দেবদারুবনে গমন করিয়াছিলেন। দেবীর সহিত সমাগত দেব কপর্দ্দীকে দেখিয়া মুনিগণ ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন এবং বিবিধ বৈদিকমন্ত্র ও শুভ মাহেশ্বর স্তোত্রদ্বারা, কেহ কেহ অথর্ব্বশিরোমন্ত্র ও রুদ্রাধ্যায়াদি পাঠ দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করত সন্তোষোৎপাদন করিতে লাগিলেন। (ঋষিগণ বলিলেন) "তুমি দেবাধিদেব, তোমাকে প্রণাম; তুমি মহাদেব, তোমাকে প্রণাম; তুমি ত্র্যম্বক, তোমাকে প্রণাম; তুমি ত্রিশূলবরধারী, তোমাকে প্রণাম। তুমি দিগম্বর, তুমি বিকৃত (মায়াবী), তুমি পিনাকী, প্রণামপরায়ণ হইয়া সকলেই তোমার নিকট অবনত হয়, কিন্তু তুমি প্রণাম করিবার জন্য কাহারও নিকট অবনতদেহ হও না, তোমার

অন্তকান্তকৃতে তুভ্যং সর্ব্বসংহরণায় চ।
নমোহস্তু নৃত্যশীলায় নমো ভৈরবরূপিণে ॥১০৮
নরনারীশরীরায় যোগিনে গুরবে নমঃ।
নমো দান্তায় শান্তায় তাপসায় হরায় চ॥ ১০৯
বিভীষণায় রুদ্রায় নমস্তে কৃত্তিবাসসে।
নমস্তে লেলিহানায় শিতিকণ্ঠায় তে নমঃ ॥ ১১০
অঘোরঘোররূপায় বামদেবায় বৈ নমঃ।
নমঃ কনকমালায় দেব্যাঃ প্রিয়করায় চ ॥১১১
গঙ্গাসলিলধারায় শম্ভবে পরমেষ্ঠিনে।
নমো যোগাধিপতয়ে ভূতাধিপতয়ে নমঃ ॥১১২
প্রাণায় চ নমস্তুভ্যং নমো ভস্মাঙ্গধারিণে।
নমস্তে হব্যবাহায় দংষ্ট্রিণে হব্যরেতসে ॥ ১১৩
ব্রহ্মণশ্চ শিরোহর্ত্রে নমস্তে কালরূপিণে।
আগতিং তে ন জানীমো গতিং নৈব চ নৈব চ।
বিশ্বেশ্বর মহাদেব যোহসি সোহসি নমোহস্তু তে
নমঃ প্রমথনাথায় দাত্রে চ শুভ-সম্পদাম্।
কপালপাণয়ে তুভ্যং নমো জুষ্টতমায় তে ॥১১৫
নমঃ কনকপিঙ্গায় বারিলিঙ্গায় তে নমঃ।
নমো বহ্ন্যর্কলিঙ্গায় জ্ঞানলিঙ্গায় তে নমঃ (ক) ॥
নমো ভুজঙ্গহারায় কর্ণিকারপ্রিয়ায় চ।
কিরীটিনে কুণ্ডলিনে কালকালায় তে নমঃ ॥১১৭
বামদেব মহেশান দেবদেব ত্রিলোচন।
ক্ষম্যতাং যৎ কৃতং মোহাৎ ত্বমেব শরণং হি নঃ
চরিতানি বিচিত্রাণি গুহ্যানি গহনানি চ।
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং দুর্ব্বিজ্ঞেয়োহসি শঙ্কর ॥
অজ্ঞানাদ্‌যদি বা জ্ঞানাৎ কিঞ্চিদ্‌যৎ কুরুতে নরঃ
তৎসর্ব্বং ভগবানেব কুরুতে যোগমায়য়া ॥১২০

প্রণাম করি। তুমি অন্তকেরও অন্তকারী, তুমি সর্ব্বসংহারক, তোমাকে নমস্কার। নৃত্যশীল ও ভৈরবরূপী তোমাকে প্রণাম করি। তুমি অর্দ্ধনারীশ্বর, তুমি যোগী, তুমি গুরু; তোমাকে প্রণাম। তুমি দান্ত, শান্ত ও তপস্বী হর; তোমাকে প্রণাম করি। তুমি বিভীষণ রুদ্র তুমি কৃত্তিবাসা, তোমাকে প্রণাম। তুমি লেলিহান (বারংবার জগদ্-ভক্ষণোদ্যত), তোমাকে প্রণাম। তুমি শিতিকণ্ঠ, তোমায় প্রণাম করি। ১০১—১১০। তুমি অঘোরমূর্ত্তি, তুমি ঘোরমূর্ত্তি, তুমি বামদেব, তোমাকে প্রণাম। তুমি কনকমালাধারী ও দেবীর প্রিয়কর; তোমায় নমস্কার করি। তুমি গঙ্গা সলিলধারাধারী, তুমি শম্ভু, তুমি পরমেষ্ঠী; তোমাকে নমস্কার। তুমি যোগাধিপতি, তুমি ভূতাধিপতি; তোমায় নমস্কার করি। তুমি সর্ব্বপ্রাণী। প্রাণস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি ভস্মাচ্ছাদিত-কলেবর, তোমায় নমস্কার। তুমি হব্যবাহক অগ্নিস্বরূপ, তুমি দংষ্ট্রী ও তুমি হব্যরেতা; তোমায় নমস্কার করি। তুমি ব্রহ্মার শিরোহর্ত্তা, তুমি কালরূপী, তোমায় নমস্কার আমরা তোমার আগতি জানি না, তোমার গতিও জানি না; হে বিশ্বেশ্বর! হে মহাদেব! তুমি যেই হও না কেন, (তোমার স্বরূপ না জানিলেও) তোমায় নমস্কার করি। তুমি প্রমথনাথ, তুমি শুভসম্পদ্-দাতা; তোমাকে প্রণাম। তুমি কপালপাণি, তুমি আরাধ্যতম, তোমায় প্রণাম করি। তুমি কনকপিঙ্গ, তোমাকে নমস্কার। তুমি বারিলিঙ্গ, তোমায় নমস্কার। তুমি বহ্ন্যর্কলিঙ্গ, তুমি জ্ঞানলিঙ্গ, তোমায় প্রণাম করি। তুমি ভুজঙ্গহারধারী, তুমি কর্ণিকারপ্রিয়; তোমাকে নমস্কার। তুমি কিরীটী ও কুণ্ডলী, তুমি কাল-কাল, তোমায় নমস্কার করি। হে বামদেব! হে দেবদেব ত্রিলোচন মহেশ্বর! আমরা অজ্ঞান বশতঃ যাহা করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর; তুমিই আমাদিগের একমাত্র শরণ, হে শঙ্কর! তোমার চরিত সকল বিচিত্র, অতি গোপনীয় ও দুর্ব্বোধ! তুমি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও দুর্ব্বিজ্ঞেয়। মনুষ্য অজ্ঞানতঃ বা জ্ঞানতঃ যাহা কিছু কর্ম্ম করিয়া থাকে, ভগবান্ তুমিই তৎসমস্ত যোগমায়া দ্বারা করিতেছ (কারণ যোগমায়া অবলম্বনে তুমিই এই বিশ্বরূপে

(ক) ইতঃ পরং 'বিশ্বেশ্বর মহাদেব যোগিন্ যোগিপ্রিয়ায় তে।' ইত্যর্দ্ধশ্লোকোঽধিকঃ কচিৎ

এবং স্তুত্বা মহাদেবং প্রবিষ্টৈরন্তরাত্মভিঃ।
উচুঃ প্রণম্য গিরিশং পশ্যামস্ত্বাং যথা পুরা ॥১২১
তেষাং সংস্তবমাকর্ণ্য সোমঃ সোমবিভূষণঃ।
স্বমেব পরমং রূপং দর্শয়ামাস শঙ্করঃ ॥ ১২২
তং তে দৃষ্ট্বাথ গিরিশং দেব্যা সহ পিনাকিনম্
যথাপূর্ব্বং স্থিতা বিপ্রাঃ প্রণেমুর্হৃষ্টমানসাঃ ॥১২৩
ততস্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে সংস্তূয় চ মহেশ্বরম্।
ভৃগ্বঙ্গিরা বসিষ্ঠস্তু বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ ॥ ১২৪
গৌতমোঽত্রিঃ সুকেশশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ
মরীচিঃ কশ্যপশ্চাপি সংবর্ত্তকমহাতপাঃ।
প্রণম্য দেবদেবেশমিদং বচনমব্রুবন্ ॥ ১২৫
কথং ত্বাং দেবদেবেশ কর্ম্মযোগেন বা প্রভো।
জ্ঞানেন বাথ যোগেন পূজয়ামঃ সদৈব হি ॥
কেন বা দেব মার্গেণ সম্পূজ্যো ভগবানিহ।
কিং তৎ সেব্যমসেব্যং বা সর্ব্বমেতদ্ ব্রবীহি নঃ॥
দেবদেব উবাচ।
এতদ্বঃ সম্প্রবক্ষ্যামি গাঢ়ং গহনমুত্তমম্।
ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বমাদাবেব মহর্ষয়ঃ ॥ ১২৮
সাংখ্যযোগাদ্বিধা জ্ঞেয়ং পুরুষাণাং হি সাধনম্
যোগেন সহিতং সাংখ্যং পুরুষাণাং বিমুক্তিদম্
ন কেবলং হি যোগেন দৃশ্যতে পুরুষঃ পরঃ।
জ্ঞানন্তু কেবলং সম্যগপবর্গফলপ্রদম্ ॥ ১৩০
ভবন্তঃ কেবলং যোগং সমাশ্রিত্য বিমুক্তয়ে।
বিহায় সাংখ্যং বিমলমকুর্ব্বত পরিশ্রমম্ ॥ ১৩১
এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রা নৃণাং কেবলকর্ম্মণাম্।
আগতোঽহমিমং দেশং জ্ঞাপয়ন্ মোহসম্ভবম্
তস্মাদ্ভবদ্ভির্বিমলং জ্ঞানং কৈবল্যসাধনম্।
জ্ঞাতব্যং হি প্রযত্নেন শ্রোতব্যং দৃশ্যমেব চ॥১৩৩
একঃ সর্ব্বত্রগো হ্যাত্মা কেবলশ্চিতিমাত্রকঃ।
আনন্দো নির্ম্মলো নিত্য এতদ্বৈ সাংখ্যদর্শনম্
এতদেব পরং মানমথ মোক্ষোঽনুগীয়তে।
এতৎ কৈবল্যমমলং ব্রহ্মভাবশ্চ বর্ণিতঃ ॥ ১৩৫

প্রতিভাত হইতেছ)। ১১১—১২০। মুনিগণ অভিনিবিষ্টচিত্তে মহাদেবকে এইরূপ স্তব করিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—পূর্ব্বে আপনার যেরূপ দেখিয়াছি, সেইরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। উমাসহচর সোমভূষণ মহাদেব শঙ্কর মুনিগণের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া, মুনিগণকে স্বীয় পরম রূপ দেখাইলেন। সেই বিপ্রগণ মহাদেবীর সহিত পিনাকী গিরিশকে দর্শন করিয়া যথাপূর্ব্ব অবস্থিত হইয়া হৃষ্টমনে প্রণাম করিলেন। তদনন্তর ভৃগু, অঙ্গিরা, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, অত্রি, সুকেশ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মরীচি, কশ্যপ ও মহাতপা সংবর্ত্তক প্রভৃতি মুনিগণ পুনর্ব্বার মহেশ্বরের স্তব করিয়া প্রণামপূর্ব্বক দেবদেবেশ্বরকে বলিলেন,—হে প্রভো দেবদেবেশ! আমরা কর্ম্মযোগে বা জ্ঞানযোগে—কি প্রকারে সর্ব্বদা আপনার পূজা করিব? হে দেব! এক্ষণে কোন্ মার্গে ভগবান্ আপনাকে পূজা করিতে হইবে? কি কি সেব্য বা কি কি অসেব্য—এই সমস্ত আমাদিগকে বলুন। দেবদেব বলিলেন,—হে মহর্ষিগণ! অতিপ্রগাঢ় ও অতি দুরবগাহ এই বিষয়টী আমি তোমাদিগকে বলিব; পূর্ব্বে ব্রহ্মা প্রথমেই তাহা বলিয়াছেন। সাংখ্য (জ্ঞান-যোগ) ও যোগ (কর্ম্মযোগ) এই দুই প্রকারে পুরুষদিগের সাধন হইয়া থাকে, জানিবে। পরন্তু যোগসহিত সাংখ্যসাধনই মুক্তিপ্রদায়ক। কেবল যোগ দ্বারা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ঘটে না; কিন্তু কেবল জ্ঞান (সাংখ্য) মুক্তিপ্রদ।—১২১—১৩০। তোমরা বিমল সাংখ্য (তত্ত্বজ্ঞান) পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিকামনায় কেবল যোগ আশ্রয়পূর্ব্বক বৃথা পরিশ্রম করিয়াছ। হে বিপ্রগণ! এই নিমিত্তই আমি কেবল কর্ম্মমাত্র অনুষ্ঠায়ী মনুষ্যদিগের কর্ম্ম যে মোহসম্ভূত, ইহা প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে এই দেশে আগমন করিয়াছি। অতএব কৈবল্যসাধন বিমল জ্ঞান (সাংখ্যজ্ঞানলভ্য আত্মতত্ত্ব) তোমাদের জানা উচিত, যত্নপূর্ব্বক গুরুমুখে শ্রবণ করা উচিত ও প্রত্যক্ষ করা উচিত। এক আত্মাই সর্ব্বত্রগামী, কেবল (অর্থাৎ প্রকৃতিশূন্য), জ্ঞানময়, আনন্দময়, নির্ম্মল ও নিত্য, ইহা সাংখ্যের মত; এই পরম জ্ঞানকেই জীবমুক্তি বলে। ইহার পরিণামই

আশ্রিত্য চৈতৎ পরমং তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
পশ্যন্তি মাং মহাত্মানো যতয়ো বিশ্বমীশ্বরম্॥১৩৬
এতৎ তৎ পরমং জ্ঞানং কেবলং সন্নিরঞ্জনম্।
অহং হি বেদ্যো ভগবান্ মম মূর্ত্তিরিয়ং শিবা॥
বহূনি সাধনানীহ সিদ্ধয়ে কথিতানি তু।
তেষামভ্যধিকং জ্ঞানং মামকং দ্বিজপুঙ্গবাঃ॥
জ্ঞানযোগরতাঃ শান্তা মামেব শরণং গতাঃ।
যে হি মাং ভস্মনিরতা ধ্যায়ন্তি সততং হৃদি॥
মদ্ভক্তিতৎপরা নিত্যং যতয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
নাশয়াম্যচিরাৎ তেষাং ঘোরং সংসারসাগরম্॥
নির্ম্মিতং হি ময়া পূর্ব্বং ব্রতং পাশুপতং শুভম্
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং সূক্ষ্মং বেদসারং বিমুক্তয়ে॥১৪১
প্রশান্তঃ সংযতমনা ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহঃ।
ব্রহ্মচর্য্যরতো নগ্নো ব্রতং পাশুপতং চরেৎ॥১৪২
যদ্বা কৌপীনবসনঃ স্যাদেকবসনো মুনিঃ।

বেদাভ্যাসরতো বিদ্বান্ ধ্যায়েৎ পশুপতিং শিবম্
এষ পাশুপতো যোগঃ সেবনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ।
ভস্মচ্ছন্নৈর্হি সততং নিষ্কামৈরিতি হি শ্রুতম্॥
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবোঽনেন যোগেন পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥১৪৫
অন্যানি চৈব শাস্ত্রাণি লোকেঽস্মিন্ মোহনানি চ
বেদবাদবিরুদ্ধানি মযৈব কথিতানি তু॥১৪৬
বামং পাশুপতং সোমং লাঙ্গলঞ্চৈব ভৈরবম্।
অসেব্যমেতৎ কথিতং বেদবাহ্যং তথেতরৎ॥
বেদমূর্ত্তিরহং বিপ্রা নান্যশাস্ত্রার্থবেদিভিঃ।
জ্ঞায়তে মৎস্বরূপন্তু মুক্ত্বা দেবং সনাতনম্॥১৪৮
স্থাপয়ধ্বমিমং মার্গং পূজয়ধ্বং মহেশ্বরম্।
ততোঽচিরাদৈশ্বরং জ্ঞানমুৎপৎস্যতি ন সংশয়ঃ॥
ময়ি ভক্তিশ্চ বিপুলা ভবতামস্তু সত্তমাঃ।
ধ্যাতমাত্রো হি সান্নিধ্যং দাস্যামি মুনিসত্তমাঃ

বিদেহকৈবল্য ও ব্রহ্মভাব। এই পরম জ্ঞান আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ মহাত্মা যতিগণ সমস্ত বস্তুকে ঈশ্বররূপে—সুতরাং মৎস্বরূপে জানে। এই সেই নিত্য নিরঞ্জন (অবিদ্যাদোষ-রহিত) শুদ্ধ পরম জ্ঞানযোগ, ঐ জ্ঞানের বেদ্য ভগবান্ আমি এবং আমার মূর্ত্তি এই পার্ব্বতী। হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! সিদ্ধির নিমিত্ত অনেক প্রকার সাধন শাস্ত্রে কথিত আছে, কিন্তু মদ্বিষয়ক জ্ঞান তৎসমুদয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যে সকল শান্ত (জিতেন্দ্রিয়) জ্ঞানযোগরত মানব আমার শরণাপন্ন, যে সকল ভস্মভূষিতাঙ্গ যোগী সতত হৃদয়ে আমাকে ধ্যান করে এবং যে সকল নিষ্পাপ যতি সর্ব্বদা আমাতে ভক্তিপরায়ণ,তাহাদিগের সকলেরই ঘোর সংসার-সাগর অচিরাৎ বিনষ্ট করিয়া থাকি (অর্থাৎ তাহারা মুক্ত হয়)। ১৩১—১৪০। আমি পূর্ব্বকালে শুভ পাশুপত-ব্রতের সৃষ্টি করিয়াছি। অতি গুহ্য ও বেদের সারভূত সূক্ষ্ম ঐ ব্রত বিমুক্তির কারণ। প্রশান্ত, সংযতমনাঃ, ভস্মলিপ্তকলেবর, ব্রহ্মচর্য্যরত এবং দিগম্বর হইয়া পাশুপত-ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অথবা জ্ঞানী সাধক কৌপীনবাসা বা একবস্ত্রপরিধায়ী মৌনাবলম্বী ও বেদাভ্যাস-পরায়ণ হইয়া পশুপতি শিবের ধ্যান করিবে। মুমুক্ষুগণ ভস্মলিপ্ত-কলেবর ও নিষ্কাম হইয়া এই পাশুপতযোগের সেবা করিবেন, ইহাই শ্রুতিসিদ্ধ। বিগতানুরাগ, নির্ভয়, অক্রোধ, আমাতে একাগ্রচিত্ত ও আমার শরণাপন্ন হইয়া বহুলোক এই পাশুপত-যোগের বলে নিষ্পাপ হইয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সংসারে বেদবাদবিরুদ্ধ অনেক শাস্ত্র আছে, ঐ সকল শাস্ত্র আমিই বলিয়াছি; কিন্তু উহারা কেবল মোহকারকমাত্র। বাম, পাশুপত, সোম, লাঙ্গল ও ভৈরব এই সকল শাস্ত্র এবং বেদবিরুদ্ধ অন্য যে কিছু শাস্ত্র—তৎসমস্তই অসেব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। আমি বেদমূর্ত্তি, অতএব বেদকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা অন্য শাস্ত্রার্থে কৃতবিদ্য হইয়াছে,—তাহারা আমার স্বরূপ জানিতে পারে না। এই পথ (পাশুপতব্রত মার্গ) স্থাপন কর, মহেশ্বরের পূজা কর; তাহা হইলে অচিরাৎ পরম জ্ঞানের উৎপত্তি হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। হে সাধুশ্রেষ্ঠগণ! আমার প্রতি তোমাদিগের বিপুল-

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ সোঽন্তত্রৈবান্তর্হিতোঽভবৎ
তেঽপি দারুবনে স্থিত্বা হ্যর্চ্চয়ন্তি স্ম শঙ্করম্॥
ব্রহ্মচর্য্যরতাঃ শান্তা সাংখ্যযোগপরায়ণাঃ।
সমেত্য তে মহাত্মানো মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।
বিচক্রিরে বহূন্ বাদান্ স্বাত্মজ্ঞানসমাশ্রয়ান্॥
কিমস্য জগতো মূলমাত্মা চাস্মাকমেব হি।
কোঽপি স্যাৎ সর্ব্বভাবানাং হেতুরীশ্বর এব চ॥
ইত্যেবং মন্যমানানাং ধ্যানমার্গাবলম্বিনাম্।
আবিরাসীন্মহাদেবী ততো গিরিবরাত্মজা॥ ১৫৪
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশা জ্বালামালাসমাবৃতা।
স্বভাভির্নির্ম্মলাভিঃ সা পূরয়ন্তী নভস্তলম্॥১৫৫
তামন্বপশ্যন্ গিরিজামমেয়াং
জ্বালাসহস্রান্তরসংন্নিবিষ্টাম্।
প্রণেমুরেতামখিলেশপত্নীং
জানন্তি চৈতৎ পরমস্য বীজম্॥ ১৫৬
অস্মাকমেষা পরমস্য পত্নী
গতিস্তথাত্মা গগনাভিধানা।
পশ্যন্ত্যথাত্মানমিদঞ্চ কৃৎস্নং
তস্যামথৈতে মুনয়ঃ প্রহৃষ্টাঃ॥ ১৫৭
নিরীক্ষিতাস্তে পরমেশপত্ন্যা
তদন্তরে দেবমশেষহেতুম্।
পশ্যন্তি শম্ভুং কবিমীশিতারং
রুদ্রং বৃহন্তং পুরুষং পুরাণম্॥ ১৫৮
আলোক্য দেবীমথ দেবমীশং
প্রণেমুরানন্দমবাপুরগ্র্যম্।
জ্ঞানং তদৈশং ভগবৎপ্রসাদা-
দাবির্ব্বভৌ জন্মবিনাশহেতু॥১৫৯
ইয়ং যা সা জগতো যোনিরেকা
সর্ব্বাত্মিকা সর্ব্বনিয়ামিকা চ।
মাহেশ্বরী শক্তিরনাদিসিদ্ধা
ব্যোমাভিধানা দিবি রাজতীব॥ ১৬০
অস্যাং মহান্ পরমেষ্ঠী পরস্তা-
ন্মহেশ্বরঃ শিব একঃ স রুদ্রঃ।

ভক্তি থাকুক, হে মুনিসত্তমগণ! ধ্যান করিবামাত্রই আমি তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইব। ১৪১—১৫০। এইরূপ বলিয়া ভগবান্ শঙ্কর উমার সহিত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। সেই মুনিগণও দারুবনে অবস্থান পূর্ব্বক মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচর্য্যরত, শান্ত ও সাংখ্যযোগপরায়ণ সেই মহাত্মা ব্রহ্মবাদী মুনিগণ একত্র মিলিত হইয়া আত্মজ্ঞানবিষয়ক এইরূপ বহু বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। এই জগতের মূল অর্থাৎ সমবায়িকারণ কি? উত্তর—আমাদিগের আত্মা। এই সর্ব্বপদার্থের হেতু (অর্থাৎ নিমিত্ত-কারণ) কে? উত্তর—ঈশ্বর। তদনন্তর এই রূপে পরস্পর বিচারশীল ও নিদিধ্যাসনরত মুনিগণের সমক্ষে মহাদেবী পার্ব্বতী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তিনি কোটিসূর্য্যসদৃশী ও জ্বালামালাসমাযুক্তা। তিনি নির্ম্মল স্বকীয় দীপ্তি দ্বারা নভোমণ্ডল পূর্ণ করিতে লাগিলেন। কিরণসমূহমধ্যে সন্নিবিষ্টা অমেয়া সেই গিরিসুতাকে মুনিগণ দর্শন করিলেন এবং মহেশ্বরপত্নীকে প্রণামও করিলেন। সেই মুনিগণ জানিতে পারিলেন যে,—ইনিই এই জগতের মূলকারণ এবং পরমপুরুষের পত্নী গগনাভিধানা এই দেবীই আমাদিগের গতি ও আত্মা। তৎপরে তাঁহারা নিখিল জগৎ আত্মাকে সেই দেবীদেহে দর্শন করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা দেবীকর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া নিরতিশয় হর্ষ লাভ করিলেন। মুনিগণ ইত্যবকাশে অশেষ জগতের হেতু, কবি, বৃহৎ, পুরাণ-পুরুষ, দেবদেব, মহাদেব, মহেশ্বর রুদ্রকেও সন্দর্শন করিলেন! দেবী গিরিজা ও দেব মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া, মুনিগণ অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন এবং প্রণাম করিলেন। তৎকালে ভগবৎপ্রসাদে তাঁহাদের জন্মধ্বংসের (মুক্তির) বীজভূত তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা সেই জ্ঞানযোগে জানিতে পারিলেন,—এই যে সর্ব্বভূতময়ী, সর্ব্বনিয়ন্ত্রী, ব্যোমাভিধানা, অনাদিসিদ্ধা মহেশ্বরী শক্তি যেন আকাশে বিরাজমানার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন, ইনিই জগতের একমাত্র যোনি (উৎপত্তিকারণ)। ১৫১—১৬০। এতদ্মধ্যে দেবদেব মহান্

চকার বিশ্বং পরশক্তিনিষ্ঠং
মায়ামথ'রুহ্য চ দেবদেবঃ ॥ ১৬১
একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ো
মায়ী রুদ্রঃ সকলো নিষ্কলশ্চ।
স এব দেবী ন চ তদ্বিভিন্ন-
মেতজ্জ্ঞাত্বা হ্যমৃতত্বং ব্রজন্তি ॥ ১৬২
অন্তর্হিতোঽভূদ্ভগবান্ মহেশো
দেব্যা তয়া সহ দেবাধিদেবঃ।
আরাধয়ন্তি স্ম তমাদিদেবং
বনৌকসস্তে পুনরেব রুদ্রম্ ॥ ১৬৩
এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং দেবদেবস্য চেষ্টিতম্।
দেবদারুবনে পূর্ব্বং পুরাণে যন্ময়া শ্রুতম্ ॥১৬৪
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
শ্রাবয়েদ্বা দ্বিজান্ শান্তান্ স যাতি পরমাং গতিম্

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে তীর্থ
মাহাত্ম্যে দেবদারুবনপ্রবেশো নাম
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

পরমেষ্ঠী পরমমঙ্গলময় অদ্বিতীয় মহেশ্বর রুদ্র এই দেবী প্রকৃতি হইতে মায়াসংযোগে পরমশক্তিনিষ্ঠ বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অদ্বিতীয় দেব রুদ্র সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত, মায়া এবং সকল ও নিষ্কল তিনিই এই দেবীস্বরূপ;—কিছুই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে; এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে জীবন্মুক্তত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনন্তর দেবাধিদেব ভগবান মহেশ্বর দেবীর সহিত অন্তর্হিত হইলেন। বনবাসী মহর্ষিগণও পুনরায় সেই আদিদেব রুদ্রের আরাধনা করিতে লাগিলেন। দেবদেব মহেশ্বরের দেবদারুবনে পূর্ব্বকালীন কর্ম্ম, যাহা পুরাণে আমি শ্রবণ করিয়াছি, তাহা তোমাদিগের নিকট এই সম্পূর্ণভাবে কথিত হইল। যে ব্যক্তি এই রুদ্রমাহাত্ম্য পাঠ অথবা শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হন এবং যে ব্যক্তি শান্ত দ্বিজগণকে শ্রবণ করান, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। ১৬১—১৬৫।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এষা পুণ্যতমা দেবী দেব-গন্ধর্ব্বসেবিতা।
নর্ম্মদা লোকবিখ্যাতা তীর্থানামুত্তমা নদী ॥ ১
তস্যাঃ শৃণুধ্বং মাহাত্ম্যং মার্কণ্ডেয়েন ভাষিতম্।
যুধিষ্ঠিরায় তু শুভং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রুতাস্তে বিবিধা ধর্ম্মাস্ত্বৎপ্রসাদান্মহামুনে।
মাহাত্ম্যঞ্চ প্রয়াগস্য তীর্থানি বিবিধানি চ ॥ ৩
নর্ম্মদা সর্ব্বতীর্থানাং মুখ্যা হি ভবতেরিতা।
তস্যাস্ত্বিদানীং মাহাত্ম্যং বক্তুমর্হসি সত্তম ॥ ৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্রদেহাদ্বিনিঃসৃতা।
তারয়েৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৫
নর্ম্মদায়াস্তু মাহাত্ম্যং পুরাণে যন্ময়া শ্রুতম্।
ইদানীং তৎ প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনাঃ
শুভম্ ॥ ৬

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন;—সর্ব্বলোকবিখ্যাতা, তীর্থোত্তমা, দেবগন্ধর্ব্বসেবিতা নর্ম্মদানাম্নী এক পুণ্যতমা নদী আছে। রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে মার্কণ্ডেয় মুনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বপাপনাশন নর্ম্মদামাহাত্ম্য আপনারা শ্রবণ করুন। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহর্ষে! আমি আপনার প্রসাদে বিবিধ ধর্ম্ম, প্রয়াগ-মাহাত্ম্য এবং নানা তীর্থের কথা শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আপনি বলিয়াছেন,—নর্ম্মদা সর্ব্বতীর্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট; অতএব হে সত্তম! এক্ষণে নর্ম্মদামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা উচিত। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—নদীশ্রেষ্ঠা নর্ম্মদা রুদ্রের দেহ হইতে বিনিঃসৃতা হইয়াছেন, তিনি চরাচর সর্ব্বভূতকেই উদ্ধার করিতে পারেন। আমি পুরাণে নর্ম্মদা-মাহাত্ম্য যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, অধুনা তাহাই বলিতেছি, তুমি একমনা হইয়া সেই শুভ-

পুণ্যা কনখলে গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী।
গ্রামে বা যদি বারণ্যে পুণ্যা সর্ব্বত্র নর্ম্মদা ॥৭
ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাহাদ্যামুনং জলম্
সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব নার্ম্মদম্ ॥৮
কলিঙ্গদেশপশ্চার্দ্ধে পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে।
পুণ্যা চ ত্রিষু লোকেষু রমণীয়া মনোরমা ॥ ৯
সদেবাসুরগন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
তপস্তপ্ত্বা তু রাজেন্দ্র সিদ্ধিন্তু পরমাং গতাঃ ॥১০
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ নিয়মস্থো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥
যোজনানাং শতং সাগ্রং শ্রূয়তে সরিদুত্তমা।
বিস্তারেণ তু রাজেন্দ্র যোজনদ্বয়মায়তা ॥ ১২
ষষ্টিতীর্থসহস্রাণি ষষ্টিকোট্যস্তথৈব চ।
পর্ব্বতস্য সমন্তাৎ তু তিষ্ঠন্ত্যমরকণ্টকে ॥ ১৩

আখ্যান শ্রবণ কর। কনখলতীর্থে * গঙ্গা অতি পবিত্রা, কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী অতি পবিত্রা এবং গ্রামে বা অরণ্যে সর্ব্বত্রই নর্ম্মদা পবিত্রা। সরস্বতীর জল মানবকে তিন দিনে পবিত্র করে, যমুনার জল সপ্তাহে পবিত্র করে, গঙ্গাজল সদ্যই পবিত্র করে; কিন্তু নর্ম্মদার জল দর্শনমাত্রেই পবিত্র করে। কলিঙ্গদেশের পশ্চিমার্দ্ধে ও অমরকণ্টকনামক পর্ব্বতে ত্রিলোকপবিত্রা রমণীয়া নর্ম্মদা অবস্থিতা। হে রাজেন্দ্র! দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব এবং তপোধন ঋষিগণ ঐ স্থানে তপস্যা করিয়া পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১—১০। হে রাজন্! নিয়মস্থ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নর্ম্মদাতে স্নান ও একরাত্র উপবাস করিলে শত কুল উদ্ধার হয়। শ্রুত আছে,—সরিদুত্তমা নর্ম্মদা কিঞ্চিদধিক শতযোজন দীর্ঘ ও দুই যোজন বিস্তৃত; ষষ্টিসহস্র-সহিত ষষ্টিকোটী তীর্থ ঐ অমর-কণ্টক পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত।

* খলঃ কো নাপি মুক্তিং বৈ ভজতে তত্র মজ্জনাৎ। অতঃ কনখলং তীর্থং নাম্না চক্রুর্মুনীশ্বরাঃ ॥

ব্রহ্মচারী শুচির্ভূত্বা জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বহিংসানিবৃত্তস্তু সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥ ১৪
এবং শুদ্ধসমাচারো যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
তস্য পুণ্যফলং রাজন্ শৃণুষ্বাবহিতোঽনঘ ॥ ১৫
শতং বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতি পাণ্ডব।
অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণো দিব্যস্ত্রীপরিবারিতঃ ॥ ১৬
দিব্যগন্ধানুলিপ্তশ্চ দিব্যপুষ্পোপশোভিতঃ।
ক্রীড়তে দিব্যলোকে তু বিবুধৈঃ সহ মোদতে ॥
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ।
গৃহন্তু লভতেঽসৌ বৈ নানারত্নসমন্বিতম্ ॥ ১৮
স্তম্ভৈর্মণিময়ৈর্দিব্যৈর্বজ্রবৈদূর্য্যভূষিতম্।
আলেখ্য-বাহনৈঃ শুভ্রৈর্দাসীশতসমন্বিতম্ ॥ ১৯
রাজরাজেশ্বরঃ শ্রীমান্ সর্ব্বস্ত্রীজনবল্লভঃ।
জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রং তত্র ভোগসমন্বিতঃ ॥ ২০
অগ্নিপ্রবেশেঽথ জলে অথবানশনে কৃতে।
অনবর্ত্তিকা গতিস্তস্য পবনস্যাম্বরে যথা ॥ ২১
পশ্চিমে পর্ব্বততটে সর্ব্বপাপবিনাশনঃ।

জিতক্রোধ, শুচি, ব্রহ্মচারী, সর্ব্বহিংসাপরাঙ্মুখ, সর্ব্বভূতহিতে রত ও শুদ্ধাচারী হইয়া নর্ম্মদাতে যাহারা প্রাণ পরিত্যাগ করে, হে অনঘ! তাহাদের পুণ্যফল সাবধানে শ্রবণ কর। হে পাণ্ডব! সে ব্যক্তি অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণ ও দিব্যস্ত্রীপরিবৃত হইয়া লক্ষবর্ষ কাল স্বর্গলোকে সুখভোগ করে এবং দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত ও দিব্যপুষ্পে উপশোভিত হইয়া দিব্যলোকে বিবুধগণের সহিত ক্রীড়া করে ও আহ্লাদিত হয়। তদনন্তর স্বর্গলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ রাজা হয় এবং নানারত্নসমন্বিত, মণিময়স্তম্ভযুক্ত, বৈদূর্য্যাদি-মণিভূষিত, নির্ম্মল আলেখ্য ও বাহনযুক্ত দাসীশতসমন্বিত গৃহে অবস্থান করে। সেই ব্যক্তি সর্ব্বস্ত্রীজন-বল্লভ, রাজরাজেশ্বর ও সর্ব্বভোগসমন্বিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে। ১১—২০। ঐ তীর্থে অগ্নি বা জলে প্রবেশ করিলে অথবা অনশন ব্রত আচরিত হইলে, বায়ু যেমন আকাশে মিলিয়া যায়, সেইরূপ তাহারও অপুনরাবর্ত্তিকা গতি লাভ (অর্থাৎ) মুক্তি হয়। ঐ পর্ব্ব-

হ্রদো জলেশ্বরো নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥২২
তত্র পিণ্ডপ্রদানেন সন্ধ্যোপাসনকর্ম্মণা।
দশ বর্ষসহস্রাণি তর্পিতাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ২৩
দক্ষিণে নর্ম্মদাকূলে কপিলাখ্যা মহানদী।
সরলার্জ্জুনসংচ্ছন্না নাতিদূরে ব্যবস্থিতা ॥ ২৪
সা তু পুণ্যা মহাভাগা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
তত্র কোটিশতং সাগ্রং তীর্থানান্তু যুধিষ্ঠির ॥ ২৫
তস্মিংস্তীর্থে তু যে বৃক্ষাঃ পতিতাঃ কালপর্য্যয়াৎ
নর্ম্মদাতোয়সংস্পৃষ্টাস্তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥২৬
দ্বিতীয়া তু মহাভাগ বিশল্যকরণী শুভা।
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা বিশল্যো ভবতি ক্ষণাৎ
কপিলা চ বিশল্যা চ শ্রূয়েতে সরিদুত্তমে।
ঈশ্বরেণ পুরা প্রোক্তে লোকানাং হিতকাম্যয়া
অনাশকন্তু যঃ কুর্য্যাৎ তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৯
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্নশ্বমেধফলং লভেৎ।
যে বসন্ত্যুত্তরে কূলে রুদ্রলোকে বসন্তি তে ॥ ৩০
সরস্বত্যাঞ্চ গঙ্গায়াং নর্ম্মদায়াং যুধিষ্ঠির।
সমং স্নানঞ্চ দানঞ্চ যথা মে শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥৩১
পরিত্যজতি যঃ প্রাণান্ পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে।
বর্ষকোটিশতং সাগ্রং রুদ্রলোকে মহীয়তে॥ ৩২
নর্ম্মদায়াং জলং পুণ্যং ফেনোর্ম্মিসমলঙ্কৃতম্।
পবিত্রং শিরসা ধৃত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৩
নর্ম্মদা সর্ব্বতঃ পুণ্যা ব্রহ্মহত্যাপহারিণী।
অহোরাত্রোপবাসেন মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৩৪
জালেশ্বরং তীর্থবরং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
তত্র গত্বা নিয়মবান্ সর্ব্বকামান্ লভেন্নরঃ ॥৩৫
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে তু গত্বা চামরকণ্টকম্।
অশ্বমেধাদ্দশগুণং পুণ্যমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩৬
এষ পুণ্যো গিরিবরো দেব-গন্ধর্ব্বসেবিতঃ।
নানাদ্রুমলতাকীর্ণো নানাপুষ্পোপশোভিতঃ ॥৩৭
তত্র সন্নিহিতো রাজন্ দেব্যা সহ মহেশ্বরঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো বিদ্যাধরগণৈঃ সহ ॥ ৩৮

হ্রদের পশ্চিমদিকে ত্রিলোকবিশ্রুত সর্ব্বপাপ-বিনাশন জলেশ্বর-নামা এক হ্রদ আছে। উহাতে সন্ধ্যোপাসনা এবং পিণ্ডপ্রদান করিলে দশবর্ষসহস্রব্যাপিনী পিতৃতৃপ্তি হয়। নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে অনতিদূরে সরল ও অর্জ্জুনবৃক্ষে আচ্ছাদিত কপিলানাম্নী মহানদী আছে। ঐ মহাভাগা নদী পবিত্রা ও ত্রিলোকবিশ্রুতা। হে যুধিষ্ঠির! উহাতে শতকোটীর অধিক তীর্থ অবস্থিত আছে। ঐ তীর্থে কালক্রমে যে সকল বৃক্ষ পতিত হয়, নর্ম্মদার তোয়স্পর্শে ঐ সকল বৃক্ষও পরম গতি প্রাপ্ত হয়। হে মহাভাগ! বিশল্যকরণী নামে যে দ্বিতীয় নদী আছে, ঐ তীর্থে স্নান করিলে মানবগণ তৎক্ষণাৎ বিশল্য (ক্লেশশূন্য) হয়। কপিলা ও বিশল্যা-নাম্নী যে দুইটী নদী আছে, পূর্ব্বকালে লোকের হিতকামনায় ঈশ্বর বলিয়াছেন, তাহারা নদীর মধ্যে উত্তম। হে নরাধিপ! ঐ তীর্থে যে ব্যক্তি অনাশক ব্রত (প্রায়োপবেশন) করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করে। উহাতে স্নান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়। আর যে সকল ব্যক্তি উহার উত্তর-কূলে বাস করে, তাহারা রুদ্রলোকেই বাস করে। ২১—৩০। সরস্বতী, গঙ্গা ও নর্ম্মদায় স্নান ও দান তুল্য-ফলজনক ইহা মহাদেব আমাকে বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি অমরকণ্টক পর্ব্বতে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি কিঞ্চিদধিক শতকোটীবর্ষ কাল রুদ্রলোকবাসী হয়। ফেন ও উর্ম্মিযুক্ত নর্ম্মদার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব্ব-পাপবিনির্ম্মুক্ত হয়। নর্ম্মদা সর্ব্বত্র পবিত্রা ও ব্রহ্মহত্যা-পাপক্ষয়কারিণী, ঐ তীর্থে অহোরাত্র উপবাস করিলে, ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে বিনি-র্ম্মুক্ত হয়। জালেশ্বর নামক তীর্থবর সর্ব্বপাপ-নাশন; নিয়মযুক্ত হইয়া ঐ তীর্থে গমন করিলে সমস্ত কাম্যফল লাভ হয়। চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণকালে অমরকণ্টকপর্ব্বতে গমন করিলে, অশ্বমেধের দশগুণ পুণ্য লাভ হয়। পরম পবিত্র এই গিরিবর দেব ও গন্ধর্ব্ব-লোকের সেবিত, নানা বৃক্ষ ও বিবিধ লতায় আকীর্ণ এবং নানা পুষ্পে উপশোভিত। হে রাজন্! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং বিদ্যাধরগণে

প্রদক্ষিণন্তু যঃ কুর্য্যাৎ পর্ব্বতেহমরকণ্টকে।
পৌণ্ডরীকস্ত যজ্ঞস্ত ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৩৯
কাবেরী নাম বিখ্যাতা নদী কল্মষনাশিনী।
তত্র স্নাত্বা মহা[illegible]ভধ্বজম্ ॥ ৪০
সঙ্গমে নর্ম্মদায়াস্ত রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৪১

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে তীর্থ-
মাহাত্ম্যে মার্কণ্ডেয়-যুধিষ্ঠিরসংবাদে নর্ম্মদা-
মাহাত্ম্যং নামাষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥৩৮॥

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বপাপবিনাশিনী।
মুনিভিঃ কথিতা পুর্ব্বমীশ্বরেণ স্বয়ম্ভুবা ॥ ১
মুনিভিঃ সংস্তুতা হ্যেষা নর্ম্মদা প্রবরা নদী।
রুদ্রগাত্রাদ্বিনিষ্ক্রান্তা লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ২
সর্ব্বপাপহরা নিত্যং সর্ব্বদেবনমস্কৃতা।

পরিবৃত হইয়া দেব মহেশ্বর দেবীর সহিত ঐ পর্ব্বতে অবস্থান করেন। যে মানব অমর-কণ্টক পর্ব্বতে উহাঁকে প্রদক্ষিণ করে, সে পৌণ্ডরীক-নামক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। কাবেরী নামে পাপনাশিনী যে বিখ্যাতা নদী আছে, তাহাতে স্নানপূর্ব্বক মহাদেব বৃষ-ধ্বজের অর্চ্চনা করিবে। কাবেরী ও নর্ম্ম-দার সঙ্গমে স্নান করিলে রুদ্রলোকে বাস হয়। ৩১—৪১।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, নর্ম্মদা নদীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও সর্ব্বপাপনাশিনী, মুনিগণ ও স্বয়ম্ভু ঈশ্বর পূর্ব্বে ইহা বলিয়াছেন। মুনি-গণের সংস্তুতা নর্ম্মদানাম্নী এই প্রবরা নদী সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত রুদ্রের গাত্র হইতে বিনিষ্ক্রান্তা হইয়াছে। ঐ নর্ম্মদা

সংস্তুতা দেবগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিস্তথৈব চ ॥ ৩
উত্তরে চৈব তৎকূলে তীর্থে ত্রৈলোক্যবিশ্রুতে।
নাম্না ভদ্রেশ্বরং পুণ্যং সর্ব্বপাপহরং শুভম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ দৈবতৈঃ সহ মোদতে ॥৪
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থমা[illegible]ম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৫
ততোহঙ্গারেশ্বরং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৬
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কেদারং নাম পুণ্যদম্
তত্র স্নাত্বোদকং পীত্বা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥৭
নিষ্পলেশং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
তত্র স্নাত্বা মহারাজ রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৮
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র বাণতীর্থমনুত্তমম্।
তত্র প্রাণান্ পরিত্যজ্য রুদ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯
ততঃ পুষ্করিণীং গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ।

নিত্যই সর্ব্বপাপহারিণী, সর্ব্ব দেবতার নমস্কৃতা এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের সংস্তুতা। নর্ম্মদার উত্তরকূলে ত্রিলোকবিশ্রুত তীর্থক্ষেত্রে সর্ব্বপাপাপনোদন ভদ্রেশ্বর-নামক শুভদায়ক পুণ্যতীর্থ আছে। তাহাতে স্নান করিলে মনুষ্য দেবগণের সহিত সুখানুভব করে। হে রাজেন্দ্র! তথা হইতে আম্রাতকেশ্বরনামক তীর্থে গমন করিবে; ঐতীর্থে স্নান করিলে গো-সহস্রদানের ফল প্রাপ্ত হয়। অনন্তর নিয়ম-বান্ ও পরিমিতাহার হইয়া অঙ্গারেশ্বরনামক তীর্থে গমন করিবে; তাহাতে তাহার আত্মার সর্ব্বপাপ হইতে বিশুদ্ধি হয় ও রুদ্রলোকে বাস হয়। হে রাজন্! তথা হইতে কেদারনামক পুণ্যদায়ক তীর্থে গমন করিবে, তাহাতে স্নান ও উদকপান করিলে সমস্ত কাম্যফল লাভ করে। হে মহারাজ! অনন্তর সর্ব্বপাপনাশন নিষ্পলেশনামক তীর্থে গমন করিবে; তাহাতে স্নান করিলে রুদ্রলোকবাসী হয়। হে রাজেন্দ্র! তথা হইতে বাণতীর্থনামক অনুত্তম তীর্থে গমন করিবে; তথায় প্রাণ-পরিত্যাগ করিলে রুদ্রলোকপ্রাপ্তি হয়। তদনন্তর পুষ্করিণী-নামক তীর্থে গমন করিবে ও তাহাতে স্নান

স্নাতমাত্রো নরস্তত্র ইন্দ্রস্যার্দ্ধাসনং লভেৎ ॥ ১০
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র শূলভেদমিতি শ্রুতিঃ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ১১
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র বলিতীর্থমনুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ সিংহাসনপতির্ভবেৎ ॥
শক্রতীর্থং ততো গচ্ছেৎ কূলে চৈব তু দক্ষিণে
উপোষ্য রজনীমেকাং স্নানং কৃত্বা যথাবিধি ॥ ১৩
আরাধয়েন্মহাযোগং দেবদেবং নরোঽমলঃ।
গোসহস্রফলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৪
ঋষিতীর্থং ততো গত্বা সর্ব্বপাপহরং নৃণাম্।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র শিবলোকে মহীয়তে ॥ ১৫
নারদস্য তু তত্রৈব তীর্থং পরমশোভনম্।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ১৬
যত্র তপ্তং তপঃ পূর্ব্বং নারদেন সুরর্ষিণা।
প্রীতস্তস্য দদৌ যোগং দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১৭
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং লিঙ্গং ব্রহ্মেশ্বরমিতি শ্রুতম্।
যত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
ঋণতীর্থং ততো গচ্ছেদৃণান্মুচ্যেন্নরো ধ্রুবম্।
বটেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ পর্য্যাপ্তং জন্মনঃ ফলম্
ভীমেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র সর্ব্বদুঃখৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২০
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র পিঙ্গলেশ্বরমুত্তমম্।
অহোরাত্রোপবাসেন ত্রিরাত্রফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২১
তস্মিংস্তীর্থে তু রাজেন্দ্র কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি।
যাবন্তি তস্যা রোমাণি তৎপ্রসূতিকুলেষু চ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ২২
যস্তু প্রাণপরিত্যাগং কুর্য্যাৎ তত্র নরাধিপ।
অক্ষয়ং মোদতে কালং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ২৩
নর্ম্মদাতটমাশ্রিত্য যে চ তিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
তে মৃতাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা ॥ ২৪

করিবে। মনুষ্য তাহাতে কেবল স্নানমাত্র করিলেই ইন্দ্রের সহিত একাসনে বাস করিতে পারে। ১—১০। হে রাজেন্দ্র! তৎপরে শূলভেদ নামে বিশ্রুত তীর্থে গমন করিবে; ঐ তীর্থে স্নান ও উদকপান করিলে গোসহস্র-দানের ফল লাভ করিতে পারে। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম বলি তীর্থে গমন করিবে। হে রাজন্! মনুষ্য ঐ তীর্থে স্নান করিলে সিংহাসনপতি (রাজা) হয়। তদনন্তর নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে শক্রতীর্থে গমন করিবে। যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে একরাত্র উপবাসপূর্ব্বক যথা-বিধি স্নান করত নির্ম্মল হইয়া মহাযোগী মহাদেবের আরাধনা করে, সে ব্যক্তি গোসহস্রদানের ফললাভপূর্ব্বক বিষ্ণুলোক-গামী হয়। তদনন্তর মানবগণের সর্ব্বপাপহর ঋষিতীর্থে গমন করিয়া তাহাতে স্নানমাত্র করিলেই মনুষ্য, দেহান্তে শিবলোকবাসী হয়। সেই স্থলেই পরম শোভন নারদতীর্থ; তাহাতে স্নান করিলে মানব গোসহস্রদানের ফল লাভ করে। পূর্ব্বকালে দেবর্ষি নারদ ঐ স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে দেবদেব মহেশ্বর প্রীত হইয়া তাঁহাকে যোগ দান করিয়াছিলেন। তথায় ব্রহ্ম-নির্ম্মিত ব্রহ্মেশ্বরনামক বিখ্যাত শিবলিঙ্গ আছে; হে রাজন্! ঐ তীর্থে স্নান করিলে মনুষ্য ব্রহ্মলোকবাসী হয়। তদনন্তর ঋণতীর্থে গমন করিবে; ঋণতীর্থে যাইলে মনুষ্য ঋণ হইতে নিশ্চয় মুক্ত হয়। তদনন্তর বটেশ্বরতীর্থে গমন করিবে; তাহাতে তাহার জন্মের ফল যথেষ্ট হয় (জন্ম সার্থক হয়)। তদনন্তর সর্ব্বব্যাধি-বিনাশন ভীমেশ্বর তীর্থে গমন করিবে, তথায় স্নানমাত্র করিলে মনুষ্য সর্ব্ব দুঃখ হইতে হয়। ১১—২০। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর পিঙ্গলেশ্বর নামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে; তথায় অহোরাত্র উপবাস করিলে ত্রিরাত্রো-পবাসের ফল হয়। হে রাজেন্দ্র! সেই তীর্থে যে ব্যক্তি কপিলা দান করে, সে ব্যক্তি ঐ কপিলার ও তাহার সন্তানকুলের গাত্রে যত রোম থাকে, তাবৎসহস্র বর্ষ রুদ্রলোকে বাস করে। হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে প্রাণত্যাগ করে, চন্দ্র ও দিবাকর যতদিন থাকিবেন, তাবৎকাল সে অক্ষয়সুখভাগী হয়। যে মানবেরা নর্ম্মদাতট আশ্রয় করিয়া বাস করে, অত্যন্ত পুণ্যকারী লোকের ন্যায়

ততো দীপ্তেশ্বরং গচ্ছেদ্ব্যাসতীর্থং তপোবনম্।
নিবর্ত্তিতা পুরা তত্র ব্যাসভীতা মহানদী।
হুঙ্কারিতা তু ব্যাসেন দক্ষিণেন ততো গতা॥২৫
প্রদক্ষিণন্তু যঃ কুর্য্যাৎ তস্মিংস্তীর্থে যুধিষ্ঠির।
প্রীতস্তত্র ভবেদ্ব্যাসো বাঞ্ছিতং লভতে ফলম্॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ইক্ষুনদ্যাস্তু সঙ্গমম্।
ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং পুণ্যং তত্র সন্নিহিতঃ শিবঃ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ॥২৭
স্কন্দতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
আ জন্মনঃ কৃতং পাপং স্নাতস্তত্র ব্যপোহতি॥
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ভর্গাত্মজমনুত্তমম্।
উপাসতে মহাত্মানং স্কন্দং শক্তিধরং প্রভুম্॥
ততো গচ্ছেদাঙ্গিরসং স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
গোসহস্রফলং প্রাপ্য রুদ্রলোকং স গচ্ছতি॥ ৩০
অঙ্গিরা যত্র দেবেশং ব্রহ্মপুত্রো বৃষধ্বজম্।
তপসারাধ্য বিশ্বেশং লব্ধবান্ যোগমুত্তমম্॥ ৩১
কুশতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত অশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ৩২
কোটিতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
আ জন্মনঃ কৃতং পাপং স্নাতস্তত্র ব্যপোহতি (১)
চন্দ্রভাগাং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র সোমলোকে মহীয়তে॥ ৩৪
নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে সঙ্গমেশ্বরমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ॥
নর্ম্মদায়োত্তরে কূলে তীর্থং পরমশোভনম্।
আদিত্যায়তনং রম্যমীশ্বরেণ তু ভাষিতম্॥ ৩৬
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র দত্ত্বা দানন্তু শক্তিতঃ।
তস্য তীর্থপ্রভাবেণ লভতে চাক্ষয়ং ফলম্॥ ৩৭
দরিদ্রা ব্যাধিতা যে চ যে চ দুষ্কৃতকর্ম্মিণঃ।

তাহারা মরণান্তে স্বর্গভাগী হয়। তদনন্তর দীপ্তেশ্বর নামক ব্যাসতীর্থ তপোবনে গমন করিবে। ঐ স্থানে মহানদী ব্যাস হইতে ভীতা হইয়া নিবর্ত্তিতা হইয়াছিলেন এবং ব্যাসের হুঙ্কারে সেই স্থান হইতে দক্ষিণভাগে গমন করিয়াছিলেন। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি ঐ তীর্থ প্রদক্ষিণ করে, ব্যাস তাহার প্রতি প্রীত হন এবং সে ব্যক্তি বাঞ্ছিত ফল লাভ করে। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর ইক্ষুনদীর ত্রিলোক-বিশ্রুত পবিত্র সঙ্গমে গমন করিবে, তথায় শিব সন্নিহিত আছেন; হে রাজন্! ঐ স্থানে স্নান করিলে মনুষ্য গাণপত্য প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সর্ব্বপাপনাশন স্কন্দতীর্থে গমন করিবে; ঐ তীর্থে স্নান করিলে আজন্ম-কৃত পাপ বিনষ্ট হয়। ঐ স্থানে গন্ধর্ব্বগণের সহিত দেবগণ, মহাদেবাত্মজ শক্তিধারী অনুত্তম প্রভু মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের উপাসনা করেন। তদনন্তর আঙ্গিরস-নামক তীর্থে গমন করিবে ও তাহাতে স্নান করিবে, তাহা করিলে গোসহস্রদানের ফললাভপূর্ব্বক রুদ্রলোকগামী হয়। ২১—৩০। ঐ স্থানে ব্রহ্মার পুত্র অঙ্গিরা তপস্যা দ্বারা বিশ্বেশ্বর দেবদেব বৃষধ্বজ শিবের আরাধনা করিয়া উত্তম যোগ লাভ করিয়াছিলেন। তদনন্তর সর্ব্বপাপনাশন কুশতীর্থে গমন করিবে এবং ঐ তীর্থে স্নান করিবে। উহাতে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। তদনন্তর সর্ব্বপাপপ্রণাশন কোটীতীর্থে গমন করিবে। তাহাতে স্নান করিলে আজন্ম-কৃত পাপ ক্ষয় হয় (পাঠান্তরে—নিশ্চয়ই রাজ্য লাভ করে)। তদনন্তর চন্দ্রভাগা নদীতে গমন করিবে ও তাহাতে স্নান করিবে; তথায় স্নানমাত্র করিলেই মনুষ্য চন্দ্রলোকে বাস করে। নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে সঙ্গমেশ্বর নামক উত্তম তীর্থ আছে; তাহাতে স্নান করিলেই মনুষ্য যজ্ঞফলভাগী হয়। নর্ম্মদার উত্তরকূলে পরমশোভন ঈশ্বরভাষিত আদিত্যায়তন নামক রম্য তীর্থ আছে। হে রাজেন্দ্র! তাহাতে স্নান ও শক্ত্যনুসারে দান করিলে তীর্থপ্রভাবে সেই পুণ্যকার্য্যের অক্ষয় ফল লাভ হয়; যে সকল ব্যক্তি দরিদ্র, রোগান্বিত ও পাপকর্ম্মা,

(১) তত্র স্নাত্বা নরো রাজ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। ইতি পাঠান্তরং কচিদ্দৃশ্যতে।

মুচ্যন্তে সর্ব্বপাপেভ্যঃ সূর্য্যলোকং প্রয়ান্তি চ ॥
মাতৃতীর্থং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৯
ততঃ পশ্চিমতো গচ্ছেন্মরুদালয়মুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ ॥ ৪০
কাঞ্চনঞ্চ যতের্দদ্যাদ্‌যথাবিভববিস্তরম্।
পুষ্পকেণ বিমানেন বায়ুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪১
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র অহল্যাতীর্থমুত্তমম্।
স্নাতমাত্রাদপ্সরোভির্মোদতে কালমুত্তমম্ ॥ ৪২
চৈত্রমাসে তু সম্প্রাপ্তে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী।
কামদেবদিনে তস্মিন্নহল্যাং যস্তু পূজয়েৎ ॥ ৪৩
যত্র তত্র সমুৎপন্নো নরোঽত্যর্থপ্রিয়ো ভবেৎ।
স্ত্রীবল্লভো ভবেচ্ছ্রীমান্ কামদেব ইবাপরঃ ॥ ৪৪
সরিদ্বরাং সমাসাদ্য তীর্থং শক্রস্য বিশ্রুতম্।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ৪৫
সোমতীর্থং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৬
সোমগ্রহে তু রাজেন্দ্র পাপক্ষয়করং ভবেৎ।
ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং রাজন্ সোমতীর্থং মহাফলম্ ॥
যস্তু চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ তত্র তীর্থে সমাহিতঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সোমলোকং স গচ্ছতি ॥৪৮
অগ্নিপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাৎ সোমতীর্থে নরাধিপ।
জলে চানশনং বাপি নাসৌ মর্ত্ত্যো হি জায়তে
স্তম্ভতীর্থং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র সোমলোকে মহীয়তে ॥ ৫০
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র বিষ্ণুতীর্থমনুত্তমম্।
যোধনীপুরমাখ্যাতং বিষ্ণোঃ স্থানমনুত্তমম্।
অসুরা যোধিতাস্তত্র বাসুদেবেন কোটিশঃ ॥৫১
তত্র তীর্থং সমুৎপন্নং বিষ্ণুশ্রীকো ভবেদিহ।
অহোরাত্রোপবাসেন ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥৫২

তাহারা তৎফলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সূর্য্যলোকগামী হয়। তদনন্তর মাতৃতীর্থে গমন করিবে ও তাহাতে স্নান করিবে। তাহাতে স্নানমাত্র করিলেই নর স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। নর্ম্মদার পশ্চিম ভাগে মরুদালয়-নামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে; হে রাজেন্দ্র! ঐ তীর্থে স্নানপূর্ব্বক শুচি ও সমাহিত হইয়া যতির উদ্দেশে যথাশক্তি কাঞ্চন দান করিবে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি পুষ্পক বিমান দ্বারা বায়ুলোকে গমন করে।৩১—৪১। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর উত্তম অহল্যাতীর্থে গমন করিবে; তাহাতে স্নানমাত্র করিলে অপ্সরোগণের সহিত দীর্ঘকাল সুখানুভব করে। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে যে ত্রয়োদশী তিথি, ঐ কামদেব-তিথিতে যে নর তথায় অহল্যার পূজা করে, সেই নর যে কোনও জাতিতে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সর্ব্বলোকের অত্যন্ত প্রিয় হয় এবং দ্বিতীয় কামদেবের ন্যায় শ্রীমান্ ও স্ত্রীজাতির প্রিয় হয়। শক্রতীর্থনামক সরিদ্বরাকে প্রাপ্ত হইয়া তথায় স্নানমাত্র করিলে মানব গোসহস্রদানের ফল লাভ করে। তদনন্তর সোম তীর্থে গমন করিবে ও তাহাতে স্নান করিবে; স্নানমাত্র করিলেই মনুষ্য সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! চন্দ্রগ্রহণকালে তথায় স্নান পাপক্ষয়কর হয়। হে রাজন্! সোম-তীর্থ ত্রিলোকবিশ্রুত ও মহাফলজনক। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া ঐ তীর্থে চান্দ্রায়ণ ব্রত করে, সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া চন্দ্রলোক-গামী হয়। হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি সোম-তীর্থে অগ্নিপ্রবেশ করে, কিংবা জলে প্রবেশ বা অনশন ব্রত করে (অর্থাৎ এই তিনের মধ্যে যে কোনও উপায়ে প্রাণত্যাগ করে), তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। তদনন্তর স্তম্ভতীর্থে গমন করিবে ও তাহাতে স্নান করিবে; তাহাতে স্নানমাত্র করিলে মনুষ্য সোমলোক-বাসী হয়।৪২—৫০। হে রাজেন্দ্র! তদ-নন্তর অতি উৎকৃষ্ট বিষ্ণুতীর্থে গমন করিবে; উহা বিষ্ণুর অনুত্তম স্থান ও যোধনীপুর নামে বিখ্যাত। ঐ স্থানে বাসুদেব কোটী কোটী অসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত সেই স্থানে তীর্থ উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ তীর্থগমনে মনুষ্য বিষ্ণুতুল্য শ্রীমান্ হয়. এবং অহোরাত্র উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যা যায়.

নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে তীর্থং পরমশোভনম্।
কামতীর্থমিতি খ্যাতং যত্র কামোঽর্চ্চয়দ্ভবম্॥৫৩
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা উপবাসপরায়ণঃ।
কুসুমায়ুধরূপেণ রুদ্রলোকে মহীয়তে॥ ৫৪
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মতীর্থমনুত্তমম্।
অমোঘমিতি বিখ্যাতং তত্র সন্তর্পয়েৎ পিতৄন্।
পৌর্ণমাস্যামমাবস্যাং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্‌যথাবিধি॥৫৫
গজরূপা শিলা তত্র তোয়মধ্যে ব্যবস্থিতা।
তস্মিংস্তু দাপয়েৎ পিণ্ডান্ বৈশাখে তু সমাহিতঃ
স্নাত্বা সমাহিতমনা দম্ভমাৎসর্য্যবর্জ্জিতঃ।
তৃপ্যন্তি পিতরস্তস্য যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী॥৫৭
সিদ্ধেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
স্নানমাত্রো নরস্তত্র গাণপত্যপদং লভেৎ॥ ৫৮
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র লিঙ্গো যত্র জনার্দ্দনঃ।
তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥
যত্র নারায়ণো দেবো মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
স্বাত্মানং দর্শয়ামাস লিঙ্গং তৎ পরমং পদম্॥
অঙ্কোলন্তু ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
স্নানং দানঞ্চ তত্রৈব ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্॥৬১
পিণ্ডপ্রদানঞ্চ কৃতং প্রেত্যানন্তফলপ্রদম্।
ত্রিয়ম্বকেণ তোয়েন যশ্চরুং শ্রপয়েদ্দ্বিজঃ॥ ৬২
অঙ্কোলমূলে দদ্যাচ্চ পিণ্ডাংশ্চৈব যথাবিধি।
তারিতাঃ পিতরস্তেন তৃপ্যন্ত্যাচন্দ্রতারকম্॥ ৬৩
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তাপসেশ্বরমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র প্রাপ্নুয়াৎ তপসঃ ফলম্
শুক্রতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
নাস্তি তেন সমং তীর্থং নর্ম্মদায়াং যুধিষ্ঠির॥ ৬৫
দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ তস্য স্নানাদ্দানাৎ তপোজপাৎ
হোমাচ্চৈবোপবাসাচ্চ শুক্রতীর্থে মহৎ ফলম্॥৬৬
যোজনং তৎ স্মৃতং ক্ষেত্রং দেবগন্ধর্ব্বসেবিতম্
শুক্রতীর্থমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপবিনাশনম্॥ ৬৭

পাপনাশ হয়। নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে কামতীর্থ নামে বিখ্যাত পরম শোভন তীর্থ আছে; তথায় কামদেব মহাদেবের অর্চনা করিয়াছিলেন। মনুষ্য সেই স্থানে উপবাসপরায়ণ হইয়া স্নান করিলে কামদেবরূপে রুদ্রলোকে বাস করে। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর অমোঘ বলিয়া বিখ্যাত অনুত্তম ব্রহ্মতীর্থে গমন করিবে। তথায় পিতৃলোকের তর্পণ করিবে এবং পৌর্ণমাসী বা অমাবস্যায় বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিবে। ঐ তীর্থের জলমধ্যে গজরূপা শিলা আছে, বৈশাখ মাসে সমাহিতচিত্তে তাহাতে পিণ্ডদান করিবে। দম্ভ-মাৎসর্য্য-বর্জ্জিত হইয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণে স্নান করিলে, যে পর্য্যন্ত মেদিনী থাকিবে, সেকাল পর্য্যন্ত তাহার পিতৃলোক পরিতৃপ্ত থাকেন। তদনন্তর সিদ্ধেশ্বরতীর্থে গমন করিবে। মনুষ্য ঐ তীর্থে স্নানমাত্র করিলে গাণপত্যপদ লাভ করিতে পারে। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর যে স্থানে জনার্দ্দন লিঙ্গরূপে অবস্থিত, সেই স্থানে গমন করিবে; মনুষ্য ঐ স্থানে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে বিষ্ণুলোকে বাস করে। সেই স্থানে দেব নারায়ণ ভাবিতাত্মা মুনিদিগকে সেই পরম পদ লিঙ্গরূপে স্বীয় আত্মাকে দর্শন করাইয়াছিলেন। ৫১—৬০। তদনন্তর সর্ব্ব-পাপ-বিনাশন অঙ্কোল-নামক তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান দান ব্রাহ্মণভোজন ও পিণ্ডদান করিলে পরলোকে অনন্ত ফলপ্রদ হয়। যে ব্যক্তি জল দ্বারা চরু পাক করিয়া "ত্রিয়ম্বক" মন্ত্রে তথায় চরুহোম করে এবং অঙ্কোলমূলে বিধানানুসারে পিণ্ড প্রদান করে, তাহার পিতৃলোক তৎকর্ত্তৃক তারিত হইয়া, যেকাল পর্য্যন্ত চন্দ্র-তারকা বিদ্যমান থাকিবে —সেকাল পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর অতিশ্রেষ্ঠ তাপসেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। হে রাজেন্দ্র! ঐ তীর্থে স্নান করিলে তপস্যার ফল লাভ হয়। তদনন্তর সর্ব্বপাপবিনাশক শুক্রতীর্থে গমন করিবে। হে যুধিষ্ঠির! নর্ম্মদাতে শুক্রতীর্থের সমান আর তীর্থ নাই। শুক্রতীর্থের দর্শন, স্পর্শন এবং শুক্রতীর্থে স্নান, দান, তপস্যা, জপ, হোম অথবা উপবাস করিলে মহাফল লাভ হয়। দেব ও গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক সেবিত শুক্র-তীর্থ নামে বিখ্যাত সর্ব্বপাপবিনাশন ঐ তীর্থ-

পাদপাগ্রেণ দৃষ্টেন ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি।
দেব্যা সহ সদা ভর্গস্তত্র তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ॥ ৬৮
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং বৈশাখে মাসি সুব্রত।
লোকাৎ স্বকাদ্বিনিক্রম্য তত্র সন্নিহিতো হরঃ ॥৬৯
দেবদানবগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধ-বিদ্যাধরাস্তথা।
গণাশ্চাপ্সরসো নাগাস্তত্র তিষ্ঠন্তি পুঙ্গবাঃ ॥ ৭০
রঞ্জিতং হি যথা বস্ত্রং শুক্লং ভবতি বারিণা।
আজন্মজনিতং পাপং শুক্রতীর্থে ব্যপোহতি ॥৭১
স্নানং দানং তপঃ শ্রাদ্ধমনন্তং তত্র দৃশ্যতে।
শুক্রতীর্থাৎ পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥
পূর্ব্বে বয়সি কর্ম্মাণি কৃত্বা পাপানি মানবঃ।
অহোরাত্রোপবাসেন শুক্রতীর্থে ব্যপোহতি ॥৭৩
কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী।
ঘৃতেন স্নাপয়েদ্দেবমুপোষ্য পরমেশ্বরম্ ॥ ৭৪
একবিংশৎকুলোপেতো ন চ্যবেদীশ্বরালয়াৎ।
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ যজ্ঞৈর্দানেন বা পুনঃ।
ন তাং গতিমবাপ্নোতি শুক্রতীর্থে তু যাং লভেৎ
শুক্রতীর্থং মহাতীর্থমৃষিসিদ্ধনিষেবিতম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ পুনর্জন্ম ন বিন্দতি ॥ ৭৬
অয়নে বা চতুর্দ্দশ্যাং সংক্রান্তৌ বিষুবে তথা।
স্নাত্বা তু সোপবাসঃ সন্ বিজিতাত্মা সমাহিতঃ
দানং দদ্যাদ্যথাশক্তি প্রীয়েতাং হরিশঙ্করৌ।
এতত্তীর্থপ্রভাবেন সর্ব্বং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ৭৮
অনাথং দুর্গতং বিপ্রং নাথবন্তমথাপি বা।
উদ্বাহয়তি যস্তীর্থে তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৭৯
যাবৎ তদ্রোমসংখ্যা তু তৎপ্রসূতিকুলেষু চ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৮০
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র যমতীর্থমনুত্তমম্।
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং মাঘমাসে যুধিষ্ঠির ॥ ৮১
স্নানং কৃত্বা নক্তভোজী ন পশ্যেদ্যোনিসঙ্কটম্।

ক্ষেত্র যোজনপরিমিত। সেই তীর্থক্ষেত্রস্থিত বৃক্ষের অগ্রভাগ দর্শন করিলেও ব্রহ্মহত্যা-পাপ নাশ হয়। তথায় ভগবান্ ভর্গ (সূর্য্যমণ্ডলস্থ-তেজোরূপী) শঙ্কর দেবীর সহিত সর্ব্বদা অবস্থান করেন। হে সুব্রত! বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে মহেশ্বর স্বকীয় শিবলোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঐ স্থানে সন্নিহিত থাকেন। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ, প্রমথগণ, অপ্সরোগণ এবং নাগপুঙ্গবসমূহ ঐ তীর্থে অবস্থান করেন। ৬১—৭০। যেমন রঞ্জিত বস্ত্র বারি দ্বারা (ধৌত করিলে) শুক্ল হয় সেইরূপ আজন্মকৃত পাপ শুক্রতীর্থ গমনে বিনষ্ট হয়। ঐ তীর্থে স্নান, দান, তপস্যা ও শ্রাদ্ধ অনন্তফলপ্রদ হয়। শুক্রতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ আর নাই এবং হইবেও না। মনুষ্য প্রথম বয়সে, পাপকর্ম্ম সকল করিয়া শুক্রতীর্থে অহোরাত্র উপবাস করিলে ঐ সকল পাপ নাশ করিতে পারে। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে উপবাসপূর্ব্বক দেব পরমেশ্বরকে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইবে; তাহা হইলে সে ব্যক্তি বংশের একবিংশতি পুরুষের সহিত ঈশ্বরালয় হইতে বিচ্যুত হয় না। শুক্রতীর্থে যে গতি লাভ হয়, তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য যজ্ঞ বা দান দ্বারাও সেরূপ গতি লাভ হয় না। ঋষি ও সিদ্ধগণ-কর্ত্তৃক পরিসেবিত শুক্রতীর্থকে মহাতীর্থ বলিয়া জানিবে; হে রাজন্! ঐ তীর্থে স্নান করিলে মনুষ্যের আর পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। অয়নসংক্রান্তিতে চতুর্দ্দশীতে অথবা বিষুব-সংক্রান্তিতে বিজিতাত্মা, সমাহিত ও উপবাসযুক্ত হইয়া স্নান করিয়া "হরি ও শঙ্কর প্রীত হউন" এই কামনায় শক্তি অনুসারে দান করিবে; তাহা হইলে এই তীর্থ-প্রভাবে সে সমস্তই অক্ষয় হইবে। অনাথ দুর্গত বিপ্রের অথবা নাথবন্ত (সহায়সম্পন্ন) বিপ্রেরই বা হউক, যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে উদ্বাহ দিয়া দেয়, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর;— তাহার শরীরে যতগুলি রোম থাকিবে ও তাহার সন্তান সকলের শরীরে যতগুলি রোম থাকিবে, বিবাহপ্রদাতার তত সহস্র বর্ষ রুদ্র-লোকে বাস হইবে। ৭১—৮০। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর উত্তম যমতীর্থে গমন করিবে। হে যুধিষ্ঠির! মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে স্নান করিয়া নক্তভোজী হইলে আর জন্মগ্রহণ

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র এরণ্ডীতীর্থমুত্তমম্ ॥ ৮২
সঙ্গমে তু নরঃ স্নাত্বা উপবাসপরায়ণঃ।
ব্রাহ্মণং ভোজয়েদেকং কোটির্ভবতি ভোজিতা
এরণ্ডীসঙ্গমে স্নাত্বা ভক্তিভাবানুরঞ্জিতঃ।
মৃত্তিকাং শিরসি স্থাপ্য অবগাহ্য চ তজ্জলম্।
নর্ম্মদোদকসম্মিশ্রং মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ৮৪
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থং কল্লোলকেশ্বরম্।
গঙ্গাবতরতে তত্র দিনে পুণ্যে ন সংশয়ঃ ॥ ৮৫
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ দত্ত্বা চৈব যথাবিধি।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৮৬
নন্দিতীর্থং ততো গচ্ছেৎ তত্র স্নানং সমাচরেৎ
প্রীয়তে তস্য নন্দীশঃ সোমলোকে মহীয়তে ॥৮৭
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থস্ত্বনরকং শুভম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ নরকং নৈব পশ্যতি ॥৮৮
তস্মিংস্তীর্থে তু রাজেন্দ্র স্বাস্থ্যস্থীনি বিনিক্ষিপেৎ
রূপবান্ জায়তে লোকে ধনভোগসমন্বিতঃ ॥৮৯
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কপিলাতীর্থমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গোসহস্রফলং লভেৎ ॥
জ্যৈষ্ঠমাসে তু সম্প্রাপ্তে চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ।
তত্রোপোষ্য নরো ভক্ত্যা দত্ত্বা দীপং ঘৃতেন তু
ঘৃতেন স্নাপয়েদ্রুদ্রং সঘৃতং শ্রীফলং দদেৎ।
ঘণ্টাভরণসংযুক্তং কপিলাং বৈ প্রদাপয়েৎ ॥ ৯২
সর্ব্বাভরণসংযুক্তঃ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ।
শিবতুল্যবলো ভূত্বা শিববৎ ক্রীড়তে সদা ॥ ৯৩
অঙ্গারকদিনে প্রাপ্তে চতুর্থ্যাস্তু বিশেষতঃ।
স্নাপয়িত্বা শিবং দদ্যাদ্ব্রাহ্মণেভ্যস্তু ভোজনম্
সর্ব্বভোগসমাযুক্তো বিমানে সার্ব্বকামিকে।
গত্বা শক্রস্য ভবনং শক্রেণ সহ মোদতে।
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো ধনবান্ ভোগবান্ ভবেৎ
অঙ্গারকনবম্যাস্তু অমাবাস্যাং তথৈব চ।

করিতে হয় না (অর্থাৎ মুক্তি হয়)। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর উত্তম এরণ্ডী তীর্থে গমন করিবে; উপবাসপরায়ণ হইয়া মনুষ্য এরণ্ডী-সঙ্গমে স্নান করত একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে কোটিব্রাহ্মণ ভোজনের ফল প্রাপ্ত হন। ভক্তিভাবে এরণ্ডীসঙ্গমে স্নানপূর্ব্বক তদীয় সঙ্গমে স্নানপূর্ব্বক তদীয় মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার নর্ম্মদাজলমিশ্রিত ঐ এরণ্ডী-সঙ্গমজলে অবগাহন করিলে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর কল্লোলকেশ্বর তীর্থে গমন করিবে; ঐ তীর্থে পুণ্যদিনে গঙ্গা অবতীর্ণা হইয়া থাকেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। ঐ তীর্থে স্নান, তদীয় জলপান এবং তথায় যথাশাস্ত্র দান করিলে সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করে। তদনন্তর নন্দিতীর্থে গমন করিবে এবং তথায় স্নান করিবে; তাহা করিলে তাহার প্রতি নন্দীশ্বর প্রীত হন এবং সেই ব্যক্তির সোমলোকে বাস হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর অনরক-নামক শুভ তীর্থে গমন করিবে; হে রাজন্! তথায় স্নান করিলে মানবের আর নরকদর্শন হয় না। হে রাজেন্দ্র! ঐ তীর্থে যে ব্যক্তি স্বকীয় অস্থি (দন্তাদি) নিক্ষেপ করে, সে ব্যক্তি ইহলোকে ধনভোগসমন্বিত ও রূপবান্ হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর উত্তম কপিলাতীর্থে গমন করিবে; হে রাজন্! ঐ তীর্থে স্নান করিলে মনুষ্য গোসহস্রদানের ফল লাভ করে। ৮১—৯০। জ্যৈষ্ঠ মাস উপস্থিত হইলে, বিশেষতঃ চতুর্দ্দশীতে মনুষ্য ঐ তীর্থে উপবাস-পূর্ব্বক ভক্তিভাবে ঘৃতপ্রদীপ দান করিয়া ঘৃত দ্বারা রুদ্রকে স্নান করাইবে, ঘৃতসংযুক্ত শ্রীফল প্রদান করিবে এবং ঘণ্টাভরণসংযুক্তা কপিলা দান করিবে; তাহার ফলে ঐ ব্যক্তি সর্ব্বা-ভরণসংযুক্ত সর্ব্বদেবনমস্কৃত ও শিবতুল্যপরা-ক্রম হইয়া সর্ব্বদা শিবের ন্যায় ক্রীড়া করে। মঙ্গলবারে বিশেষতঃ চতুর্থী তিথিতে তথায় মহাদেবকে স্নান করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন দান করিবে; তাহার ফলে ঐ ব্যক্তি সার্ব্বকামিক বিমানে সর্ব্বভোগসমাযুক্ত হইয়া শক্রভবনে গমনপূর্ব্বক শক্রের সহিত আনন্দ লাভ করে। তদনন্তর স্বর্গলোক-পরিভ্রষ্ট হইয়া ধনবান্ ও ভোগবান্ হয়। আর মঙ্গলবারযুক্ত নবমীতে যে ব্যক্তি তথায়

স্নাপয়েৎ তত্র যত্নেন রূপবান্ সুভগো ভবেৎ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র গঙ্গেশ্বরমনুত্তমম্।
শ্রাবণে মাসি সম্প্রাপ্তে কৃষ্ণপক্ষে (১) চতুর্দ্দশী॥
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
পিতৄণাং তর্পণং কৃত্বা মুচ্যতে স ঋণত্রয়াৎ॥ ৯৮
গঙ্গেশ্বরসমীপে তু গঙ্গাবদনমুত্তমম্।
অকামো বা সকামো বা তত্র স্নাত্বা তু মানবঃ॥
আজন্মজনিতৈঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯৯
তস্য বৈ পশ্চিমে ভাগে সমীপে নাতিদূরতঃ।
দশাশ্বমেধিকং তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্॥
উপোষ্য রজনীমেকাং মাসি ভাদ্রপদে শুভে।
অমাবাস্যাং নরঃ স্নাত্বা পূজয়েদ্গোবৃষধ্বজম্॥
কাঞ্চনেন বিমানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।
গত্বা রুদ্রপুরং রম্যং রুদ্রেণ সহ মোদতে॥ ১০২
সর্ব্বত্র সর্ব্বদিবসে স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
পিতৄণাং তর্পণং কৃত্বা চাশ্বমেধফলং লভেৎ॥১০৩

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে
নর্ম্মদাতীর্থমাহাত্ম্যং নামৈকোনচত্বা-
রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৯॥

যত্নপূর্ব্বক মহাদেবকে স্নান করায়, সে রূপবান্ ও সৌভাগ্যশালী হয়। হে রাজন্! তদনন্তর গঙ্গেশ্বরনামক অনুত্তম তীর্থে গমন করিবে; শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে ঐ তীর্থে স্নানমাত্র করিলে সেই মনুষ্যের ব্রহ্মলোকে বাস হয় আর পিতৃলোকের তর্পণ করিলে ঋণত্রয় (দেব-ঋষি-পিতৃ-ঋণ) হইতে মুক্ত হয়। গঙ্গেশ্বরের সমীপে গঙ্গাবদন-নামক উত্তম তীর্থ আছে; ঐ তীর্থে মানব অকাম বা সকাম হইয়া স্নান করিলে আজন্মকৃত পাপ-হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। তাহার পশ্চিম ভাগে অনতিদূরে—সমীপে দশাশ্ব-মেধিকনামক ত্রিলোকবিশ্রুত তীর্থ আছে; শুভ ভাদ্র মাসের অমাবস্যায় একরাত্র (অহোরাত্র) উপবাসপূর্ব্বক ঐ তীর্থে স্নান করিয়া বৃষধ্বজ শিবের পূজা করিবে; তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কিঙ্কিণীজালমালাসমন্বিত কাঞ্চনময় বিমান দ্বারা রমণীয় রুদ্রপুরে গমন করিয়া রুদ্রের সহিত আনন্দ উপভোগ করে। সকল তিথিতেই ঐ তীর্থের সর্ব্বস্থানেই স্নান ও পিতৃতর্পণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। ৯১—১০৩

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৯

(১) শুক্লপক্ষে ইতি বা পাঠঃ

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ভৃগুতীর্থমনুত্তমম্।
তত্র দেবং ভৃগুর্ভর্গং রুদ্রমারাধয়ৎ পুরা।
দর্শনাৎ তস্য দেবস্য সদ্যঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১
এতৎ ক্ষেত্রং সুবিপুলং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ॥২
উপানহৌ তথা যুগ্যং দেয়মন্নঞ্চ কাঞ্চনম্।
ভোজনঞ্চ যথাশক্তি তদস্যাক্ষয়মুচ্যতে॥ ৩
ক্ষরন্তি সর্ব্বদানানি যজ্ঞো দানং তপঃ ক্রিয়া!

চত্বারিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর অনুত্তম ভৃগুতীর্থে গমন করিবে; ঐ স্থানে পূর্ব্বকালে ভৃগু, দেবদেব ভর্গ রুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন। ঐ দেবকে দর্শন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে মুক্ত হয়। এই সুবিস্তৃত ক্ষেত্র সর্ব্বপাপনাশক; তথায় স্নান করিলে মনুষ্য স্বর্গগামী হয় এবং সেখানে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদের আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তথায় উপানহযুগল, যুগ্য (বাহন), অন্ন, কাঞ্চন ও ভোজন—যথাশক্তি এই সমস্ত দান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। সর্ব্বপ্রকার দান, যজ্ঞ ও তপশ্চর্য্যা এই সমস্তেরই বিনাশ

ন করেদ্‌যৎ তপস্তপ্তং ভৃগুতীর্থে যুধিষ্ঠির ॥ ৪
তীব্রেণ তপসোগ্রেণ তুষ্টেন ত্রিপুরারিণা।
সান্নিধ্যং তত্র কথিতং ভৃগুতীর্থে যুধিষ্ঠির ॥ ৫
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র গৌতমেশ্বরমুত্তমম্।
যত্রারাধ্য ত্রিশূলাঙ্কং গৌতমঃ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্নুপবাসপরায়ণঃ।
কাঞ্চনেন বিমানেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৭
বৃষোৎসর্গং ততো গচ্ছেচ্ছাশ্বতং পদমাপ্নুয়াৎ।
ন জানন্তি নরা মূঢ়া বিষ্ণোর্মায়াবিমোহিতাঃ ॥৮
ধৌতপাপং ততো গচ্ছেদ্ধৌতং যত্র বৃষেণ তু।
নর্ম্মদায়াং স্থিতং রাজন্ সর্ব্বপাতকনাশনম্।
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মহত্যাং বিমুঞ্চতি ॥ ৯
তত্র তীর্থে তু রাজেন্দ্র প্রাণত্যাগং করোতি যঃ
চতুর্ভুজস্ত্রিনেত্রশ্চ হরতুল্যবলো ভবেৎ ॥ ১০

বসেৎ কল্পাযুতং সাগ্রং শিবতুল্যপরাক্রমঃ।
কালেন মহতা জাতঃ পৃথিব্যামেকরাড্‌ভবেৎ ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র হংসতীর্থমনুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র যত্র সিদ্ধো জনার্দ্দনঃ।
বরাহতীর্থমাখ্যাতং বিষ্ণুলোকগতিপ্রদম্ ॥ ১৩
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র চন্দ্রতীর্থমনুত্তমম্।
পৌর্ণমাস্যাং বিশেষেণ স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র চন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥ ১৪
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কন্যাতীর্থমনুত্তমম্।
স্নাত্বা তত্র নরো রাজন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
শুক্লপক্ষে তৃতীয়ায়াং স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র পৃথিব্যামেকরাড্‌ভবেৎ ॥ ১৬
দেবতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্।
তত্র স্নাত্বা চ রাজেন্দ্র দৈবতৈঃ সহ মোদতে ॥১৭
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র শিখিতীর্থমনুত্তমম্।

হইতে পারে, কিন্তু হে যুধিষ্ঠির! ভৃগুতীর্থে কৃত তপস্যার কথনই ক্ষরণ হইবে না। ভৃগুতীর্থে উগ্রতপস্যা করিলে তদ্দ্বারা ত্রিপুরারি তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। হে যুধিষ্ঠির! কথিত আছে যে, ভৃগুতীর্থে মহেশ্বর সর্ব্বদা সন্নিহিত। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর উত্তম গৌতমেশ্বর তীর্থে গমন করিবে; ঐ স্থানে গৌতম মুনি, ত্রিশূলধারী মহাদেবের আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মনুষ্য-উপবাসপরায়ণ হইয়া ঐ তীর্থে স্নান করিলে, কাঞ্চনবিমানে আরোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে যাইয়া তথায় সম্মানিত হয়। তদনন্তর বৃষোৎসর্গ নামক তীর্থে গমন করিবে; বৃষোৎসর্গ তীর্থে গমন করিলে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত মূঢ় মনুষ্য সকল এই তীর্থ অবগত নহে। হে রাজন্! নর্ম্মদাস্থিত সর্ব্বপাপবিনাশক ধৌতপাপ-নামক তীর্থে গমন করিবে; বৃষরূপী ধর্ম্ম সে স্থানে পাপ ধৌত করিয়াছিলেন। ঐ তীর্থে স্নান করিলে মনুষ্য ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হয়! হে রাজেন্দ্র! ঐ তীর্থে যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে, সে ব্যক্তি চতুর্ভুজ, ত্রিনেত্র ও হরতুল্য বলবান্ হয়। ১—১০। শিব-তুল্যপরাক্রম সেই ব্যক্তি অযুতকল্পেরও অধিক-কাল শিবলোকে বাস করিয়া এই দীর্ঘকালের পর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক সাম্রাজ্যাধিপতি হয়। হে রাজেন্দ্র! পরে অনুত্তম হংস-তীর্থে গমন করিবে! মনুষ্য ঐ তীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর, যে স্থানে জনার্দ্দন সিদ্ধ হইয়াছেন, সেই বিষ্ণুলোকগতিপ্রদ বরাহ তীর্থ নামে বিখ্যাত তীর্থে গমন করিবে। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর অনুত্তম চন্দ্রতীর্থে গমন করিবে; বিশেষ ফলার্থ তথায় পৌর্ণমাসীতে স্নান করিবে। ঐ তীর্থে স্নানমাত্র করিলে মানবের চন্দ্রলোকে বাস হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর অনুত্তম কন্যাতীর্থে গমন করিবে; মানব ঐ তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে ঐ তীর্থে স্নানমাত্র করিলে মানব (জন্মান্তরে) পৃথিবীতে সম্রাট্ হয়। তদনন্তর সর্ব্বদেব-নমস্কৃত দেবতীর্থে গমন করিবে; হে রাজেন্দ্র! ঐ তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্ব দেবতার সহিত একত্র বাসজনিত প্রীতিলাভ করে। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর অনুত্তম শিখিতীর্থে

যৎ তত্র দীয়তে দানং সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থং পৈতামহং শুভম্
যৎ তত্র দীয়তে শ্রাদ্ধং সর্ব্বং তস্যাক্ষয়ং ভবেৎ॥
সাবিত্রীতীর্থমাসাদ্য যস্ত প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
বিধূয় সর্ব্বপাপানি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ২০
মনোহরন্ত তত্রৈব তীর্থং পরমশোভনম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ রুদ্রলোকে মহীয়তে॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র মানসং তীর্থমুত্তমম্।
তত্র স্নাতা নরো রাজন্ রুদ্রলোকে মহীয়তে॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কল্পতীর্থমনুত্তমম্।
স্নাত্বা তত্র নরো রাজন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
স্বর্গবিন্দুং ততো গচ্ছেৎ তীর্থং দেবনমস্কৃতম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ দুর্গতিং নৈব পশ্যতি॥
অপ্সরেশং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
ক্রীড়তে নাকলোকস্থো হ্যপ্সরোভিঃ স মোদতে
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ভারভূতিমনুত্তমম্।
উপোষিতো যজেতেশং রুদ্রলোকে মহীয়তে।
অস্মিংস্তীর্থে মৃতো রাজন্ গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ॥
কার্ত্তিকে মাসি দেবেশমর্চ্চয়েৎ পার্ব্বতীপতিম্।
অশ্বমেধাদ্দশগুণং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ ২৪
বৃষভং যঃ প্রযচ্ছেত তত্র কুন্দেন্দুসপ্রভম্।
বৃষযুক্তেন যানেন রুদ্রলোকং স গচ্ছতি॥ ২৮
এতৎ তীর্থং সমাসাদ্য যস্ত প্রাণান্ পরিত্যজেৎ
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি॥২৯
জলপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাৎ তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ।
হংসযুক্তেন যানেন স্বর্গলোকং স গচ্ছতি॥ ৩০
এরণ্ড্যা নর্ম্মদায়াস্ত-সঙ্গমং লোকবিশ্রুতম্।
তচ্চ তীর্থং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ৩১
উপবাসপরো ভূত্বা নিত্যং ব্রতপরায়ণঃ।
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥ ৩২
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র নর্ম্মদোদধিসঙ্গমম্।
জমদগ্নিমিতি খ্যাতং সিদ্ধো যত্র জনার্দ্দনঃ॥৩৩

গমন করিবে; ঐ তীর্থে যাহা কিছু দান করা যায়, তাহার কোটিগুণ ফল হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর শুভ পিতামহতীর্থে গমন করিবে; ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধাদি দান করিলে অক্ষয়ফল লাভ হয়। সাবিত্রীতীর্থ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি তথায় প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। ১১—২০। ঐ স্থানেই অপর পরমশোভন মনোহর তীর্থ আছে; ঐ তীর্থে স্নান করিলে মনুষ্য রুদ্রলোকে সম্মানিত হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর উত্তম মানস তীর্থে গমন করিবে; ঐ তীর্থে স্নান করিলে রুদ্রলোকে আদৃত হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর অত্যুত্তম কল্পতীর্থে গমন করিবে; হে রাজন্! ঐ তীর্থে স্নান করিলে, মনুষ্য সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। তদনন্তর দেবনমস্কৃত স্বর্গবিন্দু-নামক তীর্থে গমন করিবে; হে রাজন্! ঐ তীর্থে স্নান করিলে মানবকে নরকদর্শন করিতে হয় না। তদনন্তর অপ্সরেশ-নামক তীর্থে গমন করিবে এবং তথায় স্নান করিবে; তাহা করিলে সে স্বর্গলোকে ক্রীড়া করে এবং অপ্সরোগণের সহিত আনন্দ উপভোগ করে। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর অত্যুত্তম ভারভূতিনামক তীর্থে গমন করিবে। হে রাজন্! ঐ তীর্থে উপবাসপূর্ব্বক শিবপূজা করিলে রুদ্রলোকে বাস হয়। আর তথায় মরিলে গাণপত্যপ্রাপ্তি হয়। কার্ত্তিক মাসে যে ব্যক্তি তথায় দেবাধিপতি পার্ব্বতী-পতির পূজা করে, পণ্ডিতেরা বলেন, তাহার অশ্বমেধযজ্ঞের দশগুণ পুণ্য হয়। ঐ তীর্থে যে ব্যক্তি কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ বৃষভ প্রদান করে, সে বৃষযুক্ত যান দ্বারা রুদ্রলোকে গমন করে। এই তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করে। হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে জলপ্রবেশ করে, সে হংস-যুক্ত যান দ্বারা স্বর্গলোকে গমন করে। ২১—৩০। এরণ্ডী ও নর্ম্মদার সঙ্গমরূপ তীর্থ ত্রিলোকবিশ্রুত। ঐ তীর্থ মহাপুণ্যজনক ও সর্ব্বপাপনাশন। হে রাজেন্দ্র! উপবাস-পরায়ণ ও সতত ব্রতপরায়ণ হইয়া ঐ তীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর জমদগ্নি নামে বিখ্যাত

তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ নর্ম্মদোদধিসঙ্গমে।
ত্রিগুণঞ্চাশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৩৪
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র বিমলেশ্বরমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥৩৫
তত্রোপবাসং যঃ কৃত্বা পশ্যেত বিমলেশ্বরম্।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং হিত্বা যাতি শিবালয়ম্ ॥৩৬
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র অলকাতীর্থমুত্তমম্।
উপোষ্য রজনীমেকাং নিয়তো নিয়তাশনঃ।
অস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যান্মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৩৭
এতানি তব সঙ্ক্ষেপাৎ প্রাধান্যাৎ কথিতানি চ
ন শক্যা বিস্তরাদ্বক্তুং সঙ্খ্যা তীর্থেষু পাণ্ডব ॥
এষা পবিত্রা বিপুলা নদী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা।
নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা মহাদেবস্য বল্লভা ॥ ৩৯
মনসা সংস্মরেদ্যস্তু নর্ম্মদাং বৈ যুধিষ্ঠির।
চান্দ্রায়ণশতং সাগ্রং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪০

নর্ম্মদা ও উদধির সঙ্গমরূপ তীর্থে গমন করিবে; ঐস্থানে জনার্দ্দন সিদ্ধ হইয়াছিলেন। হে রাজন্! সেই নর্ম্মদোদধি-সঙ্গমরূপ তীর্থে স্নান করিলে মানব অশ্বমেধ-যজ্ঞের ত্রিগুণ ফল প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর বিমলেশ্বর নামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে; হে রাজন্! ঐ তীর্থে স্নান করিলে রুদ্রলোকে বাস হয়। সেই তীর্থে যে ব্যক্তি উপবাস-পূর্ব্বক বিমলেশ্বর দর্শন করে, সে সপ্তজন্মকৃত পাপ পরিত্যাগ করিয়া শিবালয়ে গমন করে। তদনন্তর উত্তম অলকাতীর্থে গমন করিবে; ঐ তীর্থে প্রথমে নিয়মবান্ ও পরিমিতাহারী হইয়া পরে অহোরাত্র উপবাস করিলে, এই তীর্থের মাহাত্ম্যবলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে পাণ্ডব! সংক্ষেপে প্রধানতঃ এই কয়েকটী তীর্থ তোমার নিকট কথিত হইল; তীর্থসংখ্যা বিস্তাররূপে বলিতে পারা যায় না। এই সরিৎশ্রেষ্ঠা নর্ম্মদা নদী পবিত্রা, বিপুলা, ত্রিলোকবিশ্রুতা ও মহাদেব-প্রিয়া। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি নর্ম্মদাকে মনে মনেও স্মরণ করে, সে শত চান্দ্রায়ণের ফলেরও অধিক ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয়

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা নাস্তিক্যং ঘোরমাশ্রিতাঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে ইত্যাহ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪১
নর্ম্মদাং সেবতে নিত্যং স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ।
তেন পুণ্যা নদী জ্ঞেয়া ব্রহ্মহত্যাপহারিণী ॥ ৪২

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে নর্ম্মদা-মাহাত্ম্যং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ইদং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং তীর্থং নৈমিষমুত্তমম্।
মহাদেবপ্রিয়তরং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১
মহাদেবং দিদৃক্ষূণামৃষীণাং পরমেষ্ঠিনা।
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং স্থানং তপস্তপ্তং দ্বিজোত্তমাঃ ॥
মরীচয়োঽত্রয়ো বিপ্রা বসিষ্ঠাঃ ক্রতবস্তথা।
ভৃগবোঽঙ্গিরসঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্ ॥
সমেত্য সর্ব্ববরদং চতুর্ম্মূর্ত্তিং চতুর্ম্মুখম্।

নাই! শ্রদ্ধারহিত এবং ঘোর নাস্তিকতাবলম্বী মনুষ্যেরা ঘোর নরকে পতিত হয়, ভগবান্ পরমেশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন। দেবদেব মহেশ্বর নর্ম্মদাকে স্বয়ং নিত্য সেবা করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত এই নদী অতিপুণ্যা ও ব্রহ্মহত্যাপাপনাশিনী জানিবে। ৩১—৪১।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ত্রিলোকবিখ্যাত এই শ্রেষ্ঠ নৈমিষ তীর্থ মহাদেবের প্রিয়তর ও মহাপাতক-নাশন। হে দ্বিজোত্তমগণ! মহাদেবের দর্শনেচ্ছু ঋষিগণের জন্য পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এই স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও এই স্থানে তপস্যা করিয়াছেন। হে বিপ্রগণ! মরীচি, অত্রি, বসিষ্ঠ, ক্রতু, ভৃগু ও অঙ্গিরার বংশোদ্ভব এই ষট্‌কুলীয় মহর্ষিগণ পূর্ব্বকালে সর্ব্ববরদ বিশ্বকর্ত্তা চতুর্ম্মূর্ত্তি চতুর্ম্মুখ কমলোদ্ভব

পৃচ্ছন্তি প্রণিপত্যৈনং বিশ্বকর্ম্মাণমব্যয়ম্ ॥ ৪
ষট্‌কুলীয়া ঊচুঃ ।
ভগবন্ দেবমীশানং তমেবৈকং কপর্দ্দিনম্ ।
কেনোপায়েন পশ্যেম ব্রূহি দেব নমস্তব ॥ ৫
ব্রহ্মোবাচ ।
সত্রং মহৎ সমাসধ্বং বাঙ্মনোদোষবর্জ্জিতাঃ ।
দেশঞ্চ বঃ প্রবক্ষ্যামি যস্মিন্ দেশে চরিষ্যথ ॥ ৬
মুক্ত্বা মনোময়ং চক্রং সংস্পৃষ্ট্বা তানুবাচ হ ।
ক্ষিপ্তমেতন্ময়া চক্রমনুব্রজত মা চিরম্ ॥ ৭
যত্রাস্য নেমিঃ শীর্য্যেত স দেশস্তপসঃ শুভঃ ।
ততো মুমোচ তচ্চক্রং তে চ তৎ সমনুব্রজন্ ॥৮
তস্য বৈ ব্রজতঃ ক্ষিপ্রং যত্র নেমিরশীর্য্যত ।
নৈমিষং তৎ স্মৃতং নাম্না পুণ্যং সর্ব্বত্র পূজিতম্
সিদ্ধ-চারণসঙ্কীর্ণং যক্ষ-গন্ধর্ব্বসেবিতম্ ।
স্থানং ভগবতঃ শম্ভোরেতন্নৈমিষমুত্তমম্ ॥ ১০
অত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সযক্ষোরগরাক্ষসাঃ ।
তপস্তপ্ত্বা পুরা দেবা লেভিরে প্রবরান্ বরান্ ॥
ইমং দেশং সমাশ্রিত্য ষট্‌কুলীয়াঃ সমাহিতাঃ ।
সত্রেণারাধ্য দেবেশং দৃষ্টবন্তো মহেশ্বরম্ ॥ ১২
অত্র দানং তপস্তপ্তং শ্রাদ্ধ-যাগাদিকঞ্চ যৎ ।
একৈকং নাশয়েৎ পাপং সপ্তজন্মকৃতং তথা ॥ ১৩
অত্র পূর্ব্বং স ভগবানৃষীণাং সত্রমাসতাম্ ।
স বৈ প্রোবাচ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণং ব্রহ্মভাবিতম্ ॥
অত্র দেবো মহাদেবো রুদ্রাণ্যা কিল বিশ্বদৃক্ ।
রমতেঽদ্যাপি ভগবান্ প্রমথৈঃ পরিবারিতঃ ॥
অত্র প্রাণান্ পরিত্যজ্য নিয়মেন দ্বিজাতয়ঃ ।
ব্রহ্মলোকং গমিষ্যন্তি যত্র গত্বা ন জায়তে ॥ ১৬
অন্যচ্চ তীর্থপ্রবরং জাপ্যেশ্বরমিতি শ্রুতম্ ।
জজাপ রুদ্রমনিশং যথা নন্দী মহাগণঃ ॥ ১৭
প্রীতস্তস্য মহাদেবো দেব্যা সহ পিনাকধৃক্ ।
দদাবাত্মসমানত্বং মৃত্যুবঞ্চনমেব চ ॥ ১৮

অব্যয় ব্রহ্মার সমীপে যাইয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হে দেব! আপনাকে নমস্কার করি। হে ভগবন! কোন্ উপায় দ্বারা সেই দেবদেব অদ্বিতীয় ঈশানকে আমরা দর্শন করিব বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—তোমরা বাক্যে ও মনে দোষরহিত হইয়া মহাসত্রের সমাচরণ কর; যে দেশে আচরণ করিবে, আমি তাহার উপদেশ করিব। পরে মনোময়চক্র-মোচনে উদ্যত হইয়া তাহা স্পর্শ করত ঋষিগণকে বলিলেন,—"আমি এই চক্র ক্ষেপণ করিলাম, তোমরা এই চক্রের অনুগমন কর, বিলম্ব করিও না; যে স্থানে এই চক্রের নেমি পতিত হইবে, তপস্যার নিমিত্ত সেই দেশই উত্তম"। এই বলিয়া ব্রহ্মা সেই চক্রমোচন করিলেন, ঋষিগণও তাহার অনুগমন করিলেন। ঐ শীঘ্রগামী চক্রের নেমি যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, তাহা নৈমিষ নামে স্মৃত হইয়া থাকে। ঐ ক্ষেত্র পবিত্র এবং সর্ব্বত্র পূজিত; সিদ্ধ ও চারণগণে আকীর্ণ, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণের সেবিত এই উত্তম নৈমিষক্ষেত্র ভগবান্ শম্ভুর স্থান। ঐ স্থানে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ অসুর ও রাক্ষসগণ পূর্ব্বকালে তপস্যা করিয়া দেবদেবের নিকট উৎকৃষ্ট বর লাভ করিয়াছিলেন। ১—১১। ঐ দেশ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত ষট্‌কুলোদ্ভব ঋষিগণ সমাহিতভাবে সত্রদ্বারা আরাধনা করিয়া দেবদেব মহাদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। এই তীর্থে দান, তপস্যা শ্রাদ্ধ ও যাগাদি যাহা কিছু করা যায়, ইহার এক একটী সপ্তজন্মকৃত পাপ ক্ষয় করে। এই স্থানে পূর্ব্বকালে সত্র-উপাসনাশীল মহর্ষিগণের নিকটে সেই ভগবান্ ব্রহ্মভাবিত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বলিয়াছিলেন। এই স্থানে বিশ্বদর্শী দেব ভগবান মহাদেব প্রমথগণপরিবৃত হইয়া রুদ্রাণীর সহিত অদ্যাপি ক্রীড়া করিয়া থাকেন। দ্বিজগণ এই স্থানে নিয়মপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে গমন হয়—যে স্থানে গমন করিলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। জাপ্যেশ্বর নামে বিশ্রুত অন্য আর একটী উৎকৃষ্ট তীর্থ আছে, তথায় গণশ্রেষ্ঠ নন্দী নিরন্তর রুদ্রমন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। তাহাতে পিনাকধারী মহাদেব দেবীর সহিত প্রীত হইয়া তাহাকে আত্মসারূপ্য ও অমরত্ব প্রদান

অভূদৃষিঃ স ধর্ম্মাত্মা শিলাদো নাম ধর্ম্মবিৎ।
আরাধয়ন্মহাদেবং পুত্রার্থং বৃষভধ্বজম্॥ ১৯
তস্য বর্ষসহস্রান্তে তপ্যমানস্য বিশ্বধৃক্।
শর্ব্বঃ সোমো গণবৃতো বরদোঽস্মীত্যভাষত॥২
স বব্রে বরমীশানং বরেণ্যং গি[illegible]।
অযোনিজং মৃত্যুহীনং যাচে পুত্রং ত্বয়া সমম্॥
তথাস্বিত্যাহ ভগবান্ দেব্যা সহ মহেশ্বরঃ।
পশ্যতস্তস্য বিপ্রর্ষেরন্তর্দ্ধানং গতো হরঃ॥ ২২
ততো যিযক্ষুঃ স্বাং ভূমিং শিলাদো ধর্ম্মবিত্তমঃ।
চকর্ষ লাঙ্গলেনোর্ব্বীং ভিত্ত্বাদৃশ্যত শোভনঃ॥২৩
সংবর্ত্তকানলপ্রখ্যঃ কুমারঃ প্রহসন্নিব।
রূপলাবণ্যসম্পন্নস্তেজসা ভাসয়ন্ দিশঃ॥ ২৪
কুমারতুল্যোঽপ্রতিমো মেঘগম্ভীরয়া গিরা।
শিলাদং তাত তাতেতি প্রাহ নন্দী পুনঃপুনঃ॥

তং দৃষ্ট্বা নন্দনং জাতং শিলাদঃ পরিষস্বজে।
মুনীনাং দর্শয়ামাস তত্রাশ্রমনিবাসিনাম্॥ ২৬
জাতকর্ম্মাদিকাঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্য চকার হ।
উপনীয় যথাশাস্ত্রং বেদমধ্যাপয়ৎ স্বয়ম্॥ ২৭
অধীতবেদো ভগবান্ নন্দী মতিমনুত্তমাম্।
চক্রে মহেশ্বরং দৃষ্ট্বা জেষ্যে মৃত্যুমিতি প্রভুম্॥
স গত্বা সাগরং পুণ্যমেকাগ্রঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
জজাপ রুদ্রমনিশং মহেশাসক্তমানসঃ॥ ২৯
তস্য কোট্যাঞ্চ পূর্ণায়াং শঙ্করো ভক্তবৎসলঃ।
আগত্য সাম্বঃ সগণো বরদোঽস্মীত্যভাষত॥৩০
স বব্রে পুনরেবেশং জপেয়ং কোটিমীশ্বরম্।
তাবদায়ুর্মহাদেবং দেহীতি বরমীশ্বর॥ ৩১
এবমস্ত্বিতি সংপ্রোচ্য দেবোঽপ্যন্তরধীয়ত।
জজাপ কোটিং ভগবান্ [illegible]॥ ৩২

করিয়াছেন। শিলাদ নামে প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মবিদ্ একজন ঋষি ছিলেন; তিনি পুত্রের নিমিত্ত বৃষভধ্বজ মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। তপস্যা করিতে করিতে সেই ঋষির সহস্র বৎসর গত হইলে, বিশ্বপালক মহাদেব প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া উমার সহিত (আগমনপূর্ব্বক) বলিলেন,—"আমি বরদান করিতে আসিয়াছি।" ১২—২০। গিরিজাপতি বরেণ্য মহেশ্বরের নিকট সেই ঋষি এই বর যাচ্ঞা করিলেন যে, আপনার ন্যায় অযোনিসম্ভব ও মরণরহিত যেন একটী পুত্র প্রাপ্ত হই। দেবীর সহিত ভগবান্ মহেশ্বর হর—"তথাস্ত" বলিয়া সেই বিপ্রর্ষির সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর ধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ ঋষি শিলাদ যাগ করিবার ইচ্ছায় স্বীয় ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি লাঙ্গল দ্বারা ভূমি ভেদ করিবা মাত্র একটী শোভন পুত্র দেখিতে পাইলেন। সংবর্ত্তকানলসদৃশ-প্রভাশালী, রূপলাবণ্যসম্পন্ন ঐ কুমার স্বীয় তেজঃ দ্বারা চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করত যেন হাস্য করিতেছিলেন। কার্ত্তিকেয়-সদৃশ অনুপমরূপ কুমাররূপে অবতীর্ণ নন্দী তখন মেঘশব্দের ন্যায় গম্ভীরস্বরে শিলাদ ঋষিকে "তাত! তাত!"

বলিয়া বারংবার সম্বোধন করিতে লাগিলেন। শিলাদ ঋষি সেই জাত পুত্রকে দর্শন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং ঐ স্থানে আশ্রমবাসী মুনিগণকে দেখাইলেন। তিনি সেই পুত্রের যথাকালে জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া করিলেন এবং উপনয়ন দিয়া যথাশাস্ত্র স্বয়ং বেদাধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ভগবান্ নন্দী বেদ অধ্যয়ন করিয়া এই অনুত্তম মতি করিলেন যে, প্রভু মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া মৃত্যুকে জয় করিব। সেই নন্দী পবিত্র সাগরতীরে গমন করিয়া একাগ্রচিত্তে মহেশ্বরের ধ্যান করত শ্রদ্ধা-সহকারে নিরন্তর রুদ্রমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। নন্দীশ্বরকৃত রুদ্রমন্ত্র-জপের কোটীসংখ্যা পূর্ণ হইলে, ভক্তবৎসল শঙ্কর জগদম্বা এবং প্রমথাদিগণের সহিত উপস্থিত হইয়া "আমি বর প্রদান করিতে আসিয়াছি" এই কথা বলিলেন। ২১—৩০। নন্দী মহেশ্বর মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, হে ঈশ্বর! পুনর্ব্বার কোটী রুদ্রজপ যাবৎ কাল পরিসমাপ্ত করিতে পারি, তাবৎকাল পরমায়ুরূপ বর প্রদান করুন। "এবমস্ত" বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন, ভগবান্ নন্দীও তদ্গতমনা হইয়া পুনর্ব্বার

দ্বিতীয়ায়াঞ্চ কোট্যাং বৈ পূর্ণায়াঞ্চ বৃষধ্বজঃ।
আগত্য বরদোঽস্মীতি প্রাহ ভূতগণৈর্বৃতঃ। ৩৩
তৃতীয়াং জপ্তুমিচ্ছামি কোটিং ভূয়োঽপি শঙ্কর।
তথাস্বিত্যাহ বিশ্বাত্মা দেব্যা চান্তরধীয়ত। ৩৪
কোটিত্রয়েঽথ সম্পূর্ণে দেবঃ প্রীতমনা ভৃশম্।
আগত্য বরদোঽস্মীতি প্রাহ ভূতগণৈর্বৃতঃ। ৩৫
জপেয়ং কোটিমন্যাং বৈ ভূয়োঽপি তব তেজসা
ইত্যুক্তে ভগবানাহ ন জপ্তব্যং ত্বয়া পুনঃ। ৩৬
অমরো জরয়া ত্যক্তো মম পার্শ্বগতঃ সদা।
মহাগণপতির্দেব্যাঃ পুত্রো ভব মহেশ্বরঃ। ৩৭
যোগীশ্বরো যোগনেত্রো গণানামীশ্বরেশ্বরঃ।
সর্ব্বলোকাধিপঃ শ্রীমান্ সর্ব্বজ্ঞো মদ্বলান্বিতঃ। ৩৮
জ্ঞানং তন্মামকং দিব্যং হস্তামলকবৎ তব।
আভূতসংপ্লবস্থায়ী ততো যাস্যসি তৎপদম্। ৩৯

এতদুক্ত্বা মহাদেবো গণানাহূয় শঙ্করঃ।
অভিষেকেণ যুক্তেন নন্দীশ্বরমযোজয়ৎ। ৪০
উদ্বাহয়ামাস চ তং স্বয়মেব পিনাকধৃক্।
মরুতাঞ্চ শুভাং কন্যাং সুযশেতি চ বিশ্রুতাম্। ৪১
এতজ্জাপ্যেশ্বরং স্থানং দেবদেবস্য শূলিনঃ।
যত্র তত্র মৃতো মর্ত্ত্যো রুদ্রলোকে মহীয়তে। ৪২

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে
নৈমিষারণ্যে জাপ্যেশ্বরমাহাত্ম্যে
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪১।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অন্যচ্চ তীর্থপ্রবরং জাপ্যেশ্বরসমীপতঃ।
নাম্না পঞ্চনদং পুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। ১
ত্রিরাত্রমুষিতস্তত্র পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা রুদ্রলোকে মহীয়তে। ২
অন্যচ্চ তীর্থপ্রবরং শক্রস্যামিততেজসঃ।
মহাভৈরবমিত্যুক্তং মহাপাতকনাশনম্। ৩

কোটী রুদ্রমন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রুদ্রজপের দ্বিতীয় কোটী সংখ্যা পূর্ণ হইলে ভূতগণপরিবৃত বৃষধ্বজ (দেবীর সহিত) আগমনপূর্ব্বক "আমি বর প্রদান করিতেছি" এই কথা বলিলেন। তখন নন্দী বলিলেন, হে শঙ্কর। পুনর্ব্বার তৃতীয় কোটী রুদ্রজপ করিতে ইচ্ছা করি; বিশ্বাত্মাও "তথাস্তু" এই বলিয়া দেবীর সহিত অন্তর্হিত হইলেন। এবম্প্রকারে কোটীত্রয় সম্পূর্ণ হইলে মহাদেব অত্যন্ত প্রীত হইয়া ভূতগণের সহিত আগমনপূর্ব্বক "আমি বর প্রদান করিতেছি" এই কথা বলিলেন। "হে ভগবন্! তোমার প্রভাবে পুনর্ব্বার আর এক কোটী জপ করিব" নন্দী এইরূপ বলিলে, মহাদেব বলিলেন,—তোমার আর জপ করিতে হইবে না। তুমি মরণ ও জরা-রহিত, সমস্ত গণের অধিপতি, মহৈশ্বর্য্য-শালী, যোগীশ্বর, যোগবলে ত্রিকালদর্শী, গণ-পতিগণের প্রভু, সর্ব্বলোকের অধিপতি শ্রীমান্, সর্ব্বজ্ঞ ও মৎসদৃশ বলশালী হইয়া দেবীর পুত্ররূপে সর্ব্বদা আমার সমীপবর্ত্তী থাক, করস্থ আমলকের ন্যায় মদ্বিষয়ক জ্ঞান তোমার হউক। এইরূপে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া তদনন্তর পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। মহাদেব শঙ্কর এইরূপ বলিয়া সমস্ত প্রমথগণকে আহ্বানপূর্ব্বক নন্দীশ্বরের যথোচিত অভিষেক করিলেন। মহেশ্বর স্বয়ং মরুদ্গণের সুযশা-নাম্নী কন্যার সহিত তাঁহার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পা-দন করাইলেন। এই জাপ্যেশ্বর-নামক তীর্থ ত্রিশূলী মহাদেবের স্থান। এই তীর্থের যে-কোনও স্থানে মৃত্যু হইলে মানবের রুদ্রলোক-প্রাপ্তি হয়। ৩১—৪২।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—জাপ্যেশ্বর তীর্থের নিকটে সর্ব্বপাপবিনাশক অতি পবিত্র পঞ্চনদ নামে আর একটী শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে। ঐস্থানে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া মহেশ্বরের পূজা করিলে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে সম্মানিত হয়। অমিততেজা শক্রের মহাভৈরব নামে

তীর্থানাঞ্চ পরং তীর্থং বিতস্তা পরমা নদী ।
সর্ব্বপাপহরা পুণ্যা স্বয়মেব গিরীন্দ্রজা ॥ ৪
তীর্থং পঞ্চতপো নাম শম্ভোরমিততেজসঃ ।
যত্র দেবাধিদেবেন চক্রার্থং পূজিতো ভবঃ ॥ ৫
পিণ্ডদানাদিকং তত্র প্রেত্যানন্দসুখপ্রদম্ ।
মৃতস্তত্রাথ নিয়মাদ্ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৬
কায়াবরোহণং নাম মহাদেবালয়ং শুভম্ ।
যত্র মাহেশ্বরা ধর্ম্মা মুনিভিঃ সম্প্রবর্ত্তিতাঃ ॥ ৭
শ্রাদ্ধং দানং তপো হোম উপবাস সন্তথাক্ষয়ঃ ।
পরিত্যজতি যঃ প্রাণান রুদ্রলোকং স গচ্ছতি
অন্যচ্চ তীর্থপ্রবরং কন্যাতীর্থমনুত্তম
তত্র গত্বা ত্যজন প্রাণাল্লোঁকানাপ্নোতি
শাশ্বতান্ ॥ ৯
জামদগ্ন্যস্য চ শুভং রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ।
তত্র স্নাত্বা তীর্থবরে গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১০

মহাকালমিতি খ্যাতং তীর্থং লোকেষু বিশ্রুতম্
গত্বা প্রাণান্ পরিত্যজ্য গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং তীর্থং নকুলীশ্বরমুত্তমম্ ।
তত্র সন্নিহিতঃ শ্রীমান্ ভগবান্ নকুলীশ্বরঃ ॥১২
হিমবচ্ছিখরে রম্যে গঙ্গাদ্বারে সুশোভনে ।
দেব্যা সহ মহাদেবো নিত্যং শিষ্যৈশ্চ সংবৃতঃ
তত্র স্নাত্বা মহাদেবং পূজয়িত্বা বৃষধ্বজম্ ।
সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যেত মৃতস্তজ্জ্ঞানমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪
অন্যচ্চ দেবদেবস্য স্থানং পুণ্যতমং শুভম্ ।
ভীমেশ্বরমিতি খ্যাতং গত্বা মুঞ্চতি পাতকম্ ॥
তথান্যশ্চণ্ডবেগায়াঃ সম্ভেদঃ পাপনাশনঃ ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥১৬
সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং তীর্থানাং পরমা পুরী ।
নাম্না বারাণসী দিব্যা কোটি[illegible]
[illegible]
তস্যাঃ পুরস্তান্মাহাত্ম্যং ভাষিতং বো ময়া ত্বিহ।

বিখ্যাত মহাপাতকনাশক একটী শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে। গিরীন্দ্রসম্ভূতা পবিত্রা বিতস্তা-নাম্নী শ্রেষ্ঠা নদী, তীর্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট তীর্থ ; উহা সর্ব্বপাপবিনাশিনী। অমিততেজা শম্ভুর পঞ্চতপা নামে তীর্থ আছে ; ঐ স্থানে দেবাধিদেব বিষ্ণু সুদর্শনচক্রের নিমিত্ত মহাদেবের পূজা করিয়াছিলেন। ঐ তীর্থে পিণ্ডদানাদি করিলে পরলোকে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ হয় এবং নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করিলে মনুষ্য ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। মহাদেবের অতিপবিত্র আলয় কায়াবরোহণ নামে আর একটী তীর্থ আছে ; ঐ স্থানে মুনিগণ মাহেশ্বর ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ, দান, তপস্যা, হোম এবং উপবাস করিলে অক্ষয়ফল লাভ হয় এবং যে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে রুদ্রলোকে গমন করে। কন্যাতীর্থ নামে আর একটি শ্রেষ্ঠতীর্থ আছে ; ঐ তীর্থে গমন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে মনুষ্য অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়। অক্লিষ্টকর্ম্মা জামদগ্ন্য রামের একটি পবিত্র তীর্থ আছে ; ঐ শ্রেষ্ঠতীর্থে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। ১—১০। লোকবিশ্রুত মহাকাল নামে বিখ্যাত একটি তীর্থ আছে ; এই তীর্থে গমন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলে গাণপত্যপদ লাভ হয়। অতি গোপনীয় নকুলীশ্বর নামে বিখ্যাত একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে ; ঐ তীর্থে শ্রীমান্ ভগবান্ নকুলীশ্বর সন্নিহিত আছেন। মনোরম হিমালয় পর্ব্বতের শিখর দেশস্থ অতি শোভন গঙ্গাদ্বারে শিষ্যগণে সংবৃত হইয়া মহাদেব দেবীর সহিত সর্ব্বদা সন্নিহিত আছেন। ঐ স্থানে স্নান করিয়া বৃষধ্বজ মহাদেবের পূজা করিলে মনুষ্য সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং মরিলে তদীয় জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। দেবদেব মহেশ্বরের বাসস্থান অতি পবিত্র পুণ্যতম ভীমেশ্বর নামে বিখ্যাত আর একটি রমণীয় তীর্থ আছে ; এই তীর্থে গমন করিলে মানব পাতকবিমুক্ত হয়। চণ্ডবেগা নদীর সঙ্গমস্থল পাপনাশন ; তথায় স্নান ও তদীয় জল পান করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্ত হয়। বারাণসী নাম্নী দিব্যা পুরী সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ। কোটি কোটি অযুত অযুত তীর্থ অপেক্ষাও উহা অধিক ফলপ্রদ (অর্থাৎ বহুসংখ্য বিবিধ তীর্থে যে ফল লাভ

নাত্মত্র লভতে মুক্তিং যোগেনাপ্যেকজন্মনা ॥১৮
এতে প্রাধান্যতঃ প্রোক্তা দেশাঃ পাপহরা নৃণাম্।
গত্বা সংক্ষালয়েৎ পাপং জন্মান্তরশতৈঃ কৃতম্ ॥
যঃ স্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য তীর্থসেবাং করোতি হি
ন তস্য ফলতে তীর্থমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২০
প্রায়শ্চিত্তী চ বিধুরস্তথা যাযাবরো গৃহী।
প্রকুর্য্যাৎ তীর্থসংসেবাং যশ্চান্যস্তাদৃশো জনঃ ॥
সহাগ্নির্বা সপত্নীকো গচ্ছেৎ তীর্থানি যত্নতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যথোক্তাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥
ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য কুর্য্যাদ্বা তীর্থসেবনম্।
বিধায় বৃত্তিং পুত্রাণাং ভার্য্যাং তেষু নিধায় চ ॥
প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গেন তীর্থমাহাত্ম্যমীরিতম্।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৪

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিবিভাগে তীর্থ-
মাহাত্ম্যং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

করা যায়, একমাত্র বারাণসতীর্থেই তদপেক্ষা অধিক ফলপ্রাপ্তি হয়) এই তীর্থকথনপ্রসঙ্গে পূর্ব্বে আমি বারাণসীমাহাত্ম্য তোমাদিগের নিকটে বলিয়াছি, ইহা ভিন্ন অন্য তীর্থে যোগ দ্বারাও একজন্মে মুক্তি লাভ হয় না। মনুষ্যদিগের পাপহারক এই সমস্ত প্রধান দেশ কথিত হইল। ঐ সকল স্থানে গমন করিয়া (তৎকলে) শতজন্মকৃত পাপ প্রক্ষালন করিবে। যে ব্যক্তি স্বকীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তীর্থসেবা করে, ইহলোকে বা পরলোকে তাহার তীর্থফল লাভ হয় না। ১১—২০। প্রায়শ্চিত্তার্হ বিধুর (ক্লিষ্ট) যাযাবর ও গৃহী ইহারা তীর্থসেবা করিবে এবং অন্য ব্যক্তিও ইহাদের মত হইলে তীর্থসেবা করিবে। অগ্নি সহ করিয়া সপত্নীক হইয়া যত্নপূর্ব্বক তীর্থগমন করিবে, তাহা হইলে সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া যথোক্ত গতি প্রাপ্ত হয়। দেব-ঋষি-পিতৃগণরূপ ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া, পুত্রদিগের সম্বন্ধে বৃত্তিবিধান এবং পুত্রগণের প্রতি ভার্য্যার ভার অর্পণ করিয়া, তীর্থসেবা করিবে। প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গে তীর্থমাহাত্ম্য কথিত হইল; যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করে বা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ২১—২৪।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এতদাকর্ণ্য বিজ্ঞানং নারায়ণমুখেরিতম্।
কূর্ম্মরূপধরং দেবং পপ্রচ্ছুর্মুনয়ঃ প্রভুম্ ॥ ১

ঋষয় উচুঃ।

কথিতো ভবতা ধর্ম্মো মোক্ষজ্ঞানং সবিস্তরম্।
লোকানাং সর্গবিস্তারো বংশো মন্বন্তরাণি চ ॥২
ইদানীং দেবদেবেশ প্রলয়ং বক্তুমর্হসি।
ভূতানাং ভূতভব্যেশ যথাপূর্ব্বং ত্বয়োদিতম্ ॥৩

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা তেষাং তদা বাক্যং ভগবান্ কূর্ম্মরূপধৃক্
ব্যাজহার মহাযোগী ভূতানাং প্রতিসঞ্চরম্ ॥ ৪

কূর্ম্ম উবাচ।

নিত্যো নৈমিত্তিকশ্চৈব প্রাকৃতাত্যন্তিকৌ তথা
চতুর্দ্ধায়ং পুরাণেঽস্মিন্ প্রোচ্যতে প্রতিসঞ্চরঃ

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—মুনিগণ নারায়ণ-মুখনিঃসৃত এই বিজ্ঞান (পরমার্থতত্ত্ব-নির্ণায়ক শাস্ত্র) শ্রবণ করিয়া কূর্ম্মরূপধারী দেব প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—চাতুর্ব্বর্ণ্যাদি ধর্ম্ম, মোক্ষবিজ্ঞান, লোকসৃষ্টি বিস্তার ও মন্বন্তর এই সকল বৃত্তান্ত আপনি সবিস্তারে বলিয়াছেন। কিন্তু হে ভূতভব্যেশ! আপনি ভূতগণের যাদৃশ সৃষ্টিক্রম বলিয়াছেন, হে দেবদেবেশ! সম্প্রতি তদনুসারে তাহাদিগের প্রলয় বলুন। সূত বলিলেন,—কূর্ম্মরূপধারী মহাযোগী ভগবান্ সেই মুনিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সংহৃতের প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলেন। কূর্ম্ম বলিলেন,—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক এই চারি প্রকার প্রলয় পুরাণ-শাস্ত্রে

যোহয়ং সংদৃশ্যতে নিত্যং লোকে ভূতক্ষয়স্ত্বিহ।
নিত্যং সঙ্কীর্ত্ত্যতে নাম্না মুনিভিঃ প্রতিসঞ্চরঃ ॥৬
ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো নাম কল্পান্তে যো ভবিষ্যতি
ত্রৈলোক্যস্যাস্য কথিতঃ প্রতিসর্গো মনীষিভিঃ ॥৭
মহদাদ্যং বিশেষান্তং যদা সংযাতি সংক্ষয়ম্।
প্রাকৃতঃ প্রতিসর্গোঽয়ং প্রোচ্যতে কালচিন্তকৈঃ
জ্ঞানাদাত্যন্তিকঃ প্রোক্তো যোগিনঃ পরমাত্মনি
প্রলয়ঃ প্রতিসর্গোঽয়ং কালচিন্তাপরৈর্দ্বিজৈঃ ॥৯
আত্যন্তিকস্তু কথিতঃ প্রলয়ো জ্ঞানসাধনঃ।
নৈমিত্তিকমিদানীং বঃ কথয়িষ্যে সমাসতঃ ॥১০
চতুর্যুগসহস্রান্তে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
স্বাত্মসংস্থাঃ প্রজাঃ কর্ত্তুং প্রতিপেদে প্রজাপতিঃ
ততো ভবত্যনাবৃষ্টিস্তীব্রা সা শতবার্ষিকী।
ভূতক্ষয়করী ঘোরা সর্ব্বভূতক্ষয়ঙ্করী ॥ ১২
ততো যান্যল্পসারাণি সত্ত্বানি পৃথিবীতলে।
তানি চাগ্রে প্রলীয়ন্তে ভূমিত্বমুপযান্তি চ ॥ ১৩

সপ্তরশ্মিরথো ভূত্বা সমুত্তিষ্ঠন্ দিবাকরঃ।
অসহ্যরশ্মির্ভবতি পিবন্নম্ভো গভস্তিভিঃ ॥ ১৪
তস্য তে রশ্ময়ঃ সপ্ত পিবন্ত্যম্বু মহার্ণবে।
তেনাহারেণ তে দীপ্তাঃ সূর্য্যাঃ সপ্ত ভবন্তি হি ॥
ততস্তে রশ্ময়ঃ সপ্ত শোষয়িত্বা চতুর্দ্দিশম্।
চতুর্লোকমিদং সর্ব্বং দহন্তি শিখিনো যথা ॥১৬
ব্যাপ্নুবন্তশ্চ তে দীপ্তা ঊর্দ্ধঞ্চাধঃ স্বরশ্মিভিঃ।
দীপ্যন্তে ভাস্করাঃ সপ্ত যুগান্তাগ্নিপ্রদীপিতাঃ ॥
তে সূর্য্যা বারিণা দীপ্তা বহুসাহস্ররশ্ময়ঃ।
খং সমাবৃত্য তিষ্ঠন্তি প্রদহন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ১৮
ততস্তেষাং প্রতাপেন দহ্যমানা বসুন্ধরা।
সাদ্রিনদ্যর্ণবদ্বীপা নিঃস্নেহা সম্প্রপদ্যতে ॥ ১৯
মরীচিভিঃ প্রদীপ্তাভিঃ সন্তপ্তাভিঃ সমন্ততঃ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ লগ্নাভিস্তির্য্যক্ চৈব সমাবৃতম্ ॥ ২০

বলিয়া থাকে। এই জগতে প্রতিদিন সুষুপ্তিকালে যে এই সমস্ত ভূতের লয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে মুনিগণ নিত্যপ্রলয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কল্পান্তে ব্রহ্মার নিদ্রাগমননিমিত্তক ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয়ের যে প্রলয় হইয়া থাকে, তাহাকে মনীষিগণ নৈমিত্তিক প্রলয় বলিয়া থাকেন। মহদহঙ্কারাদি স্থূলভূত পর্য্যন্তের যে প্রলয় হয়, কালজ্ঞানী পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রাকৃত প্রলয় বলেন। তত্ত্বজ্ঞান-হেতুক যোগীদিগের যে পরমাত্মাতে লয় হয়, কালচিন্তাপরায়ণ দ্বিজগণ বলিয়াছেন, তাঁহার নাম আত্যন্তিক প্রলয়। আত্যন্তিক প্রলয় আত্মজ্ঞানজন্য, ইহা বলা হইয়াছে। অধুনা তোমাদিগের নিকট নৈমিত্তিক প্রলয় সংক্ষেপে বলিব। ১—১০। চতুর্যুগ-সহস্রের পর প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমস্ত প্রজাকে আত্মগত করিবার নিমিত্ত প্রজাপতি অভিলাষ করেন। তদনন্তর শতবর্ষব্যাপিনী সর্ব্বভূতক্ষয়করী ও সর্ব্বভূতভয়ঙ্করী ঘোর প্রবল অনাবৃষ্টি হয়। তদনন্তর পৃথিবীমধ্যে যে সকল প্রাণী দুর্ব্বল, তাহারাই প্রথমতঃ প্রলয় হইয়া থাকে ও তাহারা মৃত্তিকাত্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সপ্তরশ্মি প্রকাশ করত দিবাকর উদ্গত হইয়া থাকেন। তিনি ঐ সকল রশ্মিদ্বারা জলকে পান (বাষ্পাকারে পরিণত করত আকর্ষণ) করেন, তৎকালে তাঁহার রশ্মি কেহই সহ্য করিতে পারে না। এইরূপে সূর্য্যের সপ্ত-রশ্মি মহার্ণবে জলপান করিয়া থাকে। ঐ জলপান দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া সপ্তরশ্মি সপ্তসূর্য্যাকারে পরিণত হয়। তদনন্তর ঐ সপ্তরশ্মি চতুর্দ্দিকস্থ জল শোষণ করিয়া বহ্নির ন্যায়, লোকচতুষ্টয়কে (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ও মহর্লোক) দগ্ধ করিতে থাকে। সেই সপ্ত ভাস্কর স্ব স্ব রশ্মিদ্বারা ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে ব্যাপ্ত এবং প্রলয়কালীন অগ্নির সহিত মিশ্রিত হইয়া অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। সেই সপ্ত সূর্য্য বারিশোষণ বশতঃ প্রদীপ্ত ও বহুসহস্ররশ্মিযুক্ত হইয়া আকাশমণ্ডল আবরণপূর্ব্বক পৃথিবীকে দহন করিতে থাকে। তদনন্তর পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র ও দ্বীপের সহিত বর্ত্তমানা বসুন্ধরা সেই সকল সূর্য্যের প্রতাপে দহ্যমান হইয়া নীরস হইয়া যায়। সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ঐ প্রদীপ্ত সূর্য্যরশ্মিসমূহ ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্ব—সমস্তই আবৃত করিয়া ফেলে। ১১—২০।

সূর্য্যাগ্নিনা প্রমৃষ্টানাং সংসৃষ্টানাং পরস্পরম্।
একত্বমুপযাতান মেকজ্বালং ভবত্যুত ॥ ২১
সর্ব্বলোকপ্রণাশশ্চ সোঽগ্নির্ভূত্বা তু মণ্ডলী।
চতুর্লোকমিদং সর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু তেজসা ॥ ২২
ততঃ প্রলীনে সর্ব্বস্মিন জঙ্গমে স্থাবরে তথা।
নির্বৃক্ষা নিস্তৃণা ভূমিঃ কূর্ম্মপৃষ্ঠা প্রকাশতে ॥ ২৩
অম্বরীষমিবাভাতি সর্ব্বমাপূরিতং জগৎ।
সর্ব্বমেতৎ তদর্চ্চির্ভিঃ পূর্ণং জাজ্বল্যতে পুনঃ ॥
পাতালে যানি সত্ত্বানি মহোদধিগতানি চ।
ততস্তানি প্রলীয়ন্তে ভূমিত্বমুপযান্তি চ ॥ ২৫
দ্বীপাংশ্চ পর্ব্বতাংশ্চৈব বর্ষাণ্যথ মহোদধীন্।
তান সর্ব্বান ভস্মসাচ্চক্রে সপ্তাত্মা পাবকঃ প্রভুঃ
সমুদ্রেভ্যো নদীভ্যশ্চ পাতালেভ্যশ্চ সর্ব্বশঃ।
পিবন্নপঃ সমিদ্ধোঽগ্নিঃ পৃথিবীমাশ্রিতোজ্জ্বলেৎ
ততঃ সংবর্ত্তকঃ শৈলানতিক্রম্য মহাংস্তথা।
লোকান দহতি দীপ্তাত্মা রুদ্রতেজোবিজৃম্ভিতঃ॥
স দগ্ধ্বা পৃথিবীং দেবো রসাতলমশোষয়ৎ।
অধস্তাৎ পৃথিবীং দগ্ধ্বা দিবমূর্দ্ধং দহিষ্যতি ॥২৯
যোজনানাং শতানীহ সহস্রাণ্যযুতানি চ।
উত্তিষ্ঠন্তি শিখাস্তস্য বহ্নেঃ সংবর্ত্তকস্য তু ॥ ৩০
গন্ধর্ব্বাংশ্চ পিশাচাংশ্চ সযক্ষোরগরাক্ষসান্
তদা দহত্যসৌ দীপ্তঃ কালরুদ্রপ্রণোদিতঃ ॥৩১
ভূর্লোকঞ্চ ভুবর্লোকং স্বর্লোকঞ্চ তথা মহঃ।
দহেদশেষং কালাগ্নিঃ কালাবিষ্টতনুঃ স্বয়ম্ ॥৩২
ব্যাপ্তেম্বেতেষু লোকেষু তির্য্যগূর্দ্ধমথাগ্নিনা।
তৎ তেজঃ সমনুপ্রাপ্য কৃৎস্নং জগদিদং শনৈঃ।
অয়োগুড়নিভং সর্ব্বং তদা চৈকং প্রকাশতে ॥
ততো গজকুলোন্নাদাস্তড়িদ্ভিঃ সমলঙ্কৃতাঃ।
উত্তিষ্ঠন্তি তদা ব্যোম্নি ঘোরাঃ সংবর্ত্তকা ঘনাঃ
কেচিন্নীলোৎপলশ্যামাঃ কেচিৎ কুমুদসন্নিভাঃ।

সূর্য্যানল-প্রদষ্ট ও পরস্পর সংসৃষ্ট পদার্থ সকল তখন একত্ব প্রাপ্ত হইয়া একজ্বালাবিশিষ্ট হয়। অনন্তর উহা সর্ব্বলোকনাশক মণ্ডলাকার অগ্নি-রূপে পরিণত হইয়া তেজ দ্বারা এই সমস্ত চতুর্লোক শীঘ্র দহন করিতে থাকে। তার পর সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম প্রনষ্ট হইলে বৃক্ষ ও তৃণশূন্য হইয়া পৃথিবী, কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকে। নিখিল জগৎ কিরণ-মালায় আপূরিত হইয়া অম্বরীষের (ভর্জ্জন খোলার) ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকে। পরে সমস্ত জগৎই সেই কিরণপরিপূর্ণ হইয়া জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। পাতালে ও মহো-দধিতে অবস্থিত প্রাণী সকলও তখন ঐ সৌর-বহ্নিতে প্রলীন হইয়া ভূমিত্ব প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সেই সমস্ত দ্বীপ, পর্ব্বত, বর্ষ (ভারতাদি) ও মহোদধিসমূহকে সপ্তসূর্য্যরূপ প্রদীপ্ত বহ্নি ভস্মসাৎ করে। সমুদ্রসমূহ, নদীসকল ও পাতালসমুদয় হইতে সমস্ত জল পান করত প্রদীপ্ত হইয়া সেই অগ্নি পৃথিবীকে আশ্রয়পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। তদনন্তর ঐ সংবর্ত্তকনামা পর্ব্বতোপম মহাবহ্নি রুদ্রতেজে প্রদীপ্ত হইয়া সর্ব্বলোক দাহ করে। সেই প্রলয়াগ্নি পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া রসাতল প্রজ্বলিত করে। তারপর পৃথিবীর অধোভাগ দগ্ধ করিয়া উর্দ্ধভাগে আকাশমণ্ডলকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ঐ সংবর্ত্তকনামা মহাবহ্নির শিখা শত সহস্র ও অযুত যোজন উত্থিত হয়। ২১—৩০। ভগবান কালাগ্নিরুদ্র-প্রণোদিত ঐ প্রদীপ্ত বহ্নি উর্দ্ধভাগে গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিতে থাকে। কালাগ্নি স্বয়ং কালাবিষ্টতনু হইয়া ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক ও মহর্লোক এই চারি লোককে নিঃশেষে দগ্ধ করিতে থাকে। ঐ অগ্নিদ্বারা এই লোকচতুষ্টয় সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত হইলে, ঐ তেজ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত জগৎ তখন, উত্তপ্ত লৌহগোলকের ন্যায়, একত্র মিলিতরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। তার পর ঘোরতর সংবর্ত্তক মেঘ সকল তৎ-কালে বিদ্যুৎপুঞ্জ-সমলঙ্কৃত হইয়া মহা মাতঙ্গ-গণের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে আকাশে আবির্ভূত হয়। ঐ মেঘসমূহের মধ্যে কতক-গুলি মেঘ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কতকগুলি কুমুদের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কতকগুলি

ধূম্রবর্ণাস্তথা কেচিৎ কেচিৎ পীতাঃ পয়োধরাঃ।
কেচিদ্রাসভবর্ণাস্ত লাক্ষারসনিভাঃ পরে।
শঙ্খকুন্দনিভাশ্চান্যে জাত্যঞ্জননিভাস্তথা। ৩৬
মনঃশিলাভাস্ত্বন্যে চ কপোতসদৃশাঃ পরে।
কেচিদ্রুদ্রাক্ষবর্ণাভাস্তথান্যে ক্ষীরসন্নিভাঃ॥ ৩৭
তথা কর্ব্বুরবর্ণাশ্চ ভিন্নাঞ্জননিভাস্তথা।
ইন্দ্রগোপনিভাঃ কেচিদ্ধরিতালনিভাস্তথা।
ইন্দ্রচাপনিভাঃ কেচিত্তিষ্ঠন্তি ঘনা দিবি॥ ৩৮
কেচিৎ পর্ব্বতসঙ্কাশাঃ কেচিদ্গজকুলোপমাঃ।
কূটাগারনিভাশ্চান্যে কেচিন্মীনকুলোদ্বহাঃ ৩৯

বহুরূপা ঘোররূপা ঘোরস্বরনিনাদিনঃ।
তদা জলধরাঃ সর্ব্বে পূরয়ন্তি নভস্তলম্॥ ৪০
ততস্তে জলদা ঘোরা রাবিণো ভাস্করাত্মজাঃ।
সপ্তধাসংবৃতাত্মানং তমগ্নিঃ শময়ন্ত্যত॥ ৪১
ততস্তে জলদা বর্ষং মুঞ্চন্তীহ মহারবম্।
সুঘোরমশিবং সর্ব্বং নাশয়ন্তি চ পাবকম্॥ ৪২
প্রবৃদ্ধৈস্তৈস্তদাত্যর্থমম্ভসা পূর্য্যতে জগৎ
অদ্ভিস্তেজোঽভিভূতাত্মা তদাগ্নিঃ প্রবিশত্যপঃ
নষ্টে চাগ্নৌ বর্ষশতৈঃ পয়োদাঃ ক্ষয়সম্ভবাঃ।
প্লাবয়ন্তো জগৎ সর্ব্বং মহাজলপরিস্রবৈঃ॥ ৪৪
ধারাভিঃ পূরয়ন্তীদং নোদ্যমানাঃ স্বয়ম্ভুবা।
অত্যন্তসলিলৌঘাস্ত বেলা ইব মহোদধেঃ।
সাদ্রিদ্বীপা তথা পৃথ্বী জলৈঃ সংছাদ্যতে ঘনৈঃ
আদিত্যরশ্মিভিঃ পীতং জলমভ্রেষু তিষ্ঠতি।
পুনঃ পতন্তি তদ্ভূমৌ পূর্য্যন্তে তেন চার্ণবাঃ॥৪৬
ততঃ সমুদ্রাঃ স্বাং বেলামতিক্রান্তাস্ত কৃৎস্নশঃ
পর্ব্বতাশ্চ বিলীয়ন্তে মহী চাপ্সু নিমজ্জতি॥৪৭
তস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
যোগনিদ্রাং সমাস্থায় শেতে দেবো জগৎপতিঃ

ধূম্রবর্ণ, কতকগুলি পীতবর্ণ, কতকগুলি গর্দ্দভের সমানবর্ণ, কতকগুলি লাক্ষারসের ন্যায় লোহিতবর্ণ, কতকগুলি শঙ্খ ও কুন্দের সমান অতিশয় শুভ্র ও কতকগুলি অঞ্জনপুঞ্জসদৃশ গাঢ় নীলবর্ণ। কতকগুলি মেঘ মনঃশিলাসদৃশবর্ণ, কতকগুলি কপোত-সদৃশ-বর্ণ, কতকগুলি রুদ্রাক্ষবর্ণ, আবার কতকগুলি দুগ্ধসদৃশ বর্ণ, কতকগুলি কর্ব্বুরবর্ণ, কতকগুলি ভিন্নাঞ্জন-সদৃশবর্ণ, কতকগুলি ইন্দ্রগোপ-নামক কীটের সমানবর্ণ, কতকগুলি হরিতাল-নিভবর্ণ, কতকগুলি শক্রধনুর সদৃশ নানাবর্ণ। আকাশমণ্ডলে এবম্প্রকার নানারূপ মেঘের আবির্ভাব হয়। ঐ মেঘ সকলের কতকগুলি দেখিতে পর্ব্বতের ন্যায়, কতকগুলি গজসমূহের ন্যায়, কতকগুলি কূটাগারের (প্রাসাদের সর্ব্বোপরিস্থ গৃহের) ন্যায়, ও কতকগুলি মৎস্যসমূহের ন্যায় আকারবিশিষ্ট। বহুরূপ ও ঘোররূপ সেই জলধরগণ ঘোর স্বনে নিনাদ করত তৎকালে নভোমণ্ডল পূরিত করিতে থাকে। তদনন্তর ভাস্কর-সম্ভূত গর্জ্জনশালী সেই ঘোর জলধরগণ সপ্তধা-বৃত সেই অগ্নিকে উপশান্ত করে; মেঘগণ মহাশব্দে বারিবর্ষণ করত ঘোরতর অনিষ্টকর পাবক সকলের শান্তি বিধান করে। ৩১—৪২। প্রবৃদ্ধ সেই মেঘগণ জল দ্বারা জগৎকে অত্যন্ত পূরিত করিলে, জল দ্বারা বিনষ্টতেজা অগ্নি তৎকালে জলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অতিবর্ষণ দ্বারা অগ্নি বিনষ্ট হইলে স্বয়ম্ভুপ্রেরিত সেই প্রলয়কালীন মেঘগণ বারিধারা দ্বারা জগৎ এরূপ পূরণ করে যে, প্রবৃদ্ধ জলরাশি দ্বারা সমুদ্রের বেলাভূমি যাদৃশ প্লাবিত হয়, তদ্রূপ ঐ মহার্ণবে সমস্ত জগৎ প্লাবিত হইয়া যায়। তদনন্তর পর্ব্বত ও দ্বীপগণ-সহিত পৃথিবী মেঘসমূহ ও জলরাশি দ্বারা সর্ব্বত্র আচ্ছাদিত হইয়া যায়। প্রথমতঃ আদিত্যরশ্মিসমূহ দ্বারা শোষিত হইয়া জল, জলধরমণ্ডল-মধ্যে থাকে, পুনর্ব্বার ঐ জল ভূমিতে পতিত হয়; তদ্দ্বারাই তৎকালে অর্ণবগুলি পুনর্ব্বার পূরিত হয়। তদনন্তর সমুদ্রগণ স্বকীয় বেলাভূমি সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে থাকে; তাহাতেই ক্রমে পর্ব্বত ও সমস্ত পৃথিবী জলময় হয়। স্থাবর-জঙ্গম বিনষ্ট হইলে ভগবান্ জগৎ-পতি (স্বীয় সুখ-নিদ্রাসক্ত হয়ু আত্ম) জলজাল বিনষ্ট করিয়া ও পরে ঐ বায়ু আর

চতুর্যুগসহস্রান্তং কল্পমাহুর্মনীষিণঃ।
বারাহো বর্ত্ততে কল্পো যস্য বিস্তর ঈরিতঃ॥ ৪৯
অসংখ্যাতাস্তথা কল্পা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকাঃ।
কথিতা হি পুরাণেষু মুনিভিঃ কালচিন্তকৈঃ॥ ৫০
সাত্ত্বিকেষথ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
তামসেষু হরস্যোক্তং রাজসেষু প্রজাপতেঃ॥৫১
যোহয়ং প্রবর্ত্ততে কল্পো বারাহঃ সাত্ত্বিকো মতঃ
অন্যে চ সাত্ত্বিকাঃ কল্পা মম তেষু পরিগ্রহঃ॥ ৫২
ধ্যানং তপস্তথা জ্ঞানং লব্ধ্বা তেষ্বেব যোগিনঃ
আরাধ্য গিরিশং মাঞ্চ যান্তি তৎ পরমং পদম্
সোহহং তত্ত্বং সমাস্থায় মায়ী মায়াময়ঃ স্বয়ম্।
একার্ণবে জগত্যস্মিন যোগনিদ্রাং ব্রজামি তু॥
মাং পশ্যন্তি মহাত্মানঃ সপ্ত কালে মহর্ষয়ঃ।
জনলোকে বর্ত্তমানাস্তাপসা যোগচক্ষুষা॥ ৫৫
অহং পুরাণঃ পুরুষো ভূর্ভুবঃপ্রভবো বিভুঃ।
সহস্রচরণঃ শ্রীমান্ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ॥ ৫৬
মন্ত্রোহগ্নির্দক্ষিণা গাবঃ কুশাশ্চ সমিধো হ্যহম্।
প্রোক্ষণী চ স্রুবশ্চৈব সোমো ঘৃতমথাপ্যহম্॥ ৫৭
সংবর্ত্তকো মহানাত্মা পবিত্রং পরমং যশঃ।
বেদো বেদ্যং প্রভুর্গোপ্তা গোপতির্ব্রাহ্মণো মুখম্॥ ৫৮
অনন্তস্তারকো যোগী গতির্গতিমতাং বরঃ।
হংসঃ প্রাণোহথ কপিলো বিশ্বমূর্ত্তিঃ সনাতনঃ।
ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রকৃতিঃ কালো জগদ্বীজমথামৃতম্।
মাতা পিতা মহাদেবো মত্তো হ্যন্যন্ন বিদ্যতে॥
আদিত্যবর্ণো ভুবনস্য গোপ্তা
নারায়ণঃ পুরুষো যোগমূর্ত্তিঃ
মাং পশ্যন্তি যতয়ো যোগনিষ্ঠা
জ্ঞাত্বাত্মানং মম তত্ত্বং ব্রজন্তি॥ ৬১

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে
ভূতপ্রলয়বর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশো-
ঽধ্যায়ঃ॥ ৪৩॥

আবার পান করিয়া) যোগনিদ্রা আশ্রয়পূর্ব্বক এই ঘোরতর অর্ণবে শয়ন করিয়া থাকেন। চতুর্যুগ-সহস্রপরিমিত কালকে পণ্ডিতগণ কল্প বলিয়াছেন। সম্প্রতি বারাহকল্প বর্ত্তমান—যাহার বিস্তার আমি বলিলাম। কালবিদ্ মুনিগণ পুরাণে বলিয়াছেন যে, কল্প অসংখ্যাত এবং সে সকলই ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক। ৪৬—৫০। সাত্ত্বিক কল্পে বিষ্ণু-মাহাত্ম্য অধিক, তামস কল্পে অধিকাংশ শিব-মাহাত্ম্য ও রাজসকল্পে ব্রহ্মমাহাত্ম্য অধিক। এই যে বারাহ কল্প বর্ত্তমান আছে, এটী সাত্ত্বিক কল্প। আরও কতকগুলি সাত্ত্বিক কল্প আছে, সেই সকল কল্পও আমার পরিগৃহীত অর্থাৎ বিষ্ণুমাহাত্ম্য-প্রধান। সেই সকল কল্পে যোগিগণ ধ্যান, তপস্যা ও জ্ঞান লাভ করিয়া শিবের ও আমার (বিষ্ণুর) আরাধনাপূর্ব্বক পরম পদ প্রাপ্ত হন। এই জগৎ একার্ণব হইলে একমাত্র আমি মায়াময় তত্ত্ব অবলম্বন-পূর্ব্বক যোগনিদ্রা প্রাপ্ত হই। ঐ নিদ্রাকালে মহাত্মা সপ্ত মহর্ষি জনলোকে বর্ত্তমান থাকিয়া তপোবলে যোগচক্ষু দ্বারা আমাকে দর্শন করিয়া থাকেন। আমি পুরাণ-পুরুষ; ভূর্ভুবঃপ্রভব, সর্ব্বব্যাপী, শ্রীমান্, সহস্র-চরণ, সহস্রাক্ষ ও সহস্রকিরণ। আমি মন্ত্র, অগ্নি, দক্ষিণা, গোগণ, কুশ, সমিধ্, প্রোক্ষণী, স্রুব, সোম ও ঘৃতস্বরূপ। আমিই সংবর্ত্তক, মহান্ আত্মা, পবিত্র, পরম যশ, বেদ, বেদ্য, প্রভু, রক্ষিতা, গোপতি, ব্রাহ্মণ ও আদ্য। আমি অনন্ত, তারক এবং যোগীও আমি; আমি গতি এবং গতিমান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠও আমি; আমি হংস, প্রাণ, কপিল, বিশ্বমূর্ত্তি সনাতন। ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি, কাল, জগদ্বীজ, মোক্ষ, মাতা, পিতা ও মহাদেব—সমস্তই আমি; আমা ভিন্ন কিছুই নাই। আমি আদিত্যবর্ণ, ভুবনের রক্ষিতা ও যোগ-মূর্ত্তি, পুরুষ নারায়ণ; যতিগণ যোগনিষ্ঠ হইলে তবে আমাকে দেখিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞান জন্মিলেই তাঁহারা আমার এইরূপ তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ৫১—৬১।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

কূর্ম্ম উবাচ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি প্রতিসর্গমনুত্তমম্।
প্রাকৃতং তৎ সমাসেন শৃণুধ্বং গদতো মম ॥১
গতে পরার্দ্ধদ্বিতয়ে কালে লোকপ্রকালনঃ।
কালাগ্নির্ভস্মসাৎ কর্ত্তুং চরতে চাখিলং জগৎ ॥২
স্বাত্মন্যাত্মানমাবেশ্য ভূত্বা দেবো মহেশ্বরঃ।
দহেদশেষং ব্রহ্মাণ্ডং সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ৩
তমাবিশ্য মহাদেবো ভগবান্ নীললোহিতঃ।
করোতি লোকসংহারং ভীষণং রূপমাশ্রিতঃ ॥৪
প্রবিশ্য মণ্ডলং সৌরং কৃত্বাসৌ বহুধা পুনঃ।
নির্দ্দহত্যখিলং লোকং সপ্তসপ্তিস্বরূপধৃক্ ॥ ৫
স দগ্ধ্বা সকলং বিশ্বমস্ত্রং ব্রহ্মশিরো মহৎ।
দেবতানাং শরীরেষু ক্ষিপত্যখিলদাহকম্ ॥৬
দগ্ধেষ্বশেষদেবেষু দেবী গিরিবরাত্মজা।
একা সা সাক্ষিণী শম্ভোস্তিষ্ঠতে বৈদিকী শ্রুতিঃ

শিরঃকপালৈর্দেবানাং কৃতস্রগ্বরভূষণঃ।
আদিত্য-চন্দ্রাদিগণৈঃ পূরয়ন্ ব্যোমমণ্ডলম্ ॥ ৮
সহস্রনয়নো দেবঃ সহস্রাকৃতিরীশ্বরঃ।
সহস্রহস্তচরণঃ সহস্রার্চ্চির্মহাভুজঃ ॥ ৯
দংষ্ট্রাকরালবদনঃ প্রদীপ্তানললোচনঃ।
ত্রিশূলীকৃত্তিবসনো যোগমৈশ্বরমাস্থিতঃ ॥ ১০
পীত্বা তৎপরমানন্দং প্রভূতমমৃতং স্বয়ম্।
করোতি তাণ্ডবং দেবীমালোক্য পরমেশ্বরঃ ॥১১
পীত্বা নৃত্যামৃতং দেবী ভর্ত্তুঃ পরমমঙ্গলম্।
যোগমাস্থায় দেবস্য দেহমায়াতি শূলিনঃ ॥ ১২
সন্ত্যক্ত্বা তাণ্ডবরসং স্বেচ্ছয়ৈব পিনাকধৃক্।
যাতি স্বভাবং ভগবান্ দগ্ধ্বা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলম্ ॥১৩
সংস্থিতেষ্বথ দেবেষু ব্রহ্ম বিষ্ণু-পিনাকিষু।
গুণৈরশেষৈঃ পৃথিবী বিলয়ং যাতি বারিষু ॥১৪
স বারিতত্ত্বং সগুণং গ্রসতে হব্যবাহনঃ।
তেজঃ স্বগুণসংযুক্তং বায়ৌ সংযাতি সংক্ষয়ম্ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

কূর্ম্ম বলিলেন,—অতঃপর প্রাকৃত প্রলয় সংক্ষেপে বলিব, আমার নিকট শ্রবণ কর। ব্রহ্মার পরমায়ুর পূর্ব্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধ গত হইলে অর্থাৎ শত বর্ষ কাল সমাপ্ত হইলে, সর্ব্বলোকের লয়কারক কালাগ্নি সমস্ত জগৎ ভস্মসাৎ করিতে প্রবৃত্ত হয়। মহেশ্বর ক্রীড়াপরবশ হইয়া আপনার আত্মাতে সমস্ত আত্মাকে (জীবাত্মাকে) প্রবেশিত করিয়া দেব, অসুর ও মানুষ-সহিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দহন করেন। ভগবান নীললোহিত মহাদেব সেই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ভয়ানক রূপ আশ্রয় করত লোক সংহার করিয়া থাকেন। অনন্তর ভগবান্ সৌরমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বহুপ্রকার করত সূর্য্যরূপ ধারণপূর্ব্বক সমস্ত লোক দগ্ধ করেন। ভগবান্ সমস্ত বিশ্ব দগ্ধ করিয়া দেবতাদিগের শরীরে সমস্ত দাহক ব্রহ্মশির নামে মহৎ অস্ত্র ক্ষেপণ করেন। তাহাতে সমস্ত দেবগণ দগ্ধ হইলে, কেবল পার্ব্বতী দেবী সাক্ষিরূপে শম্ভুর সমীপে বর্ত্তমান থাকেন, এইরূপ শ্রুতি আছে। ইহা বেদবিদগণ বলেন। দেবতাদিগের শিরোস্থি দ্বারা নির্ম্মিত মাল্য-ভূষণধারী দেব মহেশ্বর, আদিত্য, চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দ্বারা আকাশমণ্ডল পূর্ণ করত সহস্রনয়ন, সহস্রাকৃতি, সহস্রহস্ত, সহস্রচরণ, সহস্রকিরণ, মহাভুজ, দংষ্ট্রাকরাল-বদন, প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় লোচনশালী, ত্রিশূলধারী ও ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধায়ী হইয়া ঐশ্বরযোগাবলম্বনপূর্ব্বক যোগজ-পরমানন্দপ্রসূত অমৃত পান করিয়া দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক স্বয়ং নৃত্য করিতে থাকেন। ১—১১। দেবী, ভর্ত্তার পরমমঙ্গল নৃত্যামৃত পান করিয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক দেব ত্রিশূলীর দেহে প্রবেশ করেন। ভগবান্ পিনাকধৃক্ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের দাহাবসানে স্বেচ্ছায় নৃত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বভাব প্রাপ্ত হন। এইরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, পিনাকী প্রভৃতি বিনষ্ট হইলে পৃথিবী সমস্ত গুণের সহিত জলে বিলয় প্রাপ্ত হয়, জল স্বীয় গুণের সহিত অগ্নিতে লয়প্রাপ্ত হয়,

আকাশে সগুণো বায়ুঃ প্রলয়ং যাতি বিশ্বভৃৎ।
ভূতাদৌ চ তথাকাশং লীয়তে গুণসংযুতম্ ॥ ১৬
ইন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি তৈজসে যান্তি সংক্ষয়ম্।
বৈকারিকে দেবগণাঃ প্রলয়ং যান্তি সত্তমাঃ ॥১৭
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চেতি সত্তমাঃ।
ত্রিবিধোঽয়মহঙ্কারো মহতি প্রলয়ং ব্রজেৎ ॥১৮
মহান্তমেভিঃ সহিতং ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।
অব্যক্তং জগতো যোনিঃ সংহরেদেকমব্যয়ম্॥১৯
এবং সংহৃত্য ভূতানি তত্ত্বানি চ মহেশ্বরঃ।
বিয়োজয়তি চান্যোন্যং প্রধানং পুরুষং পরম্॥২০
প্রধানপুংসোরজয়োরেষ সংহার ঈরিতঃ।
মহেশ্বরেচ্ছাজনিতো ন স্বয়ং বিদ্যতে লয়ঃ ॥২১
গুণসাম্যং তদব্যক্তং প্রকৃতিঃ পরিগীয়তে।
প্রধানং জগতো যোনির্মায়াতত্ত্বমচেতনম্ ॥ ২২
কূটস্থশ্চিন্ময়ো হ্যাত্মা কেবলঃ পঞ্চবিংশকঃ।
গীয়তে মুনিভিঃ সাক্ষী মহানেষ পিতামহঃ ॥২৩
এবং সংহারশক্তিশ্চ শক্তির্মাহেশ্বরী ধ্রুবা।
প্রধানাদ্যং বিশেষান্তং দহেদ্রুদ্র ইতি শ্রুতিঃ ॥
যোগিনামথ সর্ব্বেষাং জ্ঞানবিন্যস্তচেতসাম্।
আত্যন্তিকঞ্চৈব লয়ং বিদধাতীহ শঙ্করঃ ॥২৫
ইত্যেষ ভগবান্ রুদ্রঃ সংহারং কুরুতে বশী।
স্থাপিকা মোহিনী শক্তির্নারায়ণ ইতি শ্রুতিঃ ॥
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ জগৎ সদসদাত্মকম্।
সৃজেদশেষং প্রকৃতেস্তন্ময়ঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ২৭
সর্ব্বজ্ঞাঃ সর্ব্বগাঃ শান্তাঃ স্বাত্মন্যেব ব্যবস্থিতাঃ।
শক্তয়ো ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশা ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদাঃ॥২৮
সর্ব্বেশ্বরাঃ সর্ব্ববন্দ্যাঃ শাশ্বতানন্তভোগিনঃ।
একমেবাক্ষরং তত্ত্বং পুম্প্রধানেশ্বরাত্মকম্ ॥২৯
অন্যাশ্চ শক্তয়ো দিব্যাস্তত্র সন্তি সহস্রশঃ।
ইজ্যন্তে বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ শক্রাদিত্যাদয়োঽমরাঃ॥

অগ্নি স্বীয় গুণের সহিত বায়ুতে লয়প্রাপ্ত হয়, বিশ্বভর্ত্তা বায়ু স্বকীয় গুণের সহিত আকাশে লয়প্রাপ্ত হয় এবং আকাশ স্বীয় গুণের সহিত ভূতাদিতে (তামস অহঙ্কারে) লয় প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয় সকল তৈজস (রাজস) অহঙ্কারে লয় প্রাপ্ত হয় এবং হে সত্তমগণ! ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণ বৈকারিক অহঙ্কারে লয়প্রাপ্ত হয়। হে সত্তমগণ! বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি এই ত্রিবিধ অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লয়প্রাপ্ত হয়। ত্রিবিধ অহঙ্কারের সহিত মিশ্রিত অমিতৌজা সর্ব্বব্যাপী মহত্তত্ত্বকে জগদ্‌যোনি, অদ্বিতীয় অব্যয়, অব্যক্ত (প্রকৃতি) সংহার করেন। পরমেশ্বর পঞ্চভূত ও ভূতাদি তত্ত্ব সকলের সংহার করিয়া প্রকৃতি-পুরুষকে পরস্পর বিযুক্ত করেন। অনাদি প্রকৃতি ও পুরুষের ইহাই সংহার বলিয়া কথিত হয়। ইহা ঈশ্বরেচ্ছাজনিত; আপনি লয় হয় না। সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতিই অব্যক্ত নামে উক্ত হয়। আর সেই মায়াতত্ত্বরূপ অচেতন প্রকৃতিই প্রধান ও জগতের যোনি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কূটস্থ, (ত্রিকালব্যাপী), কেবল (শুদ্ধ), চিন্ময় আত্মা—পঞ্চবিংশক পুরুষ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে অধিক। ইহাকেই সর্ব্বসাক্ষী, মহান্ (অপরিমিত) ও পিতামহ (জগতের কারণ সকলেরও উৎপাদক) বলিয়া মুনিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ১২—২৩। এইরূপ যে সংহার শক্তি, ইনিও নিত্যা মাহেশ্বরী শক্তি। প্রকৃতি প্রভৃতি স্থূলভূত পর্য্যন্ত সমস্ত, মহেশ্বরই দগ্ধ করিয়া থাকেন, এইরূপ শ্রুতি আছে। তত্ত্বজ্ঞানবান্ সমস্ত যোগীদিগের যে আত্যন্তিক প্রলয়, তাহাও মহেশ্বরই বিধান করিয়া থাকেন। ভগবান্ স্বাধীন রুদ্র এইরূপে সংহার করিয়া থাকেন। সেই ভগবানের যে জগৎপালিকা মোহিনী শক্তি আছে, তাহা নারায়ণ বলিয়া বিখ্যাত। পঞ্চবিংশক তত্ত্ব ভগবান হিরণ্যগর্ভ প্রকৃত্যাশ্রিত হইয়া সদসদাত্মক সমস্ত জগৎ প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগত ও শান্ত পরমাত্মগত এই শক্তিত্রয় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নামে বিখ্যাত। ইহারা ভোগ ও মুক্তিপ্রদায়ক এবং সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ববন্দ্যস্বরূপ ও নিত্যানন্দভোগী। পুরুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর ইঁহারা সকলেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মস্বরূপ। সেই পরমাত্মাতে দিব্যশক্তি

এবৈকস্যাঃ সহস্রাণি দেহানাং বৈ শতানি চ।
কথ্যন্তে দেবমাহাত্ম্যাচ্ছক্তিরেকৈব নির্গুণা ॥৩২
ইমাং শক্তিং সমাস্থায় স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ।
করোতি বিবিধান্ দেহান্ গ্রসতে চৈব লীলয়া॥
ইজ্যতে সর্ব্বযজ্ঞেষু ব্রাহ্মণৈর্বেদবাদিভিঃ।
সর্ব্বকামপ্রদো রুদ্র ইত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ॥
সর্ব্বাসামেব শক্তীনাং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
প্রাধান্যেন স্মৃতা দেবাঃ শক্তয়ঃ পরমাত্মনঃ ॥৩৪
আভ্যঃ পরস্তাদ্ভগবান পরমাত্মা সনাতনঃ।
গীয়তে সর্ব্বমায়াত্মা শূলপানির্মহেশ্বরঃ॥৩৫
এনমেকে বদন্ত্যগ্নিং নারায়ণপথাপরে।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণং ব্রহ্মাণমপরে জগুঃ॥৩৬
ব্রহ্মবিষ্ণ্বগ্নিবরুণাঃ সর্ব্বে দেবাস্তথর্ষয়ঃ।
একস্যৈবাথ রুদ্রস্য ভেদাস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥৩৭
যং যং ভেদং সমাশ্রিত্য যজন্তি পরমেশ্বরম্।
তত্তদ্রূপং সমাস্থায় প্রদদাতি ফলং শিবঃ॥৩৮
তস্মাদেকতরং ভেদং সমাশ্রিত্যাপি শাশ্বতম্।
আরাধয়ন্মহাদেবং যাতি তৎ পরমং পদম্॥৩৯
কিন্তু দেবং মহাদেবং সর্ব্বশক্তিং সনাতনম্।
আরাধয়েদ্ধি গিরিশং সগুণং বাথ নির্গুণম্॥
ময়া প্রোক্তো হি ভবতাং যোগঃ প্রাগেব
নির্গুণঃ।
আরুরুক্ষুস্তু সগুণং পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্॥৪১
পিনাকিনং ত্রিনয়নং জটিলং কৃত্তিবাসসম্।
রুক্মাভং বা সংস্রার্কাচ্চিস্তেদ্বৈদিকী শ্রুতিঃ॥
এষ যোগঃ সমুদ্দিষ্টঃ সবীজো মুনিপুঙ্গবাঃ।
অত্রাপ্যশক্তোহথ হরং বিষ্ণুং ব্রহ্মাণমর্চ্চয়েৎ॥
অথ চেদসমর্থঃ স্যাৎ তত্রাপি মুনিপুঙ্গবাঃ।
ততো বায়্বগ্নিশক্রাদীন পূজয়েদ্ভক্তিসংযুক্তঃ॥৪৪

আরও অনেক আছে; ঐ সকল শক্তি ইন্দ্র-আদিত্য প্রভৃতি দেবগণ-ভেদে বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। মহেশ্বরের মাহাত্ম্যবশতঃ এক একটী শক্তির আবার শত শত সহস্র সহস্র দেহভেদ কথিত হইয়া থাকে। প্রকারভেদে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও কিন্তু শক্তি একরূপা ও নির্গুণা। দেব মহেশ্বর এই নির্গুণা অদ্বিতীয়া শক্তি আশ্রয় করিয়া লীলাচ্ছলে বিবিধ দেহের উৎপাদন ও গ্রাস করিয়া থাকেন। ২৪—৩২। বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সর্ব্ব যজ্ঞে সর্ব্বকামপ্রদ ভগবান্ রুদ্র অর্চ্চিত হইয়া থাকেন, এইরূপ শ্রুতি আছে। বেদবাদিগণ এইরূপ বলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই দেবত্রয়স্বরূপ পরমাত্মশক্তি সমস্ত শক্তির মধ্যে প্রধানরূপে স্মৃত হইয়াছেন। সনাতন পরমাত্মা শূলপাণি ভগবান্ মহেশ্বর এই সকল শক্তি হইতে পরবর্ত্তী (স্বতন্ত্র) বলিয়া গীত হইয়াছেন। কেহ কেহ অগ্নিকে পরমাত্মা বলিয়া থাকেন; কেহ নারায়ণকে, কেহ ইন্দ্রকে, কেহ প্রাণকে, কেহ বা ব্রহ্মাকে পরমাত্মা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি সর্ব্ব দেবতা এবং সমস্ত ঋষি এক রুদ্রেরই ভেদমাত্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। সাধক যে যে ভেদ আশ্রয় করিয়া পরমেশ্বরের পূজা করেন, ভগবান শিব সেই সেই রূপ আশ্রয় করিয়া ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সেই হেতু ইহার মধ্যে যে কোন ভেদ আশ্রয় করিয়াও শাশ্বত মহাদেবের আরাধনা করিলে মনুষ্য পরমপদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ ও সনাতন কৈলাসবাসী মহাদেবকেই সগুণ বা নির্গুণভাবে আরাধনা কর। ৩৩—৪০। আমি তোমাদিগের নিকটে নির্গুণ যোগ বলিয়াছি। কিন্তু যাহারা স্বর্গাদি লোকে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে তাহারা সগুণ মহেশ্বরের উপাসনা করিবে। সে স্থলে পিনাকীকে ত্রিনয়ন, জটিল, পরিধায়ী, স্বর্ণাভ ও সহস্র সূর্য্য হইতেও বাঘ্রচর্ম্ম উজ্জ্বলপ্রভরূপে ধ্যান করিবে, বেদবাদিগণের অভিমত এইরূপ শ্রুতি আছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই সবীজ যোগ কথিত হইল। ইহাতে অশক্ত ব্যক্তি মহেশ্বর, বিষ্ণু বা ব্রহ্মার অর্চ্চনা করিবে। হে মুনিসত্তমগণ! যদি তাহাতেও অশক্ত

তস্মাৎ সর্ব্বান্ পরিত্যজ্য দেবান্ ব্রহ্মপুরোগমান্।
আরাধয়েদ্বিরূপাক্ষমাদিমধ্যান্তসংস্থিতম্ ॥৪৫
ভক্তিযোগসমাযুক্তঃ স্বকর্ম্মনিরতঃ শুচিঃ।
তাদৃশং রূপমাস্থায় সমায়াত্যান্তিকং শিবঃ ॥ ৪৬
এষ যোগঃ সমুদ্দিষ্টঃ সবীজো হত্যন্তভাবনঃ।
যথাবিধি প্রকুর্ব্বাণঃ প্রাপ্নুয়াদৈশ্বরং পদম্ ॥ ৪৭
যে চান্যে ভাবনে শুদ্ধে প্রাগুক্তে ভবতামিহ।
অত্রাপি কথিতো যোগো নির্ব্বীজশ্চ সবীজকঃ ॥
জ্ঞানং তদুক্তং নির্ব্বীজং পূর্ব্বং হি ভবতাং ময়া।
বিষ্ণুং রুদ্রং বিরিঞ্চিঞ্চ সবীজে সাধয়েদ্বুধঃ ॥৪৯
অথ বায়্বাদিকান্ দেবাংস্তৎপরো নিয়তাত্মবান্।
পূজয়েৎ পুরুষং বিষ্ণুং চতুর্ম্মূর্ত্তিধরং হরিম্ ॥৫০
অনাদিনিধনং দেবং বাসুদেবং সনাতনম্।
নারায়ণং জগদ্যোনিমাকাশং পরমং পদম্ ॥৫১
তল্লিঙ্গধারী নিয়তং তদ্ভক্তস্তদুপাশ্রয়ঃ।
এষ এব বিধির্ব্রাহ্মে ভাবনে চান্তিমে মতঃ ॥
ইত্যেতৎ কথিতং জ্ঞানং ভাবনাসংশ্রয়ং পরম্।
ইন্দ্রদ্যুম্নায় মুনয়ে কথিতং যন্ময়া পুরা ॥ ৫৩
অব্যক্তাত্মকমেবেদং চেতনাচেতনং জগৎ।
তদীশ্বরঃ পরংব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মময়ং জগৎ ॥৫৪

সূত উবাচ।

এতাবদুক্ত্বা ভগবান বিররাম জনার্দ্দনঃ।
তুষ্টুবুর্মুনয়ো বিষ্ণুং শক্রেণ সহ মাধবম্ ॥৫৫

ঋষয় ঊচুঃ।

নমস্তে কূর্ম্মরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে।
নারায়ণায় বিশ্বায় বাসুদেবায় তে নমঃ ॥ ৫৬
নমো নমস্তে কৃষ্ণায় গোবিন্দায় চ তে নমঃ।
মাধবায় চ তে নিত্যং নমো যজ্ঞেশ্বরায় চ ॥ ৫৭
সহস্রশিরসে তুভ্যং সহস্রাক্ষায় তে নমঃ।
নমঃ সহস্রহস্তায় সহস্রচরণায় চ ॥ ৫৮
ওঁ নমো জ্ঞানরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে।
আনন্দায় নমস্তুভ্যং মায়াতীতায় তে নমঃ ॥ ৫৯

হয়, তবে ভক্তিযুক্ত হইয়া বায়ু, অগ্নি ও ইন্দ্রাদির পূজা করিবে। অতএব ব্রহ্মাদি অন্য দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া সনাতন বিরূপাক্ষের উপাসনা করিবে। ভক্তিযোগযুক্ত ও শুচি হইয়া স্বকর্ম্মনিরত পুরুষ যে দেবতার আরাধনা করে, শিব সেই দেবতার রূপ ধারণপূর্ব্বক তাহার সমীপে আগমন করেন। এই যে সবীজ যোগ কথিত হইল, তদ্গতচিত্তে যথাবিধি ইহার অনুষ্ঠান করিলে ঐশ্বর পদ প্রাপ্ত হয়। অন্য যে দুই প্রকার শুদ্ধ ভাবনা তোমাদিগের নিকট উক্ত হইয়াছে, তাহাতেও নির্বীজ ও সবীজ যোগ বলা হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান নির্ব্বীজ যোগ, ইহা পূর্ব্বে তোমাদিগের নিকট বলিয়াছি। সবীজ যোগ করিতে হইলে বিষ্ণু রুদ্র ও বিরিঞ্চির সাধন করিবে। অথবা বায়ু প্রভৃতি দেবগণের সাধনা করিবে। অথবা বৈষ্ণব-লিঙ্গ ধারণপূর্ব্বক বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া পরমপুরুষ, সর্ব্বব্যাপী, চতুর্ম্মূর্ত্তিধর, অনাদি-নিধন, অতএব সনাতন নারায়ণ, জগদ্যোনি, আকাশস্বরূপ, পরমপদ, দেবদেব বাসুদেব হরির নিয়ত উপাসনা করিবে। অন্তিম-ব্রহ্মচিন্তায় এই বিধি অভিমত। ভাবনা-সংশ্রিত পরমজ্ঞান এই কথিত হইল, ইহা আমি পূর্ব্বকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন মুনির নিকট বলিয়াছিলাম। এই চেতনাচেতনাত্মক জগৎ অব্যক্তাত্মক। ঐ অব্যক্তের ঈশ্বর—পরব্রহ্ম, সুতরাং জগৎ ব্রহ্মময়। ৪১—৫৪। সূত বলিলেন,—ভগবান্ জনার্দ্দন এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন। অনন্তর মুনিগণ ইন্দ্রের সহিত রমাপতি বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ বলিলেন,—তুমি কূর্ম্মরূপী পরমাত্মা বিষ্ণু, তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই বিশ্বময় বাসুদেব নারায়ণ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি কৃষ্ণ তোমাকে বার বার নমস্কার করি। তুমি গোবিন্দ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই মাধব ও যজ্ঞেশ্বর, তোমাকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। তুমি সহস্রশীর্ষা, সহস্রচক্ষু, সহস্রচরণ, সহস্রহস্ত, তোমায় নমস্কার করি। তুমি জ্ঞানরূপ পরমাত্মা বিষ্ণু, প্রণবোচ্চারণ-পূর্ব্বক তোমাকে নমস্কার করি। তুমি

নমো গূঢ়স্বরূপায় নির্গুণায় নমোঽস্তু তে।
পুরুষায় পুরাণায় সত্তামাত্রস্বরূপিণে ॥ ৬০
নমঃ সাংখ্যায় যোগায় কেবলায় নমোঽস্তু তে।
ধর্মজ্ঞানাধিগম্যায় নিষ্কলায় নমো নমঃ ॥ ৬১
নমস্তে যোগতত্ত্বায় মহাযোগেশ্বরায় চ।
পরাবরাণাং প্রভবে বেদবেদ্যায় তে নমঃ ॥৬২
নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় নমো মুক্তায় হেতবে।
নমো নমো নমস্তুভ্যং মায়িনে বেধসে নমঃ ॥৬৩
নমোঽস্তু তে বরাহায় নারসিংহায় তে নমঃ।
বামনায় নমস্তুভ্যং হৃষীকেশায় তে নমঃ ॥ ৬৪
নমোঽস্তু কালরুদ্রায় কালরূপায় তে নমঃ।
স্বর্গাপবর্গদাত্রে চ নমোঽপ্রতিহতাত্মনে ॥ ৬৫
নমো যোগাধিগম্যায় যোগিনে যোগদায়িনে।
দেবানাং পতয়ে তুভ্যং দেবার্তিশমনায় তে ॥৬৬
ভগবংস্তৎপ্রসাদেন সর্বসংসারনাশনম্।
অস্মাভির্বিদিতং জ্ঞানং যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥
শ্রুতাশ্চ বিবিধা ধর্মা বংশা মন্বন্তরাণি চ।
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ ব্রহ্মাণ্ডস্যাস্য বিস্তরঃ ॥ ৬৮
ত্বং হি সর্বজগৎসাক্ষী বিশ্বো নারায়ণঃ পরঃ।
ত্রাতুমর্হস্যনন্তাত্মা ত্বামেব শরণং গতাঃ ॥ ৬৯

সূত উবাচ।

এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রা ভোগমোক্ষপ্রদায়কম্।
কৌর্মং পুরাণমখিলং যজ্জগাদ গদাধরঃ ॥ ৭০
অস্মিন্ পুরাণে লক্ষ্ম্যাস্তু সম্ভবঃ কথিতঃ পুরা।
মোহায়াশেষভূতানাং বাসুদেবেন যোজিতঃ ॥
প্রজাপতীনাং সর্গস্তু বর্ণধর্মাশ্চ বৃত্তয়ঃ।
ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং যথাবল্লক্ষণং শুভম্ ॥৭২
পিতামহস্য বিষ্ণোশ্চ মহেশস্য চ ধীমতঃ।
একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ বিশেষশ্চোপবর্ণিতঃ ॥ ৭৩
ভক্তানাং লক্ষণং প্রোক্তং সমাচারঃ সুশোভনঃ।
বর্ণাশ্রমাণাং কথিতং যথাবদিহ লক্ষণম্ ॥ ৭৪
আদিসর্গস্ততঃ পশ্চাদণ্ডাবরণসপ্তকম্।
হিরণ্যগর্ভসর্গশ্চ কীর্তিতো মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৭৫

মায়াতীত ও আনন্দময়, তোমায় নমস্কার করি। তুমি গুপ্তাত্মা, নির্গুণ, সত্তামাত্রস্বরূপী ও পুরাণপুরুষ, তোমায় নমস্কার করি। তুমি সাংখ্যরূপী, যোগরূপী, অদ্বিতীয়, ধর্মজ্ঞানাধিগম্য ও অংশরহিত, তোমায় বারংবার নমস্কার করি। তুমি যোগতত্ত্ব, মহাযোগেশ্বর, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সকলেরই কারণ এবং বেদবেদ্য, তোমায় নমস্কার করি। তুমি বুদ্ধ ও শুদ্ধ, তোমাকে নমস্কার। তুমি মুক্ত ও মুক্তির হেতুভূত, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি মায়ী ও বেধাঃ, তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। তুমি বরাহ নরসিংহ বামন ও হৃষীকেশ, তোমার ঐ সমস্ত মূর্তিকে পৃথক্ পৃথক্ নমস্কার করি। তুমি কালরুদ্র ও কালরূপ, তুমি স্বর্গ-মোক্ষদাতা ও অপ্রতিহতচেতাঃ তোমায় নমস্কার করি। তুমি যোগাধিগম্য, যোগী, যোগদায়ী; তুমি দেবার্তিনাশক, যোগাধিপতি, তোমায় নমস্কার করি। হে ভগবন্! যাহা জানিলে মুক্তিলাভ হয়, তোমার প্রসাদে সর্বসংসারনাশক সেই জ্ঞান আমরা অবগত হইলাম এবং বিবিধ ধর্ম, বংশ, মন্বন্তর, এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রলয় আমরা শুনিলাম। তুমি সর্বজগতের সাক্ষিস্বরূপ, সর্বময়, অনন্তাত্মা, নারায়ণ, তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। ৫৫—৬৯। সূত বলিলেন—হে বিপ্রগণ! ভোগ ও মোক্ষপ্রদায়ক সমস্ত কৌর্মপুরাণ এই তোমাদিগের নিকট কথিত হইল। এই পুরাণ কূর্মরূপী স্বয়ং গদাধর বলিয়াছেন। এই পুরাণে প্রথমে অশেষ প্রাণীর মোহের নিমিত্ত বাসুদেবযোজিত লক্ষ্মীর সম্ভব কথিত হইয়াছে এবং প্রজাপতিগণকৃত সৃষ্টি, বর্ণধর্ম, বর্ণের জীবিকা ও ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের যথাবিধি লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের একত্ব, পৃথক্ত্ব এবং তাঁহাদিগের বিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তের লক্ষণ ও অনুষ্ঠেয় আচার উক্ত হইয়াছে এবং বর্ণাশ্রমের লক্ষণ যথাক্রমে উক্ত হইয়াছে। প্রথমে আদিসৃষ্টি, অনন্তর অণ্ডের মহত্তত্ত্বাদি আবরণ-সপ্তক ও হিরণ্য-

কালসংখ্যাপ্রকথনং মাহাত্ম্যঞ্চেশ্বরস্য চ।
ব্রহ্মণঃ শয়নাঞ্চাপ্সু নামনির্ব্বচনং তথা॥ ৭৬
বরাহবপুষা ভূয়ো ভূমেরুদ্ধরণং পুনঃ।
মুখ্যাদিসর্গকথনং মুনিসর্গস্তথাপরঃ॥ ৭৭
ব্যাখ্যাতো রুদ্রসর্গশ্চ ঋষিসর্গশ্চ তাপসঃ।
ধর্ম্মস্য চ প্রজাসর্গস্তামসাৎ পূর্ব্বমেব তু॥ ৭৮
ব্রহ্মবিষ্ণ্বোর্বিবাদঃ স্যাদন্তর্দ্দেহপ্রবেশনম্।
পদ্মোদ্ভবত্বং দেবস্য মোহস্তস্য চ ধীমতঃ॥ ৭৯
দর্শনঞ্চ মহেশস্য মাহাত্ম্যং বিষ্ণুনেরিতম্।
দিব্যদৃষ্টিপ্রদানঞ্চ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ৮০
সংস্তবো দেবদেবস্য ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
প্রসাদো গিরিশস্যাথ বরদানং তথৈব চ॥ ৮১
সংবাদো বিষ্ণুনা সার্দ্ধং শঙ্করস্য মহাত্মনঃ।
বরদানং তথা পূর্ব্বমন্তর্দ্ধানং পিনাকিনঃ॥ ৮২
বধশ্চ কথিতো বিপ্রা মধু-কৈটভয়োঃ পুরা।
অবতারোহথ দেবস্য ব্রহ্মণো নাভিপঙ্কজাৎ॥৮৩
একীভাবশ্চ দেবেন ব্রহ্মণা কথিতঃ পুরা।
বিমোহো ব্রহ্মণশ্চাথ সংজ্ঞালাভো হরেস্ততঃ॥
তপশ্চরণমাখ্যাতং দেবদেবস্য ধীমতঃ।
প্রাদুর্ভাবো মহেশস্য ললাটাৎ কথিতস্ততঃ॥৮৫
রুদ্রাণাং কথিতা সৃষ্টির্ব্রহ্মণঃ প্রতিষেধনম্।
ততশ্চ দেবদেবস্য বরদানোপদেশকৌ॥ ৮৬
অন্তর্দ্ধানঞ্চ দেবস্য তপশ্চর্য্যাণ্ডজস্য চ।
দর্শনং দেবদেবস্য নরনারীশরীরতা॥ ৮৭
দেব্যা বিভাগকথনং দেবদেবাৎ পিনাকিনঃ।
দেব্যাশ্চ পশ্চাৎ কথিতং দক্ষপুত্রীত্বমেব চ॥৮৮
হিমবদ্দুহিতৃত্বঞ্চ দেব্যা মাহাত্ম্যমেব চ।
দর্শনং দিব্যরূপস্য বিশ্বরূপস্য দর্শনম্॥৮৯
নাম্নাং সহস্রং কথিতং পিত্রা হিমবতা স্বয়ম্।
উপদেশো মহাদেব্যা বরদানং তথৈব চ॥ ৯০
ভৃগ্বাদীনাং প্রজাসর্গো রাজ্ঞাং বংশস্য বিস্তরঃ।
প্রাচেতসত্বং দক্ষস্য দক্ষযজ্ঞবিমর্দ্দনম্॥ ৯১
দধীচস্য চ যজ্ঞস্য বিবাদঃ কথিতস্তদা।
ততশ্চ শাপঃ কথিতো মুনীনাং মুনিপুঙ্গবাঃ॥৯২

সর্গের সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। কালসংখ্যা, ঈশ্বরমাহাত্ম্য, ব্রহ্মার জলশয়ন, ভগবানের নামনিরুক্তি, বরাহমূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক ভূমির উদ্ধরণ, প্রথমে মুখ্য প্রভৃতি সর্গ, তৎপরে মুনিসর্গ, রুদ্রসর্গ, তাপস ঋষিসর্গ এবং তামস-সর্গের পূর্ব্বে ধর্ম্মের প্রজাসৃষ্টি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিবাদ ও পরস্পরের দেহমধ্যে প্রবেশ, ব্রহ্মার পদ্মোদ্ভবত্ব, ধীমান্ ব্রহ্মার মোহ ও মহেশ্বরের দর্শন, বিষ্ণুকীর্ত্তিত মহেশ্বরমাহাত্ম্য, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার কৃত দেবদেবের স্তব, মহাদেবের প্রসাদ ও বর-প্রদান, বিষ্ণুর সহিত শঙ্করের কথোপকথন, পিনাকীর বরদান ও অন্তর্দ্ধান কথিত হইয়াছে। তার পর,-প্রথমে মধুকৈটভ-বধ এবং পরে বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার অবতরণ কথিত হইয়াছে। ৭০—৮৩। পদ্ম হইতে অবতরণ করিবার পর ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর একীভাব, ব্রহ্মার বিমোহ ও হরি হইতে সংজ্ঞালাভ কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবদেবের তপশ্চরণ ও ললাট হইতে মহেশ্বরের প্রাদুর্ভাব আখ্যাত হইয়াছে; রুদ্রগণের সৃষ্টি ও তাহাতে ব্রহ্মার প্রতিষেধ; তদনন্তর ব্রহ্মার প্রতি দেব-দেবের বরদান ও উপদেশ কথিত হইয়াছে। দেব মহেশ্বরের অন্তর্দ্ধান, অণ্ডজ ব্রহ্মার তপস্যা ও দেবদেবের দর্শন, মহাদেবের নরনারীশরীরতা, দেবীর সহিত দেবদেব পিনাকীর বিভাগ ও দেবীর দক্ষপুত্রীরূপে উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। হে মুনিপুঙ্গবগণ! দেবীর হিমালয়-কন্যা-রূপে জন্মগ্রহণ ও দেবীমাহাত্ম্য, মাতা-পিতাকর্ত্তৃক দেবীর দিব্যরূপদর্শন ও বিশ্বরূপ দর্শন, পিতা হিমালয় কর্ত্তৃক দেবীর সহস্রনাম কথন, হিমালয়ের প্রতি মহাদেবীর উপদেশ ও বরপ্রদান, ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তদনন্তর ভৃগু প্রভৃতির প্রজাসৃষ্টি ও রাজবংশ-বিস্তার, প্রচেতাদিগের পুত্ররূপে দক্ষের জন্ম-গ্রহণ, দক্ষযজ্ঞ-বিমর্দ্দন এবং তাহাতে দধীচ ও দক্ষের বিবাদ ও তদনন্তর মুনিদিগের শাপ

রুদ্রাগতিঃ প্রসাদশ্চ অন্তর্দ্ধানং পিনাকিনঃ।
পিতামহোপদেশঃ স্যাৎ কীর্ত্ত্যতে রক্ষণায় তু ॥
দক্ষস্য চ প্রজাসর্গঃ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
হিরণ্যকশিপোর্নাশো হিরণ্যাক্ষবধস্তথা ॥ ৯৪
ততশ্চ শাপঃ কথিতো দেবদারুবনৌকসাম্।
নিগ্রহশ্চান্ধকস্যাথ গাণপত্যমনুত্তমম্ ॥ ৯৫
প্রহ্লাদনিগ্রহশ্চাথ বলেঃ সংযমনস্তথা।
বাণস্য নিগ্রহশ্চাথ প্রসাদস্তস্য শূলিনঃ ॥ ৯৬
ঋষীণাং বংশবিস্তারো রাজ্ঞাংবংশঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
বসুদেবাৎ ততো বিষ্ণোরুৎপত্তিঃ স্বেচ্ছয়া হরেঃ
দর্শনোপমন্যোর্বৈ তপশ্চরণমেব চ।
বরলাভো মহাদেবং দৃষ্ট্বা সাম্বং ত্রিলোচনম্।
কৈলাসগমনঞ্চাথ নিবাসস্তত্র শার্ঙ্গিণঃ ॥ ৯৮
ততশ্চ কথ্যতে ভীতির্দ্বারবত্যাং নিবাসিনাম্।
রক্ষণং গরুড়েনাথ জিত্বা শত্রূন্ মহাবলান ॥ ৯

নারদাগমনঞ্চৈব যাত্রা চৈব গরুত্মতঃ।
ততশ্চ কৃষ্ণাগমনং মুনীনামাগতিস্ততঃ ॥ ১০০
নৈত্যিকং বাসুদেবস্য শিবলিঙ্গার্চ্চনং তথা।
মার্কণ্ডেয়স্য চ মুনেঃ প্রশ্নঃ প্রোক্তস্ততঃ পরম্ ॥
লিঙ্গার্চ্চননিমিত্তঞ্চ লিঙ্গস্যাপি চ লিঙ্গিনঃ।
মাহাত্ম্যকথনঞ্চাথ লিঙ্গাদৈ ভীতিরেব চ ॥১০২
ব্রহ্মবিষ্ণোস্তথা মধ্যে কীর্ত্তিতা মুনিপুঙ্গবাঃ।
মোহস্তয়োর্বৈ কথিতো গমনোর্দ্ধতো হ্যধঃ ॥
সংস্তবো দেবদেবস্য প্রসাদঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
অন্তর্দ্ধানঞ্চ লিঙ্গস্য সাম্বোৎপত্তিস্ততঃ পরম্।
কীর্ত্তিতা চানিরুদ্ধস্য সমুৎপত্তির্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪
কৃষ্ণস্য গমনে বুদ্ধির্ঋষীণামাগতিস্তথা।
অনুশাসনঞ্চ কৃষ্ণেন বরদানং মহাত্মনঃ ॥ ১০৫
গমনঞ্চৈব কৃষ্ণস্য পার্থস্যাপ্যথ দর্শনম্।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্যোক্তা যুগধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ॥১০৬
অনুগ্রহোঽথ পার্থস্য বারাণস্যাং গতিস্ততঃ।

কথিত হইয়াছে। ৮৪—৯২। তৎপরে দক্ষালয়ে রুদ্রের আগমন ও প্রসন্নতা, পিনাকীর অন্তর্দ্ধান এবং রক্ষণের নিমিত্ত দক্ষের প্রতি পিতামহের উপদেশ কীর্ত্তিত হইয়াছে। অনন্তর দক্ষের প্রজাসৃষ্টি, কশ্যপের প্রজাসৃষ্টি, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের বধ এবং দেবদারুবনবাসী মুনিদিগের প্রতি গৌতম ঋষির অভিশাপ কথিত হইয়াছে। তারপর কালাগ্নি রুদ্র কর্ত্তৃক অন্ধক-নিগ্রহ ও তাহাকে অনুত্তম গাণপত্য-পদ প্রদান কথিত হইয়াছে। (হিরণ্যাক্ষ বধের পর) বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রহ্লাদের নিগ্রহ, (অন্ধকনিগ্রহের পর) বামন কর্ত্তৃক বলিবন্ধন এবং মহাদেব কর্ত্তৃক বাণাসুরের নিগ্রহ ও তাহার প্রতি শিবের প্রসন্নতা বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে ঋষিবংশ-বিস্তার, রাজবংশ-বিস্তার ও বসুদেব হইতে ভগবান্ বিষ্ণুর স্বেচ্ছায় উৎপত্তি পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উপমন্যুর দর্শন, তাঁহার উপদেশে তপশ্চরণ, জগদম্বার সহিত ত্রিলোচন মহাদেবের দর্শন ও তাঁহাদের নিকট বরলাভ, শার্ঙ্গধর শ্রীকৃষ্ণের কৈলাস গমন ও কৈলাসে নিবাস, তদনন্তর দ্বারবতী নিবাসীদিগের ভয়,

মহাবল শত্রুদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক গরুড় কর্ত্তৃক দ্বারবতীরক্ষণ কথিত হইয়াছে। দ্বারকায় নারদের আগমন, গরুড়ের কৈলাসযাত্রা, কৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন, তদনন্তর মুনিদিগের আগমন, বাসুদেবের নৈত্যিক কর্ম্ম ও শিবলিঙ্গার্চ্চন এবং মার্কণ্ডেয় মুনির প্রশ্ন উক্ত হইয়াছে। ৯৩—১০১। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তারপর মার্কণ্ডেয়ের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের লিঙ্গার্চ্চন নিমিত্তক লিঙ্গী ও লিঙ্গের মাহাত্ম্য কথন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর লিঙ্গ হইতে ভয় ও মোহ, লিঙ্গের সীমা জানিবার জন্য ব্রহ্মার ঊর্দ্ধগমন ও বিষ্ণুর নিম্নভাগে গমন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক মহাদেবের স্তব ও তাঁহাদের প্রতি ভগবানের প্রসন্নতা এবং লিঙ্গের অন্তর্দ্ধান কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে দ্বিজোত্তমগণ! তদনন্তর সাম্বের উৎপত্তি, অনিরুদ্ধের উৎপত্তি এবং কৃষ্ণের স্বস্থানগমনেচ্ছা, ঋষিদিগের দ্বারকায় আগমন, তাঁহাদের প্রতি কৃষ্ণের অনুশাসন এবং মহাত্মাদিগের প্রতি বরদান কীর্ত্তিত হইয়াছে। কৃষ্ণের পরম ধামে গমন, অর্জ্জুনের কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-দর্শন ও তৎকথিত সনাতন যুগধর্ম্ম সকল

পারাশর্য্যস্য চ মুনের্ব্যাসস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
বারাণস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং তীর্থানাঞ্চৈব বর্ণনম্ ॥১০৭
ব্যাসস্য তীর্থযাত্রা চ দেব্যাশ্চৈবাথ দর্শনম্।
উদ্বাসনঞ্চ কথিতং বরদানং তথৈব চ ॥ ১০৮
প্রয়াগস্য চ মাহাত্ম্যং ক্ষেত্রাণামথ কীর্ত্তনম্।
ফলঞ্চ বিপুলং বিপ্রা মার্কণ্ডেয়স্য নির্গমঃ ॥১০৯
ভুবনানাং স্বরূপঞ্চ জ্যোতিষাঞ্চ নিবেশনম্।
কীর্ত্তিতশ্চাপি বর্ষাণাং নদীনাঞ্চৈব নির্ণয়ঃ ॥১১
পর্ব্বতানাঞ্চ কথনং স্থানানি চ দিবৌকসাম্।
দ্বীপানাং প্রবিভাগঞ্চ শ্বেতদ্বীপোপবর্ণনম্ ॥১১১
শয়নং কেশবস্যাথ মাহাত্ম্যঞ্চ মহাত্মনঃ।
মন্বন্তরাণাং কথনং বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যমেব চ ॥১১২
বেদশাখাপ্রণয়নং ব্যাসানাং কথনং ততঃ।
অবেদস্য চ বেদস্য কথনং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥১১৩
যোগেশ্বরাণাঞ্চ কথা শিষ্যাণাঞ্চাথ কীর্ত্তনম্।
গীতাশ্চ বিবিধা গুহ্যা ঈশ্বরস্যাথ কীর্ত্তিতাঃ ॥
বর্ণাশ্রমাণামাচারাঃ প্রায়শ্চিত্তবিধিস্ততঃ।
কপালিত্বঞ্চ রুদ্রস্য ভিক্ষাচরণমেব চ ॥ ১১৫
পতিব্রতানামাখ্যানং তীর্থানাঞ্চ বিনির্ণয়ঃ।
তথা মঙ্কণকস্যাথ নিগ্রহঃ কীর্ত্তিতো দ্বিজাঃ ॥১৬
বধশ্চ কথিতো বিপ্রাঃ কালস্য চ সমাসতঃ।
দেবদারুবনে শম্ভোঃ প্রবেশো মাধবস্য চ ॥১৭
দর্শনং ষট্‌কুলীয়ানাং দেবদেবস্য ধীমতঃ।
বরদানঞ্চ দেবস্য নন্দিনে তু প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১১৮
নৈমিত্তিকশ্চ কথিতঃ প্রতিসর্গস্ততঃ পরম্।
প্রাকৃতঃ প্রলয়শ্চোর্দ্ধং সবীজো যোগ এব চ ॥
এবং জ্ঞাত্বা পুরাণস্য সঙ্ক্ষেপং কীর্ত্তয়েৎ তু যঃ
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১২০
এবমুক্ত্বা শ্রিয়ং দেবীমাদায় পুরুষোত্তমঃ।
সন্ত্যজ্য কূর্ম্মসংস্থানং স্বস্থানঞ্চ জগাম হ ॥১২১
দেবাশ্চ সর্ব্বে মুনয়ঃ স্বানি স্থানানি ভেজিরে।
প্রণম্য পুরুষং বিষ্ণুং গৃহীত্বা হ্যমৃতং দ্বিজাঃ ॥

এবং পার্শ্বের প্রতি ব্যাসের অনুগ্রহ উক্ত হইয়াছে। অনন্তর বারাণসীতে অদ্ভুতকর্ম্মা পারাশর্য্য ব্যাসের গমন, বারাণসীমাহাত্ম্য ও তীর্থবর্ণন, ব্যাসের তীর্থযাত্রা, ব্যাসের দেবী-দর্শন, দেবী কর্ত্তৃক বারাণসী হইতে ব্যাসের উদ্বাসন এবং ব্যাসের প্রতি দেবীর বরদান উক্ত হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের নিকট মার্কণ্ডেয় মুনির প্রয়াগমাহাত্ম্য কথন, তত্রস্থ পুণ্যক্ষেত্র বর্ণন ও তীর্থফল কথন এবং মার্কণ্ডেয়ের প্রস্থান বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে ভুবনের স্বরূপ, গ্রহগণের নিবেশন, বর্ষ ও নদীর নির্ণয়, পর্ব্বতসংস্থান, দেবতাদিগের বাসস্থান, দ্বীপ-সকলের বিভাগ, শ্বেতদ্বীপ বর্ণন, তথায় অনন্তশয্যায় কেশবের শয়ন, ভগবানের মাহাত্ম্য, মন্বন্তর-কথন এবং বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে মুনিপুঙ্গবগণ! বেদ-শাখা-প্রণয়ন, বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি যুগে অষ্টাবিংশতি ব্যাসের বৃত্তান্ত, অবেদ ও বেদের বিভাগ, যোগেশ্বরগণের কথা ও তাঁহাদিগের শিষ্যের বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। তারপর (উপরিভাগে) ঈশ্বরের বিবিধ গোপনীয় গীতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১১২—১১৪। হে দ্বিজগণ! অনন্তর বর্ণাশ্রমের আচার, প্রায়শ্চিত্তবিধি, তৎপ্রসঙ্গে রুদ্রের 'কপালী' হইবার বৃত্তান্ত ও তাঁহার ভিক্ষাচরণ, পতিব্রতার কথা, তীর্থের বিনির্ণয় এবং মহা-দেব কর্ত্তৃক মঙ্কণক মুনির নিগ্রহ কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে বিপ্রগণ। তার পর শম্ভুকৃত কালের বধ সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। তদনন্তর শম্ভু ও বিষ্ণুর দেবদারু বনে প্রবেশ, অত্র্যাদিষট্‌কুলোদ্ভব ঋষিগণের মহাদেবদর্শন এবং নন্দীর প্রতি মহাদেবের বরদান উক্ত হইয়াছে। তারপর নৈমিত্তিক প্রলয়, প্রাকৃত প্রলয় ও সবীজ যোগ যথাক্রমে উক্ত হইয়াছে। কূর্ম্মপুরাণের এইরূপ সংক্ষেপ অবগত হইয়া যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করে, সে সর্ব্ব-পাপমুক্ত হয় ও তাহার ব্রহ্মলোকে বাস হয়। ১১৪—১২০। ভগবান্ পুরুষোত্তম এই বলিয়া কূর্ম্মরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক কমলা দেবীকে গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন, সমস্ত দেবগণ ও মুনিগণ পুরুষোত্তমকে প্রণাম করিয়া অমৃত গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব

এতৎ পুরাণং পরমং ভাষিতং কূর্ম্মরূপিণা।
সাক্ষাদ্দেবাধিদেবেন বিষ্ণুনা বিশ্বযোনিনা॥
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা নিয়মেন সমাহিতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥১২৪
লিখিত্বা চৈব যো দদ্যাদ্বৈশাখে কার্ত্তিকেঽপি বা
বিপ্রায় বেদবিদুষে তস্য পুণ্যং নিবোধত॥১২৫
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ।
ভুক্ত্বা তু বিপুলান্মর্ত্ত্যো ভোগান্ দিব্যান্ সুশোভনান॥১২৬
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো বিপ্রাণাং জায়তে কুলে
[illegible]সংস্কারমাহাত্ম্যাদ্ব্রহ্মবিদ্যামবাপ্নুয়াৎ॥১২৭
[illegible]ধ্যায়মেবৈকং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
[illegible] বিচারয়েৎ সম্যক্প্রাপ্নোতি পরমং পদম্
[illegible]ধ্যেতব্যমিদং পুণ্যং বিপ্রৈঃ পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
[illegible]তব্যঞ্চ দ্বিজশ্রেষ্ঠা মহাপাতকনাশনম্॥১২৯
[illegible] পুরাণানি সেতিহাসানি কৃৎস্নশঃ।
[illegible]কেদমেতদেবাতিরিচ্যতে॥১৩০

ধর্ম্মনৈপুণ্যকামানাং জ্ঞাননৈপুণ্যকামিনাম্।
ইদং পুরাণং মুক্ত্বৈকং নান্যৎ সাধনকং পরম্॥
যথাবদত্র ভগবান্ দেবো নারায়ণো হরিঃ।
কীর্ত্ত্যতে হি যথা বিষ্ণুর্ন তথান্যেষু সুব্রতাঃ॥
ব্রাহ্মী পৌরাণিকী চেয়ং সংহিতা পাপনাশিনী।
অত্র তৎ পরমং ব্রহ্ম কীর্ত্ত্যতে হি যথার্থতঃ॥
তীর্থানাং পরমং তীর্থং তপসাঞ্চ পরং তপঃ।
জ্ঞানানাং পরমং জ্ঞানং ব্রতানাং পরমং ব্রতম্
নাধ্যেতব্যমিদং শাস্ত্রং বৃষলস্য চ সন্নিধৌ।
যোঽধীতে চৈব মোহাত্মা স যাতি নরকান্ বহূন্
শ্রাদ্ধে বা দৈবিকে কার্য্যে শ্রাবণীয়ং দ্বিজাতিভিঃ
যজ্ঞান্তে তু বিশেষেণ সর্ব্বদোষবিশোধনম্॥
মুমুক্ষূণামিদং শাস্ত্রমধ্যেতব্যং বিশেষতঃ।
শ্রোতব্যঞ্চাথ মন্তব্যং বেদার্থপরিবৃংহণম্॥১৩০

[illegible]গমন করিলেন। এই শ্রেষ্ঠ পুরাণ বিশ্বযোনি কূর্ম্মরূপী ভগবান [illegible] বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি [illegible] হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক সতত এই [illegible]মশঃ পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপবিনি-[illegible] হইয়া ব্রহ্মলোকবাসী হয়। এই পুরাণ [illegible] যে ব্যক্তি বৈশাখ মাসে বা কার্ত্তিক [illegible] বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহার [illegible] শ্রবণ কর। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ও [illegible]সমন্বিত হইয়া সেই মনুষ্য স্বর্গে [illegible] বিপুল সুখ অনুভব করিয়া স্বর্গ [illegible]বসানে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে এবং [illegible]সংস্কারবশে জ্ঞান লাভ করে। এই [illegible]ের এক অধ্যায় পাঠ করিলে সর্ব্বপাপ-[illegible]মুক্ত হয়; আর যে সম্যক্রূপে অর্থবিচার [illegible] সমর্থ, সে ব্যক্তি পরমপদ প্রাপ্ত হয়। [illegible]দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মহাপাতকনাশক এই পুরাণ প্রতি পর্ব্বদিনে বিপ্রগণের অধ্য-[illegible] শ্রবণীয়। (তুলনারূপ-তুলাদণ্ডে) [illegible] সমস্ত পুরাণ ও ইতিহাস, অপর-

দিকে এই কূর্ম্মপুরাণমাত্র রাখিলে, এই কূর্ম্ম-পুরাণই অতিরিক্ত হয়। ১২১—১৩০। ধর্ম্ম-নৈপুণ্যকামীই হউক আর জ্ঞাননৈপুণ্যকামীই হউক, উভয়বিধ ব্যক্তিগণের পক্ষেই এই পুরাণ ভিন্ন অন্য কোনও সাধন নাই। এই পুরাণে ভগবান নারায়ণ বিষ্ণু যেরূপ যথাযথ কীর্ত্তিত হইয়াছেন, অন্য কোনও পুরাণে সেরূপ কীর্ত্তিত হন নাই। এই পৌরাণিকী ব্রাহ্মী-সংহিতা সর্ব্বপাপনাশিনী, যেহেতু এই সংহিতায় সেই পরমব্রহ্ম যথার্থরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এই ব্রাহ্মী-সংহিতা তীর্থের মধ্যে পরমতীর্থ, তপস্যার মধ্যে পরমতপস্যা, জ্ঞানের মধ্যে পরমজ্ঞান ও ব্রতের মধ্যে পরমব্রতস্বরূপ। শূদ্রের সন্নিধানে এই শাস্ত্র পাঠ করা উচিত নহে। মোহান্বিত হইয়া যে ব্যক্তি শূদ্রসমীপে ইহা পাঠ করে, সে বহুতর নরকে গমন করে। শ্রাদ্ধে বা দৈব-কার্য্যে, দ্বিজগণ, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে এই শাস্ত্র শ্রবণ করাইবেন। যজ্ঞাবসানেও এই সর্ব্বদোষবিনাশক শাস্ত্র শ্রবণ করান উচিত। বেদার্থের পরিপোষক এই শাস্ত্র বিশেষতঃ মুমুক্ষুগণের অধ্যয়ন, শ্রবণ এবং চিন্তা করা উচিত। এই শাস্ত্র জানিয়া যে ব্যক্তি ভক্তি-

শ্রাবয়েদ্বা দ্বিজান্ শ্রোত্রান্ আম্নায়ভক্তিসংযুতান্।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥১৩৮
যোহশ্রদ্দধানে পুরুষে দদ্যাচ্চাধার্ম্মিকে তথা।
স প্রেত্য গত্বা নিরয়ান্ শুনাং যোনিং ব্রজত্যধঃ
নমস্কৃত্য হরিং বিষ্ণুং জগদ্‌যোনিং সনাতনম্।
অধ্যেতব্যমিদং শাস্ত্রং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং তথা ॥
ইত্যাজ্ঞা দেবদেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
পারাশর্য্যস্য বিপ্রর্ষের্ব্যাসস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ১৪১
শ্রুত্বা নারায়ণাদ্দেবান্নারদো ভগবানৃষিঃ।
গৌতমায় দদৌ পূর্ব্বং তস্মাচ্চৈব পরাশরঃ ॥১৪২
পরাশরোহপি ভগবান গঙ্গাদ্বারে মুনীশ্বরঃ।
মুনিভ্যঃ কথয়ামাস ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্ ॥ ১৪৩
ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং সনকায় চ ধীমতে।
সনৎকুমারায় তথা সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৪৪
সনকাদ্ভগবান্ সাক্ষাদ্দেবলো যোগবিত্তমঃ।
অবাপ্তবান্ পঞ্চশিখো দেবলাদিদমুত্তমম্ ॥ ১৪৫
সনৎকুমারাদ্ভগবান্ মুনিঃ সত্যবতীসুতঃ।
লেভে পুরাণং পরমং ব্যাসঃ সর্ব্বার্থসঞ্চয়ম্ ॥১৪৬
তস্মাদ্‌ব্যাসাদহং শ্রুত্বা ভবতাং পাপনাশনম্।
উচিবান্ বৈ ভবদ্ভিশ্চ দাতব্যং ধার্ম্মিকে জনে
তস্মৈ ব্যাসায় গুরবে সর্ব্বজ্ঞায় মহর্ষয়ে।
পারাশর্য্যায় শান্তায় নমো নারায়ণাত্মনে ॥ ১৪৮
যস্মাৎ সঞ্জায়তে কৃৎস্নং যত্র চৈব প্রলীয়তে।
নমস্তস্মৈ পরেশায় বিষ্ণবে কূর্ম্মরূপিণে ॥ ১৪৯

ইতি শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে
প্রতিসর্গাদিকথনং নাম চতুশ্চত্বা-
রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

শুদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে বিধানানুসারে শ্রবণ করান, তিনি সর্ব্বপাপরহিত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন। যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধাবান বা অধার্ম্মিক পুরুষকে এই শাস্ত্র শ্রবণ করায়, সে পরলোকে নিরয়গামী হইয়া ভূতলে কুকুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। জগদ্‌যোনি সনাতন বিষ্ণু হরি ও কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে নমস্কার করিয়া এই পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে; অমিততেজাঃ দেবদেব বিষ্ণুর ইহা আজ্ঞা ও পারাশর্য্য মহাত্মা ব্যাসেরও এই আজ্ঞা। ১৩৯—১৪০। ভগবান্ নারদ ঋষি নারায়ণ-মুখে এই পুরাণ শ্রবণ করিয়া গৌতমকে দান করিয়াছিলেন; গৌতম হইতে পরাশর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মুনীন্দ্রগণ! ভগবান্ পরাশর ধর্ম্ম-কামার্থমোক্ষপ্রদ এই পুরাণ গঙ্গাদ্বারে মুনিগণ-সমীপে বলিয়াছিলেন। আর এই সর্ব্বপাপনাশক পুরাণ পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা নিজ পুত্র ধীমান্ সনক ও সনৎকুমারের নিকট বলিয়াছিলেন। সনক হইতে যোগ-বিত্তম ভগবান দেবল-মুনি এবং দেবল হইতে এই উত্তম পুরাণ পঞ্চশিখমুনি অবগত হইয়াছিলেন। আর সনৎকুমার হইতে সত্য-বতীসুত ভগবান্ বেদব্যাস মুনি এই সর্ব্বার্থ-সংগ্রহ পরম পুরাণ লাভ করিয়াছিলেন। পরে বেদব্যাসের নিকট শ্রবণ করিয়া আমি এই পাপনাশক পুরাণ আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। আপনারাও ধার্ম্মিক ব্যক্তির সমীপে ইহা প্রকাশ করিবেন। সেই নারায়ণাত্মা, শমগুণাস্পদ, পরাশরনন্দন, সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি, গুরু বেদব্যাসকে প্রণাম করি; আর যাঁহা হইতে সমস্ত জগতের উৎপত্তি, যাঁহাতে সমস্ত জগৎ লীন হইয়া থাকে, কূর্ম্মরূপী সেই পরমেশ্বর বিষ্ণুকে নমস্কার করি। ১৪১-১৪৯।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৪।

উপরিভাগঃ সমাপ্তঃ।

সমাপ্তমিদং কূর্ম্মপুরাণম্।